ষোড়শ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : দুঃখমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : জল, প্রজাপতি। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

অতিসৃষ্টো অপাং বৃষভোঽতিসৃষ্টা অগ্নয়ো দিব্যাঃ ॥ ১॥
রুজন্ পরিরুজন্ মৃণন্ প্রমৃণন্ ॥ ২॥
ম্রোকো মনোহা খনো নির্দাহ আত্মদূষিস্তনূদূষিঃ ॥ ৩॥
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি ॥ ৪॥
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫॥
অপামগ্রমসি সমুদ্রং বোঽভ্যবসৃজামি ॥ ৬॥
যোঽপ্স্বগ্নিরতি তং সৃজামি ম্রোকং খনিং তনূদূষিম্ ॥ ৭॥
যো ব আপোঽগ্নিরাবিবেশ স এষ যদ্ বো ঘোরং তদেতৎ ॥ ৮॥
ইন্দ্রস্য ব ইন্দ্রিয়েণাভি ষিঞ্চেৎ ॥ ৯॥
অরিপ্রা আপো অপ রিপ্রমস্মৎ ॥ ১০॥
প্রাস্মদেনো বহন্তু প্র দুষ্বপ্ন্যং বহন্তু ॥ ১১॥
শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাপঃ শিবয়া তন্বোপ স্পৃশত ত্বচং মে ॥ ১২॥
শিবানগ্নীনপ্সুষদো হবামহে ময়ি ক্ষত্রং বর্চ আ ধত্ত দেবীঃ ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ — জলে বৃষভের ন্যায় যে জল আছে, তা অতিসৃষ্ট (ত্যক্ত) হয়েছিল এবং অগ্নি সমুদায়ও অতিসৃষ্ট হয়েছিল। ভঙ্গ করণশালী, নাশক, পলায়নশীল, মনকে দাবিত করণশালী, দাহোৎপাদক, খননের দ্বারা প্রাপ্ত, আত্মা ও দেহকে দূষিত-করণশীল যে জল আছে, তাকে আপন শত্রুদের সাথে সংযুক্ত ক'রে আমি অতিমর্জন করছি। আমি তাকে স্পর্শ করবো না। আমি জলের শ্রেষ্ঠ ভাগকে সমুদ্রে প্রেরণ করছি, তার ভীষণ অগ্নিযুক্ত অংশকে ত্যাগ করছি, তার ঐশ্বর্যযুক্ত অংশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সিঞ্চন করছি। জল আমাদের পাপ-স্বপ্নকে দূর ক'রে আপন কল্যাণকরী অংশের দ্বারা আমাদের স্পর্শ করুক, বলসঞ্চার করুক।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — কতিযুচিৎ কর্মস্য শান্ত্যদকং বিহিতং। তেন হি আচমনপ্রোক্ষণাব-সেচনাসেচনাপ্লাবনামি কর্তব্যানি ভবন্তি।....ইত্যাদি ॥ (১৬কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — এই মন্ত্রগুলির দ্বারা কোন কোন কর্মে শান্তিজল বিহিত। তাতে আচমন-প্রোক্ষণ-অবসেচন-আসেচন-আপ্লাবন ইত্যাদি করণীয়। কাংস্য পাত্রে করণীয়। এই জল নিক্ষেপণের ফলে তার মধ্যগত ময়লা নির্গত হয়ে যায়। কৌশিক সূত্রে (১/৯) এর বিবরণ আছে।—এটি এই অনুবাকের প্রথম পর্যায়সূক্ত ব'লে উল্লেখিত ॥ (১৬কা. ১অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : দুঃখমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বাক্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, বৃহতী, গায়ত্রী।]

নির্দুরর্মণ্য উর্জা মধুমতী বাক্ ॥ ১॥
মধুমতী স্থ মধুমতীং বাচমুদেয়ম্ ॥ ২॥
উপহূতো মে গোপা উপহূতো গোপীথঃ ॥ ৩॥
সুশ্রুতৌ কর্ণৌ ভদ্রশ্রুতৌ কর্ণৌ ভদ্রং শ্লোকং শ্রূয়াসম্ ॥ ৪॥
সুশ্রুতিশ্চ মোপশ্রুতিশ্চ মা হাসিষ্টাং সৌপর্ণং চক্ষুরজস্রং জ্যোতিঃ ॥ ৫॥
ঋষীণাং প্রস্তরোঽসি নমোঽস্তু দৈবায় প্রস্তরায় ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — আমি দূষিত চর্মরোগ হ'তে মুক্ত থাকবো, আমার বাক্ (বাণী) বলবতী ও মধুমতী থাকুক। ঔষধি সমূহ আমার বাণীকে মধুর করুক। আমি ইন্দ্রিয়পালক মনকে আহ্বান করছি। আমার কর্ণ কল্যাণকারী বাক্যসমূহ শ্রবণ করুক। আমার নেত্র গরুড়ের ন্যায় দর্শন-শক্তি লাভ করুক।

টীকা — কৌশিক সূত্র (৬/৩) অনুসারে এই সূক্তের অভিমর্শনে কোন কোন দোষবিশেষ দূর হয়। এই সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্ম, উপনয়নে মাণবকের দীর্ঘায়ু কামনা ইত্যাদি সাধিত হয়। (কো. ৭/৯)। চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের দৃঢ়তা-কামনায় অরণ্যে গমন পূর্বক এই সূক্তের দ্বারা সর্বৌষধি অভিমন্ত্রিত করে অনুক্রমে প্রলিপ্ত করার বিধি আছ। (কৌ. ৭/৯)। এর ফলে বাক্, মন, চক্ষু, দন্ত, নাসিকা এবং অন্য সকল বিকল ইন্দ্রিয় দৃঢ়তা লাভ করে।—এই সূক্তটির পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমেই উক্ত হয়েছে—"মরণং ব্যসনং চৈব বন্ধনং চ বিশেষতঃ।/প্রণিপাতোন্মত্ততা বা দৈবোপহতিরেব চ।/ পুত্রাদিধননাশশ্চ গৃহে দোষান্ বহূনপি।"—এটি এই অনুবাকের দ্বিতীয় পর্যায়সূক্ত ॥ (১৬কা. ১অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : দুঃখমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ব্রহ্মা, আদিত্য। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

মূর্ধাহং রয়ীণাং মূর্ধা সমানানাং ভূয়াসম্ ॥ ১॥
রুজশ্চ মা বেনশ্চ মা হাসিষ্টাং মূর্ধা চ মা বিধর্মা চ মা হাসিষ্টাম্ ॥ ২॥
উর্বশ্চ মা চমসশ্চ মা হাসিষ্টাং ধর্তা চ মা ধরুণশ্চ মা হাসিষ্টাম্ ॥ ৩॥
বিমোকশ্চ মার্দ্রপবিশ্চ মা হাসিষ্টামার্দ্রদানুশ্চ মা মাতরিশ্বা চ মা হাসিষ্টাম্ ॥ ৪॥
বৃহস্পতির্ম আত্মা নৃমণা নাম হৃদ্যঃ ॥ ৫॥
অসন্তাপং মে হৃদয়মুর্বী গব্যূতিঃ সমুদ্রো অস্মি বিধর্মণা ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — আমি ধনরাশি ও আপন সমান ব্যক্তিগণের মধ্যে মস্তকের ন্যায় শ্রেষ্ঠ হবো। রজঃ, যজ্ঞ, মূর্ধা, বিধর্মা, আমাকে যেন ত্যাগ না করে। উর্ব, চমস, ধরুণ ও ধর্তা (যজ্ঞপাত্র) আমাকে যেন ত্যাগ না করে। বিমোক, আর্দ্রদানু ও মাতরিশ্বা আমা হ'তে যেন পৃথক না হয়। হর্ষদ, অনুগ্রহপ্রদ, মনকে নিযুক্ত করণশীল বৃহস্পতি আমার আত্মা। দুই ক্রোশব্যাপী (বহুবিস্তীর্ণ) ভূমি আমার অক্ষতিকারক হোক; আমার হৃদয় যেন অসন্তপ্ত থাকে এবং যেন সমুদ্রসম গভীর হয়।

টীকা — উপনয়নে 'মূর্ধাহং' 'নাভিরহং' (পরবর্তী) সূক্তদ্বয়ের দ্বারা মাণবকের আয়ু বৃদ্ধির নিমিত্ত আদিত্যের উপাসনা বিহিত আছে। (কৌ. ৭/৯)। এই দুটি সূক্তও যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়সূক্ত ॥ (১৬কা. ১অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দুঃখমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ব্রহ্মা, আদিত্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, গায়ত্রী।]

নাভিরহং রয়ীণাং নাভিঃ সমানানাং ভূয়াসম্ ॥ ১॥
স্বাসদসি সূষা অমৃতো মর্ত্যেষ্বা ॥ ২॥
মা মাং প্রাণো হাসীন্মো অপানোঽবহায় পরা গাৎ ॥ ৩॥
সূর্যো মাহ্নঃ পাত্বগ্নিঃ পৃথিব্যা বায়ুরন্তরিক্ষাদ্
যমো মনুষ্যেভ্যঃ সরস্বতী পার্থিবেভ্যঃ ॥ ৪॥
প্রাণাপানৌ মা মা হাসিষ্টং মা জনে প্র মেষি ॥ ৫॥
স্বস্ত্যদ্যোষসো দোষসশ্চ সর্ব আপঃ সর্বগণো অশীয় ॥ ৬॥
শক্করী স্থ পশবো মোপ স্থেযুর্মিত্রাবরুণৌ মে
প্রাণাপানাবগ্নির্মে দক্ষং দধাতু ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — আমি ধনের ও আপন সমান ব্যক্তিগণের মধ্যে নাভি সমান (প্রধান) হবো। অমৃতত্বশালিনী উষা মরণধর্মা মনুষ্যগণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা হোন। প্রাণ ও অপান যেন আমাকে না ত্যাগ করে। সূর্য দিন হ'তে, অগ্নি পৃথিবী হ'তে, বায়ু অন্তরিক্ষ হ'তে, যম মনুষ্যগণ হতে এবং সরস্বতী পার্থিব পদার্থ সমূহ হ'তে আমাকে রক্ষা করুন। ঊষাকাল হ'তে রাত্রি পর্যন্ত আমার মঙ্গল হোক। আমি সর্ব গণ ও জলের উপভোক্তা হয়ে থাকবো। বরুণ আমার প্রাণাপান ও অগ্নি আমার বলকে দৃঢ় করুন।

টীকা — প্রথম অনুবাকের এই চতুর্থ পর্যায়সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী সূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয় ॥ (১৬কা. ১অ. ৪সূ.) ॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : দুঃখমোচনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশন। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী।]

বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং গ্রাহ্যাঃ পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ ॥ ১॥
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি ॥ ২॥
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন্যাৎ পাহি॥ ৩॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং নির্ঋত্যাঃ পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ।
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি।
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন্যাৎ পাহি ॥ ৪॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রমভূত্যাঃ পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ।
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি।
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন্যাৎ পাহি ॥ ৫॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং নির্ভূত্যাঃ পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ।
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি।
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন্যাৎ পাহি ॥ ৬॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং পরাভূত্বা পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ।
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি।
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন্যাৎ পাহি ॥ ৭॥
বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং দেবজামিনাং
পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ ॥ ৮॥
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি ॥ ৯॥
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন্যাৎ পাহি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — গ্রাহ্য পিশাচী হ'তে উৎপন্ন স্বপ্ন যমকে প্রাপ্তিকরণশালী হয়ে থাকে। সে অন্ত-কারক মৃত্যুরূপ। সে (দুঃস্বপ্ন) নির্ঋতির পুত্র ও যমকে প্রাপ্ত করিয়ে থাকে। সে (দুঃস্বপ্ন) ভবতির পুত্র এবং যমের কারণ স্বরূপ। সে নির্ভূতির পুত্র ও যমের কারণ স্বরূপ। সে পরাভূতির পুত্র এবং যমের কারণ স্বরূপ। সে দেব জামিগণের (দেবদুহিতাগণের) পুত্র ও যমের কারণ স্বরূপ। হে স্বপ্নের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা! আমরা তোমাকে জ্ঞাত আছি। তুমি এই দুঃস্বপ্ন হ'তে আমাদের রক্ষা করো।

টীকা — বিনিয়োগ প্রসঙ্গে প্রথমেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—"দুঃস্বপ্নদর্শনে শান্তাবেতৎ পর্যায়সূক্তং বিনিযুজ্যতে। তদ্যথা।"—দুঃস্বপ্ন দর্শন করলে এই সূক্তের দ্বারা মুখ-বিমার্জন, অতিঘোর দুঃস্বপ্ন দর্শন করলে

এই সূক্তের দ্বারা মৈশ্রধান্যের পুরোডাশ হোম ইত্যাদি বিনিয়োগ কৌশিক সূত্রে (৫/১০) পাওয়া যায়। এটি এবং এই অনুবাকের অবশিষ্ট চারিটি সূক্তই পর্যায়সূক্ত ব'লে উল্লিখিত ॥ (১৬কা. ২অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : দুঃখমোচনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশন, উষা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি, বৃহতী, জগতী, উষ্ণিক্, গায়ত্রী।]

অজৈষ্মাদ্যাসনামাদ্যাভূমানাগসো বয়ম্ ॥ ১ ॥
উষো যস্মাদ্ দুষ্বপ্ন্যাদভৈষ্মাপ তদুচ্ছতু ॥ ২ ॥
দ্বিষতে তৎ পরা বহ শপতে তৎ পরা বহ ॥ ৩ ॥
যং দ্বিষ্মো যচ্চ নো দ্বেষ্টি তস্মা এনদ্ গময়ামঃ ॥ ৪ ॥
উষা দেবী বাচা সংবিদানা বাগ্‌দেব্যুষসা সংবিদানা ॥ ৫ ॥
উষস্পতির্বাচস্পতিনা সংবিদানো বচস্পতিরুষস্পতিনা সংবিদানঃ ॥ ৬ ॥
তেঽমুষ্মৈ পরা বহন্ত্বরায়ান্ দুর্ণাম্নঃ সদান্বাঃ ॥ ৭ ॥
কুম্ভীকা দূষীকাঃ পীয়কান্ ॥ ৮ ॥
জাগ্রদ্দুষ্বপ্ন্যং স্বপ্নে দুষ্বপ্ন্যম্ ॥ ৯ ॥
আনাগমিষ্যতো বরানবিত্তেঃ সঙ্কল্পানমুচ্যা দ্রুহঃ পাশান্ ॥ ১০ ॥
তদমুষ্মা অগ্নে দেবাঃ পরা বহন্তু বধ্রির্যথাসদ্ বিথুরো ন সাধুঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা ভূমি ও বিজয় লাভ ক'রি, পাপরহিত থাকি, দুঃস্বপ্ন হ'তে ভয়ভীত আমাদের ভয় দূর হয়ে যাক। মন্ত্রশক্তির দ্বারা আমরা এই ভয়কে আমাদের দ্বেষী, অভিসম্পাতকারী ও শত্রুগণের নিকট প্রেরণ করছি। উষা ও বাণী সমান মতশালিনী হোন। উষার পতি উষস্পতি ও বাণীর পতি পাচস্পতি সমমনস্ক হয়ে থাকুন। তাঁরা দূষিত নামশালিনী কুম্ভীকে শত্রুর প্রতি প্রেরণ করুন। আমরা রাত্রের দুঃস্বপ্নে প্রাপ্ত ঘটিতব্য ফলগুলিকে, দিবাভাগে দুঃস্বপ্নজনিত ঘটিতব্য ফলগুলির দ্বারা উসৃষ্ট সঙ্কল্পের বন্ধনগুলিকে এবং শত্রুদের দ্বারা প্রেরিত বন্ধন সমূহকে উন্মোচিত করছি ॥ (১৬কা. ২অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : দুঃখমোচনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশন। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, গায়ত্রী, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্।]

তেনৈনং বিধ্যাম্যভূত্যৈনং বিধ্যামি নির্ভূত্যৈনং বিধ্যামি
পরাভূত্যৈনং বিধ্যামি গ্রাহ্যৈনং বিধ্যামি তমসৈনং বিধ্যামি ॥ ১ ॥

দেবানামেনং ঘোরৈঃ ক্রূরৈঃ প্রৈষৈরভিপ্রেষ্যামি ॥ ২॥
বৈশ্বানরস্যৈনং দংষ্ট্রয়োরপি দধামি ॥ ৩॥
এবানেবাব সা গরুৎ ॥ ৪॥
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি তমাত্মা দ্বেষ্টু যং বয়ং দ্বিষ্মঃ স আত্মানং দ্বেষ্টু ॥ ৫॥
নির্দ্বিষন্তং দিবো নিঃ পৃথিব্যা নিরন্তরিক্ষাদ্ ভজাম ॥ ৬॥
সুযামংশ্চাক্ষুষ ॥ ৭॥
ইদমহমামুষ্যায়ণেঽমুষ্যাঃ পুত্রে দুষ্বপ্ন্যং মৃজে ॥ ৮॥
যদহোঅদো অভ্যগচ্ছন্ যদ্ দোষা যৎ পূর্বাং রাত্রিম্ ॥ ৯॥
যজ্জাগ্রদ্ যৎ সুপ্তো যদ্ দিবা যন্নক্তম্ ॥ ১০॥
ষদহরহরভিগচ্ছামি তস্মাদেনমব দয়ে ॥ ১১॥
তং জহি তেন মন্দস্ব তস্য পৃষ্টীরপি শৃণীহি ॥ ১২॥
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমি এই দুঃস্বপ্নকে অভিচার কর্মের দ্বারা, অভূতি-বিভূতি-পরাভূতি-গ্রাহ্যা ও মৃত্যুরূপ অন্ধকারের দ্বারা বিদীর্ণ করছি। আমি একে দেবতাগণের ভয়ঙ্কর আজ্ঞা সমূহের সমক্ষে উপস্থিত করছি। আমাদের প্রতি দ্বেষী জনকে সপ্ত আকাশ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ হ'তে দূর করছি। দুঃস্বপ্নের দ্বারা প্রাপ্তব্য ফলকে অমুক গোত্রশালী (যথাগোত্র উল্লেখ্য) ব্যক্তির (যথানাম বিদ্বেষপরায়ণের) প্রতি প্রেরণ করছি। পূর্বরাত্রিতে আমি অমুক-অমুক (কার্যাবলীর উল্লেখ) কর্ম সম্পন্ন করেছি; জাগ্রতাবস্থায়, সুষুপ্তাবস্থায়, দিবা-রাত্রে বা নিত্য প্রতিক্ষণে আমি যে পাপ-দোষ প্রাপ্ত হয়েছি। তা ঐগুলির দ্বারা বিনষ্ট করছি। হে দুঃস্বপ্নের বিনাশক দেবতা! তুমি আমাদের শত্রুনাশ ক'রে দাও।

◆

চতুর্থ সূক্ত : দুঃখমোচনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশন। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, পংক্তি, বৃহতী।]

জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমৃতমস্মাকং তেজোঽস্মাকং
ব্রহ্মাস্মাকং স্বরস্মাকং যজ্ঞোঽস্মাকং পশবোঽস্মাকং
প্রজা অস্মাকং বীরা অস্মাকম্ ॥ ১॥
তস্মাদমুং নির্ভজামোঽমুমামুষ্যায়ণমমুষ্যাঃ পুত্রমসৌ যঃ ॥ ২॥
স গ্রাহ্যাঃ পাশান্মা মোচি ॥ ৩॥
তস্যেদং বর্চস্তেজঃ প্রাণমায়ুর্নি বেষ্টয়ামীদমেনমধরাঞ্চং পাদয়ামি ॥ ৪॥
জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমৃতমস্মাকং তেজোঽস্মাকং
ব্রহ্মাস্মাকং স্বরস্মাকং যজ্ঞোঽস্মাকং পশবোঽস্মাকং

প্রজা অস্মাকং বীরা অস্মাকম্।
তস্মাদমুং নির্ভজামোঽমুমামুষ্যায়ণমমুষ্যাঃ পুত্রমসৌ যঃ।
স নির্ঋত্যাঃ পাশান্মা মোচি।
তস্যেদং বর্চস্তেজঃ প্রাণমায়ুর্নি বেষ্টয়ামীদমেনমধরাঞ্চং পাদয়ামি ॥ ৫ ॥
জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমৃতমস্মাকং তেজোঽস্মাকং
ব্রহ্মাস্মাকং স্বরস্মাকং যজ্ঞোঽস্মাকং পশবোঽস্মাকং
প্রজা অস্মাকং বীরা অস্মাকম্।
তস্মাদমু নির্ভজামোঽমুমামুষ্যায়ণমুষ্যাঃ পুত্রমসৌ যঃ।
সোঽভূত্যাঃ পাশান্মা মোচি। তস্যেদং বর্চস্তেজঃ প্রাণমায়ুর্নি
বেষ্টয়ামীদমেনমধরাঞ্চং পাদয়ামি ॥ ৬ ॥
জিতম্.....পুত্রমসৌ যঃ।
স নির্ভূত্যাঃ পাশান্মা মোচি। তস্যেদং...পাদয়ামি ॥ ৭ ॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স পরাভূত্যা পাশান্মা মোচি। তস্যেদং ....পাদয়ামি ॥ ৮ ॥
জিতম্....পুত্রমসৌ যঃ।
স দেবজামীনাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং...পাদয়ামি ॥ ৯ ॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স বৃহস্পতেঃ পাশান্মা মোচি। তস্যেদং...পাদয়ামি ॥ ১০ ॥
জিতম্....পুত্রমসৌ যঃ।
স প্রজাপতেঃ পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ১১ ॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স ঋষিণাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ১২ ॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স আর্ষেয়ানাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং...পাদয়ামি ॥ ১৩ ॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স অঙ্গিরসাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ১৪ ॥
জিতম্....পুত্রমসৌ যঃ।
স আঙ্গিরসানাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ১৫ ॥
জিতম্....পুত্রমসৌ যঃ।
স অথর্বণাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ১৬ ॥
জিতম্....পুত্রমসৌ যঃ।
স আথর্বণানাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ১৭ ॥

জিতম্....পুত্রমসৌ যঃ।
স বনস্পতীনাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ১৮॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স বানস্পত্যানাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ১৯॥
জিতম্.....পুত্রমসৌ যঃ।
স ঋতুনাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ২০॥
জিতম্....পুত্রমসৌ যঃ।
স আর্তবানাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ২১॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স মাসানাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং ....পাদয়ামি ॥ ২২॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স অর্ধমাসানাং পাশান্মা মোচি। তস্যেদং ....পাদয়ামি ॥ ২৩॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স অহোরাত্রয়োঃ পাশান্মা মোচি। তস্যেদং...পাদয়ামি ॥ ২৪॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স অহ্নোঃ সংযতোঃ পাশান্মা মোচি। তস্যেদং...পাদয়ামি ॥ ২৫॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পাশান্মা মোচি। তস্যেদং...পাদয়ামি ॥ ২৬॥
জিতম্...পুত্রমসৌ যঃ।
স ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ পাশান্মা মোচি। তস্যেদং....পাদয়ামি ॥ ২৭॥
জিতম্....পুত্রমসৌ যঃ।
স মিত্রাবরুণয়োঃ পাশান্মা মোচি। তস্যেদং.....পাদয়ামি ॥ ২৮॥
জিতম্.....পুত্রমসৌ যঃ।
স রাজ্ঞো বরুণস্য পাশান্মা মোচি। তস্যেদং...পাদয়ামি ॥ ২৯॥
জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমৃতমস্মাকং তেজোঽস্মাকং ব্রহ্মাস্মাকং
স্বরস্মাকং যজ্ঞোঽস্মাকং পশবোঽস্মাকং
প্রজা অস্মাকং বীরা অস্মাকম্ ॥ ৩০॥
তস্মাদমুং নির্ভজামোঽমুমামুষ্যায়ণমমুষ্যাঃ পুত্রমসৌ যঃ ॥ ৩১॥
স মৃত্যোঃ পড্বীশাৎ পাশান্মা মোচি ॥ ৩২॥
তস্যেদং বর্চস্তেজঃ প্রাণমায়ুর্নি বেষ্টয়ামীদমেনমধরাঞ্চং পাদয়ামি ॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ — শত্রুকে হনন ও জয় ক'রে অনীত পদার্থসমূহ আমার। সকল সত্য, তেজঃ, ব্রহ্ম, স্বর্গ, পশু, প্রজা ও বীর সমুদায় আমার। অমুক গোত্রীয় অমুক নামধারী (শত্রুর গোত্র ও নাম উল্লেখ্য) এবং অমুকের পুত্রকে (শত্রুর পিতার নাম উল্লেখ্য) আমরা অভিচার কর্মের দ্বারা এই লোক

হ'তে বিদূরিত ক'রে দিচ্ছি। সে যেন গ্রাহ্যের পাশ-বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'তে না পারে; আমি তার তেজঃ, বর্চঃ, প্রাণ ও আয়ুকে নিপাতিত করছি। সে যেন নির্ঋতির পাশ-বন্ধন হ'তে মুক্ত না হ'তে পারে; সে যেন অভূতি, নির্ভূতি, পরাভূতি, দেবজামি ও বৃহস্পতি পাশ-বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'তে না পারে। শত্রুকে বিদারিত ক'রে আনীত পদার্থ আমার। সকল সত্য, তেজঃ, ব্রহ্ম, স্বর্গ, পশু, প্রজা ও বীর সমুদায় আমার। অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্রকে আমরা অভিচার কর্মের দ্বারা, এই লোক হ'তে পৃথক্ ক'রে দিচ্ছি। আমি তার তেজঃ, বর্চঃ, প্রাণ ও আয়ুকে নিম্নাভিমুখে নিপাতিত করছি। সে প্রজাপতি, অঙ্গিরসবৃন্দ, অথর্বাবৃন্দ, আথর্বণবৃন্দ, বনস্পতি সকল, বার্হস্পত্যগণ, ঋতুসমূহ, ঋতু-পদার্থনিচয়, মাস সমুদায়, অর্ধমাসাবলি, দিবা-রাত্রি সমুচয়, ও দিবা-রাত্রির সংযত ভাগগুলির পাশ-বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'তে না পারে। আমি তার তেজঃ, বর্চঃ, প্রাণ ও আয়ুকে বন্ধন পূর্বক নিম্নাভিমুখে নিপাতিত করছি। শত্রুগণকে বিদীর্ণ ক'রে আনীত অর্থাৎ বিজিত পদার্থ আমার। সত্য, তেজঃ, ব্রহ্ম, স্বর্গ, পশু এবং সকল বীর আমার। আমরা অমুক গোত্রীয় অমুকের পুত্রকে অভিচার কর্মের দ্বারা এই লোক হ'তে দূর ক'রে দিচ্ছি। সে দ্যাবাপৃথিবী, ইন্দ্রাগ্নি, মিত্রাবরুণ, রাজা বরুণ ও মৃত্যুর পাশ -বন্ধনগুলি হ'তে যেন মুক্ত হ'তে না পারে। আমি তার বর্চঃ, তেজঃ, প্রাণ ও আয়ু—সবগুলিকেই বন্ধন পূর্বক নিম্নাভিমুখে নিপাতিত করছি।

◆

পঞ্চম সূক্ত : দুঃখমোচনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : প্রজাপতি, অগ্নি, সোম, পূষা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, পংক্তি।]

জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমভ্যষ্ঠাং বিশ্বাং পৃতনা অরাতীঃ ॥ ১॥
তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ পূষা মা ধাৎ সুকৃতস্য লোকে ॥ ২॥
অগন্ম স্বঃ স্বরগন্ম সং সূর্যস্য জ্যোতিষাগন্ম ॥ ৩॥
বস্যোভূয়ায় বসুমান্ যজ্ঞো বসু বংশিষীয় বসুমান্ ভূয়াসং বসু ময়ি ধেহি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — শত্রুদলকে বিদীর্ণ ক'রে আনীত তথা বিজিত সকল পদার্থ আমার। আমি শত্রুগণের সেনাবর্গের উপর অধিষ্ঠিত হবো। অগ্নি ও সোম এমনই ব'লে থাকেন। পূষা আমাকে পুণ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করুন। আমরা সূর্যের জ্যোতি-প্রভাবে উত্তম প্রকারে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হবো। আমি ধনী এবং সৎকার প্রাপ্তির যোগ্য হবো। হে দেব! আমাকে ধনের দ্বারা পুষ্ট করো।

টীকা — উপর্যুক্ত শেষ চারিটি পর্যায়সূক্তে (অর্থাৎ ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সূক্তে) আভিচারিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শত্রুকে পাশবদ্ধ করণের মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়। কৌশিক সূত্রে (৬/৩, ১/৬) এগুলির নানা বিনিয়োগ উক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে—“.....‘অগন্ম স্ব’ ইতি অবসানদ্বয়বর্জিতেন পদেপদে পাশান্ বৃশ্চতি।” অথাৎ ৫ম সূক্তের শেষ দু'টি মন্ত্র ছাড়া সব সূক্তের সব মন্ত্রই আভিচারিক ক্রিয়ায় বিনিযুক্ত হয়।—চতুর্থ সূক্তে বিন্দু-চিহ্নিত মন্ত্রাংশগুলি পূর্ববর্তী মন্ত্রের পুনরাবৃত্তির নির্দেশক ॥ (১৬কা. ২অ. ২-৫সূ.) ॥

॥ ইতি ষোড়শং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

এই অংশটি স্বর্গীয় দুর্গাদাস মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ও মুদ্রিত অথর্ববেদ-সংহিতার চতুর্থ খণ্ডে যোড়শ কাণ্ডের পরে 'একাদশ কাণ্ড, দ্বিতীয় অনুবাক, দ্বিতীয় পর্যায়' রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও সেইস্থলে এইটির ব্যাখ্যা ইত্যাদি দেওয়া হয়নি; কারণ, এই ৭২টি মন্ত্রই একাধারে ১৮টি মন্ত্রে সংগঠিত হয়ে ১১শ কাণ্ডের ২য় অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তে যথাযথ ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য উল্লেখনীয়—"অথর্ববেদের অনুক্রমণিকা অংশে একাদশ কাণ্ড দ্বিসপ্ততি অবসানে বিভক্ত হইয়াছে। বক্ষ্যমান দ্বিতীয় পর্যায় তাহারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উক্ত হয়। এস্থলে অনুক্রমণিকার নির্দেশ মত সেই দ্বিতীয় পর্যায় প্রদত্ত হইল।"—

একাদশ কাণ্ড।

দ্বিতীয় অনুবাক

দ্বিতীয় পর্যায়

একতম সূক্ত : ওদনঃ

ততশ্চৈনমন্যেন শীর্ষ্ণা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ১॥
জ্যেষ্ঠতস্তে প্রজা মরিষ্যতীত্যেনমাহ ॥ ২॥
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৩॥
বৃহস্পতিনা শীর্ষ্ণা ॥ ৪॥
তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্ ॥ ৫॥
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ ॥ ৬॥
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সঃ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৮॥
বধিরো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৯॥
দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাম্ ॥ ১০॥
তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামক্ষীভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ১২॥
অন্ধো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ১৩॥
সূর্যাচন্দ্রমসাভ্যামক্ষীভ্যাম্ ॥ ১৪॥

তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৫॥
ততশ্চৈনমন্যেন মুখেন প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ১৬॥
মুখতস্তে প্রজা মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ১৭॥
ব্রহ্মণা মুখেন ॥ ১৮॥
তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৯॥
ততশ্চৈনমন্যয়া জিহ্বয়া প্রাশীর্যয়া চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ২০॥
জিহ্বা তে মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ২১॥
অগ্নের্জিহ্বয়া ॥ ২২॥
তয়ৈনং প্রাশিষং তয়ৈনমজীগমম্। এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গঃ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৩॥
ততশ্চৈনমন্যৈর্দন্তৈঃ প্রাশীর্যৈশ্চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ২৪॥
দন্তাস্তে শৎস্যন্তীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ২৫॥
ঋতুভির্দন্তৈঃ ॥ ২৬॥
তৈরেনং প্রাশিষং তৈরেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৭॥
ততশ্চৈনমন্যৈঃ প্রাণাপানৈঃ প্রাশীর্যৈশ্চৈতং পূর্ব ঋষয় প্রাশ্নন্ ॥ ২৮॥
প্রাণাপানাস্ত্বা হাস্যন্তীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ২৯॥
সপ্তর্ষিভিঃ প্রাণাপানৈঃ ॥ ৩০॥
তৈরেনং প্রাশিষং তৈরেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩১॥
ততশ্চৈনমন্যেন ব্যচসা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৩২॥
রাজযক্ষ্মাস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৩৩॥
অন্তরিক্ষেণ ব্যচসা ॥ ৩৪॥

তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপুরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩৫॥
ততশ্চৈনমন্যেন পৃষ্ঠেন প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৩৬॥
বিদ্যুৎ ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৩৭॥
দিবা পৃষ্ঠেন। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩৮॥
ততশ্চৈনমন্যেনোরসা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৩৯॥
কৃষ্যা ন রাৎস্যসীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৪০॥
পৃথিব্যোরসা। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪১॥
ততশ্চৈনমন্যেনোদরেণ প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৪২॥
উদরদারস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৪৩॥
সত্যেনোদরেণ। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪৪॥
ততশ্চৈনমন্যেন বস্তিনা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৪৫॥
অপ্সু মরিষ্যসীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৪৬॥
সমুদ্রেণ বস্তিনা ॥ ৪৭॥
তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪৮॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামূরুভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৪৯॥
ঊরু তে মরিষ্যত ইত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৫০॥
মিত্রাবরুণয়োরূরুভ্যাম্ ॥ ৫১॥
তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।

এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫২॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামষ্ঠীবদ্ভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৫৩॥
স্রামো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৫৪॥
ত্বষ্টুরষ্ঠীবদ্ভ্যাম্। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫৫॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং পাদাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৫৬॥
বহুচারী ভবিষ্যসীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৫৭॥
অশ্বিনোঃ পাদাভ্যাম্। তাভ্যামেনং প্রাশিষং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫৮॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং প্রপদাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৫৯॥
সর্পস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৬০॥
সবিতুঃ প্রপদাভ্যাম্। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬১॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং হস্তাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৬২॥
ব্রাহ্মণং হনিষ্যসীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৬৩॥
ঋতস্য হস্তাভ্যাম্ ॥ ৬৪॥
তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬৫॥
ততশ্চৈনমন্যয়া প্রতিষ্ঠয়া প্রাশীর্যয়া চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্ ॥ ৬৬॥
অপ্রতিষ্ঠানোঽনায়তনো মরিষ্যসীত্যেনমাহ ॥ ৬৭॥
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্ ॥ ৬৮॥
সত্যে প্রতিষ্ঠায় ॥ ৬৯॥
তয়ৈনং প্রাশিষং তয়ৈনমজীগমম্ ॥ ৭০॥
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ ॥ ৭১॥
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭২॥

সপ্তদশ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অভ্যুদয় প্রার্থনা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আদিত্য। ছন্দ : জগতী, অষ্টি, ধৃতি, শক্করী, কৃতী, প্রকৃতি, ককুপ্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্।]

বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্।
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রমায়ুষ্মান্ ভূয়াসম্ ॥ ১॥
বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্।
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রং প্রিয়ো দেবানাং ভূয়াসম্ ॥ ২॥
বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্।
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রং প্রিয়ঃ প্রজানাং ভূয়াসম্ ॥ ৩॥
বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্।
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রং প্রিয়ঃ পশূনাং ভূয়াসম্ ॥ ৪॥
বিষাসহিং সহমানং সাসহানং সহীয়াংসম্।
সহমানং সহোজিতং স্বর্জিতং গোজিতং সন্ধনাজিতম্।
ঈড্যং নাম হ্ব ইন্দ্রং প্রিয়ঃ সমানানাং ভূয়াসম্ ॥ ৫॥
উদিহ্যুদিহি সূর্য বর্চসা মাভ্যুদিহি।
দ্বিষংশ্চ মহ্যং রধ্যতু মা চাহং দ্বিষতে রধং তবেদ্
বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৬॥
উদিহ্যুদিহি সূর্য বর্চসা মাভ্যুদিহি।
যাংশ্চ পশ্যামি যাংশ্চ ন তেষু মা সুমতিং কৃধি তবেদ্
বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।

ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৭॥
মা ত্বা দভন্ৎ সলিলে অপ্স্বন্তর্যে পাশিন উপতিষ্ঠন্ত্যত্র।
হিত্বাশস্তিং দিবমারুক্ষ এতাং স নো মৃড়
সুমতৌ তে স্যাম তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৮॥
ত্বং ন ইন্দ্র মহতে সৌভগায়াদব্ধেভিঃ পরি
পাহ্যক্তুভিস্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৯॥
ত্বং ন ইন্দ্রোতিভিঃ শিবাভিঃ শন্তমো ভব।
আরোহংস্ত্রিদিবং দিবো গৃণানঃ সোমপীতয়ে প্রিয়ধামা
স্বস্তয়ে তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — আরোগ্য ইত্যাদির নিমিত্ত প্রার্থনাকারী সকল প্রাণীর দ্বারা সর্বদা স্তোতব্য, আমি সেই পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্ররূপ সূর্যকে (যিনি বৃষ্টি ইত্যাদির দ্বারা সকল প্রাণীকে পোষণ করেন, তাঁকে) আহ্বান করছি। অন্যকে দমনশালী তেজের সাথে যুক্ত, শত্রবর্গের মধ্য হ'তে সেই তেজঃকে জয়কারী, শত্রুহননে স্বভাবসিদ্ধ, সহনশীলগণের মধ্যে অতিশয় সহনশীল, শত্রুবর্গের গো-ইত্যাদি পশু-সমূহকে জয়কারী (বা জলের জেতা), শত্রুর বল ও সুখের বিনাশক, শত্রুগণের সুবর্ণ-রজত-মণিমুক্তা ইত্যাদি জয়ে পারঙ্গম—সেই হেন ইন্দ্র-শব্দবাচ্য ভগবান্ সূর্যকে ত্রিকাল কর্মের দ্বারা (প্রাতঃ, মধ্য ও সায়ংকালে সাধ্য নিত্যকৃত্যের দ্বারা) আহূত করছি; তাঁর কৃপায় আমি আয়ুষ্মান্ হবো (অর্থাৎ শত সম্বৎসরের আয়ু লাভ করবো ॥ ১ ॥ বিষাসহি, সহমান,সাসহান, সহীবান্ (সহীয়াংসম্), তেজের বিজেতা, স্বর্গ ও গাভীগণের বিজেতা, জলের বিজেতা—ইন্দ্র শব্দবাচ্য সেই ভগবান্ সূর্যকে ত্রিকাল কর্মের দ্বারা আহূত করছি; তাঁর কৃপায় আমি দেবগণের (প্রিয়) হবো। (সূর্য হলেন একৈব মহান্ আত্মা বা দেবতা, অর্থাৎ সর্বভূতাত্মা। সুতরাং তাঁর প্রীতিতে আমি সর্ব দেবতার প্রীতি লাভ করবো) ॥ ২ ॥ বিষাসহি....আহূত করছি; তাঁর কৃপায় আমি পুত্র ভৃত্য ইত্যাদি প্রজাগণের প্রিয় হবো ॥ ৩ ॥ বিষাসহি....আহূত করছি; তাঁর কৃপায় আমি গো-মহিষ-অজ-অবি ইত্যাদি ও হস্তী-অশ্ব-উষ্ট্র ইত্যাদি চতুষ্পাদ পশু সমূহের প্রিয় হবো ॥ ৪ ॥ বিষাসহি....আহুত করছি; তাঁর কৃপায় আমি কুল-জাতি-বয়স-ধন-বিদ্যা-কর্ম ইত্যাদিতে আমার সমান ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রিয় হবো ॥ ৫ ॥ উদয় হওয়ার পর সকল প্রাণীকে আপন আপন কর্মে প্রেরণকারী হে সূর্য! তুমি উদিত হও, উদিত হও। (সূর্যের উদয়বিষয়ে ত্বরা দ্যোতিত হচ্ছে)। তুমি সকলকে দমনকারী; আমাতে তেজঃপ্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত উদয় হও। তোমার কৃপায় আমাতে দ্বেষ-পোষণকারী জন আমার অধীন হোক। আমি

তোমার উপাসক, কখনও শত্রুর বশীভূত হবো না। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আপন কিরণের দ্বারা বিশ্বকে ব্যাপ্ত করণশালী। (বিষ্ণুরাদিত্য আপন রশ্মির দ্বারা সকল ব্রহ্মাণ্ডান্তরাল ব্যাপ্ত করেন—এটি শ্রুতির মত)। তুমি আমাদের বহু প্রকারের (অর্থাৎ গো-মহিষ-অজ-অবি-করি-তুরগ-উষ্ট্র ইত্যাদি) পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর আমাকে (ক্ষুৎ-পিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মরণ ইত্যাদি রহিত) সুধাময় পরম ব্যোমে স্থাপিত করো ॥ ৬॥ হে সূর্য! তুমি উদিত হও, উদিত হও। তুমি সকলের দমনকারী; আমাকে তেজঃপ্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত উদিত হও। যে প্রাণী আমার সম্মুখে দৃষ্ট হচ্ছে অথবা যারা (দেশ ইত্যাদির ব্যবধানবশতঃ) দৃষ্ট হচ্ছে না, সেই দ্বিবিধ প্রাণীর প্রতি আমাকে সুমতি অর্থাৎ শোভনবুদ্ধিযুক্ত করো। (অর্থাৎ তাদের প্রতি আমাকে দ্রোহরহিত চিত্তশালী করো—এটাই বক্তব্য)। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! এমন তোমারই প্রভাব, অন্য কারো নয়। তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর আমাকে সুধাময় পরম ব্যোমে স্থাপিত করো ॥ ৭॥ হে সূর্য অন্তরিক্ষ-স্থানে সলিলের অভ্যন্তরে পাশধারী প্রচ্ছন্নচারী হিংসক রাক্ষসগণ যেন দম্ভভরে তোমাকে প্রতিরোধ করতে না পারে। (পরাখ্যব্রহ্মের সগুণমূর্তিভূত ভগবানই সূর্যের গতি রাক্ষসগণ কর্তৃক প্রতিবন্ধিত হয়েছে, এমন) নিন্দা প্রতিহত করে তুমি আপন সামর্থ্যে অন্তরিক্ষে আরূঢ়বান হয়ে থাকো। তুমি আমাদের সুখ প্রদান করো। আমরা তোমার শোভন অনুগ্রহবুদ্ধিতে অবস্থান করবো। (অর্থাৎ তোমার অনুগ্রহবুদ্ধির সৌজন্যে আমরা যে অভীষ্ট প্রার্থনা করি, তা সুলভ হবে)। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর আমাকে সুধাময় পরম ব্যোমে স্থাপিত করো ॥ ৮॥ হে (ইন্দ্ররূপী) পরমেশ্বর সূর্য! তুমি আমাদের (ধর্ম-যশ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য ইত্যাদিরূপ) প্রভূত ঐশ্বর্যসিদ্ধির নিমিত্ত ব্যাধি-সর্প-অগ্নি-তস্কর ইত্যাদি জনিত হিংসা হতে আমাদের দিবারাত্রগুলিকে রাহিত্য প্রদান করো। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর আমাকে সুধাময় পরম ব্যোমে স্থাপিত করো ॥ ৯॥ হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন (ইন্দ্ররূপী) সূর্য! তুমি আমাদের সুখতম হও। (অর্থাৎ পুনপুনঃ জন্ম-মরণ ইত্যাদির ক্লেশ হতে আমাদের রক্ষাজনিত সুখয়িতৃ হও)। অগ্নিতে আহুত সোম পান করে (অর্থাৎ যাগ ইত্যাদি কর্মে আহূত হয়ে হুতসোম পান করে) এবং আমার দ্বারা স্তুত হয়ে তোমার প্রিয় ধাম ত্রিদিবে (দ্যুস্থানে) আরোহণ করো এবং জগতের স্বস্তি (অর্থাৎ মঙ্গল) বিধান করো। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশুসমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর আমাকে সুধাময় পরম ব্যোমে স্থাপিত করো ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — সপ্তদশ কাণ্ডে একোঽনুবাকঃ। তত্র ত্রীনি সূক্তানি। অয়ং 'বিষাসহিং' ইত্যনুবাকঃ সলিলগণমধ্যে পঠিতঃ। অতঃ 'সলিলৈঃ ক্ষীরৌদনং অশ্নাতি। মন্থান্তানি' ইতি (কৌ. ৩/১) 'সলিলৈঃ সর্বকামঃ' (৩/৭) ইত্যাদি চাস্য বিনিয়োগঃ।—ইত্যাদি॥ (১৭কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — এই কাণ্ডে একটি অনুবাক এবং তাতে তিনটি সূক্ত বলা হলেও মূলে ঐ তিনটি সূক্তও একটি সূক্তে গ্রথিত। আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাসের গ্রন্থানুসারে ঐ একটি সূক্তকে তিনটি সূক্তে বিভক্ত রূপেই গ্রহণ করেছি। এই সম্পূর্ণ অনুবাকটি সলিলগণমধ্যে পাঠিত। তার বিনিয়োগ কৌশিক সূত্রে (৩/১, ৩/৭) প্রদত্ত হয়েছে। উপনয়ন কর্মে আচার্য কর্তৃক উপনীত ব্রহ্মচারীর নাভিদেশ স্পর্শ পূর্বক এই অনুবাকের মন্ত্রগুলি জপনীয়। (কৌ. ৭/৬)। উপনয়ন কর্মে হস্ত প্রক্ষালনের পর আচার্য উপনীত মানবককে এই মন্ত্রগুলির দ্বারা

অনুমন্ত্রিত করেন (কৌ. ৭/৯)। আদিত্যগ্রহণরূপ দুর্নিমিত্তের শান্তির নিমিত্ত এই মন্ত্রগুলির দ্বারা আজ্য হোম করণীয় (কৌ. ১৩/৭)। চন্দ্রগ্রহণরূপ দুর্নিমিত্তের শান্তির নিমিত্ত এই মন্ত্রগুলির দ্বারা উপাসনা করণীয় (কৌ. ১৩/৮)। ভাস্করের প্রীতির উদ্দেশ্যে ক্রিয়মান আদিত্যমণ্ডলদানে এই অনুবাকের দ্বারা মণ্ডলাকার অপূপ (পিষ্টক) অভিমন্ত্রণ, আয়ুয্যগণে পঠিতব্য হওয়ার কারণে এই অনুবাকের দ্বারা আজ্য হোম, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিনিয়োগগুলি নক্ষত্র কল্প (১৭,১৮), বৈতান (১/৩) ইত্যাদিতে উক্ত হয়েছে॥ (১৭কা. ১অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অভ্যুদয় প্রার্থনা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আদিত্য। ছন্দ : জগতী, অষ্টি, ধৃতি, শক্করী, কৃতী, প্রকৃতি, ককুপ্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্।]

ত্বমিন্দ্রাসি বিশ্বজিৎ সর্ববিৎ পুরুহূতস্ত্বমিন্দ্র।
ত্বমিন্দ্রেমং সুহবং স্তোমমেরয়স্ব স নো মৃড়
সুমতৌ তে স্যাম তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ১॥
অদব্ধো দিবি পৃথিব্যামুতাসি ন ত আপুর্মহিমানমন্তরিক্ষে।
অদব্ধেন ব্রহ্মণা বাব্ধানঃ স ত্বং ন ইন্দ্র দিবি
যংছর্ম যচ্ছ তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ২॥
যা ত ইন্দ্র তনূরপ্সু যা পৃথিব্যাং যান্তরগ্নৌ যা ত ইন্দ্র পবমানে স্বর্বিদি।
যয়েন্দ্র তন্বাহন্তরিক্ষং ব্যাপিথ তয়া ন ইন্দ্র তন্বা শর্ম যচ্ছ
তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৩॥
ত্বামিন্দ্র ব্রহ্মণা বর্ধয়ন্তঃ সত্রং নি ষেদুর্ঋষয়ো
নাধমানাস্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪॥
ত্বং তৃতং ত্বং পর্যেষ্যুৎসং সহস্রধারং বিদথং
স্বর্বিদং তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৫॥

ত্বং রক্ষসে প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বং শোচিষা নভসী বি ভাসি।
ত্বমিমা বিশ্বা ভুবনানু তিষ্ঠস ঋতস্য পন্থামন্বেষি
বিদ্বাংস্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৬॥
পঞ্চভিঃ পরাঙ্ তপস্যেকয়ার্বাঙশস্তিমেষি
সুদিনে বাধমানস্তবেদ্ বিষ্ণু বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৭॥
ত্বমিন্দ্রস্ত্বং মহেন্দ্রস্ত্বং লোকস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
তুভ্যং যজ্ঞো বি তায়তে তুভ্যং জুহ্বতি
জুহ্বতস্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৮॥
অসতি সৎ প্রতিষ্ঠিতং সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্।
ভূতং হ ভব্য আহিতং ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতং তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৯॥
শুক্রোঽসি ভ্রাজোঽসি।
স যথা ত্বং ভ্রাজতা ভ্রাজোঽস্যেবাহং ভ্রাজতা ভ্রাজ্যাসম্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে পরমৈশ্বর্যবান্ ইন্দ্রাত্মক সূর্য! তুমি বিশ্বজিৎ (অর্থাৎ জগৎ-সংসারের বশীকর্তা (বা অধিপতি)। তুমি সর্ববিৎ (অর্থাৎ সকলের প্রেরকত্বের কারণে সর্বাত্মক)। হে ইন্দ্র! তুমি পুরুহূত (অর্থাৎ যজমানগণের দ্বারা তাঁদের আপন আপন যাগসিদ্ধির নিমিত্ত প্রভূতরূপে আহূত। হে ইন্দ্র! ইদানীং সর্বতঃ ক্রিয়মাণ-প্রকার শোভন আহ্বান-সাধন স্তবের (বা স্তুতির) প্রেরণ দান করো (অথবা এই স্তোত্র সমূহকে স্বীকার করো)। তুমি আমাদের সুখ প্রদান করো। আমরা তোমার শোভন অনুগ্রহ বুদ্ধিতে অবস্থান করবো। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর সুধাময় পরম ব্যোমে স্থাপন করো ॥ ১॥ হে ইন্দ্রাত্মক সূর্য! তুমি দ্যুলোকে কোনও রাক্ষস ইত্যাদির দ্বারা, বা পৃথিবীতে কোনও ভূচরের দ্বারা, বা অন্তরিক্ষেও কারো দ্বারা তুমি হিংসিত হওনি। অতি কঠোর তেজস্বী হওয়ায় এই তিন লোকও তোমার সন্তাপলক্ষণ মহিমা আপ্ত করতেই সক্ষম হয় না (তো তোমাকে দমন করবে কেমন করে?)। এমন কি, তুমি অসীম শক্তির দ্বারা সম্পন্ন গায়ন্ত্রী মন্ত্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকছো (অর্থাৎ অন্যের অলভ্য মাহাত্ম্যে তুমি মহীয়ান্)। হে ইন্দ্র! তুমি দিবি অর্থাৎ দ্যুলোকে আমাদের সুখ প্রদান করো। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর সুধাময় পরম ব্যোমে স্থাপিত করো ॥ ২॥ ('ইত্থং মণ্ডলাভিমানিনঃ সূর্যস্য মাহাত্ম্যং উপবর্ণ্য বহুবিধং স্বাভিষ্টমপি অর্থয়িত্বা.....ইত্যাদি'—অর্থাৎ এতক্ষণ এইভাবে মণ্ডলাভিমানী সূর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা

পূর্বক নিজের নানা অভীষ্ট প্রার্থনার পর সূর্যের পঞ্চ মহাভূতস্থ অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোমে বিরাজমান মূর্তিগুলির নিকট অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপন অভীষ্ট প্রার্থনা করছেন)—হে পরমৈশ্বর্যযুক্ত সূর্য (অথবা প্রসিদ্ধ ইন্দ্র)! জলরাশির মধ্যে তোমার যে মূর্তি আছে, সেই মূর্তি সমূহের দ্বারা আমাদের সুখ প্রদান করো; (অর্থাৎ জলে বিদ্যমান সারভূত অমৃত, ভৈষজ্য ইত্যাদির দ্বারা সুখ সম্পাদিত করো। হে ইন্দ্র! পৃথিবীতে তোমার যে তনূ আছে, সেই তনূর দ্বারা (অর্থাৎ পৃথিবীর অভিমানী দেবমূর্তিগুলির মাধ্যমে) আমাদের সুখ প্রদান করো; (অর্থাৎ পৃথিবীর বিকারভূত অন্ন ইত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন করো)। অগ্নিতে ব্যাপ্ত তোমার যে তনূ আছে, সেই মূর্তির দ্বারা তুমি আমাদের সুখ প্রদান করো; (অর্থাৎ তোমার তেজোময় মূর্তি সমূহের দ্বারা দাহ-পাক-প্রকাশ ইত্যাদির দ্বারা সুখ প্রদান করো)। (বাহিরের অনুকূল স্পর্শের জন্য এবং অন্তরের প্রাণ ইত্যাদি বায়ুর চিরকাল সঞ্চারের নিমিত্ত) স্বর্গের জ্ঞাতা প্রবহমান বায়ুতে তোমার যে মূর্তি আছে, সেগুলির দ্বারা তুমি আমাদের সুখ প্রদান করো। হে ইন্দ্র! অন্তরিক্ষ ব্যেপে তোমার যে মূর্তি সমূহ আছে, সেগুলির দ্বারা তুমি আমাদের (বৃষ্টি ইত্যাদির দ্বারা সাধ্য) সুখ প্রদান করো। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর সুধাময় পরম ব্যোপে স্থাপিত করো ॥ ৩॥ হে ইন্দ্রাত্মক সূর্য! অভীষ্ট ফলসমূহের অভিলাষী হয়ে পুরাতন-কালীন (অঙ্গিরা প্রভৃতি) ঋষিগণ অভিমত ফল যাচনা করে তোমাকে স্তোত্র ইত্যাদির দ্বারা প্রবুদ্ধ করেছিলেন (অথবা সোম, পশু ইত্যাদি রূপ হবিঃর দ্বারা অভিবর্ধন করেছিলেন)। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর পরম ব্যোমে অমৃতময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করো ॥ ৪॥ হে ইন্দ্রাত্মক সূর্য! তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হয়ে অপরিমিত ধারাশালী মেঘকে প্রাপ্ত হয়েছো। (অর্থাৎ সেই সহস্রধার মেঘ ঔষধি-বনস্পতির অভিবৃদ্ধি সাধিত করে স্বর্গ-সুখের উৎসরূপ সাক্ষাৎ যজ্ঞের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়েছে)। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর পরম ব্যোমের অমৃতে প্রতিষ্ঠিত করো ॥ ৫॥ হে সূর্য! তুমি পূর্ব ইত্যাদি চারিটি দিককে পালন (বা রক্ষা) করছো; (অর্থাৎ তথাকার সকল লোককে বা প্রাণীসমূহকে পালন করছো)। তুমি আপন প্রকাশের দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে প্রকাশিত করে থাকো। তুমি যজ্ঞের বা জলের মার্গ অন্বেষণ করে ক্রমে ক্রমে তা ব্যাপ্ত করছো; (যেমন বিদ্বান্ ব্যক্তি যজ্ঞের অবস্থিতি জ্ঞাত হন; অর্থাৎ কখনও কোন পদার্থ অজ্ঞাত থাকলে তা অন্বেষণ করে জ্ঞাত হন, সেই ভাবে তুমি যজ্ঞের মার্গ অন্বেষণ করে জ্ঞাত হয়েছো)। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর পরম ব্যোমের অমৃতময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করো ॥ ৬॥ হে সূর্য! তুমি পঞ্চ দীধিতির (অর্থাৎ কিরণের) দ্বারা পরাঙ্ অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উপরিতন (স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ ও সত্য) লোকে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়ে থাকো এবং একটি দীধিতির দ্বারা অবাঙ্ অর্থাৎ অধোমুখ হয়ে (ভূর্লোকে) তাপ প্রদান করে থাকো। এই রূপে, সুদিনে অর্থাৎ শোভনদিবসে নীহার (হিম), মেঘ ইত্যাদির উপদ্রবরহিত দিবসে পৃথিবীকে একটি দীধিতিতে তাপ প্রদান করে নিন্দাভাজন হয়েছো। (অথবা নিম্নমুখী তেজঃ চক্ষুগম্য হওয়ায় একটি অংশরূপে ও ঊর্ধ্বমুখী পঞ্চ তেজঃ অসীম—এমন প্রতিভাত হওয়ায় সকলের স্তুতিভাজন হয়েছো)। হে অনন্ত বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে সমৃদ্ধ করো এবং দেহান্তের পর পরম ব্যোমের অমৃতময় স্থানে স্থাপিত করো ॥ ৭॥ হে সূর্য! তুমি (স্বর্গাধিপতি) ইন্দ্র, তুমিই (মহত্ত্বগুণবিশিষ্ট) মহেন্দ্র। (তান্ত্রিকগণ বিশেষণ ভেদে দেবতার

ভেদ করে থাকেন)। তুমিই পুণ্যাত্মাগণের প্রাপ্য স্বর্গ ইত্যাদি লক্ষণ সমন্বিত লোক; (অথবা পরব্রহ্মের স্বরূপত্বের কারণে সর্বলোকাত্মক)। তুমিই প্রাণীগণের রচয়িতা; এই কারণে যজমানগণ তোমার প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি বিস্তার্যমান যজ্ঞে আহুতি প্রদান করছেন; এবং হোমে আহুতি প্রদান করছেন। (যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা পুরঃসর হূয়মান যজ্ঞ হলো যাগ, তা ব্যতিরেকে আহুতি হলো হোম)। হে বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে সমৃদ্ধ করো এবং দেহান্তের পর পরম ব্যোমের অমৃতময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করো ॥ ৮॥ অসতের (অর্থাৎ চক্ষু ইত্যাদির অবিষয়ী হওয়ায়, দর্শনের যোগ্য না হওয়ায়, অসৎ সংজ্ঞায় বিভূষিত মায়াময় ব্রহ্মেরই) মধ্যে ভূতস্রষ্টা ব্রহ্মের স্বরূপে, হে সূর্য! তুমি অধিষ্ঠিত আছো। হে বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে সমৃদ্ধ করো এবং দেহান্তের পর পরম ব্যোমের অমৃতময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করো ॥ ৯॥ হে সূর্য! তুমি শুক্র (অর্থাৎ অতিবিশদ স্বচ্ছ প্রকাশরূপ বা শুক্রগুণযুক্ত বা অত্যন্ত নির্মল স্বরূপ) হয়ে থাকো। সর্বলোককে প্রকাশিত করণশালী তেজের দ্বারা তুমি জ্যোতির্ময় (ভ্রাজমান) হয়ে আছো। (সেই হেন তোমার মতোই) তোমার উক্ত স্বরূপের উপাসক আমি জ্যোতির্ময় শরীরকান্তি প্রাপ্ত হয়ে দীপ্ত হবো। (অর্থাৎ—তেজোগুণযুক্ত সূর্যের উপাসকও তেজোগুণ-সম্পন্ন হয়—এটাই যুক্তি) ॥ ১০॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : অভ্যুদয় প্রার্থনা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আদিত্য। ছন্দ : জগতী, অষ্টি, ধৃতি, শক্করী, কৃতী, প্রকৃতি, ককুপ্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্।]

রুচিরসি রোচোঽসি।
স যথা ত্বং রুচ্যা রোচোঽস্যেবাহং পশুভিশ্চ
ব্রাহ্মণবর্চসেন চ রুচিষীয় ॥ ১॥
উদ্যতে নম উদায়তে নম উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ স্বরাজে নমঃ সম্রাজে নমঃ ॥ ২॥
অস্তংয়তে নমোঽস্তমেষ্যতে নমোঽস্তমিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ স্বরাজে নমঃ সম্রাজে নমঃ ॥ ৩॥
উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন তপসা সহ।
সপত্নান্ মহ্যং রন্ধয়ন্ মা চাহং দ্বিষতে রধং
তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।
ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং
মা ধেহি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪॥
আদিত্য নাবমারুক্ষঃ শতারিত্রাং স্বস্তয়ে।
অহর্মাত্যপীপরো রাত্রিং সত্রাতি পারয় ॥ ৫॥

সূর্য নাবমারুক্ষ শতারিত্রাং স্বস্তয়ে।
রাত্রিং মাত্যপীপরোঽহঃ সত্রাতি পারয় ॥ ৬॥
প্রজাপতেরাবৃতো ব্রহ্মণা বর্মণাহং কশ্যপস্য জ্যোতিষা বর্চসা চ।
জরদষ্টিঃ কৃতবীর্যো বিহায়াঃ সহস্রায়ুঃ সুকৃতশ্চরেয়ম্ ॥ ৭॥
পরীবৃতো ব্রহ্মণা বর্ণণাহং কশ্যপস্য জ্যোতিষা বর্চসা চ।
মা মা প্রাপন্নিষবো দৈব্যা যা মা মানুষীরবসৃষ্টা বধায় ॥ ৮॥
ঋতেন গুপ্ত ঋতুভিশ্চ সর্বৈর্ভূতেন গুপ্তো ভব্যেন চাহম্।
মা মা প্রাপৎ পাপমা মোত মৃত্যুরন্তর্দধেঽহং সলিলেন বাচঃ ॥ ৯॥
অগ্নির্মা গোপ্তা পরি পাতু বিশ্বত উদ্যন্‌ৎসূর্যো নুদতাং মৃত্যুপাশান্।
ব্যুচ্ছন্তীরুষসঃ পর্বতা ধ্রুবাঃ সহস্রং প্রাণা ময্যা যতন্তাম্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে সূর্য! তুমি রুচিমান্ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট দীপ্তিমান্। তুমি যেমন জগৎসংসারকে প্রকাশিত করণশালিনী দীপ্তির দ্বারা দীপ্ত হয়ে আছো, তেমনই আমিও পশুর দ্বারা (অর্থাৎ গো-মহিষ ইত্যাদির দ্বারা) এবং ব্রাহ্মণের বর্চসের দ্বারা (অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রাহ্মণের অর্জিত ব্রহ্মতেজের দ্বারা) দীপ্ত হবো ॥ ১॥ হে সূর্য! উদয়াচল প্রাপ্ত তোমাকে নমস্কার; অর্ধ-উদিত ও সম্যক্ ঊর্ধ্বপ্রাপ্ত তোমাকে নমস্কার। একদেশোদিত বিরাজ বা বিরাডাত্মক (অর্থাৎ পরমেশ্বরের সকল লোকাত্মক স্থূল-শরীরাভিমানী পুরুষশব্দবাচী দেবরূপী) তোমাকে নমস্কার। অর্ধ-উদিত স্বরাজ বা স্বরাডাত্মক (অর্থাৎ ভূতপঞ্চকের সারাত্মক পরমেশ্বরের সর্বসমষ্টিরূপ সূক্ষ্মশরীরের অভিমানী হিরণ্য গর্ভরূপী) তোমাকে নমস্কার। পূর্ণ উদিত সম্রাজ বা সম্রাডাত্মক (অর্থাৎ পরমেশ্বরের কারণশরীরাভিমানী সকল-ভূত ভৌতিক-প্রপঞ্চস্রষ্টা মায়া—উপাধিক ঈশ্বররূপী) তোমাকে নমস্কার। (এইরূপে—বিরাট্, স্বরাট্ ও সম্রাট্ অর্থাৎ অগ্নি-বায়ু-আদিত্য আখ্যাত পরমেশ্বরের তিনটি মূর্তিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নমস্কার করা হয়েছে) ॥ ২॥ (হে সূর্য!) অস্তাচলে গমনোদ্যত (অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অস্তমিত) বিরাট্ নামে আখ্যাত তোমাকে নমস্কার। অর্ধ-অস্তমিত স্বরাট্ নামে আখ্যাত তোমাকে নমস্কার। সম্পূর্ণরূপে অস্তপ্রাপ্ত সম্রাট্ নামে আখ্যাত তোমাকে নমস্কার। এইভাবে বিরাট্, স্বরাট্ ও সম্রাট্-রূপী (পূর্বে ব্যাখ্যাত) তোমাকে নমস্কার ॥ ৩॥ সর্ব লোককে পূর্ণভাবে সন্তাপ-দানশীল রশ্মিনিচয় সহ পরিদৃশ্যমান আদিত্য উদিত হয়েছেন। (সূর্যের রশ্মিজালে রাক্ষসাদিকৃত অপকর্মগুলি ন্যূনতা প্রাপ্ত হয়, এটাই বিশেষিত)। হে উদ্যত আদিত্য! তোমার অনুগ্রহে (উদয়তস্তবানুগ্রহাৎ) আমার সপত্ন অর্থাৎ শত্রুগণ আমার বশীভূত হোক; আমি যেন আমার দ্বেষ্যগণের বশীভূত না হই। হে বীর্যশালী বিষ্ণুরূপী সূর্য! তুমি আমাদের বহু প্রকারের পশু সমূহে পূর্ণ করো এবং দেহান্তের পর পরম ব্যোমের অমৃতময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করো ॥ ৪॥ হে আদিত্য! সকল প্রাণীর স্বস্তির নিমিত্ত তাদের ব্যোমরূপ (বা জগৎসংসাররূপ) সমুদ্র উত্তীর্ণ করানোর উদ্দেশে তুমি (গ্রহমণ্ডলকে আকর্ষণকারী বায়ুরূপ) শত (বা অপরিমিত) অরিত্রযুক্ত (বা রশ্মিসমন্বিত) রথলক্ষণান্বিত নৌকায় আরূঢ় হয়েছো। (অরিত্র হলো নৌকার জল-আকর্ষণকারী কর্ণ, হাল বা দাঁড়)। এই হেন নৌকায় আরূঢ় হয়ে তুমি আমাদের (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ বিঘ্ন বা দুঃখ পরিহার করিয়ে) দিনের পার প্রাপ্ত করিয়ে দাও। এইরূপে আমাদের রাত্রিরও পরপার প্রাপ্ত করাও।

(অর্থাৎ দিবা ও রাত্রির মধ্যে ব্যবধান না করে পার করাও)।—(এই মন্ত্রের দ্বারা মরণ ইত্যাদির ভীতি, জ্বর-শিরোব্যথা ইত্যাদি পরিহারের দ্বারা আয়ুর অভিবৃদ্ধি প্রার্থিত হয়ে থাকে) ॥ ৫॥ হে আদিত্য! সকল প্রাণীর কল্যাণের (স্বস্তির) নিমিত্ত তাদের ব্যোমরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ করানোর উদ্দেশে শত অরিত্রযুক্ত রথলক্ষণান্বিত নৌকায় আরূঢ় হয়েছো। এই হেন নৌকায় আরূঢ় হয়ে তুমি আমাদের রাত্রির পার প্রাপ্ত করিয়ে দিয়েছো;এবার দিনও পার করিয়ে দাও ॥ ৬॥ প্রজাপতিরূপ সূর্যের (অথবা প্রজাগণের স্রষ্টা হিরণ্যগর্ভের) তেজোরূপ করচের দ্বারা বেষ্টিত (বা আচ্ছাদিত) হয়ে, কিম্বা সূর্য-মূর্তির প্রভেদভূত কশ্যপের প্রকাশময় জ্যোতিরাশির দ্বারা আবৃত হয়ে, আমি (অবিচ্ছিন্ন) জরাকাল পর্যন্ত অশন (অর্থাৎ ভোজন) লাভ করে, আরোগ (অর্থাৎ দৃঢ় অঙ্গসম্পন্ন) হয়ে, অপরিমিত বীর্যশালী হয়ে (বা অনেক পুত্র ইত্যাদি উৎপাদনের সামর্থ্যোপেত হয়ে), সর্বত্র অপ্রতিহত গতিসম্পন্ন হয়ে (বিহায়াঃ), অপরিমিত আয়ুঃশালী হয়ে (সহস্রায়ুঃ), সুষ্ঠু সংস্কৃত হয়ে (সুকৃতঃ), (অথবা লৌকিক ও বৈদিক কর্তব্য সমূহ পালন করে) পৃথিবীর সর্বত্র গমন করবো ॥ ৭॥ আমি সূর্যের ও কশ্যপরূপ আদিত্যের মন্ত্রময় কবচের দ্বারা আচ্ছাদিত। আমি তেজঃ ও রক্ষাত্মক রশ্মিরাশির দ্বারা রক্ষিত আছি। এই কারণে আমার প্রতি হিংসার উদ্দেশে দেবতা ও মনুষ্যবর্গের দ্বারা প্রযুক্ত বাণসমূহ যেন আমার প্রাপ্য না হয় (অর্থাৎ আমাকে যেন বধ করতে না পারে) ॥ ৮॥ আমি ঋতের (যথার্থ সত্যের) দ্বারা (অথবা আদিত্যাখ্য সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের দ্বারা) গুপ্ত (অর্থাৎ রক্ষিত) আছি। তথা (বসন্ত ইত্যাদি) সকল ঋতুর দ্বারা রক্ষিত আছি। তথা ভূতের (অর্থাৎ পূর্বকালে উৎপন্ন পদার্থনিচয়ের) দ্বারা রক্ষিত আছি। আমি ভব্যের (অর্থাৎ ভাবীকালে উৎপাদিতব্য পদার্থ সমূহের) দ্বারা রক্ষিত। অতএব নরকের হেতুভূত পাপ যেন আমাকে না প্রাপ্ত হতে পারে এবং মরণকর্তা দেবও যেন আমার সমীবর্তী হতে না পারেন। আমি মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলে অন্তর্হিত হয়ে থাকবো। (অর্থাৎ লোকে যেমন সলিলের মধ্যে অন্তর্হিত প্রাণীকে কেউ দর্শন করতে পারে না, সেই রকমেই আমি মন্ত্রময় সলিলে পাপ ইত্যাদির বাধারাহিত্য হয়ে নিজেকে গোপন করে রাখবো) ॥ ৯॥ অগ্নিদেব আপন আশ্রিতের রক্ষক; তিনি আমাকে (সর্বতঃ) ভয় হতে রক্ষা করুন। তথা সূর্যদেব উদয় মুহূর্তেই (সর্প-অগ্নি-ব্যাঘ্র-কন্টক ইত্যাদি রূপ) মৃত্যুর পাশগুলি অপসারিত করে দিন; সেগুলি যাতে আমাকে স্পর্শ করতে না পারে, তেমন করুন। তথা (উদয়পূর্বকালাভিমানিনী) উষাদেবতাবৃন্দ এবং ধ্রুব (অর্থাৎ নিশ্চল বা স্থির) পর্বতসমূহ (যথা হিমালয় ইত্যাদি শৈলগুলি) মৃত্যুপাশ সমুদায়কে দূর করুক (অথবা 'মাং অনুগৃহ্নন্ত্বিতি...'—অর্থাৎ আমাকে অনুগৃহীত করুক)। তাদের (অর্থাৎ অগ্নি ইত্যাদির) অনুগ্রহে সহস্র (অর্থাৎ অপরিমিত) প্রাণ আমার আয়ুর কামনায় সর্বতোভাবে চেষ্টা করুক ॥ ১০॥

টীকা — উপর্যুক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ের বিনিয়োগ প্রথম সূক্তেই উল্লেখিত হয়েছে। তৃতীয় সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রের একটি অতিরিক্ত বিনিয়োগ সেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে॥ (১৭কা. ১অ. ২-৩সূ.) ॥

॥ ইতি সপ্তদশং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

অষ্টাদশ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, রুদ্র, সরস্বতী, পিতৃগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

ও চিৎ সখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরু চিদর্ণবং জগন্বান্।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ ॥ ১॥
ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎ সলক্ষ্মা যদ্ বিষুরূপা ভবাতি।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্ ॥ ২॥
উশান্ত ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিৎ ত্যজসং মর্ত্যস্য।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্বমা বিবিশ্যাঃ ॥ ৩॥
ন যৎ পুরা চকৃমা কদ্ধ নূনমৃতং বদন্তো অনৃতং রপেম।
গন্ধর্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নৌ নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ ॥ ৪॥
গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫॥
কো অদ্য যুঙ্ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হ্বণায়ূন্।
আসন্নিষূন্ হৃৎস্বসো ময়োভূন্ য এষাং ভৃত্যামৃণধৎ স জীবাৎ ॥ ৬॥
কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ইহ প্র বোচৎ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৄন্ ॥ ৭॥
যমস্য মা যম্যং কাম আগন্ৎসমানে যোনৌ সহশেয্যায়।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্ বৃহেব রথ্যেব চক্রা ॥ ৮॥
ন তিষ্ঠন্তি ন নি মিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা ॥ ৯॥
রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ সূর্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধু যমীর্যমস্য বিবৃহাদজামি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — (যমীর বচন)—আমি আমার সমান প্রসিদ্ধিশালী, (গর্ভবাস প্রভৃতিতে যুগলভাবে অবস্থান-জনিত কারণে) সখা বা মিত্ররূপ যমকে সম্ভোগের নিমিত্ত অনুকূল করছি। তারপর সমুদ্র তটবর্তী দ্বীপে গমন পূর্বক যম (আমাদের পিতা বিবস্বানের পৌত্রকে, অর্থাৎ আমাদের) পুত্রকে আমার গর্ভে উৎপাদিত করুক। সেই যমের খ্যাতি কেবল তার নিজ লোকে (যমলোকে) প্রকৃষ্টতর ভাবে দীপ্যমান, এমন নয়; ভূলোকেও সর্বপ্রাণীর সংহারকত্বের অধিকারে বর্তমান ॥ ১॥ (যমের

আমি সহোদরে উৎপন্ন হওয়ায় তোমার সখা বটে। কিন্তু আমি ভ্রাতা-ভগ্নীর (সম্ভোগাত্মক) বচন)—আমি সহোদরে উৎপন্ন হওয়ায় তোমার সখা বটে। কিন্তু আমি ভ্রাতা-ভগ্নীর (সম্ভোগাত্মক) সখ্য কামনা করি না। এক-উদরত্বলক্ষণ ভগ্নীরূপ সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক কোন ভগ্নী কখনও ভার্যাত্ব প্রাপ্ত হয় না। দ্যুলোকের ধারক, প্রকৃষ্টরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত, শত্রুকে দমনশীল, মহাবলী রুদ্রের পুত্র মরুৎবর্গও তা নিরাকরণ করবেন ॥ ২॥ (যমীর বচন)—হে যম! রুদ্রের পুত্রগণ নিরাকরণ করবেন—এমন বলো না। পরন্তু অমৃতলোকবাসী মরুৎগণ আমার প্রার্থ্যমান কর্ম ইচ্ছা করেন। অসাধারণ মনুষ্যের গর্ভ হতে নির্গমন তাঁরা বাসনা করেন (উশন্তি) । অতএব আপন মনকে আমার দিকে বিলগ্ন করো; তারপর সন্তানোৎপত্তি করণশালী পতি হয়ে ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ পূর্বক আমার তনূতে তোমার তনূ প্রবেশ করাও। (অর্থাৎ সম্ভোগ করো) ॥ ৩॥ (যমের বচন)—হে যমী! যে কারণে পূর্বে এতাদৃশ (ভগিনীসম্ভোগরূপ) নিন্দার্হ কর্ম করিনি, এখন তা কি কারণে করবো? আমরা সত্য কথনশীল হয়ে এই অসত্য (অযথার্থ) আচরণ কেমন করে করবো? জলধারক গন্ধর্ব সূর্যও অন্তরিক্ষে আপন ভার্যার সাথে স্থিত আছেন। অতএব অভিন্ন মাতা-পিতাশালী আমরা দু'জনে তাঁদের সম্মুখে তোমার ইচ্ছিত বিষয় পূর্ণ করতে সমর্থ হবো না ॥ ৪॥ (যমীর বচন)—হে যম! সন্তানোৎপাদক দেবই আমাদের দু'জনকে মাতার উদরের মধ্যেই দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন; সেই সবিতাদেবের কর্মফলকে কে নিষ্ফল করতে সক্ষম? বিশ্বকর্মা বিশ্বস্রষ্টা ত্বষ্টাদেবের এই (গর্ভের মধ্যেই আমাদের দম্পতিকরণরূপ) কর্ম আকাশ ও পৃথিবী উভয়েই জ্ঞাত আছেন। এই কারণে এটি অসত্য নয় ॥ ৫॥ (যমের বচন)—সত্যের ভার-বহনের নিমিত্ত বাণীরূপ বৃষভকে ইদানীং কে নিযুক্ত করে থাকে? ('সত্যমেব জয়তি নানৃতং' এই শ্রুতিবচনানুসারে) সত্য বচনই জয়লাভ করে; সত্য বদনে ক্রোধ-লজ্জা থাকে না। সর্বদা সত্যবিষয়ে সঙ্কল্পযুক্ত পুরুষের মুখ বা কণ্ঠ হতে নির্গত শব্দ শ্রোতার হৃদয়ে সুখসঞ্চার করে থাকে, অসত্য বাক্য নয়—এ কথা লোকে সুপ্রসিদ্ধ। মহান্ বিশেষণযুক্ত পুরুষ সত্য বচনের বৃদ্ধি সাধন করেন এবং তার ফলে দীর্ঘজীবী হয়ে থাকেন ॥ ৬॥ (যমীর বচন)—হে যম! আমাদের প্রথম (সঙ্গম) দিনটি কে জ্ঞাত হবে? আমাদের এই ইদানীং কর্ম কে প্রত্যক্ষ করবে? প্রত্যক্ষ করেই বা কে অন্য কার নিকট ব্যক্ত করবে? এর কোন জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও কথয়িতা নেই। মিত্রদেবের স্থান দিবায় এবং তমোবারক বরুণদেবের স্থান রাত্রে। (তাহলে অহোরাত্রির মধ্যে কোন সময়টি সম্ভোগের জন্য নির্ধারিত—এই-ই প্রশ্নের উদ্দেশ্য)। হে ক্লেশকারী (অর্থাৎ আমার অভিমত কর্ম অকরণের নিমিত্ত আমাকে কষ্টদানকারী)! বিবিধ সঞ্চরণশীল মনুষ্যগণের উপস্থিতি সম্পর্কে উক্তি করছো কেন? ॥ ৭॥ (যমীর পুনঃ-বচন)—যমের বিষয়ে আমার (কাম)-অভিলাষ আগত (সঞ্জাত) হয়েছে। জায়া যেমন আপন ভর্তার নিকট (কামার্থিনী হয়ে শয়ন-শয্যায়) আপন তনূ বিস্তার করে (অর্থাৎ মেলে ধরে), তেমন ভাবেই আমি যমের নিকট (কামোভোগের নিমিত্ত) তনূ সমর্পণ করছি। রথচক্র যেমন অক্ষের সাথে মিলিত হয়ে বিবর্তিত হয়, সেইরকমে আমরাও মিলিত হবো ॥ ৮॥ (যমের বচন)—হে যমী! এই লোকে দেবতার যে চর সকল ভ্রমণ করে, তারা কেউই একত্রে স্থিত হয় না; তারা নিমেষও পাতিত করে না (অর্থাৎ তাদের চক্ষের পলকও পড়ে না—সর্বদা জাগরূক থাকে—সদা সতর্ক থাকে)। অতএব, হে ক্লেশদানকারিণী (অর্থাৎ আমার ধর্ম-মতিকে নষ্ট-করণের ইচ্ছাশালিনী)! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন জনের পত্নী হয়ে তার সাথে রমণ করো। সেই নিমিত্ত শীঘ্র গমন পূর্বক তার সাথে সংশ্লিষ্ট হও, যেমন রথচক্র অক্ষের সাথে মিলিত হয় ॥ ৯॥ (যমীর বচন)—এই যমের নিমিত্ত

যজমান দিবা-রাত্র আহুতি (হবিঃ) প্রদান করুন। তথা সূর্যদেবের চক্ষু (অর্থাৎ প্রকাশক তেজঃ) ঊর্ধ্বে গমন করুক (অর্থাৎ সূর্যোদয়ও এর ভোগের নিমিত্তভাগী হোক)। পৃথিবীর সাথে দ্যুলোকের পরস্পর মিথুনভাবে অবিশ্লিষ্ট (অবিচ্ছিন্ন) থাকার মতো, আমি (যমী) ভ্রাতা যমের ভগ্নীত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে (অর্থাৎ অবন্ধুরূপে) সংশ্লিষ্ট হবো ॥ ১০ ॥

টীকা — এই অষ্টাদশ কাণ্ডের চারিটি অনুবাকের সকল মন্ত্রই পিতৃমেধে অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞে (অর্থাৎ পিতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে) চিতায় অগ্নি সংযোগের পর সাত বা একাদশ ইত্যাদি বিষম সংখ্যক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট হয়ে এই মন্ত্রগুলি জপনীয়।...এই কর্মে সারস্বত হোমের পর সকল বান্ধবের পক্ষে প্রেতের উপাসনা করণীয়। (কৌশিক ১১/২)।—প্রথম কাণ্ডের উপর্যুক্ত প্রথম ও পরবর্তী দ্বিতীয় সূক্তে বৈবস্বত যম ও যমীর সম্ভোগার্থ সংবাদ প্রতিপাদিত। সেখানে যমী মিথুনার্থে আপন ভ্রাতা যমের নিকট বহুপ্রকারে প্রার্থিতবতী হয়েছেন। এবং যম স্বভগিনীগমন অত্যন্ত অনুচিত বলে নানাবিধ যুক্তি দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই অনুবাকের ষষ্ঠ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটি থেকে সরণ্যু-বিবস্বান সম্পর্কিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম চারটি সূক্তের বিনিয়োগ কাণ্ডানুসারী ॥ (১৮কা. ১অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, রুদ্র, সরস্বতী, পিতৃগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥ ১ ॥
কিং ভ্রাতাসদ্ যদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নিঋতির্নিগচ্ছাৎ।
কামমূতা বহ্বেতদ্ রপামি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি ॥ ২ ॥
ন তে নাথং যম্যত্রাহমস্মি ন তে তনূং তন্বা সং পপৃচ্যাম্।
অন্যেন মৎ প্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ ॥ ৩ ॥
ন বা উ তে তনুং তন্বা সং পপৃচ্যাং পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ।
অসংযদেতন্মনসো হৃদো মে ভ্রাতা স্বসুঃ শয়নে যচ্ছয়ীয় ॥ ৪ ॥
বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরি ষ্বজাতৈ লিবুজেব বৃক্ষম্ ॥ ৫ ॥
অন্যমূ ষু যম্যন্য উ ত্বাং পরি ষ্বজাতৈ লিবুজেব বৃক্ষম্।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ্ব সম্বিদং সুভদ্রাম্ ॥ ৬ ॥
ত্রীণি চ্ছন্দাংসি কবয়ো বি যেতিরে পুরুরূপং দর্শতং বিশ্বচক্ষণম্।
আপো বাতা ওষধয়স্তান্যেকস্মিন্ ভুবন আর্পিতানি ॥ ৭ ॥
বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অদিতেরদাভ্যঃ।
বিশ্বং স বেদ বরুণো যথা ধিয়া স যজ্ঞিয়ো যজতি যজ্ঞিয়াঁ ঋতূন্ ॥ ৮ ॥

রপদ্ গন্ধর্বীরপ্যা চ যোষণা নদস্য নাদে পরি পাতু নো মনঃ।
ইষ্টস্য মধ্যে অদিতির্নি ধাতু নো ভ্রাতা নো জ্যেষ্ঠঃ প্রথমো বি বোচতি ॥ ৯॥
সো চিন্নু ভদ্রা ক্ষুমতী যশস্বত্যুষা উবাস মনবে স্বর্বতী।
যদীমুশন্তমুশতামনু ক্রতুমগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — (যমের বচন)—সম্ভবতঃ উত্তরকালে দিবা ও রাত্রির এমন দিনগুলি আসবে যখন ভগ্নীগণ অবন্ধুত্বের বা ভার্যাত্বের দ্বারা (ভ্রাতৃগণের) প্রাপ্যা হতে থাকবে। হে যমী! (যতদিন তা না হয়, ততদিন) তুমি বৃষভসদৃশ (রেতঃসেক্তা) অন্য কারো প্রতি সম্ভোগের নিমিত্ত তোমার বাহু বিস্তারিত করো। হে সুভগে কামিনী! আমাকে পরিত্যাগ করে তাকেই পতিরূপে কামনা করো ॥ ১॥ (যমীর বচন)—সেই নিন্দিত ভ্রাতার বিদ্যমানতা অবিদ্যমানতারই পরিচায়ক, যার বিদ্যমানতায় ভগ্নী নাথরহিত হয় (অর্থাৎ অপূর্ণকামা হয়ে যায়)। সেই ভগ্নীও নিন্দার্হ, যার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তার ভ্রাতা (কাম-অপূর্তিজনিত কারণে) দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু আমি সনাথা (যতোহং সনাথা), সেই হেতু কামের দ্বারা মূর্চ্ছিতা (অর্থাৎ বহুবিধ কমোপেতা) হয়ে এই হেন প্রলপন করছি। অতএব আমার প্রলাপের সার্থকত্বে আমার শরীরের সাথে, (হে ভ্রাতঃ) তোমার শরীরের সম্পর্ক সূচীত করো ॥ ২॥ (যমের বচন)—হে যমী! এই বিষয়ে অমি তোমার নাথ (অর্থাৎ তোমার অভিমতার্থ-সম্পাদক ভ্রাতা) নই; এবং তোমার শরীরের সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্ক সূচীত করবো না। তুমি আমা ব্যতিরিক্ত অন্য পুরুষের সাথে মিলিত হয়ে (সম্ভোগজনিত) প্রমোদ লাভ করো। হে সুভগে! আমি তোমার ভ্রাতা হয়ে কখনও (জায়াপতি লক্ষণ) এই হেন কর্ম কামনা করি না ॥ ৩॥ (পূর্বমন্ত্রোক্ত অত্যন্ত পাপাত্মক কর্মের নিষেধ সম্পর্কে পুনরায় দৃঢ়তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে যমের পুনর্বচন)—হে যমী! তোমার তনুর সাথে আমার তনুর সংসর্গ কখনও করতে পারি না। ভ্রাতা কর্তৃক আপন ভগ্নীকে সম্ভোগ করা পাপ—এই হেন কর্ম ধর্মরহস্যবিদগণ কর্তৃক নিষিদ্ধ আছে। ভ্রাতা হয়ে ভগ্নীর সাথে একশয্যায় শয়নরূপ এই অসংযত কর্ম করলে তা আমার মন ও হৃদয়কে অথবা মন ও হৃদয়ের সাথে প্রাণকেও অপহরণ করবে ॥ ৪॥ (যমীর বচন)—হে যম! তুমি বলের অতীত (অর্থাৎ দুর্বল), আমার প্রতি তোমার মন নেই (অর্থাৎ আমার প্রতি তুমি উদাসীন)। কিন্তু তোমার হৃদয়কে আমি বা (পূজার্থে) আমরা জ্ঞাত হয়েছি। (হৃদয়ের স্বাধীনতার অভাব দেখিয়ে খেদের সাথে উক্ত)। অপরা কোন কামিনী তোমাকে আলিঙ্গন (পরিষ্বঙ্গ) করেছে, সেই জন্য তুমি আমাকে অবমানা করছো। (অতএব তুমি পরাধীন ও দুর্বল)। (এর দু'টি দৃষ্টান্ত)—। কক্ষ্যার (অর্থাৎ অশ্বের বগল-প্রদেশে বদ্ধ রজ্জুর) সাথে সম্বন্ধযুক্ত (দুর্দান্ত) অশ্বও যেমন ঐ কক্ষ্যার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে (স্বাচ্ছন্দ হারিয়ে) থাকে, কিংবা লিবুজা (অর্থাৎ ব্রততী বা লতানিয়া গাছ) যেমন বৃক্ষকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে (অর্থাৎ গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত বেষ্টন করে থাকে), সেইরকম তুমিও অন্য কোন কামিনীর দ্বারা আত্মহারা হয়ে গিয়েছো ॥ ৫॥ (যমের বচন)—হে যমী! ব্রততীর বৃক্ষালিঙ্গনের মতো তুমিও অন্য পুরুষকে (এবং সে-ও তোমাকে) আলিঙ্গন করুক। (অর্থাৎ তোমরা পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হও)। (এর ফলে) তোমাদের মন একে অপরকে ভজনা করুক। (এইভাবে পরস্পরে অনুকূলান্তর হয়ে) অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ (সুভদ্রাং) সুখানুভব (সম্বিদং) করো ॥ ৬॥ পূর্বকালে জ্ঞানী মহর্ষিগণ বা দেবগণ জগৎ-সংসারকে আচ্ছাদিত করার নিমিত্ত (অর্থাৎ জগৎ-নির্বাহের জন্য) শ্রবণ-মনের প্রীতিপ্রদ তিনটি ছন্দ (আবাদী) গ্রহণ করেছিলেন। (আচ্ছাদন হতে ব্যুৎপত্তি হওয়ায় তা ছন্দ নামে অভিহিত)। সেই

তিনটি ছন্দের মধ্যে প্রথম জল নানারূপ অবিকারত্বের কারণে সর্বরূপে সকলের দর্শতিং অর্থাৎ দর্শনীয়, স্পৃহণীয়ত্যের দ্বারা প্রিয়দর্শন, বিশ্বচক্ষণ অর্থাৎ বিশ্বের দ্রষ্টৃ। দ্বিতীয় বায়ুও প্রাণাত্মরূপে বর্তমান ও দর্শনীয় এবং সূত্রাত্মারূপে বিশ্বের দ্রষ্টা। তৃতীয় ঔষধিগুলিও এই রূপে দ্রষ্টব্য। এই আবাদীত্রয় ভুবনাচ্ছাদকত্বের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ॥ ৭ ॥ কাম ও জলের বর্ষক মহান্ (যত্থঃ মহন্নামৈতৎ) অগ্নি অখণ্ডনীয় দ্যুলোক হতে (যজমানকে আপন ভোগার্থে অর্থাৎ আজ্য প্রাপ্তির অভিলাষে দোহনসাধনের দ্বারা) যজ্ঞীয় ঘৃতও বর্ষণ করেন। তিনি অদাভ্য (অর্থাৎ রক্ষ প্রভৃতির দ্বারা অহিংসিত। এই অগ্নি আপন প্রজ্ঞানের দ্বারা সব কিছুই সাক্ষাৎ করে থাকেন। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়) যেমন বরুণদেব আপন ধিষণায় সব জ্ঞাত হয়ে থাকেন। সেই যজ্ঞার্হ অগ্নি যজ্ঞের যথাযথ ঋতুতে যাগের যথোপযুক্ত দেবতাগণের উদ্দেশে যজন করেন ॥ ৮ ॥ জলধারক (গন্ধর্ব) আদিত্যের স্বভূতা ভারতী ও অপ্‌সম্বন্ধিনী অর্থাৎ জলস্থায়িনী যুবতী সরস্বতী রুপৎ অর্থাৎ স্পষ্ট বক্তা আমার দ্বারা অগ্নিকে স্তুত করুন (অগ্নিং স্তৌতু)। স্তোতা আমার স্তোত্ররূপে নাদে (ধ্বনিতে) আমার মনকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। অনন্তর অদিতি (দেবমাতা দেবী) ইষ্টফলের মধ্যে বা যজ্ঞে আমাদের আত্মাদের স্থাপন করুন। ভ্রাতা (অর্থাৎ ভরণকর্তা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ হিতকরী) মুখ্য (প্রথমো) অগ্নি আমাকে বলুন—এই জন নিপুণ যাগকর্তা যজমান' (সাধু যষ্টা) ॥ ৯ ॥ সেই বন্দনীয়া (ভদ্রা), মন্ত্ররূপ-শব্দবতী (ক্ষুমতী), অন্নবতী (যশস্বতী অর্থাৎ মনুষ্যের উপভোগার্থে হবির্লক্ষণ অন্নযুতা) ও স্বর্বতী (অর্থাৎ আদিত্যবতী) উষা মনুষ্যের ব্যবহারের নিমিত্ত বা (অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যজ্ঞার্থে) যজমানের নিমিত্ত (অন্ধকার দূরীভূত করে) প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। সেই উষাকালে কাময়মান (উশন্তং), দেবগণের আহ্বায়ক বা হোমনিষ্পাদক অগ্নিকে যজ্ঞার্থে কাময়মান (উশতাং) যজমানগণের প্রদত্ত হবিঃ দেবগণের প্রাপ্তি করণের নিমিত্ত (অর্থাৎ দেবতাগণের নিকট বহন করার নিমিত্ত অধ্বর্যুগণ উৎপাদন করে থাকেন) ॥ ১০ ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, রুদ্র, সরস্বতী, পিতৃগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

অধ ত্যং দ্রপ্সং বিভ্বং বিচক্ষণং বিরাভরদিষিরঃ শ্যেনো অধ্বরে।
যদী বিশো বৃণতে দস্মমার্যা অগ্নিং হোতারমধ ধীরজায়ত ॥ ১ ॥
সদাসি রণ্বো যবসেব পুষ্যতে হোত্রাভিরগ্নে মনুষঃ স্বধ্বরঃ।
বিপ্রস্য বা যচ্ছশমান উক্‌থ্যো বাজং সসবাঁ উপযাসি ভূরিভিঃ ॥ ২ ॥
উদীরয় পিতরা জার আ ভগমিয়ক্ষতি হর্ষতো হৃত্ত ইষ্যতি।
বিবক্তি বহ্নিঃ স্বপস্যতে মখস্তবিষ্যতে অসুরো বেপতে মতী ॥ ৩ ॥
যস্তে অগ্নে সুমতিং মর্তো অখ্যৎ সহসঃ সূনো অতি স প্র শৃণ্বে।
ইষং দধানো বহমানো অশ্বৈরা স দ্যুমাঁ। অমবান্ ভূষতি দ্যূন্ ॥ ৪ ॥
শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুম্।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ ॥ ৫ ॥

যদগ্ন এষা সমিতির্ভবাতি দেবী দেবেষু যজতা যজত্র।
রত্না চ যদ্ বিভজাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমন্তং বীতাৎ ॥ ৬॥
অন্বগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদন্বহানি প্রথমো জাতবেদাঃ।
অনু সূর্য উষসো অনু রশ্মীননু দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৭॥
প্রত্যগ্নিরুষসামগ্রমখ্যৎ প্রত্যহানি প্রথমো জাতবেদাঃ।
প্রতি সূর্যস্য পুরুধা চ রশ্মীন্ প্রতি দ্যাবাপৃথিবী আ ততান ॥ ৮॥
দ্যাবা হ ক্ষামা প্রথমে ঋতেনাভিশ্রাবে ভবতঃ সত্যবাচা।
দেবো যন্মর্তান্ যজথায় কৃন্বন্ৎসীদদ্ধোতা প্রত্যঙ্ স্বমসুং যন্ ॥ ৯॥
দেবে দেবান্ পরিভূর্ঋতেন বহা নো হব্যং প্রথমশ্চিকিত্বান্।
ধূমকেতুঃ সমিধা ভাঋজীকো মন্দ্রো হোতা নিত্যো বাচা যজীয়ান্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — (পূর্বে) শ্যেনের দ্বারা মহান্ত বিচক্ষণ সোম যজ্ঞের নিমিত্ত আহৃত হয়েছিল। সোম আহৃত হলে যজমানগণ (আর্যা) হোমনিষ্পাদক অগ্নিকে বরণ করেন। এবং সোম ও অগ্নির সিদ্ধত্বের পর অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি কর্মও সম্পূর্ণ হয়। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে যে, গায়ত্রী সুপর্ণরূপ ধারণ পূর্বক দ্যুলোক হতে সোম আহরণ করে এনেছিলেন) ॥ ১॥ হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞকে সুষ্ঠুভাবে নিবর্তন করে থাকো। যেমন হরিৎবর্ণের তৃণ ইত্যাদি ভোজনকারী পশু আপন পালকের নিকট সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই আজ্য ইত্যাদির দ্বারা তোমাকে পুষ্ট করণশালী যজমানের নিকট তুমি দর্শনীয় হয়ে থাকো। এমন কি তুমি স্তুত্য তুল্য হয়ে বিপ্রস্য অর্থাৎ মেধাবী যজমানের প্রশংসা পূর্বক তাঁর নিবেদিত হবিঃ ভক্ষণ করে বহু কাম বা দেববর্গ সমভিব্যাহারে আগমন করে থাকো। (এইরকম করায় তুমি যজমানের সাথে সদা রমণীয় সম্বন্ধযুক্ত) ॥ ২॥ হে অগ্নি! তুমি (দ্যাবা-পৃথিবীরূপ) পিতা-মাতার নিকট তোমার তেজঃ উদীরিত (প্রেরিত) করো, যেমন রাত্রির জার (অর্থাৎ উপপতি) স্বরূপ আদিত্য দ্যাবাপৃথিবীতে আপন ভজনীয় আলোক (প্রকাশ) প্রেরণ করেন। যজমান যে দেবগণের উদ্দেশে যাগানুষ্ঠানের ইচ্ছা করেন, কমনীয় (হর্যতো) অগ্নি হৃদয় হতেই (অর্থাৎ স্বেচ্ছান্বিত হয়ে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে) তাঁদের যাগানুষ্ঠানে ইচ্ছা করেন। হবিঃবহনকারী (বহ্নি—হবিষাং বোঢ়াগ্নি), যজ্ঞসাধনকারী (মখসাধনো) বা পূজনীয় অগ্নি শোভন কর্ম-সাধনে অভিলাষী যজমানকে বলে থাকেন যে, তিনি সেই তাঁকে তাঁর অভিলষিত ফল দান করবেন। বৃদ্ধিশীল (ভবিষ্যতে) বলবান্ (অসুরঃ) অগ্নি যাগের নিমিত্ত আগমন করে থাকেন ॥ ৩॥ হে অগ্নি! তোমার (অনুগ্রহলক্ষণ) শোভনা বুদ্ধি সম্পর্কে মরণধর্মা মনুষ্য (অর্থাৎ যজমান) অন্যকে বলে থাকেন। (অর্থাৎ স্বয়ং প্রাপ্ত হয়—এটাই বক্তব্য)। হে বলের পুত্র (অর্থাৎ বলের দ্বারা মথ্যমান হয়ে জাত) অগ্নি! তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত যজমান সর্বতঃ প্রকর্ষের দ্বারা শ্রুত হন (অর্থাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করেন)। তিনি অন্ন, অশ্ব ইত্যাদির দ্বারা সংযুক্ত হয়ে চিরকাল ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন ॥ ৪॥ হে অগ্নি! তুমি এই দেব-স্থানে অর্থাৎ যজ্ঞ-গৃহে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করো। তার নিমিত্ত অমৃতের (অর্থাৎ জলের) দ্রাবক রথকে সেই দেবতাগণের নিমিত্ত সংযোজিত করো। এবং আমাদের নিমিত্ত দেবপুত্রগণের পিতামাতারূপী আকাশ ও পৃথিবীর (রোদসীর) অধিষ্ঠাতৃ দেব-দেবীকে যজ্ঞার্থে আনয়ন করো। কিন্তু সেই দেবসঙ্ঘের সাথে তুমি যেন অপগত হয়ো না, পরন্তু আমাদের এই

যাগগৃহে এমনই অবস্থান করো। (অর্থাৎ সর্বকর্মার্থে সর্বদা সন্নিহিত থাকো) ॥ ৫ ॥ হে যজত্র (অর্থাৎ যাগযোগ্য) অগ্নি! যখন দেবগণের মধ্যে (দেবেষু মধ্যে) পূজনীয়া দেবসম্বন্ধিনী বা দীপ্তা সংহতি (সমিতি) হয় (অর্থাৎ দেবগণ যখন সকলে সম্মিলিত হন), এবং হে অন্নবান্ (স্বধাবঃ) অগ্নি! যখন তুমি স্তোতৃগণের মধ্যে রমণীয় ধনসমূহ (রত্ন) বিভাজিত করে দাও, সেই কালে আমাদেরও প্রভূত ধনযুক্ত (বসুমন্তং) ভাগ প্রদান করো ॥ ৬ ॥ নিত্যে উষাকালের পূর্বেই প্রথম (মুখ্য) এই জাতবেদা অগ্নি সূর্য, উষা (উষসো), রশ্মিরাশি (রশ্মীননু) ও দ্যাবা-পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হন (আ বিবেশ) ॥ ৭ ॥ সর্ব দেবতা ও মনুষ্যের আশ্রয়ত্ব ও সকলের উপকারত্বের নিমিত্ত স্তুতিরূপা সত্যস্বরূপা বাণী (বাক্)-র দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী সকলের শ্রবণযোগ্য হন; যখন দ্যোতমান অগ্নি মনুষ্যগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য যাগের হোতা অর্থাৎ হোমনিষ্পাদক দেববৃন্দের আহ্বাতা হয়ে যজমানের অভিমুখে আপন প্রজ্ঞা অর্থাৎ যাগসম্পর্কিত বল বা জ্বালালক্ষণ দীপ্তি প্রকাশ পূর্বক অবস্থান করে থাকেন ॥ ৮-৯ ॥ হে অগ্নিদেব! তুমি দ্যোতমান (প্রকৃষ্টজ্বালস্তং) হয়ে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা যাগযোগ্য দেবতাগণকে আপন অধীন করে (পরিভূঃ), মুখ্যরূপে (প্রধানরূপে), এঁদের মধ্যে যাঁরা যাগের যোগ্য, সেই কথা জ্ঞাত হয়ে আমাদের নির্বপিত হবিঃ সেই দেবগণের নিকট উপস্থাপিত করো। (এই অগ্নি বহুধা প্রশংসিত হয়ে থাকেন, যেমন—) তুমি ধূমকেতু অর্থাৎ ধূমের দ্বারা প্রজ্ঞায়মান, সমিধা অর্থাৎ সমিন্ধন সাধনের দ্বারা ভাসমানদীপ্তি, মন্দ্র অর্থাৎ মন্দ্র (স্বয়ং) আনন্দপূর্ণ বা (অপরকে) আনন্দিতকারী, হোতা অর্থাৎ দেবগণের আহ্বাতা, নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী বাচা অর্থাৎ স্তুতিরূপ বাক্যে যজীয়ান্ বা অতিশয় যষ্টা। (তুমিই যজ্ঞে আহুত দেবতা, আবার তুমিই যজ্ঞে আহুত দেবগণের যাগকারী) ॥ ১০ ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, রুদ্র, সরস্বতী, পিতৃগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

অর্চামি বাং বর্ধায়াপো ঘৃতস্নূ দ্যাবাভূমী শৃণুতং রোদসী মে।
অহা যদ্ দেবা অসুনীতিমায়ন্ মধ্বা নো অত্র পিতরা শিশীতাম্ ॥ ১ ॥
স্বাবৃগ্ দেবস্যামৃতং যদী গোরতো জাতাসো ধারয়ন্ত উর্বী।
বিশ্বে দেবা অনু তৎ তে যজুর্গুর্দুহে যদেনী দিব্যং ঘৃতং বাঃ ॥ ২ ॥
কিং স্বিন্নো রাজা জগৃহে কদস্যাতি ব্রতং চকৃমা কো বি বেদ।
মিত্রশ্চিদ্ধি ষ্মা জুহুরাণো দেবাংছ্লোকো ন যাতামপি বাজো অস্তি ॥ ৩ ॥
দুর্মন্ত্বত্রামৃতস্য নাম সলক্ষ্মা যদ্ বিষুরূপা ভবাতি।
যমস্য যো মনবতে সুমন্ত্বগ্নে তমৃষ্ব পাহ্যপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৪ ॥
যস্মিন্ দেবা বিদথে মাদয়ন্তে বিবস্বতঃ সদনে ধারয়ন্তে।
সূর্যে জ্যোতিরদধুর্মাস্যক্তূন্ পরি দ্যোতনিং চরতো অজস্রা ॥ ৫ ॥

যস্মিন্ দেবা মন্মনি সঞ্চরন্ত্যপীচ্যে ন বয়মস্য বিদ্ম।
মিত্রো নো অত্রাদিতিরনাগানৎসবিতা দেবো বরুণায় বোচৎ॥ ৬॥
সখায় আ শিষামহে ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে।
স্তুষ উ ষু নৃতমায় ধৃষ্ণবে॥ ৭॥
শবসা হ্যসি শ্রুতো বৃত্রহত্যেন বৃত্রহা।
মঘৈর্মঘোনো অতি শূর দাশসি॥ ৮॥
স্তেগো ন ক্ষামত্যেষি পৃথিবীং মহী নো বাতা ইহ বান্তু ভূমৌ।
মিত্রো নো অত্র বরুণো যুজ্যমানো অগ্নির্বনে ন ব্যসৃষ্ট শোকম্॥ ৯॥
স্তুহি শ্রুতং গর্তসদং জনানাং রাজানং ভীমমুপহত্নুমুগ্রম্।
মৃড়া জরিত্রে রুদ্র স্তবানো অন্যমস্মৎ তে নি বপন্তু সেন্যম্॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে ঘৃতস্নূ (অর্থাৎ উদকের সারভূত) দ্যাবাপৃথিবী! আমি তোমাদের কর্মের অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত স্তুতি করছি (অর্চামি)। হে রোদসী (পিতা আকাশ ও মাতা পৃথিবী)! সকল প্রাণীকে নিরোধ করার নিমিত্ত (রোধয়িত্র্যৌ) অথবা বৃষ্টিফলগুলি প্রতিবন্ধ করে সকল প্রাণীকে রোদন করানোর কারণে (রোদয়িত্র্যৌ) তোমরা আমার স্তুতিবাক্য শ্রবণ করো। যখন ঋত্বিকগণ (স্তোতাগণ) যজ্ঞের নিমিত্ত স্বকীয় বল অর্জনে অগ্রসর হবেন, তখন তোমরা (পিতা-মাতা স্বরূপ দ্যাবাপৃথিবী) মধুময় জল প্রদান পূর্বক আমাদের বৃদ্ধিসাধন বা সংস্কার কোরো (শিশীতাং)॥ ১॥ দ্যোতমান অগ্নির রশ্মি হতে যখন অমৃতবৎ উপকারক জল সকল প্রাণীর নিমিত্ত সুষ্ঠুভাবে আবর্জিত (আহৃত) হয়, তখন সেই অমৃতময় বৃষ্টিজলের দ্বারা উৎপাদিত (তিল-ব্রীহি ইত্যাদি) ঔষধিসমূহকে দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করে থাকে। অধিকন্তু, হে অগ্নি! তোমার শ্বেত-দ্বীপ্তি (এনি) দিবিলোক হতে ক্ষরিত হয়ে সর্বলোকের আচ্ছাদক জল দোহন করে, তখন সকল দেবতা তোমার যজুঃ নামে অভিহিত সেই কর্মজনিত জলের অনুগমন করে থাকেন। (অথবা—'যজুঃ' শব্দের অর্থ এই স্থানে 'দান' ধরলে—তোমার সেই উদকবিষয়ক দান সকল দেবগণের স্তোতা ঋত্বিকগণকে অনুগমন করে)॥ ২॥ দেবতাগণের (দেবেষু) মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতি (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বলসম্পন্ন) (রাজা) যম কি কখনও আমাদের হবিঃ গ্রহণ করেন? কে জানে, (কো বি বেদ), কখন্ (কদা) যমের প্রীতিকর নিত্যনৈমিত্তিকরূপ কর্ম (যমস্য প্রীণনং ব্রতং) আমরা অতিক্রম করে ফেলেছি (অতিক্রমং কৃতবন্তস্মঃ)। যম-বিষয়ক অপরাধ পরিহারের নিমিত্ত দেবতাগণের আহ্বানকারী (জুহুরাণঃ), মিত্রবৎ হিতকরী অগ্নি বিদ্যমান আছেন (অগ্নির্বিদ্যতে)। আমাদের রক্ষার নিমিত্ত স্তুতি (শ্লোকঃ) ও হবিও (বাজঃ অর্থাৎ হবির্লক্ষণ অন্নও) বিদ্যমান আছে। (তার দ্বারা অগ্নিকে পরিতোষিত করে যমের নিকট আমাদের অপরাধ পরিহার করবো—এটাই অভিপ্রায়)॥ ৩॥ (পূর্ববর্তী ১ম ও ২য় সূক্তে উল্লেখ মতো) যমের নিকট যমীর সম্ভোগ প্রার্থনা-বিষয়ে যে নিন্দাসূচক কথা (দুর্মন্তু) আছে এবং যে ব্যক্তি (তা নিরাকরণের নিমিত্ত) যমরাজের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করে (সুমন্তু), হে দর্শনীয় অগ্নি (ঋষ্ব)! তুমি সেই হেন স্তোতাকে বিস্মৃত হয়ো না (অপ্রযুচ্ছন্); তাকে রক্ষা করো (পাহি)॥ ৪॥ যজ্ঞনির্বর্তকত্বের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ যে অগ্নির বিদ্যমানে (ইন্দ্র ইত্যাদি) দেবগণ যজ্ঞে প্রমোদ লাভ করেন (মাদয়ন্তে) এবং যাঁর কারণে মনুষ্যগণ সূর্যলোকে (বিবস্বতঃ সদনে) কর্মফল উপভোগ পূর্বক

সুখে অবস্থান করে (অবতিষ্ঠন্তে), বা যে অগ্নির দ্বারা দেবগণ সূর্যে (ত্রিলোককে প্রকাশকারী) তেজঃ (জ্যোতিঃ) স্থাপিত করেন (অদধুঃ) এবং তমোনিবর্তক রশ্মিগুলিকে (যে অগ্নির নিকট হতে আহরণ পূর্বক) চন্দ্রে স্থাপন করেন, সেই দ্যোতমানের (অগ্নির) চতুর্দিকে (চন্দ্র-সূর্য) সতত পরিভ্রমণ করছেন (অর্থাৎ পূজা করছেন) ॥ ৫ ॥ বরুণ নামক দেবতার যে অন্তর্হিত স্থানে (অপীচ্যে) দেবগণ সঞ্চরণ করে থাকেন, তা আমরা বিদিত নই (ন বয়ং বিদ্ম)। হে অগ্নি! অন্তর্হিতস্থানে স্থিত (সেই দেবসঞ্চারাস্পদে) বরুণের নিকটে সবিতাদেব, দেবমাতা অদিতি, ও মিত্রদেব—এঁরা প্রত্যেকে তোমার অনুগ্রহে আমাদের নির্দোষিতা সম্পর্কে (অস্মান্ অনাগান্) বলুন (বোচৎ) ॥ ৬ ॥ হে সখাগণ (পরস্পর প্রেমবন্ত আমরা)! (অতিশয় বীর্যত্বের নিমিত্ত) বজ্রী নামে অভিহিত ইন্দ্রের সমর্থ কর্ম সম্পাদনের আশা করি। সকল দেবগণের মধ্যে মুখ্য (নৃতমায়), শত্রুবর্গের ধর্ষক (ধৃষ্ণবে) ইন্দ্রদেবের প্রীতির উদ্দেশে আমরা স্তুতি করছি (স্তুষে) ॥ ৭ ॥ (পূর্ব মন্ত্রে বজ্রধারী ইন্দ্রের উল্লেখ করা হয়েছে, এইবার তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে আপন অভিমত প্রার্থনা করা হচ্ছে)।—হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রের হন্তা (বৃত্রহা)। তুমি বলবান্ অসুরগণের বিনাশ-করণরূপ সামর্থ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত (শ্রুতঃ)। হে শূর (বিক্রান্ত)! তুমি বহু রকমের ধনে ধনবান্; তুমি আমাদের সেই ধন অতিরিক্ত প্রদান করো। (অর্থাৎ সেই ধন-প্রার্থনায় আমরা তোমার উদ্দেশে যাগ করছি—এটাই বক্তব্য) ॥ ৮ ॥ বর্ষাকালে মণ্ডুক (স্তেগঃ) যেমন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী (লম্ফ প্রদান পূর্বক) ভ্রমণ করে, সেইভাবে মহান্ বায়ু (বাতা) (অগ্নির সহায়তায় আমাদের সুখের নিমিত্ত) এই ভূমিতে প্রবাহিত হোন। মিত্র (অর্থাৎ সকল প্রাণীর মিত্রভূত) দেবতা এবং বরুণ দেবতাও অগ্নি যেমন বনে তৃণগুল্ম ইত্যাদি দহন করে, সেই রকমে এই কর্মে যুক্ত হয়ে (অস্মিন্ কর্মণি যুজ্যমানঃ সন) আমাদের শোক নাশ করুন (ব্যসৃষ্ট) ॥ ৯ ॥ (এই স্থানে স্তোতা নিজেকে নিজেই অগ্নিরূপধারী রুদ্রের স্তুতি করণের নিমিত্ত উদ্বোধিত করছেন)—হে স্তোতা! তুমি সেই শ্মশানসঞ্চারী (নিরুক্ত মতে 'গর্ত' অর্থে শবদাহপ্রদেশ, সুতরাং 'গর্তসদ' অর্থে শ্মশানবাসী বা শ্মশানবিহারী), (কিরাত-পিশাচ ইত্যাদি) জনগণের স্বামী (রাজানং), ভয়জনক (ভীমং), হন্তারক (উপহত্নুম্), উদ্‌গূর্ণ-বলশালী (উগ্রং), মহানুভাব রুদ্রের স্তব করো। স্বসেবক আমাদের দুঃখ বা দুঃখহেতুভূত পাপসমূহকে বিতাড়নকারী, হে রুদ্র! আমাদের দ্বারা স্তূয়মান হয়ে আমাদের সুখ (মৃড়) প্রদান করো। তোমার সেনাগণ আমাদের ব্যতিরেকে তোমার অন্য দ্বেষকারীগণের প্রতি গমন করুক ॥ ১০ ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, রুদ্র, সরস্বতী, পিতৃগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো হবন্তে সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥ ১ ॥
সরস্বতীং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ।
আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বমনমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে ॥ ২ ॥

সরস্বতি যা সরথং যয়াথোক্থৈঃ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী।
সহস্রার্ঘমিড়ো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি ॥ ৩॥
উদীরতামবর উৎ পরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ৪॥
আহং পিতৄন্‌ৎসুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ।
বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৫॥
ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্বাসো যে অপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু দিক্ষু ॥ ৬॥
মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভির্বৃহস্পতির্ঋক্বভির্বাবৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবাংস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ৭॥
স্বাদুষ্কিলায়ং মধুমাঁ উতায়ং তীব্রঃ কিলায়ং রসবাঁ উতায়ম্।
উতো ন্বস্য পপিবাংসমিন্দ্রং ন কশ্চন সহত আহবেষু ॥ ৮॥
পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরিতি বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানাং হবিষা সপর্যত ॥ ৯॥
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেতা এনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — মৃতদেহের সংস্কার-করণশালী পুরুষ অগ্নির (অর্থাৎ চিতাগ্নির বা যমের) নিমিত্ত অভিলাষী হয়ে বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর আহ্বান করে থাকেন (অর্থাৎ প্রীত করে থাকেন) এবং (জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি) যজ্ঞেও সরস্বতী দেবীকে আহূত করে থাকেন। সেই দেবী সরস্বতী সুকর্মশীল হবির্দাতা যজমানকে অভিলষিত পদার্থ প্রদান করুন ॥ ১ ॥ বেদীর দক্ষিণভাগে ব্যাপ্ত (বা প্রতিষ্ঠিত) পিতৃগণও দেবী সরস্বতীকে আহ্বান করেন। হে পিতৃগণ! তোমরা এই যজ্ঞস্থলে উপবেশন পূর্বক (আমাদের প্রদত্ত স্বধায়) তৃপ্তি লাভ করো। হে সরস্বতী! তুমি পিতৃগণ কর্তৃক আহূতা হয়ে (রাক্ষস ইত্যাদি বর্জিত বা) ব্যধিরহিত অন্নসমূহ আমাদের প্রদান করো (বা আমাদের মধ্যে স্থাপন করো) ॥ ২॥ হে সরস্বতী দেবী! তুমি উক্থ-রূপ শস্ত্র ও পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদিত স্বাধা-রূপ অন্নে নিজেকে তৃপ্ত করে পিতৃগণ সমভিব্যাহারে একই রথে আগমন করছো। তুমি অনেক ব্যক্তি ও পুত্র ইত্যাদিকে তৃপ্ত করণশালী অন্নের ভজনীয় অংশ এবং (গো-ইত্যাদি লক্ষণ) ধনের পুষ্টি আমি হেন যজমানকে প্রদান করো ॥ ৩॥ অবরে অর্থাৎ (বয়সোচিত কারণে নিকৃষ্ট বা কনিষ্ঠ) পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র ইত্যাদি, পরাস অর্থাৎ (বয়সোচিত কারণে পর বা শ্রেষ্ঠ) বৃদ্ধপ্রপিতামহ ইত্যাদি এবং মধ্যম অর্থাৎ (কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের মধ্যবর্তী) পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহ ইত্যাদি,—সোমযাগের যোগ্য বা সম্পাদক তোমরা সকলে উত্তিষ্ঠিত হও। (তপঃ ইত্যাদির তারতম্যের দ্বারা অবর-পর-মধ্যমত্ব লক্ষণে পুরুষগণের বিভাগ করা হয়েছে)। যাঁরা প্রাণোপলক্ষিত লিঙ্গশরীর প্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁরা অহিংসক, যাঁরা সত্যবিদ, সেই পিতৃগণ এই আহ্বানে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৪॥ আমি সুবিদত্রান্ অর্থাৎ কল্যাণরূপ ধনে ধনী পিতৃগণকে অভিমুখে প্রাপ্ত হয়েছি বা জ্ঞাত হয়েছি,

যজ্ঞ-নির্বাহক অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়েছি বা জ্ঞাত হয়েছি এবং সবন-ত্রয়ের ক্রম (সবনত্রয়াক্রমণং) প্রাপ্ত হয়েছি বা জ্ঞাত হয়েছি। ('সবন' অর্থে 'যজ্ঞস্নান' বা 'সোমরস-পান')। বর্হিষদ নামক যে পিতৃবর্গ স্বধার সাথে অভিষুত সোম পানের অভিলাষী, তাঁরা (আমাদের এই যজ্ঞে বা আমাদের নিকটে) আগমন করুন ॥ ৫॥ যাঁরা পূর্বে (অর্থাৎ প্রথমে) পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যাঁরা পরে (পিতৃলোকে) গমন করেছেন, যাঁরা পৃথ্বীলোকে স্থিত (নিষত্তা) আছেন এবং যাঁরা ইদানীং সুষ্ঠুভাবে বিভক্ত হয়ে (পূর্ব ইত্যাদি) দিকে স্থিত আছেন—সেই সকল পিতৃগণের উদ্দেশে এই নমস্কার জ্ঞাপিত হচ্ছে। (তেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ ইদং নমোস্তু) ॥ ৬॥ মাতলী নামক দেবতা, যিনি পিতৃগণের নেতা, তিনি পিতৃগণের সাথে যজমান কর্তৃক প্রদত্ত এই হবির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছেন। যম নামক দেবতা, যিনি পিতৃগণের নেতা, তিনি অঙ্গিরা ইত্যাদি পিতৃগণের সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছেন। বৃহস্পতি দেবতা, যিনি দেবগণের নেতা, তিনিও ঋক্ক নামক অর্চনীয় পিতৃগণের সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছেন। মাতলী প্রমুখ যে দেবগণ যজ্ঞে পিতৃবর্গের বর্ধন সাধন করছেন এবং যে পিতৃগণ কব্য বা স্বধা প্রদানের দ্বারা দেবগণের বৃদ্ধি সাধন করছেন, সেই নির্দিষ্ট পিতৃগণ (সকলে) আমাদের আহ্বানে আমাদের রক্ষা করুন। (অস্মান্ হবেষু অবন্তু) ॥ ৭॥ এই অভিষুত সোম স্বাদু (অর্থাৎ সুখের সাথে আস্বাদ্য); এই সোম মধুমান্ (অর্থাৎ মাধুর্যোপেত); এই সোম আশু (তীব্র) মদয়িতা (অর্থাৎ বহু মদকর রসোপেত)। এই সোম-পীতবন্ত ইন্দ্রকে (পরস্পর আহ্বানবৎ) সংগ্রামে কেউ (অর্থাৎ কোন অসুর ইত্যাদি) অভিভব করতে পারে না (ন সহতে) ॥ ৮॥ অত্যন্ত বিপ্রকৃষ্ট দেশে গতবন্ত (অর্থাৎ সকল ভূমি অতিক্রম পূর্বক বর্তমান), পিতৃলোকে গমনের বহু মার্গ অবগতশীল, মৃত-জনগণের প্রাপ্তিস্থানভূত বৈবস্বত (বিবস্বানের পুত্র) রাজা যমকে হবির দ্বারা পূজা করো (হবিষা সপর্যত) ॥ ৯॥ যমদেব আমাদের সম্বন্ধীয় মৃতজনের গমন মার্গ প্রথমে জ্ঞাত হয়ে থাকেন; যমের পদ্ধতি (গব্যূতি), মৃতের গন্তব্য মার্গ দেবতা বা মনুষ্য পরিহার করতে সক্ষম হন না। (কারণ অত্মসাক্ষাৎরহিত অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানহীন পুরুষের পক্ষে আপন কর্মফল ভোগের নিমিত্ত পিতৃলোক অবশ্য প্রাপণীয়)। যে মার্গে আমাদের পূর্বভাবী পিতৃগণ গমন করেছেন, এবং পরে যে মার্গে পুনরায় প্রত্যাগমন করে (অর্থাৎ পুনরায় জাত হয়ে) আপন আপন কর্মানুরোধিণী হিতকরী (পথ্য) ভূমি লাভ করেছেন, সেই সবই যমরাজ জ্ঞাত থাকেন ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পিতৃমেধকর্মণি 'সরস্বতীং দেবয়ন্তঃ' ইতি তিসৃভিঃ অগ্নিদাতা কনিষ্ঠপুত্রশ্চিতৌ দক্ষিণত আজ্যেন সারস্বতহোমান্ কুর্যাৎ। তত্রৈব কর্মণি শবদহনস্থানং 'উদীরতাং' ইত্যচা কাম্পীলশাখয়া উধৃত্য অভ্যুক্ষ্য লক্ষণং কুর্যাৎ (কৌ. ১১/১)।...ইত্যাদি॥ (১৮কা. ১অ. ৫সূ.)॥

টীকা — পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে—অষ্টাদশ কাণ্ডের চারটি অনুবাকের সকল মন্ত্রই পিতৃমেধে নানাভাবে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই প্রথম অনুবাকের প্রথম চারটির বিনিয়োগ পূর্বেই উক্ত হয়েছে। উপর্যুক্ত পঞ্চম সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্রের দ্বারা পিতৃমেধকর্মে অগ্নিদাতা কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক চিতার দক্ষিণ পার্শ্বে আজ্যের দ্বারা সারস্বত হোম করণীয়। চতুর্থ ('উদীরতাং') মন্ত্রে শবদহন স্থানে কাম্পীল্যশাখা উধৃত পূর্বক প্রোক্ষণ করণীয়। (কৌ. ১১/১)। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেও এই মন্ত্রে গর্ত খননীয়। (কৌ. ১১/৮)।...ইত্যাদি ॥ (১৮কা. ১অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, রুদ্র, সরস্বতী, পিতৃগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

বর্হিষদঃ পিতর উত্যর্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্।
ত আ গতাবসা শন্তমেনাধা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ১॥
আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেদং নো হবিরভি গৃণন্তু বিশ্বে।
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ ব আগঃ পুরুষতা করাম্॥ ২॥
ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি তেনেদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥ ৩॥
প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্যাণৈর্যেনা তে পূর্বে পিতরশ্ব পরেতাঃ।
উভা রাজানৌ স্বধয়া মদন্তৌ যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্ ॥ ৪॥
অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৫॥
উশন্তস্ত্বেধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে ॥ ৬॥
দ্যুমন্তস্ত্বেধীমহি দ্যুমন্তঃ সমিধীমহি।
দ্যুমান্ দ্যুমত আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে ॥ ৭॥
অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অর্থবাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৮॥
অঙ্গিরেভির্যজ্ঞিয়েরা গহীহ যমবৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্ বর্হিষ্যা নিষদ্য ॥ ৯॥
ইমং যম প্রস্তরমা হি রোহাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সম্বিদানঃ।
আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্ত্বেনা রাজন্ হবিষো মাদয়স্ব ॥ ১০॥
ইত এত উদারুহন্ দিবস্পৃষ্ঠান্যারুহন্।
প্র ভূর্জয়ো যথা পথা দ্যামঙ্গিরসো যযুঃ ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — যজ্ঞে সমাগত হে বর্হিষদ (অর্থাৎ দর্ভে বা কুশে আসীন) পিতৃগণ! আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আমাদের সম্মুখে আগমন করো। এই হবিঃ তোমাদের নিমিত্ত আমরা প্রস্তুত করেছি, তোমরা এটি সেবন করো (জুষধ্বং)। এবং আমাদের সুখতম রক্ষার সাথে আগমন করে (অর্থাৎ আমাদের ক্লেশলেশরহিত করে) ব্যাধি ও শমনের ভয় হতে (অর্থাৎ পাপ হতে) রক্ষা করো। ('অপাপং যথা ভবতি তথা দধাত') ॥ ১॥ হে পিতৃগণ! তোমরা সকলে জানুপ্রদেশ আকুঞ্চিত করে

(অর্থাৎ ভোজনের উপযুক্ত হাঁটু মুড়ে) বেদীর দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট হয়ে আমাদের দীয়মান এই পুরোবর্তী হব্য (হবিঃ) গ্রহণ করো। হে পিতৃবর্গ! আমাদের অল্প বা বিরাট্ কোনও অপরাধের (অর্থাৎ কর্তব্য বিষয়ের অতিক্রম জনিত ত্রুটির) কারণে আমাদের হিংসা করো না; কারণ মনুষ্য-স্বভাব বশতঃ আমাদের অপরাধ হওয়া অসম্ভব নয় ॥ ২॥ ত্বষ্টাদেব (যিনি সিঞ্চিত বীর্যকে পুরুষ ইত্যাদি আকৃতিতে রূপান্তরিত করণশালী, তিনি) আপন দুহিতা সরণ্যুর সাথে বিবস্বানের বিবাহ দিয়েছিলেন, এবং তা দর্শনের নিমিত্ত সকল ভূতজাত (ভুবনং) সমবেত ('সমেতি' অর্থাৎ সঙ্গীত) হয়েছিল। যমদেবের মাতা সরণ্যু (যমের জন্মের পরেই) (বিবস্বানের অতিশয়িত প্রভা বা তেজঃ সহ্য করতে অপারগ হয়ে) বিবস্বানের নিকট হতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন ('ননাশ') ॥ ৩॥ (এই মন্ত্রের বিনিয়োগে যেন প্রেতকে শকটের প্রতি অথবা যমলোকের প্রতি গমন করানো বা প্রেরণ করা হচ্ছে)—হে প্রেত (মৃতের আত্মা)! তুমি গমন করো গমন করো (প্রেহি প্রেহি)। (শকটের দিকে অথবা যমলোকের প্রতি গমন করো—বোঝানোর নিমিত্ত দু'বার 'প্রেহি')। যে যানে বা যে মার্গে মনুষ্য বা তোমার পিতৃপিতামহ ইত্যাদি পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েছেন (পরেতাঃ), সেই পথে বা যানে গমন করো। তথায় দেবগণের মধ্যে উভয় (উভা) অর্থাৎ দু'জন ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজা আমাদের প্রদত্ত স্বধায় (অর্থাৎ স্বধা গ্রহণ করে) হৃষ্ট হয়ে বিরাজমান আছেন (মদন্তৌ বিদ্যেতে)। সেই লোকে যমদেব ও বরুণদেবকে প্রত্যক্ষ করবে; (অতএব প্রেহি প্রেহি)। (উল্লেখ্য—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, ৩।১।২।১১ ও ৩।৭।৭।৬, বলা হয়েছে—'যমো রাজা', 'বরুণো রাজা') ॥ ৪ ॥ হে রাক্ষস-পিশাচ ইত্যাদি! তোমরা এই (দহন)-স্থান হতে বিশেষ ভাবে দূরে গমন করো (বি সর্পত)। এই স্থলে তোমরা যারা পূর্বতন (অর্থাৎ পূর্বস্থ) এবং যারা ইদানীন্তন (অর্থাৎ সাম্প্রতিক স্থিত) তারা সকলে অপগত হও। ('তে সর্বে অপেতেতি সম্বন্ধঃ)। এই প্রেতকে ক্ষালনসাধন উদকের দ্বারা (অদ্ভিঃ) দিবায় এবং অভিব্যক্তিসাধন উদকের দ্বারা রাত্রিকালে যমদেব সুবিশদ (ব্যক্তং) অবসান প্রদান করেছেন; সেই জন্য তোমরা অপগমন করো। (তদর্থং অপেতেতি সম্বন্ধঃ) ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি! এই পিতৃযজ্ঞকে নির্বাহ করণের নিমিত্ত (উশন্তঃ) তোমার প্রতি কাময়মান হয়ে তোমাকে আহ্বান করছি। কাময়মান হয়ে আমরা তোমাকে সম্যক্ প্রজ্বলিত করছি (সমিধীমহি)। এবং যজ্ঞ (উশন্) (বা স্বধা) কামনা পূর্বক তুমি হবিঃ স্বীকার করে তা ভক্ষণের নিমিত্ত স্বধা-কামনাকারী (উশতঃ) পিতৃপুরুষগণ সমভিব্যাহারে আগত হও ॥ ৬॥ হে অগ্নি! তোমার অনুগ্রহে দীপ্তিমন্ত (দ্যুমন্ত, অর্থাৎ অতিশয় তেজস্বী) আমরা তোমাকে আহ্বান করছি। দ্যুতিমান্ (দ্যুমান্) তুমি, স্বয়ং হবিঃ স্বীকার করো এবং সেই হবিঃ ভক্ষণের নিমিত্ত স্বধা-কামনাকারী আমাদের দীপিত (দ্যুমত) পিতৃপুরুষগণ সমভিব্যাহারে আগত হও ॥ ৭ ॥ প্রাচীন অঙ্গিরা প্রভৃতি (অঙ্গারাত্মক) মহর্ষিগণ ও নূতন স্তোত্রশালী (নবগ্বা) অথর্বা ও ভৃগুগণ আমাদের পিতৃপুরুষ (অথবাণশ্চ নঃ পিতরঃ ভৃগবশ্চ নঃ পিতরঃ)। এঁরা সকলে সোম-সম্পাদক (সোম্যাসঃ সোমার্হ)। (এই অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের মধ্যে প্রাধান্যবশতঃ ইদানীন্তন অথর্বা, ভৃগু প্রভৃতিও তাঁদের গোত্রত্বের কারণে পিতৃপুরুষ-রূপে গৃহীত)। যজ্ঞার্হ (যজ্ঞিয়ানাং) তাঁদের অনুগ্রহরূপ বুদ্ধি (সুমতৌ, শোভন মতি) আমরা স্থিত হবো (স্যাম)। তাঁদের কল্যাণে (ভদ্রে) তাঁদের প্রসন্নতা (সৌমনসে) আমরা লাভ করবো ॥ ৮॥ হে যম! আমাদের এই কর্মে অঙ্গিরা ইত্যাদি যজ্ঞীয় পিতৃগণ সহ আগত হও এবং বিরূপ নামে আখ্যাত (বৈরূপৈঃ) মহর্ষির গোত্রসম্ভূতগণের সাথে (এই যজ্ঞে আগত হয়ে) সন্তোষ লাভ করো (মাদয়স্ব)। অধিকন্তু (শুধু

তোমাকেই নয়) তোমার যে পিতা বিবস্বান (আদিত্য, বিবস্বন্তং), তাঁকেও আহ্বান করছি (হুবে)। তিনি এই কুশের আসনে (বর্হিষ্যা) উপবেশন করুন। (অর্থাৎ আমাদের প্রদত্ত হবিঃ স্বীকার করুন ॥ ৯ ॥ হে যম! অঙ্গিরা প্রভৃতি পিতৃগণের সাথে সহমত হয়ে সম্মুখে বিস্তারিত এই কুশ-রচিত আস্তরণে (প্রস্তরমা) উপবেশন করো (আ সীদ)। হে রাজন্ (যম)! ক্রান্তপ্রজ্ঞ মহর্ষিগণের (কবিশস্তা) স্তুত মন্ত্রসমূহ তোমার আগমনের নিমিত্ত আহ্বান করুক (আ বহন্তু)। তুমি আমাদের হবিঃ প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট হও। (হবিষা অস্মাভির্দত্তেন মাদয়স্ব) ॥ ১০ ॥ শবসংস্কার-কর্তা পুরুষগণ এই মৃতশরীর (এতৎ) ভূপ্রদেশের পৃষ্ঠ হতে (ভূমি থেকে) ঊর্ধ্বে শকটে বা শয়নে স্থাপন করেছে। অনন্তর দ্যুলোকের পৃষ্ঠস্থ উপরিতন ভোগ্যস্থানসমূহের পথে আরোহণ করাবে (আরোহয়ন্নিতি তত্রাহ), যে পথে ভরণবন্ত অর্থাৎ পোষণকারী (ভূর্জয়ঃ) বা ভুবন-জয়কারী (ভুবং জিতবন্ত) অঙ্গিরাগণ যে পথে গমন করে দ্যুলোক (স্বর্গ) প্রাপ্ত (যযুঃ) হয়েছেন ॥ ১১ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে 'বর্হিষদঃ পিতরঃ' ইত্যৃচা বর্হি স্তৃণীয়াৎ। সূত্রিতং হি। কৌ. ১১।৮)।...ইত্যাদি।। (১৮কা. ১অ. ৬সূ.)।।

টীকা — এই সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা পিণ্ডপিতৃযজে কুশ আস্তীর্ণ করণ, প্রেতাস্থিকে ত্রিপাদ শিকায় উপবিষ্ট করণ, প্রেতকে শকটে স্থাপন, প্রেত-দহনস্থান কাম্পীল-শাখার দ্বারা সম্প্রোক্ষণ, দু'টি কাষ্ঠ গ্রহণ পূর্বক অগ্নি প্রজ্বলন, প্রেতশরীরে অগ্নিদাতা পুত্র কর্তৃক আজ্য-যাগকরণ, বপাহুতি যাগ-করণ ইত্যাদি বহু বিনিয়োগ হয়ে থাকে ॥ (১৮কা. ১অ. ৬সূ.) ॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, জাতবেদা, পিতৃগণ ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

যমায় সোমঃ পবতে যমায় ক্রিয়তে হবিঃ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরঙ্কৃতঃ ॥ ১ ॥
যমায় মধুমত্তমং জুহোতা প্র চ তিষ্ঠত।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ২ ॥
যমায় ঘৃতবৎ পয়ো রাজ্ঞে হবির্জুহোতন।
স নো জীবেষ্বা যমেদ্দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ৩ ॥
মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শূশুচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্।
শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমেনং প্র হিণুতাৎ পিতৃঁরুপ ॥ ৪ ॥
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমমেনং পরি দত্তাৎ পিতৃভ্যঃ।
যদো গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথ দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ৫ ॥

ত্রিকদ্রুকেভিঃ পবতে ষডুর্বীরেকমিদ্ বৃহৎ।
ত্রিষ্টুব্ গায়ত্রী ছন্দাংসি সর্বা তা যম আর্পিতা ॥ ৬॥
সূর্যং চক্ষুষা গচ্ছ বাতমাত্মনা দিবং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মভিঃ।
অপো ব গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৭॥
অজো ভাগস্তপসস্তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্ ॥ ৮॥
যাস্তে শোচয়ো রংহয়ো জাতবেদা যাভিরাপৃণাসি দিবমন্তরিক্ষম্।
অজং যন্তমনু তাঃ সমৃণ্বতামথেতরাভিঃ শিবতমাভিঃ শৃতং কৃধি ॥ ৯॥
অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাবান্।
আয়ুর্বসান উপ যাতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — সোমযাগে (অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞে) যমদেবতার উদ্দেশে সোম অভিষুত হচ্ছে (পবতে)। ঘৃত ইত্যাদির দ্বারা উৎপাদিত হবিঃ সংস্কারের দ্বারা যমকে প্রদান করা হচ্ছে। স্তোত্র, শস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা সুশোভিত (অরঙ্কৃত) হবির বাহক অগ্নি (বা অগ্নিদূত) এই হবিঃ বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞ যমের উদ্দেশে বাহিত হচ্ছে। (যম হলেন সর্বপ্রাণিসংহর্তা বা পিতৃলোকাধিপতি। অতএব হবি তাঁর প্রাপ্য হলে সকল দেবতারই প্রাপ্য হয়) ॥ ১॥ হে যজমানবৃন্দ! যমের উদ্দেশে মধুময়োত্তম সোম আজ্য (ঘৃত ইত্যাদি) আহুতি রূপে প্রদান করো, তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ সমাপ্তি (প্রতিষ্ঠা) করো। পূর্বজাত বা পূর্বপুরুষ পথিকৃৎ (মন্ত্রদ্রষ্টা) অঙ্গিরা ইত্যাদি ঋষিবৃন্দের (যাঁরা প্রথম স্বর্গমার্গ প্রদর্শন করিয়েছেন, তাঁদের) উদ্দেশে নমস্কার প্রজ্ঞাপন করো ॥ ২॥ হে যজমানবৃন্দ! ঘৃত-সম্পন্ন ক্ষীররূপ হবি (অর্থাৎ হবিরূপে সংস্কৃত করে) রাজা যমের উদ্দেশে অর্পিত করো। সেই হবি প্রাপ্ত হয়ে দেবতা যম আমরা যারা জীবিত আছি তাদের মনুষ্যগণ-মধ্যে রক্ষা করুন এবং শতসম্বৎসর-লক্ষণ আয়ু (অর্থাৎ দীর্ঘ জীবন) প্রদান করুন ॥ ৩॥ হে অগ্নি! এই প্রেতকে তুমি অতিরিক্ত ভাবে দগ্ধ করো না (বিদহো), অতিরিক্ত শোকযুক্ত করো না; এর শরীর হতে ত্বক বিচ্ছিন্ন করো না। (অর্থাৎ ত্বগভেদ করো না)। যখন তুমি এই হবির্যোগ্য শরীরকে পক্কন (শৃতং) করো, হে জাতবেদা! তখন এর রক্ষার নিমিত্ত পিতৃগণকে প্রদান করো (বা তাঁদের নিকট প্রেরণ করো) ॥ ৪॥ হে জাতবেদা (অর্থাৎ প্রাপ্তহবির্লক্ষণধন অগ্নি)! যখন তুমি এই হবি-রূপ শরীরকে পক্কন করো, তখন একে দাহের দ্বারা সংস্কৃত এই পুরুষকে পিতৃগণের সকাশে রক্ষার নিমিত্ত প্রদান করো। যখন এ অসুনীতি অর্থাৎ প্রাণাপহর্ত্রী দেবতাগণের নিকট গমন করবে, তখন সে চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূর্য ইত্যাদি দ্যোতমান দেবগণকে প্রাপ্ত হবে ॥ ৫॥ ত্রিকদ্রুক (অর্থাৎ জ্যেতিষ্টোম, গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোম) যজ্ঞ সাধনের কালে যমের নিমিত্ত সোম অভিষুত হচ্ছে (পবতে)। ছয় উর্বী (অর্থাৎ আকাশ, পৃথিবী, দিবা, রাত্র, জল ও ঔষধি) একমেব মহান্ত (বৃহৎ) যমের উদ্দেশে প্রবৃত্ত হচ্ছে! (অথবা বৃহৎ বা বৃহাতী সহ) ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী ইত্যাদি ছন্দে উপলক্ষিত সকল মন্ত্র যমের বিষয়ীভূত হচ্ছে বা যমের উদ্দেশে অর্পিত হচ্ছে ॥ ৬॥ হে মৃতক (অর্থাৎ মৃত পুরুষ)! তুমি নেত্রের দ্বারা সূর্যকে প্রাপ্ত হও (অর্থাৎ দর্শন করো); মুখ্য প্রাণের সহায়তায় (আত্মনা) সূত্রাত্মা বায়ুর নিকট গমন করো। এইরূপে শরীরের ধারকধর্মা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আকাশ (দিবং), পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ লোককে (বা অপোকে) প্রাপ্ত হও। (অর্থাৎ সেই

অন্তরিক্ষস্থায়ী জল তোমার হিতকরী হবে)। তুমি স্থূলশরীরের দ্বারা সেই স্থানে ইচ্ছামতো উপভোগ্য ব্রীহি যব ইত্যাদি ঔষধিসমূহে প্রতিষ্ঠিত বা প্রবিষ্ট হও ॥ ৭॥ হে অগ্নি! এই হন্যমান অজ তোমার ভাগ। তুমি তোমার তেজের দ্বারা একে সন্তপ্ত করো। একে তোমারই দীপ্তির জ্বালা সন্তপ্ত করুক। (এই অজের তাপ ইত্যাদি বিষয়ত্বে প্রেতের অভিমত লোকপ্রাপ্তি আশা করা হচ্ছে)। হে জাতবেদা! তোমার যে প্রাপ্তপশুলক্ষণধন সুখকর (শিবাঃ) তনু আছে, সেই (বিরাট্ স্বরাট্ ইত্যাদি) শরীরের দ্বারা এই প্রেতকে সুকৃত বা পুণ্যকৃত লোক (অর্থাৎ পুণ্যাত্মাগণের অধ্যুষিত লোক) প্রাপ্ত করিয়ে দাও ॥ ৮॥ হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার শোকপ্রদ (শোচয়ো) ও বেগবতী (রংহয়ো) গতি বা জ্বালারূপ তনুর দ্বারা আকাশ (দিবম্) ও অন্তরিক্ষ পূর্ণ করে আছো (পৃণাসি); তার দ্বারা তুমি এই গমনশীল (সমৃণ্বতাং) অজকে ব্যাপ্ত করো (বা প্রাপ্ত হও)। এবং অন্য বা অত্যন্ত সুখকরী (শিবতম) তনু বা জ্বালার দ্বারা তুমি এই প্রেতকে হবির সমান করেই পক্ক করো ॥ ৯॥ হে অগ্নি! তোমার হবিরূপে কল্পিত এই প্রেতকে পিতৃলোকস্থানে ত্যাগ করো। তোমার হবি বা আহুতি রূপে এই যে প্রেতকে প্রদান করা হয়েছে এবং আমাদের দ্বারা প্রদত্ত স্বধা সম্পন্ন যে হবি বিচরণ (অর্থাৎ গমন) করছে; এবং সেই প্রেতের অপত্য অর্থাৎ পুত্র আয়ুসম্পন্ন হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করুক। এই প্রেত শোভন তেজে (সুবর্চাঃ) যুক্ত হয়ে পিতৃলোকের অবস্থানোচিত শরীরে আপন শরীর সহ গমন করুক (বা বিমিশ্রিত হয়ে যাক)। (মন্ত্রের এই পাদে এমনও অর্থ করা যায় যে, এই প্রেতের পুত্র ইত্যাদি অপত্যগণ শোভন তেজস্বী হোক বা পিতৃবিয়োগ জনিত দুঃখ বিস্মৃত হয়ে তারা শোভনদেহী হোক) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্বিতীয়েনুবাকে ষট্ সূক্তানি। তত্র 'যমায় সোমঃ' ইতি প্রথম সূক্তং। অত্র আদিতস্তিসৃণাং পূর্ববর্চা সহ প্রেতোত্থাপনকর্মণি উক্তো বিনিয়োগঃ।....ইত্যাদি।। (১৮কা. ২অ. ১সূ.)॥

টীকা — স্বর্গীয় দর্গাদাস পূর্ববর্তী বহু অনুবাককে বিভিন্ন সূক্তে বিভক্ত করে ভাষ্যালোচনা করেছেন। এই ভাবে এই অনুবাকটি ছ'টি সূক্তে বিভক্ত করা হলেও মূলে ছ'টি সূক্তই একটি অনুবাকের একটি মাত্র সূক্তরূপে পাওয়া যায়। যাই হোক ছয়টির মধ্যে এই প্রথম সূক্তটি প্রেতোত্থাপন কর্মে বিনিযুক্ত। পিতৃমেধে এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে ('মৈনমগ্নে' ইত্যাদি) কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক প্রেতশরীরে অগ্নি প্রদানের বিধান রয়েছে। আবার, 'মৈনমগ্নে' (৪র্থ মন্ত্র), 'সহস্রণীথা'ঃ (২সূ. ৮মন্ত্র), 'অব সৃজ' (১০ম মন্ত্র) ইত্যাদি মন্ত্রগুলি দ্বারা গোত্রভুক্ত আত্মীয় সকলের পক্ষে প্রেতশরীরে অগ্নি প্রদান বিহিত। 'অজো ভাগঃ' (৮ম) মন্ত্রে চিতার দক্ষিণপার্শ্বে অজপশু বধের বিধি রয়েছে।—ইত্যাদি ॥ (১৮কা. ২অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, জাতবেদা, পিতৃগণ ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

অতি দ্রব শ্বানৌ সারমেয়ৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অধা পিতৄন্ৎসুবিদত্রাঁ অপীহি যমেন যে সধমাদং মদন্তি ॥ ১॥
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিষদী নৃচক্ষসা।
তাভ্যাং রাজন্ পরি ধেহ্যেনং স্বস্ত্যস্মা অনমীবং চ ধেহি॥ ২॥

উরূণসাবসুতৃপাবুদুম্বলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রম্ ॥ ৩॥
সোম একেভ্যঃ পবতে ঘৃতমেক উপাসতে।
যেভ্যো মধু প্রধাবতি তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৪॥
যে চিৎ পূর্ব ঋতসাতা ঋতজাতা ঋতাবৃধঃ।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ ॥ ৫॥
তপসা যে অনাধৃষ্যাস্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৬॥
যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ।
যে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৭॥
সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্যম্।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ ॥ ৮॥
স্যোনাস্মৈ ভব পৃথিব্যনৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছাস্মৈ শর্ম্ম সপ্রথাঃ ॥ ৯॥
অসম্বাধে পৃথিব্যা উরৌ লোকে নি ধীয়স্ব।
স্বধা যাশ্চকৃষে জীবন্ তাস্তে সন্তু মধুশ্চুতঃ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে প্রেত! তুমি পিতৃলোকে গমনশালী হয়েছো। (সরমা নাম্নী দেবশুনী অর্থাৎ দেব-কুক্কুরীর) চারিচক্ষুবিশিষ্ট প্রতিটি শবলবর্ণশালী দুই সারমেয়কে (অথবা শ্যাম ও শবল নামক কুক্কুরদ্বয়কে) সমীচিন বা ঋজু পথে (সাধুনা পথা) অতিক্রম পূর্বক শোভন হবিরূপ অন্নবান্ অথবা জ্ঞানবান্ (সুবিদত্রান্) সেই হব্যসম্পন্ন পিতৃগণের নিকট গমন করো, যে পূর্বজ পিতৃগণ পিতৃরাজ যমের দ্বারা তৃপ্তির সাথে বা হর্ষের সাথে (সধমাদং সহ) বিরাজমান আছেন ॥ ১॥ হে পিতৃগণের প্রভু যম! যমপুরীর রক্ষক রূপে নিযুক্ত চারি-চক্ষুশালী যে দু'টি কুক্কুর পিতৃলোকের গমন পথে অবস্থান করছে, তারা (যমালয়ে) গমনোদ্যত মনুষ্যের দ্রষ্টা (পথিষদী নৃচক্ষসা)। এই প্রেতকে (অর্থাৎ তোমার লোকে গমনশীল এই প্রেতপুরুষকে) রক্ষার নিমিত্ত সেই কুক্কুরদ্বয়ের নিকট সমর্পণ করো। তোমার লোকে অবস্থানের উদ্দেশ্যে আগমনশীল এই প্রেতপুরুষকে অবিনাশশীল অর্থাৎ রোগ বাধাহীন (স্বস্তীত্যবিনাশিনাম) স্থান বিধান করো (ধেহি)॥ ২॥ বিস্তীর্ণ বা দীর্ঘ নাসিকাসম্পন্ন (উরুণসৌ), প্রাণীবর্গের প্রাণাপহারক (অসুতৃপৌ), বিস্তীর্ণবলশালী (উদুম্বলৌ), যমের দূতদ্বয় জনগণের প্রাণবিনাশের নিমিত্ত সর্বত্র সঞ্চরণ করছে; সেই দুই দূত সূর্যদর্শনের নিমিত্ত অদ্য আমাদের শরীরে পুনরায় পঞ্চবৃত্তিক (অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত) প্রাণ (অসুং) প্রদান করুক ॥ ৩॥ কোন কোন (একেভ্যঃ) পিতৃপুরুষের (যাঁদের বংশধরগণ ব্রহ্মযজ্ঞকালে সাম গান করে, তাঁদের) উপভোগের নিমিত্ত সোম নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে থাকে; কোন কোন (একে) পিতৃপুরুষ (যাঁদের কুলজাত সন্তানগণ ব্রহ্মযজ্ঞকালে যজুর্মন্ত্র পাঠ করে, তাঁরা) ঘৃত বা আজ্য উপভোগ করে থাকেন, (অর্থাৎ তাঁদের উপভোগের নিমিত্ত আজ্য প্রবাহিত হয়ে আসে); কোন কোন পিতৃপুরুষের নিকট মধুময় নদী (মধু বা মধুকুল্যা) প্রবাহরূপে শীঘ্র গমন করে থাকে (যাঁদের সন্তানগণ ব্রহ্মযজ্ঞার্থে অথর্ব-

বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করে)। অতএব, হে ম্রিয়মাণ যজমান বা মৃতাবস্থা-প্রাপ্ত প্রেত! তুমিও সেই পূর্বোক্ত পিতৃপুরুষবৃন্দের সকাশে গমন করো ॥ ৪॥ যে পূর্বপুরুষগণ ঋতসাতা (অর্থাৎ সত্য বা যজ্ঞ সাধিত করেছেন বা যজ্ঞফল সম্ভোগ করেছেন); যে পিতৃপুরুষগণ ঋতজাতা (অর্থাৎ সত্যের দ্বারা উৎপন্ন বা যজ্ঞজাত); যে পূর্বপুরুষগণ ঋতবৃধ (অর্থাৎ সত্য বা যজ্ঞের বর্ধন-সাধক), যে পূর্বপুরুষগণ তপস্যাযুক্ত এবং তপস্যা হতে উৎপন্ন, সেই অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী ঋষিবৃন্দের নিকট, হে যমবৎ নিয়ত বা পিতৃরাজ যমের দ্বারা নীয়মান প্রেত! গমন করো ॥ ৫॥ যে (পূর্বজ) জনগণ চান্দ্রায়ন (তপসা) ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধনে যুক্ত হয়ে পাপের দ্বারা ধর্ষিত হননি (অর্থাৎ অনাধৃষ্য থেকেছেন), যাঁরা যাগ (তপসা) ইত্যাদি সাধনের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছেন (স্বর্যযুঃ), যাঁরা রাজসূয়-অশ্বমেধ ইত্যাদি মহৎ যজ্ঞ বা হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদির উপাসনা করেছেন—হে প্রেত! তুমি তাঁদের অধ্যুষিত লোকে গমন করো ॥ ৬॥ যে (পূর্বজ) বীরবৃন্দ (শূরাসো) যুদ্ধে শত্রুগণকে সম্যক্ প্রহার করতে করতে দেহত্যাগ করেছেন—হে প্রেত! তাঁরা যে উত্তম লোকে (যেযু) নির্বাসিত হয়েছেন তুমি সেইলোকে গমন করো (বা সেই লোক প্রাপ্ত হও) ॥ ৭॥ সহস্র বা অনন্ত দৃষ্টিসম্পন্ন (সহস্রণীথাঃ) যে ক্রান্তদর্শীগণ (কবয়ো) আদিত্যকে রক্ষা করেছেন (গোপয়ন্তি সূর্যম্); যাঁরা তপস্যায় নিয়োজিত থেকেছেন (তপস্বতঃ), যাঁরা তপস্যা হতে জাত হয়েছেন (তপোজান্),—হে নিয়ত বা শকটে বদ্ধ বা যমের দ্বারা নীয়মান প্রেত! তুমি সেই ঋষিগণের সকাশে গমন করো ॥ ৮॥ হে বেদি-রূপিণী পৃথিবী! তুমি অনাধিকা (অনৃক্ষরা) শয়নার্হা (নিবেশনী) হয়ে এই মুমূর্ষু জনের পক্ষে (অর্থাৎ মরণোন্মুখ বা অস্থিরূপ প্রেতের পক্ষে) সুখকরী হও (স্যোনা) এবং বিস্তীর্ণতার সাথে (সপ্রথাঃ) একে সুখ দান করো (শর্ম যচ্ছ) ॥ ৯॥ হে মুমূর্ষু বা প্রেত! তুমি অসম্বাধে অর্থাৎ বাধারহিত বিস্তীর্ণ লোকে (উরৌ পৃথিব্যা) স্থাপিত হও (ধীয়স্ব)। তুমি পূর্বে জীবৎকালে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে যে অন্ন (স্বধা) দান করেছিলে এবং দেবতাগণের উদ্দেশে যে হবিঃ সমর্পণ করেছিলে, সেই স্বধা তোমার পক্ষে মধুপ্রবাহ ক্ষরণ করুক (মধুশ্চ্যুতঃ)। (অর্থাৎ 'মধুররসঘৃতসোম' ইত্যাদি প্রবাহরূপে তুমি প্রাপ্ত হও ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পিতৃমেধে 'অতি দ্রব' ইতি অষ্টানাং ঋচাং দহ্যমানপ্রেতশরীরোপস্থানে বিনিয়োগ উক্তঃ। তথা এতাভিরষ্টভির্দহনদেশং নীয়মানং প্রেতশরীরং অনুমন্ত্রয়েত।—ইত্যাদি॥ (১৮কা. ২অ. ২সূ.)॥

টীকা — পিতৃমেধে এই সূক্তটির প্রথম আটটি ঋক্ দহ্যমান প্রেতশরীরের উপাসনায় বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই মন্ত্রাষ্টকের দ্বারা দহনস্থানে নীয়মান প্রেতশরীর অনুমন্ত্রিত হয়। এই মন্ত্রগুলি সঞ্চয়ন কর্ম, অগ্নিহোত্রশালায় দর্ভ আস্তীর্ণ করণ, অগ্নির উত্তর পার্শ্বে প্রেতের শরীর বা শবকে শকট হতে অবতরণ করণ ইত্যাদি কর্মে বিহিত আছে। এই কর্ম দহনস্থানে কর্তব্য। ইত্যাদি ॥ (১৮কা. ২অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, জাতবেদা, পিতৃগণ ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

হুয়ামি তে মনসা মন ইহেমান্ গৃহাঁ উপ জুজুষাণ এহি।
সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেন স্যোনাস্ত্বা বাতা উপ বান্তু শগ্মাঃ ॥ ১॥

উৎ ত্বা বহন্তু মরুত উদবাহা উদপ্রুতঃ।
অজেন কৃণ্বন্তঃ শীতং বর্ষেণোক্ষন্তু বালিতি॥ ২॥
উদহ্বমায়ুরায়ুষে ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে।
স্বান্ গচ্ছাতু তে মনো অধা পিতৃঁরূপ দ্রব ॥ ৩॥
মা তে মনো মাসোর্মাঙ্গানাং মা রসস্য তে।
মা তে হাস্ত তন্বঃ কিং চনেহ ॥ ৪॥
মা ত্বা বৃক্ষঃ সং বাধিষ্ট মা দেবী পৃথিবী মহী।
লোকং পিতৃষু বিত্ত্বৈধস্ব যমরাজসু ॥ ৫॥
যৎ তে অঙ্গমতিহিতং পরাচৈরপানঃ প্রাণো য উ বা তে পরেতঃ।
তৎ তে সঙ্গত্য পিতরঃ সনীড়া ঘাসাদ্ ঘাসং পুনরা বেশয়ন্তু ॥ ৬॥
অপেমং জীবা অরুধন্ গৃহেভ্যস্তং নির্বহত পরি গ্রামাদিতঃ।
মৃত্যুর্যমস্যাসীদ্ দূতঃ প্রচেতা অসূন্ পিতৃভ্যো গময়াং চকার ॥ ৭॥
যে দস্যবঃ পিতৃষু প্রবিষ্টা জ্ঞাতিমুখা অহুতাদশ্চরন্তি।
পরাপুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টানস্মাৎ প্র ধমাতি যজ্ঞাৎ ॥ ৮॥
সং বিশন্ত্বিহ পিতরঃ স্বা নঃ স্যোনং কৃণ্বন্তঃ প্রতিরন্ত আয়ুঃ।
তেভ্যঃ শকেম হবিষা নক্ষমাণা জ্যোগ্ জীবন্তঃ শরদঃ পুরূচীঃ ॥ ৯॥
যাং তে ধেনুং নিপৃণামি যমু তে ক্ষীর ওদনম্।
তেনা জনস্যাসো ভর্তা যোঽত্রাসদজীবনঃ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে প্রেতপুরুষ! তোমার সম্বন্ধি অন্তঃকরণকে (মনঃ) আমাদের মনের দ্বারা (মনসা) এই লোকে আহ্বান করছি (হুয়ামি)। আমাদের গৃহে তোমার নিমিত্ত যে ঔর্ধ্বদেহিক কর্ম (উদ্দিশ্য) করা হচ্ছে। তাতে সেবমান বা প্রীতিমান হয়ে (জুজুষাণ) আগত হও এবং সংস্কারোত্তরকালে (অর্থাৎ ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়ার পর) পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহ (পিতৃভিঃ)-গণের সাথে সপিণ্ডীকরণের দ্বারা সঙ্গত হও, এবং পিতৃলোকাধীশ্বর যমের সাথেও মিলিত হও। পিতৃলোকে গমনকালে তোমার যে পথশ্রম (অধ্বজন্যশ্রম) হয়েছে, তা দূর করার নিমিত্ত নিরন্তর শীতল-সৌরভযুক্ত বা গতিগন্ধময় বায়ু (শগ্মা) তোমার সন্নিকটে উপগত হোক (বান্তু) ॥ ১॥ হে প্রেত! মরুৎ নামক দেবগণ তোমাকে ঊর্ধ্বাকাশে ধারণ করুন (উদ্বহন্তু)। জলধারণকারী, ভূমিকে জলের প্লাবনে আর্দ্রকারী, শৈত্যগুণবিশিষ্ট মেঘরাশি তোমার সমীপবদ্ধ অজের সাথে অনুকরণ শব্দে (বাল্) সিঞ্চিত করুক (উক্ষন্তু) ॥ ২॥ হে প্রেত! তোমার আয়ুকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করছি। (কি জন্য?—না) জীবনের জন্য (আয়ুষে), যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মে বলের জন্য (দক্ষায়), বা প্রাণাপান বায়ুর জন্য (ক্রত্বে)। তোমার মন স্বকীয় তনু সংস্কারের নিমিত্ত অভিনব শরীরে গমন করুক (নবরূপ লাভ করুক) এবং সেই শরীর প্রাপ্তির পর বসু ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য (উপ দ্রব) পূর্বক গমন করুক ॥ ৩॥ হে প্রেত পুরুষ! তোমার মানসেন্দ্রিয় (মনঃ) যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করে (মা হাস্ত)। (অর্থাৎ তোমাতেই যেন বিরাজিত থাকে)। তথা তোমার প্রাণ কোনও রূপে যেন তোমাকে না ত্যাগ করে; তোমার হস্তপদ ইত্যাদি অবয়ব (অঙ্গানাং) তোমাকে যেন পরিত্যাগ না করে; তোমার রুধির ইত্যাদি

(রসস্য)-ও কিছুই কোনভাবে যেন তোমাকে না ত্যাগ করে। এই লোকে তোমার কোন উপাঙ্গও যেন তোমাকে ত্যাগ না করে। (অর্থাৎ লোকান্তরে মন প্রাণ ইত্যাদি সর্বাঙ্গ-সহিত শরীর-যুক্ত হও—এটাই বক্তব্য) ॥ ৪ ॥ হে প্রেত! তোমার আশ্রয়ভূত বৃক্ষ (অর্থাৎ তুমি যে বৃক্ষের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকো) যেন তোমাকে হিংসা বা ব্যথিত না করে (মা সং বাধিষ্ট)। তথা দ্যোতমানা বা দানাদিগুণযুক্তা (দেবী) মহতী (মহী) পৃথিবী (তোমার আশ্রয়ভূতা ভূমি যেন তোমাকে পীড়িত না করে। এবং সেই পিতৃগণের ঈশ্বর বা রাজা যমের লোক (অর্থাৎ পিতৃদেবগণের অধ্যুষিত লোক) লাভ করে (বিত্ত্বা) বর্ধিত হতে থাকো (এধস্ব) ॥ ৫ ॥ হে প্রেত! তোমার যে শরীর (অঙ্গং) পরাঙ্মুখ হয়ে (পরাচৈ) অতীত (অতিহিত্য) হয়ে গিয়েছিল, সেই শরীরে বর্তমান ছিল যে অপানবায়ু (অপানঃ), প্রাণবায়ু (প্রাণঃ) এবং চক্ষু-শ্রোত্র ইত্যাদিরূপ অন্য সপ্তপ্রাণ,—যেগুলি তোমার শরীর হতে নির্গত হয়ে গিয়েছে (পরেতঃ), সেগুলি পিতৃদেবতাগণের সাথে সঙ্গত হয়ে ভোগায়তন শরীর হতে (ঘাসাৎ) অন্য ভোজনাধিকরণ শরীর (ঘাসং) পুনরায় প্রাপ্ত হোক (বেশয়ন্ত) ॥ ৬॥ জীবন্ত অর্থাৎ প্রাণধারী বান্ধবগণ এই প্রেতশরীরকে (ইমং) গৃহ হতে অপসৃত করুন (অপারুধন্)। হে বান্ধবগণ! তোমরা এই মৃতদেহটিকে গ্রাম হতে পরিহার করে নিয়ে যাও (অর্থাৎ গ্রাম হতে নির্গমিত করে নিয়ে যাও)। মারক পুরুষ (মৃত্যু) অর্থাল যমরাজের দূত এই প্রকৃষ্টজ্ঞান বা ম্রিয়মান (প্রচেতাঃ) পুরুষের প্রাণ (অসূন) পিতৃপুরুষগণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করানোর উদ্দেশে পরিগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন ॥ ৭ ॥ যে উপক্ষয়কারী অর্থাৎ হানিকারক রাক্ষসগণ (দস্যব) জ্ঞাতিবর্গের মুখ (বা মূর্তি) ধরে পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অহুত অর্থাৎ লৌকিক অন্ন ভক্ষণ করে বা অহুতাবস্থায় (অর্থাৎ অনাহূত হয়ে) মায়া-প্রভাবে পিতৃপুরুষগণের মধ্যে বিচরণ পূর্বক হবির্ভক্ষণ করে, এবং নিয়মানুসারে পিণ্ডদান ইত্যাদি কর্মকারী পুত্র ও পৌত্র ইত্যাদিকে বিনষ্ট বা হরণ করে (ভরন্তি)—সেই মায়াবী রাক্ষসগণকে (তান্) অগ্নিদেব পিতৃগণের উদ্দেশে ক্রিয়মাণ এই যজ্ঞ হতে (অস্মাৎ) প্রকর্ষের সাথে নির্গমিত বা অপসারিত করে দিন (প্রধমতু) ॥ ৮ ॥ এই যজ্ঞে আমাদের গোত্রজ পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহোদয়গণ (স্বাঃ) উপবেশন করুন এবং উপবেশনান্তে আমাদের সুখ (স্যোনং) দান করুন এবং আয়ু বা জীবন বর্ধিত (প্রতিরন্ত) করুন। ধর্ধনপ্রাপ্ত (নক্ষমাণা) আমরা সেই পিতৃপুরুষগণকে চরুপুরোডাশ ইত্যাদির দ্বারা (হবিষা) পরিচর্যা করতে সক্ষম হবো (শকেম) এবং চিরকাল (জ্যোক্) তাঁদের প্রসাদপুষ্ট হয়ে বহু সম্বৎসরকাল জীবন্ত থাকবো ॥ ৯ ॥ হে প্রেত! তোমাকে যে দুগ্ধবতী গাভী (ধেনু) প্রদান করছি (অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধে যে ধেনু দান করা হচ্ছে), এবং দুগ্ধে পক্ব যে ওদন (অন্নপিণ্ড) প্রদান করছি, তার দ্বারা (অর্থাৎ ধেনুসহিত সেই ওদনের দ্বারা) তুমি সেই জনের ধারক বা পোষক (ভর্তা) হও, যে জন এই লোকে জীবনরহিত (অজীবনঃ) হবে (অসৎ) ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'স্থয়ামি' ইতি আদ্যায়া 'স্যোনাস্মৈ ভব' ইত্যনয়া সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।—ইত্যাদি॥ (১৮কা. ২অ. ৩সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ব সূক্তের ৯ম মন্ত্রের সাথে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়া এই সূক্তের বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা চিতার দক্ষিণ পার্শ্বে অজ পশু বধ, আহিতাগ্নি সংস্কারার্থে আজ্য-যাগ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে বর্হি-আস্তরণ ইত্যাদি বহুবিধ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। (কৌ. ১১।৮) ইত্যাদি ॥ (১৮কা. ২অ. ৩সূ.)॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, জাতবেদা, পিতৃগণ ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

অশ্বাবতীং প্র তর যা সুশেবার্ক্ষাকং বা প্রতরং নবীয়ঃ।
যস্ত্বা জঘান বধ্যঃ সো অস্তু মা সো অন্যদ্ বিদৎ ভাগধেয়ম্ ॥ ১॥
যমঃ পরোঽবরো বিবস্বান্ ততঃ পরং নাতি পশ্যামি কিং চন।
যমে অধ্বরো অধি মে নিবিষ্টো ভুবো বিবস্বানন্বাততান॥ ২॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বা সবর্ণামদধুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্ যৎ তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ ॥ ৩॥
যে নিখাতা যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতাঃ।
সর্বাংস্তানগ্ন আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে ॥ ৪॥
যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে।
ত্বং তান্ বেত্থ যদি তে জাতবেদঃ স্বধয়া যজ্ঞং স্বধিতিং জুষন্তাম্ ॥ ৫॥
শং তপ মাতি তপো অগ্নে মা তন্বং তপ।
বনেষু শুষ্মো অস্তু তে পৃথিব্যামস্তু যদ্ধরঃ ॥ ৬॥
দদাম্যস্মা অবসানমেতদ্ য এষ আগন্ মম চেদভূদিহ।
যমশ্চিকিত্বান্ প্রত্যেতদাহ মমৈষ রায় উপ তিষ্ঠতামিহ ॥ ৭॥
ইমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৮॥
প্রেমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৯॥
অপেমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে প্রেত! তুমি অশ্বের আকরভূতা (অশ্বাবতী) নদী প্রকর্ষের সাথে উত্তরণ করিয়ে দাও (প্র তরয়), এবং এই নদী আমাদের সুসুখা অর্থাৎ অতি সুখকরিণী (সুশেবা) হোক। তথা ভল্লূকৈরূপেত দুষ্টমৃগনিষেবিত (ঋক্ষাকং) অদৃষ্টপূর্ব (নবীয়ঃ) অবণ্য ও আমি উত্তরণ করবো। হে প্রেত! তোমাকে যে পুরুষ বধ করেছে (জঘান) সে বধার্হ (বধ্যঃ) হোক। সেই ঘাতক পুরুষ যেন পূর্বের উপভোগ্য বস্তু (অন্যদ্ ভাগধেয়ম) লাভ করতে না পারে (মা বিদত)। (অর্থাৎ নির্ধন হয়ে যাক) ॥ ১॥ বিবস্বানের পুত্র যমের তেজ অধিক (পরঃ) হয়েছে। যমের পিতা আদিত্য তেজে নিকৃষ্ট হয়েছেন (অবরঃ); (অর্থাৎ যম তেজের দ্বারা তাঁর পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন—এটাই বক্তব্য)। সেইজন্য (তত) যম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোনও প্রাণিজাতকে আমি জানি না (নাতি পশ্যামি)। সেই সর্বোৎকৃষ্ট যমে আমার (মে) যজ্ঞ (অধ্বরো) অধিক অবস্থিত (অধি নিবিষ্টঃ)

থাকুক। (অর্থাৎ এই যজ্ঞ তাঁর প্রীতিকররূপে নিষ্পাদিত হোক)। যজ্ঞের সিদ্ধির নিমিত্ত বিবস্বান (অর্থাৎ যমের পিতা সূর্য) ভূপ্রদেশে (ভুবঃ) আপন কিরণ বিস্তারিত করছেন (অন্বাতনান) ॥ ২॥ মরণধর্মশীল মনুষ্যের (মর্ত্যেভ্যঃ) নিকট হতে মরণধর্মরহিত (অমৃতান্) দেবগণ তাঁদের অমৃতত্বপ্রাপক রূপ তিরোহিত করে রেখেছেন বা প্রাচ্ছাদিত করে রেখেছেন (অপাগূহন)। সমানরূসম্পন্না (সবর্ণাং) অন্য স্ত্রীকে সৃষ্টিপূর্বক তাকে বিবস্বানের নিকট প্রদান করে সরণ্যু অশ্বিনীরূপ স্বীকার করেছিলেন; তাতে (তৎ) অশ্বিনীকুমার যুগল উৎপাদিত হন (অভরৎ)। (বা সূর্যও স্বয়ং অশ্বরূপী হয়ে অশ্বিনীরূপিনী সরণ্যুর সাথে সঙ্গত হয়ে তাঁর গর্ভে আপন রেতঃ নিষিক্ত করে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম দান করেছিলেন)। এবং ত্বষ্টৃদুহিতা সরণ্যু (সূর্যতাপ সহ্য করতে না পেরে, সূর্যগৃহ হতে নির্গমন কালে যম ও যমী নামে আপন) দুই মিথুন-সন্তানকে ত্যাগ করে এসেছিলেন। [পূর্বে এই কাণ্ডের ১ম অনুবাকের ৬ষ্ঠ সূক্তের ৩য় মন্ত্রে এই সম্পর্কিত ইতিহাস অভিহিত আছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—সূর্যগৃহ হতে পলায়নকালে সরণ্যু বা সংজ্ঞা মনু ব্যতীত যম-যমী নামে যমজ (মিথুন) সন্তানকে রেখে এসেছিলেন। নির্গমন কালে সরণ্যু তাঁর সবর্ণা অর্থাৎ সমানরূপসম্পন্না যে স্ত্রীকে বিবস্বানের নিকট রেখে এসেছিলেন, তাঁর নাম ছায়া। ছায়ার গর্ভে বিবস্বানের ঔরসে শনির জন্ম; ইত্যাদি। অশ্বিনী-রূপ-ধারিণী সরণ্যু যখন উত্তরকুরুবর্ষে অবস্থান করছিলেন, তখন বিবস্বান আপন বিবেক-জ্যোতিতে তা জ্ঞাত হয়ে রহস্যচ্ছলে অশ্বরূপ ধারণ করে সরণ্যুর গর্ভে আপন ঔরসে যে অশ্বিনীকুমারযুগলের জন্ম দান করেন, পৌরাণিক মতানুসারে, তাঁদের নাম নাসত্য ও দস্র] ॥ ৩॥ যাঁরা (অর্থাৎ যে পিতৃপুরুষগণ) ভূমিত নিখনন সংস্কারের দ্বারা (অর্থাৎ সমাধিস্থ হয়ে) সংস্কার-প্রাপ্ত হয়েছেন (নিখাতা), যাঁরা দূরদেশে কাষ্ঠবৎ পরিত্যক্ত হয়ে সংস্কার-প্রাপ্ত হয়েছেন (পরোপ্তা), যাঁরা অগ্নির দ্বারা সংস্কার-প্রাপ্ত হয়েছেন (দগ্ধা) এবং যাঁরা সংস্কারোত্তরকালে (অর্থাৎ সংস্কার-প্রাপ্তির পর) উর্ধ্বদেশে পিতৃলোকে স্থিত হয়েছেন (উদ্ধিতা),—হে অগ্নি! তুমি সেই সকল পিতৃপুরুষগণকে আমাদের দত্ত হবিঃ ভক্ষণের নিমিত্ত (হবিষে অত্তবে) আনয়ন করো (আ বহ) ॥ ৪॥ যাঁরা (অর্থাৎ যে পিতৃগণ) অগ্নির দ্বারা সংস্কৃত হয়েছেন (অগ্নিদগ্ধা), এবং যাঁরা অগ্নিদাহরহিত (অনগ্নিদগ্ধা) হয়েও খনন ইত্যাদির দ্বারা সংস্কার-প্রাপ্ত হয়ে দ্যুলোকের মধ্যে অবস্থানপূর্বক স্বধা (অর্থাৎ পুত্র ইত্যাদিগণ কর্তৃক দত্ত পিণ্ডরূপ হবিঃ) ভক্ষণ করেছেন অথবা স্বধাকার-উপলক্ষিত পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ ইত্যাদি কর্মে হৃষ্ট-তৃপ্ত হয়েছেন (মাদয়ন্তে),—হে জাতবেদা (জাতমাত্র সকলের জ্ঞাতা অগ্নি)! তুমি তাঁদের সকলকে নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত আছো (যদি বেত্থ)। আমাদের স্বধা-সম্বন্ধি যাঁরা (স্বধয়া) তাঁরা এই যজ্ঞে (স্বধিতং) আগমন পূর্বক (যজ্ঞ) সেবন করুন (জুষন্তাম্)। (বা আমাদের জ্ঞাতি পুত্রপৌত্র ইত্যাদির হিত সাধনের উদ্দেশে তাঁরা এই স্বধা-যজ্ঞ সেবন করুন) ॥ ৫॥ হে অগ্নি! এই প্রেতশরীরকে সুখে (শং), (অর্থাৎ যাতে সুখ হয়, তেমনভাবে), তপ্ত করো (তপ); অতিরিক্ত তাপ প্রদান করো না (মা অতি তপো)। (অতিদহনে অস্থিসমূহও ভস্মীভূত হয়ে যায়; সেই কারণে সঞ্চয়ন ইত্যাদি সংস্কারের প্রতিবিধানে অতিদাহ নিষিদ্ধ)। তথা আমাদের শরীরও (তন্বঃ) তাপিত করো না (মা তপঃ)। তোমার শোষক জ্বালাসমূহ (শুষ্মো) অরণ্যে (বনেষু) অবস্থান করুক (অস্তু); তোমার রসহরণশীল তেজঃ ভূমিতে (পৃথিব্যাং) অবস্থান করুক (অস্তু) ॥ ৬॥ (যমো ব্রূতে অর্থাৎ যম বলেন)—এই মৃত পুরুষ যে কারণে আমার নিকট আগমন করেছে, সেই কারণে আমি একে এই লোকে আবাসস্থান (অবসানং) প্রদান করছি। এবং এ নিশ্চয়ই এই লোকে আমার পরিচরণশীল হয়ে অবস্থান করুক (অভূচ্চেৎ)।—এইরকম জ্ঞাত করে

(চিকিত্বান্) যম মৃতের (অর্থাৎ মৃত-পুরুষের) প্রতি এই কথা বললেন (আহ)—আমার সমীপে আগত পুরুষ (এষঃ) আমার স্তোতা হয়ে (রায়ে) আমার লোকে সেবা করুক (উপতিষ্ঠতাম) ॥ ৭ ॥ এই (ইমাং, এতাবতীং) শ্মশানদেশের পরিমাণ অরত্নিপ্রাদেশ পরিমিত (কনুই থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত হস্ত পরিমাপ) দণ্ডের দ্বারা পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ইয়ত্তারূপে অবধারণ করছি (মিমীমহে), যথা (যেন কোনরকমভাবে) অন্য শ্মশানকর্ম (অপরং) হতে না পারে (মা ন আসাতৈ)। ব্রহ্মের দ্বারা আমাদের জীবন শত-সম্বৎসর পরিকল্পিত হয়েছে, সেই শত-সম্বৎসর মধ্যে (পুরা) আমরা যেন শ্মশানকর্ম না প্রাপ্ত হই (নো)। (অর্থাৎ আমাদের যেন অকালমৃত্যু না ঘটে) ॥ ৮॥ প্রকর্ষের সাথে আমরা এই শ্মশানদেশের পরিমাপ প্রতিপাদিত করছি, যাতে অন্য শ্মশানকর্ম হতে না পারে। ব্রহ্মের দ্বারা আমাদের জীবন শত-সম্বৎসর পরিকল্পিত হয়েছে, সেই শত-সম্বৎসর মধ্যে আমরা যেন শ্মশানকর্ম না প্রাপ্ত হই। (অর্থাৎ আমাদের যেন অকালমৃত্যু না ঘটে) ॥ ৯॥ এই পরিমাপরূপ উপসর্গের দ্বারা (অপেমাং) অপগত দোষতা অর্থাৎ শ্মশানলক্ষণ দোষ নিষিদ্ধ হয় (বা বিনষ্ট না হয়) এই জন্যই এই পরিমাপ প্রতিপাদিত করছি, (যেন কোনরকমভাবে) অন্য শ্মশানকর্ম হতে না পারে। ব্রহ্মের দ্বারা আমাদের জীবন শত-সম্বৎসর পরিকল্পিত হয়েছে, সেই শত সম্বৎসরের মধ্যে আমরা যেন শ্মশানকর্ম না প্রাপ্ত হই। (অর্থাৎ আমাদের যেন অকালমৃত্যু না ঘটে) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পিতৃমেধে 'অশ্মাবতীং' ইত্যৃচা শবদাহানন্তরং স্নানং কৃত্বা নদীং তরতোঽনুমন্ত্রয়েত।—ইত্যাদি॥ (১৮কা. ২অ. ৪সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি শবদাহের পর স্নান পূর্বক নদী উত্তরণকালে অনুমন্ত্রণীয়। এই সূক্তের বিভিন্ন মন্ত্র সমিধাবাদাখ্যে, প্রেতশরীরে, জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্তৃক অগ্নি দানের পর অপর পুত্রগণ বা সগোত্রীয়গণ কর্তৃক অগ্নি প্রদান কাম্পীলশাখায় দহনস্থান সম্প্রোক্ষণ ইত্যাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে।—ইত্যাদি ॥ (১৮কা. ২অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, জাতবেদা, পিতৃগণ ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

বীমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ১॥
নিরিমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ২॥
উদিমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৩॥
সমিমাং মাত্রাং মিমীমহে যথাপরং ন মাসাতৈ।
শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৪॥

অমাসি মাত্রাং স্বরগামায়ুষ্মান্ ভূয়াসম্।
যথাপরং ন মাসাতৈ শতে শরৎসু নো পুরা ॥ ৫॥
প্রাণো অপানো ব্যান আয়ুশ্চক্ষুর্দৃশয়ে সূর্যায়।
অপরিপরেণ পথা যমরাজ্ঞঃ পিতৃন্ গচ্ছ ॥ ৬॥
যে অগ্রবঃ শশমানাঃ পরেয়ুর্হিত্বা দ্বেষাংস্যনপত্যবন্তঃ।
তে দ্যামুদিত্যাবিদন্ত লোকং নাকস্য পৃষ্ঠে অধি দীধ্যানাঃ ॥ ৭॥
উদন্বতী দৌরবমা পীলুমতীতি মধ্যমা।
তৃতীয়া হ প্রদ্যৌরিতি যস্যাং পিতর আসতে ॥ ৮॥
যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা য আবিবিশুরুর্বন্তরিক্ষম্।
য আক্ষিয়ন্তি পৃথিবীমুত দ্যাং তেভ্যঃ পিতৃভ্যো নমসা বিধেম ॥ ৯॥
ইদমিদ্ বা উ নাপরং দিবি পশ্যসি সূর্যম্।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — [এই মন্ত্রে 'বিমাং মাত্রাং' অর্থাৎ মুক্তি তথা নিবৃত্তির উপসর্গের দ্বারা শ্মশানদেশের পরিমাপের বিশিষ্ট গুণযোগ প্রদর্শিত হচ্ছে]।—আমরা এই শ্মশানদেশের ভূমিকে বিশিষ্ট প্রকারে পরিমাপ করছি, (যেন এখানে কোনরকমভাবে) অন্য শ্মশানকর্ম হতে না পারে। ব্রহ্মের দ্বারা আমাদের জীবন শত-সম্বৎসর পরিকল্পিত হয়েছে, সেই শত সম্বৎসরের মধ্যে আমরা যেন শ্মশানকর্ম না প্রাপ্ত হই। (অর্থাৎ আমাদের যেন অকালমৃত্যু না ঘটে) ॥ ১॥ [এই মন্ত্রে 'নিরিত্যুপসর্গেন' অর্থাৎ নির্গতদোষতারূপ উপসর্গের দ্বারা শ্মশানদেশের পরিমাপের কথা বলা হচ্ছে]—আমরা দোষশূন্য করণের নিমিত্ত এই শ্মশানভূমিকে পরিমাপ করছি, যাতে এই স্থানে অন্য শ্মশানকর্ম হতে না পারে। ব্রহ্মের দ্বারা কল্পিত আমাদের শত সম্বৎসর পরিমিত আয়ুর মধ্যে আমাদের যেন অকালমৃত্যু না ঘটে ॥ ২॥ [এই মন্ত্রে 'উৎ' অর্থাৎ উৎকর্ষ উপসর্গের দ্বারা শ্মশানদেশের পরিমাপের উৎকর্ষগুণ প্রদর্শিত হচ্ছে]—আমরা উৎকৃষ্ট করণের নিমিত্ত এই শ্মশানভূমিকে পরিমাপ করছি; যাতে এই স্থানে অন্য শ্মশানকর্ম হতে না পারে। ব্রহ্মের দ্বারা কল্পিত আমাদের শত সম্বৎসর পরিমিত আয়ুর মধ্যে আমাদের যেন অকালমৃত্যু না ঘটে ॥ ৩॥ আমরা উদীরিত-গুণযোগের দ্বারা (অর্থাৎ উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা) এই শ্মশানভূমিকে পরিমাপ করছি; যাতে এই স্থানে অন্য শ্মশানকর্ম হতে না পারে। ব্রহ্মের দ্বারা পরিকল্পিত আমাদের শত সম্বৎসরের আয়ুর মধ্যে যেন আমাদের অকালমৃত্যু না ঘটে ॥ ৪॥ শ্মশানদেশের পরিমাণ (মাত্রাং) পরিচ্ছেদিতবান্ অর্থাৎ নিরূপিত হয়েছে (অমাসি)। সেই পরিমাপের দ্বারা আমি স্বর্গলোকে গমন করবো; (অর্থাৎ এই পরিমাপ-করণের ফল ভাবী স্বর্গলোকপ্রাপ্তি)। এবং এই পরিমাপ-কর্মে আমি শত-সম্বৎসর পরিমিত আয়ুশালী (আয়ুষ্মান্) হবো। যাতে এই স্থানে অন্য শ্মশানকর্ম হতে না পারে! ব্রহ্মের দ্বারা পরিকল্পিত আমাদের শত সম্বৎসরের আয়ুর মধ্যে যেন আমাদের অকালমৃত্যু না ঘটে ॥ ৫॥ প্রাণ (অর্থাৎ মুখ-নাসিকা হতে বহির্নিঃসরণ বায়ু), অপান (অর্থাৎ অন্তর্গামী বায়ু), ব্যান (সমগ্র অবয়ব-ব্যাপী অবস্থানকারী বায়ু), চক্ষু (নীলপীত ইত্যাদি দর্শন-সাধন ইন্দ্রিয়) এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূর্যদর্শনের নিমিত্ত (সূর্য়ায় দৃশয়ে) আমরা শত সম্বৎসরকাল অর্থাৎ চিরকাল জীবন (আয়ু) যাপন (বা অবস্থান) করবো। হে মৃতপুরুষ! তুমি যমরাজার স্বভূত চোরগণ-রহিত (অপারিপরেণ)

মার্গ অবলম্বন পূর্বক (পথা) (অর্থাৎ যে পথে যমের নিয়োজিত তস্করগণ গমনাগমন করে না, সেই পথ ধরে) পিতৃলোকে গমন করো ॥ ৬॥ দ্রুতগতিশীল (শশমান অর্থাৎ শশ বা অশ্বের ন্যায় গতিসম্পন্ন), অগ্রগামী (অগ্রবঃ) যে পিতৃগণ অনপত্যবন্তরূপে (অর্থাৎ অপত্যরহিত অবস্থায়) পাপসমূহ (দ্বেষাংসি) পরিহার করে চলে গেছেন (হিত্বা পরেযুঃ), সেই পিতৃগণ (তে) অন্তরিক্ষলোকের ঊর্ধ্বে (দ্যাং উদিত্য) স্বর্গের (নাকস্য) দুঃখস্পর্শরহিত স্থানেরও উপরিভাগে বা অধিক দীপ্যমানা অর্থাৎ সুকৃতফল-উপভোগের উপযুক্ত স্থান লাভ করেছেন (অবিদন্ত) ॥ ৭ ॥ [এই মন্ত্রে পিতৃলোকের সর্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপাদিত হচ্ছে]—দ্যুলোকের নিম্নভাগে (অবমা দ্যৌঃ) উদস্বতী অর্থাৎ জলপূর্ণা মেঘ প্রবর্ষণ করে থাকে। মধ্যমা অর্থাৎ মধ্যকক্ষ্যায় দ্যুলোক পীলুমতী অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রের ধারিণী হয়ে থাকে। তৃতীয় স্থানে (তৃতীয়া হ) দ্যুলোক প্রকৃষ্টফলোপেত (প্রদ্যৌঃ) নাকপৃষ্ঠ নামে আখ্যাত। সেই স্থানে পিতৃদেবগণ অবস্থান করেন (আসতে) ॥ ৮॥ যাঁরা আমাদের পিতার পিতা (পিতুঃ পিতরঃ), এবং যারা পিতামহগণেরও জনক (পিতামহান্তজনকাঃ), এবং অন্য যাঁরা বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে নিবাস করছেন (আবিবিশুঃ উরু অন্তরিক্ষম্), যাঁরা পৃথিবীলোকে নিবাস করছেন (আক্ষিয়ন্তি), (অর্থাৎ প্রেতরূপে পৃথিবীতে বর্তমান রয়েছেন), এবং যাঁরা স্বর্গলোকে (দ্যাং) আশ্রিত, (অর্থাৎ যাঁরা লোকত্রয় ব্যাপী বর্তমান), সেই সকল (তেভ্য) পিতৃগণকে আমি এই হবির্লক্ষণ অন্নের দ্বারা (নমসা) পরিচর্যা করছি (বিধেম)। (অথবা 'নমসা' শব্দের অর্থ অন্ন না ধরলে, অর্থ হয়—'নমস্কার করছি') ॥ ৯॥ হে মৃতপুরুষ! আমাদের দ্বারা শ্রাদ্ধে প্রদত্ত এই সামগ্রীই (ইদং ইৎ বা উ) তোমার জীবন; অন্য কিছু নয় (অপরং ন কিঞ্চিৎ)। এই শ্মশানদেশে নিবাসিত থেকে আকাশে (দিবি) সূর্য দর্শন করো। যে রকমে জননী আপন বসনাঞ্চলের দ্বারা (সিচা) আপন পুত্রকে আচ্ছাদিত করেন, তেমনই, হে পৃথিবী (ভূমে)! শ্মশানস্থকে অর্থাৎ মৃতপুরুষকে (এনং) আপন তেজের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে আচ্ছাদিত করো (অভ্যূর্ণুহি)। (যেন এ শীত, বায়ু, উষ্ণ ইত্যাদি প্রাপ্ত না হয়—এটাই এর অন্তর্নিহিত ভাব) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বীমাং মাত্রাং মিমিমহে' ইতি আদিতশ্চতসৃণাং ঋচাং শ্মশানপ্রমাণকরণে বিনিয়োগ উক্ত।—ইত্যাদি॥ (১৮কা. ২অ. ৫সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম চারটি ঋক্ শ্মশান পরিমাপ করণে বিনিয়োগ হয়। এই পরিমাপের উদ্দেশ্য প্রতিটি মন্ত্রের প্রথমের উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি মন্ত্র পূর্বোক্তপ্রকারে শ্মশান-পরিমাপের অনুমন্ত্রণে বিনিযুক্ত। ৮ম মন্ত্রে শকট হতে প্রেতকে উত্থাপন করণীয়। ৯ম মন্ত্রে প্রেতশরীরে সন্দীপিত অগ্নিদ্বয়ের দ্বারা যাম্যহোম করণীয়। ১০ম মন্ত্রটি শ্মশানদেশে বিষমসংখ্যক শলাকা ইষ্টক ইত্যাদি প্রোথিত বা গ্রথিত করণে বিনিযুক্ত হয় ॥ (১৮কা. ২অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, জাতবেদা, পিতৃগণ ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

ইদমিদ্ বা উ নাপরং জরস্যন্যদিতোঽপরম্।
জায়া পতিমিব বাসসাভ্যেনং ভূম উর্ণুহি ॥ ১॥

অভি ত্বোর্ণোমি পৃথিব্যা মাতুর্বস্ত্রেণ ভদ্রয়া।
জীবেষু ভদ্রং তন্ময়ি স্বধা পিতৃষু সা ত্বয়ি ॥ ২॥
অগ্নীষোমা পথিকৃতা স্যোনং দেবেভ্যো রত্নং দধথুর্বি লোকম্।
উপ প্রেষ্যন্তং পূষণং যো বহাত্যঞ্জোযানৈঃ পথিভিস্তত্র গচ্ছতম্ ॥ ৩॥
পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
স ত্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥ ৪॥
আয়ুর্বিশ্বায়ুঃ পরি পাতু ত্বা পূষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র ত ঈয়ুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥ ৫॥
ইমৌ যুনজ্মি তে বহ্নী অসুনীতায় বোঢ়বে।
তাভ্যাং যমস্য সাদনং সমিতীশ্চাব গচ্ছতাৎ ॥ ৬॥
এতৎ ত্বা বাসঃ প্রথমং ন্বাগন্নপৈতদূহ যদিহাবিভঃ পুরা।
ইষ্টাপূর্তমনুসংক্রাম বিদ্বান্ যত্র তে দত্তং বহুধা বিবন্ধুষু ॥ ৭॥
অগ্নেবর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণুষ্ব মেদস্য পীবসা চ।
নেৎ ত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্ বিধক্ষন্ পরীঙ্খয়াতৈ ॥ ৮॥
দণ্ডং হস্তাদাদদানো গতাসোঃ সহ শ্রোত্রেণ বর্চসা বলেন।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বা মৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯॥
ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্য সহ ক্ষত্রেণ বর্চসা বলেন।
সমাগৃভায় বসু ভূরি পুষ্টমর্বাঙ্ ত্বমেহ্যুপ জীবলোকম্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — এই মৃত পুরুষ জরা অবস্থায় (জরসি) যে অন্ন ইত্যাদি উপভোগ করেছে, তা ব্যতীত অন্য (নাপরং অন্যৎ) ভোক্তব্য নেই। এই শ্মশানদেশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানও তার নেই, অপর কোন কার্যও সম্ভব নয়। শ্মশানে পরিত্যক্ত এই মৃত পুরুষকে, হে পৃথিবী! জায়া যেমন পতিকে বসনের দ্বারা প্রচ্ছাদিত করে, তেমনই তুমি একে তোমার তেজে প্রচ্ছাদিত করো ॥ ১॥ হে মৃতপুরুষ! সর্বজনের মাতৃস্বরূপা (মাতুঃ) কল্যাণকারিণী (ভদ্রায়াঃ) পৃথিবীর বস্ত্রের দ্বারা তোমাকে (ত্বা) সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করছি (অভিপ্রোর্ণোমি)। জীবেষু অর্থাৎ প্রাণধারী (মনুষ্যগণের মধ্যে) আমাদের কল্যাণ হোক (অর্থাৎ শোভন সংস্কার হোক) পিতৃদেবতাগণের উদ্দেশে স্বধাকারের দ্বারা হূয়মান হবির্লক্ষণ অন্ন তোমার (ত্বয়ি) হোক। (বা আপন জ্ঞাতিগণের দ্বারা পিতৃবর্গের তৃপ্তিকরী পিণ্ডোদক দান ইত্যাদিরূপ ক্রিয়া বা স্বধা তোমার প্রাপ্য হোক— এটাই বক্তব্য) ॥ ২॥ অগ্নিদেব ও সোমদেব হলেন পথিকৃৎ (অর্থাৎ পুণ্যলোক-গমনসাধন মার্গের নির্মাতা); তাঁরা সুখকর (স্যোনং) বা রত্নবৎ উৎকৃষ্ট স্বর্গ-নামক সেই লোক দেবতাগণের নিমিত্ত নির্মাণ করেছেন, যে লোক তার সমীপে (উপ) প্রকৃষ্টরূপে গমনশীল (প্রেষ্যন্তং) পূষা নামে আখ্যাত দেব বা সর্বপ্রাণীর পোষক সূর্যকে ধারণ করেছে, হে পথিকৃৎ অগ্নি ও সোম! সেই লোকে সরলভাবে (অঞ্জয়ানৈঃ) গমনযোগ্য পথে তোমরা এই প্রেতকে গমন করাও ॥ ৩॥ হে প্রেত! তোমাকে জ্ঞাতশীল (বিদ্বান) পূষাদেব এই স্থান হতে নির্গমিত করুন (প্র চ্যাবয়তু)। (কিরকম পূষা? না—) পশুগণের (অর্থাৎ গো ইত্যাদির) পোষক, ভূতজাতের (ভুবনস্য) অর্থাৎ প্রাণীবর্গের রক্ষক (গোপা)। এবং তারপর তিনি তোমাকে

তোমার পিতৃপিতামহ-প্রপিতামহ (এতেভ্য) অর্থাৎ মৃতপুরুষসম্বন্ধি পিতৃগণের নিকট রক্ষার নিমিত্ত পরিদান করুন (পরি দদৎ)। এবং অগ্নিদেব দহনসংস্কারের দ্বারা শোভনবিজ্ঞান করুন বা সুখের দ্বারা লব্ধব্য ধনরূপ দেবগণের নিকট তোমাকে সুষ্ঠুভাবে (সুবিদত্রং) দান করুন ॥ ৪ ॥ আয়ু নামক জীবনাভিমানী দেবতা সকলের জীবনবান্ রূপে (বিশ্বায়ুঃ) তোমাকে রক্ষা করুন; তথা পূষা অর্থাৎ জীবনপোষক দেবতা পূর্বদিকে (পুরস্তাৎ) গমনমার্গের প্রারম্ভে (প্রপথে) তোমাকে রক্ষা করুন। যে স্বর্গলোকে (যত্র) পুণ্যকৃত জনগণ উপবেশন করেন (আসতে), সেই স্বর্গসম্বন্ধিনী নাকপৃষ্ঠ (ঈয়ুঃ) নামে আখ্যাত দেশে দেব অর্থাৎ দান ইত্যাদি গুণযুক্ত সর্বপ্রেরক-সংজ্ঞক সবিতা তোমাকে স্থাপন করুন ॥ ৫ ॥ হে মৃতপুরুষ! তোমার গতপ্রাণ দেহকে (অসুনীতায়) বহনের নিমিত্ত (বহ্নী) এই বলদদ্বয়কে (ইমৌ) সংযোজিত করছি (যুনজ্মি)। এই বলদদ্বয়ের দ্বারা (তাভ্যাং) তুমি যমের গৃহ (সদনং) এই রকমেই সম্যক্ জ্ঞাত হবে (অবগচ্ছতাৎ) ॥ ৬ ॥ এই সন্নিহিত মুখ্য (প্রথমং) বস্ত্র (বাসঃ) আজ (নু) তুমি প্রাপ্ত হয়েছো (আগন), এখন তুমি সেই বসন পরিত্যাগ করো (অপোহ), যেটি পূর্বে জীবিতকালে (পুরা) ভূলোকে (ইহ) পরিধান করতে (অবিভঃ)। মোহরহিত হয়ে (বিদ্বান্) তুমি তোমার পূর্বকৃত ইষ্টাপূর্ত, কর্মাবলী (অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রানুমোদিত অগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি ইষ্টকর্ম এবং স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত বাপী-কূপ-তড়াগ ইত্যাদি নির্মাণরূপ পূর্তকর্ম) অনুক্রমে লক্ষ্য পূর্বক গমন করতে থাকো; যে ইষ্টাপূর্ত ক্রিয়মাণে তুমি বান্ধবজনেদের (বন্ধুযু) বহুপ্রকার (বহুধা) ধন বিতরণ করেছিলে ॥ ৭ ॥ হে প্রেত! তুমি গোভিঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধী অবয়বের দ্বারা অগ্নির দাহ-নিবারক কবচ (বর্ম) পরিধান করো বা নিজেকে আচ্ছাদিত করো। হে প্রেত! তুমি স্থূলমেদময় (পীবসা) আচ্ছাদনে নিজেকে আবৃত করো, যাতে সেই ধর্ষক (ধৃষ্ণুঃ), রসহরণশীল (হরসা), তেজের সাথে দগ্ধকারী (জর্হৃষাণঃ দধৃক্) অগ্নি তোমাকে অধিক ভস্ম করার ইচ্ছায় ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করতে না পারে ॥ ৮ ॥ গতপ্রাণ ব্রাহ্মণের হস্ত হতে এই দণ্ড (যে সমন্ত্রক বেণুদণ্ড সমাবর্তন প্রভতি কালে ব্রাহ্মণ কর্তৃক ধৃত হয়েছিল, সেই বিহিত দণ্ড) আমি গ্রহণ করছি, যার ফলে আমি শব্দশ্রবণ- সাধনেন্দ্রিয়জনিত বা শ্রুত-অধ্যয়ন-সম্ভূত তেজের দ্বারা ও তৎকৃত বলের সাথে (শ্রোত্রেণ বর্চসা বলেন) যুক্ত হবো। হে প্রেত! তুমি এই দহনদেশে অর্থাৎ চিতায় (অত্র) অবস্থান করো; আমরা (বয়ম্) এই ভূলোকে (হই) সুখের সাথে অবস্থান পূর্বক সকল সংগ্রাম (মৃধঃ) ও হিংস্রক শত্রুদের (অভিঘাতীঃ) অভিভব করবো (জয়েম) ॥ ৯ ॥ মৃত অর্থাৎ ত্যক্তপ্রাণ ক্ষত্রিয়ের হস্ত হতে আমি এই ধনু গ্রহণ করেছি (আদদানঃ), যার ফলে আমি ক্ষত্রজাতির (ক্ষত্রং) অসাধারণ তেজের দ্বারা (বর্চসা, অর্থাৎ পরাভিভব-সমর্থ বীর্য) ও তৎকৃত বলের সাথে যুক্ত হবো। বহুল (ভূরি) পোষক (পুষ্টং) ধন (বসু) আমাদের দানের নিমিত্ত (সমাগৃভায়) এই জীবলোকে আমাদের অভিমুখে (অর্বাঙ্) তুমি আগত হও ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইদমিৎ বৈ' ইতি ঋচোরাদ্যয়োঃ শ্মশাদশে শলাকাভিশ্চয়নকর্মণি বিনিয়োগ উক্তঃ। 'অভীযোমা পথিকৃতা' ইতি তিসৃভিঃ প্রেতং উত্থাপ্য দহনায় শকটে নিদধ্যাৎ।— ইত্যাদি॥ (১৮কা. ২অ. ৬সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের বিভিন্ন মন্ত্র শ্মশানকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়। যেমন, প্রথম মন্ত্রদ্বয়ের দ্বারা শ্মশানদেশে শলাকার দ্বারা চয়নকর্ম, তৃতীয় ইত্যাদি মন্ত্রে প্রেত উত্থাপিত পূর্বক দহনের নিমিত্ত শকটে স্থাপন, ষষ্ঠ মন্ত্রে শকটে বৃষভদ্বয়কে যুক্তকরণ, সপ্তম মন্ত্রের দ্বারা বস্ত্র অভিমন্ত্রিত পূর্বক প্রেতদেহ আছাদিত

করণ, অষ্টম মন্ত্রের দ্বারা সপ্তচ্ছিদ্রযুক্ত বস্ত্রে প্রেতের মুখ প্রচ্ছাদন, নবম মন্ত্রের দ্বারা প্রেতব্রাহ্মণের হস্ত হতে বেদযষ্টি গ্রহণ এবং দশম মন্ত্রে প্রেতক্ষত্রিয়ের হস্ত হতে ধনুর্গ্রহণ—ইত্যাদি বিহিত ॥ (১৮কা. ২অ. ৬সূ.) ॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, অগ্নি, ভূমি, ইন্দ্র, আপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, জগতী, শক্করী, ভুরিক, বৃহতী।]

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নি পদ্যত উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্।
ধর্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি ॥ ১॥
উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ২॥
অপশ্যং যুবতিং নীয়মানাং জীবাং মৃতেভ্যঃ পরিণীয়মানাম্।
অন্ধেন যৎ তমসা প্রাবৃতাসীৎ প্রাক্তো অপাচীমনয়ং তদেনাম্ ॥ ৩॥
প্রজানত্যঘ্ন্যে জীবলোকং দেবানাং পন্থামনুসঞ্চরন্তী।
অয়ং তে গোপতিস্তং জুষস্ব স্বর্গং লোকমধি রোহয়ৈনম্ ॥ ৪॥
উপ দ্যামুপ বেতসমবত্তরো নদীনাম্।
অগ্নে পিত্তমপামসি ॥ ৫॥
যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
ক্যাম্বূরত্র রোহতু শাণ্ডদূর্ব ব্যল্কশা ॥ ৬॥
ইদং ত একং পর ঊ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনে তন্বা চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে সধস্থে ॥ ৭॥
উত্তিষ্ঠ প্রেহি প্র দ্রবৌকঃ কৃণুষ্ব সলিলে সধস্থে।
তত্র ত্বং পিতৃভিঃ সংবিদানঃ সং সোমেন মদস্ব সং স্বধাভিঃ ॥ ৮॥
প্র চ্যবস্ব তন্বং সং ভরস্ব মা তে গাত্রা বি হায়ি মো শরীরম্।
মনো নিবিষ্টমনুসংবিশস্ব যত্র ভূমের্জুষসে তত্র গচ্ছ ॥ ৯॥
বর্চসা মাং পিতরঃ সোম্যাসো অঞ্জন্তু দেবা মধুনা ঘৃতেন।
চক্ষুষে মা প্রতরং তারয়ন্তো জরসে মা জরদষ্টিং বর্ধন্তু ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — এই পুরোবর্তিনী (ইয়ং) স্ত্রী (নারী) পতির দ্বারা অনুষ্ঠিত (পতিলোকং) যাগ-দান-হোম ইত্যাদির ফলভূত স্বর্গ ইত্যাদি স্থান সহধর্মচারিণীত্বের দ্বারা সম্যক্ ভজমানা হয়েছেন (বৃণানা), (অর্থাৎ প্রাপ্তির জন্য অভিলাষিণী হয়েছেন)। এবম্ভূতা স্ত্রী, হে মরমধর্মী মনুষ্য (মর্ত্য)! প্রকর্ষের

সাথে (প্রেতং) এই ভূলোক হতে বিনির্গত হয়ে তোমার সমীপে অবশ্য গমন করছেন (অর্থাৎ অনুসরণ প্রাপ্ত হচ্ছেন)। অনাদি-শিষ্টাচার-সিদ্ধ বা স্মৃতিপুরাণ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ (পুরাণং) ধর্ম অনুপালনের তিনি গমন করছেন। তথাবিধ অনুমরণ-কৃতবতী স্ত্রীর নিমিত্ত (তস্যৈ) এই ভূলোকে (জন্মান্তরেও) পুত্রপৌত্র ইত্যাদিরূপ প্রজা ও ধনরাশি (দ্রবিণং) প্রদান করো। (এখানে বক্তব্য এই যে, স্বেচ্ছায় সহমরণের প্রভাবে জন্মান্তরেও সে এমন পতি লাভ করবে)। [এই মন্ত্রে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সহমরণাকাঙ্ক্ষিণী পত্নীর কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী মন্ত্রে ইহলোকে জীবিত থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষিণী অর্থাৎ সহমরণে অনিচ্ছুকা পত্নীর ইচ্ছাকে অনুমোদন বিষয়ে বলা হয়েছে। সুতরাং প্রাচীনকালে সহমরণপ্রথা যে শাস্ত্রানুসারে বাধ্যতামূলক ছিল না, তা বোঝা যায়] ॥ ১॥ হে ধর্মপত্নী (নারী)! এই প্রাণধারীগণের লোককে (জীবলোকং—অর্থাৎ জন্মান্তরকৃত-ধর্মফলরূপ সুখদুঃখাত্মক ভূলোককে) অভিলক্ষ্য করে পতির নিকট হতে (অর্থাৎ পতির চিতা হতে) উত্থিত হয়ে আগমন করো (উদীর্ঘ্ব)। গতপ্রাণ (গতাসু) যেস্থানে পতির নিকট (চিতায়) শয়ন করে আছো সেস্থানে শাস্ত্রাবিরোধী-দৃষ্ট ফলের অনুরোধে বা অভাবে পতির নিকট হতে প্রত্যাগমন করো। তোমার পাণিগ্রহণকর্তা (হস্তগ্রাভঃ তস্য) পতি তোমার অপত্য ইত্যাদি রূপে জন্মলাভ করেছেন; (অর্থাৎ জীবনাবস্থাতেই ঐহিক পুত্র ইত্যাদিরূপে তিনি তোমার অভিপ্রাপ্ত হয়েছেন) ॥ ২॥ শবসমীপে নীয়মানা যৌবনাবস্থোপেত (যুবতিং) জীবিত নারীকে গাভীর আস্তরণে (চাদরে) আবৃতাবস্থায় অবলোকন করছি। অনুস্তরণী সেই গাভী গাঢ় তমসায় অর্থাৎ অজ্ঞানলক্ষণের দ্বারা প্রকর্ষের সাথে বেষ্টিতা (প্রাবৃতা); (সে স্বয়ং হিতাহিত বিভাগ জ্ঞাত নয়)। সেই হেন গাভীকে (তৎ) পূর্বস্থান হতে (প্রাক্তঃ) অর্থাৎ শবসমীপ হতে অপাঙ্মুখী (অপাচীং) করে অর্থাৎ শব হতে পরাঙ্মুখী করে আমাদের অভিমুখী করে আনয়ন করবো ॥ ৩॥ হে অঘ্নো (বধের অযোগ্যা গাভী)! এই জীবলোককে প্রকর্ষের সাথে জ্ঞাত হয়ে (প্রজানতি) দেবগণের (ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণের) পন্থা (মার্গ অর্থাৎ যজ্ঞলক্ষণ) অনুসঞ্চরণ করে আগমন পূর্বক ক্ষীর-দধি ইত্যাদি হবি নিষ্পাদন করো। তোমার এই পালকের (গোপতিঃ) সেবা করো (জুষস্ব)। এই মৃত পুরুষকে (এনম্) স্বর্গলোকে অধিরোহণ করাও (অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি করাও) ॥ ৪॥ জলের উপর প্ররূঢ় ভূসংস্পর্শরহিত অবকা (শৈবাল) ও নদীতীরবর্তী বেতস (বেতগাছ) ইত্যাদি ঔষধি সমূহে রক্ষণসমর্থ সারভূতাংশ বিদ্যমান। [তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫।৪, ৪।২) বেতস ও অবকার অপ্সরত্ব উক্ত হয়েছে]। হে অগ্নি! তুমিও অপাং পিত্তং অর্থাৎ জলসম্বন্ধী পিত্তধাতু। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বেতসের শাখা ও অবকা প্রভৃতির দ্বারা (সেইসঙ্গে নদীর ফেনা, বৃহদ্দূর্বা, মণ্ডূকপর্ণী ইত্যাদি ঔষধি সমূহের দ্বারা) তোমাকে শান্ত করছি; (অবত্তর ইতি) ॥ ৫॥ হে অগ্নি! তুমি যে (মৃত)-পুরুষকে সম্যক্ দগ্ধবান্ হয়েছো (সমদহঃ) তাকে পুনরায় সুখী করো (পুনর্নির্বাপয়া); (অর্থাৎ তাকে দাহজনিত উষ্ণতা পরিহার করো—এটাই বক্তব্য)। এই দহন প্রদেশে (অত্র) ক্যাম্বূ নামক ঔষধি তথা জলের নিকট উৎপদ্যমানা অণ্ডাকৃতি-মূলসহিতা বা দীর্ঘকাণ্ডা ও বিধিশাখাযুক্তা (ব্যল্কশা) বৃহদ্দূর্বা নামে অভিহিতা শাণ্ডদূর্বা উৎপন্ন হোক ॥ ৬॥ হে প্রেত! তোমার পরলোক-গমনের নিমিত্ত এই গার্হপত্য অগ্নি (গৃহস্থ ব্যক্তি কর্তৃক চিরকাল অবিচ্ছেদে রক্ষিত অগ্নি) এক জ্যোতিস্বরূপ; দ্বিতীয় অন্বাহার্য-পচনাখ্যও এক জ্যোতি; (অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশে মাসিক শ্রাদ্ধের স্বধান্ন পাককারী অগ্নিও দ্বিতীয় জ্যোতিস্বরূপ। তৃতীয় জ্যোতি আহ্বনীয় অগ্নি (যজ্ঞ বা হোম করণের যোগ্য অগ্নি)। তুমি এই জ্যোতির সাথে সঙ্গত হও (সং বিশেষ্য)। এই অগ্নি-সংস্কারজনিত দেবশরীরের দ্বারা (ইত্থং সংবেশনে তন্বা) তুমি অসাধারণ হয়ে

(চারুঃ এধি) উৎকৃষ্ট দেবলোকে (পরমে সধস্থে) দেবানাং অর্থাৎ ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের প্রিয়পাত্র (প্রিয়ঃ) হও ॥ ৭॥ হে প্রেত! তুমি এই স্থান হতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে প্রকর্যের সাথে অর্থাৎ শীঘ্র ধাবিত হও (প্রেহি প্রদব); এবং তারপর অন্তরিক্ষের অলৌকিকে (সলিলে সধস্থে) তোমার গৃহ (ওকঃ) স্থাপন করো (কৃণুষ্ব)। সেই স্থানে তুমি তোমার পিতৃগণের (পিতৃভিঃ অর্থাৎ বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত ইত্যাদি নামে আখ্যাত পিতৃগণের) সাথে ঐকমত্য হয়ে (সম্বিদানঃ) সোমপানের দ্বারা তৃপ্ত হও। (সোমযাগেই নারাশংসাখ্য সোমরসের ভাগ পিতৃগণের; তা উপভোগ পূর্বক হর্ষিত হও। অথবা সোমের দ্বারা পিতৃলোকের অধিপতির সাথে আনন্দজনিত সম্মোহ প্রাপ্ত হও) ॥ ৮॥ হে প্রেত! তুমি এই স্থান হতে প্রকৃষ্টরূপে পতিত হও (প্রচ্যবস্ব); সেই নিমিত্ত তুমি আপন শরীরের (তন্বং) হস্ত-পাদ ইত্যাদি সকল অঙ্গকে একীভূত করো (ভরস্ব), তোমার গাত্রের (গাত্রাণি) হস্ত-পাদ ইত্যাদি যেন পরিত্যক্ত না হয় (মা বি হায়ি); তথা শরীরের অবয়বিভূত মধ্যদেহও যেন ত্যাগ করো না (মা মৈব ত্যাক্ষীঃ)। যে স্থানে (যত্র) তোমার মন নিবিষ্ট বা অবস্থিত আছে, সেই স্থানে (অর্থাৎ মনের বিষয়ভূত সেই স্বর্গ ইত্যাদি লক্ষণান্বিত স্থানে) সম্যক্ প্রবিষ্ট হও (অনুসম্বিশস্ব)। তথা যে ভূপ্রদেশে (যত্র ভূমে) তুমি প্রীতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকো (জুয়সে), তথায় গমন করো; (অর্থাৎ সেই ভূপ্রদেশ প্রাপ্ত হও ॥ ৯॥ সোমের যোগ্য (সোম্যাসো) পিতৃদেববৃন্দ (পিতরঃ) আমি হেন যজমানকে (মাং) তেজের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিন (অঞ্জন্তু)। তথা সকল দেবগণ (দেবা) আমাকে মাধুর্যোপেত ঘৃতের দ্বারা (অর্থাৎ দীপ্তিকর আজ্যের দ্বারা) লেপন করুন (অঞ্জন্তু), অধিকন্তু, দর্শনের নিমিত্ত (চক্ষুষে) আমাকে প্রকৃষ্টতর প্লাবিত করুন (তারয়ন্তঃ); (অর্থাৎ আমি যাতে দীর্ঘকাল দর্শন করতে পারি, সেই নিমিত্ত রোগ ইত্যাদি হতে আমাকে পরাঙ্মুখী করুন—এটাই বক্তব্য) এবং যাবৎকাল পর্যন্ত আমার জরা থাকবে (জরসে), তাবৎকাল পর্যন্ত আমাকে জরদষ্টি করে (অর্থাৎ খাদ্য জীর্ণ করার সামর্থ্যবান্ করে) আমার বর্ধন সাধন করুন (বর্ধয়ন্তু) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তৃতীয়েনুবাকে সপ্ত সূক্তানি। (তত্র প্রথম) সূক্তস্য আদ্যয়া চিতৌ ভার্যাং প্রেতেন সহ সংবেশয়েৎ। ঋক্‌পাঠস্তু॥ (১৮কা. ৩অ. ১সূ.)॥

টীকা — মূলে সম্পূর্ণ অনুবাকটিই একটি সূক্তে বিধৃত হলেও এখানে মোট সপ্ত সূক্তে বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিতে ভার্যা কর্তৃক মৃত স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় আরোহণ পূর্বক মরণ-বরণ অর্থাৎ সহমরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে ঐ সূক্তের শেষভাগে বিশেষ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ॥ (১৮কা. ৩অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, অগ্নি, ভূমি, ইন্দ্র, আপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, জগতী, শক্করী, ভূরিক, বৃহতী।]

বর্চসা মাং সমনক্ত্বগ্নির্মেধাং মে বিষ্ণুর্ন্যনক্ত্বাসন্।
রয়িং মে বিশ্বে নি যচ্ছন্তু দেবাঃ স্যোনা মাপঃ পবনৈঃ পুনন্তু ॥ ১॥

মিত্রাবরুণা পরি মামধাতামাদিত্যা মা স্বরবো বর্ধয়ন্তু।
বর্চো ম ইন্দ্রো ন্যনক্তু হস্তয়োর্জরদষ্টিং মা সবিতা কৃণোতু॥ ২॥
যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাং যঃ প্রেয়ায় প্রথমো লোকমেতম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা সপর্যত ॥ ৩॥
পরা যাত পিতর আ চ যাতায়ং বো যজ্ঞো মধুনা সমক্তঃ।
দত্তো অস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িং চ নঃ সর্ববীরং দধাত ॥ ৪॥
কণ্বঃ কক্ষীবান্ পুরুমীঢ়ো অগস্ত্যঃ শ্যাবাশ্বঃ সোভর্যর্চনানাঃ।
বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরত্রিরবন্তু নঃ কশ্যপো বামদেবঃ ॥ ৫॥
বিশ্বামিত্র জমদগ্নে বসিষ্ঠ ভরদ্বাজ গোতম বামদেব।
শর্দির্নো অত্রিরগ্রভীন্নমোভিঃ সুসংশাসঃ পিতরো মৃড়তা নঃ ॥ ৬॥
কস্যে মৃজানা অতি যন্তি রিপ্রমায়ুর্দধানাঃ প্রতরং নবীয়ঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেনাধ স্যাম সুরভয়ো গৃহেষু ॥ ৭॥
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধুনাভ্যঞ্জতে।
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমাসু গৃহ্নতে ॥ ৮॥
যদ্ বো মুদ্রং পিতরঃ সোম্যং চ তেনো সচধ্বং স্বযশসো হি ভূত।
তে অর্বাণঃ কবয় আ শৃণোত সুবিদত্রা বিদথে হূয়মানাঃ ॥ ৯॥
যে অত্রয়ো অঙ্গিরসো নবগ্বা ইষ্টাবন্তো রাতিষাচো দধানাঃ।
দক্ষিণাবন্তঃ সুকৃতো য উ স্থাসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — অগ্নি অর্থাৎ অঙ্গনাদিগুণযুক্ত দেব আমাকে তেজের সাথে সংযোজিত করুন (বর্চসা সমনক্তু); তথা বিষ্ণু আমার মুখে সর্বথা মেধা সংযোজিত করুন (আসন মেধাং নি অনক্তু); তথা সকল দেবগণ (বিশ্বে দেবাঃ) আমাকে সুখকরী ধন নিরন্তর বা নিয়মের দ্বারা প্রদান করুন (স্যোনাং রয়িং মে নি যচ্ছন্তু); তথা জলসমূহ (আপঃ) শোধনসাধন অংশের দ্বারা (পবনৈঃ) আমাকে শুদ্ধ করুন (পুনন্তু) ॥ ১॥ দিবসের অভিমানী দেবতা মিত্র ও রাত্রির অভিমানী দেবতা বরুণ—এঁরা উভয়ে আমাকে সর্বতোভাবে ধারণ করুন, বা বস্ত্র ইত্যাদি পরিধান করান (পর্যধাতাং); তথা অদিতির পুত্র (আদিত্যগণ) অর্থাৎ অন্য দেবগণ স্বরবে অর্থাৎ শোভন শব্দ করে বা আমাদের শত্রুগণকে সন্তপ্ত করে আমার বর্ধন করুন (বর্ধয়ন্তু)। আরও, ইন্দ্রদেব আমার বাহুদ্বয়ে বর্চ অর্থাৎ বল নিয়োজন করুন (নি অনক্তু); (অর্থাৎ ইন্দ্রের বাহুবল তাঁর প্রসাদে লাভ করবো—এটাই বক্তব্য)। সকলের জনয়িতা (প্রসবিতা) দেব সবিতা আমাকে জরাবস্থা পর্যন্ত ভোজন-সমর্থ করে দীর্ঘায়ু করুন (জরদষ্টিং কৃণোতু) ॥ ২॥ যে রাজা যম মরণধর্মী মনুষ্যগণের মধ্যে (মর্ত্যানাং) স্বয়ংই প্রথম মরণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যিনিই মরণের পরে প্রথম লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, (প্রথম মরণ ও তারপর লোকান্তর প্রাপ্তি, এই উভয়ই যমোপযজ্ঞ ছিল), সেই বিবস্বানের পুত্র (বৈবস্বত) যম জাত সকল প্রাণীর (জনানাং) সম্প্রাপ্য; (অর্থাৎ প্রাণীকৃত পুণ্য ও পাপের তিনিই বিচারক)। অতএব হে ঋত্বিক্‌বৃন্দ! সেই হেন গুণবিশিষ্ট রাজা বা ঈশ্বর স্বরূপী যমকে আজ্য-পুরোডাশ ইত্যাদির দ্বারা পূজা করো (হবিষা সপর্যত) ॥ ৩॥ হে পিতৃদেবতাগণ! আমাদের কৃত পিতৃযজ্ঞরূপ কর্মের দ্বারা সন্তুষ্ট

হয়ে তোমরা পরাগমন করো (পরা যাত); (অর্থাৎ পরাঙ্মুখী হয়ে নিজ লোকে গমন করো); এবং পুনরায় যাগার্থে আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে আগমন করো (আ যাত)। তোমাদের নিমিত্ত (বঃ) আমাদের দ্বারা প্রদত্ত মধুর আজ্যের দ্বারা সম্যক্ সংসিক্ত (সমক্তঃ) এই যজ্ঞ স্বীকার করে আমাদের নিমিত্ত (অস্মভ্যং) কল্যাণকর ধন (ভদ্রং দ্রবিণা) এই গৃহে (ইহ) ধারণ করো (দধাত)। তথা পুত্র পৌত্র ইত্যাদিরূপ বীর্যজাত প্রজা (সর্ববীরম) ও পশু ইত্যাদিরূপ ধন (রয়িং) আমাদের নিমিত্ত ধারণ করো ॥ ৪ ॥ কণ্ব (যজুর্বেদীয় কাণ্ব শাখার প্রণেতা), কক্ষীবান্ (কক্ষদেশে অর্থাৎ কটিবন্ধে অশ্ব-রজ্জু ধারণকারী), পুরুমীঢ় (বহু ধনশালী), অগস্ত্য (মিত্র-বরুণের রেতঃ হতে বশিষ্ঠ সহ জাত প্রসিদ্ধ মহর্ষি), শ্যাবাশ্ব (শ্যাবা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা অশ্বাযুক্ত), সোভরী (তপস্যা দ্বারা অসীম আত্মোন্নতি-সাধক প্রসিদ্ধ ঋষি), অর্চনানা (অর্চনীয় শকট-সম্পন্ন প্রসিদ্ধ ঋষি), বিশ্বামিত্র (সর্ব জগৎ মিত্র যাঁর), জমদগ্নি (জ্বলন্ত অগ্নির মতো কর্মকারী), অত্রি (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ নেই যাঁর, বা আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক ভেদ ভিন্ন ত্রিবিধ দুঃখানুভব যাঁর নেই), কশ্যপ (সর্ব জগৎ সর্বদা সূক্ষ্মভাবে দর্শনকারী), ও বামদেব (তত্ত্ববিষয়ে দ্যোতক বোধ যাঁর)—এই দ্বাদশ-সংখ্যক ঋষি আমাদের রক্ষা করুন (অয়ম্ অবন্তু) ॥ ৫ ॥ (এই মন্ত্রের পূর্বার্ধে ছয়জন ঋষিকে প্রথমে সম্বোধন করা হচ্ছে)—হে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ (বসুমত্তমঃ। অতিশয় জিতেন্দ্রিয়), ভরদ্বাজ (সকলের ভরণকারী), গোতম (ন্যায়শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি) ও বামদেব! তোমরা আমাদের সুখদান করো (নঃ মৃড়ত)। হে মহর্ষি অত্রি! তুমি আমাদের বলকারক (শর্দি, শর্দয়তি বলয়তীতি) হয়ে আমাদের আত্মীয়ত্বের দ্বারা গ্রহণ করে আমাদের গৃহ রক্ষা করো (অগ্রভীৎ)। (অথবা অত্রির সাথে শর্দি নামধারী অন্য কোন ঋষির নিকটও ঐ প্রার্থনা করা হয়েছে)। নমস্কারের দ্বারা বা আমাদের দীয়মান কব্যরূপ হেতুর দ্বারা (অর্থাৎ মৃত পিতৃলোককে দেয় অন্ন ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের কারণে), হে পিতৃদেবতাগণ! তোমরা আমাদের দ্বারা সংস্তুত হয়ে (সুসংশাসঃ) আমাদের সুখী করো ॥ ৬ ॥ দহনদেশে (কস্যো) বান্ধব-মৃত্যুজনিত দুঃখপ্রাপ্তি (মৃজানাঃ) ও শবস্পর্শজনিত পাপ (রিপ্রং) অতিক্রম করে (অতি যন্তি) আমরা অতিশয় উৎকৃষ্ট আয়ু (অর্থাৎ দীর্ঘকাল-জীবন) প্রকৃষ্টতর ভাবে ধারণ করবো (নবীয়ঃ প্রতরং); আমরা (এই হেতু) পুত্রপৌত্র ইত্যাদিরূপ (প্রজয়া), কনক-রজত ইত্যাদি লক্ষণ এবং গো-অশ্ব ইত্যাদি ধনের দ্বারা (ধনেন) বর্ধমান (আপ্যায়মানাঃ) হবো। অনন্তর (অধ) গৃহে শোভনগন্ধোপেত অর্থাৎ প্রশংসনীয় গুণযুক্ত (সুরভয়ঃ) হয়ে থাকবো (স্যাম) ॥ ৭ ॥ (পিতৃলোকপ্রাপ্ত জনগণ ধূমাকীর্ণ পথে গমন পূর্বক চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় ইহলোকে কৃত যাগ-হোম ইত্যাদি সম্পর্কিত পুণ্যজনিত ফল ভোগ করে থাকেন। এই কারণে এই মন্ত্রে সোম স্তুত হচ্ছেন)—সোমযাগ প্রবর্তন করে ঋত্বিকগণ প্রথমে যজমানকে অঞ্জনের দ্বারা সংস্কৃত করিয়ে থাকেন (অঞ্জতে)। এই অঞ্জন লৌকিক অঞ্জন রূপে প্রতিপাদিত (ব্যঞ্জতে)। অতঃপর ঐ লৌকিক অঞ্জন হতে ভিন্ন অন্য প্রকারে যজমানের চক্ষুর অঞ্জন করেন, তথা সম্যক্ লিপ্ত করেন (সমঞ্জতে)। অতঃপর যজমানকে সোমযাগ-সংকল্প আস্বাদন করিয়ে থাকেন (ক্রতুং রিহন্তি); (অর্থাৎ 'সোমের দ্বারা যজ্ঞ করবো' এমন বাক্য উচ্চারণ করিয়ে থাকেন)। অতঃপর মাধুর্যোপেত নবনীতের দ্বারা (সোমকে) যজমানের আপাদমস্তক প্রলিপ্ত করেন (মধুনা অভ্যঞ্জতে)। (আকাশে স্থিত চন্দ্র পৃথিবীতে সোমরূপ লতারূপে বিরাজিত—তা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে)—স্যন্দনশীল বেগবান বা জলসম্ভারশালী) সমুদ্রের অভিবৃদ্ধিকালে (সিন্ধুরুচ্ছাসে) উদয়প্রাপ্ত (অর্থাৎ অভিষবকালে পতয়ন্ত বা উদ্গত), অমৃতময় কিরণে অভিষিক্ত (উক্ষণম্), আপন প্রভায় সর্ব জগৎকে প্রকাশকারী (পশুম্),—এই হেন গুণবিশিষ্ট (অর্থাৎ রসাত্মন) সোমকে হিরণ্যপানি

(হিরণ্যপাবাঃ অর্থাৎ হিরণ্যের দ্বারা পবিত্রীকৃত) ঋত্বিক্‌গণ স্থালীতে গ্রহণ করছেন (আসু গৃহ্ণতে)। (সোমযাগে বিহিত চারিটি স্থালীতে গ্রহ চমস ইত্যাদি যজ্ঞপাত্র সোমরস গ্রহণের নিমিত্ত সংস্কার করা হচ্ছে—এটাই বক্তব্য) ॥ ৮ ॥ হে পিতৃগণ (পিতরঃ)! তোমাদের হর্ষজনক (মুদ্রং) ও সোমার্হ (সোম্যং) যে ধন বিদ্যমান, সেই ধনের সাথে (তেনো) আমাদের সঙ্গত হও (সচধ্বং); (অর্থাৎ সেই ধন আমাদের প্রদান করো) এবং তোমরা স্বায়ত্তযশস্কা অর্থাৎ যশস্বী হও (স্বযশসো হি ভূত)। যে হেন তোমরা গমনশীল (অর্বাণঃ), ক্রান্তদর্শী (কবয়ঃ) শোভনজ্ঞানী বা শোভনধনা (সুবিদত্রাঃ), সেই তোমরা আমাদের এই যজ্ঞে (বিদথে) হূয়মান হও; অর্থাৎ আমাদের আহ্বান শ্রবণ করো ॥ ৯ ॥ (হে পিতৃবর্গ!) তোমাদের মধ্যে যারা অত্রিগোত্রোৎপন্ন (অত্রয়ঃ), বা যারা অঙ্গিরোগোত্রজাত (অঙ্গিরসঃ) (বা অত্রিমহর্ষিরূপে অঙ্গিরোরূপে অবস্থিত), যারা অভিনবগমনা (নবগ্বা), (অথবা অঙ্গিরসগণের কেউ কেউ সত্রযাগ পূর্বক নবভিমাসৈঃ অর্থাৎ নয়মাসে স্বর্গে গমন করার জন্য 'নবগ্বা' নামে অভিহিত হয়, তারা), যারা দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি যাগকারী (ইষ্টাবন্তঃ), যারা দক্ষিণাযুক্ত ক্রিয়াকারী (রাতিযাচঃ), যারা দানযুক্ত (দধানাঃ), অন্য যারা দক্ষিণাদানযুক্ত (দক্ষিণাবন্ত) হয়ে পুণ্যকারী বা পুণ্যবন্ত (সুকৃতো) হয়েছো, সেই হেন তোমরা এই যজ্ঞে বা আস্তীর্ণ দর্ভে (বর্হিষি) উপবিষ্ট হয়ে আমাদের প্রদত্ত হবির দ্বারা তৃপ্ত (মাদয়ধ্বং) ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বর্চসা মাং' ইতি আদ্যায়া ঋচঃ পূর্বয়া ঋচা সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। তৎপাঠস্তু॥ (১৮কা. ৩অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি পূর্ববর্তী মন্ত্রসমূহের সাথে বিনিয়োগ হয়। পরবর্তী মন্ত্রগুলি পিতৃযজ্ঞে পিতৃগণের সমীপে প্রার্থনায় বিনিয়োগ হয় ॥ (১৮কা. ৩অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, অগ্নি, ভূমি, ইন্দ্র, আপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, জগতী, শক্করী, ভুরিক, বৃহতী।]

অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশশানাঃ।
শুচীদয়ন্ দীধ্যত উক্‌থশাসঃ ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীরপ ব্রন্ ॥ ১ ॥
সুকর্মাণঃ সুরুচো দেবয়ন্তো অয়ো ন দেবা জনিমা ধমন্তঃ।
শুচন্তো অগ্নিং বাবৃধন্ত ইন্দ্রমুর্বীং গব্যাং নো অক্রন্ ॥ ২ ॥
আ যূথেব ক্ষুমতি পশ্বো অখ্যদ্ দেবানাং জনিমান্ত্যুগ্রঃ।
মর্তাসশ্চিদুর্বশীরকৃপন্ বৃধে চিদর্য উপরস্যায়োঃ ॥ ৩ ॥
অকর্ম তে স্বপসো অভূম ঋতমবস্রন্নুষসো বিভাতীঃ।
বিশ্বং তদ্ ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রো মা মরুত্বান্ প্রাচ্যা দিশঃ পাতু বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৫ ॥

ধাতা মা নির্ঋত্যা দক্ষিণায়া দিশঃ পাতু বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৬॥
অদিতির্মাদিত্যৈঃ প্রতীচ্যা দিশঃ পাতু বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৭॥
সোমো মা বিশ্বৈর্দেবৈরুদীচ্যা দিশঃ পাতু বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৮॥
ধর্তা হ ত্বা ধরুণো ধারয়াতা ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতা দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৯॥
প্রাচ্যাং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — আরও (অধ), যে প্রকারে আমাদের পূর্বকালীন্ উৎকৃষ্ট (পরাসঃ প্রত্নাসঃ) পিতৃপিতামহগণ (বা আমাদের পিতৃভূত অঙ্গিরাগণ), হে অগ্নি! তোমার প্রসাদে যজ্ঞ ব্যাপ্ত করে (ঋতম্ আশশানাঃ) দীপ্ত স্থানে (অর্থাৎ নাকপৃষ্ঠাখ্য স্থানে) গমন করেছেন (শুচীদয়ন), উক্‌থ শস্ত্রের দ্বারা দীপ্যমান সেই হেন গুণবিশিষ্ট পিতৃপুরুষগণ রাত্রির অন্ধকার (ক্ষামা) ভেদ করে (ভিন্দতঃ) (অর্থাৎ আপন তেজে নিবর্তন করে) অরুণবর্ণা উষাকাল অপাবৃত অর্থাৎ প্রকাশ করেছিলেন (অরুণীরপ ব্রণ)। (অথবা এইস্থানে একটি আখ্যায়িকাও বলা হয়েছে, মনে করা যেতে পারে; যথা—পুরাকালে পণি-নামক অসুরগণ অঙ্গিরা-গোত্রীয় ঋষিগণের যজ্ঞসাধনভূতা গাভীগুলিকে অপহৃত করে ভূমির নিম্নে একটি গহ্বরে গোপন করে রেখেছিল। অঙ্গিরাগণ তা জ্ঞাত হয়ে ইন্দ্রের সহায়তায় সেই ভূমি-গহ্বর বিদারিত করে গাভীগুলিকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন।—এই আখ্যায়িকার পক্ষে কতকগুলি শব্দের পরিবর্তিত অর্থ লক্ষণীয়; যথা—ক্ষাম (ভূমি), ভিন্দন্তঃ (বিদারণ করণ), অরুণী, (অরুণবর্ণা গাভী), অপ ব্রন (গহ্বরের দ্বার অপাবৃত করে প্রাপ্তি) ইত্যাদি ॥ ১॥ শোভনকর্মা (সুকর্মাণঃ) শোভন দীপ্তিশালী (সুরুচঃ) পিতৃদেবগণ (দেবাঃ) দেবত্ব (প্রাপ্তির) ইচ্ছায় (দেবয়ন্তঃ), লৌহকার যেমন লৌহকে (বহ্নিদ্বারা) পরিশুদ্ধ করে (ধমন্তঃ), সেই রকমে আপন জন্মকে তপস্যার দ্বারা শোধন করে (শুচন্তঃ) দেবত্ব লাভ পূর্বক গার্হপত্য ইত্যাদি অগ্নিকে (অগ্নিং) প্রজ্বালিত করে স্তুতির দ্বারা ইন্দ্রকে বর্ধিত করেছেন (ববৃধন্তঃ); তাঁদের মহতী (উর্ব্বীং) গাভীসমূহ আমাদের সর্বদিকে (পরিসদন) নিবাস (বা বিচরণ) করছে (অক্রন্) ॥ ২॥ বলোদ্যত (উগ্রঃ) অগ্নি যজ্ঞার্হ ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণের (দেবানাং) জন্ম বা প্রাদুর্ভাব (জনম) জ্ঞাত হতে সক্ষম (অস্তি)। যেমন শব্দবতী গাভীর যূথসমূহের মধ্যে পশুর স্বামী (পালক) তাদের আপন গাভীকে দেখতে পায়। (যদ্বা দাহকোগ্নি সম্বোধ্য—অর্থাৎ মৃতপুরুষকে দহনকারী অগ্নির উদ্দেশে বলা হচ্ছে)—হে অগ্নে! (ত্বয়া দহ্যমানো) তোমার দ্বারা দহ্যমান (অয়ং যজমানঃ) এই যজমান (তৎপ্রসাদাৎ) তোমার প্রসাদ হতে (উগ্রঃ) উদ্গূর্ণবল লাভ করে (ক্ষুমতি) শব্দবতী (যূথে) গো-সঙ্ঘের মধ্যে (পশ্বঃ) পশুর আত্মীয় অর্থাৎ পালক (আখ্যৎ) যেমন আপন পশুগণকে জ্ঞাত হয় (অর্থাৎ দেবলোকে গত এই যজমানের অন্তিকে দেবগণ প্রাদুর্ভূত হন), তেমনই (মর্তাসশ্চিৎ) মনুষ্যজাতীয়গণও (তোমার প্রসাদে) উর্বশী প্রমুখ অপ্সরীদের (অকৃপ্রন) অকৃত্রিমরূপে লাভ করে (অর্থাৎ উপভোগে সমর্থ হয়ে থাকে) এবং (তোমার

প্রসাদে) দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে (অর্য্যঃ) স্বামী হয়ে (উপরস্য) গর্ভাশয়ে (বীর্য) নিষিক্ত পূর্বক (আয়োঃ) গর্ভাবস্থ মনুয্যের বর্ধন করে; (অর্থাৎ পিতার প্রসাদ হতে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির অভিবৃদ্ধি হয়ে থাকে—এই-ই ভাবার্থ) ॥ ৩॥ হে পালক অগ্নি (অবস্রন্)! তোমাকে পরিচর্যা করবো (তে অকর্ম)। অতএব তোমার প্রসাদে শোভনকর্মা হবো (স্বপসঃ অভূম); (অর্থাৎ আমাদের কৃত যাগ-হোম ইত্যাদি কর্মসমূহ যেভাবে শোভন ফলযুক্ত হয় সেইভাবে সাধিত করবো)। তথা প্রকাশিকা (বিভাতীঃ) উষার সত্য (উষসশ্চ ঋতম্) (অর্থাৎ যাগ-দান ইত্যাদি কর্মফল-লভ্য কর্ম) সাধিত করবো। যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম (যৎ) দেবগণ রক্ষা করেন (দেবা অবন্তি) তা সকলের কল্যাণকর হয়ে থাকে (তৎ বিশ্বং ভদ্রং ভবতি)। আমরাও শোভন পুত্র ইত্যাদির দ্বারা যুক্ত হয়ে (সুবীরাঃ) যজ্ঞে (বিদথে) মহৎ স্তোত্র উচ্চারিত করবো (বৃহৎ বদাম) ॥ ৪ ॥ একোনপঞ্চাশ সংখ্যক মরুৎ-দেবতাগণের সাথে (মরুত্বান্) ইন্দ্র, সংস্কারকারক আমাকে (মা—মাং সংস্কর্তারং) পূর্বদিক সম্বন্ধি ভয়ের হেতু হতে তেমনই রক্ষা করুন (প্রাচ্যা দিশঃ পাতু); যেমন বাহুচ্যুতা পৃথিবী (দানের নিমিত্ত ভূমিদানকারীর বাহু হতে নির্গতা ভূমি বা প্রতিগ্রহ-সম্বন্ধিরূপে প্রাপ্তা ভূমি—অর্থাৎ উদকপূর্ব ভূমির দাতা বা প্রতিগ্রহীতা) উপভোগ্য স্বর্গলোকে (দ্যামিবোপরি) পালিত হয়। আরও, লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তির (লোককৃতঃ) এবং সেই প্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি (যজামহে)। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ সহ হুতভাগারূপে (অর্থাৎ স্বাহাকার-বষটকারের দ্বারা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে) আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধকর্মে অবস্থান করো (ইহ স্থ) ॥ ৫॥ সর্ব জগতের বিধাতা বা ধারয়িতা (ধাতা) আমাকে (দক্ষিণ দিকস্থ) আর্তিকরী পাপদেবতা নিঋতির ভয় হতে (অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রাক্ষস-পিশাচ ইত্যাদি হতে) রক্ষা করুন (দক্ষিণায়াঃ দিশঃ মাং পাতু)। লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তির এবং তার উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ সহ স্বাহাকার-বষট্‌কারের দ্বারা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধকর্মে অবস্থান করো ॥ ৬॥ অদিতি (অদীনা দেবমাতা) তাঁর স্বপুত্র আদিত্যগণের সাথে (সা আদিত্যৈঃ) পশ্চিম দিক হতে (অর্থাৎ পশ্চিমদিকস্থ রাক্ষস-পিশাচ ইত্যাদির ভয় হতে) আমাকে রক্ষা করুন। লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তির এবং তার উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বার পূজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ সমভিব্যাহারে হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধকর্মে অবস্থান করো ॥ ৭॥ সকল দেবগণ সহ (বিশ্বৈঃ দেবৈঃ) সোমদেবতা আমাকে উত্তর দিক হতে (মাং উদীচ্যা দিশঃ) রক্ষা করুন (পাতু)। (অর্থাৎ উত্তর দিকস্থায়ী রাক্ষস-পিশাচ ইত্যাদির ভয় হতে রক্ষা করুন)। লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তির এবং তার উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ সমভিব্যাহারে হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধকর্মে অবস্থান করো ॥ ৮॥ হে প্রেত! সকল জগতের ধারয়িতা (ধারণকর্তা) ধর্তা নামক ঊর্ধ্বদিকের অভিমানী দেবতা ঊর্ধ্বদিকে অবস্থিত লোকান্তরে গমনোদ্যত বা ঊর্ধ্বমুখী তোমাকে ধারণ করুন। (কেমন ভাবে? না—) যেমন সর্বপ্রেরক সূর্য (সবিতা) দীপ্ত দ্যুলোককে উপরে যথা ভানুং দ্যাং ধারণ করেছেন। লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তির এবং তার উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ সমভিব্যাহারে

হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধকর্মে অবস্থান করো ॥ ৯ ॥ হে প্রেত! দহন-স্থান হতে পূর্বদিকের পার্শ্বে (প্রাচ্যাং ত্বা দিশি) কম্বলের দ্বারা আবেষ্টিত (পুরা সম্বৃতঃ) আমি, তোমাকে স্বধাতে (অর্থাৎ পিতৃদেবগণের তৃপ্তিকরী জল-পিণ্ড ইত্যাদিতে) ধারণ করছি (দধামি), যেমন দাতার হস্তচ্যুত ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ভূমি দাতাকে ও প্রতিগ্রহীতাকে স্বর্গের উপরে নাকপৃষ্ঠাখ্য লোকে পালন করায়; (অর্থাৎ সংস্কার কর্মের দ্বারা তোমার প্রেতত্ব-প্রচ্যুতিপূর্বক পিতৃদেবতাত্ব প্রাপ্তি করাচ্ছি), লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তির এবং সেই প্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ সহ হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধ কর্মে অবস্থান করো ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অধা যথা নঃ' ইতি আদিশ্চতসৃণাং ঋচাং প্রেতোপস্থানে বিনিয়োগ উক্তঃ ॥ (১৮কা. ৩অ. ৩সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম চারটি মন্ত্র অগ্নির স্তুতিরূপে এবং অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি প্রেতের উপস্থিতিতে বিনিয়োগ করা হয় ॥ (১৮কা. ৩অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, অগ্নি, ভূমি, ইন্দ্র, আপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, জগতী, শক্করী, ভূরিক, বৃহতী।]

দক্ষিণায়াং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ১॥
প্রতীচ্যাং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ২॥
উদীচ্যাং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৩॥
ধ্রুবায়াং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৪॥
ঊর্ধ্বায়াং ত্বা দিশি পুরা সম্বৃতঃ স্বধায়ামা দধামি বাহুচ্যুতা পৃথিবী দ্যামিবোপরি।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৫॥
(ষষ্ঠীসপ্তমৌ দ্বৌ যজুর্মন্ত্রৌ)।
ধর্তাসি ধরুণোঽসি বংসগোঽসি ॥ ৬॥
উদপূরসি মধুপূরসি বাতপূরসি ॥ ৭॥
ইতশ্চ মামুতশ্চাবতাং যমে ইব যতমানে যদৈতম্।
প্র বাং ভরন্ মানুষা দেবয়ন্তো আ সীদতাং স্বমু লোকং বিদানে ॥ ৮॥

স্বাসস্থে ভবতমিন্দবে নো যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ।
বি শ্লোক এতি পথ্যেব সূরিঃ শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতাস এতৎ ॥ ৯॥
ত্রীণি পদানি রুপো অন্বরোহচ্চতুষ্পদীমন্বেতদ্ব্রতেন।
অক্ষরেণ প্রতি মিমীতে অর্কমৃতস্য নাভাবভি সং পুনাতি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে প্রেত! পূর্বের মতো (পুরা) আত্মরক্ষার্থে কম্বল ইত্যাদির দ্বারা প্রাবৃতাঙ্গে আমি (দহনস্থান হতে) দক্ষিণদিক্-ভাগে তোমাকে পিতৃদেবরূপে স্বধাতে স্থাপন করবো; (অর্থাৎ তোমাকে স্বধাকার-ভাজন করবো); যেমন ভূমির দাতা ও প্রতিগ্রহীতা স্বর্গলোকে পালিত হয়। লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদির প্রাপ্তি এবং সেই প্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ সহ হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধ কর্মে অবস্থান করো ॥ ১॥ হে প্রেত! পূর্বের মতো আত্মরক্ষার্থে কম্বল ইত্যাদির দ্বারা প্রাবৃতাঙ্গে আমি (দহনস্থান হতে) পশ্চিম দিক্-ভাগে তোমাকে পিতৃদেবরূপে স্বধাকারভাজন করছি; যেমন ভূমির দাতা ও প্রতিগ্রহীতা স্বর্গলোকে পালিত হয়। লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদির প্রাপ্তি এবং সেই প্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ সহ হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধ কর্মে অবস্থান করো ॥ ২॥ হে প্রেত! পূর্বের মতো আত্মরক্ষার্থে কম্বল ইত্যাদির দ্বারা প্রাবৃতাঙ্গে আমি (দহনস্থান হতে) উত্তর দিক্-ভাগে (উদীচ্যাম্) তোমাকে পিতৃদেবরূপে স্বধাকারভাজন করছি; যেমন ভূমির দাতা ও প্রতিগ্রহীতা স্বর্গলোকে পালিত হয়। লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদির প্রাপ্তি এবং সেই প্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পুজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ সহ হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধকর্মে অবস্থান করো ॥ ৩॥ হে প্রেত! পূর্বের মতো আত্মরক্ষার্থে কম্বল ইত্যাদির দ্বারা প্রাবৃতাঙ্গে আমি (দহনস্থান হতে) ধ্রুবা দিক্‌ভাগে (অর্থাৎ স্থিরা অধরা দিকে) তোমাকে পিতৃদেবরূপে স্বধাকারভাজন করছি; যেমন ভূমির দাতা ও প্রতিগ্রহীতা স্বর্গলোকে পালিত হয়। লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদির প্রাপ্তি এবং সেই প্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ সহ হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধকর্মে অবস্থান করো ॥ ৪॥ হে প্রেত! পূর্বের মতো আত্মরক্ষার্থে কম্বল ইত্যাদির প্রাবৃতাঙ্গে আমি (দহনস্থান হতে) উপরিতন দিক্‌ভাগে (ঊর্ধ্বায়াং দিশি) তোমাকে পিতৃদেবরূপে স্বধাতে স্থাপন করবো; (অর্থাৎ তোমাকে স্বধাকারভাজন করবো); যেমন ভূমির দাতা ও প্রতিগ্রহীতা স্বর্গলোকে পালিত হয়। লোকের পুণ্যফলভূত স্বর্গ ইত্যাদির প্রাপ্তি এবং সেই প্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গের কর্তা দেবগণকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি। হে দেবগণ! তোমরা যারা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ সহ হবির্ভাগ গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করেছো, তারা এই পিতৃমেধ কর্মে অবস্থান করো ॥ ৫॥ হে অগ্নি! তুমি সকলের ধারয়িতা (ধর্তাসি)। তুমি সকলের দ্বারা ধৃত বা অবলম্বিত (ধরুণঃ), (অর্থাৎ গার্হপত্য ইত্যাদিরূপে সকলের দ্বারা ধার্যমান); তুমি বননীয়গতি বৃষভ (বংসগঃ)। [ঋগ্বেদের 'চত্বারি শৃঙ্গা' (৪।৫৮।৩) ইত্যাদি ঋক্ হতে অগ্নির বৃষভরূপের কল্পনা সমাম্নাত] ॥ ৬॥ (তথা) হে অগ্নি! তুমি উদকের অর্থাৎ জলের পূরয়িতা (উদপূঃ অসি)। (তথা) মাক্ষিকের অর্থাৎ মধুর পূরয়িতা

(মধুপূঃ অসি)। (তথা) প্রাণাত্মক বায়ুর পূরয়িতা (বীতপূঃ অসি) ॥ ৭ ॥ এই ভূলোক হতে স্বর্গলোক পর্যন্ত (ব্যাপ্ত) (ইতশ্চ অমুতশ্চ) অর্থাৎ লোকদ্বয়ে অবস্থিত ভয়ের হেতু হতে আমি হেন যজমানকে (মাং) হবির্ধানীদ্বয় (অবতাং) (অর্থাৎ হবির আধারভূতা দ্যাবাপৃথিবী) রক্ষা করুক। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা যমজের মতো (যমে ইব) অর্থাৎ যুগপৎ উৎপন্না সন্তানের মতো সমান কর্মে ব্যাপৃত হয়ে (যতমানে—সমানব্যাপ্রিয়মাণে) জগৎসংসারকে পোষণের নিমিত্ত প্রযত্ন করো। তোমাদের দু'জনের (বাং) দেবত্ব কামনা করে (দেবয়ন্তঃ) ঋত্বিক যজমান মনুষ্যগণ (মানুষাঃ) হবিঃ সংগ্রহ করেছেন (প্র ভরন্); তোমরা দু'জনে স্বকীয় (স্বং) স্থান (লোকং) বিদিত হয়ে (বিদানে) উপবেশন করো (আ সীদতাং) ॥ ৮ ॥ হে হবির্ধানীদ্বয়! আমাদের (নঃ) সোমের নিমিত্ত (ইন্দবে) সুস্থির হও অর্থাৎ সুখাসনস্থ হও (স্বাসস্তে)। আমি তোমাদের (বাং) নমস্কারের সাথে (নমোভিঃ) চিরন্তন (পূর্ব্যাং) সমর্থ স্তুতি (ব্রহ্ম) করছি। এই শ্লোকনীয় স্তুতিগুলি (শ্লোকঃ) বিশেষভাবে (ব্যেতি) তোমাদের নিকট গমন করুক, যেমন ধর্মপথগামী (পথোনপেতেন) বিদ্বান্ (সূরিঃ) (অভিমত ফল লাভ করেন)। আমাদের কৃত এই স্তোত্র (এতৎ) সকল দেবগণ (বিশ্বে অমৃতাসঃ, অর্থাৎ সকল অমরবৃন্দ) শ্রবণ করুক ॥ ৯ ॥ এই অনুষ্ঠীয়মান পৈতৃমেধিক (পিতৃমেধ-সম্বন্ধীয়) সংস্কারের দ্বারা (এতৎ ব্রতেন) চারিপাদশালিনী গাভী (চতুষ্পদী অর্থে অনুস্তরণী গাভী) দ্যুলোককে লক্ষ্য রেখে ক্রমে তিন লোকে আরোহণ করে থাকে (অন্বরোহৎ); (অর্থাৎ সংস্কারমাহাত্ম্যে মৃতজন লোকত্রয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়)। পরিচ্ছেদক শরীর ত্যাগ করে ব্যাপক বা বিনাশরহিত আত্মস্বরূপের দ্বারা অর্চনীয় সুকৃতফল (স্বর্গ ইত্যাদি) লাভ করে (অর্কং) কিংবা সূর্যের ন্যায় প্রতিমুখে ব্যাপ্ত হয় (প্রতি মিমীতে) বা সূর্যের প্রতিবিম্ব হয়। সত্যের উদক বা যজ্ঞের নামধেয় (ঋতস্য নাভৌ) তার উৎপত্তিস্থানে (অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলের) সর্বত্র বা অভিমুখে সম্যক পূত হয়ে অবস্থান করে (অভি সম্ পুনাতি) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'দক্ষিণায়াং ত্বা দিশি' ইত্যাদিতঃ পঞ্চানাং আজ্যহোমে অভিমন্ত্রণে চ বিনিয়োগ উক্তঃ॥ (১৮কা. ৩অ. ৪সূ).॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম পাঁচটি মন্ত্র আজ্যহোমে ও অভিমন্ত্রণে বিনিয়োগ হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্র দু'টি যজুর্মন্ত্র ॥ (১৮কা. ৩অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, অগ্নি, ভূমি, ইন্দ্র, আপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, জগতী, শক্বরী, ভূরিক, বৃহতী।]

দেবেভ্যঃ কমবৃণীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কিমমৃতং নাবৃণীত।
বৃহস্পতির্যজ্ঞমতনুত ঋষিঃ প্রিয়াং যমস্তন্ব মা রিরেচ ॥ ১॥
ত্বমগ্ন ঈড়িতো জাতবেদোঽবাড়ঢ়ব্যানি সুরভীণি কৃত্বা।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি॥ ২॥

অসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুষে মর্ত্যায়।
পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জং দধাত ॥ ৩॥
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ।
অত্তো হবীংষি প্রয়তানি বর্হিষি রয়িং চ নঃ সর্ববীরং দধাত ॥ ৪॥
উপহূতা নঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু।
ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ ॥ ৫॥
যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা অনূজহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ।
তেভির্যমঃ সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৬॥
যে তাতৃষুর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববন্দৈঃ সত্যৈঃ কবিভির্ঋষিভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৭॥
যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেণ।
আগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্বাঙ্ পরৈঃ পূর্বৈর্ঋষিভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৮॥
উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্।
ঊর্ণম্রদাঃ পৃথিবী দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ ॥ ৯॥
উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবী মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপসর্পণা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — সৃষ্টির আদিতে বিধাতা (স্রষ্টা) ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাগণের নিমিত্ত কোনরকম মৃত্যুর বিধান করেছেন কি? (দেবেভ্যঃ কম্ মৃত্যুম্ অবৃণীত), (অর্থাৎ দেবগণকে মৃত্যুসম্বন্ধ-বিরহিত বা অমর করলেন)। কিন্তু কি কারণে (কিং) মনুষ্য ইত্যাদিরূপ প্রজাবৃন্দের নিমিত্ত অমরণ (অমৃতং) করলেন না (ন অবৃণীত)? (অর্থাৎ মনুষ্য ইত্যাদিকে দেবতাগণের ন্যায় অমর করলেন না)। (অতএব প্রজাপতি কর্তৃক দেবগণের অমরত্ব এবং মনুষ্যগণের মরণ অনাদিসিদ্ধ; এর কারণ অনুসন্ধান বৃথা)। বৃহস্পতি (দেবপ্রভু বা দেবগুরু), যিনি অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা (ঋষিঃ), তিনি সোমযাগ (যজ্ঞং), অনুষ্ঠিত করেছিলেন (অতনুত); (অর্থাৎ ভূলোকে ঋষিরূপে অবস্থিত বৃহস্পতি আপন ঐহিকামুষ্মিক অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় সুফল প্রাপ্তির উপায়ভূত যজ্ঞ করেছিলেন— এটাই বক্তব্য)। বৃহস্পতির প্রেমাস্পদ মনুষ্যশরীরকে (প্রিয়ং তন্বং) বৈবস্বত (যম) সমস্ত কিছু হতে নিঃসার বা মৃত করে দিয়েছিল (আ রিরেচ)। (সুতরাং ঋষিরূপে অবস্থিত বৃহস্পতিরও প্রাণ যখন যম কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল, তখন অন্যেষাং অর্থাৎ মনুষ্য ইত্যাদিরও প্রাণ যে যম অপহরণ করবে; তাতে আর বলার কি আছে (কিমু বক্তব্যং)? ॥ ১॥ হে জাতবেদা (জাত প্রাণীবর্গের জ্ঞাতা) অগ্নি! তুমি আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে (ঈড়িতঃ) আমাদের প্রদত্ত চরুপুরোডাশ ইত্যাদি (হব্যানি) সুরভিত বা রসবন্ত করে দেবগণের নিকট বহন করে থাকো (অবাট্)। তথা পিতৃদেবতাগণের নিকট স্বধাকারের সাথে কব্যসংজ্ঞক হবি (স্বধয়া) প্রদান করে থাকো (প্রাদাঃ)। এবং সেই পিতৃগণ তোমা কর্তৃক দত্ত কব্য ভোগ করে থাকেন (অক্ষন্)। হে দেব (দ্যোতমান অগ্নি)! তুমিও (ত্বমপি) প্রকর্ষের সাথে আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করো (প্রয়তা অদ্ধি) ॥ ২॥ হে পিতৃগণ! তোমরা অরুণবর্ণশালিনী উষা-মাতৃগণের (অরুণীনাম) ক্রোড়ে উপবেশন করে (উপস্থে আসীনাসঃ) হবি-দানকারী (দাশুষে)

মরমধর্মী যজমানকে (মর্ত্যায়) ধন প্রদান করো (রয়িং ধত্ত)। পুন্নাম (পুৎনামক) নরক হতে ত্রাতা পুত্ররূপী আমাদের (পুত্রেভ্যঃ) সেই প্রসিদ্ধ (তৎ) ধন (বসু) প্রদান করো। হে পিতৃগণ! তোমরা (তে) এই ভূলোকে (ইহ) বলকারক অন্ন (ঊর্জম্) আমাদের প্রদান করো (দধাত) ॥ ৩॥ হে অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ! [তৈত্তিরীয়ক অনুসারে পিতৃদেবগণ বর্হিষদ ও অগ্নিষ্বাত্ত ভেদে দুই প্রকার। যে পিতৃগণ কৃতসোমযাগ, তাঁরা বর্হিষদ এবং যাঁরা অকৃতসোমযাগ, তাঁরা অগ্নিষ্বাত্ত]। এই যজ্ঞে আগত হও (আ ইহ গচ্ছত)। হে প্রকৃষ্ট ও শোভন ফলদাতা (সুপ্রণীতয়ঃ) (পিতৃগণ)! আগমন পূর্বক তোমরা নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করো (সদঃসদঃ)। (অর্থাৎ পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহ ইত্যাদির নিমিত্ত যে যে স্থান পরিকল্পিত, সেই সেই স্থান প্রাপ্ত হও)। (উপবেশনের পর) যজ্ঞে প্রদত্ত (বর্হিষে প্রয়তানি) বা শুদ্ধ চরুপুরোডাশ ইত্যাদি (হবীংষি) ভক্ষণ করো (অত্ত)। হবির্ভক্ষণে সন্তুষ্ট হয়ে তোমরা সকল পুত্রপৌত্র ইত্যাদি (সর্ববীরং) এবং ধন (রয়িং) প্রদান করো (দধাত) ॥ ৪॥ আমাদের পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতমহ ইত্যাদি যে পিতৃপুরুষগণ সোমার্হ (সোম্যাসঃ) (অর্থাৎ সোম প্রাপ্তির যোগ্য), তাঁরা আমাদের সমীপে আহূত হয়ে এই যজ্ঞের হবিতে প্রীতিমান ও নিধীয়মান হতে আগমন করুন (বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু আগমন্তু)। এই যজ্ঞে (ইহ) সেই পিতৃগণ (তে) আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন (শ্রুবন্তু), আমাদের সম্পর্কে অধিক বলুন (ব্রুবন্তু) (অর্থাৎ আমাদের প্রভূত আশীর্বাদ প্রদান করুন); অধিকন্তু সেই পিতৃগণ আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুফল প্রদানের দ্বারা রক্ষা করুন (অবন্তু) ॥ ৫॥ আমাদের (নঃ) পিতার জনক যে পিতামহগণ, সেই পিতামহগণের যারা পিতা বা প্রপিতামহগণ, যাঁরা উত্তম ধনবান, (বসিষ্ঠ), যাঁরা অনুক্রমে সোমপান হরণ বা আত্মসাৎ করে থাকেন (সোমপীথং অনূজহিরে), সেই কাময়মান (উশন্) পিতৃগণের সাথে রমমান অর্থাৎ আনন্দিত (সংররাণঃ) যমও কাময়মান হয়ে (উশদ্ভিঃ) আমাদের প্রদত্ত পুরোডাশ ইত্যাদি (হবীংষি) প্রত্যাভিলাষ পূর্বক অর্থাৎ অভিলাষানুসারে ভক্ষণ করুন (প্রতিকামং অত্তু) ॥ ৬॥ দেবতাগণের প্রতি প্রযতমান (দেবত্রা জেহমানা) (অর্থাৎ দেবকর্মে ব্যাপ্রিয়মাণ) সপ্ত বষট্‌কর্তার (হোত্রাগণের) হোমকর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হোত্রাবিদঃ), অর্চনীয় (অর্কৈঃ) স্তোত্রের কর্তা বা নিষ্ঠাবান্ যে হেন পিতৃগণ পিপাসার্ত (তাতৃষুঃ), সেই দেব-বন্দনাপরায়ণ (দেববন্দৈঃ), সত্যস্বরূপ (সত্যৈঃ), অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা (ঋষিভিঃ), সোমযাগে উপবিষ্ট (ঘর্মসদ্ভিঃ), পিতৃগণের সাথে, হে অগ্নি! তুমি আমাদের নিমিত্ত অপরিমিত ধন (সহস্রং) সহ আগমন করো; (অর্থাৎ আগমন পূর্বক আমাদের প্রদত্ত হবির দ্বারা পিতৃগৃণের পিপাসা নিবারণ করো—এটাই বক্তব্য) ॥ ৭॥ যে পিতৃগণ সৎপ্রভ বা সত্যভাষী (সত্যাসঃ), যাঁরা চরু-পুরোডাশ ইত্যাদি ভক্ষণকারী (হবিরদঃ), যাঁরা সোমরস পানকারী (হবিষ্পা), যাঁরা ত্বরমান অর্থাৎ শীঘ্রতাসম্পন্ন বা শত্রুহিংসক (তুরেণ) ইন্দ্রদেবের সাথে সমান রথে (সরথং) আরোহণকারী, (অর্থাৎ ইন্দ্রদেবতার সাথে একই রথে উপরূঢ়), সেই হেন শোভনপ্রজ্ঞ (সুবিদত্রেভিঃ), অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী (ঋষিভাঃ), যজ্ঞে আসনগ্রহণকারী (ঘর্মসদ্ভিঃ), উৎকৃষ্ট (পরৈঃ) পূর্বপুরুষবর্গের (পূর্বৈঃ) অর্থাৎ পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহগণের সাথে, হে অগ্নি! তুমি আমাদের অভিমুখী হয়ে (অর্বাঙ্) আগমন করো (আ যাহি) ॥ ৮॥ হে প্রেত! তুমি জননীস্বরূপা (মাতরম্) এই ভূমিতে (এতাং ভূমিং) উপগমন করো (উপ সর্প) (অর্থাৎ এই ভূমির সন্নিহিত হও)। (এই ভূমি কিরকম? না—) ইনি বিস্তীর্ণব্যাপনা রূপে প্রখ্যাত (উরুবাচসং), সুসুখা (সুশেবাং) (অর্থাৎ শোভন সুখদাত্রী); তোমার উপসৃপ্তা এই (এষা) পৃথিবী (অর্থাৎ তুমি যে পৃথিবী বা ভূমির নিকটে উপনীত হয়েছো) তোমা হেন বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞকারীর (দক্ষিণাবতে) প্রতি মেষ ইত্যাদির লোমে বিরচিত

নরম কম্বলের ন্যায় সুখকরী হয়ে (ঊর্ণম্রদাঃ) পূর্বদিকে বা পূর্বের ন্যায় (পুরস্তাৎ) মার্গের প্রারম্ভে (প্রপথে) রক্ষা করুন (পাতু)॥ ৯॥ হে পৃথিবী (ভূদেবতে)! তুমি উচ্ছূনাবয়বা অর্থাৎ পুলকে স্ফীতাঙ্গিনী হও (উচ্ছঞ্চস্ব); অধিকন্তু এই উপসৃপ্ত (অর্থাৎ নিকটে গমনকারী) পুরুষের প্রতি কার্কশ্যের দ্বারা বাধক হয়ো না (মা বাধথাঃ), এই পুরুষের প্রতি সুখের সাথে গমনকারিণী (সূপায়না) এবং শোভন- উপসর্পণযুক্ত (সূপসর্পণা) (অর্থাৎ সহজে নিকটস্থিতা) হও। যে রকমে (যথা) জননী আপন পুত্রকে চেলাঞ্চলের দ্বারা অভিচ্ছাদিত করেন (সিচা), সেই রকমেই এই উপগত পুরুষকে (এনং), হে ভূমি! তুমিও সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করো (অভ্যূর্ণুহি); (অর্থাৎ এর যেন শীতলবায়ু ও উষ্ণতাজনিত দুঃখ না ঘটে, তেমনভাবে একে রক্ষা করো॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'দেবেভ্যঃ কং' ইত্যাদি পঞ্চম সূক্তং। তত্র 'ত্বমগ্ন ঈড়িতঃ' ইত্যনয়া পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে সমিধং আদধ্যাৎ।—ইত্যাদি॥ (১৮কা. ৩অ. ৫সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত পঞ্চম সূক্তটির বিভিন্ন মন্ত্র পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে বিভিন্ন রকমে বিনিয়োগ হয়। যেমন,— সমিধ আহরণ, বর্হি আস্তরণ, শ্মশানদেশে শলাকা ও ইষ্টক ইত্যাদির দ্বারা চিতা নির্মাণ ইত্যাদি ॥ (১৮কা. ৩অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, অগ্নি, ভূমি, ইন্দ্র, আপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, জগতী, শক্করী, ভূরিক, বৃহতী।]

উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতঃ স্যোনা বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র ॥ ১॥
উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎ পরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষম্।
এতাং স্থূণং পিতরো ধারয়ন্তি তে তত্র যমঃ সাদনা তে কৃণোতু॥ ২॥
ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাম্।
অয়ং যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্ দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ॥ ৩॥
অথর্বা পূর্ণং চমসং যমিন্দ্রায়াবিভর্বাজিনীবতে।
তস্মিন্ কৃণোতি সুকৃতস্য ভক্ষং তস্মিন্নিন্দুঃ পবতে বিশ্বদানীম্ ॥ ৪॥
যৎ তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্ বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ৫॥
পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং পয়ঃ।
অপাং পয়সো যৎ পয়স্তেন মা সহ শুম্ভতু ॥ ৬॥
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং স্পৃশন্তাম্।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭॥

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বাবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছতাং তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮॥
যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা য আবিবিশুরুর্বন্তরিক্ষম্।
তেভ্যঃ স্বরাডসুনীতির্নো অদ্য যথাবশং তন্বঃ কল্পয়াতি ॥ ৯॥
শং তে নীহারো ভবতু শং প্রুষ্বাব শীয়তাম্।
শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি
মণ্ডুক্যপ্সু শং ভুব ইমং স্বগ্নিং শময় ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — এই পৃথিবী পুলকে উচ্ছলিত অঙ্গে (উচ্ছ্বঞ্চমানা) সুখে অবস্থান করুন (সু তিষ্ঠতু); শ্মশানস্থানে সহস্রসংখ্যায় (অর্থাৎ অপরিমিতভাবে) স্থাপিত (মিতঃ) ঔষধি মিলিতভাবে আশ্রিত হোক (উপ শ্রয়ন্তাং)। যখন (হি) ঔষধিগুলি বনস্পতিসমূহের সাথে মিলিত হয়, তখন সেগুলি ঘৃতস্রাবী (ঘৃতশ্চুতঃ) সুখকর (স্যোনাঃ) গৃহরূপে (গৃহাসঃ) শ্মশানস্থানে (অত্র) মৃতপুরুষের সর্বকালের (বিশ্বাহা) রক্ষক হোক (শরণাঃ সন্তু) ॥ ১॥ হে মৃতপুরুষ! তোমার নিমিত্ত এই পৃথিবীকে ঊর্ধ্বে ধারণ করছি (উৎ স্তভ্নামি)। তোমার সর্বদিকে (তৎ পরি) সকল প্রাণাধিষ্ঠিত ভূলোককে (ইমং লোকং) নিক্ষেপ করে (নিদধৎ) আমি যেন হিংসিত না হই (অহং মো রিষম্)। এই উত্তোলনের দ্বারা ধৃত ভূমিতে পিতৃদেবতাগণ তোমার গৃহনির্মাণের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ স্তম্ভ (এতাং স্থূণাং) স্থাপন করেছেন (ধারয়ন্তি)। সেই স্থানে (তত্র) যম তোমার গৃহ (সাদনা) নির্মাণ করুন (কৃণোতু) ॥ ২॥ হে অগ্নি! তুমি এই চীয়মান অর্থাৎ ভক্ষণসাধন যজ্ঞীয় চমসকে (ঈড়াপাত্রকে) কুটিল বা বক্র করে দিও না (মা বি জিহ্বরঃ)। এই চমস দেবগণের প্রীতিকর (দেবানাং প্রিয়); অধিকন্তু সোমার্হ পিতৃগণেরও প্রীতিকর। এই চমসে সকল দেবগণ অমৃত পান করেন (দেবপানঃ) ; অতএব এই হেন গুণবিশিষ্ট চমসও অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হোক (মাদয়ন্তাম্) ॥ ৩॥ অথর্বা নামধারী অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা কোন ঋষি হবির্লক্ষণযুক্ত যজ্ঞে (বাজিনীবতে) ইন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত সোম ইত্যাদি হবি-পূরিত যে চমস সংগ্রহ করেছিলেন ('অবিভঃ' অর্থাৎ 'সম্ভৃতবান্), সেই চমসে (তস্মিন্) সুষ্ঠুভাবে কৃত যজ্ঞে (ঋত্বিকগণ) হুতশিষ্ট হবিঃ ভক্ষণ করে থাকেন (ভক্ষণং করোতি)। তথা সেই অথর্বা কর্তৃক সংগৃহীত চমস হতে (তস্মিন্) সর্বদা (বিশ্বদানীং) অমৃতরসাত্মক সোম ক্ষরিত হয় (ইন্দুঃ পবতে) ॥ ৪॥ হে পুরুষ তোমার (তে) যে অঙ্গ (যৎ) কৃষ্ণবর্ণ কাক ইত্যাদি (শকুনঃ) পক্ষী দংশনের দ্বারা ব্যথিত করেছে (আতুতোদ); তথা বিষাদ্রংষ্ট্র পিপীলিকা বিশেষ (পিপীলঃ) অথবা সর্প বা ব্যাঘ্র ইত্যাদি (শ্বাপদঃ) ব্যথিত করেছে, সেই অঙ্গ (তৎ) সর্বভক্ষক অগ্নি (বিশ্বাৎ) আরোগ্য বা নিরাময় (অগদং) করুন (কৃণোতু); এবং যে সোম (যঃ চ সোমঃ) ঋত্বিক্-যজমানগণের (ব্রাহ্মণান্) অন্তরে রসরূপে প্রবিষ্টবান্ (আবিবেশ), সেই সোমও তোমাকে বা তোমার সেই ব্যথিত অঙ্গকে রোগরহিত করুন ॥ ৫॥ ঔষধিসমূহ (অর্থাৎ ব্রীহি, যব ইত্যাদি ও অন্য ফলপাকান্তা ওষধিসমূহ (ওষধয়ঃ) আমাদের নিমিত্ত সারভূতশালিনী হোক (পরস্বতীঃ), আমাদের শরীরস্থিত (মামকং) যে সারভূত বল (পয়ঃ) আছে, তাও সারবান হোক (পয়স্বৎ)। তথা জলসম্বন্ধী (অপাং) সারভূত অংশের (পয়সঃ) যে উৎকৃষ্ট অংশ (যৎ পয়ঃ), তা ওষধি ইত্যাদিগত জলের সকল সারের সাথে (পয়সা) আমাকে শোভন বা দীপ্ত করুক (শুম্ভতু); (অর্থাৎ জলের অভিমানী দেবতা বরুণ স্নানের দ্বারা আমাকে

শোধিত করুন ॥ ৬॥ প্রেতকুলোৎপন্না এই নারীগণ (ইমাঃ নার্য) বৈধব্যরহিতা (অবিধরা) হয়ে সুপত্নিকা রূপে (অর্থাৎ শোভনা পত্নী রূপে) (সুপত্নীঃ) ঘৃতমিশ্রিত কজ্জলের দ্বারা (সর্পিষা আঞ্জনেন) সংস্পৃষ্টা হোক (সং স্পৃশন্তাম্)। অশ্রুরহিতা, রোগরহিতা, শোভন আভরণযুক্তা জননীগণ অপত্য উৎপাদন করুন (আ রোহন্তু) ॥ ৭॥ হে মৃতপুরুষ! তুমি পৈতৃমেধিক (সপিণ্ড্যকরণাবধি) সংস্কারের দ্বারা পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতাগণের (পিতৃভিঃ) সাথে সঙ্গত হও অর্থাৎ পিতৃগণের স্থান প্রাপ্ত হও (সং গচ্ছস্ব); এবং তাদের রাজা যমের সাথেও সঙ্গত হও (সং যমেন গচ্ছস্ব)। তথা পিতৃলোক হতেও উৎকৃষ্ট (পরমে) ব্যোমে (ব্যোমন্) ইষ্টাপূর্ত কর্মের ফলোপভোগস্থানে (ইষ্টাপূর্তেন) অর্থাৎ দ্যুলোকের উর্ধ্বস্থায়ী নাকপৃষ্ঠাখ্য স্থানে স্থিত হও। (প্রত্যক্ষ শ্রুতি বিহিত যাগ-হোম-দান ইত্যাদি কর্ম ইষ্ট এবং স্মৃতি-পুরাণ-আগম অনুসারে বাপী-কূপ-তড়াগ-দেবগৃহ ইত্যাদি স্থাপন পূর্ত। জীবিতকালে এই কর্মদ্বয়ের পালনকারী মরণের পরে স্বর্গেরও উপরে স্থানপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন)। তথা পাপ (অবদ্যম্) ত্যাগ পূর্বক (হিত্বা) উত্তম লোকস্থিত গৃহ পুনরায় প্রাপ্ত হও (পুনঃ অস্তম্ আ ইহি); সুবর্চা অর্থাৎ শোভনদীপ্তিসম্পন্ন হয়ে স্বর্গলোক-ভোগযোগ্য শরীরের দ্বারা (তন্বা) সংযুক্ত হও (সংগচ্ছতাং) ॥ ৮॥ আমাদের (নঃ) জনকের যে জনক অর্থাৎ পিতামহ (পিতুঃ যে পিতরঃ) তাঁদের জনকগণ অর্থাৎ প্রপিতামহ ইত্যাদিগণ, এবং অপর যাঁরা গোত্রজবৃন্দ (যে) বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে (উরু অন্তরিক্ষম্) প্রবিষ্ট হয়েছেন (আবিবিশুঃ), অদ্য তাঁদের শরীরসমূহ (তন্বঃ) স্বয়ং রাজা (স্বরাট্) অসুনীতি নামক (প্রাণের নেতা বা প্রভু) দেবতা আমাদের (নঃ) অভিলাষানুসারে রচনা করে দিন (যথাবশং কল্পয়াতি); (অর্থাৎ যথাযথ কর্মফলভোগের উপযোগী করে শরীরসমূহকে সম্পাদন করুন) ॥ ৯॥ হে প্রেত! ঘনীভূত শিশির (নীহার) তোমার সুখকর হোক (তে শং); (অর্থাৎ দাহজহিত উত্তাপ নিবারিত হোক)। তথা জলের উৎস তোমার সুখের নিমিত্ত অধোমুখে স্রবিত হোক (প্রুষ্বা অব শীয়তাম)। হে শীতিকা (শীতকারিণী ওষধিবিশেষ)! হে শীতিকাবতী (শীতিকাখ্য ঔষধি যুক্তা পৃথিবী)! হে হ্লাদিকা (হ্লাদ অর্থাৎ সুখকারিণী বা হ্লাদিকাখ্য ঔষধি যুক্তা পৃথিবী! তুমি মণ্ডূকপর্ণা (মণ্ডূকী অপ্সু) নামে আখ্যাতা ঔষধির দ্বারা এই দগ্ধ পুরুষের সুখ (শং) সম্পাদিকা হও। (অর্থাৎ দাহশমনের হেতুভূত হও)। সেই নিমিত্ত এই দাহক অগ্নিকে (ইমং অগ্নিং) শান্ত (সু) করো ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উচ্ছ্বঞ্চমানা' ইত্যাদ্যায়া ঋচো বিনিয়োগ উক্তঃ। পাত্রচয়নকর্মণি যজমানস্য উদরে ইড়াপাত্রং নিধায় 'ইমং অগ্নে' ইতি দ্বাভ্যাং অনুমন্ত্রয়তে।....ইত্যাদি॥ (১৮কা. ৩অ. ৬সূ.)॥

টীকা — উপর্যক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি পূর্বের ন্যায় বিনিয়োগ করণীয়! দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রদ্বয় পাত্রচয়ন কর্মে যজমানের উদরে ইড়াপাত্র স্থাপন পূর্বক অনুমন্ত্রণ করণীয়। আহিতাগ্নি বা একাগ্নি (অর্থাৎ সাগ্নিক) কোন জন যদি সর্প ব্যাঘ্র ইত্যাদির আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রের দ্বারা সর্পদংশনস্থান বা দন্তাঘাতের ব্রণস্থান অগ্নির দ্বারা শোধন করে দহনীয়। ষষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্রগুলি শবদহনের পর স্নানকর্মে বিনিয়োগ করা হয়। দশম মন্ত্রটির দ্বারা ক্ষীরমিশ্রিত জলে ওষধি অভিমন্ত্রণ পূর্বক মৃত ব্রাহ্মণের অস্থি সিঞ্চনে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (১৮কা. ৩অ. ৬সূ.) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, মন্ত্রোক্ত, অগ্নি, ভূমি, ইন্দ্র, আপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, জগতী, শক্করী, ভূরিক, বৃহতী।]

বিবস্বান্ নো অভয়ং কৃণোতু যঃ সুত্রামা জীরদানুঃ সুদানুঃ।
ইহেমে বীরা বহবো ভবন্তু গোমদশ্ববন্ময্যস্তু পুষ্টম্ ॥ ১॥
বিবস্বান্ নো অমৃতত্বে দধাতু পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ন ঐতু।
ইমান্ রক্ষতু পুরুষানা জরিম্ণো মো ষ্বেযামসবো যমং গুঃ॥ ২॥
যে দধ্রে অন্তরিক্ষে ন মহ্না পিতৃণাং কবিঃ প্রমতির্মতীনাম্।
তমর্চত বিশ্বমিত্রা হবির্ভিঃ স নো যমঃ প্রতরং জীবসে ধাৎ ॥ ৩॥
আ রোহত দিবমুত্তমামৃষয়ো মা বিভীতন।
সোমপাঃ সোমপায়িন ইদং বঃ ক্রিয়তে হবিরগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ৪॥
প্র কেতুনা বৃহতা ভাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি।
দিবশ্চিদন্তাদুপমামুদানডপামুপস্থে মহিষো ববর্ধ ॥ ৫॥
নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ ॥ ৬॥
ইন্দ্র ক্রতুং না আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥ ৭॥
অপূপাপিহিতান্ কুম্ভান্ যাংস্তে দেবা অধারয়ন্।
তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ ॥ ৮॥
যাস্তে ধানা অনুকিরামি তিলমিশ্রাঃ স্বধাবতীঃ।
তাস্তে সন্তু বিভ্বীঃ প্রভ্বীস্তাস্তে যমো রাজানু মন্যতাম্ ॥ ৯॥
পুনর্দেহি বনস্পতে য এষ নিহিতস্ত্বয়ি।
যথা যমস্য সাদন আসাতৈ বিদথা বদন্ ॥ ১০॥
আ রভস্ব জাতবেদস্তেজস্বদ্ধরো অস্তু তে।
শরীরমস্য সং দহাথৈনং ধেহি সুকৃতামু লোকে ॥ ১১॥
যে তে পূর্বে পরাগতা অপরে পিতরশ্চ যে।
তেভ্যো ঘৃতস্য কুল্যেতু শতধারা ব্যুন্দতী ॥ ১২॥
এতদা রোহ বয় উন্মৃজানঃ স্বা ইহ বৃহদু দীদয়ন্তে।
অভি প্রেহি মধ্যতো মাপ হাস্থাঃ পিতৃণাং লোকং প্রথমো যো অত্র ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ — দেব বিবস্বান অর্থাৎ আদিত্য বা সূর্য আমাদের মরণজনিত ভীতি রহিত করুন (অভয়ং কৃণোতু)। তথা জীবনের কর্তা অর্থাৎ প্রাণীগণের জীবৎকালের নিয়ামক (জীরদানু) ও

শোভন দাতা (সুদানু)—এই মতো গুণবিশিষ্ট সুত্রামা (অর্থাৎ শোভন ত্রাতা বা ইন্দ্র নামক) দেবতাও আমাদের নিরাভয় করুন। এই লোকে (ইহ) আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বহুল (পরিমাণে) হোক বা জন্মলাভ করুক (ইমে বীরাঃ বহবঃ ভবন্তু)। তথা বহু গাভীযুক্ত (গোমৎ) বহু অশ্বোপেত (অশ্ববৎ) পোষক ধন (পুষ্টং) আমার হোক (ময়ি অস্তু)। (মরণজনিত ভীতি হতে মুক্ত হয়ে আমরা যেন পুত্রপৌত্র ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ বংশ ও বহু গাভী-অশ্ব ইত্যাদি সহ প্রভূত ধন লাভ করতে পারি—এটাই বক্তব্য) ॥ ১ ॥ সূর্য আমাদের অমৃতত্বে অর্থাৎ অমরণত্বে স্থাপন করুন; তাঁর প্রসাদে মৃত্যু অর্থাৎ মরণকারী দেব পরাঙ্মুখে গমন করুন (পরৈতু); আমরা (নঃ) অমৃত অর্থাৎ অমরণ প্রাপ্ত হই (এতু)। (সূর্যদেব) আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদিকে (ইমান্ পুরুষান) জরাকাল পর্যন্ত পালন করুন (আ জরিম্‌ণঃ রক্ষতু)! এই পুরুষগণের প্রাণ (এষাং অসবঃ) যেন কখনও যম অর্থাৎ বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বতের নিকটে সুষ্ঠুভাবে গমন না করে (সু মো গুঃ)। (মৃত্যুদেবতা যমের পিতা বিবস্বান আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদিকে তাঁর পুত্রের হাত হতে রক্ষা করুন—এটাই প্রার্থনার ভাব) ॥ ২ ॥ যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিশালী (প্রমতিঃ), ক্রান্তদর্শী (কবিঃ) যম আপন মহিমায় (মহ্না) স্তোতৃ (মতীনাং) পিতৃগণকে অন্তরিক্ষ লোকে ধারণ করে আছেন (দধ্রে), হে সর্বজনের মিত্রভূত ব্রাহ্মণগণ (বিশ্বমিত্রাঃ) সেই হেন (তং) যমকে তোমরা অর্চনা করো (অর্চত); (অর্থাৎ চরু-পুরোডাশ ইত্যাদি সমর্পণ করো)। সেই অর্চিত যম (সঃ) আমাদের জীবনকে (নঃ জীবনে) প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করুন (ধাৎ) ॥ ৩ ॥ হে মন্ত্রদর্শী মনুষ্যগণ (ঋষয়ঃ)! তোমরা উত্তম স্বর্গে (দিবং) আরোহণ করো; (অর্থাৎ যজ্ঞ-দান ইত্যাদি সৎকর্মের ফল প্রাপ্ত হও); ভয়প্রাপ্ত হয়ো না (মা বিভীতন)। স্বয়ং সোমযাগকারী (সোমপাঃ) ও অন্য যজমানগণকে সোমযাগের কারয়িতা (সোমপায়িনঃ) তোমরা যারা স্বর্গে আরূঢ় হয়েছো, সেই তোমাদের উদ্দেশে এই হবিঃ সম্পাদিত হচ্ছে (ইদং হবিঃ ক্রিয়তে); (অর্থাৎ সেই হবির দ্বারা তোমরা দ্যুলোকে সুখে স্থিত হও)। এবং আমরা তোমাদের প্রসাদে উৎকৃষ্টতম (উত্তমম্) প্রকাশ (জ্যোতিঃ) অর্থাৎ চিরকালের জীবনে গমন করবো (অগন্ম)। (বক্তব্য এই যে, আমরাও তোমার অনুগ্রহে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হবো) ॥ ৪ ॥ এই অগ্নি আপন মহতী ধ্বজায় (অর্থাৎ বৃহতী ধূমের দ্বারা) প্রকর্ষের সাথে দীপ্যমান হয়েছেন (প্র ভাতি)। ইনি কামবর্ষক (বৃষভঃ)। আকাশ ও পৃথিবীকে (রোদসী) অবিলক্ষ্য করে (আ) এই অগ্নি শব্দ করছেন (রোরবীতি)। আমার সমীপে (মাং উপ) আকাশ অবধি (দিবশ্চিদন্তাৎ) এই অগ্নি উর্ধ্বে ব্যাপ্ত রয়েছেন (উদানট্)। তারপর জলের উপস্থানে (অপাম্ উপস্থে) অর্থাৎ অন্তরিক্ষ প্রদেশে, আপন মহিমায় প্রবৃদ্ধ হয়েছেন মাহবঃ ববর্ধ) ॥ ৫ ॥ হে প্রেত! নাকে (নাই অক অর্থাৎ পাপ বা দুঃখ যথায়—অর্থাৎ স্বর্গলোকে) গমনকারী (পতন্তং) তোমাকে শোভনপঙ্খশালী-রূপে (সুপর্ণমুপ) দর্পণ করে মনে মনে কাময়মান মনুষ্যগণ (হৃদা বেনন্তঃ) তোমাকে হিরণ্যপক্ষোপেত বরুণের (অর্থাৎ প্রাণীগণের সত্য-মিথ্যার শিক্ষকরূপী দেবতার) দূতের ন্যায় এবং যমের গৃহে (যোনৌ) শকুনিবৎ বর্তমান (শকুনং) এবং ভরণ করণশালী রূপেই (ভুরণ্যং) দর্শন করে থাকে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্যযুক্ত দেব)! যে প্রকারে (যথা) পিতা পুত্রকে তার অভিমত ফল প্রদান করে, সেই প্রকারে সোমযাগ ইত্যাদি লক্ষণ কর্ম (ক্রতুম্) অথবা সেই বিষয়ক জ্ঞান আমাদের নিমিত্ত আহরণ করো অর্থাৎ প্রদান করো (আ ভর)। হে পুরুহূত ('পুরুভির্যজমানৈরাহূত' অর্থাৎ পর্যাপ্ত যজমানগণ কর্তৃক আহূত, ইন্দ্রদেব)! আমাদের (নঃ) এই সংসারগমনে বা সংসার-যাত্রায় (যামনি) তুমি সেই সম্পর্কিত শিক্ষদানকর্তা হও; এবং আমরা যেন তোমার প্রসাদে চিরকাল-জীবনযুক্ত হয়ে (জীবাঃ) ইহলোকের সুখানুভব (জ্যোতিঃ) প্রাপ্ত হতে পারি

(অশীমহি) ॥ ৭॥ হে প্রেত! তোমার নিমিত্ত (তে) অপূপের দ্বারা আচ্ছাদিত (অপূপাপিহিতান্) ঘৃত-মধু ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণ যে কুম্ভগুলি দেবগণ ধারণ করেছেন, সেগুলি তোমার নিকট অন্নবন্ত (স্বধাবন্তঃ), মধুযুক্ত (মধুমন্তঃ) ও ঘৃতস্রাবী (ঘৃতশ্চুতঃ) হোক (সন্তু) ॥ ৮॥ হে প্রেত! তোমার উদ্দেশ্যে তিলমিশ্রিত স্বধাকারবতী বা স্বধা-উদকবতী (স্বধাবতীঃ) যে ভৃষ্ট যবগুলি (ধানাঃ) বিক্ষেপ করছি (অনুকিরামি) (অর্থাৎ সমর্পণ করছি), সেগুলি তোমাকে বিবিধ ভাবে বা বিভুত্বগুণোপেতা অর্থাৎ বৈভবশালিনী হয়ে (বিভ্বীঃ) তোমার তৃপ্তিজননে সমর্থ হোক (প্রভ্বীঃ সন্তু)। রাজমান ঈশ্বর (রাজা) যম তোমাকে সেই ভৃষ্ট যব ভোগের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করুন (অনু মন্যতাম্) ॥ ৯॥ হে বনস্পতি (বৃক্ষবিশেষ)! তোমাতে অস্থিরূপে যে পুরুষ (ত্বয়ি য এষ) পূর্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা পুনরায় আমাদের প্রত্যর্পণ করো; যার ফলে (যথা) রাজা যমের গৃহে (সদনে) আপন অর্জিত যজ্ঞাত্মক কর্মসকলের কথা (বিদথা) প্রকাশিত করে (বদন্) উপবেশন করতে পারে ॥ ১০॥ হে জাতবেদা (জাত প্রাণীগণের বেত্তা, অগ্নি)! এই মৃতকে দগ্ধের উপক্রম করো (আ রভস্ব); তোমার জ্যোতির্জ্বালাযুক্ত তেজঃ (তেজস্বৎ) রসহরণশীল অর্থাৎ দহনসামর্থ্য হোক (হরঃ অস্তু)। এই মৃতের শরীর সম্যক্ দগ্ধ করো (সং দহ), (অর্থাৎ যেন ভস্মসাৎ হয়ে যায়, তেমন করো)। শরীর দহনের পর (অথ) এই পুরুষকে (এনং) সুকৃতলোকে (অর্থাৎ পুণ্যকর্মাগণের নিবাসস্থান স্বর্গলোকে) স্থাপন করো (স্থাপয়)। (এই প্রেতকে স্বর্গপ্রাপ্তি করাও—এটাই বক্তব্য) ॥ ১১॥ পূর্বে উৎপন্ন যে জ্যেষ্ঠ পিতৃগণ (যে তে পূর্বে পিতরঃ) পরাঙ্মুখ হয়ে গমন করেছেন (পরাগতা), (অর্থাৎ পুনরায় জীবনবৃত্তি গ্রহণ না করার নিমিত্ত প্রস্থান করেছেন); এবং পশ্চাৎ কালে উৎপন্ন যে পিতৃগণ (যে চ অপরে) প্রস্থান করেছেন; তাঁদের সকলের নিমিত্ত (তেভ্যঃ) ঘৃত- ক্ষরণশীল কৃত্রিম সরিৎ (ঘৃতস্য কুল্যা) প্রবাহিত হোক। (কিরকম তা? না—) শতধারা অর্থাৎ শতধারাসমন্বিত, অতএব বিবিধ দিককে আর্দ্রীকৃত করুক (ব্যুন্দতী) ॥ ১২॥ হে মৃত পুরুষ! তুমি এই সন্নিহিত বা পরিদৃশ্যমান (এতৎ) অন্তরিক্ষে (বয়ঃ) আরূঢ় হও (আ রোহ)। (কেমন করে? না—) উন্মার্জন করে (উন্মৃজানঃ), অর্থাৎ শরীর হতে উৎক্রমণের দ্বারা আপন আত্মাকে শোধন করে। তোমার জ্ঞাতিবর্গ (স্বাঃ) এই লোকে (ইহ) অধিক দীপ্যমান হোক (বৃহৎ দীদয়ন্তে) অর্থাৎ অধিক সমৃদ্ধ হয়ে নিবাস করুক। আরোহণার্থে বন্ধুজনের মধ্যে হতে লোকান্তর অভিলক্ষ্য করে প্রকর্ষের দ্বারা গমন করো (অভি প্রেহি)। এই দ্যুলোকে (অত্র) পিতৃগণ-সম্বন্ধী যে মুখ্য লোক (যঃ প্রথমঃ লোকঃ) তা যেন তুমি পরিত্যাগ করো না (মা অপ হাস্থাঃ); (অর্থাৎ চিরকাল সেখানে নিবাসিত হও—এটাই বক্তব্য) ॥ ১৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বিবস্বান্ নঃ' ইত্যাদিভিঃ সপ্তভির্ঋগ্‌ভিঃ শ্মশানচয়নকর্মণি কর্তা সর্বে গোত্রিণশ্চ শ্মশানস্য পশ্চাদ্ভাগে স্থিত্বা প্রেতং উপতিষ্ঠেরন।—ইত্যাদি॥ (১৮কা. ৩অ. ৭সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম সাতটি মন্ত্র শ্মশানচয়নকর্মে কর্তা ও সকল গোত্রীয়গণ কর্তৃক শ্মশানের পশ্চাৎ দিকে স্থিত হয়ে প্রেতের সেবায় বিনিযুক্ত হয়। এ ছাড়া পিতৃমেধে চতুর্থ-অহনে বৈবস্বতের উদ্দেশে স্থালীপাকে দুইটি যজ্ঞাহুতি প্রদান, হুতশেষ অভিমন্ত্রিত করে সমানোদক গোত্রীয়গণ কর্তৃক কর্তার সাথে প্রাশন, সঞ্চয়নে প্রথম ও সপ্তম মন্ত্রদ্বয় স্বস্ত্যয়নার্থ জপন, নবম মন্ত্রের দ্বারা তিলমিশ্র ধানা অস্থির উপর ধারণ, দশম মন্ত্রে অস্থিসমূহ বৃক্ষমূলে স্থাপন, একাদশ মন্ত্রে প্রেতশরীরে দত্ত অগ্নিতে কাষ্ঠ উদ্দীপন, দ্বাদশ মন্ত্রে চরু অভিমন্ত্রিত করে অস্থিসমীপে স্থাপন, শেষ মন্ত্রে পিণ্ডের উপরে ঘৃতধারা সিঞ্চন ইত্যাদি করণীয় ॥ (১৮কা. ৩অ. ৭সূ.) ॥

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, পিতরঃ, অগ্নি, চন্দ্রমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভুরিক, জগতী, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

আ রোহত জনিত্রীং জাতবেদসঃ পিতৃযাণৈঃ সং ব আ রোহয়ামি।
অবাড্‌ঢব্যেযিতো হব্যবাহ ঈজানং যুক্তা সুকৃতাং ধত্ত লোকে ॥ ১ ॥
দেবা যজ্ঞমৃতবঃ কল্পয়ন্তি হবিঃ পুরোডাশং স্রুচো যজ্ঞায়ুধানি।
তেভির্যাহি পথিভির্দেবর্যানৈর্যৈরীজানাঃ স্বর্গং যন্তি লোকম্ ॥ ২ ॥
ঋতস্য পন্থামনু পশ্য সাধ্বঙ্গিরসঃ সুকৃতো যেন যন্তি।
তেভির্যাহি পথিভিঃ স্বর্গং যত্রাদিত্যা মধু ভক্ষয়ন্তি
তৃতীয়ে নাকে অধি বি শ্রয়স্ব ॥ ৩ ॥
ত্রয়ঃ সুপর্ণা উপরস্য মায়ু নাকস্য পৃষ্ঠে অধি বিষ্টপি শ্রিতাঃ।
স্বর্গ লোকা অমৃতেন বিষ্ঠা ইযমূর্জং যজমানায় দুহ্রাম্ ॥ ৪ ॥
জুহূর্দাধার দ্যামুপভৃদন্তরিক্ষং ধ্রুবা দাধার পৃথিবীং প্রতিষ্ঠাম্।
প্রতীমাং লোকা ঘৃতপৃষ্ঠাঃ স্বর্গাঃ কামংকামং যজমানায় দুহ্রাম্ ॥ ৫ ॥
ধ্রুব আ রোহ পৃথিবীং বিশ্বভোজসমন্তরিক্ষমুপভৃদা ক্রমস্ব।
জুহু দ্যাং গচ্ছ যজমানেন সাকং স্রুবেণ বৎসেন
দিশঃ প্রপীনাঃ সর্বা ধুক্ষ্বাহ্বণীয়মানঃ ॥ ৬ ॥
তীর্থৈস্তরন্তি প্রবতো মহীরিতি যজ্ঞকৃতঃ সুকৃতো যেন যন্তি।
অত্রাদধুর্যজমানায় লোকং দিশো ভূতানি যদকল্পয়ন্ত ॥ ৭ ॥
অঙ্গিরসাময়নং পূর্বো অগ্নিরাদিত্যানাময়নং গার্হপত্যো
দক্ষিণানাময়নং দক্ষিণাগ্নিঃ।
মহিমানমগ্নের্বিহিতস্য ব্রহ্মণা সমঙ্গঃ সর্ব উপ যাহি শগ্মঃ ॥ ৮ ॥
পূর্বো অগ্নিষ্ট্বা তপতু শং পুরস্তাচ্ছং পশ্চাৎ তপতু গার্হপত্যঃ।
দক্ষিণাগ্নিষ্টে তপতু শর্ম বর্মোত্তরতো মধ্যতো অন্তরিক্ষাদ্
দিশোদিশো অগ্নে পরি পাহি ঘোরাৎ ॥ ৯ ॥
যূয়মগ্নে শন্তমাভিস্তনূভিরীজানমভি লোকং স্বর্গম্।
অশ্বা ভূত্বা পৃষ্টিবাহো বহাথ যত্র দেবৈঃ সধমাদং মদন্তি ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে জাতবেদাগণ (জাত প্রাণীগণের বেত্তা অগ্নিসকল)! [বৈতানিক বহ্নিকে লক্ষ্য করে বহুবচন করা হয়েছে। আহ্বনীয়, গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ইত্যাদি ভেদে অগ্নি এক নন, একাধিক]।

তোমরা আপন উৎপাদক অরণিতে (জনিত্রীং) প্রবিষ্ট হও (আ রোহত)। আমিও তোমাদের পিতৃযান মার্গে সম্যক্ অর্থাৎ বিধি অনুযায়ী অরণিদ্বয়ে অধিরোহণ করাচ্ছি (সম্ বঃ আ রোহয়ামি)। [মার্গ দু'রকম—দেবযান ও পিতৃযান। দেবলোকপ্রাপ্তিসাধনভূত দেবযান এবং পিতৃলোক প্রাপক পিতৃযান। যে দুই খণ্ড কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি জ্বালানো হয়, তা অরণী; সেইজন্য পিতৃযজ্ঞ সাধনের জন্য যজ্ঞাগ্নিকে অরণিদ্বয়ে সমারোপণের কথা বলা হয়েছে]। হব্যবাহক অগ্নি দেবগণের উদ্দেশে (ইষিতঃ) যজমান কর্তৃক প্রদত্ত হবিঃ বহন করেছেন (অবাট্)। [দেবতাগণের নিমিত্ত হব্য বহন করেন যে অগ্নি তিনি হব্যবাহক; যে অগ্নি পিতৃগণের নিমিত্ত হব্য বহন করেন তিনি কব্যবাহন]। অতএব হে অগ্নিগণ! তোমরা পরস্পর সমবেত ভাবে (যুক্তাঃ) হয়ে দেশান্তরে মৃত এই যজমানকে (ঈজানং) পুণ্যাত্মাগণের প্রাপণীয় লোকে (সুকৃতাং লোকে) ধারণ বা স্থাপন করো (ধত্ত) ॥ ১ ॥ ইন্দ্র প্রমুখ যাগযোগ্য দেবতাগণ (দেবাঃ) ও বসন্ত ইত্যাদি কালসমূহ (ঋতবঃ) যজ্ঞ কল্পনা করেছেন; (অর্থাৎ স্বয়ং হবিঃ-স্বীকারের নিমিত্ত ও যজ্ঞকারীর ফলসিদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ নির্মাণ করেছেন। হবিঃ (চরু-আজ্য-সোমলক্ষণ), পুরোডাশ (পিষ্টময়), স্রুচ (যজ্ঞীয় পাত্র) ও যজ্ঞের আয়ুধবৎ অর্থাৎ যজ্ঞের জুহু ইতাদি অন্যান্য পাত্রগুলির নির্মাতা, হে আহিতাগ্নি! (তুমি এই প্রেত সহ) দেবলোক-প্রাপ্তিসাধন মার্গে গমন করো (পথিভিঃ যাহি)। [স্রুক্ ইত্যাদি যজ্ঞীয় পাত্রগুলি যজ্ঞবিদ্বেষকারী ও উপদ্রবকারীগণকে যজ্ঞের মাধ্যমে পরিহারে সমর্থ বলে এগুলিকে আয়োধনসাধন-শস্ত্র ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে]। তুমি সেই পথে গমন করো, যে পথে ইষ্টবন্ত অর্থাৎ কৃতযজ্ঞ পুরুষগণ (ঈজানাঃ) সুখাত্মক স্থানে (স্বর্গং লোকম্) গমন করে থাকে (যন্তি) ॥ ২ ॥ হে প্রেত! তুমি সত্যভূত যজ্ঞের পথ (ঋতস্য পন্থাং) সম্যক্ (অর্চি ইত্যাদি মার্গ) অনুক্রমে জ্ঞাত আছো (সাধুং অনু পশ্য)। সুকর্মা অঙ্গারোৎপন্ন মহর্ষিগণ (সুকৃত অঙ্গিরসঃ) যে পথে স্বর্গলোকে গমন করেছেন (যেন যান্ত) (অঙ্গিরাগণ সত্রযাগনুষ্ঠানের স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন), সেই পথে স্বর্গ গমন করো (তেভি পিথিভি স্বর্গং যাহি)। যে স্বর্গে (যত্রা) আদিত্যগণ (অর্থাৎ আদিতির পুত্র দেবগণ) মধুবৎপ্রীতিকর অমৃত আস্বদন করছেন (মধু ভক্ষয়ন্তি), তুমিও সেই ত্রিত্বসংখ্যাপূরক (উত্তম) দুঃখলেশহীন লোকে (অর্থাৎ সুখাত্মক স্বর্গে) প্রতিষ্ঠিত হও (তৃতীয়ে নাকে অধি বি শ্রয়স্ব) ॥ ৩ ॥ সুন্দর পক্ষশালী তিন (দেব) অগ্নি, সূর্য ও সোম ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ স্বর্গে (উপরস্য নাকস্য পৃষ্ঠে) এবং মায়ুমন্ত অর্থাৎ শব্দকারী বায়ু ও মেঘ (মায়ু) অন্তরিক্ষ লোকে (বিষ্টপি) অধিশ্রিত রয়েছেন। (অগ্নি ইত্যাদির দ্বারা অধিষ্ঠিত) এই সুখাত্মক লোকসমূহ (স্বর্গ লোকা) অমরসাধন সুধারসের দ্বারা (অমৃতেন) পূর্ণা (বিষ্ঠা)। তারা যজমান অর্থাৎ যজ্ঞকর্তা বা স্মার্ত অর্থাৎ বৈদিক কর্ম-অনুষ্ঠানকারী এই প্রেতকে (যজমানায়) অন্ন (ইষং) ও বলকর অন্নরস (উর্জং) প্রদান করুন (দুহ্রাম্) ॥ ৪ ॥ জুহূ অর্থাৎ হোমসাধনভূত পাত্রবিশেষ দ্যুলোককে ধারণ করেছে, (দ্যাঃ দাধার); উপভৃৎ অর্থাৎ হোমসাধনভূত পাত্রবিশেষ অন্তরিক্ষ অর্থাৎ মধ্যম লোককে ধারণ করেছে; বর্হিতে স্থাপন হতে আরম্ভ করে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত (প্রতিষ্ঠাং) ধ্রুবা নামে অভিহিত স্রুক্ (যজ্ঞপাত্র বিশেষ) চরাচরাত্মক জগতের আশ্রয়ভূতা পৃথিবীকে ধারণ করেছে। এই ধ্রুবার দ্বারা ধারিত পৃথিবীর (ইমাং) অভিলক্ষ্য (প্রতি) ঘৃতপৃষ্ঠ (ঘৃক্ষরণদীপ্ত্যো) অর্থাৎ দীপ্তির উপরিভাগে সর্বতো জ্যোতিষ্মন্ত সুখাত্মক লোকসমূহ (স্বর্গা) যজমানের কাম্যমান সকল ফল প্রদান করুন (কামংকামং দুহ্রাম্)। [পূর্বমন্ত্রে যজমানের স্বকর্মার্জিত সুকৃত ফলের বিষয় বলা হয়েছিল। এই মন্ত্রে পুণ্যক্ষয়ের পর মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হলে আহিতাগ্নি যেন সেই যজমানের পূর্বজন্মার্জিত সুকৃত-বাসনা বলে এই লোকেও পুনরায়

স্বর্গলোক প্রাপক যজ্ঞ ইত্যাদি সমীচীন কর্ম করতে পারেন, তেমন করেন] ॥ ৫ ॥ হে ধ্রুবা নামধেয় স্রুক (যজ্ঞে ঘৃতপ্রক্ষেপের নিমিত্ত পাত্রবিশেষ)! তুমি সকল ভোজয়িত্রী বা সকল ভোগাধিকরণভূতা পৃথিবীতে আরোহণ করো অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হও (আ রোহ)। (বর্হিতে স্থাপন হতে আরম্ভ করে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আজ্যের দ্বারা সম্পূর্ণা হয়ে স্থিরভাবে অর্থাৎ ধ্রুবভাবে অবস্থান করার নিমিত্ত স্রুক্ যেমন ধ্রুব নামে অভিহিত, তেমনই পৃথিবীও স্থিরা। সেই কারণে পৃথিবীকে স্রুকের অধিষ্ঠাত্রী বলা হয়)। হে উপভৃৎ (বটকাষ্ঠনির্মিত গোলাকার যজ্ঞপাত্র, যাতে রক্ষিত আজ্য স্রুকে গ্রহণ করা হয়)! তুমি অন্তরিক্ষ অর্থাৎ মধ্যমলোকে অধিষ্ঠিত হও (আ ক্রমস্ব)। (অধ্বর্যু যাগকালে অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপের সুবিধার নিমিত্ত দক্ষিণ হস্তে জুহু বা স্রুক্ এবং বাম হস্তে উপভৃৎ ধারণ করেন)। হে জুহু! তুমি যজমানের সাথে (যজমানেন সাকং) দ্যুলোকে গমন করো (দ্যাম্ গচ্ছ)। (ধ্রুব ইত্যাদি স্রুক ক্রমে পৃথিবী ইত্যাদি লোকসমূহে যজমানের দ্বারা অধিষ্ঠিত হোক—এটাই বক্তব্য)। এবং যজমান বৎসরূপ স্রুবের দ্বারা (বৎসেন স্রুবেন) সকল দিকে (সর্বা দিশঃ) প্রকর্ষের সাথে (প্রপীনাঃ) অভিলষিত ফলের ধুক্ষ্ব দোহক (অহ্ৃনীয়মানঃ) হোন। (বৎস যেমন প্রথম স্তন্যপানের দ্বারা মাতাকে স্থূলস্তনবিশিষ্টা অর্থাৎ দুগ্ধপূর্ণ-স্তনশালিনী করে, সেই রকমেই স্রুবও অর্থাৎ হোমের নিমিত্ত খদির ইত্যাদি কাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ সকল জুহু ইত্যাদি পাত্রগুলিকে বৎসত্বরূপেই আজ্যপূরিত করে দেয়—এটাই 'বৎসেন স্রুবেন' শব্দ দুটির বক্তব্য) ॥ ৬ ॥ তরণসাধন অর্থাৎ মহতী আপদ অতিক্রামক (তীর্থেঃ তরন্তি প্রবতঃ মহীঃ) এমন বুদ্ধিতে যাঁরা যজ্ঞ করেন (ইতি যজ্ঞকৃতঃ) ও বৈদিক স্মার্তকর্ম সাধিত করেন, যাঁরা সুকৃত কর্মপথে গমন করে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়েছেন (সুকৃতঃ যেন) এই (অত্র) পুণ্যলোক প্রাপ্তিসাধনের পথ অনুসরণে আগত যজমানের উদ্দেশে (যজমানায়) দিকসমূহ এবং তদর্থ পুণ্যার্জিত লোক (লোকং) বা সেই লোকবাসী প্রাণীবর্গ (ভূতানি) পূর্বমন্ত্রে উল্লিখিত অভিলষিত ফল (যৎ) সম্পাদন করুক (অকল্পয়ন্ত) ॥ ৭ ॥ পূর্ব দিকে বর্তমান (পূর্বঃ) অঙ্গিরাগণের অয়ন নামক (অঙ্গিরসাময়নং) সত্রাত্মক আহবনীয় অগ্নি, আদিত্যগণের অয়ন নামক (আদিত্যানামায়নং) সত্রাত্মক গার্হপত্য অগ্নি এবং দক্ষগণের অয়ন নামক (দক্ষিণানাময়নং) সত্রাত্মক দক্ষিণাগ্নি (দক্ষিণ দিকে বর্তমান অগ্নি এই মন্ত্রের দ্বারা বা মন্ত্রসাধ্যসত্রযাগাত্মক (ব্রহ্মণা) নির্মিত পৃথক আয়তনে স্থাপিত (বিহিতস্য) অগ্নির মহিমা (অগ্নের্মহিমানং) (অর্থাৎ আহ্বনীয় ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত অগ্নিসমূহের বিভূতি) সংহতাবয়ব (সমঙ্গ) ও সম্পূর্ণাবয়ব (সর্বঃ); এতএব হে প্রেত! তুমি সুস্থিত (শগ্মঃ) হয়ে (সেই সল দহ্যমান অগ্নির নিকট) গমন করো (উপ যাহি) ॥ ৮ ॥ হে অগ্নির দ্বারা দহ্যমান প্রেত! পূর্ব দিকে দীপ্যমান আহ্বনীয় অগ্নি (পূর্বঃ অগ্নিঃ) তোমাকে পূর্ব দিক হতে (পুরস্তাৎ) তোমার যাতে সুখ (শং) হয় তেমন ভাবে তোমাকে দহন করুক (দহতু); তথা গার্হপত্য অগ্নি (অর্থাৎ গৃহপতি যজমানের দ্বারা আহিত সকল অগ্নির যোনিভূত অগ্নি) তোমার পশ্চিমভাগে (পশ্চাৎ) তোমাকে সুখে দগ্ধ করুক। [পূর্বকালে প্রতি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আপন গৃহে দিবারাত্র (সর্বক্ষণ) একটি অগ্নি প্রজ্বলিত করে রাখতেন। অপর যে কোনও অগ্নি প্রজ্বলনের জন্য এই অগ্নি থেকেই সাহায্য নেওয়া হতো। এই অগ্নির নাম 'গার্হপত্য' অগ্নি। সুতরাং এই অগ্নিকে সকল অগ্নির যোনিভূত বলা হয়েছে]। দক্ষিণ দিকে নিহিত দক্ষিণাগ্নি তোমাকে সর্ববারক কবচের (বর্ম) দ্বারা আচ্ছাদিত-করণের ন্যায় সুখের সাথে (শর্ম, দগ্ধ করুক। হে অগ্নি! (আহবনীয় ইত্যাদি অগ্নির অনুগতত্বে এখানে একবচন প্রয়োগ করা হয়েছে)। তুমি উত্তর দিক হতে (উত্তরতঃ) মধ্য অর্থাৎ পূর্ব ইত্যাদি চতুর্দিক হতে, আকাশ হতে (অন্তরিক্ষাৎ) ও দশ দিক হতে

অর্থাৎ সকল অবান্তর দিক হতে (এই প্রেতকে) রক্ষা করো (পরি পাহি); কেবল দিক নয়, কিন্তু সেই সকল দিকের ভয়ঙ্কর অর্থাৎ ক্রূর বা হিংসকগণ হতেও (ঘোরাৎ) রক্ষা করো ॥ ৯॥ হে অগ্নিগণ! (একই অগ্নির ত্রিধাভবনের কারণে 'যূয়ং'-এই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে)। পৃথক্ আয়তনে স্থাপিত তোমাদের অত্যন্ত সুখকরী বা মঙ্গলময় শরীর (শন্তমাভিস্তনূভিঃ)। (প্রধানতঃ অগ্নি দ্বিবিধ—ঘোর অর্থাৎ ভয়ঙ্কর এবং শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়)। সেই মঙ্গলময় তনূর দ্বারা তোমরা তোমাদের ইষ্টবন্ত (যাগকারী) পুরুষকে (ঈজানম) সুখাত্মক লোকে (স্বর্গং লোকং) অভিগমন বা আরোহণ করাও (অভি বহাথ)। (অগ্নিত্রয়ের অর্থাৎ ত্রিধাভূত অগ্নির গন্তব্যপ্রাপণের দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁদের তিনটি অশ্বরূপে বলা হচ্ছে)—তিনটি অশ্বভূত (পৃষ্টিবাহঃ) হয়ে দৈবরথে বহন করে তোমরা এই যজমানকে (সেই) স্বর্গলোকে অভিগমন করাও, যে স্বর্গলোকে (যত্র) অমৃতপায়ী অর্থাৎ দেবতগণের সাথে সে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হবে (দেবৈঃ সধমাদং মদন্তি) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্থেনুবাকে নব সূক্তানি। তত্র 'আ রোহত জনিত্রীং জাতবেদসঃ' ইত্যাদিভিঃ পঞ্চদশভির্ঋগ্‌ভিশ্চিতিস্থং আহিতাগ্নিং প্রেতং উপতিষ্ঠেত।....ইত্যাদি॥ (১৮কা. ৪অ. ১সূ).॥

টীকা — চতুর্থ অনুবাকের নয়টি সূক্তই মূলে একটি সূক্তে গ্রথিত। পাঠের সুবিধার্থে নয়টি সূক্তের মধ্যে উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তের দশটি মন্ত্রে (এবং পরবর্তী সূক্তের পাঁচটি মন্ত্রে) চিতিস্থ আহিতাগ্নি প্রেতের উপাসনা বিহিত আছে। এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি দেশান্তরে মৃত প্রেতের অরণী দু'টি অগ্নিতে প্রত্যর্পণে বিনিয়োগ কর্তব্য। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র দু'টির দ্বারা প্রেতাঙ্গে প্রক্ষেপ্য যজ্ঞপাত্রগুলি অনুমন্ত্রণীয় ॥ (১৮কা. ৪অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, পিতরঃ, অগ্নি, চন্দ্রমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভূরিক, জগতী, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

শমগ্নে পশ্চাৎ তপ শং পুরস্তাচ্ছমুত্তরাচ্ছমধরাৎ তপৈনম্।
একস্ত্রেধা বিহিতো জাতবেদঃ সম্যগেনং ধেহি সুকৃতামু লোকে ॥ ১॥
শমগ্নয়ঃ সমিদ্ধা আ রভন্তাং প্রাজাপত্যং মেধ্যং জাতবেদসঃ।
শৃতং কৃণ্বন্ত ইহ মাব চিক্ষিপন্॥ ২॥
যজ্ঞ এতি বিততঃ কল্পমান ঈজানমভি লোকং স্বর্গম্।
তমগ্নয়ঃ সর্বহুতং জুষন্তাং প্রাজাপত্যং মেধ্যং জাতবেদসঃ
শৃতং কৃণ্বন্ত ইহ মাব চিক্ষিপন্ ॥ ৩॥
ঈজানশ্চিতমারুক্ষদগ্নিং নাকস্য পৃষ্ঠাদ্ দিবমুৎপতিষ্যন্।
তস্মৈ প্র ভাতি নভসো জ্যোতিষীমান্‌ৎস্বর্গঃ পন্থাঃ সুকৃতে দেবযানঃ ॥ ৪॥
অগ্নির্হোতাধ্বর্যুষ্টে বৃহস্পতিরিন্দ্রো ব্রহ্মা দক্ষিণতস্তে অস্তু।
হুতোঽয়ং সংস্থিতো যজ্ঞ এতি যত্র পূর্বময়নং হুতানাম্ ॥ ৫॥

অপূপবান্ ক্ষীরবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৬॥
অপূপবান্ দধিবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৭॥
অপূপবান্ দ্রপ্সবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৮॥
অপূপবান্ ঘৃতবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৯॥
অপূপবান্ মাংসবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তুমি পশ্চিম (পশ্চাৎ) ভাগে (গার্হপত্য অগ্নি রূপে) একে সুখে দহন করো (তপ)। পূর্বভাগে (পুরস্তাৎ) একে সুখে দগ্ধ করো (শং)। উত্তরদিক প্রদেশে (উত্তরাৎ) ও দক্ষিণদিক্ প্রদেশে (অধরাৎ। অধর শব্দে উত্তর প্রতিযোগিনী দক্ষিণ দিক উক্ত হয়) একে সুখে (আহিতাগ্নি রূপে) দহন করো (তপৈনম্)। হে জাতবেদা (জাতমাত্রেরই জ্ঞাতা অগ্নি)! তুমি এক হয়েও (গার্হপত্য ইত্যাদি) তিনরূপে তোমাকে স্থাপনকারী (একঃ ত্রেধা বিহিত) এই যজমান প্রেতকে (এনং) সুকৃতকর্মকারীগণের লোকে (অর্থাৎ স্বর্গে) সম্যক্ (অর্থাৎ চিরকালের জন্য) স্থাপন করো (ধেহি) ॥ ১॥ (এইখানে অগ্নিসকলের মিলন প্রার্থনা করা হচ্ছে)—হে জাতবেদা অগ্নিসকল (শমগ্নয়ঃ) তোমরা সম্যক্ প্রদীপিত হয়ে (সমিদ্ধা) প্রজাপতি-দেবতা রূপে পিতৃমেধে (মেধ্যং) প্রেতরূপ পশুকে পাক পূর্বক (শৃতম্ কৃণ্বন্তঃ) অবক্ষিপ্ত করো না (মা অব চিক্ষিপন্)। (অর্থাৎ নিরবশেষে দগ্ধ করো) ॥ ২॥ এই পূর্ব ইত্যাদি সকল দিকে বিস্তৃত (বিততঃ) পিতৃমেধ নামে আখ্যাত ইষ্ট প্রদেশ প্রাপণে সমর্থ যজ্ঞ (কল্পমানঃ) যাগকারী প্রেতকে (ঈজানং) সুখাত্মক লোক (স্বর্গম্) প্রাপ্ত করায় (অভি)। অতএব জাতবেদা অগ্নিসকল (জাতবেদসঃ অগ্নয়ঃ) মেধ্য এই (প্রাজাপত্যং) প্রেতরূপ পশুকে নিরবশেষে দগ্ধ পূর্বক সেবা করুক। এই দহনকর্মে যজ্ঞার্হ এই পশুকে পাক পূর্বক অবক্ষিপ্ত করো না ॥ ৩॥ এই যাজ্ঞিক পুরুষ (ঈজানঃ) বিষমসংখ্যক শলাকায় ও ইষ্টকে সংস্কৃত চিতাগ্নি প্রদেশে (চিতং) আরোহণ করেছে। (কেন? না—) দুঃরহিত স্বর্গের উপরিভাগে (নাকস্য পৃষ্ঠে) তৃতীয় কক্ষ্যারূপ দ্যুলোকে (দিবং) গমনের উদ্দেশে (উৎপতিষ্যন্)। এই হেন সুকৃতকর্মকারীর নিমিত্ত মধ্যাকাশের (নভসঃ) জ্যোতিষ্মান অর্থাৎ প্রকাশক (জ্যোতিষীমান) দেবযান পথ অর্থাৎ দেবতাগণের সুখের দ্বারা গন্তব্য পথ বা স্বর্গসাধনভূত পথ (পন্থাঃ) প্রকর্ষের সাথে দীপ্ত বা প্রকাশ হোক (প্র ভাতি) ॥ ৪॥ হে চিতাস্থ প্রেত! তোমার এই পিতৃমেধ যজ্ঞে অগ্নি হোতা অর্থাৎ বষট্‌কর্তা ঋত্বিক হোন (অগ্নির্হোতা অস্তু)। দেবগণের পালক অর্থাৎ বৃহস্পতি অধ্বর্যু অর্থাৎ যজমানের কাময়মান ঋত্বিক হোন। ইন্দ্র দক্ষিণ দিকে আসীন ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক হোন। এইরূপ হোতা ইত্যাদি রূপে অগ্নি ইত্যাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত পিতৃমেধে (যজ্ঞঃ) সমাপিত হয়ে (সংস্থিত) গমন করছে। (গন্তব্য স্থানটি কোথায়? না—) যে স্থান (যত্র) পূর্বকালীন যজ্ঞের প্রাপ্তিস্থান (হুতানাং অয়নং)। (যজ্ঞের দ্বারা সংস্কৃত পুরুষের স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হয়ে থাকে—এটাই বক্তব্য) ॥ ৫॥ গোধুম ইত্যাদির পিষ্টবিকার (অর্থাৎ চূর্ণীকৃত গম, অপূপবান্), গোদুগ্ধ (ক্ষীরবান্) এবং কুম্ভে পক্ক

ওদন বা অন্ন (চরুঃ) এই সঞ্চয়ন কর্মে অস্থিসমূহের সমীপে পশ্চিম দিক্-ভাগে উপস্থিত হোক (আ সীদতু)। এইগুলির দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের (লোককৃতঃ) পথিকৃৎ অর্থাৎ গন্তব্যস্থান স্বর্গলোকের মার্গপ্রদর্শক দেবতাগণকে প্রীত করছি। এই সঞ্চয়ণকর্মে অর্থাৎ অপূপক্ষীরযুক্ত চরু নিবেদনের দ্বারা যাগযোগ্য ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের মধ্যে তোমরা যারা (যে) হবির অংশপ্রাপক (হুতভাগাঃ) এই স্থানে আছো (ইহ স্থ), তাদের উদ্দেশে যাগ করছি ॥ ৬॥ গোধুমচূর্ণ (অপূপবান্), দধি (দধিবান্) ও চরু (দধিযোগে দ্বিতীয় চরুবিশেষ) এইস্থানে অর্থাৎ এই সঞ্চয়ন কর্মে উপস্থিত হোক (ইহ সীদতু)। সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের পথিকৃৎ দেবতাগণকে এর দ্বারা প্রীত করছি। এই সঞ্চয়ণকর্মে যাগযোগ্য ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের মধ্যে তোমরা যারা হবির অংশপ্রাপক এই স্থানে আছো, তাদের উদ্দেশে যাগ করছি ॥ ৭॥ পিষ্টকৃত গোধুম (অপূপবান্), দধিকণা (দ্রপ্সা) ও চরু (দধিকণা মিশ্রিত চরুবিশেষ) এই সঞ্চয়ণকর্মে উপস্থিত হোক। এর দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের পথিকৃৎ দেবতাগণকে প্রীত করছি। এই সঞ্চয়ণকর্মে যাগযোগ্য ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের মধ্যে তোমরা যারা হবির অংশপ্রাপক এই স্থানে আছো, তাদের উদ্দেশে যাগ করছি ॥ ৮॥ পিষ্টকৃত গোধুমের বিকার (অপূপবান্), বহুতর ঘৃত (ঘৃতবান্) ও চরু (প্রচুর ঘৃতমিশ্রিত চরুবিশেষ) এই সঞ্চয়ণকর্মে উপস্থিত হোক। এর দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের পথিকৃৎ দেবতাগণকে প্রীত করছি। এই সঞ্চয়ণকর্মে যাগযোগ্য ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের মধ্যে তোমরা যারা হবির অংশপ্রাপক এই স্থানে আছো, তাদের উদ্দেশে যাগ করছি ॥ ৯॥ পিষ্টকৃত গোধুমের বিকার (অপূপবান্), মাংস ও চরু (মাংসবত্ত্ব চরুবিশেষ এই সঞ্চয়ণকর্মে উপস্থিত হোক। এর দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের পথিকৃৎ দেবতাগণকে প্রীত করছি। এই সঞ্চয়ণকর্মে ইন্দ্রপ্রমুখ যাগযোগ্য দেবগণের মধ্যে তোমরা যারা হবির অংশপ্রাপক এই স্থানে আছো, তাদের উদ্দেশে যাগ করছি ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'শমগ্নে' ইতি দ্বিতীয় সূক্তে আদিতঃ পঞ্চানাং ঋচাং চিতিস্থাহিতাগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগ উক্তঃ। 'ঈজানশ্চিতমারুক্ষৎ' ইতি দ্বাভ্যাং ঋগভ্যাং চিতাবুত্তানং আহিতং প্রেতং কর্তা অনুমন্ত্রয়েত। 'অপূপবান্ ক্ষীরবান্' ইতি নবভির্ঋগ্‌ভির্মন্ত্রোক্তদ্রব্যযুতান্ নবসংখ্যাকাংশ্চরূন্ অভিমন্ত্র্য অস্থ্নাং সমীপে পশ্চিমদিক্‌প্রভৃত্যষ্টসু দিক্ষু একং মধ্য ইতি ক্রমেণ নিদধ্যাৎ॥ (১৮কা. ৪অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের 'শমগ্নে' ইত্যাদি প্রথম পাঁচটি মন্ত্র চিতিস্থ আহিতাগ্নির উপাসনায় বিনিযুক্ত হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র দু'টি চিতাস্থিত প্রেতের ঔর্ধ্বদেহিক কর্মকারী কর্তৃক অনুমন্ত্রণীয়। এই সূক্তের শেষ পাঁচটি এবং পরবর্তী সূক্তের প্রথম চারটি মন্ত্র প্রেতের অস্থিসমীপে অষ্ট দিকে একে একে (ক্রমে ক্রমে) মন্ত্রোক্ত দ্রব্যযুত সামগ্রী সহকারে যাগ-করণে বিনিয়োগ করণীয় ॥ (১৮কা. ৪অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, পিতরঃ, অগ্নি, চন্দ্রমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভূরিক, জগতী, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

অপূপবানন্নবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ১॥

অপূপবান্ মধুমাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ২॥
অপূপবান্ রসবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৩॥
অপূপবানপবাংশ্চরুরেহ সীদতু।
লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগা ইহ স্থ ॥ ৪॥
অপূপাপিহিতান্ কুম্ভান্ যাংস্তে দেবা অধারয়ন্।
তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ ॥ ৫॥
যাস্তে ধানা অনুকিরামি তিলমিশ্রাঃ স্বধাবতীঃ।
তাস্তে সন্তূদ্ভ্বীঃ প্রভ্বীস্তাস্তে যমো রাজানু মন্যতাম্ ॥ ৬॥
অক্ষিতিং ভূয়সীম্॥ ৭॥
দ্রপ্সশ্চস্কন্দ পৃথিবীমনু দ্যামিমং যোনিমনু যশ্চ পূর্বঃ।
সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ ॥ ৮॥
শতধারং বায়ুমর্কং স্বর্বিদং নৃচক্ষসস্তে অভি চক্ষতে রয়িম্।
যে পৃণন্তি প্র চ যচ্ছন্তি সর্বদা তে দুহ্রতে দক্ষিণাং সপ্তমাতরম্ ॥ ৯॥
কোশং দুহন্তি কলশং চতুর্বিলমিড়াং ধেনুং মধুমতীং স্বস্তয়ে।
ঊর্জং মদন্তীমদিতিং জনেষ্বগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — গোধুম ইত্যাদির পিষ্টবিকার (অপূপবান্), অন্ন ও চরু (ওদনান্তর যুক্ত চরুবিশেষ) এই সঞ্চয়ণ কর্মে উপস্থিত হোক। এর দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের পথিকৃৎ দেবতাগণকে প্রীত করছি। এই সঞ্চয়ণকর্মে ইন্দ্রপ্রমুখ যাগযোগ্য দেবগণের মধ্যে তোমরা যারা হবির অংশপ্রাপক এই স্থানে আছো, তাদের উদ্দেশে যাগ করছি ॥ ১॥ গোধুম ইত্যাদির পিষ্টবিকার (অপূপবান্), মাক্ষিক (মধুমান্) ও চরু (মধুমিশ্রিত চরুবিশেষ) এই সঞ্চয়ণকর্মে উপস্থিত হোক। এর দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের পথিকৃৎ দেবতাগণকে প্রীত করছি। এই সঞ্চয়ণকর্মে ইন্দ্রপ্রমুখ যাগযোগ্য দেবগণের মধ্যে তোমরা যারা হবির অংশপ্রাপক এই স্থানে আছো, তাদের উদ্দেশে যাগ করছি ॥ ২॥ গোধুম ইত্যাদির পিষ্টবিকার (অপূপবান্), কটু-তিক্ত-কষায়-লবণ-অম্ল ও মধুর এই ছয় রসযুক্ত পিষ্টক (রসবান্) ও চরু (রসাত্মক কুম্ভী-পক্ব ওদনরূপ চরু) এই সঞ্চয়ণকর্মে উপস্থিত হোক। এর দ্বারা সংস্ক্রিয়মান প্রেতের স্বর্গলোকের পথিকৃৎ দেবতাগণকে প্রীত করছি। এই সঞ্চয়ন কর্মে ইন্দ্রপ্রমুখ যাগযোগ্য দেবগণের মধ্যে তোমরা যারা হবির অংশপ্রাপক এই স্থানে আছো, তাদের উদ্দেশে যাগ করছি ॥ ৩॥ গোধুম ইত্যাদির পিষ্টবিকার (অপূপবান্), ভিন্ন প্রকৃতির পিষ্টক (অপবান্) ও চরু (স্বতন্ত্রভাবে কুম্ভী-পক্ব ওদনরূপ চরু) এই সঞ্চয়ণকর্মে মধ্যপ্রদেশে (ইহ) উপস্থিত হোক। এর দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ প্রেতের স্বর্গলোকের পথিকৃৎ দেবতাগণকে প্রীত করছি। এই সঞ্চয়ণকর্মে ইন্দ্রপ্রমুখ যাগযোগ্য দেবগণের মধ্যে তোমরা যারা হবির অংশপ্রাপক এই স্থানে আছো, তাদের উদ্দেশে যাগ করছি ॥ ৪॥ গোধুম ইত্যাদি পিষ্টবিকারের দ্বারা আচ্ছাদিত নয়টি চরুপূর্ণ কলস মন্ত্রোক্ত দেবগণ, হে সঞ্চিতাস্থিরূপ প্রেত! নিজেদের ভাগরূপে স্বীকার করেছেন (অধারয়ন্); সেই

কুম্ভস্থ চরুসমূহ পরলোকপ্রাপ্তবন্ত তোমাকে স্বধাবন্ত (অন্নবান্), মধুমন্ত (মধুমান) করুক ও তোমার পক্ষে আজ্য ক্ষরণকরী (ঘৃতশ্চুতঃ) হোক। (অর্থাৎ তোমার অস্থিসমীপে স্থাপিত চরুসমূহ পরলোক প্রাপ্ত তোমা হেন প্রেতের প্রীতির নিমিত্ত বহু অন্নরাশি সহ মধুঘৃতকুল্যাযুক্ত হোক) ॥ ৫ ॥ হে সঞ্চিতাস্থিরূপ প্রেত! তোমার নিমিত্ত (তে) তিলমিশ্রিত (কৃষ্ণতিলযুক্ত) অন্নবতী (স্বধাবতী) ও ভূষ্টয়বান যব (ধান্য) অনুক্রমে বিকীর্ণ বা বিক্ষেপ করেছি, সেইগুলি পরলোকপ্রাপ্তবন্ত তোমার পক্ষে প্রভূত পরিমাণে (প্রভ্বীঃ) প্রীতিদায়করূপে প্রাপ্ত হোক এবং পিতৃলোকের রাজা যম সেইগুলি বহুকাল পর্যন্ত (ভূয়সীং অক্ষিতিং-৭ম মন্ত্র) তোমার ভোগের নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রদান করুন (অনুমন্যতাম্)। (লোকে অবস্থানকারী পুরুষ যেমন আপন ধনসমূহ পুরস্বামীর অনুমতিক্রমে ভোগ করে, যমলোক-প্রাপ্ত প্রেত তেমনই আপন লব্ধ স্বধা ইত্যাদি ভোগের নিমিত্ত পিতৃলোকাধীশ্বর যমের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করে) ॥ ৬-৭ ॥ (ধূম ইত্যাদি পরিকীর্ণ পথ অবলম্বন পূর্বক পিতৃত্ব প্রাপ্ত জনসমূহ পিতৃলোকে উপনীত হয়ে সোমযাগজনিত সুকৃতফল উপভোগ করে। এই কারণে এই পিত্র্যে অর্থাৎ পিতৃ-সম্পর্কিত) প্রকরণে সোমে স্থিত জলের কণা বা সোমের স্তুতি করা হচ্ছে)—সোমরস-স্থিত উদককণা (দ্রপ্সঃ) ভূলোক (পৃথিবীং) ও দ্যুলোকে (দ্যাং) বিপ্রকীর্ণ (চস্কন্দ) হয়েছে। (গ্রাবে অর্থাৎ প্রস্তরে অভিষবণের সময়ে সোমরস ভূমিতে ক্ষরিত হয়ে থাকে এবং দশাপবিত্র হতে দ্রোণকলসের প্রতি ধারাপাত সময়ে সোমকণাসমূহ অন্তরিক্ষে বিপ্রকীর্ণ হয়ে থাকে।—এই কারণে এমন বলা হচ্ছে)। চরাচরাত্মক সর্ব জগতের কারণ পৃথিবী অনুলক্ষ্য করে (ইমং যোনিং) তথা পূর্বে উৎপন্ন দ্যুলোককে অনুলক্ষ্য করে বিপ্রকীর্ণ সোমরসকণা (দ্রপ্সং) সপ্তসংখ্যক বষটকর্তার (সপ্ত হোত্রাঃ) উদ্দেশে 'জুহোমি' অর্থাৎ যাগাগ্নিতে প্রক্ষেপ করছি। (অর্থাৎ হোতৃ-মৈত্রাবরুণ- ব্রাহ্মণাচ্ছংসি-পোতৃ-নেষ্ট্রা-আগ্নীধ্র-অচ্ছাবাক সংজ্ঞক সপ্ত বষট্‌কর্তাকে অনুলক্ষ্য করে এই সোমরসকণা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করছি। এই সোমরস বাজসনেয়-ব্রাহ্মণে আদিত্য রূপে স্তুত) ॥ ৮ ॥ হে প্রেত! শতসংখ্যক-ছিদ্রপতিত-উদকপ্রবাহযুক্ত (শতধারং), বিচরণশীল বায়ুর ন্যায় অর্চনীয় (বায়ুমর্কং), স্বর্গের লম্ভক (স্বর্বিদং), মনুষ্যগণের দ্রষ্টব্য (নৃচক্ষসঃ) কুম্ভটি দেবতাবর্গ তোমার ধন (রয়িং) বলে জ্ঞাত আছেন (অভিচক্ষতে)। তোমার যে (গোত্রিণঃ অর্থাৎ) গোত্রীয় সংস্কারকর্তাগণ অস্থিরূপ তোমাকে কুম্ভের জলের দ্বারা প্রীত করে (পৃণন্তি) এবং কুম্ভজল প্রদান করে (প্র যচ্ছন্তি), তারা সপ্তসংখ্যকা মাতৃভূতা অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি সংস্থায় বা কর্মে সর্বদা দক্ষিণা দোহন করে (সর্বদা দুহ্রতে দক্ষিণাম্)। (জলের দ্বারা আপ্লাবন অর্থাৎ স্নান বা সিক্ত করণের নাম দক্ষিণাদোহন) ॥ ৯ ॥ (শতসংখ্যক ছিদ্রযুক্ত কুম্ভের চারিটি ছিদ্রাবয়বের স্তুতি। চতুশ্ছিদ্র অর্থাৎ চতুঃস্তন কোশ—কোশবৎ কোশ)—ধন, সুবর্ণ ইত্যাদির দ্বারা সম্পূর্ণ কোশের (কোশং) সমান, পয়ঃপূর্ণ কুম্ভোপম (কলশম্) চারিটি ছিদ্রযুক্ত (উধঃ অর্থাৎ স্তনবৃন্ত-সম্পন্না) মধুররসক্ষীরযুক্তা (মধুমতীং) ইড়া নাম্নী ধেনুকে বা ভূমিরূপা ধেনুকে প্রেতের সর্বদা পরলোক নিবাসের নিমিত্ত দোহন করা হচ্ছে। (চতুশ্ছিদ্র কলশের জলে আপ্লাবনের নাম চতুঃস্তনধেনুর দোহন)। হে অগ্নি! প্রেতরূপ পিতৃত্ব-প্রাপ্ত (অর্থাৎ পিতৃলোকপ্রাপ্ত) জনের ভোগের নিমিত্ত সন্তোষকর (মদন্তীং), অখণ্ডনীয়া (অদিতিং), বলকর অন্ন (ঊর্জম্) তুমি খণ্ডিত করো না (মা হিংসীঃ)। পরমে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আকাশে (ব্যোমে) শতচ্ছিদ্র কলশের দোহন হচ্ছে ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অপূপবানন্নবাংশ্চরুঃ' ইতি আদিতশ্চতৃণাং ঋচাং অস্থিসমীপে মন্ত্রোক্তচরু-স্থাপনকর্মণি উক্তো বিনিয়োগঃ।....ইত্যাদি॥ (১৮কা. ৪অ. ৩সূ).॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম চারটি মন্ত্র অস্থির নিকটে চরু-স্থাপন কর্মে বিনিযুক্ত হয়। পরবর্তী মন্ত্রে পূর্বস্থাপিত নবচরুকুম্ভ অভিমন্ত্রণীয়। অষ্টম মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি সোমযাগে বহিষ্পবমান প্রসর্পণকালে বৈপ্রুযহোম করণীয়। শেষ দুই ঋকের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে শতচ্ছিদ্রপাত্র হতে পতিত জলের দ্বারা অস্থিসমূহ আপ্লাবন করণীয় ॥ (১৮কা. ৪অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, পিতরঃ, অগ্নি, চন্দ্রমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভূরিক, জগতী, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

এতৎ তে দেবঃ সবিতা বাসো দদাতি ভর্তবে।
তৎ ত্বং যমস্য রাজ্যে বসানস্তার্প্যং চর ॥ ১॥
ধানা ধেনুরভবদ্ বৎসো অস্যাস্তিলোঽভবৎ।
তাং বৈ যমস্য রাজ্যে অক্ষিতামুপ জীবতি ॥ ২॥
এতাস্তে অসৌ ধেনবঃ কামদুঘা ভবন্তু।
এনীঃ শ্যেনীঃ সরূপা বিরূপাস্তিলবৎসা উপ তিষ্ঠন্তু ত্বাত্র ॥ ৩॥
এনীর্ধানা হরিণীঃ শ্যেনীরস্য কৃষ্ণা ধানা রোহিণীর্ধেনবস্তে।
তিলবৎসা ঊর্জমস্মৈ দুহানা বিশ্বাহা সন্ত্বনপস্ফুরন্তীঃ ॥ ৪॥
বৈশ্বানরে হবিরিদং জুহোমি সাহস্রং শতধারমুৎসম্।
স বিভর্তি পিতরং পিতামহান্ প্রপিতামহান্ বিভর্তি পিন্বমানঃ ॥ ৫॥
সহস্রধারং শতধারমুৎসমক্ষিতং ব্যচ্যমানং সলিলস্য পৃষ্ঠে।
ঊর্জং দুহানমনপস্ফুরন্তমুপাসতে পিতরঃ স্বধাভিঃ ॥ ৬॥
ইদং কসাম্বু চয়নেন চিতং তৎ সজাতা অব পশ্যতেত।
মর্ত্যোঽয়মমৃতত্বমেতি তস্মৈ গৃহান্ কৃণুতে যাবৎসবন্ধু ॥ ৭॥
ইহৈবৈধি ধনসনিরিহচিত্ত ইহক্রতুঃ।
ইহৈধি বীর্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ ॥ ৮॥
পুত্রং পৌত্রমভিতর্পয়ন্তীরাপো মধুমতীরিমাঃ।
স্বধাং পিতৃভ্যো অমৃতং দুহানা আপো দেবীরুভয়াংস্তর্পরন্তু ॥ ৯॥
আপো অগ্নিং প্র হিণুত পিতৃঁরুপেমং যজ্ঞং পিতরো মে জুষন্তাম্।
আসীনামূর্জমুপ যে সচন্তে তে নো রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছান্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে প্রেত! সকলের প্রেরক সবিতা দেব, তোমার আচ্ছাদনের নিমিত্ত (ভর্তবে) এই বসন (এতৎ বাসঃ) প্রদান করছেন। এবং তুমি সেই প্রীতিকর (তৎ তার্প্যং) বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে (বসানঃ) প্রেতাধিরাজ যমের রাজ্যে পরিভ্রমণ করো (চর)। (মতান্তরে 'তার্প্যং' অর্থাৎ তৃপা নামক

তৃণবিশেষে নির্মিত ঘৃতাক্ত বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে যমলোকে বিচরণ করো) ॥ ১ ॥ ভৃষ্ট যব (ধানা) গো-সদৃশ (ধেনুরভবদ্) এবং এই তিলসমূহ বৎস-সমান (বৎসো অভবৎ)। সেই (তাং) বৎসরূপ তিলের সাথে ধেনুরূপা ভৃষ্ট যব যমের রাজ্যে ক্ষয়রহিত ভাবে অর্থাৎ দীর্ঘকাল এই প্রেত উপভোগ করুক (অক্ষিতাম্ উপ জীবতি) ॥ ২ ॥ হে অমুক নামধেয় প্রেত (অসৌ)! তোমার এই ভৃষ্ট যবসমূহ (তে এতা) কাম্যমান ফল দোহনকারিণী অর্থাৎ ইষ্টফলদা ধেনুরূপা হোক (কামদুঘা ধেনবঃ ভবন্তু); সন্ধ্যাবর্ণা (এনীঃ), শুভ্রবর্ণা (শ্যেনীঃ), সমানরূপা (সরূপা) বিবিধরূপা (বিরূপাঃ), তিলাত্মক-বৎসসহিতা (তিলবৎসা) ধেনুরূপা ভৃষ্ট যবগুলি এই যমরাজ্যে (অত্র), তোমার নিকটে অভিমতফল-দোহনার্থে পরিচর্যা করুক (উপ তিষ্ঠন্তু ত্বা) ॥ ৩ ॥ (পূর্ব মন্ত্রোক্ত অর্থ ব্যাখ্যাত হচ্ছে)—হে প্রেত! সন্ধ্যাবর্ণা, শুভ্রবর্ণা, হরিতবর্ণা (হরিণীঃ), অভিভর্জনের জন্য কৃষ্ণবর্ণা, অরুণবর্ণাঃ (রোহিণীঃ) ধেনুরূপা ভৃষ্ট যবগুলি তোমার হোক (তে)। সেই তিলবৎসা ধেনুসমূহ চিরদিন (বিশ্বাহা) অবিনশ্বর ভাবে (অনপস্ফুরন্ত্য) অর্থাৎ অক্ষীণ হয়ে অস্থিরূপ (অস্মৈ) তোমাকে বলকর অন্ন (ঊর্জম্) প্রদায়ক হোক (দুহানাঃ সন্তু) ॥ ৪ ॥ বৈশ্বানর (বৈশ্বানরে বিশ্বনরহিতো বিশ্বানরঃ। 'নরে সংজ্ঞায়াং' ইতি পূর্বপদস্য দীর্ঘঃ। বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ) অগ্নিতে এই (ইদং) পয়োরূপ বা স্থালীপাকরূপ হবিঃ প্রক্ষেপ করছি (জুহোমি)। সহস্রবিবোধক প্রবাহযুক্ত (সাহস্রং), শতপ্রবাহোপেত (শতধারং) প্রস্রবণ-সদৃশ এই হবিঃ (হবিরিদং)। (যেমন এইরকম উৎস স্বোপজীবিগগণের প্রীত করে, সেইরকম এই হবিঃ নানাবিধ সৎ পিতৃপুরুষগণের পুষ্টির উৎসরূপে রূপিত)। হবির দ্বারা প্রীত সেই (স) বৈশ্বানর অগ্নি পিতৃত্বপ্রাপ্ত স্বজনক প্রেত (পিতরং) পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণের প্রীতি সাধন পূর্বক পোষণ করেন (বিভর্তি পিন্বমানঃ) ॥ ৫ ॥ সহস্রসংখ্যকচ্ছিদ্র-পতিত জলপ্রবাহযুক্ত (সহস্রধারং), শতধারা সমন্বিত প্রস্রবণের মতো (উৎসবৎ) ক্ষয়রহিত (অক্ষিতং), অন্তরিক্ষের উপরিভাগে (সলিলস্য পৃষ্ঠে) ব্যাপ্ত, বলকর অন্নসাধনোদক ক্ষারণকারী (ঊর্জং দুহানং), বহুচ্ছিদ্রযুক্ত অবিদীর্যমান বা সম্যক্ শোভমান (অনপস্ফুরন্তং) যে কুম্ভ—প্রেতভূত পিতৃগণ (পিতরঃ) আপন তুষ্টির হেতু সেই কুম্ভের সেবা করেন (স্বধাভিঃ) ॥ ৬ ॥ হে সমানকুলে জাত বা সমগোত্রীয়গণ (সজাতা)! তোমরা এই সঞ্চয়নকর্মের দ্বারা (চয়নেন) সঞ্চিত বা সমূহীকৃত অস্থিগুলি (কসাম্বু) অবলোকন করো (অব পশ্যত)। (অর্থাৎ পূর্বমন্ত্রে উদকাপ্লাবিত যে অস্থিগুলির কথা বলা হয়েছে, তা দর্শন করো)। আগত হও (এত)। এই মরণধর্মা প্রেত (অয়ম মর্ত্য) অমৃতত্ব অর্থাৎ অমরণ-ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছে (অমৃতত্বং এতি)। সেই নিমিত্ত তোমরা যত সমান-গোত্রীয় সবান্ধব আছো (যাবৎসবন্ধু), তারা সকলে তাকে (তস্মৈ) অর্থাৎ সেই প্রেতকে স্থান করে দাও (গৃহাণ্ কৃণুত)। (প্রেতের অস্থি নিরীক্ষণই পরলোকে স্থানকরণ—এটাই অর্থ) ॥ ৭ ॥ হে দীপ্তপাংসুতে (ধূলিতে) স্থাপিত অঙ্গার (উল্মুক) বা অঙ্গারময় প্রেত! তুমি এই পাংসুলক্ষণ প্রদেশেই অবস্থান করো (ইহৈব এধি)। আমাদের ধনের দাতা হও (ধনসনিঃ); এই প্রদেশে প্রজ্ঞাত হও (ইহ চিত্ত); আমাদের কর্ম-সম্পাদক হও (ইহক্রতুঃ); তথা এই প্রদেশে অত্যন্ত বলবান বিধাতা হও (বীর্যবত্তরঃ বয়োধা); সেই বিধাতারূপে শত্রুর দ্বারা অপরাজিত হয়ে অবস্থান করো (অপবাহতঃ এধি) ॥ ৮ ॥ মধুররসোপেতা এই আচমনার্হা জলসমূহ (ইমা আপঃ) পুত্র-পৌত্রগণের প্রীতিকর (অভিতর্পয়ন্তীঃ), অতএব পিণ্ডোপজীবী আপন পিতৃগণের উদ্দেশে (পিতৃভ্যঃ) অমরণসাধন আত্মপ্রীতিকর অন্ন (অমৃতং স্বধাং) প্রদায়ক (দুহানাঃ) দ্যোতমানা (দেবীঃ) আচমনীয় সমুদায় (আপঃ—জলরাশি) পুত্র ও পৌত্রদের (উভয়ান্) বর্ধন করুক (তর্পয়ন্তু)। (অথবা—'উভয়' শব্দের দ্বারা আপন মাতৃ ও পিতৃকুলের তৃপ্তি সাধন করুক, অর্থাৎ পিণ্ডদানের পর

ক্রিয়মাণ আচমনের দ্বারা তৃপ্তি সাধন করুক—এমনও অর্থ করা যায়। এই পক্ষে 'পিতৃভ্যঃ' অর্থে 'পিতা মাতা' বুঝতে হবে) ॥ ৯॥ হে অবসেচন-সাধনভূতা জলরাশি (আপঃ) তোমরা তোমাদের অবসিচ্যমান দক্ষিণাগ্নিকে (অগ্নিং) পিতৃপিতামহ ইত্যাদির সমীপে প্রেরণ করো (প্র হিণুত); (অর্থাৎ বর্হিতে অর্থাৎ কুশে প্রদত্ত পিণ্ড দানের নিমিত্ত প্রেরণ করো)। পিতৃগণ আমাদের (মে) ইদানীং অনুষ্ঠীয়মান পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামক যজ্ঞের (ইমং যজ্ঞং) সেবা করুন (জুষন্তাম্); (অর্থাৎ পিণ্ড আস্বাদন করুন)। যে পিতৃগণ্ কুশে উপবিষ্ট হয়ে আছেন, তাঁরা বলকর পিণ্ডলক্ষণ অন্ন স্বীকার করুন (ঊর্জং উপসচন্তে); তাঁরা আমাদের বহু কর্মকুশল পুত্রপৌত্র ইত্যাদির সাথে স্থির ধন দান করুন (নঃ রয়িম্ সর্ববীরং নি যচ্ছান্) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'এতৎ তে দেবঃ' ইতি সূক্তস্য আদ্যয়া ঋচা বাসোঽভিমন্ত্র্য প্রেতং প্রচ্ছাদয়েৎ। 'ধানা ধেনুরভবৎ', 'এতাস্তে অসৌ ধেনবঃ', 'এনীর্ধানা হরিণীঃ' ইতি তিসৃভির্ঋগ্‌ভিঃ অস্থ্রাং উপরি তিলমিশ্রা ধানা আদধ্যাৎ।—ইত্যাদি॥ (১৮কা. ৪অ. ৪সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্রটির দ্বারা বস্ত্র অভিমন্ত্রিত পূর্বক প্রেতকে আচ্ছাদন করণীয়। পরবর্তী তিনটি ঋকের দ্বারা অস্থির উপরে তিলমিশ্রিত ভৃষ্ট যব নিক্ষেপণীয়। এ ছাড়া অপর মন্ত্রগুলির মাধ্যমে পিতৃমেধের দ্বিতীয় দিবসে দহনস্থানের নিকট গোদুগ্ধে বা পক্ক স্থালীপাকে যজ্ঞ সাধনীয়।...(কৌ. ১১।৮, ১১।৯ দ্রষ্টব্য)।...ইত্যাদি ॥ (১৮কা. ৪অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, পিতরঃ, অগ্নি, চন্দ্রমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভূরিক, জগতী, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

সমিন্ধতে অমর্ত্যং হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্।
স বেদ নিহিতান্ নিধীন্ পিতৄন্ পরাবতো গতান্ ॥ ১॥
যং তে মন্থং যমোদনং যন্মাংসং নিপৃণামি তে।
তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ॥ ২॥
যাস্তে ধানা অনুকিরামি তিলমিশ্রাঃ স্বধাবতীঃ।
তাস্তে সন্তূদ্ভ্বীঃ প্রভ্বীস্তাস্তে যমো রাজানু মন্যতাম্ ॥ ৩॥
ইদং পূর্বমপরং নিযানং যেনা তে পূর্বে পিতরঃ পরেতাঃ।
পুরোগবা যে অভিশাচো অস্য তে ত্বা বহন্তি সুকৃতামু লোকম্ ॥ ৪॥
সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো হবন্তে সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥ ৫॥
সরস্বতীং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ।
আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বমনমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে ॥ ৬॥

সরস্বতী যা সরথং যয়াথোক্থৈঃ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী।
সহস্রার্ঘমিড়ো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি ॥ ৭॥
পৃথিবীং ত্বা পৃথিব্যামা বেশয়ামি দেবো নো ধাতা প্র তিরাত্যায়ুঃ।
পরাপরৈতা বসুবিদ্ বো অস্ত্বধা মৃতাঃ সং ভবন্তু ॥ ৮॥
আ প্র চ্যবেথামপ তন্মৃজেথাং যদ্ বামভিতা অত্রোচুঃ।
অস্মাদেতমঘ্নৌ তদ্ বশীয়ো দাতুঃ পিতৃষ্বিহভোজনৌ মম ॥ ৯॥
এয়মগন্ দক্ষিণা ভদ্রতো নো অনেন দত্তা সুদুঘা বয়োধাঃ।
যৌবনে জীবানুপপৃঞ্চতী জরা পিতৃভ্য উপসংপরাণয়াদিমান্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — কর্মকর্তাগণ (যাগকারীবৃন্দ) অমরণধর্মা (অমর্ত্য), আজ্যপ্রিয় (ঘৃতপ্রিয়), হবির বাহক (হব্যবাহ) অগ্নিকে সমিধের (অর্থাৎ কাষ্ঠের) দ্বারা সম্যক্ দীপিত করছেন (সমিন্ধতে)। তিনি (স) অর্থাৎ সেই অগ্নি ভূমিতে নিহিত নিধির ন্যায় অতি দূরদেশগত পিতৃগণকে জ্ঞাত আছেন। (ভূমিতে নিগূঢ় নিধি যেমন প্রদর্শক বিনা প্রকাশ পায় না, পিতৃলোকপ্রাপ্ত পিতৃগণও সেই রকম দূরবর্তী অজ্ঞাতলোকে অবস্থান করলেও একমাত্র অগ্নিদেবই তাঁদের অবস্থান জ্ঞাত আছেন—এটাই বক্তব্য) ॥ ১॥ (প্রেতেরই প্রীতির নিমিত্ত সক্তুমন্থ ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে)—হে প্রেত! তোমার প্রীতি নিমিত্ত যে মন্থ (যন্মন্থং), যে অন্ন (যমোদনং), যে মাংস (যন্মাংসং) প্রদান করছি (নিপৃণামি), তে অর্থাৎ সেই মন্থ ইত্যাদি তোমার বহু অন্নযুক্ত (স্বধাবন্তঃ), মধুযুক্ত (মধুমন্তঃ) এবং ঘৃতের সাথে যুক্ত (ঘৃতশ্চুতঃ) হোক (সন্তু) ॥ ২॥ হে প্রেত! তোমার উদ্দেশে এই যে কৃষ্ণ তিলযুক্ত ভৃষ্ট যব নিক্ষেপ করছি, সেগুলি মহৎ ও প্রভূত পরিমাণে তোমার প্রাপ্ত হোক; এবং পিতৃলোকাধিপতি যম তা ভক্ষণের জন্য তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। [এই মন্ত্রটি এই অনুবাকের তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রেও পাওয়া যায়] ॥ ৩॥ এই যে পুরোবর্তী প্রেতবহনের শকট (নিযানং), তা পূর্বের এবং অদ্যতন; অর্থাৎ পূর্বে যে শকটে তোমার পিতৃপুরুষগণ পরাঙ্মুখে গমন করেছিলেন (পরেতাঃ), বর্তমানেও সেই শকট প্রেতবহনের জন্য অবস্থিত রয়েছে। ইদানীং এই সন্নহ্যমান শকটের (অস্য) সম্মুখভাগের দুই পার্শ্বে (অভিশ্রাচঃ) যে দু'টি বলদ যুক্ত হয়ে আছে, তারা তোমাকে (তুমি হেন প্রেতকে) সুকৃতলোকে বহন পূর্বক গমন করুক (বহন্তি সুকৃতাম্ লোকম্) ॥ ৪॥ মৃতদেহের সংস্কার-করণশালী অগ্নি বা যমের প্রীতির নিমিত্ত সকলশব্দ-সরণিস্বরূপা বাগ্‌দেবতার (সরস্বতীর বা সরণবতীর) আহ্বান করা হয়। তথা অধ্বরে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞের তায়মানে অর্থাৎ বিস্তার লাভ ঘটলে বাগ্‌দেবীর (সরস্বতীর) আহ্বান করা হয়। (যজ্ঞে সারস্বত হোমের বিদ্যমানতার কারণে স্তোত্রশব্দ ইত্যাদির বাগাত্মকত্ব এবং তার সিদ্ধির নিমিত্ত সরস্বতীর আহ্বান করা হয়ে থাকে)। পূর্বে সুকৃত কর্মকারীগণ আপন আপন অভিমত ফল-লাভের নিমিত্ত দেবী সরস্বতীকে আহ্বান করেছেন; এখনও সরস্বতী দেবী হবির্দানরত যজমানকে বরণীয় বস্তু (বার্যং) দান করুন। [এই মন্ত্রটি এই কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের পঞ্চম সূক্তের প্রথম মন্ত্র রূপেও পাওয়া যায়] ॥ ৫॥ বেদীর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠিত পিতৃপুরুষবর্গও দেবী সরস্বতীর আহ্বান করে থাকেন। হে পিতৃপুরুষগণ! তোমরা এই যজ্ঞে বিরাজমান হয়ে আমাদের প্রদত্ত স্বধা লাভপূর্বক প্রসন্নতা প্রাপ্ত হও। হে দেবী সরস্বতী! তুমি পিতৃগণের দ্বারা আহুতা হয়ে রোগ-রহিত অভীপ্সিত অন্ন আমাদের প্রদান করো। [এই মন্ত্রটিও

এই কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের পঞ্চম সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র রূপেও পাওয়া যায়] ॥ ৬॥ হে সরস্বতী দেবী! তুমি উক্থ-শস্ত্রে (সামবেদীয় অংশবিশেষ বা যজ্ঞবিশেষে) ও স্বধায় (পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত জল-পিণ্ড ইত্যাদি বা জল-পিণ্ডদানের মন্ত্রে) তৃপ্ত হয়ে পিতৃগণ সমভিব্যাহারে এক-রথে গমন করছো। তুমি বহু পুত্র ও প্রজাদের তৃপ্ত করার উপযুক্ত অন্নের ভাগ এবং গো-ইত্যাদি লক্ষণ ধনের পুষ্টি আমি হেন যজমানকে প্রদান করো। [এই মন্ত্রটিও এই কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের পঞ্চম সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র রূপেও পাওয়া যায়] ॥ ৭॥ পৃথিবীবিকারভূত কুম্ভীরূপা (পৃথিব্যাং) হে মৃত্তিকা (পৃথিবীং)! তোমাকে আমি আলিম্পিত করছি। (অর্থাৎ মৃত্তিকা, গোময় ইত্যাদি লেপনের দ্বারা আমি এই চরুস্থালী ঈষৎ দৃঢ়া (ত্বা) করছি)। বিধাতা (ধাতা) অর্থাৎ সকলের দেবতা আমাদের সকল যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা রূপে আমাদের জীবন (আয়ুঃ) বর্ধন করুন (প্র তিরাতি)। হে দূরদেশে গত (পরাপরৈতাঃ) পিতৃগণ! তোমরা বসুবিৎ অর্থাৎ এই অন্নলক্ষণ ধন তোমাদের প্রাপয়িত্রী হোক; (অর্থাৎ এই মৃত্তিকালিপ্তা চরুকুম্ভী তোমরা লাভ করো)। চরু-প্রদান, স্বাহাকার ইত্যাদির পর (অধ) ইদানীন্তন পরলোক প্রাপ্ত (মৃতাঃ) পিতৃগণ আপন পূর্বজ পিতৃবর্গের সাথে সংযুক্ত হোন (সং ভবন্তু) ॥ ৮॥ হে প্রেতবাহক বৃষভদ্বয়! তোমরা শকট হতে বিযুক্ত হয়ে (প্র চ্যাবেথাং) আমাদের অভিমুখে আগত হও (আ); সেই নিন্দারূপ বাক্য অপমার্জিত অর্থাৎ শোধন করো (অপ তৎ মৃজেথাং), যা দূষক পুরুষগণ (অভিভাঃ) তোমাদে সম্পর্ক বলে থাকে।—'এই বৃষভদ্বয় অস্পৃশ্য, অনিরীক্ষ প্রেতকে বহন কর্মে নিয়োজিত হয়েছে'—ইত্যাদি নিন্দারূপ যে বাক্য উদিত হয়েছে, তা শোধন করো। অতএব হে অহন্তব্য অর্থাৎ অবধ্য (অঘ্ন্যৌ) বৃষভদ্বয়! তোমরা এই নিন্দানিমিত্ত শকট হতে আগত হও। সেই আগমন (তৎ) শ্রেষ্ঠ (বশীয়ঃ) হবে। তাহলে এই (ইহ) পিতৃমেধ যজ্ঞে অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে অগ্নির প্রদাতা (দাতুঃ) বা হবির প্রদাতা আমার পক্ষে তোমরা পালয়িতা (মম ভোজনৌ) হবে ॥ ৯॥ এই গোরূপা দক্ষিণা (ইয়ং দক্ষিণা) সংস্কারকারী আমাদের (নঃ) কল্যাণ প্রদেশ হতে (ভদ্রতঃ) আগত হয়েছে (আ অগন)। এই প্রেতের দ্বারা বিতীর্ণা (অনেন দত্তা) সুষ্ঠু দোগ্ধ্রী (সুদুঘা), অন্নের ক্ষীরলক্ষণ-প্রদাত্রী (বয়োধাঃ) গোরূপা দক্ষিণা বার্ধক্যে জরাযুক্তা হলেও বর্তমানের ন্যায় যৌবন সদৃশ জীবন (শরীরের মধ্যাবস্থা) প্রাপ্ত হোক (যৌবনে জীবান)। অধিকন্তু, (এই গোরূপা দক্ষিণা) অধুনা (ইমান্) সংস্ক্রিয়মাণ পূর্ব পিতৃগণের সমীপে সম্যক্ প্রাপ্ত হোক (উপসম্পরাণয়াৎ) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সমিন্ধতে' ইতি আদ্যয়া ঋচা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে সমিধং আদধ্যাৎ। (সূত্রিতং হি)।...'যাস্তে ধানাঃ' ইত্যাস্যা অস্থিষু তিলমিশ্রধানাবিকিরণে বিনিয়োগ উক্তঃ। 'ইদং পূর্বং' ইত্যনয়া দহনার্থং প্রেতং উত্থাপ্য শকটে নিদধ্যাৎ। 'সরস্বতীং দেবয়ন্তঃ' ইতি তিসৃণাং প্রেতশরীরে অগ্নিদানান্তরং সারস্বতহোমে বিনিয়োগ উক্তঃ।—ইত্যাদি ॥ (১৮কা. ৪অ. ৫সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্রের দ্বারা সমিধ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সূক্তমন্ত্রগুলি তিলমিশ্র ধানা নিক্ষেপণে, দহনের নিমিত্ত প্রেতশরীরকে উত্থাপিত করে শকটে স্থাপন, প্রেতশরীরে অগ্নিদানের পর সারস্বতহোমে বিনিয়োগ, সবযজ্ঞে মৃত্তিকা-গোময় ইত্যাদির দ্বারা চরুস্থালী আলিম্পন (কৌ. ৮/২), প্রেতবাহন বৃষভদ্বয়কে অভিমন্ত্রিত করে গ্রহণ, পিতৃমেধের চতুর্থ দিবসে দক্ষিণারূপা গাভী অভিমন্ত্রণ পূর্বক প্রতিগ্রহণ ইত্যাদি নির্ধারিত হয়েছে ॥ (১৮কা. ৪অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, পিতরঃ, অগ্নি, চন্দ্রমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভূরিক, জগতী, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

ইদং পিতৃভ্যঃ প্র ভরামি বর্হির্জীবং দেবেভ্য উত্তরং স্তৃণামি।
তদা রোহ পুরুষ মেধ্যো ভবন্ প্রতি ত্বা জানন্তু পিতরঃ পরেতম্ ॥ ১॥
এদং বর্হিরসদো মেধ্যোঽভূঃ প্রতি ত্বা জানন্তু পিতরঃ পরেতম্।
যথাপরু তন্বং সং ভরস্ব গাত্রাণি তে ব্রহ্মণা কল্পয়ামি ॥ ২॥
পর্ণো রাজাপিধানং চরূণামূর্জো বলং সহ ওজো ন আগন্।
আয়ুর্জীবেভ্যো বিদধদ্ দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ৩॥
ঊর্জো ভাগো য ইমং জজানাশ্মান্নানামাধিপত্যং জগাম।
তমর্চ্চত বিশ্বমিত্রা হবির্ভিঃ স নো যমঃ প্রতরং জীবসে ধাৎ ॥ ৪॥
যথা যমায় হর্ম্যমবপন্ পঞ্চ মানবাঃ।
এবা বপামি হর্ম্যং যথা মে ভুরয়োঽসত ॥ ৫॥
ইদং হিরণ্যং বিভৃহি যৎ তে পিতাবিভঃ পুরা।
স্বর্গং যতঃ পিতুর্হস্তং নির্মৃড়ঢি দক্ষিণম্ ॥ ৬॥
যে চ জীবা যে চ মৃতা যে জাতা যে চ যজ্ঞিয়াঃ।
তেভ্যো ঘৃতস্য কুল্যৈ তু মধুধারা ব্যুন্দতী ॥ ৭॥
বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সূরো অহ্নাং প্রতরীতোষসাং দিবঃ।
প্রাণঃ সিন্ধূনাং কলশাঁ অচিক্রদদিন্দ্রস্য হার্দিমাবিশন্মনীষয়া ॥ ৮॥
ত্বেষস্তে ধূম ঊর্ণোতু দিবি ষংছুক্র আততঃ।
সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে ॥ ৯॥
প্র বা এতীন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতিং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরঃ।
মর্য ইব যোষাঃ সমর্ষসে সোমঃ কলশে শতযামনা পথা ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত (পিতৃভ্যঃ) এই কুশ (ইদং বর্হি) আস্তৃত করছি (প্র ভরামি)। সেই আস্তীর্ণ কুশের উপর (উত্তরং) আমি হেন সংস্কারক (জীবন্—জীবনবান) দেবতাগণের নিমিত্ত অপর কুশ আস্তীর্ণ করছি (স্তৃণামি)। হে পুরুষ! তুমি এই পিতৃমেধাখ্য যজ্ঞের যোগ্য (মেধ্য) হয়ে সেই কুশে আরোহণ করো (আ রোহ)। তোমার পূর্বজ পিতৃগণ (পিতরঃ) পরাঙ্মুখ-গত বা পরলোক-প্রাপ্ত (পরেতং) তোমাকে অনুমোদন করুন (ত্বা প্রতি জানন্তু); (অর্থাৎ কুশে আরোহণের কারণে তাঁরা এই কথা স্মরণ করুন যে, আমাদের এই জন পিতৃলোক লাভ করেছে) ॥ ১॥ হে প্রেত! তুমি এই (ত্বং ইদং) চিতায় আস্তীর্ণ কুশে আরোহণ করে (বর্হিরসদো) এবং অতঃপর পিতৃমেধ যজ্ঞের যোগ্য হও (মেধ্যোভূঃ); অর্থাৎ দহনের দ্বারা সংস্কৃত হও)। তোমার

পূর্বজ পিতৃগণ (পিতরঃ) পরাঙ্মুখ-গত বা পরলোক-প্রাপ্ত (পরেতং) তোমাকে অনুমোদন করুন। জীবিত অবস্থায় তোমার দেহের অস্থিগুলির পর্বে যেমন সন্নিবেশিত ছিল (তন্বং যথাপরু সংভরস্ব গাত্রাণি), আমিও এই ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা তা পূর্বস্থিত পর্বানতিক্রমে সংহত করছি (কল্পয়ামি)। ('আমিও' অর্থে—'অহমপি কুলে জ্যেষ্ঠ' অর্থাৎ কুলের জীবিত জ্যেষ্ঠ পুরুষ রূপে) ॥ ২ ॥ কুম্ভ্যা-পক্ক অন্নের (চরূণাম) আচ্ছাদনভূত (পিধানং) সকল যজ্ঞীয় বৃক্ষের অধিপতি পলাশবৃক্ষ (পর্ণঃ রাজা) আমাদের বলবন্তকারী অন্নরস (উর্জঃ), শারীরিক ও বাহ্যিক অর্থাৎ মনুষ্য-সম্পদ ইত্যাদি লক্ষণ সমন্বিত দুই প্রকার বল, শত্রুধর্ষণের সামর্থ্য (সহঃ), শরীরের কান্তি বা শরীরধারক অষ্টম ধাতু (ওজঃ) প্রদানের নিমিত্ত আগত হোক; (অর্থাৎ সকলচরু-পিধায়ক পলাশপর্ণ আমাদের উর্জ-বল ইত্যাদির আকর হয়ে আগমন করুক)। (কেবল অন্ন ইত্যাদি দানই নয়, অধিকন্তু) জীবিত আমাদের (জীবেভ্য) আয়ুকে শতসম্বৎসরব্যাপী দীর্ঘায়ুত্ব প্রদান করুক (বিদধৎ) ॥ ৩ ॥ অস্থিসমীপে স্থাপিত অন্নের সম্ভোগকারী (উর্জঃ ভাগঃ) যম (য) এই প্রেতকে উৎপাদিত করেছেন (ইমম্ জজান)। এবং যমের দ্বারা (যেন চ) চরুর আচ্ছাদক পাষাণ (অশ্মা) চরুর উপর স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে (অন্নানাম্ আধিপত্যম্ জগাম)। হে সকলের উপকারীজনবন্ত বান্ধবগণ (বিশ্বমিত্রা)! তোমরা সেই যমকে চরুপুরোডাশ ইত্যাদি হবির দ্বারা প্রীত করো (তম্ অর্চত হবির্ভি)। সেই অর্চিত যম (স যমঃ) আমাদের (নঃ) প্রকৃষ্ট (প্রতরং) জীবন বা দীর্ঘ আয়ু লাভের নিমিত্ত ধারণ করুন (জীবসে ধাৎ)। [এই ঋকটির অর্ধাংশ এই কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের সপ্তম সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে পাওয়া যায়] ॥ ৪ ॥ পঞ্চ সংখ্যক জন (মনোরপত্য ইত্যাদি পঞ্চ মানবাঃ) অর্থাৎ নিষাদ ও ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চতুর্বর্ণীয় মানব অথবা ঐতরেয়ক ব্রাহ্মণানুসারে দেব-মনুষ্য-গন্ধর্বাপ্সরা-সর্প ও পিতৃগণ) যে প্রকারে (যথা) প্রেতাধিপতি যমের নিমিত্ত নিবাসস্থান নির্মাণ করেছে (হর্ম্যং অবপন), তেমন (এব) প্রেতের নিবাসের নিমিত্ত উন্নত পিতৃগৃহ মৃত্তিকার দ্বারা সম্পাদিত করছি (হর্ম্যং আবপামি), যাতে আমার বান্ধবগণ (মে) বহু (ভুরয়ঃ) হয় (অসত); (অর্থাৎ প্রেতরূপী বান্ধবগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে নিবাস করতে পারে)। (প্রেতের নিমিত্ত উন্নত স্থান না করলে বন্ধুবর্গের অনিষ্ট বা অসুবিধা হতে পারে, সেই কারণেই উন্নত পিতৃগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হয়) ॥ ৫ ॥ হে প্রেত! এই সুবর্ণনির্মিত অঙ্গুরি (ইদং হিরণ্যং) ঘৃতের দ্বারা ধারণ করো (বিভৃহি), যে হিরণ্য (যৎ) তোমার (তে) পিতা অতীতে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করতেন। সুখের সাথে কর্মার্জিত লোকে গমনকারী (স্বর্গং যত) জনকের দক্ষিণ হস্ত নির্মার্জন বা শোধন করে দাও (নিঃ মৃড্‌ঢি দক্ষিণম্)। (দক্ষিণহস্তে ধারণের কারণে দক্ষিণ হস্তের প্রমার্জন প্রয়োজন) ॥ ৬ ॥ যারা জীববন্ত (অর্থাৎ জীবন্ত) ও যারা মৃত, যারা জনিমন্ত (অর্থাৎ জাত হয়েছে) এবং যারা জনিষ্যমাণ (যজ্ঞিয়াঃ—অর্থাৎ উৎপাদিতব্য)—সেই সকলের (তেভ্যঃ) নিমিত্ত মধুপ্রবাহ বিশেষভাবে অভিবর্ষিত হোক (মধুধারা ব্যুন্দতী) এবং আজ্যের কৃত্রিম নদী (ঘৃতস্য কুল্যা) তাঁদের প্রীতির নিমিত্ত গমন করুক বা প্রবাহিত হোক (এতু) ॥ ৭ ॥ (পিতৃত্ব প্রাপ্ত পুরুষগণ. ধূম ইত্যাদি মার্গ অবলম্বনে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়ে সোমযাগ ইত্যাদি জনিত সুকৃত বা পুণ্যফল উপভোগ করে। সেই কারণে পিতৃপ্রকরণে সোমের স্তুতি করা হচ্ছে)।—স্তোতৃগণের (মতীনাং) অভিমত ফলবর্ষক (বৃষা) বা স্তুতিবিষয়ে বিশেষভাবে দ্রষ্টা (বিচক্ষণঃ) সকলের দ্রষ্টব্য সোম দশাপবিত্র হতে স্যন্দিত অর্থাৎ ক্ষরিত হচ্ছে (পবতে)। দিবা ও রাত্রির নিষ্পাদয়িতা (অহ্নাং সূরঃ), উষাকাল ও দ্যুলোকের প্রবর্ধয়িতা (প্রতরীতা উষসাং দিবঃ), ক্ষরণশীল বসতীবরী জলের (সিন্ধূনাং) প্রাণভূত স্বাত্মরূপের কর্তা (প্রাণঃ) সোমকলশসমূহের (অর্থাৎ দ্রুমময় যজ্ঞপাত্রবিশেষের) অথবা (ইন্দ্র-বায়ু

ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রহপাত্রের) অভিলক্ষ্যে অত্যন্ত শব্দ করছে অথবা ধারাপাতনের ধ্বনিতে তাদের সেইরকম ধ্বনি উৎসারিত করাচ্ছে (অচিক্রদৎ)। অতঃপর তিন সবনে (ত্রৈকালিক যজ্ঞে) যষ্টব্য ইন্দ্রের (ইন্দ্রস্য) হৃদয়ে বা জঠরে (হার্দিম) যথামনোভিলাষে (মনীযয়া) প্রবেশ করছে (অবিশৎ) ॥ ৮॥ (এই স্থানে প্রেতাগ্নির স্তুতি করা হচ্ছে)—হে প্রেতাগ্নি! তোমার দীপ্ত ধূম আচ্ছাদিত করুক (অর্থাৎ অন্তরিক্ষের সর্বত্র মেঘে পরিণত হোক) (তে ত্বেষ ধূমঃ উর্ণোতু)। অন্তরিক্ষে প্রভাময় হয়ে বিস্তীর্ণ (দিবি সন্ শুক্রঃ আততঃ) হে পাবক বা পবিত্রকারক (অর্থাৎ দাহক বা শোধক প্রেতাগ্নি)! তুমি (ত্বং) স্তুতির সাথে অর্থাৎ স্তূয়মান হয়ে (কৃপয়া) সূর্যের ন্যায় (সূরঃ ন) দীপ্ত হয়ে প্রকাশমান হচ্ছো (দ্যুতা রোচসে) ॥ ৯॥ (পিতৃলোকাধিপতি সোমের স্তুতি করা হচ্ছে)—স্যন্দমান অর্থাল ক্ষরণশীল সোম (ইন্দুঃ) ইন্দ্রের জঠরলক্ষণ স্থানে (নিষ্কৃতিং) গমন বা প্রবেশ করছে (বৈ প্রৈতি)। সখার ন্যায় হিতকরী সোম (সখা) অভিষবস্তোত্র ইত্যাদির দ্বারা সখিভূত (সখ্যুঃ) ইন্দ্রকে কাম্যমান বস্তু সমূহ প্রদান করছে অথবা সখা সোম তার সখা ইন্দ্রের উদর শূন্য হতে দিচ্ছে না (ন প্র মিনাতি) অর্থাৎ সর্বদা নিজের দ্বারা পূর্ণ করছে। মরণধর্মা মনুষ্য যেমন (মর্য ইব) যেমন যুবতীর সাথে সঙ্গত হয়, সেইরকম সোমও সোমাধারে অর্থাৎ দ্রোণকলসে (কলশে) শত পথে অর্থাৎ বহুধারায় (শতযামনা পথা) পতিত হচ্ছে অর্থাৎ সঙ্গত হচ্ছে (সমর্যসে) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইদং পিতৃভ্য' ইতি প্রথমায়াঃ প্রথমার্ধেন চিতিকাষ্ঠানাং উপরি দর্ভনি স্তৃণাতি। উত্তরার্ধেন আস্তীর্ণদর্ভায়া চিতৌ প্রেতং উত্তানশয়ং কুর্যাৎ।....ইত্যাদি॥ (১৮কা. ৪অ. ৬সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথমার্ধের দ্বারা চিতিকাষ্ঠের উপরে কুশ বিস্তার ও শেষোর্ধের দ্বারা কুশাস্তীর্ণ চিতায় প্রেতকে (অর্থাৎ শবকে) ঊর্ধ্বমুখ (অর্থাৎ চিৎ) করে শায়িত করা হয়।...দ্বিতীয় মন্ত্রে কুলের জ্যেষ্ঠ জনের দ্বারা অস্থিপর্বগুলি সন্নিবেশ করণীয়। এইভাবে পর পর মন্ত্রগুলি শতচ্ছিদ্রপাত্র ও পলাশপত্রের আচ্ছাদন, চরুর আচ্ছাদক পাষণ স্থাপন, মৃত্তিকার দ্বারা উন্নত পিতৃগৃহ নির্মাণ, জ্যেষ্ঠপুত্র কর্তৃক প্রেতহস্তে বিদ্যমান হিরণ্যাঙ্গুরীয় মার্জন, পূর্ব ও উত্তর পুরুষদের নিমিত্ত কৃত্রিম আজ্য-নদীর আবাহন ইত্যাদি পিতৃমেধ সম্পর্কিত কর্মে বিনিয়োগ করা হয় ॥ (১৮কা. ৪অ. ৬সূ.) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, পিতরঃ, অগ্নি, চন্দ্রমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভূরিক, জগতী, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়াঁ অধূষত।
অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা যবিষ্ঠা ঈমহে ॥ ১॥
আ যাত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরৈঃ পথিভিঃ পিতৃযাণৈঃ।
আয়ুরস্মভ্যং দধতঃ প্রজাং চ রায়শ্চ পৌষৈরভি নঃ সচধ্বম্॥ ২॥
পরা যাত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরৈঃ পথিভিঃ পূর্যাণৈঃ।
অধা মাসি পুনরা যাত নো গৃহান্ হবিরত্তুং সুপ্রজসঃ সুবীরাঃ ॥ ৩॥

যদ্ বো অগ্নিরজহাদেকমঙ্গং পিতৃলোকং গময়ং জাতবেদাঃ।
তদ্ ব এতৎ পুনরা প্যায়য়ামি সাঙ্গাঃ স্বর্গে পিতরো মাদয়ধ্বম্ ॥ ৪ ॥
অভূদ্ দূতঃ প্রহিতো জাতবেদাঃ সায়ং ন্যহ্ন উপবন্দ্যো নৃভিঃ।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রযতা হবীংষি ॥ ৫ ॥
অসৌ হা ইহ তে মনঃ ককুৎসলমিব জাময়ঃ।
অভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ৬ ॥
শুম্ভন্তাং লোকাঃ পিতৃষদনাঃ পিতৃষদনে ত্বা।
লোক আ সাদয়ামি ॥ ৭ ॥
যেঽস্মাকং পিতরস্তেষাং বর্হিরসি ॥ ৮ ॥
উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অধা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ৯ ॥
প্রাস্মৎ পাশান্ বরুণ মুঞ্চ সর্বান্ যৈঃ সমামে বধ্যতে যৈর্ব্যামে।
অধা জীবেম শরদং শতানি ত্বয়া রাজন্ গুপিতা রক্ষমাণাঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ — (এখানে পিতৃগণের স্তুতি করা হচ্ছে)--কুশের উপরে দত্ত পিণ্ডসমূহ (অক্ষন্) ভক্ষণ পূর্বক পিতৃপুরুষগণ তুষ্ট হয়েছেন (অমীমদন্ত হি অব)। পুনরায় তাঁরা আপনাপন শরীরকে (প্রিয়ান্) কম্পায়মান করছেন (অধুষত); (অর্থাৎ অতিশয়িত রসাস্বাদনের নিমিত্ত তাঁদের শরীরে কম্পন হচ্ছে)। অনন্তর নিজেদের আয়ত্তাধীন দীপ্তি সম্পন্ন (স্বভানবঃ) পিতৃগণ সাধু কর্ম করার নিমিত্ত আমাদের প্রশংসা করছেন। সেই পিণ্ডভক্ষণে তৃপ্ত পিতৃগণের নিকটে মেধাবি (বিপ্রাঃ) যুবতম (যবিষ্ঠাঃ) আমরা আপন ইষ্টফল যাচনা করছি (ঈমহে) ॥ ১ ॥ হে পিতৃগণ! সোমের যোগ্যরূপী তোমরা (সোম্যাসঃ) দুর্গম পিতৃযান পথে আগমন করো (আ যাত গম্ভীরৈঃ পথিভি পিতৃযানৈঃ)। এবং আগমন পূর্বক পিণ্ডদানার্থে আস্তীর্ণ কুশের উপর তিল বিকিরণকারী আমাদের (অস্মভ্যম্) বহুকালব্যাপী জীবন (আয়ুঃ) ও প্রকর্ষের দ্বারা জায়মান পুত্রপৌত্র ইত্যাদি লক্ষণ সন্ততি (প্রজাং) প্রদান করো (দধতঃ)। অধিকন্তু আমাদের ধন ও সমৃদ্ধির সাথে সংযোজিত করো (রায়শ্চ পোষৈঃ অভি নঃ সচধ্বম্ ॥ ২ ॥ হে সোমের (সোমপান বা সোমযাগের) যোগ্যরূপী পিতৃগণ (পিতরঃ সোম্যাসঃ)! তোমরা আপন লোক-প্রাপ্তি সাধনে (পূর্যাণৈঃ) দুর্গম পিতৃযান পথে অর্থাৎ পরাঙ্মুখে গমন করো। অনন্তর এক মাস পূর্ণ হলে (মাসি পূর্ণে, অর্থাৎ পরবর্তী অমাবস্যায়) হবির্ভক্ষণের স্থানভূত (হবিঃ অত্তুম) আমাদের গৃহে পুনরায় আগমন করো (পুনঃ আ যাত নঃ গৃহান্)। (আমাদের গৃহের বৈশিষ্ট্য কি?—না) আমাদের গৃহ শোভন পুত্রযুক্ত (সুপ্রজসঃ) ও কর্মকুশল পৌত্র ইত্যাদি সমন্বিত (সুবীরাঃ) ॥ ৩ ॥ হে প্রেত পুরুষবর্গ! তোমরা (বঃ) পিতৃগণের অধিষ্ঠিত স্থানের প্রাপক (পিতৃলোকং গময়ং)। জাত প্রাণীমাত্রেরই পুণ্য-পাপের জ্ঞাতা অগ্নি (জাতবেদাঃ) প্রেতদহনকালে তোমাদের যে (যৎ) একটি অঙ্গ ত্যাগ করেছেন (অজহাৎ), সেই পুরোবর্তী অবয়ব অগ্নিতে প্রক্ষেপ করছি (পুনরা প্যায়য়ামি)। তোমরা সম্পূর্ণ অঙ্গে (সাঙ্গাঃ) পিতৃগণের স্থানভূত স্বর্গে (পিতরঃ স্বর্গে) গমন পূর্বক প্রসন্নতা প্রাপ্ত হও (মাদয়ধ্বম্) ॥ ৪ ॥ সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে (সায়ং ন্যহ্নে) মনুষ্যগণের উপাসনীয় (নৃভিঃ উপবন্দ্যো), জাতমাত্রেরই জ্ঞাতা

(জাতবেদাঃ), দূতত্বে নিযুক্ত হয়ে আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি প্রেরিত (দূতঃ প্রহিতঃ অভূৎ)—এই হেন তুমি হে অগ্নিদেব! আমাদের হবিঃ পিতৃপুরুষগণকে প্রদান করো (পিতৃভ্যঃ প্রাদাঃ প্রযতানি হবীংষি); এবং পিতৃপুরুষগণ (তে) স্বধাকারের দ্বারা (স্বধয়া অক্ষন্) হবিঃ ভক্ষণ করুন। অনন্তর হে দেব অগ্নি! তুমিও আমাদের দ্বারা তোমাকে প্রদত্ত হবিঃ ভক্ষণ করো (অদ্ধি ত্বম্) ॥ ৫॥ (এখানে প্রেতকে সম্বোধন করা হচ্ছে)—হে (অমুকনামধেয়) প্রেত (অসৌ হা)! তোমার মন (তে মনঃ) এই ইষ্টকচিত প্রদেশে (ইহ) (অর্থাৎ শ্মশানপ্রদেশে) অবস্থিত রয়েছে। হে ভূমি চিতশ্মশাদেশ! এই স্থানে অবতিষ্ঠমান (এনং) প্রেতকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করো (অভ্যূর্ণুহি)। (তার দৃষ্টান্ত)— 'আপ্তা বান্ধবাঃ ককুৎসলমিব জাময়'— অর্থাৎ 'স্ত্রীগণ যেমন পুত্র ইত্যাদির মস্তক প্রভৃতি অঙ্গসমূহ শীত-আতপ-বায়ু নিবারণের নিমিত্ত আপন বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন' ॥ ৬॥ হে প্রেত! তোমার পিতৃপুরুষগণের নিবাসস্থান (পিতৃসদনাঃ) পিতৃলোকসমূহ তোমার নিমিত্ত প্রকটিত হোক (শুন্তন্তাং)। আমি হেন সংস্কর্তা সেই পিতৃসদনে (অর্থাৎ পিতৃগণের অধিষ্ঠিত লোকে) তোমাদের স্থাপন করছি (ত্বা আ সাদয়ামি) ॥ ৭॥ (পিণ্ডদানার্থে আস্তীর্ণমান বর্হি অর্থাৎ কুশকে সম্বোধন করা হচ্ছে)—হে বর্হি! যারা আমাদের (যে অস্মাকং) পিতৃপুরুষ অর্থাৎ পিতৃলোক প্রাপ্ত পূর্বজ পিতৃগণ (পিতরঃ), তুমি তাঁদের (তেযাং) বর্হি (অর্থাৎ কুশরূপ আসদনস্থান হয়ে থাকো (অসি) ॥ ৮॥ [এই মন্ত্রটি অষ্টম অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়—বরুণপাশ তিন প্রকার, উত্তম-অধম-মধ্যম। এই স্থলে সেই কারণে বরুণের উদ্দেশে বলা হচ্ছে]—হে বরুণ! তোমার উত্তম পাশ আমাদের নিকট হতে ঊর্ধ্বে উন্মোচন করো (উত্তমং পাশং তস্মৎ উৎ শ্রথায়); (অর্থাৎ উত্তম পাশটিকে আমাদের কাছ থেকে অনেক উপরে নিয়ে গিয়ে বিনাশ করো)। অধম অর্থাৎ নিকৃষ্ট পাশ আমাদের নিকট হতে নিম্নে মোচন করো (অব শ্রথায়) এবং মধ্যম পাশ শ্লথ করে অর্থাৎ শিথিল করে আমাদের দিকে বিমোচন করো (বি শ্রথায়), (যাতে ঐ পাশ আমাদের ক্ষতি করতে না পারে)। অনন্তর বিমুক্তপাশ আমরা, হে অদিতি পুত্র বরুণ (অধা বয়ম্ আদিত্য)! তোমার পরিচরণরূপে (তব ব্রতে) নির্দোষ অর্থাৎ প্রত্যবায়রহিত হয়ে (অর্থাৎ তোমার উদ্দেশে যাগানুষ্ঠানের যোগ্য হয়ে) অহিংসায় নিযুক্ত হবো (অদিতয়ে স্যাম); (অর্থাৎ তোমাকে সেবা পূর্বক অহিংসিত হয়ে থাকবো) ॥ ৯॥ হে বারক দেব (বরুণ)! তোমার যে পাশসমূহে (যৈঃ) সন্নিহিত প্রদেশের ও দূর প্রদেশের পুরুষ বদ্ধ হয় (সমামে বধ্যতে যৈর্ব্যামে), তোমার সেই সকল বন্ধনসাধনভূত পাশ হতে (পাশান্) আমাদের প্রমোচিত করো (অস্মৎ প্র মুঞ্চ)। তোমার পাশমোচনের পর, হে রাজা বরুণ (রাজন্)! তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে বা পালিত হয়ে (গুপিতা) আমরা শত শরৎব্যাপী (শরদং শতানি) অর্থাৎ বহুবর্ষ পর্যন্ত জীবনবন্ত হয়ে থাকবো (জীবেম) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে 'অক্ষন্নমীমদন্ত' ইতি প্রথমা ঋচা পিণ্ডোপস্থানানন্তরং উত্তরপরিষেকং কুর্যাৎ। 'আ যাত পিতরঃ' ইতি ঋচা পিণ্ডদানার্থং স্তীর্ণে বর্হিষি তিলান প্রকিরেৎ। 'পরা যাত' ইতি ঋচা পিতৃন বিসর্জয়েৎ।...'প্রাস্মৎ পাশান' ইতি ঋচং পিতৃমেধে দশরাত্রপর্যন্তং সায়ম্প্রাতঃ স্বস্ত্যয়নার্থং (পঠেয়ুঃ)—ইত্যাদি।। (১৮কা. ৪অ. ৭সূ.)।।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম ঋকটির দ্বারা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে পিণ্ডোপস্থানের পর (অর্থাৎ কুশের উপরে পিণ্ডদানের পর) উত্তরপরিষেক করণীয়। দ্বিতীয় মন্ত্রটির দ্বারা আস্তীর্ণ কুশে তিল-বিক্ষিপ্ত করণীয়। পরবর্তী

ঋকটি পিতৃগণের বিসর্জন অর্থাৎ পিতৃলোকে প্রেরণ সম্পর্কে বিনিয়োগ করণীয়। এইভাবে পরপর মন্ত্রগুলি তণ্ডুল হোমে, সমিৎ-আধানের পর অগ্নির প্রত্যানয়নে, শ্মশানদেশে শলাকা স্থাপন ও চিতা নির্মাণে, পিণ্ড প্রদানের নিমিত্ত কুশ আস্তীর্ণ করণে, শবদাহের পর ব্রাহ্মণগণের স্নান করণে বিনিয়োগ নির্দিষ্ট আছে। শেষোক্ত ঋকটি পিতৃমেধে দশরাত্র পর্যন্ত সন্ধ্যায় ও প্রাতে স্বস্ত্যয়নের নিমিত্ত পঠনীয় ॥ (১৮কা. ৪অ. ৭সূ.) ॥

◆

অষ্টম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, পিতরঃ, অগ্নি, চন্দ্রমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভূরিক, জগতী, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ ॥ ১ ॥
সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ ॥ ২ ॥
পিতৃভ্যঃ সোমবদ্ভ্যঃ স্বধা নমঃ ॥ ৩ ॥
যত্নমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ ॥ ৪ ॥
এতৎ তে প্রততামহ স্বধা যে চ ত্বামনু ॥ ৫ ॥
এতৎ তে প্রততামহ স্বধা যে চ ত্বামনু ॥ ৬ ॥
এতৎ তে তত স্বধা ॥ ৭ ॥
স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবিষদ্ভ্যঃ ॥ ৮ ॥
স্বধা পিতৃভ্যো অন্তরিক্ষসদ্ভ্যঃ ॥ ৯ ॥
স্বধা পিতৃভ্যো দিবিষদ্ভ্যঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ — [দৈবহবির অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দেয় হবির প্রাপক বা বাহক অগ্নি হব্যবাহক। এই হবিঃ স্বাহাকারের (বষট্‌কারের) দ্বারা অগ্নিকে অর্পণ করা হয়। পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত হবিকে যেহেতু 'কব্য' বলা হয়, সুতরাং সেই হবির প্রাপক (বা বাহক) অগ্নি হলেন কব্যবাহক। এই হবিঃ স্বধাকারের দ্বারা হুত হয়। সেই কারণে পিণ্ডপিতৃ-যজ্ঞে প্রথম চারটি মন্ত্রে 'স্বধাকার' উল্লেখ করা হয়েছে।] কব্যবাহক অগ্নিকে স্বধাকারের দ্বারা এই হবিঃ অর্পণ করছি। তাঁকে নমস্কার। (অর্থাৎ তাঁর বহনের মাধ্যমে আমার পিতৃপুরুষগণ কব্য প্রাপ্ত হোন) ॥ ১ ॥ পিতৃমান সোমের উদ্দেশে স্বধাকারের দ্বারা এই হবি অর্পণ করছি। তাঁকে নমস্কার। (অর্থাৎ যে সকল পিতৃগণ সোমরূপে অবস্থিত, তাঁরা এই কব্য লাভ করুন) ॥ ২ ॥ সোমশালী (অর্থাৎ জীবিতকালে সোমযাগকারী) পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে স্বধাকারের এবং নমস্কারের দ্বারা সম্পন্ন এই হবিঃ অর্পণ করছি। তাঁরা এই হবিঃ প্রাপ্ত হোন ॥ ৩ ॥ পিতৃগণের অধিপতি যমের উদ্দেশে স্বধা এবং নমস্কারের দ্বারা এই হবিঃ অর্পিত হচ্ছে। (আমার পিতৃগণ এই হবিঃ প্রাপ্ত হোন) ॥ ৪ ॥ (এই ভাবে পিণ্ডপ্রদানমন্ত্র কথিত হচ্ছে)—হে প্রপিতামহ (প্রততামহ)! [তত শব্দ পিতৃবচন] তোমার উদ্দেশে এই পিণ্ডলক্ষণ হবিঃ স্বধাকারের দ্বারা প্রদত্ত হচ্ছে এবং যে পিতৃ-পুরুষগণ ভার্যা-পুত্র ইত্যাদি সহ তোমাকে অনুসরণ পূর্বক অবস্থান করছেন (ত্বাম্ অনু) তাঁদের উদ্দেশেও স্বধামন্ত্রে এই পিণ্ডলক্ষণ হবিঃ অর্পিত হোক; (অর্থাৎ তাঁরাও

এই পিণ্ডের অংশভাগী হোন) ॥ ৫ ॥ হে পিতামহ (ততামহ)! তোমার উদ্দেশে এই পিণ্ডলক্ষণ হবিঃ স্বধাকারের দ্বারা প্রদত্ত হচ্ছে এবং যে পিতৃগণ (অর্থাৎ পরলোকগত পিতামহ স্থানীয়গণ) ভার্যা-পুত্র ইত্যাদি সহ তোমাকে অনুসরণ পূর্বক অবস্থান করছেন, তাঁরাও এই পিণ্ডের অংশভাগী হোন ॥ ৬॥ হে পিতা (তত)! তোমার উদ্দেশে স্বধাকার যুক্ত অর্পিত এই হবিঃ তুমি প্রাপ্ত হও এবং পিতৃস্থানীয় পরলোকপ্রাপ্ত জন, যাঁরা তোমাকে অনুসরণ পূর্বক অবস্থান করছেন, তাঁরাও এর অংশভাগী হোন। (এই ক্ষেত্রে অনুগামী হিসাবে 'ভার্যা-পুত্র' ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়নি; কারণ পিণ্ডপ্রদাতা পুত্র জীবিত থাকায় পরলোকগত পিতার অনুগামী জনের নাম মন্ত্রশেষে উল্লেখনীয়) ॥ ৭ ॥ পৃথিবীতে অবস্থানকারী (পৃথিবিষদ্ভ্যঃ) পিতৃগণের উদ্দেশে (পিতৃভ্য) স্বধাকারে এই হবিঃ অর্পিত হচ্ছে। তাঁরা তা প্রাপ্ত হোন ॥ ৮॥ অন্তরিক্ষলোকে অবস্থানকারী (অন্তরিক্ষসদ্ভ্যঃ) পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে (পিতৃভ্যো) স্বধাকারে এই হবিঃ অর্পিত হচ্ছে। তাঁরা তা প্রাপ্ত হোন ॥ ৯॥ দ্যুলোকে অর্থাৎ স্বর্গে অবস্থানকারী (দিবিষদ্ভ্য) পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে স্বধাকারে প্রদত্ত এই হবিঃ তাঁদের লভ্য হোক ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায়' ইতি ত্রিভিমন্ত্রৈঃ 'স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবিষদ্ভ্যঃ' ইতি অষ্টমনবমদশমৈশ্চ ত্রিভিঃ স্থালীপাকং জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি (কৌ. ১১।৯, ১১।৮)।... পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ এব 'এতৎ তে প্রততামহ স্বধা ইতি পঞ্চমষষ্ঠসপ্তমৈর্মন্ত্রৈর্বর্হিষি ত্রীন্ পিণ্ডান সংহিতান্ নিদধ্যাৎ। সূত্রিতং হি।—ইত্যাদি।। (১৮কা. ৪অ. ৮সূ.)।।

টীকা — উপর্যুক্ত নির্দেশানুসারে এই মন্ত্রগুলির দ্বারা স্থালীপাক-যাগ, কুশে পিণ্ড সংহিত করণ ইত্যাদি বিধেয়। কৌশিক সূত্রে এই ক্রিয়ার বিস্তৃত নির্দেশ উল্লিখিত আছে ॥ (১৮কা. ৪অ. ৮সূ.) ॥

◆

নবম সূক্ত : পিতৃমেধঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : যম, পিতরঃ, অগ্নি, চন্দ্রমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভূরিক, জগতী, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

নমো বঃ পিতর ঊর্জে নমো বঃ পিতরো রসায় ॥ ১॥
নমো বঃ পিতরো ভামায় নমো বঃ পিতরো মন্যবে॥ ২॥
নমো বঃ পিতরো যদ্ ঘোরং তস্মৈ নমো বঃ পিতরো যৎ ক্রূরং তস্মৈ ॥৩॥
নমো বঃ পিতরো যচ্ছিবং তস্মৈ নমো বঃ পিতরো যৎ স্যোনং তস্মৈ ॥৪॥
নমো বঃ পিতরঃ স্বধা বঃ পিতরঃ ॥ ৫॥
যেহত্র পিতরঃ পিতরো যেহত্র যূয়ং স্থ যুষ্মাংস্তেহনু
যূয়ং তেষাং শ্রেষ্ঠা ভূয়াস্থ ॥ ৬॥
য ইহ পিতরো জীবা ইহ বয়ং স্মঃ।
অস্মাংস্তেহনু বয়ং তেষাং শ্রেষ্ঠা ভূয়াস্ম ॥ ৭॥

আ ত্বাগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্।
যদ্ ঘ সা তে পনীয়সী সমিদ্ দীদয়তি দ্যবি।
ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৮॥
চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — [এই মন্ত্রগুলি কথিতরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এগুলির দ্বারা পিতৃগণের প্রতি নমস্কার প্রতিপাদিত (সম্পন্ন) করা হচ্ছে। (তৈ. ব্রা. ১।৩।১০।৮)। নমস্কারের ফল প্রতিপাদকসমূহ উর্জে (অন্ন) ইত্যাদি অথবা পিতৃগণের দীয়মান অন্নরসকে নমস্কার করা হয়েছে। পরবর্তী সর্বক্ষেত্রে এইরকমই বোধিতব্য]—হে পিতৃগণ! তোমাদের উদ্দেশে দীয়মান উর্জকে (অন্নকে) ও অন্নরসকে (রসায়) নমস্কার করছি ॥ ১॥ হে পিতৃগণ! তোমাদের সম্বন্ধী ক্রোধের উদ্দেশে (ভামায়) এবং তোমাদের সম্বন্ধী মন্যু নামক বিশেষ ক্রোধের (মন্যবে) (অর্থাৎ অহঙ্কারজনিত রোষের) উদ্দেশে নমস্কার করছি ॥ ২॥ হে পিতৃগণ! তোমাদের সেই অহিতকারী ভয়ঙ্কর রূপকে (ঘোরং) এবং তোমাদের সেই হিংস্র রূপকে নমস্কার করছি ॥ ৩॥ হে পিতৃগণ! তোমাদের যে মঙ্গলময় রূপ আছে (যৎ শিবম্), তার উদ্দেশে নমস্কার করছি; তোমাদের যে সুখপ্রদ রূপ আছে (স্যোনং), তার উদ্দেশেও নমস্কার করছি ॥ ৪॥ হে পিতৃগণ! তোমাদের উদ্দেশে নমস্কার করছি। হে পিতৃগণ! স্বধাকারের দ্বারা এই হবিঃ তোমাদের নিমিত্ত স্বাহুত হোক ॥ ৫॥ এই পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে (অত্র) যে পিতৃগণ দেবতাত্ব প্রাপ্ত হয়েছো, তোমাদের অনুসরণকারী (বা আশ্রিত) যাঁরা আছেন, তোমরা তাঁদের মধ্যে প্রশস্যতম অবলম্বন (শ্রেষ্ঠাঃ) হয়ে ওঠো (ভূয়াস্থ)। তোমাদের প্রসাদে তাঁরা পিণ্ডাংভাগী হোন; (অর্থাৎ এই যজ্ঞে পিতৃত্বের দ্বারা যাঁরা সম্ভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো) ॥ ৬॥ এই লোকে (ইহ) পিণ্ডদাতা আমরা (বয়ং) যেন জীবনবস্ত (অর্থাৎ আয়ুষ্মন্ত) হই (স্মঃ)। আমাদের অনুসরণকারী (সমানবয়স্ক, সমবয়সী, সমানবংশসম্পন্ন, সমান বিদ্যাশালী ও সমানধনশালী) যাঁরা, আমরা যেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠি (তেষাম্ শ্রেষ্ঠা ভূয়াস্ম) ॥ ৭॥ হে দ্যোতমান (দেব) অগ্নি? তুমি দীপ্তিমন্ত (দ্যুমন্তং), জরারহিত (অজরং)। তোমাকে আমি সমিধের দ্বারা উদ্দীপিত করছি (ত্বা আ ইধীমহি)। তোমার স্তুতিরূপ প্রশংসনীয় দীপ্তি (পনীয়সী) অন্তরিক্ষে সম্যক্ প্রকাশিত হচ্ছে (সমিৎ)। হে অগ্নি! তুমি সমিদ্ধমান হয়ে (সমিধা) স্তুতিকারী আমাদের নিমিত্ত (স্তোতৃভ্যঃ) অন্ন বা ইষ্টফল (ইষং—ইষ্যমান) আহরণ পূর্বক প্রদান করো (আ ভর) ॥ ৮॥ অন্তরীক্ষজাত উদকময় মণ্ডলের মধ্যে (অপ্সু অন্তঃ) (অথবা অন্তরিক্ষনামক জলে) বর্তমান শোভনপতন (সুপর্ণঃ) অথবা সুপর্ণ নামক রশ্মি সহ (অর্থাৎ সুষুম্না নামক সূর্যরশ্মির সাথে যুক্ত) সকল জগতের (অথবা দাসীরূপা তারাগণের আহ্লাদকারী চন্দ্রমা দ্যুলোকে শীঘ্র ধাবিত হয়ে চলেছেন (দিবি আ ধাবতে)। সেই হেন চন্দ্রমাসম্বন্ধিনী সুবর্ণসদৃশপর্যন্তা বা হিতরমণীয়প্রাপ্তা নেমিগুলি অর্থাৎ কূপের উপরিস্থ পট্টসমূহ (হিরণ্যনেময়ঃ), হে বিদ্যোতমানা রশ্মিসমুদায় (বিদ্যুতঃ)! তোমাদের পাদস্থানীয় অগ্রাংশ (বঃ পদং) (কূপের তারা আবৃত থাকার কারণে) আমার ইন্দ্রিয়সমূহের গোচরীভূত হচ্ছে না (ন বিন্দন্তি); (অতএব এটি অনুচিত; সেই কারণে আমাকে কূপ হতে উদ্ধার করো, এটাই বক্তব্য)। অপিচ, হে দ্যাবাপৃথিভী (রোদসী)! তোমরা আমার এই স্তোত্র জ্ঞাত হও (মে অস্য বিত্তং)। (অথবা 'মে' অর্থাৎ 'মদীয়' কূপপতনরূপ এই দুঃখ অবগত হও। অর্থাৎ আমার স্তোত্র

শ্রবণ পূর্বক, আমাকে কূপ হতে উদ্ধার করো—এই-ই বক্তব্য ॥ ৯ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'নমো বঃ পিতরঃ' ইতি অষ্টভির্যজুর্মন্ত্রৈবর্হিষি পিণ্ডেষু আবাহিতান্ পিতৃন উপতিষ্ঠেত। সূত্রিতং হি (কৌ. ১১।৯)। তত্রৈব কর্মণি...সমিধং আদধ্যাৎ।...'আ ত্বাগ ইধীমহি' (৪র্থ মন্ত্র) ইত্যাদি।....ইত্যাদি।। (১৮কা. ৪অ. ৯সূ.)।।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম আটটি যজুর্মন্ত্রে বর্হিতে পিণ্ড প্রদানের পর পিতৃগণের উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও সমিধ সংগ্রহ ইত্যাদি এবং সমিধপ্রাপ্ত অগ্নির স্তুতি ইত্যাদি কর্মেও এই মন্ত্রগুলির সূত্রানুসারে বিনিয়োগ নির্ধারিত আছে। শেষোক্ত (নবম) মন্ত্রটি বরুণদেবতার উদ্দেশে মহাশান্তির নিমিত্ত নক্ষত্রকল্প (১৮) অনুযায়ী আবপনীয়।—এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় প্রথমেই শাট্যায়ন নামক জনৈক ঋষি কথিত একটি ইতিহাস-কথার উল্লেখ করা হয়েছে।—পুরাকালে একত, দ্বিত এবং ত্রিত নামক তিন বান্ধব-ঋষি কোন মরুস্থলীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে গমনকালে পিপাসার্ত হয়ে একটি কূপ দর্শন করেন। প্রথম জন ত্রিত জলপানের উদ্দেশ্যে সেই কূপে অবতরণ পূর্বক জল পান করে তৃপ্ত হয়ে অপর দু'জনের জন্য জল উত্তোলন করে দেন। একত ও দ্বিত নামক ঋষিদ্বয় সেই জল পান করে তৃপ্ত হয়ে দুর্বুদ্ধিবশতঃ ত্রিতকে সেই কূপ থেকে উদ্ধার না করে বরং তাঁর ধনসামগ্রী অপহরণ পূর্বক তাঁকে সেই কূপের মধ্যেই ত্যাগ করে সেই কূপের মুখটি একটি রথের চক্রের দ্বারা আবৃত করে গমন করেন। অতঃপর কূপে পতিতাবস্থায় সেই ত্রিত কূপ থেকে নির্গত হতে অসমর্থ হয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকেন—'সর্বে দেবা মাং উদ্ধরন্তু', অর্থাৎ সকল দেবতা আমাকে উদ্ধার করুন। অতঃপর রাত্রিকালে কূপের উপরিস্থ প্রান্তভাগে ক্ষীণ চন্দ্ররশ্মি দর্শন করে উপর্যুক্ত (নবম) ঋক্‌টির দ্বারা বিলাপ (পরিদেবন) করতে থাকেন।—(আমরা মনে করি, এই কাহিনীটি রূপক এবং কিছু কিছু ত্রুটিযুক্ত। শাট্যায়ন ঋষির মূল বক্তব্য আমরা পাঠ করিনি। কিন্তু বর্তমান ব্যাখ্যাকার 'মরুভূমৌ অরণ্যে' অর্থাৎ 'মরুভূমির অরণ্যে' কথাটি উল্লেখ করেছেন। মরুস্থলীতে অরণ্য থাকা সম্ভব হয় না। মরূদ্যানে গাছপালা থাকতে পারে, কিন্তু তাকে অরণ্য বলা যায় না। তারপর 'কূপং রথচক্রেণ পিধায়' ইত্যাদি। এখন, ঐ অরণ্যে রথচক্র কোথা থেকে পাওয়া গেল? আসলে মূল মন্ত্রের 'হিরণ্যনেময়ঃ' শব্দটি থেকে 'নেমি' অংশের ধারণায় 'রথচক্রের নেমি'-র অবতারণা। কিন্তু 'নেমি' শব্দটির অর্থ কেবল 'চক্রপরিধি বা চক্রের প্রান্ত-ই নয়, 'নেমি' অর্থে 'কূপের উপরিস্থ পট্ট বা প্রান্তভাগ'-ও বোঝায়। সেই হিসেবে আলোচ্য বঙ্গানুবাদে 'রথচক্র' কথাটি অবান্তর। সেই জন্যই আমরা ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা অনুসারে কূপের মুখটি 'রথের চক্রের দ্বারা' আবৃত করার কথা বলেও 'কূপের উপরিস্থ প্রান্তভাগে ক্ষীণ চন্দ্র রশ্মি দর্শন' ইত্যাদি উল্লেখ করেছি।—যাই হোক, এই কাহিনীর রূপকত্ব থাকলেও এটি একটি বিশেষ উপাখ্যানরূপে এখানে গৃহীত হওয়ার যোগ্য; তাতে কোন সংশয় নেই) ॥ (১৮কা. ৪অ. ৯সূ.) ॥

॥ ইতি অষ্টাদশং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

ঊনবিংশ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : যজ্ঞঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : যজ্ঞ। ছন্দ : বৃহতী, পংক্তি।]

সং সং স্রবন্তু নদ্যঃ সং বাতাঃ সং পতত্রিণঃ।
যজ্ঞমিমং বর্ধয়তা গিরঃ সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ১॥
ইমং হোমা যজ্ঞমবতেমং সংস্রাবণা উত।
যজ্ঞমিমং বর্ধয়তা গিরঃ সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ২॥
রূপংরূপং বয়োবয়ঃ সংরভ্যৈনং পরি ষ্বজে।
যজ্ঞমিমং চতস্রঃ প্রদিশো বর্ধয়ন্তু সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — নিম্নগামিনী নদীগুলি (নদ্যঃ) সম্যক্ প্রবাহিত হোক, বাতাসও আমাদের আনুকূল্যে বহমান হোক, পক্ষী ইত্যাদি সকলেও (পতত্রিণঃ) আমাদের আনুকূল্যে উড্ডীয়মান হোক (সংসং স্রবন্তু)। (অর্থাৎ আমাদের অভীষ্ট প্রদানশীল হোক)। হে স্তূয়মানগণ অর্থাৎ দেবতাসকল (গিরঃ)! যে হবিঃপ্রদ যজমানের দ্বারা এই পুণ্য ইত্যাদি শান্তিকর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই ফলস্বামী যজমানকে পশু পুত্র ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করো। এই ক্ষরণশীল আজ্য ইত্যাদির সাথে সংস্রবযুক্ত হবিঃ দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করছি (জুহোমি) ॥ ১॥ হে আহুতিসমূহ (হোমাঃ)! তোমরা প্রবর্ত্যমান আহুতিসমুদায়াত্মক কর্মের (ইমং যজ্ঞং) রক্ষণ করো (অবত)। এবং হে ক্ষরণশীলগণ (সংস্রাবণাঃ) অর্থাৎ আজ্য দুগ্ধ প্রভৃতিবৃন্দ! তোমরা এই যজ্ঞের রক্ষণ করো। অথবা হে হোতব্য দেবতাগণ (হোমাঃ)! তোমরা ফলকামী যজমানকে রক্ষা করো। এঁকে পশু পুত্র ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করো। আমি এই ক্ষরণশীল আজ্য ইত্যাদির সাথে সংস্রবযুক্ত হবিঃ দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করছি ॥ ২॥ হে দেবগণ! আমি এই ফলকামী যজমানের নিমিত্ত পশু পুত্র ইত্যাদি সমস্ত অভিলষিত ফল সংগৃহীত করছি এবং এই কর্ম-প্রযোজয়িতা যজমানকে সেই পশু পুত্র ইত্যাদি ফলের দ্বারা সম্বন্ধিত করছি—এই কথা প্রযোক্তা বলেন। প্রকৃষ্ট প্রাচী ইত্যাদি মহা দিকস্থ জনগণ (চতস্রঃ প্রদিশঃ) এই যজমানকে (ইমং যজ্ঞং) বর্ধিত করুন। আমি এই ক্ষরণশীল আজ্য ইত্যাদির সাথে সংস্রবযুক্ত হবিঃ দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করছি ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তত্র 'সং সং স্রবন্তু' ইতি প্রথমং সূক্তং সর্বপুষ্টিকর্মণি সম্পাতাভিমন্ত্রিত-মৈশ্রধান্যচরুপ্রাশনে দধিমধুমিশ্রসক্তুমন্থপ্রাশনে চ বিনিযুক্তং। সূত্রিতং হি।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — ঊনবিংশ কাণ্ডের উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটি সর্বপুষ্টিকর্মে মৈশ্রধান্যচরুপ্রাশনে ও দধিমধুমিশ্র-সক্তুমন্থপ্রাশনে বিনিযুক্ত হয়। লক্ষ্মীকরণে অর্থাৎ সৌভাগ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্মেও এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়।

মহাশান্তিসাধারণভূত কর্মেও নদী, হ্রদ ইত্যাদি থেকে সমাহৃত জল এই মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করণীয়। কৌশিক সূত্রে ও নক্ষত্রকল্পে এই বিনিয়োগগুলি উল্লিখিত আছে॥ (১৯কা. ১অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : আপঃ

[ঋষি : সিন্ধুদীপ। দেবতা : আপঃ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

শং তে আপো হৈমবতীঃ শমু তে সন্তুৎস্যাঃ।
শং তে সনিষ্যদা আপঃ শমু তে সন্তু বর্ষ্যাঃ ॥ ১॥
শং তে আপো ধন্বন্যাঃ শমু তে সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শং তে খনিত্রিমা আপঃ শং যা কুম্ভেভিরাভৃতাঃ ॥ ২॥
অনভ্রয়ঃ খনমানা বিপ্রা গম্ভীরে অপসঃ।
ভিষগ্‌ভ্যো ভিষক্তরা আপো অচ্ছা বদামসি ॥ ৩॥
অপামহ দিব্যানামপাং স্রোতস্যানাম্।
অপামহ প্রণেজনেঽশ্বা ভবথ বাজিনঃ ॥ ৪॥
তা অপঃ শিবা অপোঽযক্ষ্মঙ্করণীরপঃ।
যথৈব তৃপ্যতে ময়স্তাস্ত আ দত্ত ভেষজীঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — [শান্তিকর্মকর্তা ঋত্বিক কর্তৃক প্রযোজয়িতা ফলকামী যজমানকে সম্বোধন]—হে যজমান! হিমালয় পর্বত (হৈমবতীঃ) হতে আগত জলসমূহ তোমার সুখকারী হোক (শং); তথা প্রস্রবণ (উৎস্য) হতে সদা প্রবাহিত (সনিষদাঃ) জলরাশিও তোমার কল্যাণকরী হোক (শং)। অধিকন্তু (উ) বর্ষায় (বর্ষ্যা) উৎপন্ন জলরাশিও তোমার পক্ষে মঙ্গলময় হোক (তে শংসন্তু)॥ ১॥ মরুদেশে স্থিত (ধন্বনা) জলরাশি তোমার কল্যাণকারী হোক (তে শং সন্তু); জলসমৃদ্ধ দেশে (অনূপ্যা) অর্থাৎ যে দেশে জল অনুগত, সেই স্থানস্থায়ী) জলরাশি (আপঃ) তোমার সুখকারী হোক (তে শং সন্তু), খননের দ্বারা নির্বর্তিত অর্থাৎ নিষ্পাদিত (খনিত্রিমা) কূপ তড়াগ ইত্যাদির জলরাশি তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হোক (তে শং ভবন্তু) এবং কুম্ভে আহৃত জলরাশিও (কুম্ভেভিঃ আভৃতাঃ যা) তোমার সুখকর হোক (শং ভবন্তু)॥ ২॥ খননসাধন কোদাল ইত্যাদি (অনভ্রয়ঃ) ব্যতিরেকে, কাষ্ঠ-হস্ত-পদ ইত্যাদি খননশীল (খনমানা) সামগ্রীর দ্বারাও যা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য, সেই উভয় তটের বিদারণকারী জলরাশিকে মন্ত্রবলে সাধিত করেন ঋত্বিকবৃন্দ (বিপ্রাঃ)। এই জলরাশি মহাহ্রদ ইত্যাদির অগাধ স্থানে ব্যাপ্ত। এই হেন ব্যাপনশীল জলরাশি লৌকিক বৈদ্য (ভিষগ্‌ভ্যঃ) অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (বৈদ্য) (ভিষক্তরা)। এমন অত্যন্ত হিতকারিণীরূপা জলরাশিকে আমরা স্তুতি করছি॥ ৩॥ [এই মন্ত্রটি ঋত্বিকগণ পরস্পর বলছেন, অথবা যজমান ঋত্বিকগণকে বলছেন]—দ্যুলোকে উৎপদ্যমান (দিব্যানাং) জলরাশি ও প্রবাহে উৎপদ্যমান (স্রোতস্যানাং) জলরাশি, এই উভয় ব্যতিরিক্ত জলরাশির শোধন বিষয়ে (প্রণেজনে) অশ্বের ন্যায় (অশ্বা) বেগবন্ত (বাজিনঃ) হও (ভবথ)। (অথবা আমার নিমিত্ত ব্যাপ্রিয়মান তোমরা শান্ত্যুদকর্মে ত্বরান্বিত হও)॥ ৪॥ [এই মন্ত্রটিও প্রযোজকের

বাক্য]—যে জলরাশি কল্যাণকারিণী (আপঃ শিবা), যে জলরাশি অরোগকারিণী (অযক্ষ্মঙ্করণীঃ য অপঃ), সেই (তা) ভেষজরূপে হিতকরিণী (ভেষজীঃ) জলরাশি তোমরা আনয়ন করো (আ দত্ত)। (জলরাশি অনয়নের ফল কি? না—) সুখ (ময়) যে প্রকারে (যথৈব) অধিক (তৃপ্তং) হয়; (অর্থাৎ অধিক সুখলাভের নিমিত্ত শান্ত্যদক আনয়ন করো—এটাই বক্তব্য) ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'শং ত আপঃ' ইতি সূক্তেন তন্ত্রভূতমহাশান্তৌ নদ্যাদিসমাহৃতং জলং অভিমন্ত্রয়েত। সূত্রিতং হি নক্ষত্রকল্পে।....ইত্যাদি॥ (১৯কা. ১অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা তন্ত্রভূত মহাশান্তি কর্মে নদী ইত্যাদি হতে সমাহৃত জল অভিমন্ত্রিত করণীয়। নক্ষত্রকল্পে (২০) এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—নদী কিংবা হ্রদ কিংবা অপর কোন পুণ্যস্থান হতে সম্যক প্রবহমান জল ঋত্বিকগণ কর্তৃক অভিমন্ত্রিত করণীয়।—হিমালয় পর্বত হতে নিম্নে প্রবাহিত জলরাশিও শান্ত্যদক কর্মে গৃহীতব্য ॥ (১৯কা. ১অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : জাতবেদাঃ

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভুরিক্।]

দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ বনস্পতিভ্যো অধ্যোষধীভ্যঃ।
যত্রযত্র বিভৃত্যা জাতবেদাস্তত স্তুতো জুষমাণো ন এহি ॥ ১॥
যস্তে অপ্সু মহিমা যো বনেষু য ওষধীষু পশুস্বপ্স্বন্তঃ।
অগ্নে সর্বাস্তন্বঃ সং রভস্ব তাভির্ন এহি দ্রবিণোদা অজস্রঃ ॥ ২॥
যস্তে দেবেষু মহিমা স্বর্গো যা তে তনূঃ পিতৃষ্বাবিবেশ।
পুষ্টির্যা তে মনুষ্যেষু-পপ্রথেঽগ্নে তয়া রয়িমস্মাসু ধেহি॥ ৩॥
শ্রুৎকর্ণায় কবয়ে বেদ্যায় বচোভির্বাকৈরুপ যামি রাতিম্।
যতো ভয়মভয়ং তন্নো অস্ত্বব দেবানাং যজ হেড়ো অগ্নে ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে জাতবেদা (অগ্নি)! আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে (স্তুতঃ) তুমি যথায় যথায় অবস্থান করে বিশিষ্ট পূর্ণতাশালী হয়েছো (যতযত্র বিভৃতঃ) সেই সেই স্থান হতেই আমাদের প্রসন্নতার নিমিত্ত (জুষমাণে) আগমন করো। আকাশ (দিবঃ), পৃথিবী ও মধ্যমলোক হতে (অন্তরিক্ষাৎ), পুষ্পরহিত ফল দানকারী বৃক্ষ (বনস্পতি) এবং ফলপাকান্ত বৃক্ষ-লতা (ওষধিভ্যঃ) ইত্যাদি হতে (উৎপন্ন হয়ে) তুমি আমাদের নিকট আগমন করো ॥ ১॥ হে অগ্নি! তোমার যে মহিমা জলে (বড়বাগ্নি রূপে) বিদ্যমান (যস্তে অপ্সু মহিমা), বনে (দাবাগ্নি রূপে) (যে মহিমা বিদ্যমান) (যো বনেষু), ওষধীতে (ফলপাকনিমিত্তভূত) (যে মহিমা বিদ্যমান) (যঃ ওষধীষু), সর্বপ্রাণীতে (বৈশ্বানররূপে) (যশ্চ পশুষু-পশুপলক্ষিত) (যে মহিমা বিদ্যমান), অন্তরিক্ষের জলে (অপ্সু অন্তঃ) (বিদ্যুৎরূপে অর্থাৎ বৈদ্যুতাত্মনা) (যে মহিমা বিদ্যমান), সেই সকল তনু (সর্বা তন্বঃ) সঙ্কলিত করো (সং রভস্ব) (অর্থাৎ বিভক্ত তনুগুলি একত্র করো)। (কি জন্য একত্র করো? না—) সেই সকল তনুগুলির সাথে আমাদের

(নঃ) অজস্র অর্থাৎ অনবরত ধনদাতারূপে (দ্রবিণোদা) আগমন করো (এহি আ) ॥ ২॥ হে অগ্নি! তোমার স্বর্গ-গমন রূপ যে মহিমা দেবতাগণের মধ্যে বিদ্যমান আছে (যস্তে দেবেষু মহিমা স্বর্গঃ) (অর্থাৎ যজমান কর্তৃক দত্ত হবিঃ স্বর্গলোকে বহন পূর্বক দেবতাগণকে প্রদানের যে তনু আছে), যে তনুর দ্বারা তুমি পিতৃগণে বা পিতৃলোকে প্রবিষ্ট হয়েছো (যা তে তনূঃ পিতৃষু আবিবেশ) (অর্থাৎ স্বধাকারে প্রদত্ত কব্য নামক হবিঃ সহ তুমি তোমার যে তনুর দ্বারা পিতৃগণের নিকট সঞ্চারিত হয়ে থাকো), তোমার যে পোষণকর্ম মনুষ্যে বর্তমান থেকে (পুষ্টির্যা তে) (অর্থাৎ মনুষ্যোপলক্ষিত সকল চরাচরাত্মক প্রাণীতে) ভক্ষণ, পান ইত্যাদির সাধন হয়ে থাকে (পপ্রথে), সেই সকল তনুর সাথে আগমন পূর্বক আমাদের ধন প্রদান করো (অস্মাসু রয়িং ধেহি) ॥ ৩॥ হে অগ্নি! তুমি আমাদের স্তুতিশ্রবণে সমর্থ কর্ণশালী (শ্রুৎকর্ণায়), ক্রান্তদর্শী (কবয়ে) (অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী), সকলের জ্ঞাতা (বেদ্যায়) বা বেদার্হ (জ্ঞানযোগ্য), এই হেন গুণাবশিষ্ট তোমার নিকট অভিলষিত ফলদানের জন্য (রাতিং) মন্ত্ররূপ বাক্যের দ্বারা (বচোভিঃ) যাচ্ঞা করছি (উপযামি)। (অভিলষিত ফল কি? না—) আমাদের যত কিছু ভয় আছে (যতঃ ভয়ম), তা হতে আমাদের ভয়রাহিত্য করো (অভয়ং নঃ অস্তু)। (অথবা আমাদের যত ভয় আছে, সেই সকল ভয়ের কারণসমূহকে দূর করো)। তুমি আমাদের প্রতি ক্রোধ-করণশীল দেবতাগণকে (দেবানাং হেড়ঃ) তিরস্কার করো (অব যজ); (অর্থাৎ আমাদের প্রতি যারা ক্রোধী, তাদের ক্রোধ নিবারণ করো— এটাই বক্তব্য) ॥ ৪ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'দিবস্পৃথিব্যাঃ' ইতি সূক্তদ্বয়ং মেধাজননকর্মণি বিনিযুজ্যতে। এতেন সূক্তদ্বয়েন মেধাকামঃ সুপ্তোত্থায় মুখং হস্তেন প্রক্ষালয়তি। সূত্রিতং হি)—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ১অ. ৩সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং পরবর্তী ৪র্থ সূক্তটি মেধাজনন কর্মে বিনিয়োগ হয়। এই দুই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা মেধাকামী জন নিদ্রা হতে উত্থিত হয়ে হস্তের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করে থাকেন। এই মন্ত্রগুলির দ্বারা দধি ও মধু অভিমন্ত্রিত পূর্বক ভক্ষণ করলে তেজঃসম্পন্ন হওয়া যায়। এটি ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য। তেজস্কামী বৈদ্য, শূদ্র ইত্যাদি জন কেবল অন্নমিশ্রিত দধি ও মধু এই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত পূর্বক ভক্ষণ করলে তেজঃলাভ করবেন।...এই সবই কৌশিক সূত্রে বিস্তৃতভাবে উল্লেখিত আছে।— ইত্যাদি॥ (১৯কা. ১অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : আকূতিঃ

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

যামাহুতিং প্রথমামথর্বা যা জাতা যা হব্যমকৃণোজ্জাতবেদাঃ।
তাং ত এতাং প্রথমো জোহবীমি তাভিষ্টুপ্তো বহতু হব্যমগ্নিরগ্নয়ে স্বাহা ॥ ১॥
আকূতিং দেবীং সুভগাং পুরো দধে চিত্তস্য মাতা সুহবা নো অস্তু।
যামাশামেমি কেবলী সা মে অস্তু বিদেয়মেনাং মনসি প্রবিষ্টাম্॥ ২॥
আকূত্যা নো বৃহস্পত আকূত্যা ন উপা গহি।
অথো ভগস্য নো ধেহ্যথো নঃ সুহবো ভব ॥ ৩॥

বৃহস্পতির্ম আকূতিমাঙ্গিরসঃ প্রতি জানাতু বাচমেতাম্।
যস্য দেবা দেবতাঃ সম্বভূবুঃ স সুপ্রণীতাঃ কামো অন্বেত্বস্মান্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — (অগ্নির তিনটি তনূ—দেবতারূপ, হবিঃপ্রাপকদূতরূপ ও হবিঃপ্রক্ষেপাধারাঙ্গরূপ)।—হে অগ্নি! সর্ব সৃষ্টির প্রাক্কালে (প্রথমাং) অথর্বশব্দবাচ্য পরমাত্মা (অথর্বা) আপন-সৃষ্টি দেবতাগণের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত যে আহুতি প্রদান করেছিলেন (যাং আহুতিং অকৃণোৎ), জাতমাত্রেরই জ্ঞাতা (জাতবেদাঃ) অগ্নি সেই আহুতি (যাং) দেবতাগণের নিকট যথাভাগে প্রদান করে দিয়েছিলেন; সকল যজমানের পূর্বভাবীরূপী আমি (তা এতাং প্রথমঃ) সেই আহুতিকে তোমার আস্যে (মুখমধ্যে) উৎসর্জন করছি (জোহবীমি)। তুমি তোমার সেই তিনটি তনুসহ স্তোতৃগণের দ্বারা স্তুত হয়ে দেবগণের পরিগ্রহণীয় হবিঃ দেবগণের নিকট বহন করে তাঁদের প্রাপ্ত করাও (তাভিঃ স্তুতঃ হব্যং বহতু)। অগ্নিশব্দের দ্বারা প্রতিপাদ্য অগ্নিত্রয়েব (অগ্নয়ে) উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হোক (অর্থাৎ স্বাহা মন্ত্রে নিবেদিত হোক) ॥ ১॥ [এইটি এবং এর পরবর্তী ঋকটিতে বাক্-দেবী সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে]।—তাৎপর্যরূপা (আকূতিং) (অর্থাৎ লৌকিক-বৈদিক সর্ব বাক্য-প্রতিপাদ্যা), দ্যোতমানা (দেবীং), শোভন ভাগ্যযুক্তা বাক্-দেবতাকে পূর্বে পরিচর্যা করছি (পুরো দধে); (অর্থাৎ সর্বাভীষ্ট-কর্মে প্রথমেই দেবী সরস্বতীর অনুধ্যান করছি)। (অনর্থনিবারণের নিমিত্ত লোকে যেমন আপ্ত জনের আশ্রয় গ্রহণ করে, অর্থাৎ পুত্র যথা মাতৃবশে অবস্থান করে) আমরাও তেমনই আমাদের মনের নিয়ময়ন্তী (চিত্তস্য মাতা) বাক্-দেবীকে সুষ্ঠুভাবে আহ্বান করছি (সুহবা নো অস্তু); (অর্থাৎ আমাদের আহ্বানের দ্বারা তিনি আমাদের অনুকূলা হোন)। অধিকন্তু ফল বিষয়ে আমি যে কামনা প্রাপ্ত করছি (যাং আশাং এমি) আমার (মে) সেই কামনা আসাধারণী হোক (সা কেবলী অস্তু); (শুধু অসাধারণীই নয়, কিন্তু আমি ব্যতীত অপরে কেউ যেন কামনা করতে না পারে—এটাই বক্তব্য)। আমার মনে সর্বদা নিহিত ফলবিষয়ক কামনা যেন ফলপর্যবসায়িনী হয় (বিদেয়ম্ এনাম্ মনসি প্রবিষ্টাম্) ॥ ২॥ হে বৃহস্পতি ('বৃহতাং' অর্থাৎ দেবগণের হিতোপদেষ্টৃত্বের দ্বারা 'পিতা' বা পালকরূপে অভিহিত দেবতা)! সর্ববাক্যের তাৎপর্যরূপা বাক্য সহ (আকুভ্যা) বাক্-দেবতাকে আমাদের অনুকূলান্বিতা করার নিমিত্ত আগমন করুন (ন উপাগহি)। অধিকন্তু (অথো) আমাদের সৌভাগ্য (নঃ ভগস্য) প্রদান পূর্বক সুষ্ঠু আহ্বানমাত্র আমাদের অনুকূল হও (সুহবঃ হ্বাতব্য ভব) ॥ ৩॥ [সরস্বতীকে প্রাপ্তির নিমিত্ত বৃহস্পতির নিকট প্রার্থনা]—অঙ্গিরস ঋষির পুত্র বৃহস্পতিদেব (আঙ্গিরসঃ বৃহস্পতি) সকল অভিপ্রায় স্বরূপ (আকূতিং) (সকল শ্রুতি-পুরাণ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ) এই বাক্যকে (এতাং বাচঃ) (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে) আমাদের প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত স্মরণ করুন (মে প্রতি জানাতু)। স্ত্রী-পুরুষাত্মক সকল দেবতা (দেবাঃ দেবতাশ্চ) ঐকমত প্রাপ্ত হয়ে (সম্বভূবুঃ) যে বৃহস্পতির বশে অবস্থান করেন (যস্য সুপ্রণীতাঃ), সেই কাম্যমান- ফলপ্রদাতা বৃহস্পতি (সঃ কামঃ) কাময়মান আমাদের (অস্মান্) অভিমুখে আগমন করুন (অনু এতু) ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যামাহুতিং' 'ইতি সূক্তস্য মেধাজননকর্মণি বর্চস্যকর্মণি চ বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তঃ।। (১৯কা. ১অ. ৪সূ.)।।

টীকা — মেধাজনন-কর্মে (অর্থাল বুদ্ধিবৃত্তি বা স্মৃতিশক্তি লাভের নিমিত্ত যাগক্রিয়ায়) এবং বর্চস্য-কর্মে (অর্থাৎ তেজ বা কান্তি লাভের নিমিত্ত যাগক্রিয়ায়) পূর্ব সূক্তের ন্যায় বিনিয়োগ হয়ে থাকে॥ (১৯কা. ১অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : জগতো রাজা

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনামধি ক্ষমি বিষুরূপং যদস্তি।
ততো দদাতি দাশুষে বসূনি চোদদ্ রাধ উপস্তুতশ্চিদর্বাক্ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — ত্রিলোকে বাসকারী মনুষ্য ও দেবতা-সম্বন্ধীয় প্রজাগণের প্রভু (জগতঃ চর্ষণীনামধি রাজা) পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন দেব (ইন্দ্র) হবিঃ-দানকারী জনগণকে (দাশুষে) তত কিছুই ধন প্রদান করুন, পৃথিবীতে যত কিছু ধন আছে। সেই দেব (ইন্দ্র) আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তিনি আমাদের অভিষ্টুত ধন (উপস্তুত) আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুন (অর্বাক্ রাধঃ চোদৎ) ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইন্দ্রো রাজা' ইতি একর্চেন সূক্তেন ধনকামঃ ইন্দ্রং যজেত উপতিষ্ঠেত বা॥ (১৯কা. ১অ. ৫সূ.)॥

টীকা — পূর্ববর্তী সূক্তে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি বা স্মৃতিশক্তি লাভের নিমিত্ত কিংবা তেজঃ বা কান্তি লাভের নিমিত্ত বিনিয়োগ নির্ধারিত আছে, উপর্যুক্ত একমাত্র ঋক্-সম্বলিত সূক্তটি তেমনই ধনাকাঙ্ক্ষী যজমানের দ্বারা ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞক্রিয়ায় বা উপাসনায় বিনিযুক্ত হয়॥ (১৯কা. ১অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : জগদ্বীজঃ পুরুষঃ

[ঋষি : নারায়ণ। দেবতা : পুরুষ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥ ১॥
ত্রিভিঃ পড্ভির্দ্যামরোহৎ পাদস্যেহাভবৎ পুনঃ।
তথা ব্যক্রামদ্ বিষ্বঙশনানশনে অনু ॥ ২॥
তাবন্তো অস্য মহিমানস্ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশ্বরো যদন্যেনাভবৎ সহ ॥ ৪॥
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কিং বাহু কিমূরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — অনন্ত ভুজশালী (সহস্রবাহুঃ), অনন্ত অক্ষিশালী (সহস্রাক্ষঃ) ও অনন্ত পাদশালী

(সহস্রপাৎ) যে পুরুষ যজ্ঞানুষ্ঠাতা নারায়ণ নামে আখ্যাত, তিনি আপন মহিমায় সপ্ত সিন্ধু ও দ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবীকে (ভূমিং) সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করে (বিশ্বতঃ বৃত্ব) দশাঙ্গুলি পরিমিত স্থান (হৃদয়াকাশ) অতিক্রম পূর্বক অবস্থান করছেন (অত্যতিষ্ঠৎ)। (অর্থাৎ পূর্বে হৃদয়াকাশে পরিচ্ছিন্ন স্বরূপে অবস্থিত থেকে, পরে স্বানুষ্ঠিত ক্রতু সামর্থ্যে সেই পরিচ্ছিন্নাকারতা পরিত্যাগ পূর্বক সর্বাতিশায়ি-স্বরূপে অবস্থিত রয়েছেন—এটাই বক্তব্য) ॥ ১॥ সেই যজ্ঞানুষ্ঠাতা নারায়ণ-পুরুষ আপন তিন পদে বা পাদবিক্ষেপে (ত্রিভিঃ পদ্ভিঃ) স্বর্গলোকে আরোহণ করেছেন (দ্যাং আরোহৎ); তাঁর চতুর্থ পাদ বা পদবিক্ষেপ (পাদঃ) এই ভূমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ প্রকটমান হচ্ছে (পুনরাভবৎ)। এই পাদে ভোজনজীবী সকল মনুষ্য ও পক্ষী ইত্যাদি তির্যক প্রাণী (অশনা) এবং দেব-বৃক্ষ ইত্যাদি (অনশনা) সর্বতো ব্যাপ্ত বা বিক্রান্তবান হয়ে রয়েছে (বিম্বঙ্ ব্যক্রামৎ) ॥ ২॥ [সম্পূর্ণ বিশ্বই (অর্থাৎ দেব-তির্যক-মনুষ্যাত্মক যত কিছু জগৎ আছে, তা সকলই) সেই যজ্ঞানুষ্ঠাতা পুরুষের মহিমা অর্থাৎ স্বকীয় সামর্থ্যবিশেষ]। এই মহিমা (তাবন্তো মহিমান) হতেও সেই (মহিমাধার) পুরুষ প্রবৃদ্ধ (জ্যায়ান্)। এঁর চতুর্থ পাদ (অস্য) স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল ভুবনে (বিশ্বা ভূতানি) ব্যাপ্ত। এঁর চতুর্থ পাদ (অস্য) স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল ভুবনে (বিশ্বা ভূতানি) ব্যাপ্ত। এঁর তিনটি পদ (অস্য ত্রিপাৎ) অমরণধর্মক হয়ে (অমৃতং) স্বর্গলোকে ('দিবি' অর্থাৎ দ্যুলোকে) স্থিত হয়ে আছে ॥ ৩॥ বিগত (অতীত বা 'ভূত'), ভবিষ্যৎ (ভাব্যং) ও বর্তমান সঙ্গত প্রত্যক্ষের দ্বারা দৃশ্যমান বা ব্যক্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ—এই সব কিছুই সেই পুরুষের রূপ। এই পুরুষ দেবতাগণেরও (অমৃতত্বস্য) স্বামী (ঈশ্বরঃ)। যত কিছু জীব অন্নরস ইত্যাদি ভোগের দ্বারা জীবিত থাকে, ইনি তাদেরও ঈশ্বর। (অর্থাৎ ইনি অযোনিজ দেবগণের ও মর্ত্যবাসী জীবনগণের ঈশ্বর) ॥ ৪॥ [এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ ইত্যাদির সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মবাদীগণের প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। তাঁদের প্রশ্ন—সাধ্য নামক দেবগণ ও বসুগণ] যখন সেই পুরুষকে অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষকে বিশেষভাবে বিস্তারিত করেছিলেন (বি অদধুঃ) তখন সেই পুরুষকে কত প্রকারে (কতিধা) বিবিধ কল্পনা করা হয়েছিল (ব্যকল্পয়ন) (অর্থাৎ ভাগ করা হয়েছিল)? (এটি সামান্যরূপ প্রশ্ন। এরপর বিশেষ প্রশ্নাবলী)—এই যজ্ঞাত্মন পুরুষের মুখ। ছিল কোন্ বস্তু (কিমস্য মুখং)? বাহু ছিল কোন্ বস্তু? কোন্ বস্তু উরু, এবং কোন্ বস্তু তাঁর পাদ বলে কথিত (কিম্ উরু পাদা উচ্যেতে) ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ' ইতি সূক্তদ্বয়ং পুরুষমেধে ক্রতৌ পুরুষপশ্বনুমন্ত্রণে বিনিযুক্তং।...তথা এতস্য সূক্তদ্বয়স্য শনৈশ্চরগ্রহদেবত্য-হবিরাজ্য হোমে সমিদাধানোপস্থানয়োশ্চ বিনিয়োগঃ। ....সৌবর্ণভূমিদানেপি এতৎ সূক্তদ্বয়ং আজ্যহোমে বিনিযুক্তং।... সর্বাতিশায়িত্বসর্বভূতাত্মকত্ব-কামেন নারায়ণাখ্যেন পুরুষেণ অনুষ্ঠিতস্য পুরুষমেধক্রতোঃ প্রতিপাদকত্বাৎ জগৎকারণস্য আদিনারায়ণ-পুরুষস্য প্রতিপাদকত্বাৎ বা এতৎ পুরুষসূক্তং ইতি উচ্যতে। অতঃ অস্য সূক্তস্য দ্বিবিধোর্থঃ আধিযাজ্ঞিক একঃ আধ্যাত্মিকোপরঃ। পুরুষমেধবিধায়কং বাজসনেয়কব্রাহ্মণ এবং আম্নায়তে।...ইত্যাদি॥ (১৯কা. ১অ. ৬সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি ও পরবর্তী সূক্তটি মূলতঃ একটি সূক্তেরই দু'টি অংশ। দু'টিই 'জগদ্বীজঃ পুরুষ' নামে অভিহিত। এই সূক্তদ্বয় পুরুষমেধ যজ্ঞে পুরুষপশু-অনুমন্ত্রণে বিনিযুক্ত হয়। (বৈতান সূত্রে, ৭।২, এগুলির নির্দেশ পাওয়া যায়। শনৈশ্চর গ্রহদেবতার আজ্যহোমে ও সমিদাধান-উপস্থানে এই দু'টি সূক্তের বিনিয়োগ শান্তিকল্পে সূত্রিত, ১৫)। সুবর্ণ ও ভূমিদানেও এই সূক্ত দু'টি আজ্যহোমে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে।

(পরিশিষ্ট ১০/১)। সর্বাতিশায়িত্ব ও সর্বভূতাত্মকত্ব কামনায় নারায়ণ নামে আখ্যাত পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই ক্রতুর প্রতিপাদকত্বের কারণে বা জগৎকারণ আদি নারায়ণ পুরুষের প্রাতিপাদকত্বের কারণে এই দু'টি সূক্তই 'পুরুষসূক্ত' ('জগদ্বীজঃ পুরুষ') নামে কথিত। একই সূক্তের এই দু'টি ভাগেরই দু'রকম অর্থ আছে। এক, আধিযজ্ঞিক; অপর, আধ্যাত্মিক। পুরুষমেধ-বিধায়ক বাজসনেয়কব্রাহ্মণে (শুক্লযজুর্বেদে) এই রকমই আখ্যাত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৬।১।১) অর্থাৎ যজুর্বেদের অংশবিশেষেও আধিযজ্ঞিকের সাথে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও পাওয়া যায়। আমাদের প্রকাশিত শুক্ল যজুর্বেদের মধ্যে উভয় অর্থ প্রদত্ত থাকলেও, এই স্থানে সায়ণাচার্য কৃত আধিযজ্ঞিক ব্যাখ্যাই অনূদিত হয়েছে॥ (১৯কা. ১অ. ৬সূ.)॥

◆

সপ্তম সূক্ত : জগদ্বীজঃ পুরুষঃ

[ঋষি : নারায়ণ। দেবতা : পুরুষ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যোঽভবৎ।
মধ্যং তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত ॥ ২॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ৩॥
বিরাডগ্রে সমভবৎ বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৪॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৫॥
তং যজ্ঞং প্রাবৃষা প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রশঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ৬॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে চ কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৭॥
তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দো হ জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৮॥
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূঁস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৯॥
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১০॥
মূর্ধ্নো দেবস্য বৃহতো অংশবঃ সপ্ত সপ্ততীঃ।
রাজ্ঞঃ সোমস্যাজায়ন্ত জাতস্য পুরুষাদধি ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — [পূর্ব সূক্তের শেষ মন্ত্রে 'কতিধা ব্যকল্পয়ন' অর্থাৎ 'কত রকমে ভাগ করা হয়েছিল'—এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে প্রদত্ত হয়েছে। এই প্রথম মন্ত্রে মুখ ইত্যাদি বিশেষ প্রশ্নে উত্তর দেওয়া হচ্ছে]। এই যজ্ঞাত্মন পুরুষের মুখ ছিল ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণো অস্য মুখং আসীৎ), (অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি বিশিষ্ট পুরুষ এই যজ্ঞাত্মন পুরুষের মুখ বা মুখমণ্ডল হতে উৎপন্ন হয়েছিল); এই যজ্ঞাত্মন পুরুষের বাহু দু'টি ছিল রাজন্য বা ক্ষত্রিয় (বাহূ রাজন্য অভবৎ), (অর্থাৎ এই যজ্ঞাত্মন পুরুষের ভুজদ্বয় হতে ক্ষত্রিয়-জাতি-বিশিষ্ট পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিল); এই যজ্ঞাত্মন পুরুষের মধ্যাঙ্গ অর্থাৎ বক্ষ হতে ঊরুদ্বয় পর্যন্ত ছিল বৈশ্য (মধ্যং তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ), (অর্থাৎ এই যজ্ঞাত্মন পুরুষের ঊরুদ্বয় পর্যন্ত হতে বৈশ্য-জাতি-বিশিষ্ট পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিল); এই যজ্ঞাত্মন পুরুষের পাদদ্বয় হতে শূদ্রজাতি উৎপন্ন হয়েছিল (পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত) ॥ ১ ॥ সেই যজ্ঞাত্মন পুরুষের মন হতে আহ্লাদকর চন্দ্র [(চন্দ্রং আ) হ্লাদং] জাত হয়েছিলেন; চক্ষু দু'টি হতে সূর্য জন্মলাভ করেছিলেন (চক্ষোঃ সূর্যঃ অজায়ত)। সেই যজ্ঞাত্মন পুরুষের মুখ বা বাগিন্দ্রিয় হতে (মুখাৎ) ইন্দ্র ও অগ্নির উৎপত্তি হয়েছিল। এবং তাঁর প্রাণ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় হতে (প্রাণাৎ) বায়ু জাত হয়েছিল ॥ ২ ॥ এই যজ্ঞপুরুষের নাভি হতে অন্তরিক্ষ, শিরোদেশ হতে (শীর্ষ্ণঃ) স্বর্গলোক (দ্যৌঃ বা দ্যুলোক বা আকাশ), এবং চরণ দু'টি হতে ভূলোক (পৃথিবী) সম্ভবিত হয়েছিল। (নাভিশিরপাদেভ্যঃ অন্তরিক্ষদ্যুভূময়স্ত্রয়ো লোকাঃ সমভবন)। সেই যজ্ঞাত্মক পুরুষের শ্রোত্রেন্দ্রিয় হতে প্রাচী ইত্যাদি দশ দিক সৃষ্ট হয়েছে; (অর্থাৎ দিক্‌সমূহ শ্রোত্ররূপে কর্ণদ্বয়ে প্রবিষ্ট হয়)। (এই প্রকারে সাধ্য নামক দেবগণ সেই যজ্ঞপুরুষ হতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণ চতুষ্টয় ও অন্তরিক্ষ ইত্যাদি লোকত্রয় সৃষ্টি করেন) ॥ ৩ ॥ (পুর্বে যে পুরুষ হতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদির সৃষ্টি কথিত হয়েছে, এইবার তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে কথিত হচ্ছে)।—সৃষ্টির আদিতে (অগ্রে) বিবিধ রাজান্ত বস্তু নিয়ে যাঁতে সন্নিবিষ্ট ছিল, সেই বিরাট্ (বিরাড্) নামক (ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহধারী) পুরুষ সম্ভবিত হয়েছিলেন। ('সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা উপবর্ণিত আদিপুরুষ বা মহাপুরুষ হতে বিরাট্-সংজ্ঞক পুরুষের উৎপত্তি)। সেই বিরাট্-পুরুষ হতে অতিরিক্ত পুরুষের উৎপত্তি (অত্যরিচ্যত)। তিনিই যজ্ঞাত্মা-পুরুষ। তিনি জাতমাত্র এই ভূমি ইত্যাদি লোকসমূহে প্রথমে (পুরঃ) ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে (পশ্চাৎ) জীবসমূহের দেহ রচনা করেছিলেন ॥ ৪ ॥ সাধ্য নামক দেবগণ (দেবাঃ) যখন অশ্বরূপের দ্বারা বা পুরুষরূপ হবির দ্বারা (পুরুষেণ হবিষা) যজ্ঞ করেছিলেন (অতন্বত) তখন বসন্ত (অর্থাৎ রসের উৎপাদক ঋতু) স্বমহিমায় এই যজ্ঞের (অস্য) আজ্য হয়েছিল, গ্রীষ্ম (অর্থাৎ শোষক ঋতু) ইধ্ম (অর্থাৎ অগ্নিসমিন্ধন-সাধনভূত একবিংশতি দারুময়াত্মক পদার্থ) হয়েছিল; শরৎ (ওষধিসমূহের পক্ককালরূপ ঋতু) যজ্ঞিয় চরু-পুরোডাশ ইত্যাদি হবিরূপ হয়েছিল। (পুরুষরূপ হবিঃ অর্থে অশ্বমেধ যজ্ঞের হবিঃ অথবা মুখ্য পুরুষ এবং পুরুষমেধে পশু) ॥ ৫ ॥ সৃষ্টি সাধনযোগ্য সাধ্য নামক দেবগণ ও বসুগণ (প্রাণসমূহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের দেবগণ) সেই যাগযোগ্য (তং যজ্ঞং) পুরুষকে বা সৃষ্টির আদিতে জাত অশ্বভূত পুরুষকে বর্ষা (প্রাবৃষা) ঋতুর দ্বারা প্রোক্ষণ (প্রৌক্ষন্) করেছিলেন। (বর্ষা ঋতুকে সেচনসাধন উদকরূপে সঙ্কল্প করেছিলেন, এটাই বক্তব্য—'প্রাবৃটকালং প্রোক্ষণসাধনোদকরূপত্বেন সঙ্কল্পিতবন্ত' ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ (এইবার পশুসৃষ্টি বিষয়ে বলা হচ্ছে)—সেই যজ্ঞাত্মন পুরুষ হতে অশ্ব জাত হয়েছিল (তস্মাৎ অশ্বাঃ অজায়ন্ত) এবং অশ্বব্যতিরিক্ত গর্দভ ও অশ্বতর (যে কে চ) এবং উভদন্তশালী (উভয়াদতঃ) অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে দন্তপাটী-সমন্বিত

প্রাণীগণ উৎপত্তি লাভ করেছিল। সেই যজ্ঞপুরুষ হতে (তস্মাৎ) গাভীগণ প্রাদুর্ভূত হয়েছিল (গাবো হ জজ্ঞিরে) এবং তাঁর হতেই জাত হয়েছিল ছাগ, মেষ ইত্যাদি (তস্মাৎ জাতাঃ অজাবয়ঃ) ॥ ৭॥ আশ্বমেধিকের সর্বহুত (অর্থাৎ সর্বাঙ্গই হোমযোগ্য, এমন) অশ্বভূত সেই যজ্ঞ-পুরুষ হতে পাদবদ্ধ মন্ত্ররাশি (ঋচঃ বা ঋক্-বেদ) ও গীতিমূলক মন্ত্রাবলী (সামানি বা সামবেদ) প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। সেই দেবপুরুষ হতে ঋক্ ইত্যাদির অধিষ্ঠান স্বরূপ ছন্দসমূহ প্রাদুভূত হয়েছিল এবং তাঁর হতেই (তস্মাৎ) প্রশ্লিষ্ট-পাঠাত্মক মন্ত্র সমুদয় (যজুর্বেদ) জাত হয়েছিল (অজায়ত) ॥ ৮॥ সেই সর্বহুত (অর্থাৎ আশ্বমেধিকের অশ্বভূত যজ্ঞপুরুষ) হতে সম্পাদিত (সম্ভৃতং) যা কিছু দ্রব্যজাত সৃষ্ট হয়েছিল, সেগুলি পৃষদাজ্য নামে অভিহিত হয়। সেই সাধ্য নামক বায়ুদেবগণ (বায়ব্যান্) আরণ্য (দ্বিখুর, শ্বাপদ, পক্ষী, সরীসৃপ, হস্তি, মর্কট ইত্যাদি ও আরও বহুরকমের অরণ্যচরী) পশুগণকে এবং গ্রাম্য (গো, অশ্ব, অজ, অবি, গর্দভ, উষ্ট্র ও আরও বহুরকমের গ্রামোদ্ভব) পশুদের সমূহরূপে (পশূন তান চক্রে উৎপন্ন করেছিলে ॥ ৯॥ সাধ্য দেবগণ যখন অশ্বমেধ বা পুরুষমেধ যজ্ঞ করেছিলেন (তন্বানাঃ), তখন সেই যজ্ঞে পুরুষ পশু অথবা অশ্বভূত মুখ্য পুরুষকে যূপে বদ্ধ করেছিলেন (অবধ্নন্)। সেই সময়ে তাঁরা (অর্থাৎ সাধ্য নামক দেবগণ) যজ্ঞের সপ্তসংখ্যক ছন্দ (গায়ত্রী ইত্যাদি), একবিংশতি সংখ্যক পরিধি (ত্রিঃ সপ্ত পরিধয়ঃ) এবং সমিধ সম্পাদন করেছিলেন ॥ ১০॥ [সকল যজ্ঞের সোমসাধ্যত্বের জন্য এই যজ্ঞেও পরম্পরাগত ভাবে সোমের সম্বন্ধ দর্শাবার উদ্দেশে এই শেষ মন্ত্রে সোমের স্তুতি করা হচ্ছে]—সেই যজ্ঞাত্মন বা বিরাট পুরুষ হতে (পুরুষাৎ অধি) নিষ্পন্ন (জাতস্য) সোম রাজার (সোমস্য রাজ্ঞ) একোনপঞ্চাশ সংখ্যক ('সপ্ত সপ্ততীঃ'—সপ্তগুণিতাঃ সপ্ততয়ঃ) কিরণরাশি (অংশবঃ) নহৎ (বৃহতঃ) দ্যোতনাত্মকের (দেবস্য) (অর্থাৎ সহস্রবাহু পুরুষ ইত্যদির দ্বারা নিরূপিত আদি পুরুষের) মস্তক হতে (মূর্ধ্নঃ) উদ্ভুত (অজায়ন্ত)। [এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—সোম দু'রকমের—লতারূপ ও দেবতারূপ (বল্লীরূপো দেবতারূপশ্চেতি)। এর মধ্যে লতারূপ সোমের সংখ্যা প্রকৃতি-বিকৃতি ভেদে নানা (প্রকৃতিবিকৃত্যাদিভেদেন নানাসংখ্যাকা)।—ইত্যাদি। দ্যুলোকে কলারূপ সোমের একোনপঞ্চাশ (৪৯) সংখ্যক কিরণ নিষ্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে সূর্যের সহস্রকিরণ, কিন্তু সোমের চারিশত নব্বই (৪৯০) সংখ্যক (দশোনপঞ্চশতসংখ্যাকা) কিরণ আদিপুরুষের মস্তক হতে উৎপন্ন হয়েছে] ॥ ১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ব্রাহ্মণোস্য মুখং আসীৎ' ইতি সূক্তস্য পুরুষমেধে উৎসৃজ্যমানপুরুষপশ্বনু-মন্ত্রণে শনৈশ্চরগ্রহদেবত্যহবিরাজ্যহোমে চ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ॥ (১৯কা. ১অ. ৭সূ.)॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্বসূক্তে উল্লিখিত হয়েছে। পুরুষমেধে উৎসর্গীকৃত পুরুষপশুর অনুমন্ত্রণে ও শনৈশ্চর গ্রহদেবতার হবিরাজ্য হোমে এই সূক্ত-মন্ত্রগুলি পূর্বসূক্তের সাথে বিশেষভাবে বিনিয়োগ হয়।—উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিতে যজ্ঞাত্মক পুরুষের মুখ হতে ব্রাহ্মণ বর্ণের উদ্ভব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। ঐ মন্ত্রে তাঁর পাদদ্বয় হতে শূদ্র-বর্ণের উদ্ভব প্রসঙ্গে অনেকেই শূদ্রবর্ণের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবজ্ঞা সূচিত হয়েছে বলে মনে করেন। ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। আমরা যজুর্বেদে সমপর্যায়ভুক্ত মন্ত্রের বিশ্লেষণে দেখিয়েছি যে, আপন শ্রমের দ্বারা বিশাল সমাজকে সেবাদ্বারা বহন করার যোগ্যতার কারণে বিরাট্ পুরুষের পাদদ্বয় হতে শূদ্র-বর্ণীয়দের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়েছে। মানবদেহকে বহন ও চালিত করার সামর্থ্য একমাত্র পাদযুগলেরই আছে। এতে অবমাননার পরিবর্তে সুখ্যাতিই পরিলক্ষিত হয়॥ (১৯কা. ১অ. ৭সূ.)॥

অষ্টম সূক্ত : নক্ষত্রাণি

[ঋষি : গার্গ্য। দেবতা : নক্ষত্র সমুদয়। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, ভুরিক্।]

চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনে জবানি।
তুর্মিশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানি গীর্ভিঃ সপর্যামি নাকম্ ॥ ১॥
সুহবমগ্নে কৃর্তিকা রোহণী চাস্তু ভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা।
পুনর্বসূ সূনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘা মে॥ ২॥
পুণ্যং পূর্বা ফল্গুন্যৌ চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতি সুখো মে অস্তু।
রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলম্ ॥ ৩॥
অন্নং পূর্বা রাসতাং মে অষাঢ়া ঊর্জং দেব্যুত্তরা আ বহন্তু।
অভিজিন্মে রাজতাং পুণ্যমেব শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুর্বতাং সুপুষ্টিম্ ॥ ৪॥
আ মে মহচ্ছতভিষগ্ বরীয় আ মে দ্বয়া প্রোষ্ঠপদা সুশর্ম।
আ রেবতী চাশ্চযুজৌ ভগং ম আ মে রয়িং ভরণ্য আ বহন্তু ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — নানা রূপশালী বা বর্ণ-বিশিষ্ট (চিত্রাণি) যে নক্ষত্র সমুদায় দ্যোতমান স্বর্গের সাথে (দিবি সাকং) দীপ্যমান (রোচনানি), যারা অন্তরিক্ষে পুনঃপুনঃ আবর্তমান (ভুবনে সরীসৃপানি জবানি), সেই স্বর্গলোকে (নাকম্—সুখদুঃখহীন লোকে) অবস্থিত নক্ষত্ররাজির উদ্দেশে (অহানি) স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা বা মন্ত্রকৃত হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি (গীর্ভি সপর্যামি)। (কিজন্য? কেননা) আমরা নক্ষত্রগুলির হিংসানিবারণী বা দুঃখনাশিনী অনুগ্রহবুদ্ধির জন্য কাময়মান হয়েছি (তুর্মিশং সুমতিম্ ইচ্ছমানঃ)। (এইভাবে এই মন্ত্রে সকল নক্ষত্রসঙ্ঘের উদ্দেশে প্রার্থনা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। অতঃপর পরবর্তী চারটি মন্ত্রে কৃত্তিকা ইত্যাদি প্রত্যেক নক্ষত্রের উদ্দেশে প্রার্থনা করা হচ্ছে) ॥ ১॥ হে অগ্নি! কৃত্তিকা (অশ্বিনী ইত্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের তৃতীয় নক্ষত্র কৃত্তিকার আগ্নেয়ত্বের কারণে অগ্নি সম্বোধন) আমাদের সুষ্ঠু আহ্বানের যোগ্যা হোক (সুহবম্ অস্তু), (অর্থাৎ আপন দোষাংশ পরিত্যাগ পূর্বক আমাদের অনুকূল হোক)। হে প্রজাপতি দেবতা! রোহিণী (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের চতুর্থ নক্ষত্র রোহিণীর অধিপতি প্রজাপতি দেবতা হওয়ার কারণে প্রজাপতি সম্বোধন) আমাদের সুষ্ঠু আহ্বানের যোগ্যা হোক, (অর্থাৎ আপন দোষাংশ পরিত্যাগ পূর্বক আমাদের অনুকূলা হোক)। হে সোম! মৃগশিরা (মৃগের শিরের ন্যায় প্রতীয়মান পঞ্চম নক্ষত্রের অধিপতি সোম হওয়ার কারণে সোম সম্বোধন) আমাদের মঙ্গলপ্রদা (ভদ্রং) হোক। হে রুদ্র! আর্দ্রা (ষষ্ঠ নক্ষত্র আর্দ্রার অধিপতি রুদ্র হওয়ার কারণে রুদ্র সম্বোধন) আমাদের সুখকারিণী (শং) হোক। হে অদিতি! পুনর্বসু (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের সপ্তম নক্ষত্র পুনর্বসুর অধিদেবতা অদিতি) আমাদের প্রিয়সত্যাত্মিকা (সুনৃতা) বাক্ প্রদান করুক। হে পুষ্যা নক্ষত্রের অধিপতি বৃহস্পতি! (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের সপ্তম) পুষ্যানক্ষত্র আমাদের শ্রেয়ঃপ্রদা (চারু) হোক। হে অশ্লেষা নক্ষত্রের অধিপতি সর্পদেবতা! (নবম নক্ষত্র) অশ্লেষা আমাদের দীপ্তি (ভানুঃ) প্রদায়িকা হোক। হে পিতৃদেবগণ! মঘা (দশম নক্ষত্র মঘার অধিপতি পিতৃদেবগণ হওয়ায় পিতৃদেবগণের উদ্দেশে সম্বোধন) আমার (মে) গন্তব্য স্থান (অয়নং) হোক ॥ ২॥ হে

অর্যমা! পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র (অশ্বিনী ইত্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একাদশ নক্ষত্র) আমাদের পুণ্যস্বরূপা (পুণ্যং) হোক। হে ভগদেব! উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র (অশ্বিনী ইত্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দ্বাদশ নক্ষত্র) আমাদের পুণ্যস্বরূপা হোক। হে সবিতা (সাবিত্রঃ)! হস্তা (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে ত্রয়োদশ নক্ষত্র) আমাদের পুণ্যপ্রদা হোক। হে ইন্দ্র! (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে অন্যতম) চিত্রানক্ষত্র মঙ্গলকারিণী (শিবা) হোক। হে বায়ুদেব! স্বাতি নক্ষত্র আমার সুখস্বরূপ হোক (সুখো মে অস্তু)। হে ইন্দ্ররূপ অগ্নি! রাধা ও বিশাখাসংজ্ঞক একই নক্ষত্র আমাদের সুষ্ঠু আহ্বানের যোগ্যা হোক (সুহবা)। হে মিত্রদেবতা! অনুরাধা (সপ্তদশ নক্ষত্র) সুষ্ঠু আহ্বান আহ্বান-যোগ্যা হোক। ইন্দ্রের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রও আমার নিমিত্ত কল্যাণকারিণী হোক। অরিষ্টের নিদানভূত পিতৃদেবগণের মূলানক্ষত্র আমার শোভন-নক্ষত্র অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রদা হোক, (অরিষ্টনিদানং মূলসংজ্ঞকং পিতৃদেবভ্য সনক্ষত্রং শোভননক্ষত্রং মম শ্রেয়ঃপ্রদ ভবতু) ॥ ৩॥ হে জলদেবতা! আপনাদের আধিপত্যাধীনা পূর্বাষাঢ়া (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে বিংশ নক্ষত্র) আমাকে সুভক্ষ্য অন্ন প্রদান করুক, (পূর্বাষাঢাঃ অন্দেবতা মে মহ্যং অনংরাসতাং)। হে বিশ্বদেবগণ! উত্তরাষাঢ়া (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের একবিংশতিতম নক্ষত্র) আমাদের অভিমুখে বলকারক অন্নরস (ঊর্জং) প্রেরণ করুক (আ বহন্ত)। হে ব্রহ্মদেব! অভিজয়সাধন অভিজিৎ (খগোলকের দক্ষিণ দিকে নিরীক্ষিত নক্ষত্র) আমাকে পুণ্য প্রদান করুক (পুণ্যমেব রাসতাং)। হে বিষ্ণুদেবতা! আপনার শ্রবণা (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দ্বাবিংশতম নক্ষত্র) ও হে বাসুদেবতা আপনাদের ধনিষ্ঠা বা শ্রবিষ্ঠা (ত্রয়োবিংশতিতম নক্ষত্র) আমাকে সুপুষ্টি অর্থাৎ পশু-পুত্র ইত্যাদির সাথে পালন করুক। হে ইন্দ্রদেবতা! শতবিশাখা অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্র (যেটি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের চতুর্বিংশতম) আমার নিমিত্ত প্রভূত (বরীয়ঃ) ফল (অর্থাৎ পুণ্যফল) বহন করুক (আ বহৎ)। হে অজৈকপাদ দেবতা! আপনার পূর্বভাদ্রপদা (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশতম নক্ষত্র) এবং হে অহির্বুধ্ন দেবতা! আপনার উত্তরভাদ্রপদা (ষড়বিংশতম নক্ষত্র) আমার নিমিত্ত সুশর্ম অর্থাৎ শোভন সুখ বা গৃহ বহন করুক (আ বহৎ)। হে পূষা দেবতা! আপনার রেবতী নক্ষত্র এবং অশ্বিদেবতাযুগলের অশ্বিনী নক্ষত্র (অশ্বযুজ্) আমার নিমিত্ত সৌভাগ্য (ভগং) বহন করুক! হে যমদেব! ভরণী (দ্বিতীয় নক্ষত্র) আমাকে ধনৈশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত করুক ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'চিত্রাণি সাকং' ইতি 'যানি নক্ষত্রাণি' ইতি সূক্তয়োর্নক্ষত্রদেবতাজ্যহোমে তদ্ধবির্হোমে চ বিনিয়োগঃ।....ইত্যাদি॥ (১৯কা. ১অ. ৮সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্ত ও পরবর্তী সূক্ত নক্ষত্রদেবতার আজ্যহোমে বিনিযুক্ত হয়। নক্ষত্র কল্পে (১ ও ৬) এর উপচার বলা হয়েছে—যেমন, কৃত্তিকার জন্য ঘৃত, অশ্বিনীর নিমিত্ত ক্ষীরিবৃক্ষাঙ্কুরা, ভরণীর জন্য ঘৃত ও মধুমিশ্রিত কৃষ্ণতিল ইত্যাদি। নক্ষত্র কল্পে (১২) এই সম্পর্কে আরও তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে ॥ (১৯কা. ১অ. ৮সূ.) ॥

◆

নবম সূক্ত : নক্ষত্রাণি

[ঋষি : গার্গ্য। দেবতা : নক্ষত্র সমুদায়। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

যানি নক্ষত্রাণি দিব্যন্তরিক্ষে অপ্সু ভূমৌ যানি নগেষু দিক্ষু।
প্রকল্পয়ংশ্চন্দ্রমা যান্যেতি সর্বাণি মমৈতানি শিবানি সন্তু ॥ ১॥

অষ্টাবিংশানি শিবানি শগ্মানি সহ যোগং ভজন্তু মে।
যোগং প্র পদ্যে ক্ষেমং চ ক্ষেমং প্র পদ্যে যোগং চ নমোঽহোরাত্রাভ্যামস্তু ॥ ২॥
স্বস্তিতং মে সুপ্রাতঃ সুসায়ং সুদিবং সুমৃগং সুশকুনং মে অস্তু।
সুহবমগ্নে স্বস্ত্যমর্তং গত্বা পুনরায়াভিনন্দন্ ॥ ৩॥
অনুহবং পরিহবং পরিবাদং পরিক্ষবম্।
সর্বৈর্মে রিক্তকুম্ভান্ পরা তান্ৎসবিতঃ সুব ॥ ৪॥
অপপাপং পরিক্ষবং পুণ্যং ভক্ষীমহি ক্ষবম্।
শিবা তে পাপ নাসিকাং পুণ্যগশ্চাভি মেহতাম্ ॥ ৫॥
ইমা যা ব্রহ্মণস্পতে বিষূচীর্বাত ঈরতে।
সধ্রীচীরিন্দ্র তাঃ কৃত্বা মহ্যং শিবতমাস্কৃধি ॥ ৬॥
স্বস্তি নো অস্ত্বভয়ং নো অস্তু নমোঽহোরাত্রাভ্যামস্তু ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — যে নক্ষত্রসমূহকে আকাশ (দিবি), মধ্যলোকে (অন্তরিক্ষে), জলে (অপ্সু), পৃথিবীতে (ভূমৌ), পর্বতে (নগেষু) এবং দিক্‌সমূহে দেখা যায়, এবং চন্দ্রমা যে নক্ষত্রগুলিকে প্রকর্ষের দ্বারা প্রদীপ্ত করে প্রকট হয়ে আসেন (প্রকল্পয়ন্ চন্দ্রমা), সেই সকল নক্ষত্রই (যানি এতি সর্বাণি) আমার সুখকর হোক (মম শিবানি সন্তু) ॥ ১॥ সুখদর্শন ও সুখপ্রদ (শিবানি শগ্মানি) অষ্টাবিংশতি সংখ্যক নক্ষত্রসমূহ আমাকে ফল দানের নিমিত্ত ঐকমত্য প্রাপ্ত হোক (সহ যোগং ভজন্তু মে)। আমি তাদের সহযোগে (যোগং) যেন অলভ্যবস্তু-প্রাপ্তিরূপ যোগ ও লব্ধবস্তুর পরিপালনরূপ ক্ষেম প্রাপ্ত হতে পারি (প্র পদ্যে যোগং চেতি)। দিবা ও রাত্রির উদ্দেশে নমস্কার (নমঃ অহোরাত্রাভ্যাম অস্তু)। (দিবা রাত্রে নক্ষত্রসমূহের সঞ্চার ঘটে; সুতরাং তাদের আনুকূল্য করণের নিমিত্ত দিবা ও রাত্রির উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে। বস্তুতঃ, নভোমণ্ডলে দিবারাত্রব্যাপী নক্ষত্রসঞ্চারের ফলেই রাশিচক্রে তার প্রভাবে ভালো-মন্দ ঘটে থাকে) ॥ ২॥ প্রাতঃকালগুলি সুকারিত্বের দ্বারা সমৃদ্ধ হোক (অর্থাৎ আমাদের শোভন সুখ প্রদান করুক) (সুপ্রাতঃ)। সায়ংকালগুলিও আমাদের সুখে সমৃদ্ধ হোক। আমাদের দিবা-রাত্র সুখ-সমৃদ্ধ হোক (দিবং—অহোরাত্রপরঃ)। মৃগগণ ও পক্ষীগণ সুখ-সমৃদ্ধ হোক (সুমৃগং সুশকুনং মে অস্তু), (অর্থাৎ অনুকূল নক্ষত্রে গমনকারী আমার ভাবিফলসূচকত্বের নিমিত্ত মৃগ ইত্যাদি পশুগণ ও কাক ইত্যাদি পক্ষীগণ অনুকূলগতিচেষ্টাযুক্ত হোক)। (এইভাবে নক্ষত্রগুলির দ্বারা সুখসমৃদ্ধি প্রাপ্তির ইচ্ছায় নক্ষত্রাধিপতি দেবতার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপিত হচ্ছে)—হে অগ্নি! (কৃত্তিকানক্ষত্রের দেবতা অগ্নিকে উপলক্ষ করে সকল নক্ষত্রদেবতাকেই সম্বোধন) সুষ্ঠু আহ্বানযোগ্য (সুহব) অমরণধর্মা (অমর্ত্যং) লোকে (দ্যুলোকে) ক্ষেমের দ্বারা গমন করে হবিপ্রদাতৃ হয়ে পুনরায় আমাদের হৃষ্ট করণের নিমিত্ত আগমন করো (অভিনন্দন্ পুনঃ আয়)।—অথবা (কেবল অগ্নিকেই সম্বোধন)—হে অগ্নি! সুষ্ঠু হবিঃ (সুহবং) (অর্থাৎ যথাযথ দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হবিঃ) অমরণধর্মা (অমর্ত্যং) অর্থাৎ সেই সেই অমর নক্ষত্রদেবতার নিকট ক্ষেমের সাথে গমন পূর্বক (স্বস্তি) অর্থাৎ সেই সেই হবিঃ (প্রেরণ পূর্বক) পুনরায় আমাদের হৃষ্ট করার নিমিত্ত আগমন করো (পুনঃ আয় অভিনন্দন্) ॥ ৩॥ (অনুকূল নক্ষত্রে ধনার্থে গমনকারী পুরুষের ভাবী কার্য-প্রতিবন্ধকগুলি নিবারণের নিমিত্ত আশা করা হচ্ছে)—হে

সবিতাদেব! সম্মুখগামী পুরুষের নাম গ্রহণপূর্বক পশচাৎভাগে অবস্থিত পুরুষের দ্বারা আহ্বান (অনুহবং—পিছুডাক), পার্শ্বদ্বয়, হতে আহ্বান (পরিহবঃ), পরুষ অর্থাৎ কর্কশ ভাষণ (পরিবাদং), সর্বতঃ হাঁচি (পরিক্ষবম্) বা হাঁচিবর্জন, শূন্য কলস (রিক্তকুম্ভান্), ইত্যাদি দুর্নিমিত্ত দোষসমূহ (তান্) সকল নক্ষত্রদেবের সাথে (সর্বৈঃ) আপনি কার্যার্থে গমনকারী আমার দূর করুন (মে সুব) ॥ ৪ ॥ (এখানেও দুর্নিমিত্তদোষ পরিহারের আশা করা হচ্ছে)—অহিত-নিমিত্ত পরিক্ষব (ক্ষতিকারক হাঁচি) আমি যেন পরিহার করতে পা ; কেবল অহিতনিবারণই নয়, পরন্তু দুর্নিমিত্তরূপ ক্ষুতের (হাঁচির) শ্রেয়স্করতা যেন লাভ করতে পারি (পুণ্যং ভক্ষীমহি)। (পরবর্তী অর্ধাংশ ঋত্বিক-বচন)—ধনার্থে গমনকারী হে পুরুষ! তোমার গমন পথে শৃগালগমন বা শৃগালদর্শন বা বিরুদ্ধ শব্দায়মান শৃগাল (শিবা) তোমার দুর্নিমিত্তদোষনিবারক (পাপ নাসিকাং) হোক। তথা নপুংসক পুরুষের (পণ্ডকঃ) দর্শন-স্পর্শন ইত্যাদি (অশুভ ব্যাপার) পরিহার করে তোমার কার্যসিদ্ধানুকূল হোক ॥ ৫ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি! (পরবর্তী অর্ধাংশে ইন্দ্র নির্দেশ করা হয়েছে, এইটি তারই বিশেষণ। 'ব্রহ্মণঃ' অর্থে মন্ত্রসঙ্ঘের এবং 'পতি' অর্থে স্বামী—সর্বমন্ত্রের প্রতিপাদ্য 'ইন্দ্র')। এই পরিদৃশ্যমান (ইমাঃ) পূর্ব ইত্যাদি দিকে (যাঃ) বাত্যারূপ বায়ু (বাতঃ) দিক্-বিদিকশূন্য হয়ে পরিভ্রমণ করছে (বিষুচীঃ ঈরতে) (অর্থাৎ ঝঞ্ঝাবাতে সব দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন একাকার হয়ে যাচ্ছে), হে ইন্দ্র! তাদের (তা) যথাস্থিত-প্রদেশে অবস্থায়িনী করে (সধ্রীচীঃ কৃত্বা) আমার নিমিত্ত (মহ্যং) অত্যধিক সুখকারিণী করো (শিবতমাঃ কৃধি)। আমাদের অবিনাশী মঙ্গল হোক (নঃ স্বস্তি অস্তু), আমাদের ভয়রাহিত্য হোক (নঃ অভয়ং অস্তু), দিবা ও রাত্রিকে নমস্কার (নমঃ অহোরাত্রাভ্যাম্ অস্তু)। (এই মন্ত্রটি যজুঃরূপে পঠনীয়) ॥ ৭ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যানি নক্ষত্রাণি' (ইতি) সূক্তস্য নক্ষত্রহোমে পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।। (১৯কা. ১অ. ৯সূ.)।।

◆

দশম সূক্ত : শান্তিঃ

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : বৃহতী, অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি।]

শান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী শান্তমিদমুর্বন্তরিক্ষম্।
শান্তা উদন্বতীরাপঃ শান্তা নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ১ ॥
শান্তানি পূর্বরূপাণি শান্তাং নো অস্তু কৃতাকৃতম্।
শান্তং ভূতং চ ভব্যং চ সর্বমেব শমস্তু নঃ ॥ ২ ॥
ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী বাগ্ দেবী ব্রহ্মসংশিতা।
যয়ৈব সসৃজে ঘোরং তয়ৈব শান্তিরস্তু নঃ ॥ ৩ ॥
ইদং যৎ পরমেষ্ঠিনং মনো বাং ব্রহ্মসংশিতম্।
যেনৈব সসৃজে ঘোরং তেনৈব শান্তিরস্তু নঃ ॥ ৪ ॥

ইমানি যানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃষষ্ঠানি মে হৃদি ব্রহ্মণা সংশিতানি।
যৈরেব সসৃজে ঘোরং তৈরেব শান্তিরস্তু নঃ ॥ ৫॥
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং বিষ্ণুঃ শং প্রজাপতিঃ।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো ভবত্বর্যমা ॥ ৬॥
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং বিবস্বাংছমন্তকঃ।
উৎপাতাঃ পার্থিবান্তরিক্ষাঃ শং নো দিবিচরা গ্রহাঃ ॥ ৭॥
শং নো ভূমির্বেপ্যমানা শমুল্কা নির্হতং চ যৎ।
শং গাবো লোহিতক্ষীরাঃ শং ভূমিরব তীর্যতীঃ ॥ ৮॥
নক্ষত্রমুল্কাভিহতং শমস্তু নঃ শং নোঽভিচারাঃ শমু সন্তু কৃত্যাঃ।
শং নো নিখাতা বল্গাঃ শমুল্কা দেশোপসর্গাঃ শমু নো ভবন্তু ॥ ৯॥
শং নো গ্রহাশ্চান্দ্রমসাঃ শমাদিত্যশ্চ রাহুণা।
শং নো মৃত্যুর্ধূমকেতুঃ শং রুদ্রাস্তিগ্মতেজসঃ ॥ ১০॥
শং রুদ্রাঃ শং বসবঃ শমাদিত্যাঃ শমগ্নয়ঃ।
শং নো মহর্ষয়ো দেবাঃ শং দেবাঃ শং বৃহস্পতিঃ ॥ ১১॥
ব্রহ্ম প্রজাপতির্ধাতা লোকা বেদাঃ সপ্তঋষয়োঽগ্নয়ঃ।
তৈর্মে কৃতং স্বস্ত্যয়নমিন্দ্রো মে শর্ম যচ্ছতু ব্রহ্মা মে শর্ম যচ্ছতু।
বিশ্বে মে দেবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু সর্বে মে দেবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু ॥ ১২॥
যানি কানি চিচ্ছান্তানি লোকে সপ্তঋষয়ো বিদুঃ।
সর্বাণি শং ভবন্তু মে শং মে অস্ত্বভয়ং মে অস্তু ॥ ১৩॥
পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ।
শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ সর্বে মে
দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব শান্তিভিঃ শময়ামোঽহং যদিহ ঘোরং যদিহ
ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ — (এই সূক্তে সর্বতঃ শান্তি প্রতিপাদিত হচ্ছে। শান্তি অর্থে অনিষ্ট পরিহারের দ্বারা সুখকারিরূপতা। এখানে শান্তিকারী পদার্থবিশেষ দ্যুলোক ইত্যাদি)—আপন কারণে উৎপন্ন দোষাবলী বা উপদ্রবসমূহকে শমন বা দমন করে দ্যুলোক শান্ত হোক, অর্থাৎ আমাদের সুখ প্রদান করুক (শান্তা দ্যৌঃ); পৃথিবী অর্থাৎ এই প্রথিতা ভূমি শান্ত হোক, অর্থাৎ আমাদের সুখ প্রদান করুক (শান্তা পৃথিবী); এই পরিদৃশ্যমান বিস্তীর্ণ (ইদং উরু) অন্তরিক্ষ বা মধ্যমলোক শান্ত হোক, অর্থাৎ আমাদের সুখ প্রদান করুক (শান্তম্ অন্তরিক্ষম্); সমুদ্র শান্ত হোক, অর্থাৎ সুখ-প্রদান করুক (শান্তা উদন্বতী), জলসমূহ শান্ত হোক, অর্থাৎ আমাদের সুখ প্রদান করুক (তা আপঃ শান্তা সন্তু) এবং ওষধিসমূহ শান্ত হোক, অর্থাৎ আমাদের সুখ প্রদান করুক (নঃ সন্তু ওষধীঃ) ॥ ১॥ কারণাবস্থাপন্ন বস্তু নিয়ে (পূর্বরূপাণি—কার্যাপেক্ষয়া পূর্বরূপাণি), কৃত অর্থাৎ কার্যজাত ও অকৃত অর্থাৎ অনিষ্পন্ন

নিত্যকর্মগুলি (কৃতাকৃতম্) আমার নিমিত্ত শান্ত হোক (শান্তং নো অস্তু)—অথবা—আমার দুষ্কৃতফলভূত প্রাক্তন জন্মসমূহ (মদীয়ানি পূর্বাণি রূপাণি প্রাক্তনানি জন্মানি) শান্ত হোক (শান্তানি সন্তু)। (পূর্বজন্মের কর্মফলের মধ্যে যা কিছু অনিষ্টকর, অর্থাৎ তির্যক্ ইত্যাদি যোনীতে জন্মভোগ, পরিহারের নিমিত্ত শান্তির প্রার্থনা করা হচ্ছে)। আমার অতীত জন্মের বা কালের যা কিছু অনিষ্ট, তা শান্ত হোক (শান্তং ভূতং); আমার ভাবী জন্মের বা কালের যা কিছু অনিষ্ট, তা শান্ত হোক (শান্তং ভব্যং)। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ—এই কালত্রয়াবচ্ছিন্ন উক্ত (কথিত) ও অনুক্ত (অকথিত) সব কিছু দোষ শমিত হোক (সর্বম) এব শমস্তু নঃ), (অর্থাৎ সুখপ্রদায়ক হোক) ॥ ২॥ পরম স্থানের নিবাসিনী বা পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার পত্নী (পরমেষ্ঠিনী), ব্রহ্মমন্ত্রে সম্যক উত্তেজিতা অর্থাৎ সকল বৈদিক বাক্যের প্রতিপাদিতস্বরূপা (ব্রহ্মসংশিতা) এই যে স্বাত্মভূতের দ্বারা সম্যক্ অনুভূয়মানা (ইয়ং যা) বাক্-দেবী, তাঁর দ্বারা শাপ ইত্যাদি রূপ যে ক্লেশদায়ক বাক্য সৃষ্ট হয়, (যয়ৈব সসৃজে ঘোরং) সেই বাক্যের দ্বারাই আমাদের শান্তি হোক (তয়ৈব শান্তিঃ অস্তু নঃ)। (অর্থাৎ তাঁর যে বাক্যের দ্বারা অনিষ্ট উৎপন্ন হয়েছে, তিনিই তাঁর স্বকৃত অনিষ্ট পরিহার করুন—এটাই বক্তব্য) ॥ ৩॥ পরম উৎকৃষ্ট স্থানে নিবাসকারী (পরমেষ্ঠিনং) যে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি বিষয়ে তীক্ষীকৃত (ব্রহ্মসংশিতং) সর্বজগতের মূল কারণরূপ যে মন বিদ্যমান, যে মনের দ্বারা ঘোর বা নিদারুণ অনিষ্টকর কর্মসমূহের সৃষ্টি হয়েছে (সসৃজে), সেই মনের দ্বারাই আমাদের মনে উৎপন্ন অনিষ্ট-কর্মসমূহের শান্তি হোক (তেনৈব শান্তিঃ অস্তু নঃ) ॥ ৪॥ ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনের সাথে (মনঃষষ্ঠানি) যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ('ইমানি যানি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি'—অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক) আমাদের হৃদয়প্রদেশে স্থিত আছে, (হৃদয়ই হলো আত্মনিবাসের স্থান; সুষুপ্তিকালে আপন আপন কারণরহিত সকল ইন্দ্রিয় আত্মায় লীন হয়—এটাই 'হৃদি' শব্দের তাৎপর্য); যে ইন্দ্রিয়সমূহ চেতন আত্মার দ্বারা (ব্রহ্মণা) আপন আপন ব্যাপারে অর্থাৎ বিষয়-প্রবণত্বের কারণে নিয়ন্ত্রিত হয় (সংশিতানি), যে ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা (যৈরেব) নিদারুণ পাপাবহ কর্ম সৃষ্টি হয়েছে (ঘোরং সসৃজে), (অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা আমরা যে-সকল অপরাধমূলক কার্য সাধিত করেছি), আমাদের ইন্দ্রিয়-সৃষ্ট সেই ঘোর কর্মসমূহের (তৈরেব) শমন হোক (শান্তিঃ অস্তু নঃ) ॥ ৫॥ মিত্র (অর্থাৎ দিনের অভিমানী দেবতা সূর্য), বরুণ (রাত্রির অভিমানী দেবতা), বিষ্ণু (ব্যাপক দেবতা), প্রজাপতি (প্রকর্ষের সাথে জায়মান দেব-মনুষ্য ইত্যাদি প্রজার পালক), ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন দেবতা), বৃহস্পতি (বৃহতের অর্থাৎ বাক্যের বা দেবতাগণের পতি, যিনি হিতকারিত্বের দ্বারা পালন করেন) ও অর্যমাদেবতা আমাদের পক্ষে শান্তিদায়ক হোন (শং, শান্ত্যৈ ভবন্তু)। (বাক্যভেদের জন্য 'শং' পদের প্রাতিবাক্যে প্রয়োগ হয়েছে) ॥ ৬॥ মিত্রদেব ও বরুণ দেবতা আমাদের শান্তি প্রদান করুন (শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ)। বিবস্বান অর্থাৎ সূর্যদেব (অন্ধকার নাশক দেবতা) ও অন্তক (সকল প্রাণীর অবসানকারী দেবতা) আমাদের শান্তি প্রদান করুন (শং বিবস্বান্ শং অন্তকঃ)। পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে ঘটিতব্য উৎপাত সমূহ প্রশমিত হোক (উৎপাতাঃ পার্থিবা আন্তরিক্ষাঃ শম্)। দ্যুলোকে সঞ্চরণশীল গ্রহগণ (দিবিচরা গ্রহাঃ) আমাদের দোষশমকারী অর্থাৎ সুখকর হোক (শং নো) ॥ ৭॥ কম্পমানা পৃথিবী আমাদের নিমিত্ত শান্তিকারিণী হোক (শং নো ভূমিঃ বেপ্যমানা); (অথবা—প্রাণীসংহারক কালের দ্বারা কম্প্যমানা সেই ভূমি আমাদের কম্পদোষ পরিহারের নিমিত্ত হোক)। উল্কার দ্বারা (আয়ত জ্বালারূপে আকাশ হতে পতিত অগ্নিপিণ্ডে) দগ্ধীভূত যা কিছু (উল্কা নিঃহতম্ চ যৎ) তা শান্তিপ্রদ হোক (তচ্চ শং অস্তু)। লোহিতের ন্যায় দুগ্ধদাত্রী গাভীগণ দোষশূন্যা বা মঙ্গলপ্রদা হোক (শং গাবঃ

লোহিতক্ষীরাঃ); (অর্থাৎ আমাদের যে পাপের কারণে গাভীগণের দুগ্ধ লোহিতময় হয়ে যাচ্ছে, সেই পাপের উপশম ঘটুক)। অবদীর্যমানা ভূমি মঙ্গলদায়িনী হোক (শং ভবতু); (অর্থাৎ আমাদের যে দোষের কারণে ভূমিকম্পে ভূমি বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, সেই দোষের শান্তি হোক) ॥ ৮॥ উল্কার দ্বারা অভিহত হয়ে আকাশ হতে পতিত নক্ষত্রসমূহ আমাদের শান্তিপ্রদ হোক (নক্ষত্রম্ উল্কা অভিহতম শং), (অর্থাৎ উপপ্লব বা উল্কাপাত ইত্যাদির উপদ্রব শান্ত হোক)। মারণার্থে শত্রুগণের ক্রিয়মাণ কর্মগুলি আমাদের শান্তিপ্রদ হোক (অভিচারাঃ শম্), এবং সেই অভিচারকর্মের ফলে উৎপাদিত পিশাচীগণও উপদ্রব শমনের নিমিত্ত হোক (উম্ ইতি সন্তু কৃত্যাঃ)। ভূমিতে নিখাতিত বল্গাগুলি (অর্থাৎ অপরের পীড়ার্থে ভূমির নীচে এক বাহু সমান গর্তে নিখন্যমান অস্থি অস্থি-কেশ ইত্যাদি বেষ্টিত, বিষবৃক্ষ ইত্যাদির দ্বার নিমিত্ত পুত্তলীগুলি) আমাদের শান্তিকর হোক। (অর্থাৎ শত্রুর দ্বারা কৃত আমাদের ক্ষতিকর অভিচার কর্মগুলি যেন ব্যর্থ হয়ে আমাদের মঙ্গলকর হয়)। আকাশ হতে পতিত আয়তজ্বালা উল্কাদর্শনজনিত আমার নিজের পাপ ও জনপদে যত কিছু উপদ্রব শান্ত হোক, (শম্ উল্কাঃ দেশোপসর্গাঃ....ভবন্তু) ॥ ৯॥ চন্দ্রমণ্ডলের ভেদক বা সঙ্ঘর্ষক যে মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহ আছে, সেগুলি আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক, (শং নঃ গ্রহাঃ চান্দ্রমসাঃ)। এবং রাহু-গ্রহের দ্বারা গ্রস্ত সূর্য শান্তির নিমিত্ত হোক, (শম্ আদিত্যঃ চ রাহুণা)। তথা মৃত্যু অর্থাৎ মারক ধূমকেতুর অনিষ্টকর দোষাবলী দূর হয়ে তা আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক (শং নঃ মৃত্যুঃ ধূমকেতুঃ), (অর্থাৎ শাস্ত্রে উল্লিখিত ধূমকেতুর উদয়ে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে থাকে; সুতরাং সেই অনিষ্ট বিনষ্ট হয়ে বরং মঙ্গলপ্রদ হয়ে ওঠে)। তীক্ষ্ণতেজঃ-সম্পন্ন রুদ্র নামক দেবগণ আপন তেজের সন্তাপক-উপদ্রব পরিহার করে মঙ্গল সাধিত করুন, (শম্ রুদ্রাঃ তিগ্মতেজসঃ) ॥ ১০॥ রুদ্রগণ (রুদ্রাঃ) (অর্থাৎ অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একাদশ রুদ্র) শান্তির নিমিত্ত হোন (শং)। বসুগণ (বসবঃ) (অর্থাৎ ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু অনল, অনিল, প্রভূষ ও প্রভব—এই অষ্ট গণদেবতা) শান্তির নিমিত্ত হোন (শং)। আদিত্যগণ (আদিত্যাঃ) (অর্থাৎ ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু—এই দ্বাদশ আদিত্য) আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন (শম্)। অগ্নিগণ (অগ্নয়ঃ) (অর্থাৎ দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, সত্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চ অগ্নি) আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন (শম্)। দ্যোতমান তেজোরূপা মহর্ষিগণ (মহর্ষয়ো দেবাঃ) (অর্থাৎ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্ত ঋষি) আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন (শং নো)। দেবতাগণ (দেবাঃ) (অর্থাৎ ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাগণ আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন (শং)। বৃহস্পতি (অর্থাৎ দেবগণের পুরোহিত বা গুরু) আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন (শম্) ॥ ১১॥ ব্রহ্ম (অর্থাৎ দেশকালের অতীত সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ পরম ব্রহ্ম), প্রজাপতি (অর্থাৎ প্রজাগণের পালক তথা সর্বনিয়ন্তা সর্বান্তর্যামী), ধাতা (অর্থাৎ সকলের ধারণকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা), লোকসমূহ (অর্থাৎ ভুঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ-সত্য—উপরিস্থ এই সাতটি লোক), বেদ সমুদায় (সাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দঃ ও জ্যোতিষ সহ বেদ চতুষ্টয়), সপ্ত-ঋষিবর্গ (অর্থাৎ মরীচি ইত্যাদি সপ্তর্ষিগণ) ও দক্ষিণাগ্নি ইত্যাদি অগ্নিবর্গ (অগ্নয়ঃ)—এঁরা সকলে আমার স্বস্ত্যয়ন (মঙ্গল প্রাপ্তির কর্ম) করুন (তৈঃ মে কৃতম্ স্বস্ত্যয়নম্); ইন্দ্র আমাকে সুখ (শর্ম) প্রদান করুন; ব্রহ্মা আমাকে সুখ প্রদান করুন, বিশ্বদেবগণ আমাকে সুখ প্রদান করুন (বিশ্বে মে দেবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু); সকল দেবগণ আমাকে সুখ প্রদান করুন (সর্বে মে দেবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু) ॥ ১২॥ অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্ট সপ্ত-ঋষিবর্গ

(সপ্তঋষয়ঃ) সর্ব লোকে যা কিছু বস্তু (যানি কানি চিৎ) শান্তিকারক বলে জ্ঞাত হয়েছেন (শান্তানি বিদুঃ) সে সবই আমাদের সুখের নিমিত্ত হোক (সর্বাণি শং ভবন্তু মে)। (এবার সূক্তের প্রতিপাদ্য অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত বলা হচ্ছে)—সর্বতঃ আমাদের সুখ বা মঙ্গল হোক, আমাদের অভয় হোক (শং মে অস্তু অভয়ম্ মে অস্তু) ॥ ১৩॥ পৃথিবী শান্তি প্রদান করুন, অন্তরিক্ষ শান্তি প্রদান করুন, দ্যুলোক শান্তি প্রদান করুন, জলরাশি (আপঃ) শান্তি প্রদান করুন, ওষধিসমূহ শান্তি প্রদান করুন, বনস্পতিরাজি শান্তি প্রদান করুক, বিশ্বদেবগণ আমাকে শান্তি প্রদান করুন (শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ), সকল দেবতা আমাকে শান্তি প্রদান করুন। তাঁদের প্রদত্ত শান্তি সমূহের দ্বারা এই কর্মে (যজ্ঞে) যদি কিছু ভয়ঙ্কর (ঘোরম্) অর্থাৎ বিপরীত অনুষ্ঠানের কারণে বিপরীত ফল-প্রাপক কর্ম হয়ে থাকে তার শান্তি (অর্থাৎ উপশম) হোক; (যদি কিছু) ক্রূর কর্ম হয়ে থাকে, তার শান্তি হোক; (যদি কিছু) পাপ হয়ে থাকে তবে তার শান্তি হোক; সেগুলি মঙ্গলদায়ক হোক (শিবম্); এইভাবে সেগুলি সবই আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক (এব শম অস্তু নঃ) ॥ ১৪ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — প্রত্যহং কর্তব্যে রাজ্ঞো বাসগৃহপ্রাপণকর্মাণি শর্করাপ্রক্ষেপনান্তরং 'শান্তা দ্যৌঃ' ইতি শান্তিসূক্ত জপেৎ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ১অ. ১০সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির নাম 'শান্তি সূক্ত'। রাজা কর্তৃক বাসগৃহপ্রাপণ কর্মসমূহে যেমন এই সূক্তটির বিনিয়োগ রয়েছে, তেমনই যে কোন শান্তিকর্মে এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ পিষ্টরাত্রিকল্পে (প. ৬/৫) নির্ধারিত আছে। এই সূক্তটি শান্তিগণে পঠনীয়। নক্ষত্র কল্পেও (১৮) এর বিনিয়োগ দ্রষ্টব্য॥ (১৯কা. ১অ. ১০সূ.) ॥

◆◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শান্তিঃ

[ঋষি : বসিষ্ঠ। দেবতা : মন্ত্রোক্ত দেববর্গ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ॥ ১॥
শং নো ভগঃ শমু নঃ শংসো অস্তু শং নঃ পুরন্ধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ।
শং নঃ সত্যস্য সুযমস্য শংসঃ শং নো অর্যমা পুরুজাতো অস্তু ॥ ২॥
শং নো ধাতা শমু ধর্তা নো অস্তু শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥ ৩॥
শং নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু শং নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্।
শং নঃ সুকৃতাঃ সুকৃতানি সন্তু শং ন ইষিরো অভি বাতু বাতঃ ॥ ৪॥
শং নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু।
শং ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণুঃ ॥ ৫॥

শং ন ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ শং নস্তুষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু॥ ৬॥
শং নঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং নঃ শং নো গ্রাবাণঃ সমু সন্তু যজ্ঞাঃ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু শং নঃ প্রস্বঃ শন্বস্তু বেদিঃ॥ ৭॥
শং নঃ সূর্য উরুচক্ষা উদেতু শং নো ভবন্তু প্রদিশশ্চতস্রঃ।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ॥ ৮॥
শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ শং নো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু শং নো ভবিত্রং শম্বস্তু বায়ুঃ॥ ৯॥
শং নো দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ শং নো ভবন্তুষসো বিভাতীঃ।
শং নঃ পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভুঃ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র ও অগ্নিদেব! আপনারা রক্ষা-বুদ্ধির দ্বারা (অবোভিঃ) আমার বা আমাদের সকল দুঃখের নিবারণের নিমিত্ত হোন (নঃ শম্ ভবতাম্)। যজমান-প্রদত্ত হবিঃ প্রাপ্ত হয়ে (রাতহব্যৌ) ইন্দ্র ও বরুণদেব আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন (শম্ নঃ)। ইন্দ্র ও সোমদেব আমাদের সুষ্ঠু প্রাপ্তব্য মঙ্গলের নিমিত্ত হয়ে রোগ, ভয় ইত্যাদির উপশম করুন (শম্ সুবিতায় শম্ যোঃ)। ইন্দ্র ও পূষাদেব যুদ্ধে বা অন্নলাভে (বাজসাতৌ) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন (শম্ নঃ)॥ ১॥ ভজনীয় (ভগ নামক) দেবতা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন (নঃ শম্)। সকলের দ্বারা স্তূয়মান (নরাশংস নামক) দেবতা আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত হোন (শঃ এব নঃ অস্তু)। আমাদের পূর্ণা বুদ্ধি (পুরম্ধিঃ) মঙ্গলের নিমিত্ত হোক (শং নঃ অস্তু)। ধনসমূহ (রায়ঃ) সুখের নিমিত্ত হোক (সুখায়ৈব সন্তু)। আমাদের সুষ্ঠু যন্তব্য বা শোভন-সংযমযুক্ত সত্যবচন (সুযমস্য সত্যস্য শংসঃ) সুখের নিমিত্ত হোক। [পাতঞ্জল অনুসারে (পা. সূ. ২।৩০) 'যম' শব্দের স্বরূপ 'অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ চৌর্যাভাব, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ অর্থাৎ অন্যদত্ত বস্তুর অগ্রহণ' বিহিত আছে]। পুরুজাত অর্থাৎ বহুভাবে বা বহুরূপে প্রাদুর্ভূত অর্যমাদেব আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন (শং নোস্তু)॥ ২॥ সকলের বিধাতা (ধাতা) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন (নঃ শং অস্তু)। পুণ্য ও পাপসমূহের ধারণকর্তা (ধর্তা-বিধারয়িতা) বরুণ আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন (শং এব নঃ অস্তু)। বিস্তীর্ণগমনা বা বিবর্তগমনা পৃথিবী (উরূচী) অন্নের সাথে (স্বধাভিঃ) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন। বৃহতী দ্যাবাপৃথিবী (রোদসী) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন। পর্বত (অদ্রিঃ) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোক। দেবগণের উদ্দেশে স্তুতিসমূহ আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত হোক (নঃ দেবানাং সুহবানি শং সন্তু)॥ ৩॥ জ্যোতির্মুখ (জ্যোতি অনীকে অর্থাৎ মুখে যাঁর—জ্যোতিরনীকঃ) অঙ্গনাদিগুণযুক্ত দেবতা (অগ্নি) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন (শম্ নঃ অস্তু)। মিত্র (সূর্য) ও বরুণ দেবতা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন। অশ্বিদ্বয় দেবতা (অশ্বিনা) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন। পুণ্যকর্মের (সুকৃতাং) পুণ্যসমূহ (সুকৃতানি) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোক, (অর্থাৎ আমরা যে পুণ্যকর্ম করি তার ফল আমাদের মঙ্গলকর হোক)। গমনশীল বায়ু (ইষিরঃ বাতঃ) শান্তির নিমিত্ত আমাদের অভিলক্ষ্যে প্রবাহিত হোক (শং নঃ অভি বাতু)॥ ৪॥ দ্যাবাপৃথিবী দেবগণের উদ্দেশে প্রথম স্তুতির নিমিত্ত অথবা পূর্বজাত দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞের নিমিত্ত (পূর্বহূতৌ) আমাদের কল্যাণপ্রদ হোক। অন্তরিক্ষ অর্থাৎ মধ্যমলোক দর্শনের নিমিত্ত (দৃশয়ে) আমাদের হিতকরী হোক

(শং নো অস্তু)। ওষধী ও বনরূপ সমুদায় বৃক্ষরাজি (বনিনঃ) আমাদের শুভপ্রদ হোক। লোকপালক (রজসঃ পতিঃ) জয়শীল ইন্দ্র (জিষ্ণুঃ) আমাদের ক্ষেমকর হোন (শং নোস্তু) ॥ ৫ ॥ বসুদেবগণের সাথে ইন্দ্র আমাদের কল্যাণকরী হোন (ইন্দ্রো দেবঃ বসুভিঃ শং ন অস্তু)। শোভন-স্তুতিশালী (সুশংসঃ) বরুণদেব আদিত্যগণের সাথে আমাদের শুভদায়ক হোন (শং নোস্তু)। সুখকর (জলাষঃ) রুদ্র দেবতা রুদ্রগণের সাথে আমাদের মঙ্গলকারক হোন (রুদ্রঃ রুদ্রেভিঃ শং নোস্তু)। ত্বষ্টাদেব (সর্বপ্রাণীর রূপস্রষ্টা দেবতা) দেবপত্নীগণের সাথে (গ্নাভিঃ) আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং এই কর্মে (ইহ) আমাদের স্তুতিসমূহ শ্রবণ করুন (শৃণোতু) ॥ ৬॥ লতারূপ অভিষূয়মাণ সোম আমাদের মঙ্গলদায়ক হোক। ব্রহ্ম অর্থাৎ স্তোত্রশস্ত্রাত্মক সোম আমাদের মঙ্গলদায়ক হোক। ব্রহ্ম অর্থাৎ স্তোত্রশস্ত্রাত্মক বেদজ্ঞান আমাদের কল্যাণকর হোক। গ্রাবাণঃ অর্থাৎ অভিষব-সাধনভূত প্রস্তরগুলি আমাদের শুভদায়ক হোক। সোমরসসাধ্য ক্রতুগুলি (যজ্ঞাঃ) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোক। যূপসমূহ অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশুবন্ধন স্তম্ভগুলি (স্বরূণাং—স্বরূমতাং) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোক। প্রকর্ষের সাথে জায়মান (প্রস্বঃ) চরুপুরোডাশ-সম্পাদিকা ওযধিসমূহ আমাদের মঙ্গলকারক হোক (শং নঃ সন্তু)। বেদি (যজ্ঞ সাধনের নিমিত্ত পরিষ্কৃত উচ্চ ভূমি) মঙ্গলের নিমিত্ত হোক (শমেবাস্তু) ॥ ৭ ॥ বিস্তীর্ণতেজঃসম্পন্ন বা বহুরূপে দৃশ্যমান (উরুচক্ষাঃ) সূর্যদেব আমাদের শান্তির নিমিত্ত উদিত হোন (নঃ শং উদেতু)। চারিটি মহান্ দিক্ (চতস্রঃ প্রদিশঃ) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোক (শং নো ভবন্তু)। স্থির পর্বতসমূহ (ধ্রুবয়ঃ পর্বতাঃ) আমাদের নিমিত্ত মঙ্গলকর হোক। বেগবান্ নদীগুলি (সিন্ধবঃ) আমাদের শান্তিপ্রদ হোক। এইরকমে জলরাশিও আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক (শং এব সন্তু আপঃ) ॥ ৮॥ অখণ্ডনীয়া দেবমাতা (অদিতিঃ) কর্মসমূহের সাথে (ব্রতেভিঃ) আমাদের সুখ-সম্পাদন করুন। উৎকর্ষময় স্তুতিসম্পন্ন (সু অর্কাঃ) মরুৎ-গণ আমাদের মঙ্গলসাধন করুন। বিষ্ণুদেব (ব্যাপক দেবতা) আমাদের হিতসাধন করুন; এই রকমে পালক দেবতা পূষাও আমাদের হিতের নিমিত্ত হোন। জল অথবা অন্তরিক্ষ (ভবিত্রং) আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোক। বায়ু আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোক (শং—শান্ত্যর্থমেবাস্তু) ॥ ৯॥ ভয় হতে রক্ষাকারী (ত্রায়মাণঃ) সকলের প্রেরক দেবতা সবিতা আমাদের মঙ্গলবিধায়ক হোন। প্রকাশিকা (বিভাতী) উষাভিমানিনী দেবীগণ আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন (উষসঃ শং নো ভবন্তু)। বৃষ্টিপ্রদায়ক পর্জন্য দেবতা আমাদের প্রজাবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত হোন (শং ভবতু)। সুখের ভাবয়িতা ক্ষেত্রপতি শম্ভু আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন (শম্ নঃ অস্তু শম্ভুঃ) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্বিতীয়েনুবাকে একাদশ সূক্তানি। তত্র 'শং ন ইন্দাগ্নী' ইতি প্রথম-সূক্তত্রয়স্য অহরহঃ পুরোহিতেন কর্তব্যে রাজ্ঞ শয্যাগৃহপ্রবেশনকর্মণি শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ।... ইত্যাদি॥ (১৯কা. ২অ. ১সূ.)॥

টীকা — একাদশ সংখ্যক সূক্ত-সমন্বিত দ্বিতীয় অনুবাকের উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটি এবং তার সাথে পরবর্তী 'শং নঃ সত্যস্য' ও 'উষা অপ স্বসুস্তমঃ' সূক্ত দু'টি রাজার শয্যাগৃহে প্রবেশ কর্মে পুরোহিত কর্তৃক সর্বদা শান্তির নিমিত্ত জপে বিনিযুক্ত হয়। এইসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রথম অনুবাকের ১০ম সূক্তটিও ('শান্তা দৌ' ইত্যাদি) এইসঙ্গে জপনীয়। তুলাপুরুষমহাদানেও ঐটি এবং দ্বিতীয় অনুবাকের প্রথম তিনটি সূক্ত আজ্যহোমে বিনিযুক্ত হয়। শান্তিপ্রতিপাদকত্বের নিমিত্ত দ্বিতীয় অনুবাকের প্রথম তিনটি সূক্ত পঠনীয় (ন.ক.১৮)।... ইত্যাদি ॥ (১৯কা. ২অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শান্তিঃ

[ঋষি : বসিষ্ঠ। দেবতা : মন্ত্রোক্ত দেবগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ।
শং ন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১॥
শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।
শমভিষাচঃ শমু রাতিষাচঃ শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ॥ ২॥
শং নো অজ একপাদ্ দেবো অস্তু শমহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ।
শং নো অপাং নপাৎ পেরুরস্তু শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপা ॥ ৩॥
আদিত্য রুদ্রা বসবো জুষন্তামিদং ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং নবীয়ঃ।
শৃন্বন্তু নো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ৪॥
যে দেবানামৃত্বিজো যজ্ঞিয়াসো মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫॥
তদস্তু মিত্রাবরুণা তদগ্নে শং যোরস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্।
অশীমহি গাধমুত প্রতিষ্ঠাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায় ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — সত্যর পালক অর্থাৎ সত্যশীলগণ (সত্যস্য পতয়ঃ) আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন, (অর্থাৎ সত্যশীল দেবতাগণ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। অশ্ব (অর্বন্তঃ) আমাদের হিতসাধক হোক। এইরকমে ধেনুগণও আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোক (শং এব সন্তু গাবঃ)। সুকৃতকর্মা (সুকৃতঃ) অর্থাৎ সুকর্মের দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত এবং কুশলহস্ত (সুহস্তাঃ) অর্থাৎ শোভনহস্তে যজ্ঞীয় পাত্রধারী ঋভু নামক দেবগণ আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন (শম্ নঃ ঋভবঃ)। (বক্তব্য এই যে, সুকৃতিসম্পন্ন ঋভুগণ আমাদের অনিষ্ট দূর করুন)। পিতৃপুরুষগণ (পিতরঃ) স্তোত্রে বা যজ্ঞে (হবেষু) আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত হোন (শম্ নঃ ভবন্তু) ॥ ১॥ বিশ্বদেবগণ অথবা বহুস্তোত্রশালী ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ (দেবাঃ বিশ্বদেবাঃ) আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত হোন। বর্ণপদবাক্যাত্মিকা বাগেদবী (সরস্বতী) স্তুতির সাথে বা কর্মের সাথে (ধীভিঃ) শান্তির নিমিত্ত হোন। যজ্ঞের অভিমুখে বা নিকটে সম্মিলিত দেবগণ (অভিষাচঃ) মঙ্গলের নিমিত্ত হোন। এইরকমে দানের নিমিত্ত সমাগত দেবগণ (রাতিষাচঃ) মঙ্গলের নিমিত্ত হোন (শম্ এব)। দ্যুলোকস্থ দেবগণ (দিব্যাঃ), পৃথিবীস্থ দেবগণ (পার্থিবাঃ) ও অন্তরিক্ষস্থ দেবগণ (অপ্যাঃ) আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন ॥ ২॥ অজায়মান এক পাদ স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাঁর অর্থাৎ অজৈকপাদ নামক দেবতা (একাদশ রুদ্রের অন্যতম) আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন। অহন্তব্য মূল যাঁর অর্থাৎ অহির্বুধ্ন্য নামক দেবতা (একাদশ রুদ্রের অন্যতম) আমাদের শান্তির নিমিত্ত হোন। সমুদ্র আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত হোক। অপাং নপাৎ নামক দেবতা (অর্থাৎ জলের পৌত্র) আমাদের শান্তির নিমিত্ত দুঃখের পারয়িতা হোক। মরুৎ-বর্গের মাতা (মরুতাং মাতা), দেবগণের রক্ষাকারিণী (দেবগোপা—দেবা গোপয়িতারো) দেবী পৃশ্নি আমাদের

শুভের নিমিত্ত হোন ॥ ৩॥ অদিতির পুত্র দ্যুঃস্থানস্থ দেবগণ (আদিত্যাঃ), অন্তরিক্ষস্থ রোদনকারক রুদ্র নামক দেবগণ (রুদ্রাঃ), ও পৃথিবীস্থ বসু নামক দেবগণ ইদানীং (ইদং) ক্রিয়মাণ নবতর (নবীয়ঃ) স্তোত্রের (ব্রহ্ম) সেবা করুন (জুষন্তং) এবং অন্য দেবগণ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন (শৃণ্বন্তু)। (কে তাঁরা?—না) অন্তরিক্ষস্থ (দিব্যা) দেবগণ, পৃথিবীস্থ (পার্থিবাসো) দেববর্গ, পৃশ্নিজাত মরুৎদেব-সমূহ (গোজাতা) ও যজ্ঞার্হ (যজ্ঞিয়াসঃ) দেববৃন্দ; (তাঁরা আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন) ॥ ৪॥ দেবানাং ঋত্বিজঃ অর্থাৎ যথা ঋতুতে বা কালে দেবগণের যাগকারী, যাগযোগ্য (যজ্ঞিয়াসঃ), প্রজাপতির যজনার্হ (মনোঃ যজত্রাঃ), অমরণধর্মা (অমৃতাঃ), সত্যভূত যজ্ঞে জ্ঞানবান্ (ঋতজ্ঞা) যে দেবতাগণ আছেন, সেই দেবতাগণ ইদানীং (অদ্য) আমাদের (নঃ) প্রভূতা কীর্তি প্রদান করুন (উরুগায়ম রাসন্তাম্)। হে দেবগণ! আপনারা আমাদের সদা (যূয়ম্ নঃ সদা) অবিনাশী ক্ষেমংকর উপায়ের দ্বারা রক্ষা করুন (স্বস্তিভিঃ পাত) ॥ ৫॥ হে মিত্রাবরুণ (মিত্র ও বরুণ, যথাক্রমে দিবা ও রাত্রির অভিমানী দেবতাদ্বয়)! আমাদের সেই বক্ষ্যমাণ ফল হোক (তৎ অস্তু)। হে অগ্নি (প্রাতঃ ও সায়ংকালের অভিমানী দেবতা)! সেই বক্ষ্যমাণ ফল হোক (তৎ অস্তু)। ('বক্ষ্যমাণ' অর্থে পরে যা বলা হচ্ছে)। (তা কি?—না)—যা রোগের উপশমকারী এবং যা ভয় হতে আমাদের পৃথককারী (শং যো); অধিকন্তু (উত), যা ধনলাভ ও ক্ষেত্রাদিরূপ প্রতিষ্ঠা বিস্তার করেছে (গাধং অশীমহি প্রতিস্থাম্); এমন উক্ত ফল (ইদং) আমাদের (অস্মভ্যং) প্রশস্ত বা সমীচিন (শস্তম্) হোক (অস্তু)। দ্যুলোকের উদ্দেশে (এবং) সকলের মহান্ নিবাসস্থানের উদ্দেশে (অর্থাৎ পৃথিবীর উদ্দেশে) নমস্কার (দিবে বৃহতে সদনায় নমঃ) ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'শং নঃ সত্যস্য' ইতি সূক্তস্য রাত্রীকল্পাদিষু শান্ত্যর্থজপে পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ॥ (১৯কা. ২অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তের সাথে রাত্রিকল্প ইত্যাদিতে শান্তির নিমিত্ত জপে বিনিয়োগ হয়। পরবর্তী সূক্তের বিনিয়োগও একই প্রকার ॥ (১৯কা. ২অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শান্তিঃ

[ঋষি : বসিষ্ঠ। দেবতা : উষা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

উষা অপ স্বসুস্তমঃ সং বর্তয়তি বর্তনিং সুজাততা।
অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — উষাকালাভিমানিনী দেবতা (উষা) তাঁর আপন ভগ্নীরূপা (স্বসুঃ) রাত্রির অন্ধকার অপসারিত করছেন (তমঃ অপ), (উষার আগমন ও রাত্রির অপসরণ, দু'টিই পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই জন্য উষা ও রাত্রিকে ভগ্নীদ্বয়রূপে কল্পনা করা হয়েছে); অতঃপর সুষ্ঠু প্রাদুর্ভাবের দ্বারা অর্থাৎ সম্যক্ প্রকাশ করণের দ্বারা (সুজাততা) লৌকিক ও বৈদিক মার্গের (বর্তনিং) সম্যক্ নিবর্তন করছেন (সং বর্তয়তি), (উষা কালে সকল প্রাণীজাত আপন আপন কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে মার্গ দর্শন করে থাকে, এটি লৌকিক মার্গ সন্দর্শন। আবার এই উষাকালেই বৈদিকগণও অগ্নিহোত্র ইত্যাদি

কর্মমার্গ দর্শন করে থাকেন, এটি বৈদিক সন্দর্শন)। এই উষা কর্তৃক (অয়া) দেবতাগণের দত্ত বা নিহিত (দেবহিতং) অন্ন (বাজম্) লাভ করবো (সনেম); অনন্তর সুকর্মকুশল পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সমেত (সুবীরাঃ) শত হেমন্তকাল অর্থাৎ শত সম্বৎসরব্যাপী হর্ষান্বিত থাকবো (শতহিমাঃ মদেব) ॥ ১ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উষা অপ স্বসুঃ' ইতি একর্চস্য সূক্তস্য রাত্রিকল্পে শান্ত্যর্থজপে 'শান্তা দ্যৌ' ইত্যাদি সূক্তত্রয়েন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ॥ (১৯কা. ২অ. ৩সূ.)॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ সম্পর্কিত নির্দেশ এই অনুবাকের প্রথম সূক্তের 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অংশের টীকায় বলা হয়েছে ॥ (১৯কা. ২অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : একবীরঃ

[ঋষি : অপ্রতিরথ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ইন্দ্রস্য বাহূ স্থবিরৌ বৃষাণৌ চিত্রা বৃষভৌ পারয়িষ্ণূ।
তৌ যোক্ষে প্রথমো যোগ আগতে যাভ্যাং জিতমসুরাণাং স্বর্যৎ ॥ ১ ॥
আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ ॥ ২ ॥
সংক্রন্দনেনাঽনিমিষেণ জিষ্ণুনাঽয়োধ্যেন দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥ ৩ ॥
স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন।
সংসৃষ্টজিৎ সোমপা বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা ॥ ৪ ॥
বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রঃ।
অভিবীরো অভিষত্বা সহোজিজ্জৈত্রমিন্দ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিদন্ ॥ ৫ ॥
ইমং বীরমনু হর্ষধ্বমুগ্রমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বম্।
গ্রামজিতং গোজিতং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা ॥ ৬ ॥
অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদায় উগ্রঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।
দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষাডয়োধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু ॥ ৭ ॥
বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।
প্রভঞ্জংছত্রূন্ প্রমৃণন্নমিত্রানস্মাকমেধ্যবিতা তনূনাম্ ॥ ৮ ॥
ইন্দ্র এষাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্তু মধ্যে ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ ॥ ১০ ॥

অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মান্ দেবাসোঽবতা হবেষু ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — [এই সূক্তে শত্রুদমনসমর্থ ইন্দ্রের স্তুতি করা হয়েছে]—পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্রের স্থূল বা পুষ্ট (স্থবিরো), অভিমতফলবর্ষণকারী বা শস্ত্র-অস্ত্র-বর্ষণকারী (বৃষাণো), সকলের শ্লাঘনীয় বা কটক-অঙ্গদ-ইত্যাদি আভরণযুক্ত (চিত্রা), পরিদৃশ্যমান (ইমা), বৃষভতুল্য প্রক্রান্ত শত্রুহননকর্মশালী (বৃষভৌ পারয়িষ্ণূ) দু'টি বাহু বর্তমান, আমি সেই দু'টি বাহুকে ((তৌ) সকল উপাসকের পূর্বভাবী হয়ে অর্থাৎ সকলের আগে (প্রথমঃ) পূজা করছি (যক্ষে)। (কি জন্য?—না) অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তির (যোগে) এবং ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর পরিরক্ষণের নিমিত্ত (আগতে)। (সেই দু'টি বাহু), যার দ্বারা (যাভ্যাং) অসুরগণের (অসুরাণাং) স্বর্গ বা সেখানকার নিবাসী দেববর্গের বাধকত্বের নিমিত্ত প্রাপ্ত শারীরিক ও সেনালক্ষণ বীর্য বা বল (স্বঃ যৎ) নিরস্ত হয়েছে (জিতং) ॥ ১ ॥ শীঘ্রকারী বা ব্যাপক (আশুঃ), আপন অভিমত সম্পাদনে ব্যগ্র (শিশানঃ), বৃষভের ন্যায় ভয়ঙ্কর (বৃষভো ন ভীমঃ), সতত শত্রুঘাতক (ঘনাঘনঃ), মনুষ্যগণের ক্ষোভয়িতা (চর্ষণীনাং ক্ষোভণঃ) (অর্থাৎ বর্ষা ইত্যাদির দ্বারা কৃষকগণের বা যুদ্ধে পরসেনার বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী), যুদ্ধে শত্রুগণকে আহ্বানকারী বা তাদের ক্রন্দন বা শব্দ সৃষ্টিকারী (সংক্রন্দনঃ), অনিমেষচক্ষু (অনিমিষঃ) (অর্থাৎ অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় যাঁর পলক পড়ে না), একবিক্রান্ত অর্থাৎ কারো সহায় ব্যতিরেকে একাকীই আপন প্রতাপে কর্মসমর্থ (একবীরঃ), শত শত শত্রুসেনাকে একসঙ্গে জয়কারী (শতং সেনা অজয়ৎ সাকম্)— আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই হেন ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করো (তস্মাৎ তমেবাশ্রয়ত ইষ্টসিদ্ধ্যর্থং ইতি শেষঃ) ॥ ২ ॥ শত্রুদের আহ্বানকারী বা ক্রন্দয়িতা (সংক্রন্দয়িত্রা) ও অনিমেষচক্ষু (অনিমিষচক্ষুষা), জয়শীল (জিষ্ণু), যুদ্ধাসক্ত (যোধ্য), দুঃখে অবিচল (দুঃ-চ্যবন), প্রকৃষ্ট সহনশীল (ধৃষ্ণু), বাণধারী (ইষুহস্ত), কামবর্ষয়িতা অর্থাৎ শরণার্থীর বাঞ্ছা পূরণে অকৃপণ (বৃষ্ণা)—এই হেন যথোক্তগুণসম্পন্ন ইন্দ্রের সহায়তায়, হে মনুষ্যগণ (নরঃ)! হে যোদ্ধাগণ (যুধঃ)! তোমরা (যুদ্ধে) জয়লাভের সামর্থ্য লাভ করো (জয়ত) এবং সেই শত্রুদের অভিভব করো (তৎ সহধ্বম্) ॥ ৩ ॥ সেই বাণধারী (ইষুহস্ত), সেই ধনুর্ধর বা খড়্গ ইত্যাদি ধারণকারী (নিষঙ্গী), বশবর্তী অনুচরগণের সাথে সংযোজনশীল (বশী সংস্রষ্টা), সেই যোদ্ধা ইন্দ্র আপন সামর্থ্যে পরকীয় সৈন্যের নিমিত্ত একীভবনশীল (যুধ ইন্দ্র গণেন)। তিনি কেবল অনুচরগণের সাথে সংযুক্তই নন, অধিকন্তু তিনি সংসৃষ্টজিৎ অর্থাৎ সঙ্ঘীভূতভাবে তাঁর অভিমুখে আগত শত্রুদের জেতা। সেই সোমরক্ষক (সোমপাঃ), বাহুবলবান বা বাহুদ্বয়ের দ্বারা অভিভবকারী (বাহুস্পর্ধী), ভয়ঙ্কর ধনুর্যুক্ত (উগ্রধন্বা), শত্রুদেহে বাণক্ষেপনকারী (প্রতিহিতাভিঃ অস্তা)। এতাদৃশ গুণোপেত ইন্দ্রের সাহায্যে জয়লাভ করো এবং শত্রুদের অভিভব করো ॥ ৪ ॥ পরের বল সম্পর্কে অভিজ্ঞ অর্থাৎ সকলের বলভূত (বলবিজ্ঞায়), মহান্ বা পুরাতন (স্থবিরঃ), প্রকৃষ্ট বীর বা পরাগত বলও যাঁর শৌর্যে পরাহত (প্রবীরঃ), অভিভবন-শক্তিশালী (সহস্বান), অন্নবান্ বা বেগবান্ (বাজী), শত্রুবর্গের অভিভবনে পারঙ্গম (সহমানঃ), উদ্গূর্ণ বলশালী (উগ্রঃ), সর্বদিকে বলবন্ত অনুচর সমন্বিত হয়ে শত্রুসেনাভিমুখে গমনশীল (অভিবীরঃ অভিষত্বা), শত্রুবর্গীয় বলের জয়কর্তা (সহোজিৎ), পরকীয় ধেনুকে স্বকীয়ত্বে আনয়নকারী (গোবিদন্), এমন গুণবিশিষ্ট হে ইন্দ্র! আমাদের নিমিত্ত বিজয়াত্মক রথে আরোহণ করো (ইন্দ্র জৈত্রং রথং আ তিষ্ঠ) ॥ ৫ ॥ হে সমান-বুদ্ধি-কর্মসম্পন্ন যোদ্ধাগণ

(সখায়ঃ)! তোমরা শত্রুধর্ষণসমর্থ বিক্রান্ত (ইমং বীরং), অতএব এই উদ্গূর্ণবল ইন্দ্রের পশ্চাতে অবস্থান পূর্বক তুষ্ট হও (অনু হর্ষধ্বং); (অর্থাৎ ইন্দ্র হেন বীরকে অগ্রে রক্ষা পূর্বক তোমরা তাঁর পশ্চাৎ হতে উৎসাহিত হও)। তথা শত্রুহননের নিমিত্ত উদ্যোগবন্ত ইন্দ্রের পশ্চাতে অবস্থান পূর্বক তোমরা নিজেরাও উদ্যোগী হও (ইন্দ্রং অনু সংরভধ্বম)। (এই ইন্দ্র) শত্রুসঙ্ঘের জেতা অথবা শত্রুপুরী জয়কারী (গ্রামজিতং), শত্রুর গাভীগুলির জেতা (গোজিতম্), বাহুদ্বয়ে বজ্রধারী (বজ্রবাহং), যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভকারী বা শত্রুদের মর্দনকারী (জয়ন্তম্ অজ্ম), আপন পরাক্রমে শত্রুসৈন্যের প্রকৃষ্ট হিংসক (ওজস্য প্রমৃণন্তং) ॥ ৬॥ বলের দ্বারা (সহসা) যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে (গোত্রাণি) প্রবেশপূর্বক নির্দয়রূপে অবস্থানকারী (অদায়ঃ), উদ্গূর্ণ বলশালী বীর (উগ্রঃ), বহুবিধ ক্রোধসমন্বিত (শতমন্যুঃ), যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে কেউই যাঁকে অপসারিত করতে অক্ষম (দুঃ-চ্যবনঃ), শত্রুসেনার অভিভবিতা অর্থাৎ শত্রুগণকে পরাভূতকারী (পৃতনাষাট্), শত্রুগণ যাঁকে প্রহার করতে অক্ষম (অযোধ্যঃ),—এই হেন ইন্দ্র যুদ্ধে আমাদের সেনাবর্গকে প্রকর্ষের সাথে রক্ষা করুন (যুৎসু অস্মাকং সেনাঃ প্রাবতু) ॥ ৭॥ হে দেবগণের পালক বৃহস্পতি! তুমি রাক্ষসগণের হন্তা অর্থাৎ শত্রু (রক্ষোহা অমিত্রান্); তুমি শত্রুদের প্রকর্ষের সাথে মর্দনের নিমিত্ত (অপবাধমানঃ শত্রূন্ প্রভঞ্জন) সর্বতো গমন করো। তুমি শত্রুর প্রকৃত হিংসা হতে আমাদের শরীরের রক্ষার নিমিত্ত হও (অমিত্রান্ প্রমৃণন অস্মাকং তনূনাং অবিতা এধি) ॥ ৮॥ ইন্দ্র আমাদের অমিতাবর্গকে মর্দনের নিমিত্ত (অভিভঞ্জতীনাং) জয়শীল (জয়ন্তীনাং) দেবসেনাগণের নেতা হোন (আসাং দেবসেনানাং ইন্দ্রো নেতা অস্তু)। বৃহস্পতি সম্মুখে আগমন করুন; এবং দক্ষিণা, যজ্ঞ ও সোম সম্মুখে আগমন করুন। (এখানে দক্ষিণা শব্দে 'যজ্ঞে দীয়মানা গোরূপা দক্ষিণা বিবক্ষিত)। তথা মরুৎ দেবতাগণ দেবসেনাগণের মধ্যে অর্থাৎ মধ্যভাগে গমন করুন (মরুতো দেবসেনানাং মধ্যে যন্তু) ॥ ৯॥ কামসমূহের বর্ষণকারী বা শাস্ত্রাস্ত্র-প্রক্ষেপকারী (বৃষ্ণঃ) ইন্দ্রের, শত্রুনিবারক রাজনশীল (রাজ্ঞঃ) বরুণের, অদিতিপুত্র আদিত্যগণের ও মরুৎ-বর্গের উদ্গীর্ণ ও শত্রুপ্রসহনসমর্থ বল (উগ্রং শর্ধ) উত্তিষ্ঠিত বা আবির্ভূত হোক (উৎ অস্থাৎ)। তারপর অদীনমনা (মহামনসাং), সর্বভুবন বা সর্বলোক হতে শত্রুবর্গকে বিতাড়নে সমর্থ (ভুবনচ্যবানাম্), শত্রুর বিনাশকারী (জয়তাং) দেবগণের জয়ধ্বনি (ঘোষঃ) উত্তিষ্ঠিত হোক (উৎ অস্থাৎ) ॥ ১০॥ ধ্বজাশোভিত সংগ্রাম সমুপস্থিত হলে (ধ্বজেযু সমৃতেযু) ইন্দ্র আমাদের রক্ষাকারী হোন। আমাদের প্রেরিত শরগুলি (যা ইযবঃ) জয়লাভ করুক (জয়ন্ত), (অর্থাৎ শত্রগণকে জয় করুক) অথবা ('ইযু' শব্দে ইযুমন্ত যোদ্ধা ধরলে অর্থ হয়)—আমাদের ধনুর্বাণধারী যোদ্ধাগণ জয়লাভ করুক। আমাদের সম্বন্ধীয় বিক্রান্তকর্মা পুরুযগণ (বীরাঃ) জয়ের দ্বারা উৎকৃষ্ট হয়ে উঠুক (উত্তরে ভবন্তু)। হে দেবগণ (দেবাসঃ)! আপনারাও সেই সংগ্রামে আমাদের রক্ষা করুন (তেযু অস্মান্ অবত), যে সংগ্রামে যোদ্ধাগণ পরস্পরকে আহ্বান করে (হবেযু) ॥ ১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইন্দ্রস্য বাহূ' ইতি চতুর্থ সূক্তং অপ্রতিরথসংজ্ঞকং।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ২অ. ৪সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি মূল পুঁথিতে 'একবীরঃ' নামে উল্লিখিত হলেও বৈতানে (বৈ. ৩৩) ও পরিশিষ্ট ইত্যাদি (পৃ. ৬৪) অনুসারে সায়ণাচার্য এটিকে 'অপ্রতিরথসংজ্ঞকং' বলে অভিহিত করেছেন। উক্ত সূত্রানুসারে যেখানে যেখানে অপ্রতিরথসংজ্ঞান্বিত বিনিয়োগ আছে সেখানে সেখানে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ কর্তব্য। বস্তুতঃ এই সূক্তের ঋষি হলেন অপ্রতিরথ। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে এই সূক্তটিতে শত্রুদমনসমর্থ ইন্দ্রের স্তুতি করা হয়েছে ॥ (১৯কা. ২অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : অভয়ম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ইদমুচ্ছ্রেয়োঽবসানমাগাং শিবে মে দ্যাবাপৃথিবী অভূতাম্।
অসপত্নাঃ প্রদিশো মে ভবন্তু ন বৈ ত্বা দিম্মো অভয়ং নো অস্তু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — কর্মাবসানে প্রাপণীয় শ্রেষ্ঠ ফল আমরা লাভ করেছি (অবসানং ইদং উৎশ্রেয়ঃ আগাং)। দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী আমাদের শ্রেয়ঃপ্রদ অর্থাৎ সৌভাগ্যদায়ক হোক (মে শিবে অভূতাম্); তথা প্রাচী ইত্যাদি মহান্ দিক্‌সমূহ আমাদের শত্রুরহিত অর্থাৎ বাধকত্বের হেতুভূত উপদ্রবরহিত হোক (মে প্রদিশঃ অসপত্না ভবন্তু)। হে শত্রু অথবা দেবগণ! আমরা আপনাদের বিদ্বেষ করি না, অতএব আমাদের ভয়বাহিত্য হোক (ন বৈ ত্বা দ্বিম্মো অভয়ং নঃ অস্তু) ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইদমুচ্ছ্রেয়োঽবসানং' ইতি একর্চেন সূক্তেন সাগ্নিপত্নীক আহিতাগ্নিঃ প্রয়াণে পর্যবসিতে আজ্যং জুহুয়াৎ॥ (১৯কা. ২অ. ৫সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত এক-ঋক্-সম্বলিত সূক্তটির দ্বারা আহিতাগ্নির প্রয়াণ পর্যবসিত হলে অগ্নিকর্তা কর্তৃক পত্নী সমভিব্যাহারে আজ্য হোম করণীয় ॥ (১৯কা. ২অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অভয়ম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র ও মন্ত্রোক্ত উদ্দিষ্টগণ। ছন্দ : বৃহতী, জগতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্।]

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব ত্বং ন ঊতিভির্বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥ ১॥
ইন্দ্রং বয়মনূরাধং হবামহেঽনু রাধ্যাস্ম দ্বিপদা চতুষ্পদা।
মা নং সেনা অররুষীরুপ গুর্বিষূচীরিন্দ্র দ্রুহো বি নাশয় ॥ ২॥
ইন্দ্রস্ত্রাতোত বৃত্রহা পরস্ফানো বরেণ্যঃ।
স রক্ষিতা চরমতঃ স মধ্যতঃ স পশ্চাৎ স পুরস্তান্নো অস্তু ॥ ৩॥
উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্‌ৎস্বর্যজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি।
উগ্রা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ ক্ষয়েম শরণা বৃহন্তা ॥ ৪॥
অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু ॥ ৫॥
অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে অভয়ঙ্কর ইন্দ্র! যথা হতে আমরা ভীতি প্রাপ্ত হয়েছি (ভয়ামহে), সেই ভয়ের হেতুভূত স্থান হতে আমাদের অভয় বা ভয়রাহিত্য করো, অর্থাৎ উপদ্রব পরিহার করিয়ে দাও (অভয়ং কৃধি)। আরও, হে ধনবান্ (মঘবন্) ইন্দ্র! তোমার সম্বন্ধিনী রক্ষণের বা পালনের দ্বারা তুমি আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ (উতিভিঃ শগ্ধি)। অনন্তর তুমি আমাদের দ্বেষ্টা অর্থাৎ শত্রুগণকে (দ্বিষঃ) সংগ্রামে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করো (বি জহি) এবং বিশেষভাবে বিনাশ করো (মৃধঃ বি জহি)। অথবা—('দ্বিষো মৃধঃ' শব্দদ্বয়ের দ্বারা বাহ্যাভ্যন্তররূপা দ্বিবিধ শত্রু বিবক্ষিত হলে, অর্থ হয়—) আমাদের বাহ্য ও অন্তরের সন্নিহিত বা অসন্নিহিত শত্রুদের বিনাশ করো ॥ ১॥ যে হেন ইন্দ্র পর্যায়ক্রমে পূজনীয় (অনুরাধং), আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁকে আমরা আহ্বান করছি (হবামহে)। ইন্দ্রের নিকট এই প্রার্থনার দ্বারা আমরা দ্বিপদা অর্থাৎ পুত্রভৃত্য ইত্যাদি এবং চতুষ্পদা অর্থাৎ গো-অশ্ব ইত্যাদির দ্বারা পর্যায়ক্রমে সমৃদ্ধ হবো (অনু রাধ্যাস্ম), (অর্থাৎ পুত্রভৃত্য-গবাদিরূপ অভিমত ফলসমৃদ্ধ হবো)। অধিকন্তু, অভিমত ফলের প্রতিবন্ধক (অররুযীঃ) সেনাগণ যেন আমাদের না প্রাপ্ত হয় (নঃ মোপ গুঃ), (অর্থাৎ যেন আমাদের নিকটে না আগমন করতে পারে)! কেবল সমীপস্থ হতে না পারাই নয়, কিন্তু হে ইন্দ্র! সর্বতো ব্যাপ্ত (বিযূচীঃ) শত্রুসেনাদের (দ্রুহঃ) বিশেষভাবে বিনাশ করো ॥ ২॥ বৃত্রহা অর্থাৎ আবরক অসুর বা মেঘের হন্তা ইন্দ্র আমাদের ত্রাণকারী (ত্রাতা) হোন। বরেণ্য ইন্দ্র অপরের হাত হতে বা পরে আমাদের রক্ষাকর্তা (পরস্ফানঃ) হোন। সেই ইন্দ্র (সঃ) অন্তে (চরমতঃ), মধ্যদেশে (মধ্যতঃ), পৃষ্ঠভাগে (পশ্চাৎ), পুরোভাগে (পুরস্তাৎ) (অর্থাৎ সর্বত্র) আমাদের রক্ষাকারী হোন (নঃ রক্ষিতা অস্তু) ॥ ৩॥ হে সর্বজ্ঞ (বিদ্বান্) ইন্দ্র! আমাদের বিস্তীর্ণ লোক (উরুং লোকং) অনুক্রমে প্রাপ্ত করিয়ে দিন (অনু নেষি)। আপনি সর্বত্রগামী বা সর্বত্রব্যাপ্ত আদিত্যাখ্য অবিনাশী সত্তা (স্বঃ যৎ জ্যোতিঃ)। আপনি ভয়ের হেতুভূত উপদ্রবের পরিহারক ও ক্ষেম ইত্যাদি সকল অভীষ্টের প্রদায়ক হোন (অভয়ং স্বস্তি)। হে ইন্দ্র! আমরা আপনার মহৎ বা পুরাতন (স্থবির), উদ্গূর্ণবল (উগ্রা), শত্রুবিনাশসমর্থ বা সকলের রক্ষাকারী (শরণা), বৃহৎ (বৃহন্ত) বাহুযুগলের (বাহূ) শরণ গ্রহণ করছি ॥ ৪॥ অন্তরিক্ষ অর্থাৎ মধ্যমলোক আমাদের ভয়রাহিত্য করুক (অভয়ং করতি), এই সর্বপ্রাণীর নিবাসস্থানভূত অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান দ্যাবাপৃথিবী (উভে ইমে) আমাদের অভয় করুক। তথা পশ্চিম দিশা (পশ্চাৎ) আমাদের অভয়প্রদ হোক; পূর্ব দিশা (পুরস্তাৎ), উত্তর দিশা (উত্তরাৎ) ও দক্ষিণ দিশা (অধরাৎ) আমাদের অভয়প্রদায়ক হোক (নঃ অভয়ং অস্তু) ॥ ৫॥ মিত্র অর্থাৎ সুহৃদ্বর্গ হতে আমাদের ভয়রাহিত্য হোক; (সর্বদা হিতকরী পুরুষ হলেন মিত্র; তাঁর হতে ভয় থাকে না। তবে কি নিমিত্ত ভয়রাহিত্য আশা করা হচ্ছে? আসলে, তাঁদের নিকট হতে ভয়ব্যতিরিক্ত হিতফল সর্বদা প্রার্থনা করা হচ্ছে)। অমিত্র অর্থাৎ শত্রুবর্গের নিকট হতে আমাদের অভয় হোক (অভয়ং মিত্রাৎ অভয়ং অমিত্রাৎ)। পরিজ্ঞাত শত্রু হতে অপরিজ্ঞাত অর্থাৎ গূঢ় শত্রু হতে আমাদের অভয় হোক (জ্ঞাতাৎ অভয়ম্ পুরঃ যঃ)। রাত্রি ও দিবা আমাদের অভয় হোক (অভয়ং নক্তম্ অভয়ং দিবা), (অহোরাত্রব্যাপী অভয় প্রার্থনার দ্বারা কালনিবন্ধন ভয় পরিহারের প্রার্থনা করা হচ্ছে)। সর্ব দিশা (আশা) সর্বদা অভয়কামী আমার মিত্রবৎ হিতকরী হোক (মম মিত্রং ভবন্তু) ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যত ইন্দ্র ভয়ামহে' ইত্যস্য সূক্তস্য অভয়গণে পাঠাৎ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ২অ. ৬সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি অভয়গণে পঠিত হয়। নক্ষত্র কল্পে (১৮), শান্তি কল্পে (১৬) ও পরিশিষ্ট ইত্যাদিতে (৫৩) এই সূক্তটির গণপ্রযুক্ত বিনিয়োগ পাওয়া যায় ॥ (১৯কা. ২অ. ৬সূ.) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : অভয়ম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, শক্করী।]

অসপত্নং পুরস্তাৎ পশ্চান্নো অভয়ং কৃতম্।
সবিতা মা দক্ষিণত উত্তরান্মা শচীপতিঃ ॥ ১ ॥
দিবো মাদিত্যা রক্ষন্তু ভূম্যা রক্ষন্ত্বগ্নয়ঃ।
ইন্দ্রাগ্নী রক্ষতাং মা পুরস্তাদশ্বিনাবভিতঃ শর্ম যচ্ছতাম্।
তিরশ্চীনঘ্ন্যা রক্ষতু জাতবেদা ভূতকৃতো মে সর্বতঃ সন্তু বর্ম॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — পূর্বদিক আমাদের সপত্নরাহিত্য (অসপত্নং) অর্থাৎ শত্রুজনিত বাধা পরিহার করুক। পশ্চিম দিক (পশ্চাৎ) আমাদের অভয় দান করুক। সকলের প্রেরক হে সবিতাদেব! দক্ষিণ দিকে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হে শচীপতি (অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর পতি ইন্দ্রদেব)! আপনি আমাকে উত্তর দিক্ হতে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ আদিত্যগণ (অর্থাৎ অদিতির পুত্র সকল দেবগণ) দ্যুলোক হতে (দিবঃ) আমাকে রক্ষা করুন। (অর্থাৎ বজ্র ইত্যাদি দৈবী আপদ হতে রক্ষা করুন)। অশ্বিদ্বয় (অর্থাৎ সূর্যপুত্র দেববৈদ্য নাসত্য ও দস্র নামক দেবযুগল) আমাদের সর্বত্র সুখ প্রদান করুন (অভিতঃ শর্ম যচ্ছতাম্)। অঙ্গনশীল গার্হপত্য ইত্যাদি অগ্নিত্রয় ভূমি হতে রক্ষা করুন (ভূম্যা রক্ষন্তু), (অর্থাৎ ভূমি সম্বন্ধীয় উপদ্রব পরিহার করুন)। ইন্দ্র ও অগ্নিদেব (ইন্দ্রাগ্নী) আমাকে পূর্বদিকে্ হতে পালন করুন (পুরস্তাৎ মাং রক্ষতাম্)। জাতবেদা (অর্থাৎ জাতমাত্রকেই জ্ঞাতা বা জাতমাত্রতেই বিদ্যমান) অগ্নিদেব বক্রগামী বা বিদিশগামী (তিরশ্চীন্) আমাদের বধের অযোগ্যরূপে (অঘ্ন্যা) রক্ষা করুন। (অর্থাৎ আমরা বিপথগামী হলে তিনি যেন আমাদের সুপথে আনয়ন করেন)। প্রাণীবর্গের নির্মাতা দেবগণ বা গ্রহপিশাচ ইত্যাদি ভূতসমূহের হিংসক দেবগণ (ভূতকৃতঃ) সর্বত্র আমার সুরক্ষক কবচ হোক (বর্ম সন্তু) ॥ ২ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অসপত্নং পুরস্তাৎ' উতি সূক্তচতুষ্কস্য রাত্রৌ পুরোহিতকর্তব্যে রাজ্ঞঃ শয্যাগৃহপ্রবেশ কর্মণি অভিমন্ত্রিতশর্করায়াঃ প্রতিদিশং প্রদক্ষিণং প্রক্ষেপে বিনিয়োগঃ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ২অ. ৭সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পরবর্তী তিনটি সূক্ত সহ রাত্রে রাজার শয্যাগৃহে প্রবেশকর্মে শর্করা অভিমন্ত্রিত করে প্রতি দিকে প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রক্ষেপে বিনিযুক্ত হয়। পরিশিষ্টে (৪/৫) এর বিধান আছে। অতএব এই অর্থসূক্তটি আথর্বণ কর্তৃক ব্যবহার হয় ॥ (১৯কা. ২অ. ৭সূ.) ॥

অষ্টম সূক্ত : সুরক্ষা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : জগতী, শক্করী।]

অগ্নির্মা পাতু বসুভিঃ পুরস্তাৎ তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ১॥
বায়ুর্মান্তরিক্ষেণৈতস্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ২॥
সোমো মা রুদ্রৈর্দক্ষিণায়া দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৩॥
বরুণো মাদিত্যৈরেতস্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৪॥
সূর্যো মা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং প্রতীচ্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৫॥
আপো মৌষধীমতীরেতস্যা দিশঃ পান্তু তাসু ক্রমে
তাসু শ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
তা মা রক্ষন্তু তা মা গোপায়ন্তু তাভ্য
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৬॥
বিশ্বকর্মা মা সপ্তঋষিভিরুদীচ্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৭॥

ইন্দ্রো মা মরুত্বানেতস্যা দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৮॥
প্রজাপতির্মা প্রজননবান্‌ৎসহ প্রতিষ্ঠায়া ধ্রুবায়া দিশঃ পাতু
তস্মিন্ ক্রমে তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ৯॥
বৃহস্পতির্মা বিশ্বৈর্দেবৈরূর্ধ্বায়া ধ্রুবায়া দিশঃ পাতু তস্মিন্ ক্রমে
তস্মিংচ্ছ্রয়ে তাং পুরং প্রৈমি।
স মা রক্ষতু স মা গোপায়তু তস্মা
আত্মানং পরি দদে স্বাহা ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — পৃথিবীস্থ অগ্নিদেব বসু নামক দেববর্গের সাথে পূর্বদিকে (পুরস্তাৎ) আমাকে রক্ষা করুন (অগ্নিঃ মা পাতু)। যেস্থানে পাদপ্রক্ষেপ করবো (ক্রমে), সেই (তস্মিন্) আশ্রয়ে বা অবস্থানে (শ্রয়ে); যে শয্যাগৃহে গমন করবো (তাং পুরং প্রৈমী), সেই সর্বত্র অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন (অগ্নিঃ মা পাতু)। (অথবা—সেই অগ্নিদেব আমার রক্ষাকর্তা হলে পাদপ্রক্ষেপ করবো, সেই অবস্থান গ্রহণ করবো, সেই শয্যাগৃহে গমন করবো)। সেই বসুমান্ (অর্থাৎ ধনসম্পন্ন) অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন (মা রক্ষতু), সেই অগ্নি আমার অহিতনিবারণ রূপ রক্ষণ ও হিতকরণরূপ পালন দান করুন (মা গোপায়তু)। আমি সর্বতোরক্ষক সেই বসুমান্ অগ্নির অধীনে নিজেকে স্বাহা সহকারে রক্ষণার্থে বা সমর্পণ দান করছি (আত্মানং পরি দদে স্বাহা)॥ ১॥ অন্তরীক্ষস্থ বায়ুদেব স্বাধিষ্ঠিত মধ্যমলোকের সাথে পূর্বদিকে ('এতস্যাঃ দিশঃ'—অর্থাৎ পূর্বমন্ত্রে উল্লিখিত 'পুরস্তাৎ' বা প্রাচ্য দিকে) আমাকে রক্ষা করুন। [পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী মন্ত্রবৎ; কেবল 'অগ্নিদেব' স্থলে 'বায়ুদেব' পঠনীয়] ॥ ২॥ সোমদেব রোদনকারক রুদ্রনামক দেবগণের সাথে দক্ষিণ দিকে আমাকে রক্ষা করুন। [পরবর্তী অংশ প্রথম মন্ত্রের মতো; কেবল 'অগ্নিদেব' স্থলে 'সোমদেব' পঠনীয়] ॥ ৩॥ বারক দেবতা বরুণ অদিতিপুত্র আদিত্য নামক দেবগণের সাথে দক্ষিণ দিকে ('এতস্যা দিশঃ'—অর্থাৎ পূর্বমন্ত্রে উল্লিখিত 'দক্ষিণায়া দিশঃ' বা দক্ষিণ দিকে) আমাকে রক্ষা করুন। [পরবর্তী অংশ প্রথম মন্ত্রের মতো; কেবল 'অগ্নিদেব' স্থলে 'বরুণদেব' পঠনীয়] ॥ ৪॥ সূর্যদেব অর্থাৎ সর্বপ্রেরক আদিত্য দ্যাবাপৃথিবীর পশ্চিম দিকে (প্রতীচ্য দিশঃ) আমাকে রক্ষা করুন। [পরবর্তী অংশ প্রথম মন্ত্রের মতো; কেবল 'অগ্নিদেব' স্থলে 'সূর্যদেব' পঠনীয়] ॥ ৫॥ জলদেবীগণ ('আপঃ' বা 'অপাং) ওষধীসমূহের সাতে (ওষধীমতী) আমাকে পশ্চিম দিকে ('এতস্যা দিশঃ'—অর্থাৎ পূর্ব মন্ত্রে উল্লিখিত 'প্রতীচ্য দিশঃ') রক্ষা করুন। [পরবর্তী অংশ প্রথম মন্ত্রের অনুরূপ; কেবল 'অগ্নিদেব' স্থলে 'আপঃ' বা 'জলদেবীগণ' পঠনীয়] ॥ ৬॥ সকলের সৃজনকর্তা বা বিশ্বজগতের কারণভূত পরমাত্মা দেব বিশ্বকর্মা তাঁর আপন মনঃসৃষ্ট সপ্তর্ষিগণের সাথে আমাকে উত্তর দিকে (উদীচ্যাঃ দিশঃ) রক্ষা করুন। [পরবর্তী অংশ প্রথম মন্ত্রবৎ; কেবল 'অগ্নিদেব' স্থলে 'বিশ্বকর্মা' পঠনীয়] ॥ ৭॥ ইন্দ্রদেব মেঘবর্গের ('মরুত্বান্') অর্থাৎ

মরুৎ-গণের সাথে উত্তর দিকে (এতস্যা দিশঃ) আমাকে রক্ষা করুন। [পরবর্তী অংশ প্রথম মন্ত্রের অনুরূপ; কেবল 'অগ্নিদেব' স্থলে 'মরুৎ-বর্গ' পঠনীয়] ॥ ৮॥ সকল জগতের উৎপাদনসাধক অর্থাৎ প্রকর্যের সাথে জায়মানা মনুষ্য ইত্যাদি সহ চরাচরাত্মিকা প্রজাগণের পতি বা স্রষ্টা দেব প্রজাপতি সর্বজগতের আধারভূতা স্থির ভূমির দিকে অর্থাৎ নিম্ন দিকে (ধ্রুবায়াঃ দিশঃ) আমাকে রক্ষা করুন। [পরবর্তী অংশ প্রথম মন্ত্রের মতো; কেবল 'অগ্নিদেব' স্থলে 'দেব প্রজাপতি' পঠনীয়] ॥ ৯॥ দেবগণের পতি দেব বৃহস্পতি (বৃহতাঃ পতি) সকল দেবতা সহ (বিশ্বৈ দেবৈ) উপরিস্থিত দিকে অর্থাৎ আকাশের দিকে (ঊর্ধায়াঃ দিশঃ) আমাকে রক্ষা করুন। [পরবর্তী অংশ প্রথম মন্ত্রবৎ; কেবল অগ্নিদেব' স্থলে 'দেব বৃহস্পতি' পঠনীয়] ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অগ্নির্মা পাতু' ইতি সূক্তদ্বয়স্য রাত্রৌ রাজ্ঞ শয্যাগৃহপ্রবেশনার্থং পুরেহিতেন কর্তব্যে পিষ্টময়রাত্রিপ্রতিমাদিসমর্চনকর্মণি প্রতিদিশং শর্করাচতুষ্টময়প্রক্ষেপানন্তরং রাজানং অধিষ্ঠাপিতায়াঃ পঞ্চম্যাঃ শর্করায়াঃ প্রতিদিশং প্রক্ষেপে বিনিয়োগ ঃ।—ইত্যাদি ॥ (১৯কা. ২অ. ৮সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তের ন্যায় রাজার শয্যাগৃহে প্রবেশকর্মে শর্করা অভিমন্ত্রিত পূর্বক প্রতি দিকে প্রক্ষেপে বিনিয়োগ হয়। পরিশিষ্টে (৪।৩, ৪।৪) এর বিধান দেওয়া আছে॥(১৯কা. ২অ. ৮সূ.) ॥

◆

নবম সূক্ত : সুরক্ষা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্।]

অগ্নিং তে বসুবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়বঃ প্রাচ্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ১॥
বায়ুং তেঽন্তরিক্ষবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব এতস্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ২॥
সোমং তে রুদ্রবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়বো দক্ষিণায়া দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৩॥
বরুণং ত আদিত্যবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব এতস্য দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৪॥
সূর্যং তে দ্যাবাপৃথিবীবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়বঃ প্রতীচ্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৫॥
অপস্ত ওষধীমতীর্ঋচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব এতস্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৬॥
বিশ্বকর্মাণাং তে সপ্তঋষিবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব উদীচ্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৭॥
ইন্দ্রং তে মরুত্বমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব এতস্যা দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৮॥

প্রজাপতিং তে প্রজননবন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়বো ধ্রুবায় দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ৯॥
বৃহস্পতিং তে বিশ্বদেববন্তমৃচ্ছন্তু।
যে মাঘায়ব ঊর্ধ্বায়া দিশোঽভিদাসাৎ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হিংসালক্ষণ যে পাপ অর্থাৎ জিঘাংসু যে শত্রুবর্গ (অঘায়বঃ) পূর্বদিক্ হতে (প্রাচ্যাঃ দিশঃ) আগত হয়ে আমাকে সর্বতো হিংসা করবে (অভিদাসাৎ), সেই শত্রুবর্গ বসুদেবগণের সমভিব্যাহারী (বসুবন্তম্) অগ্নিকে মরণার্থে প্রাপ্ত হোক (ঋচ্ছন্তু) ॥ ১ ॥ যে হিংসক শত্রুগণ পূর্বদিক হতে (এতস্যাঃ দিশঃ) আগত হয়ে আমাকে সর্বতো হিংসা করবে, তারা মরণের নিমিত্ত অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠিত বায়ু দেবতার নিকট গমন করুক ॥ ২ ॥ যে হিংসক শত্রুবর্গ দক্ষিণ দিক হতে (দক্ষিণায়াঃ দিশঃ) আমাকে সর্বতো হিংসা করবে, তারা রুদ্রগণ সমভিব্যাহারী (রুদ্রবন্তম্) সোমদেবতার নিকট মরণার্থে গমন করুক ॥ ৩ ॥ যে হিংসক শত্রুবর্গ দক্ষিণ দিক হতে (এতস্যাঃ দিশঃ) আগত হয়ে আমাকে সর্বতো হিংসা করবে, তারা মরণের নিমিত্ত আদিত্যগণ সমভিব্যাহারী (আদিত্যবন্তম্) অরিষ্টনিবারক বরুণ দেবতার সমীপে গমন করুক ॥ ৪ ॥ যে হিংসক শত্রুবর্গ পশ্চিম দিক হতে (প্রতীচ্যাঃ দিশঃ) আগমন পূর্বক আমাদের সর্বতো হিংসা করবে, তারা দ্যাবাপৃথিবী সমভিব্যাহারী (দ্যাবাপৃথিবীবন্তম্) সূর্যদেবের সকাশে মরণের নিমিত্ত গমন করুক ॥ ৫ ॥ যে হিংসক শত্রুবর্গ পশ্চিম দিক্ হতে (এতস্যাঃ দিশঃ) আগত হয়ে আমাদের সর্বতো হিংসা করবে, তারা ওষধীমতী জলসমূহের (অর্থাৎ জলদেবীগণের) নিকট মরণের নিমিত্ত গমন করুক ॥ ৬ ॥ যে হননেচ্ছু শত্রুবর্গ উত্তর দিক্ হতে (উদীচ্যাঃ দিশঃ) আমাদের সর্বতো হিংসা করবে, তারা সপ্তর্ষি সমন্বিত (সপ্তঋষিবন্তং) বিশ্বজগতের কারণভূত দেব বিশ্বকর্মার সম্মুখে মরণের নিমিত্ত গমন করুক ॥ ৭ ॥ যে হিংসক শত্রুগণ উত্তর দিক্ হতে (এতস্যাঃ দিশঃ) আমাদের সর্বতে হিংসা করবে, তারা মরুৎগণ সমভিব্যাহারী ইন্দ্রদেবের নিকট মরণের নিমিত্ত গমন করুক ॥ ৮ ॥ যে অনিষ্টসাধনেচ্ছু শত্রুবর্গ স্থির ভূমির দিকে অর্থাৎ নিম্ন দিক হতে (ধ্রুবায়াঃ দিশঃ) আগমন পূর্বক আমাদের সর্বতো হিংসা করবে, তারা চরাচরাত্মকা প্রজাগণের পতি প্রজাপতি দেবতার নিকট মরণের নিমিত্ত গমন করুক ॥ ৯ ॥ যে বধাভিলাষী শত্রুগণ ঊর্ধ্ব দিক্ হতে (ঊর্ধ্বায়াঃ দিশঃ) আগমন পূর্বক আমাদের সর্বতো হিংসা করবে, তারা সকল দেবতা সমন্বিত (বিশ্বদেববন্তং) বৃহস্পতি দেবতার নিকট মরণের নিমিত্ত গমন করুক ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অগ্নিং তে বসুমন্তং' ইতি সূক্তস্য পিষ্টরাত্রীসমর্চনে কর্মণি শর্করাপ্রক্ষেপে পূর্বসূক্তেন সহ উক্ত বিনিয়োগঃ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ২অ. ৯সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তের সাথে রাজার শয্যাগৃহে প্রবেশকর্মে পিষ্টময়-রাত্রির সমর্চনে শর্করা প্রক্ষেপে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী সূক্তটিতে পূর্ব ইত্যাদি দিকের রক্ষক বসুমান্ অগ্নি, মধ্যমলোক সমভিব্যাহারী বায়ু ইত্যাদির নিকট তাঁদের অধিষ্ঠিত দিক্ সমূহ হতে আমাদের প্রতি আগত শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রার্থনা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। উপর্যুক্ত সূক্তে সেই সেই দিক্ হতে শত্রুগণ সেই সেই দিকের অধিপতি দেবতার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে মরণপ্রাপ্ত হোক—এই প্রার্থনাই প্রতিপাদিত হয়েছে ॥ (১৯কা. ২অ. ৯সূ.) ॥

দশম সূক্ত : শর্ম

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : বৃহতী, পংক্তি।]

মিত্রঃ পৃথিব্যোদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ১॥
বায়ুরন্তরিক্ষেণোদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু॥ ২॥
সূর্যো দিবোদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৩॥
চন্দ্রমা নক্ষত্রৈরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৪॥
সোম ওষধীভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৫॥
যজ্ঞো দক্ষিণাভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৬॥
সমুদ্রো নদীভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৭॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৮॥
ইন্দ্রো বীর্যেণোদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ৯॥
দেবা অমৃতেনোদক্রামংস্তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ১০॥
প্রজাপতিঃ প্রজাভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্র ণয়ামি বঃ।
তামা বিশত তাং প্র বিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — মিত্র অর্থাৎ আহবনীয় ইত্যাদি রূপে প্রণীয়মান অগ্নিদেব স্বনিবাসস্থানভূত পৃথিবীলোকের সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ (উৎ অক্রামৎ) হয়েছেন, সেই পৃথিবীলোকের অভিমানী দেবতা অগ্নি কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন্!), তোমাদের প্রকর্ষের সাথে প্রাপ্ত করাচ্ছি (নয়ামি)। সেই পুরী বা শয্যগৃহের অভিমুখে প্রবেশোন্মুখ হও (আ বিশত); অতঃপর সেই পুরী বা শয্যাগৃহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হও (প্র বিশত)। (অর্থাৎ সেই শয্যাস্থানে বা আপন সৌধে নিবিষ্ট হও)। সেই শয্যাগৃহ বা পুরী প্রবিষ্ট বা অভিনিবিষ্ট তোমাদের সুখ (শর্ম), কবচ বা পরের অভেদ্যত্বলক্ষণ আবরণ (বর্ম) প্রদান করুক (যচ্ছতু) ॥ ১॥

বায়ু অর্থাৎ মাতরিশ্বা দেব আপন নিবাসস্থানভূত মধ্যমলোকের সাথে (অন্তরিক্ষেণ) যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েছেন, সেই অন্তরিক্ষলোকের অভিমানী দেবতা বায়ু কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন্!)....[অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রবৎ] ॥ ২॥ সূর্য অর্থাৎ সর্বপ্রেরক আদিত্যদেব স্বনিবাসস্থানভূত দ্যুলোকের সাথে (দিবা) যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েনে, সেই দ্যুলোকাভিমানী দেবতা সূর্য কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন্!)....[অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রের ন্যায়] ॥ ৩॥ চন্দ্রমা অর্থাৎ সর্ব লোকের আহ্লাদকর চন্দ্রদেব তাঁর উপভোগ্য অশ্বিনী ইত্যাদি নক্ষত্রগণের সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েছেন, সেই নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্রমা কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন!)...[অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রের অনুরূপ] ॥ ৪॥ সোম অর্থাৎ তরু-গুল্ম ইত্যাদি ওষধীগণকে রসপ্রদানের দ্বারা পোষক দেবতা তাঁর স্বপোষ্যগণের সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েছেন, সেই ওষধী ইত্যাদির অভিমানী দেবতা কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন্!)... [অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রের সমতুল] ॥ ৫॥ যজ্ঞ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি প্রকৃতি-বিকৃত্যাত্মক সকল ক্রতু তাঁর বিহিত যথোক্ত দক্ষিণার সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েছেন সেই দক্ষিণাভিমানী দেবতা কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধ নগরী, (হে রাজন্!)...[অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রের অনুসরণীয়] ॥ ৬॥ সমুদ্র অর্থাৎ নদমশীলা নদীসমূহের পতি তার অধীনস্থ অম্বুরাশির সাথে (নদীভিঃ) যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েছেন, সেই নদীপতি সমুদ্র কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন্!)...[অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রের অনুরূপ] ॥ ৭॥ ব্রহ্ম অর্থাৎ সাঙ্গ বা সর্বাবয়ববিশিষ্ট বেদ (সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ইত্যাদি সমন্বিত অপৌরুষেয় বেদ) বেদবিহিত যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মকুশল ব্রহ্মচারিগণের সাথে (ব্রহ্মচারিভিঃ) যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েছেন, সেই শ্রৌতস্মার্ত-কর্মকারীগণের বা সাঙ্গবেদাধ্যায়ীগণের উপাস্য ব্রহ্ম কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন্!)...[অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রের অনুরূপ] ॥ ৮॥ ইন্দ্র অর্থাৎ পরমৈশ্বর্যশালী সমস্ত-দেবতাধিপতি দেবতা বীরকর্মসমূহ বা আপন বাহুশৌর্যের (বীর্যেন) সাথে যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েছেন, সেই সেনালক্ষণ বলের অভিমানী দেবতা ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন্!)...[অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রবৎ] ॥ ৯॥ দেবগণ (দেবাঃ) অর্থাৎ দ্যোতনশীল অমরগণ অমরণসাধন সুধারসের সাথে (অমৃতেন) যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েছেন, সেই অমৃতাভিমানী দেবগণের দ্বারা রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন্!)... [অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রের অনুরূপ] ॥ ১০॥ প্রজাপতি অর্থাৎ প্রজাগণের পতিরূপ দেবতা প্রকর্যের সাথে জায়মান মনুষ্য ইত্যাদির সাথে (প্রজাভিঃ) যে পুরী রক্ষা করতে উৎক্রান্তবান্ হয়েছেন, সেই প্রজাবর্গের অভিমানী দেবতা কর্তৃক রক্ষিত পুরী বা শয্যাগৃহলক্ষণ প্রসিদ্ধা নগরী, (হে রাজন্!)...[অবশিষ্ট অংশ প্রথম মন্ত্রবৎ] ॥ ১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'মিত্রঃ পৃথিব্যোদক্রমাৎ' ইতি সূক্তেন পুরোহিতৌ রাত্রৌ রাজানং শয্যাগৃহং প্রবেশয়েৎ। পরিশিষ্টং তু পূর্বমেব উদাহৃতং। রাজ্ঞো নূতননগরপ্রবেশনকর্মণি চ বিনিয়োগঃ॥ (১৯কা. ২অ. ১০সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ববর্তী সপ্তম ও অষ্টম সূক্তের মতো রাত্রিকালে রাজার শয্যাগৃহে প্রবেশকর্মে

পুরোহিতগণের দ্বারা বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। পরিশিষ্টে পূর্বের ন্যায় এর উদাহরণ দেওয়া আছে। তবে এই সূক্তের বিশেষত্ব এই যে, এটি কেবল রাজার শয্যাগৃহে প্রবেশকর্মেই নয়, রাজা কর্তৃক নূতন নগরে প্রবেশকর্মেও বিনিয়োগ হয় ॥ (১৯কা. ২অ. ১০সূ.) ॥

◆

একাদশ সূক্ত : সুরক্ষা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : বৃহতী, পংক্তি।]

**অপ ন্যধুঃ পৌরুযেয়ং বধং যমিন্দ্রাগ্নী ধাতা সবিতা বৃহস্পতিঃ।
সোমো রাজা বরুণো অশ্বিনা যঃ পূষাস্মান্ পরি পাতু মৃত্যোঃ ॥ ১॥
যানি চকার ভুবনস্য যস্পতিঃ প্রজাপতির্মাতরিশ্বা প্রজাভ্যঃ।
প্রদিশো যানি বসতে দিশশ্চ তানি মে বর্মাণি বহুলানি সন্তু ॥ ২॥
যৎ তে তনূষ্বনহ্যন্ত দেবা দ্যুরাজয়ো দেহিনঃ।
ইন্দ্রো যচ্চক্রে বর্ম তদস্মান্ পাতু বিশ্বতঃ ॥ ৩॥
বর্ম মে দাবাপৃথিবী বর্মাহর্বর্ম সূর্যঃ।
বর্ম মে বিশ্বে দেবাঃ ক্রন্ মা মা প্রাপৎ প্রতীচিকা ॥ ৪॥**

বঙ্গানুবাদ — আমাদের প্রতি হিংসান্বিত হয়ে যে বধসাধন কর্ম (যং বধম্) (বলগলক্ষণ অর্থাৎ চলমান বা শস্ত্রাস্ত্র ইত্যাদিরূপ হননসাধন আভিচারিক ক্রিয়া) আমাদের শত্রুগণ গূঢ়ভাবে (অপ ন্যধুঃ) আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করেছে, সেই অপ্রকাশ্য শত্রুর দ্বারা প্রেরিত মৃত্যুসাধন বা মৃত্যুরূপা কর্ম হতে (মৃত্যোঃ) আমাদের বা আমাদের কবচধারী রাজাকে ইন্দ্র ও অগ্নি (ইন্দ্রাগ্নী), ধাতা, সবিতা, বৃহস্পতি, রাজা সোম, বরুণ, অশ্বিযুগল (অশ্বিনা), যম ও পূষা সর্বতঃ রক্ষা করুন (পরি পাতু—পরিতঃ পান্তু) ॥ ১॥ ভুতজাতের পতি বা পালক (ভুবনস্য পতিঃ) যে প্রজাপতি মাতরিশ্বা (অর্থাৎ সূত্রাত্মা বায়ু)-রূপে বিরাজমান, তিনি আপন প্রজাগণের রক্ষণার্থে যে বর্ম বা কবচসমূহের দ্বারা আচ্ছাদন করেছিলেন (বসতে), প্রজাপতির দ্বারা নির্মিত যে বর্ম বা কবচ প্রাচ্য ইত্যাদি মহা-দিক্‌সমূহ ও অবান্তর দিক্‌সকল (প্রদিশঃ) ধারণ করেছিল, সেই বর্ম বা কবচ যুদ্ধাভিলাষী আমার বা আমাদের (মে) প্রভূত সংখ্যায় প্রাপ্তি হোক (বহুলানি সন্তু)। (অর্থাৎ সেই কবচসমূহ সর্ব দিক্ হতে আমাদের রক্ষাকারী হোক) ॥ ২॥ দ্যুলোকে রাজমান শরীরী (দ্যুরাজয়ঃ) দেবতাগণ অসুরযুদ্ধে আপন দেহরক্ষার্থে যে বর্ম পরিধান বা ধারণ করেছিলেন (অনহ্যন্ত), এবং ইন্দ্রদেব যে বর্ম শত্রুবিজয়ার্থে (যৎ চক্রে) ধারণ করেছিলেন, তাঁদের দ্বারা ধারিত সেই কবচ যুদ্ধোদ্যত আমাদের (অস্মান্) সর্বতঃ (বিশ্বতঃ) শত্রুকৃত প্রহার হতে রক্ষা করুক (পাতু) ॥ ৩॥ দ্যো অর্থাৎ স্বর্গলোক ও পৃথিবী (দ্যাবাপৃথিবী) উভয়ে আমার (নিমিত্ত) কবচ (বর্ম) (নির্মাণ বা প্রেরণ) করুন। অগ্নি আমার (নিমিত্ত) কবচ (বর্ম) (নির্মাণ বা প্রেরণ) করুন। ইন্দ্র প্রমুখ সকল দেবতা যুদ্ধাভিলাষী আমার বা আমাদের রাজার (নিমিত্ত) কবচ (বর্ম) (নির্মাণ বা প্রেরণ) করুন (ক্রন্)। শত্রুসেনা অজ্ঞাতকুলাঞ্চনা হয়ে অর্থাৎ গুপ্ত-রীতিতে (প্রতীচিকা) যেন যুদ্ধোদ্যত কবচধারী আমাকে

না প্রাপ্ত হয় (মা মা প্রাপৎ)। (বক্তব্য এই যে, কবচধারণের দ্বারা দৃপ্ত আমি হেন দেবানুগৃহীতের সম্মুখে শত্রুবর্গ প্রকাশ্যে আগমন করুক, আমি তাদের হননে সমর্থ হবো) ॥ ৪ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অপ ন্যধুঃ পৌরুষেয়ং' ইতি সূক্তেন যুদ্ধোদ্যতং রাজানং কবচেন পুরোহিতং সন্নহ্যেত ॥ (১৯কা. ২অ. ১১সূ.)॥

টীকা — রাজা যুদ্ধে গমনের কালে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে থাকেন। সেই সময় অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীতও তাঁকে কবচ বা বর্ম অর্থাৎ তনু-ত্রাণ পরিধান করতে হয়। উপর্যুক্ত সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা পুরোহিত রাজাকে কবচযুক্ত করে থাকেন॥ (১৯কা. ২অ. ১১সূ) ॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ছন্দাংসি

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ছন্দ সমুদায়। ছন্দ : বৃহতী।]

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী পঙ্‌ক্তিস্ত্রিষ্টুব্ জগত্যৈ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — গায়ত্রী ছন্দের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই আহুতি প্রদান করা হচ্ছে। সেরূপ উষ্ণিক ছন্দের উদ্দেশে, অনুষ্টুপ্ ছন্দের উদ্দেশে, বৃহতী ছন্দের উদ্দেশে, পংক্তি ছন্দের উদ্দেশে, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের উদ্দেশে এবং জগতী ছন্দের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই আহুতি প্রদত্ত হচ্ছে ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তৃতীয়েনুবাকে ষট্ সূক্তানি। তত্র 'গায়ত্র্যুষ্ণিক্' ইতি প্রথম সূক্তস্য 'গায়ত্রীং ছন্দোব্রহ্মবর্চসকামস্য প্রযুঞ্জীত' ইতি (ন. ক. ১৭) বিহিতায়াং গায়ত্র্যাখ্যায়াং মহশান্তৌ বিনিয়োগঃ।— ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৩অ. ১সূ.)॥

টীকা — তৃতীয় অনুবাকের ছ'টি সূক্তের মধ্যে উপর্যুক্ত এক ঋক্-বিশিষ্ট প্রথম সূক্তটি ব্রহ্মতেজঃকামী জনের গায়ত্রী নামক মহাশান্তিকর্মে বিনিয়োগ হয়। নক্ষত্র কল্পে (১৭) এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। নক্ষত্র কল্পে আরও বলা হয়েছে—'ছন্দোগণঃ (২২) গায়ত্র্যাং সমাসঃ (২২।২৩) আঙ্গিরস্যাং' ইতি (ন.ক. ১৮) ॥ (১৯কা. ৩অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ব্রহ্মা

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : বৃহতী।]

আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ পঞ্চানুবাকৈঃ স্বাহা ॥ ১॥
ষষ্ঠায় স্বাহা ॥ ২॥ সপ্তমাষ্টমাভ্যাং স্বাহা ॥ ৩॥

নীলনখেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪॥ হরিতেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৫॥
ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৬॥ পর্যায়িকেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৭॥
প্রথমেভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৮॥ দ্বিতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৯॥
তৃতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১০॥ উপোত্তমেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১১॥
উত্তমেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১২॥ উত্তরেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৩॥
ঋষিভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৪॥ শিখিভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৫॥
গণেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৬॥ মহাগণেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৭॥
সর্বেভ্যোহঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৮॥
পৃথক্সহস্রাভ্যাং স্বাহা ॥ ১৯॥ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ২০॥
ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা সম্ভৃত বীর্যাণি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমা ততান।
ভূতানাং ব্রহ্মা প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্ধিতুং কঃ ॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ — বিংশতিকাণ্ডাত্মিকা এই শাখায় (অর্থাৎ অথর্ববেদীয় শৌনক শাখায়) বিদ্যমান অনুবাক, সূক্ত, গণবিশেষ ইত্যাদির সংজ্ঞারূপ শব্দের দ্বারা অনুবাক ইত্যাদির দ্রষ্টা ঋষিগণ প্রতিপাদিত হয়েছেন।—যথা, আঙ্গিরস ঋষির নিমিত্ত আদিতে পঞ্চম অনুবাক হতে এই আহুতি স্বাহুত হোক ॥ ১॥ ষষ্ঠে অনুবাকের নিমিত্ত, সপ্তম ও অষ্টম অনুবাকের নিমিত্ত, নীলনখ নামক ঋষির নিমিত্ত, হরিত নামক ঋষির নিমিত্ত, ক্ষুদ্র নামক ঋষির নিমিত্ত, পর্যায়িক নামক ঋষির নিমিত্ত, প্রথম শঙ্খ নামক ঋষির নিমিত্ত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শঙ্খের নিমিত্ত, উপোত্তম নামক ঋষির নিমিত্ত, উত্তম নামক ঋষির নিমিত্ত, উত্তর নামক ঋষির নিমিত্ত, শিখি নামক ঋষির নিমিত্ত, গণ নামক ঋষির নিমিত্ত, মহাগণ নামক ঋষির নিমিত্ত, সকল বিদ্বান অঙ্গিরার নিমিত্ত, পৃথক সহস্র ঋষিগণের নিমিত্ত এবং ব্রহ্ম নামক বেদস্রষ্টা ঋষির নিমিত্ত আহুতি স্বাহুত হোক ॥ ২-২০॥ সকল বীরকর্ম (বীর্যাণি) জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা (ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা) অর্থাৎ প্রশস্যতম ব্রহ্মা কর্তৃক কৃত। অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা দ্যুলোকে বিস্তারিত হয়েছিলেন (দিবম্ আ ততান)। ব্রহ্মা সকল সৃজ্যমান পদার্থের (ভূতানাং) পূর্বভাবীরূপে উৎপন্ন (প্রথমঃ যজ্ঞে); সেই কারণে অন্য কোন্ দেবতা বা মনুষ্য (কঃ) সেই ব্রহ্মার সাথে স্পর্ধা করতে সমর্থ হবে (ব্রহ্মণা স্পর্ধিতুং অর্হতি)? (অর্থাৎ অধিকতর বীর্যবত্তার নিমিত্ত, সর্বোৎকৃষ্ট স্থানের নিবাসিত্বের নিমিত্ত ও সকলের আদিভূতত্বের নিমিত্ত ব্রহ্মার সমান কেউ নেই) ॥ ২১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ' ইত্যাদি সূক্তদ্বয়স্য 'আঙ্গিরসীং সম্পৎকামস্য অভিচরতোভিচর্যমাণস্য চ' (ন. ক. ১৭) ইতি বিহিতায়াং আঙ্গিরসাখ্যায়াং মহাশান্তৌ বিনিয়োগঃ। উক্তং হি নক্ষত্রকল্পে ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৩অ. ২সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি ও পরবর্তী সূক্তটি সম্পদকামী ও অভিচার কর্ম হতে অভিচর্যমান জনের নিমিত্ত আঙ্গিরস্যা নামক মহাশান্তি যাগে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। নক্ষত্র কল্পে (১৭) এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। নক্ষত্র কল্পে আরও বলা হয়েছে—'সমাসঃ (১৯।২২।২৩) আঙ্গিরস্যাং ইন্দ্র জুষস্ব (২।৫) ইত্যৈন্দ্রাং' (ন. ক. ১৮)। এখানে 'সমাস' শব্দের দ্বারা সূক্তদ্বয় উক্ত হয়েছে ॥ (১৯কা. ৩অ. ২সূ) ॥

তৃতীয় সূক্ত : অথর্বাণঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, গায়ত্রী, জগতী।]

আথর্বণানাং চতুর্ঋচেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১ ॥
পঞ্চর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২॥ ষড়্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৩॥
সপ্তর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪॥ অষ্টর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৫॥
নবর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৬॥ দশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৭॥
একাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৮॥ দ্বাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৯॥
ত্রয়োদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১০॥ চতুর্দশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১১॥
পঞ্চদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১২॥ ষোড়শর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৩॥
সপ্তদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৪॥ অষ্টাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৫॥
একোনবিংশতিঃ স্বাহা ॥ ১৬॥ বিংশতিঃ স্বাহা ॥ ১৭॥
মৎকাণ্ডায় স্বাহা ॥ ১৮॥ তৃচেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৯॥
একর্চেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২০॥ ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২১॥
একানৃচেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২২॥ রোহিতেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২৩॥
সূর্যাভ্যাং স্বাহা ॥ ২৪॥ ব্রাত্যাভ্যাং স্বাহা ॥ ২৫॥
প্রাজাপত্যাভ্যাং স্বাহা ॥ ২৬॥ বিষাসহ্যৈ স্বাহা ॥ ২৭॥
মঙ্গলিকেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২৮॥ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ২৯॥
ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা সম্ভৃত বীর্যণি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমা ততান।
ভূতানাং ব্রহ্মা প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্ধিতুং কঃ ॥ ৩০॥

বঙ্গানুবাদ — চতুর্ঋকের দ্বারা অথর্বাখ্য ঋষির উদ্দেশে আহুতি স্বাহুত হোক ॥ ১ ॥ সেরূপ পঞ্চ ঋকের দ্বারা, ষষ্ঠ ঋকের দ্বারা, সপ্ত ঋকের দ্বারা, অষ্ট ঋকের দ্বারা, নব ঋকের দ্বারা ও দশ ঋকের দ্বারা, যথাযথ নামধারী অথর্বণ ঋষিগণের উদ্দেশে আহুতি স্বাহুত হোক ॥ ২-৭ ॥ সেরূপ একাদশ ঋকের দ্বারা, দ্বাদশ ঋকের দ্বারা, ত্রয়োদশ ঋকের দ্বারা, চতুর্দশ ঋকের দ্বারা, পঞ্চদশ ঋকের দ্বারা, ষোড়শ ঋকের দ্বারা, সপ্তদশ ঋকের দ্বারা, অষ্টাদশ ঋকের দ্বারা, ঊনবিংশতি ঋকের দ্বারা ও বিংশতি ঋকের দ্বারা যথাযথ নামধারী অথর্ব বংশীয় ঋষিগণের উদ্দেশে আহুতি স্বাহুত হোক ॥ ৮-১৭ ॥ মহাকাণ্ড অর্থাৎ বিংশতি কাণ্ডাত্মক অথর্ববেদের সকল বেদবাক্যের দ্রষ্টা যথাযথ নামধারী ঋষির উদ্দেশে আহুতি স্বাহুত হোক। সেরূপ তৃচো ও একার্চোর উদ্দেশে আহুতি স্বাহুত হোক ॥ ১৮-২০ ॥ ক্ষুদ্র নামধেয় যজুর্মন্ত্রবাচী ঋষির উদ্দেশে, একানৃচ অর্থাৎ পর্যায়সূক্তবাচী ঋষিগণের উদ্দেশে, রোহিত নামক ঋষির উদ্দেশে, সূর্য নামক ঋষির উদ্দেশে, ব্রাত্য নামধেয় ঋষির উদ্দেশে, প্রজাপতি নামক ঋষির উদ্দেশে, বিষাসহি নামধেয় ঋষির উদ্দেশে, মাঙ্গলিক নামক ঋষির

উদ্দেশে এবং ব্রহ্মা নামক ঋষির উদ্দেশে এই আহুতি স্বাহুত হোক ॥ ২১-২৯॥ [অবশিষ্ট অংশ পূর্ববর্তী সূক্তের ২১তম মন্ত্রের অনুরূপ] ॥ ৩০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আথর্বাণাং চতুর্ঋচেভ্যঃ' ইতি সূক্তস্য সমাসসংজ্ঞকস্য আঙ্গিরস্যাং মহাশান্তৌ বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তের সহ উক্ত।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৩অ. ৩সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি সম্পদকামী ও অভিচার কর্ম হতে অভিচর্যমান জনের নিমিত্ত আঙ্গিরস্যা নামক মহাশান্তি কর্মে পূর্ববর্তী সূক্তের সাথে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। সূত্রাবলী পূর্ববর্তী সূক্তে উদাহৃত আছে ॥ (১৯কা. ৩অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : রাষ্ট্রম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

যেন দেবং সবিতারং পরি দেবা অধারয়ন্।
তেনেমং ব্রহ্মণস্পতে পরি রাষ্ট্রায় ধত্তন ॥ ১॥
পরীমমিন্দ্রমায়ুষে মহে ক্ষত্রায় ধত্তন।
যথৈনং জরসে নয়াং জ্যোক্ ক্ষত্রেহধি জাগরৎ॥ ২॥
পরীমং সোমমায়ুষে মহে শ্রোত্রায় ধত্তন।
যথৈনং জরসে নয়াং জ্যোক্ শ্রোত্রেহধি জাগরৎ ॥ ৩॥
পরি ধত্ত ধত্ত নো বর্চসেমং জরামৃত্যুং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ।
বৃহস্পতিঃ প্রাযচ্ছদ্ বাস এতৎ সোমায় রাজ্ঞে পরিধাতবা উ ॥ ৪॥
জরাং সু গচ্ছ পরি ধৎস্ব বাসো ভবা গৃষ্টীনামভিশস্তিপা উ।
শতং চ জীব শরদঃ পুরূচী রায়শ্চ পোষমুপসংব্যয়স্ব ॥ ৫॥
পরীদং বাসো অধিথাঃ স্বস্তয়েহভূর্বাপীনামভিশস্তিপা উ।
শতং চ জীব শরদঃ পুরূচীর্বসূনি চারুর্বি ভজাসি জীবন্ ॥ ৬॥
যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৭॥
হিরণ্যবর্ণো অজরঃ সুবীরো জরামৃত্যুঃ প্রজয়া সং বিশস্ব।
তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিন্দ্রঃ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — দ্যোতমান ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ (দেবাঃ) দ্যোতমান (দেবং) সর্বপ্রেরক আদিত্যকে (সবিতারং) যে হেতুর দ্বারা (যেন) অর্থাৎ যে রক্ষোহননরূপে সর্বত আচ্ছাদন করেছিলেন (পরি অধারয়ন), সেই শত্রুনির্হরণাত্মক কারণের দ্বারা (তেন), হে ব্রহ্মণস্পতি অর্থাৎ বেদরূপ মন্ত্রের পালক দেব (ব্রহ্মণঃ পতে)! এই মহাশান্তি-প্রযোক্তাকে (ইমং) অর্থাৎ যজমান রাজাকে বা আমাকে

রাজ্য রক্ষার্থে (রাষ্ট্রায়) প্রতিস্থাপন করো (পরি ধত্তন) ॥ ১ ॥ হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব! তুমি এই সাধক আমাকে বা রাজাকে (ইমং) আয়ুর্লাভের নিমিত্ত (আয়ুষে) ও চিরকাল (জ্যোক্) মহৎ ক্ষাত্রবল অর্থাৎ পরকৃত বাধা-পরিহারক বলে (ক্ষত্রেধি) বলীয়ান্‌রূপে অবহিত হতে পারি এবং যাতে (যথা এনং) শান্তিকর্তা (আমি বা রাজা) জরা পর্যন্ত (জরসে) আয়ুলাভ করতে পারি, তেমন ভাবে প্রতিস্থাপিত করো (পরি ধত্তন) ॥ ২ ॥ হে বাসোভিমানী (অর্থাৎ বস্ত্রের ন্যায় আচ্ছাদনকারী) সোমদেব! এই শান্তিকর্মকারী (ইমং) আমাকে বা যজমানকে দীর্ঘ আয়ুর নিমিত্ত (আয়ুষে), মহান্ ইন্দ্রিয়সাধ্য রূপ ইত্যাদি উপলব্ধির নিমিত্ত (শ্রোত্রায়) ও আদান ইত্যাদি কর্মের নিমিত্ত সর্বত পুষ্ট করো (পরি ধত্তন)। যাতে এই আমি বা রাজা চিরকাল শ্রোত্র ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ে শক্তিমান বা যশস্বী হয়ে জাগ্রত বা অবহিত হতে পারি (জাগরৎ) এবং যাতে শান্তিকর্তা (আমি বা রাজা) জরা পর্যন্ত আয়ুলাভ কাতে পারি, তেমন ভাবে প্রতিস্থাপিত করো ॥ ৩ ॥ [এই ঋক্‌টি দ্বিতীয় কাণ্ডের ত্রয়োদশ সূক্তের (অর্থাৎ তৃতীয় অনুবাকের তৃতীয় সূক্তের) দ্বিতীয় মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে]—হে দেবগণ! এই মাণবক অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুমারকে বস্ত্র পরিধান করিয়ে দাও (পরি ধত্ত—ইমং মাণবকং বাসঃ পরিধাপয়ত); আমাদের একে তেজের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দাও বা পুষ্ট করো (নঃ ইমং বর্চসা ধত্ত); এ যেন বৃদ্ধাবস্থায় মরণপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এর যেন অকালমৃত্যু না ঘটে এবং একে শতপরিমিত আয়ুষ্মান করো (জরামৃত্যুং দীর্ঘম্ আয়ুঃ কৃণুত)। ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের পালক দেবতা বৃহস্পতি এই নির্মিত বসন (এতৎ বাসঃ) ব্রাহ্মণগণের পালক রাজা সোমকে পরিধানের নিমিত্ত (পরিধাতবা) দান করেছিলেন (প্রাযচ্ছৎ) ॥ ৪ ॥ [এই ঋক্‌টিও উপর্যুক্ত কাণ্ডে (২।১৩।৩) ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবে এখানে প্রথম পাদটি ভিন্নতর]—হে শান্তিপ্রযোক্তা (যজমান)! তুমি সম্যক্ বার্ধক্য লাভ করো (জরাং সু গচ্ছ), অর্থাৎ জরাকাল পর্যন্ত আয়ুষ্মান হও। এই বসনে আচ্ছাদিত হয়ে (বাসঃ পরি ধৎস্ব), অর্থাৎ এই বসন পরিধানের দ্বারা, গাভীগণের (গৃষ্টীনাং) হিংসা নিমিত্ত ভয় হতে (অভিশস্তিঃ) তাদের পালক হও (পাতা)। অধিকন্তু বহুকালব্যাপী বা বহুবিধ পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সহ (পুরূচী) শতসংখ্যক সম্বৎসর পর্যন্ত (শতং শরদঃ) জীবিত থাকো এবং ধনের পুষ্টি বা সমৃদ্ধি (রায়ঃ পোষং) লাভ করো (উপসংব্যয়স্ব), (বক্তব্য এই যে, এই বসন পরিধানের দ্বারা ধন ইত্যাদির সমৃদ্ধি হয়ে থাকে) ॥ ৫ ॥ [এই সূক্তটিও ঐ দ্বিতীয় কাণ্ডে (২।১৩।৩) ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবে এখানে চরম পদগুলি বিভিন্ন]—হে শান্তিকর্তা (যজমান)! উক্ত বসন (ইদম্ বাসঃ) (তুমি) মঙ্গলের নিমিত্ত পরিহিত হয়েছো। এই বসন পরিধানের দ্বারা গাভীগণের হিংসা নিমিত্ত ভয় হতে তাদের পালক হও। বহুকালব্যাপী শত সম্বৎসর পর্যন্ত জীবনবান্ হয়ে এবং অসামান্য (চারুঃ) বসনের দ্বারা দীপ্যমান হয়ে পুত্র-মিত্র-জ্ঞাতি ইত্যাদির মধ্যে ধনসমূহ (বসূনি) বিভাগ করে দাও (বি ভজাসি) বা অর্থীদের প্রদান করো ॥ ৬ ॥ সকল অপ্রাপ্য ফলের প্রাপ্তি বিষয়ে (যোগ যোগে) ও অন্ন ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ফল লাভের বিষয়ে (বাজেবাজে) অতিশয় সমৃদ্ধ (তবস্তিনং) পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন দেব ইন্দ্রকে আমরা স্তোতৃবর্গ (সখায়ঃ) রক্ষার নিমিত্ত (উতয়ে) আহ্বান করছি (হবামহে)। (বক্তব্য এই যে, অভিমত ফললাভার্থে, লব্ধ সামগ্রীর পরিপালনার্থে ও নিজেদের রক্ষণার্থে আমরা ইন্দ্রকে এইভাবে আহ্বান করছি) ॥ ৭ ॥ (হে যজমান!) হিতরমণীয় শরীরকান্তিশালী বা হিরণ্যসমান বর্ণশালী (হিরণ্যবর্ণঃ), জরারহিত (অজরঃ), কর্মকুশল বা শোভন পুত্র ইত্যাদি যুক্ত (সুবীরঃ) ও অকাল-মরণরহিত হয়ে (জরামৃত্যু সন) প্রকর্ষের সাথে জায়মান পুত্র ইত্যাদি সহ বা ভৃত্য ইত্যাদি রূপ

প্রজাগণ সহ (প্রজয়া) আপন গৃহে চিরকাল সুখে অধিষ্ঠিত থাকো বা এই গৃহে সম্যক্ প্রবেশ করো (সং বিশস্ব)। অঙ্গনাদিগুণযুক্ত অগ্নিদেব, ব্রাহ্মণগণের পালক সোমদেব, দেবগণের গুরু বৃহস্পতি দেবতা, সর্বপ্রেরক সবিতাদেব, ও পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেব প্রমুখ সকল বাসোভিমানী দেবতাই এই বচনের সমর্থন করেছেন (আহুঃ)। (অতএব এতে কোন বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ সংশয় নেই—এটাই বক্তব্য) ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যেন দেবং সবিতারং' ইতি সূক্তং 'ত্বাষ্ট্রীং বস্ত্রক্ষয়ে প্রযুঞ্জীত' (ন. ক. ১৭) ইতি বিহিতায়াং মহাশান্তাবাবপেৎ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৩অ. ৪সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি মহাশান্তিকর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। নক্ষত্র কল্পে (১৭) এর বিধান উল্লিখিত আছে। নক্ষত্র কল্পে (১৮) এই সম্পর্কে আরও নির্দেশ পাওয়া যায় ॥ (১৯কা. ৩অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : অশ্বঃ

[ঋষি : গোপথ। দেবতা : বাজী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

অশ্রান্তস্য ত্বা মনসা যুনজ্মি প্রথমস্য চ।
উৎকুলমুদ্বহো ভবোদুহ্য প্রতি ধাবতাৎ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — [হে গান্ধর্ব (অশ্ব)!] তোমাকে শ্রান্তিহীন (অশ্রান্তস্য) অর্থাৎ শত্রুসেনার অভিমুখে গমনেও আয়াসরহিত-শরীর তুরঙ্গমের মনের সাথে, এবং সৃষ্টির আদিতে (প্রথমস্য) অশ্বজাতির উৎপত্তির পূর্বে উৎপন্ন শত্রুধর্ষণোৎসুক বা আপন অধিরোহণকারীকে প্রোৎসাহিত করণশালী অশ্বের মনের সাথে যুক্ত করছি (চ মনসা যুনজ্মি)। (সকল অশ্বোৎপত্তির পূর্বে উৎপন্ন অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা; সেই হেন জিতশ্রম অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবার মন-উপলক্ষিত সর্বেন্দ্রিয়শক্তি, শারীরিক দৃঢ়তা, আশুত্ব ও পরসেনার অভিভবনসামর্থ্য,—এই শান্তিফল রূপে কাম্যমান যা কিছু, তা এই অশ্বে যোজিত করছি—এটাই বক্তব্য)। এমন সামর্থ্যোপেত হয়ে তুমি অতিদৃপ্ত হও (উৎকূলম্ উৎবহঃ ভব)। নদী যেমন প্রভূত জলপ্রবাহের দ্বারা দুই তীর প্লাবিত করে ঊর্ধ্বে উচ্চলিত হয়ে থাকে, সেই রকমে তুমিও যুদ্ধের নিমিত্ত বর্মিত বা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শত্রুসৈন্যকে আপন সামর্থ্যে অতিক্রম পূর্বক বিক্ষোভিত করো। অতঃপর হে অশ্ব! তুমি জেতব্য স্থানের প্রতি (অর্থাৎ জয়লাভের নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে) ধাবিত হও (ত্বং প্রতিধাবতাৎ) ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অশ্রান্তস্য ত্বা' ইতি একর্চং সূক্তং 'গান্ধর্বীং অশ্বক্ষয়ে প্রযুঞ্জীত' ইতি বিহিতায়াং গান্ধর্বাখ্যায়াং মহাশান্তাবাবপেৎ। উক্তং হি নক্ষত্রকল্পে।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ২অ. ৫সূ). ॥

টীকা — উপর্যুক্ত এক ঋক্-সম্বলিত সূক্তটি গান্ধর্ব নামক মহাশান্তি কর্মে বিনিযুক্ত হয় (নক্ষত্র কল্প ১৭)। এটি অশ্বের আয়ু ইত্যাদির নিমিত্ত শান্তি স্বস্তিগণেও বিনিযুক্ত হয়ে থাকে (ন. ক. ১৮) ॥ (১৯কা. ২অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : হিরণ্যধারণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি, হিরণ্যম্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, পংক্তি।]

অগ্নেঃ প্রজাতং পরি যদ্ধিরণ্যমমৃতং দধ্রে অধি মর্ত্যেষু।
য এনদ্ বেদ স ইদেনমর্হতি জরামৃত্যুর্ভবতি যো বিভর্তি ॥ ১॥
যদ্ধিরণ্যং সূর্যেণ সুবর্ণং প্রজাবন্তো মনবঃ পূর্ব ঈষিরে।
তৎ ত্বা চন্দ্রং বর্চসা সং সৃজত্যায়ুষ্মান্ ভবতি যো বিভর্তি॥ ২॥
আয়ুষে ত্বা বর্চসে ত্বৌজসে চ বলায় চ।
যথা হিরণ্যতেজসা বিভাসাসি জনাঁ অনু ॥ ৩॥
যদ্ বেদ রাজা বরুণো বেদ দেবো বৃহস্পতিঃ।
ইন্দ্রো যৎ বৃত্রহা বেদ তৎ ত আয়ুষ্যং ভুবৎ তৎ তে বর্চস্যং ভুবৎ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — অগ্নি হতে প্রকর্ষের সাথে উৎপন্ন (প্রজাতং) যে সুবর্ণ (হিরণ্যং) বিদ্যমান, যা মরণধর্মা মনুষ্যের নিকট অমরণসাধন (অমৃতং) রূপে অবস্থিত (দধ্রে), উক্ত হিরণ্যকে (এনং) যে পুরুষ স্বরূপে জ্ঞাত হয়, সে এই অন্বাদিষ্ট হিরণ্যরূপ পদার্থ ধারণ করে থাকে (ইৎ এনম্ অর্হতি)। যে পুরুষ আপন শরীরে (এই হিরণ্যকে) মনি-কুণ্ডল-অঙ্গুলীয়ক ইত্যাদিরূপে ধারণ করে (বিভর্তি), সেই হিরণ্যধারী পুরুষ জরাকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় (জরামৃত্যু ভবতি)। (অর্থাৎ অকালমৃত্যুরহিত হয়ে থাকে) ॥ ১॥ প্রকর্ষের সাথে জায়মান পুত্র-মিত্র ইত্যাদি সম্পন্ন (প্রজাবন্তঃ) মনুর পুত্র মানবগণ হিরণ্যধারীগণের মধ্যে প্রথমভাবী হয়ে (পূর্বে), বা সৃষ্টির পূর্বে উৎপন্ন মনুগণ (মনবঃ পূর্ব), যে শোভনবর্ণ (সুবর্ণং) হিতরমণীয় হেম (হিরণ্যং) সকলের প্রেরক স্বকারণ আদিত্যের সাথে প্রাপ্ত হয়েছিল (সূর্যেণ ঈষিরে), সেই মনুগণের দ্বারা ধারিত (তৎ) আহ্লাদক হিরণ্য (চন্দ্রং) হিরণধারক তোমাকে (ত্বা) শরীর কান্তির সাথে সংযোজিত করুক (বর্চসা সং সৃজতু)। যে পুরুষ (যঃ) হিরণ্য ধারণ করে, সে চিরকাল জীবনবান হয় (আয়ুষ্মান্ ভবতি) ॥ ২॥ (হে হিরণ্যধারী মানব!) তোমার চিরকাল জীবনের নিমিত্ত (ত্বা আয়ুষে), তোমার তেজঃ বা কান্তির নিমিত্ত (ত্বা বর্চসে), তোমার শারীরিক বলের বা শরীরধারক অষ্টম ধাতুর নিমিত্ত (ত্বা ওজসে), ও তোমার ভৃত্য ইত্যাদি সম্পত্তিরূপ বাহ্য বলের নিমিত্ত (ত্বা বলায়) সেই হিরণ্য তোমাতে সংযোজিত হোক। যেমন সুবর্ণ তেজের দ্বারা শুক্লভাস্বর রূপে (অর্থাৎ বিশুদ্ধ দীপ্তিশীল হয়ে) বিশেষভাবে দীপ্যমান হয় (বিভাসাসি), সেইরকমে তুমিও জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে দীপ্যমান হও (জনান অনু) ॥ ৩॥ যে হিরণ্যকে (যৎ) রাজমান বরুণ দেব অগ্নি হতে উৎপন্ন বলে ও মনুষ্যগণের মরণ হতে উদ্ধরণের উপায় বলে বিদিত আছেন (বেদ), তথা দেবগণের পালক বৃহস্পতি দেবতা ও বৃত্রহন্তা ইন্দ্রদেবও যে হিরণ্যের উক্তলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, সেই বরুণ ইত্যাদির জ্ঞাত বা ধারিত হিরণ্যের প্রভাব, তুমি হেন (তে) হিরণ্যধারণকারী পুরুষের অনুকূলে আয়ুস্কারী—(আয়ুষ্যং) ও তোমার অনুকূলে তেজস্কারী (বর্চসং) হোক (ভুবৎ) ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অগ্নেঃ প্রজাতং' ইতি সূক্তেন 'আগ্নেয়ীং অগ্নিভয়ে সর্বকামস্য চ' ইতি বিহিতায়াং আগ্নেয্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ হিরণ্যনির্মিতং কুণ্ডলাদিকং অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ—ইত্যাদি।। (১৯কা. ২অ. ৬সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি অগ্নিভয়ে ও সকল কামনায় আগ্নেয়ী নামক মহাশান্তি যাগে হিরণ্যনির্মিত কুণ্ডল ইত্যাদি অভিমন্ত্রিত পূর্বক ধারণে বিনিয়োগ হয়। নক্ষত্র কল্পে (১৭, ১৯) এই নির্দেশ পাওয়া যায়। এই সূক্তের দ্বারা তুলাপুরুষ ব্রতে (অর্থাৎ যাগকারীর নিজ ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ ইত্যাদি মহাদানে) শান্তিকলশে ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্য আনয়নে বিনিয়োগ হয় (কৌ.৯।৪) ॥ (১৯কা. ২অ. ৬সূ.) ॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সুরক্ষা

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : ত্রিবৃৎ, চন্দ্রমা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, উষ্ণিক্ ও শক্করী।]

গোভিষ্ট্বা পাত্বৃষভো ত্বা পাতু বাজিভিঃ।
বায়ুষ্ট্বা ব্রহ্মণা পাত্বিন্দ্রস্ত্বা পাত্বিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১॥
সোমস্ত্বা পাত্বোষধীভির্নক্ষত্রৈঃ পাতু সূর্যঃ।
মাদ্ভ্যস্ত্বা চন্দ্রো বৃত্রহা বাতঃ প্রাণেন রক্ষতু ॥ ২॥
তিস্রো দিবস্তিস্রঃ পৃথিবীস্ত্রীণ্যন্তরিক্ষাণি চতুরঃ সমুদ্রান্।
ত্রিবৃতং স্তোমং ত্রিবৃত আপ আহুস্তাস্ত্বা রক্ষন্তু ত্রিবৃতা ত্রিবৃদ্ভিঃ ॥ ৩॥
ত্রীন্নাকাংস্ত্রীন্ সমুদ্রাংস্ত্রীন্ ব্রধ্নাংস্ত্রীন্ বৈষ্টপান্।
ত্রীন্ মাতরিশ্বনস্ত্রীন্ৎসূর্যান্ গোপ্তৄন্ কল্পয়ামি তে ॥ ৪॥
ঘৃতেন ত্বা সমুক্ষাম্যগ্ন আজ্যেন বর্ধয়ন্।
অগ্নেশ্চন্দ্রস্য সূর্যস্য মা প্রাণং মায়িনো দভন্ ॥ ৫॥
মা বঃ প্রাণং মা বোঽপানং মা হরো মায়িনো দভন্।
ভ্রাজন্তো বিশ্ববেদসো দেবা দৈব্যেন ধাবত ॥ ৬॥
প্রাণেনাগ্নিং সং সৃজতি বাতঃ প্রাণেন সংহিতঃ।
প্রাণেন বিশ্বতোমুখং সূর্যং দেবা অজনয়ন্ ॥ ৭॥
আয়ুষায়ুঃকৃতাং জীবায়ুষ্মান্ জীব মা মৃথাঃ।
প্রাণেনাত্মন্বতাং জীব মা মৃত্যোরুদগা বশম্ ॥ ৮॥
দেবানাং নিহিতং নিধিং যমিন্দ্রোঽন্ববিন্দৎ পথিভির্দেবযানৈঃ।
আপো হিরণ্যং জুগুপুস্ত্রিবৃদ্ভিস্তাস্ত্বা রক্ষন্তু ত্রিবৃতা ত্রিবৃদ্ভিঃ ॥ ৯॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবতাস্ত্রীণি চ বীর্যাণি প্রিয়ায়মাণা জুগুপুরপ্স্বন্তঃ।
অস্মিংশ্চন্দ্রে অধি যদ্ধিরণ্যং তেনায়ং কৃণবদ্ বীর্যাণি ॥ ১০॥

যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং জুষধ্বম্ ॥ ১১ ॥
যে দেবা অন্তরিক্ষ একাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং জুষধ্বম্ ॥ ১২ ॥
যে দেবাঃ পৃথিব্যামেকাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং জুষধ্বম্ ॥ ১৩ ॥
অসপত্নং পুরস্তাৎ পশ্চান্নো অভয়ং কৃতম্।
সবিতা মা দক্ষিণত উত্তরান্মা শচীপতিঃ ॥ ১৪ ॥
দিবো মাদিত্যা রক্ষন্তু ভূম্যা রক্ষন্ত্বগ্নয়ঃ।
ইন্দ্রাগ্নী রক্ষতাং মা পুরস্তাদশ্বিনাবভিতঃ শর্ম যচ্ছতাম্।
তিরশ্চীনঘ্ন্যা রক্ষতু জাতবেদা ভূতকৃতো মে সর্বতঃ সন্তু বর্ম ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে ত্রিবৃৎ-মণিধারক পুরুষ! সেক্তা, প্রবল বৃষ-যূথের পতি (ঋষভঃ) গাভীগণ সমভিব্যাহারে (গোভিঃ সহ) তোমাকে (ত্বা) রক্ষা করুক (পাতু)। (অর্থাৎ বহু অপত্য উৎপাদনের মাধ্যমে সমৃদ্ধিকরণের দ্বারা তোমাকে সমৃদ্ধ করুক)। অথবা—বৃষভদেবতা আপন গো-দেবতাবর্গের সাথে স্বয়ং অনিষ্টসূচক উৎপাত হতে তোমাকে রক্ষা করুক। তথা প্রজননসমর্থ অশ্ব (বৃষা) শীঘ্রগতিশীল অশ্বগণের সাথে (বাজিভিঃ) তোমাকে রক্ষা করুক। (অর্থাৎ অশ্বগণের পুষ্টির মাধ্যমে সমৃদ্ধিকরণের দ্বারা তোমাকে সমৃদ্ধ করুক)। অন্তরীক্ষচর বায়ুদেব যজ্ঞলক্ষণের সাথে (ব্রাহ্মণ) তোমাকে রক্ষা করুন (ত্বা পাতু)। অথবা—বায়ু পরিবৃত বা ব্যাপ্ত সূত্রাত্মলক্ষণের সাথে রক্ষা করুক। অথবা—(ব্রহ্ম শব্দে 'পরিবৃঢ়ং' বা অন্তরিক্ষং' বা 'স্বাশ্রয়ং' বোঝালে অর্থ হয়)—বায়ু তাঁর আপন আশ্রয়ের সাথে তোমাকে রক্ষা করুন। এইরকমে, ইন্দ্রদেব তাঁর সৃষ্ট বা সেবিত বাক্ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমুদয়ের সাথে তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ সোম অর্থাৎ বল্লীরূপ ওষধীসমূহের রাজা বা দেবতা ব্রীহি ইত্যাদির (ওষধীভিঃ) সাথে তোমাকে রক্ষা করুন (ত্বা পাতু)। এইরকম, সূর্যদেব তাঁর গ্রহসমূহের সাথে (নক্ষত্রৈঃ) তোমাকে পরিরক্ষিত করুন। এইরকম চন্দ্র অর্থাৎ সকল প্রাণীর আহ্লাদকারী দেবতা মাস সমূহের সাথে (মাদ্ভিঃ) তোমাকে সংরক্ষিত করুন। এই রকম, বায়ু প্রাণ ইত্যাদি পঞ্চবৃত্তি-রূপ বায়ুগণের সাথে (অর্থাৎ প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান শরীরস্থ এই পঞ্চবায়ুর সাথে) তোমাকে অনুরক্ষিত করুক (বাতঃ প্রাণেন রক্ষতু) ॥ ২ ॥ ('অভিজ্ঞাঃ কথয়ন্তি'—অভিজ্ঞ জনেরা বলে থাকেন)—দ্যুলোক অর্থাৎ স্বর্গ বা আকাশ ত্রিগুণশালী (দিবঃ তিস্র)—(অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রের আশ্রয়স্থান ভেদে দ্যুলোক তিন প্রকার অবগন্তব্য; অথবা সেই লোকে গমনাভিলাষীগণ উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে ত্রিবিধ দেখা যায়)। তথা পৃথিবীও তিন প্রকার (পৃথিবী তিস্রঃ)—(অর্থাৎ উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে তিন প্রকার জীবের ভোগাশ্রয় এই পৃথ্বীলোক; অথবা তৃণ-ঔষধি-বনস্পতির উৎপাদিকা হওয়ায় পৃথিবী ত্রিগুণিত)। অন্তরীক্ষও ত্রিগুণিত (ত্রীণি অন্তরিক্ষাণি)—(অর্থাৎ এখানেও তিন প্রকার জীবের গতায়ত হওয়ায় অন্তরীক্ষ তিন প্রকার; অথবা যক্ষ-গন্ধর্ব-অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত হওয়ায় বা তাদের আবাস ভেদে অন্তরীক্ষ ত্রিবিধ)। সমুদ্র চারিপ্রকার (সমুদ্রান্ চতুরঃ)—(সমুদ্র সংখ্যা সপ্ত; তথাপি এখানে চারি সমুদ্রের উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয়, উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম এই চারিদিকে ব্যাপ্ত সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য রেখে সমুদ্র সংখ্যা চারি বলা হয়েছে। তবে উল্লেখ্য এই যে, এই সূক্তে ত্রিবৃৎ মণির স্তুতি সাধনত্বে ত্রিত্বের মহিমা জ্ঞাপন করা হয়েছে; সুতরাং চারি সমুদ্রের উল্লেখ এখানে বিসদৃশ মনে হতে পারে।

ভায্যকার বলেছেন—চারি সংখ্যার মধ্যে তিন সংখ্যা রয়েছে, অর্থাৎ—তিনকে লঙ্ঘন করেই চারি সংখ্যার অস্তিত্ব। এই বিচারে 'চতুরঃ সমুদ্র' উক্ত হয়েছে)। স্তোম তিন প্রকার (ত্রিবৃতম্ স্তোমম্)—অর্থাৎ ত্রিবৃৎ নামে আখ্যাত-স্তোমে 'ত্রয়ানাং ঋচাং' অর্থাৎ তিনটি ঋক্ ও গানের 'ত্রিরাবৃত্তেঃ' অর্থাৎ তিনবার আবৃত্তি থাকায় এই স্তোত্র ত্রিবৃৎ নামে কথিত)। তথা জল ত্রিবিধ (আপঃ ত্রিবৃতঃ)—অর্থাৎ স্বর্গস্থ, আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ ভেদে জল তিন রকমের।—এইরকম ত্রিবৃত্ত্ব অর্থাৎ তিন ধর্মশালী দ্যু-পৃথিবী ইত্যাদি সকলে মণিগত সুবর্ণ-রজত-লৌহলক্ষণ ত্রিবৃতের সাথে (অর্থাৎ ত্রিবৃৎ মণির সাথে) অভেদরূপে তোমাকে রক্ষা করুক (ত্বা রক্ষন্তু) ॥ ৩॥ হে সুবর্ণ-রজত-লৌহাত্মক ত্রিবৃৎ মণির ধারক পুরুষ! তিন স্বর্গ (ত্রীন্ নাকান্) ও তিন সমুদ্র বা অন্তরীক্ষবিশেযকে (ত্রীন্ সমুদ্রান্) ত্রিবৃৎ মণির দ্বারা তোমার রক্ষকরূপে কল্পনা বা নিয়োজিত করছি (তে গোপ্তৃন্, কল্পয়ামি)। সকলের আধারভূত তিন আদিত্য (ত্রীন্ ব্রধ্নান্), তিন ভুবন (ত্রীন্ বৈষ্টপান্) অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল অথবা দেব-মনুষ্য-পিত্রাত্মক তিন লোক, তিন বায়ু (ত্রীন্ মাতরিশ্বনঃ) অর্থাৎ ঊর্ধ্বঃ-অধঃ-তির্যক গতিভেদে বা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে সঞ্চারাশ্রয়ভূত তিন প্রকার বায়ু, ত্রিগুণশালী দ্যুলোকে প্রকাশমান রশ্মিমণ্ডলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তিন সূর্য—তোমার (তে) রক্ষকরূপে কল্পনা বা নিয়োজিত করছি (গোপ্তৃন কল্পয়ামি) ॥ ৪॥ হে অগ্নি! তোমাকে হোমসাধন ঘৃতের দ্বারা অভিবর্ধিত করার অভিলাষে সম্যক সিঞ্চিত করছি (ত্বা আজ্যেন ঘৃতেন বর্ধয়ন্ সমুক্ষামি)। হে মণির ধারক পুরুষ! ঘৃতের দ্বারা সমুক্ষিত অগ্নিদেব, চন্দ্রদেব ও সূর্যদেবের অনুগ্রহে, তোমার প্রাণ যেন মায়াবন্ত অসুরবর্গ অপহরণ করতে না পারে (মা মায়িনঃ দভন্) ॥ ৫॥ হে রাজন্যবৃন্দ (বা পুত্রভৃত্য ইত্যাদি সমন্বিত হে রাজা)! মায়াবন্ত অসুরবর্গ যেন তোমাদের প্রাণের প্রতি হিংসা করতে না পারে (মা দভন্)। সেইসঙ্গে তারা যেন তোমাদের অপান ও শত্রুবলাপহারক তেজঃ না হরণ করতে পারে (মা হরঃ)। সেই নিমিত্ত, হে দীপ্যমান (ভ্রাজন্ত) সর্বজ্ঞ বা সকল ধনাধিকারী (বিশ্ববেদসঃ) অগ্নি-চন্দ্র-সূর্য নামক দেবগণ (দেবাঃ)! তোমরা দেবসম্বন্ধী রথে আরূঢ় হয়ে বা রথের সহায়ে সবেগে (দৈব্যেন) এদের প্রাণরক্ষার্থে ধাবিত হও (ধাবত) ॥ ৬॥ [এখানে প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে তার মাহাত্ম্য বর্ণিত হচ্ছে]—সমিন্ধনকর্তা পুরুষ (অর্থাৎ যিনি অগ্নি উদ্দীপন করেন, তিনি) প্রাণের দ্বারা (প্রাণেন) অর্থাৎ মুখস্থিত প্রাণবায়ুর দ্বারা অগ্নি সংযোজিত করেন (অগ্নিং সং সৃজতি)। (অতএব প্রাণ রক্ষিতব্য)। আরও, বাহ্য বায়ু (বাতঃ) প্রাণবায়ুর অর্থাৎ মুখস্থিত বায়ুর সাথে মিলিত (সংহিতঃ) হয়ে থাকে। (অর্থাৎ এর দ্বারা প্রাণবায়ু ও বাহ্যবায়ুর একত্ব কথিত হচ্ছে)। প্রাণের দ্বারা (প্রাণেন) অর্থাৎ সূত্রাত্মরূপ ব্রহ্মের দ্বারা সর্বত্র প্রকাশক বা প্রতি পুরুষের অভিমুখ্য জ্ঞান সম্ভবকারী (বিশ্বতোমুখ) সূর্যকে দেবগণ আপন আপন প্রয়োজন মতো লাভ করেছিলেন (অজনয়ন্)। (এই হেন মহানুভাব প্রাণের রক্ষণ অবশ্যই কর্তব্য) ॥ ৭॥ (হে মণিধারক রাজন্!) তুমি আয়ুষ্কৃত হও, অথবা চিরকালজীবী প্রাচীন মহর্ষিগণ তপঃ ইত্যাদির দ্বারা যে আয়ু লাভ করেছিলেন, সেই আয়ুর দ্বারা অথবা তাঁদের প্রদত্ত আয়ুর দ্বারা তুমি জীবায়ুষ্মান্ হও। তুমি জীবিত থাকো, প্রাণত্যাগ করো না (জীব মা মৃথাঃ)। স্থির প্রাণশালী (আত্মন্বতাং) জনের প্রাণের সহায়তায় তুমি জীবিত থাকো; অধিকন্তু মারক দেবতার (মৃত্যোঃ) বশবর্তী হয়ো না (মা উৎ অগাঃ) ॥ ৮॥ যে দেবযানমার্গে দেবগণ হিরণ্য নামক প্রসিদ্ধ নিধিকে সংগুপ্ত করে রেখেছিলেন (যং নিহিতম্), ইন্দ্রদেব সেই দেবযানমার্গে (পথিভিঃ) স্বয়ং গমন পূর্বক সেই দেবনিধিরূপ হিরণ্যকে (যৎ) অন্বেষণ

পূর্বক লাভ করেছিলেন (অন্ববিন্দং)। যে দেবনিধিরূপ হিরণ্য উক্ত প্রকারে ত্রিবিধ জল (ত্রিবৃতঃ আপঃ) ত্রিবৃৎ সাধনের দ্বারা রক্ষা করেছিল (জুগুপুঃ), সেই ত্রিবৃৎ জল (তাঃ ত্রিবৃত আপঃ) হিরণ্য-রজত-লৌহ এই ত্রিবিধ স্বরূপে (ত্রিবৃৎভিঃ) তোমাকে রক্ষা করুক বা পালন করুক (ত্বা রক্ষন্তু) ॥ ৯ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশ অর্থাৎ তেত্রিশ সংখ্যক দেববৃন্দ (অর্থাৎ অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার বা ইন্দ্রদেব) তিন প্রকার বীর্যকে (ত্রীণি বীর্যাণি—অর্থাৎ কায়িক-বাচিক-মানসিক ভেদে ত্রিবিধ সামর্থ্যকে) অত্যধিক প্রিয়মাণ (প্রিয়ায়মানা) জলের মধ্যে গোপন করে রেখেছিলেন (অপসু অন্তঃ জুগুপুঃ), (যাতে অপরে না হরণ করতে পারে)। অথবা—হিরণ্য-রজত-লৌহ সমন্বিত ত্রিবৃৎ মণিতে আয়ুবর্ধনকর, ঐশ্বর্যদায়ক ও শত্রুজয়াখ্য যে অনন্যসাধারণ তিন প্রকার বীর্য আছে, তা অন্যে যাতে না প্রাপ্ত হয়, সেই নিমিত্ত জলের মধ্যে গোপন করে রেখেছিলেন।—এই পরিদৃশ্যমান (অস্মিন্) চন্দ্রে আহ্লাদক উদকে (অধি) যে হিরণ্য বিদ্যমান (যৎ হিরণ্যম্), সেই হিরণ্যের মুখ্য অংশের দ্বারা (তেন) এই মণিধারক পুরুষকে (অয়ম) ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা কর্তৃক ধারিত ত্রিবিধ সামর্থ্যে মণ্ডিত করুক (কৃণুবৎ বীর্যানি) ॥ ১০ ॥ দিব্যলোকে যে একাদশ সংখ্যক আদিত্য দেবগণ (দেবাঃ) বিদ্যমান, তাঁরা (তে দেবাসঃ) এই হূয়মান আজ্য সেবন করুন (ইদং হবিঃ জুষধ্বম)। আদিত্যের সংখ্যা দ্বাদশ; তথাপি এখানে একাদশ সংখ্যার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে আদিত্য-সংখ্যা একাদশ উল্লেখিত হয়েছে। ভাষ্যকার বলেন—এতে কোন বিরোধ ঘটেনি; কারণ একাদশ সংখ্যা দ্বাদশ সংখ্যার চেয়ে ন্যূন অর্থাৎ দ্বাদশের মধ্যেই একাদশ নিহিত আছে—"অধিকসংখ্যায়া ন্যূনসংখ্যায়াঃ সম্ভবাৎ"] ॥ ১১ ॥ অন্তরীক্ষলোকে যে একাদশ রুদ্রদেবতা বিদ্যমান, তাঁরা এই হূয়মান আজ্য সেবন করুন ॥ ১২ ॥ পৃথিবী লোকে যে একাদশ দেবতা বিদ্যমান, তাঁরা এই হূয়মান আজ্য সেবন করুন। [এর পূর্বে পৃথিবী তিন প্রকার বলা হয়েছিল। তথাপি একাদশ সংখ্যার মাহাত্ম্য খ্যাপন উপলক্ষে পৃথিবীতে একাদশ দেবতার অধিষ্ঠান বলা হয়েছে] ॥ ১৩ ॥ [যদিও এখানে সম্মুখে ও পশচাতে কোন্ দেবতা রক্ষা করবেন, সেই প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কোন উল্লেখ নেই তথাপি 'কৃতং' পদে দ্বিবচন বোঝায় বলে উত্তরার্ধে সবিতা ও শচীপতি ইন্দ্র উভয়কেই উদ্দেশ করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে]—হে উক্ত দেবদ্বয় (অর্থাৎ হে সবিতা ও ইন্দ্রদেব)! তোমরা আমার সম্মুখ বা পূর্ব দিক (পুরস্তাৎ) ও পশ্চিম অর্থাৎ পশচাৎ-দিক অভয় করো (অভয়ং কৃতম্); (অর্থাৎ যাতে শত্রু হতে ভীতি না থাকে, তেমনভাবে রক্ষা করো)। অথবা—সম্মুখভাগ শত্রুহীন করো এবং পশ্চাৎ-ভাগ ভয়হীন করো।—তথা সবিতা আমাকে দক্ষিণদিক্ হতে আগত (দক্ষিণতঃ) ভীতি হতে ও ইন্দ্রদেব আমাকে উত্তরদিক্ হতে আগত (উত্তরাৎ) ভীতি হতে রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥ আদিত্যগণ দ্যুস্থান হতে (দিবঃ) আমাকে রক্ষা করুন ও অগ্নিগণ পৃথিবী হতে (ভূম্যাঃ) আমাকে রক্ষা করুন (রক্ষন্তু)। ইন্দ্রাগ্নী অর্থাৎ ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব আমাকে (মা) সম্মুখ হতে রক্ষা বা পালন করুন (পুরস্তাৎ রক্ষতাং)। তথা অশ্বীদেবদ্বয় আমাকে সকল দিক্ হতে সুখ প্রদান করুন (অভিতঃ শর্ম যচ্ছতাং)। তির্যক অর্থাৎ বক্রভাবে অবস্থিত দিক্‌সমূহ হতে (তিরশ্চিন) প্রজাপতি ব্রহ্মা (অঘ্ন্য) রক্ষা করুন; অথবা—তির্যক দিক্ হতে রক্ষাবিষয়ে প্রজ্ঞাবান্ (জাতবেদাঃ) অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন। পৃথিবী ইত্যাদি পঞ্চভূতের কর্তা বা পঞ্চভূতের অভিমানী (ভূতকৃতঃ) অগ্নি ইত্যাদি দেবগণ সর্বত আমার কবচ হোন (মে বর্ম সন্তু); (অর্থাৎ আমার কবচরূপে আমাকে রক্ষা করুন) ॥ ১৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্থেনুবাকে সপ্ত সূক্তানি। তত্র 'গোভিষ্ট্বা পাতু' ইতি প্রথমং সূক্তং।— ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৪অ. ১সূ.)॥

টীকা — চতুর্থ অনুবাকের মোট সপ্ত সংখ্যক সূক্তের মধ্যে উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটি প্রাজাপত্য নামক মহাশান্তি যাগে সুবর্ণ-রজত-লৌহময় মণিবন্ধনে বিনিযুক্ত হয়। নক্ষত্রকল্পে (১৭) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে— 'প্রাজাপত্যাং প্রজাপশুকামস্য প্রজাক্ষয়ে চ'। এই সূক্তটির প্রথম মন্ত্র ও ষষ্ঠ কাণ্ডের ১৪২তম সূক্তের শেষ মন্ত্রটি (৬।১৩।১৮।৩) যবমণি ধারণেও বিনিয়োগের বিধি আছে। (ন. ক. ১৯)॥ (১৯কা. ৪অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : দর্ভমণিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা (সপত্নক্ষয়কামী)। দেবতা : দর্ভমণি ও মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

ইমং বধ্নামি তে মণিং দীর্ঘায়ুত্বায় তেজসে।
দর্ভং সপত্নদম্ভনং দ্বিষতস্তপনং হৃদঃ ॥ ১॥
দ্বিষতস্তাপয়ন্ হৃদঃ শত্রূণাং তাপয়ন্ মনঃ।
দুর্হার্দঃ সর্বাংস্ত্বং দর্ভ ঘর্ম ইবাভিনৎসন্তাপয়ন্॥ ২॥
ঘর্ম ইবাভিতপন্ দর্ভ দ্বিষতো নিতপন্ মণে।
হৃদঃ সপত্নানাং ভিন্দ্ধীন্দ্র ইব বিরুজং বলম্ ॥ ৩॥
ভিন্দ্ধি দর্ভ সপত্নানাং হৃদয়ং দ্বিষতাং মণে।
উদ্যন্ ত্বচমিব ভূম্যাঃ শির এষাং বি পাতয়॥ ৪॥
ভিন্দ্ধি দর্ভ সপত্নান্ মে ভিন্দ্ধি মে পৃতনায়তঃ।
ভিন্দ্ধি মে সর্বান্ দুর্হার্দো ভিন্দ্ধি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৫॥
ছিন্দ্ধি দর্ভ সপত্নান্ মে ছিন্দ্ধি মে পৃতনায়তঃ।
ছিন্দ্ধি মে সর্বান্ দুর্হার্দান্ ছিন্দ্ধি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৬॥
বৃশ্চ দর্ভ সপত্নান্ মে বৃশ্চ মে পৃতনায়তঃ।
বৃশ্চ মে সর্বান্ দুর্হার্দো বৃশ্চ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৭॥
কৃন্ত দর্ভ সপত্নান্ মে কৃন্ত মে পৃতনায়তঃ।
কৃন্ত মে সর্বান্ দুর্হার্দাং কৃন্ত মে দ্বিষতো মণে ॥ ৮॥
পিংশ দর্ভ সপত্নান্ মে পিংশ মে পৃতনায়তঃ।
পিংশ মে সর্বান্ দুর্হার্দঃ পিংশ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৯॥
বিধ্য দর্ভ সপত্নান্ মে বিধ্য মে পৃতনায়তঃ।
বিধ্য মে সর্বান্ দুর্হার্দো বিধ্য মে দ্বিষতো মণে ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে বিজয়, বল ইত্যাদি কামনাকারী পুরুষ! তোমাকে এই দর্ভময় মণি বন্ধন করছি (ইমং মণিং বধ্নামি)। (কি জন্য?—না) যাতে তুমি দীর্ঘ আয়ু ও অতিশয়িত তেজ লাভ করতে পারো

(দীর্ঘায়ুত্বায় তেজসে)। দর্ভনির্মিত মণি (দর্ভং) শত্রুগণের হিংসক ও দ্বেষকারীগণের (অর্থাৎ শত্রুবর্গের) হৃদয়ের সন্তাপক (সপত্নদম্ভনং দ্বিষতঃ তপনম্ হৃদঃ) ॥ ১ ॥ হে দর্ভমণি! তুমি দ্বেষকারী শত্রুগণের হৃদয় সন্তপ্ত করো (দ্বিষতঃ হৃদঃ তাপয়ন্), তথা শত্রুগণের মন তাপিত করো। এইভাবে হৃদয়গত দুষ্টভাবাপন্নগণের (দুর্হার্দঃ) সব কিছু (সর্বান্) (অর্থাৎ গৃহ, ক্ষেত্র, পশু ইত্যাদি) আদিত্যের ন্যায় (ঘর্ম ইব) সন্তাপিত করে দাও (সন্তাপয়ন); অথবা—ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুর হৃদয় ও বলকে নাশ করো (অভীন্ সন্তাপয়ন্) ॥ ২ ॥ হে দর্ভনির্মিত মণি (দর্ভ মণে)! তুমি আদিত্যের মতো (ঘর্ম ইব) অথবা নিদাঘ কালের মতো দ্বেষকারী শত্রুগণের হৃদয় (দ্বিষতঃ) অথবা শত্রুগণকে সকল দিক্ হতে সন্তাপিত করো (অভিতপন্) এবং সন্তাপের দ্বারা ভেদ করো (নিতপন্)। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় (ইন্দ্র ইব) শত্রুদের হৃদয় (সপত্নানাং হৃদঃ) বিদারিত করো (ভিন্দ্ধি) এবং তাদের শারীরিক ও বাহ্যিক বল (বলং) নাশ করো (বিরুজন) ॥ ৩ ॥ হে দর্ভমণি! তুমি শত্রুবর্গের হৃদয় বিদারিত করো। ঊর্ধ্বে গমন পূর্বক (উদ্যন্) শত্রুগণের শির অধঃপাতিত করো (শিরাংসি বি পাতায়), যেমন লোকে গৃহ ইত্যাদি নির্মাণের নিমিত্ত ভূমির ত্বক স্বরূপ (ভূম্যাঃ ত্বচমিব) তৃণ-গুল্ম-ঔষধি ইত্যাদি ছেদন করে ॥ ৪ ॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে বিদারিত করো, আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনা সংগ্রহশালী (পৃতনায়তঃ) শত্রুদের বিদারিত করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী (দুর্হার্দঃ) আমার শত্রুদের বিদারিত করো, আমার প্রতি বিদ্বেষকারী (দ্বিষতঃ) শত্রুদের বিদারিত করো ॥ ৫ ॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে ছিন্ন অর্থাৎ কর্তিত করো (ছিন্দ্ধি), আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনা সংগ্রহকারী শত্রুদের ছিন্ন করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের ছিন্ন করো, আমার প্রতি বিদ্বেষকারী শত্রুদের ছিন্ন করো ॥ ৬ ॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে ছেদন করো (বৃশ্চ), আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনা সংগ্রহশালী শত্রদের ছেদন করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের ছেদন করো, আমার প্রতি বিদ্বেষকারী শত্রুদের ছেদন করো ॥ ৭ ॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে চূর্ণবিচূর্ণ করো (কৃন্ত), আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনা সংগ্রহকারী শত্রুদের চূর্ণবিচূর্ণ করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের চূর্ণবিচূর্ণ করো, আমার প্রতি বিদ্বেষকারী শত্রদের চূর্ণবিচূর্ণ করো ॥ ৮॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে পিষ্ট অর্থাৎ মর্দিত করো (পিংশ), আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনা সংগ্রহশালী শত্রুদের পিষ্ট করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের পিষ্ট করো, আমার প্রতি বিদ্বেষকারী শত্রুদের পিষ্ট করো ॥ ৯ ॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে বিদ্ধ করো বা প্রহার করো (বিধ্য), আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনা সংগ্রহকারী শত্রুদের প্রহার করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের প্রহার করো, আমার প্রতি বিদ্বেষকারী শত্রুদের প্রহার করো ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইমং বধ্নামি তে মণিং' ইতি সূক্তত্রয়ং 'ঐন্দ্রীং জয়বলবৃষ্টিপশুকামস্য পরচক্রাগমে চ' ইতি বিহিতায়াং ঐন্দ্রাখ্যায়াং মহাশান্তৌ দর্ভমণিবন্ধনে বিনিযুক্তং। সূত্রিতং হি নক্ষত্রকল্পে।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৪অ. ২সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি ও এর পরবর্তী দু'টি সূক্ত জয়-বল-বৃষ্টি-পশু কামনাকারী জনের দ্বারা ইন্দ্র সম্পর্কিত অর্থাৎ ঐন্দ্রাখ্য মহাশান্তি যাগে দর্ভমণি অর্থাৎ কুশের দ্বারা নির্মিত আভিচারিক মণি বন্ধনে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। নক্ষত্রকল্পে (১৭,১৯) এর বিধান সূত্রিত আছে ॥ (১৯কা. ৪অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : দর্ভমণিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : দর্ভমণি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

নিক্ষ দর্ভ সপত্নান্ মে নিক্ষ মে পৃতনায়তঃ।
নিক্ষ মে সর্বান্ দুর্হার্দো নিক্ষ মে দ্বিষতো মণে ॥ ১॥
তৃনদ্ধি দর্ভ সপত্নান্ মে তৃনদ্ধি মে পৃতনায়তঃ।
তৃনদ্ধি মে সর্বান্ দুর্হার্দস্তৃনদ্ধি মে দ্বিষতো মণে॥ ২॥
রুনদ্ধি দর্ভ সপত্নান্ মে রুনদ্ধি মে পৃতনায়তঃ।
রুনদ্ধি মে সর্বান্ দুর্হার্দো রুনদ্ধি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৩॥
মৃণ দর্ভ সপত্নান্ মে মৃণ মে পৃতনায়তঃ।
মৃণ মে সর্বান্ দুর্হার্দো মৃণ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৪॥
মন্থ দর্ভ সপত্নান্ মে মন্থ মে পৃতনায়তঃ।
মন্থ মে সর্বান্ দুর্হার্দো মন্থ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৫॥
পিণ্ড্ঢি দর্ভ সপত্নান্ মে পিণ্ড্ঢি মে পৃতনায়তঃ।
পিণ্ড্ঢি মে সর্বান্ দুর্হার্দঃ পিণ্ড্ঢি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৬॥
ওষ দর্ভ সপত্নান্ মে ওষ মে পৃতনায়তঃ।
ওষ মে সর্বান্ দুর্হার্দ ওষ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৭॥
দহ দর্ভ সপত্নান্ মে দহ মে পৃতনায়তঃ।
দহ মে সর্বান্ দুর্হার্দো দহ মে দ্বিষতো মণে ॥ ৮॥
জহি দর্ভ সপত্নান্ মে জহি মে পৃতনায়তঃ।
জহি মে সর্বান্ দুর্হার্দো জহি মে দ্বিষতো মণে ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — হে দর্ভমণি (দর্ভ মণে)! আমার শত্রুবর্গকে চুম্বন করো (নিক্ষ) অর্থাৎ চুম্বনের দ্বারা তাদের অবয়ব নিঃসার করে দাও, আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনাসংগ্রহকারী শত্রুদের চুম্বন করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের চুম্বন করো, আমার বিদ্বেষী শত্রুদের চুম্বন করো ॥ ১॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে বিনাশ করো (তৃনদ্ধি), আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনাসংগ্রহকারী শত্রুদের বিনাশ করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের বিনাশ করো, আমার বিদ্বেষী শত্রুদের বিনাশ করো ॥ ২॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে নিরুদ্ধ করো (রুনদ্ধি) অর্থাৎ আবরণের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করো, আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনাসংগ্রহকারী শত্রুদের নিরুদ্ধ করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের নিরুদ্ধ করো, আমার বিদ্বেষী শত্রুদের নিরুদ্ধ করো ॥ ৩॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে হিংসা করো (মৃণ) অর্থাৎ হনন করো, আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনাসংগ্রহকারী শত্রুদের হিংসা করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের হিংসা করো, আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুদের হিংসা করো ॥ ৪॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে লোড়িত বা মথিত করো

(মন্থ) অর্থাৎ মন্থনের দ্বারা বিনাশ করো, আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনাসংগ্রহকারী শত্রুদের মথিত করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের মথিত করো, আমার বিদ্বেষী শত্রুদের মথিত করো ॥ ৫ ॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে পিণ্ডাকৃতিভূত বা চূর্ণীভূত করো (পিণ্ড্‌টি), আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনাসংগ্রহকারী শত্রুদের চূর্ণিত করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের চূর্ণিত করো, আমার বিদ্বেষী শত্রুদের চূর্ণিত করো ॥ ৬ ॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে দাহ করো (ওষ) অর্থাৎ ভস্মীকারিত করো, আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনাসংগ্রহকারী শত্রুদের দাহিত করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের দাহিত করো, আমার বিদ্বেষী শত্রুদের দাহিত করো ॥ ৭ ॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে দহন করো (দহ), আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনাসংগ্রহকারী শত্রুদের দহন করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের দহন করো, আমার বিদ্বেষী শত্রুদের দহন করো ॥ ৮ ॥ হে দর্ভমণি! আমার শত্রুবর্গকে প্রহার করো (জহি), আমার ক্ষতির অভিলাষে সেনাসংগ্রহকারী শত্রুদের প্রহার করো, সকল দুষ্ট হৃদয়শালী আমার শত্রুদের প্রহার করো, আমার বিদ্বেষী শত্রুদের প্রহার করো ॥ ৯ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...অস্য ঐন্দ্র্যাং মহাশান্তৌ দর্ভমণিবন্ধনে বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তঃ ॥ (১৯কা. ৪অ. ৩সূ.) ॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্বসূক্তের সাথেই বিনিযুক্ত হয় ॥ (১৯কা. ৪অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দর্ভমণিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : দর্ভমণি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

যং তে দর্ভ জরামৃত্যুঃ শতং মর্মসু বর্ম তে।
তেনেমং বর্মিণং কৃত্বা সপত্নান্ জহি বীর্যৈঃ ॥ ১ ॥
শতং তে দর্ভ মর্মাণি সহস্রং বীর্যাণি তে।
তমস্মৈ বিশ্বে ত্বাং দেবা জরসে ভর্তবা অদুঃ ॥ ২ ॥
ত্বামাহুর্দেববর্ম ত্বাং দর্ভ ব্রহ্মণস্পতিম্।
ত্বামিন্দ্রস্যাহুর্বর্ম ত্বং রাষ্ট্রাণি রক্ষসি ॥ ৩ ॥
সপত্নক্ষয়ণং দর্ভ দ্বিষতস্তপনং হৃদঃ।
মণিং ক্ষত্রস্য বর্ধনং তনূপানং কৃণোমি তে ॥ ৪ ॥
যৎ সমুদ্রো অভ্যক্রন্দৎ পর্জন্যো বিদ্যুতা সহ।
ততো হিরণ্যয়ো বিন্দুস্ততো দর্ভো অজায়ত ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে দর্ভ (অর্থাৎ দর্ভমণি)! তোমার পর্বে পর্বে অর্থাৎ গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে অপরিমিত (যৎ তে মর্মসু শতং) জরা ও মৃত্যু পরিহারক কবচ বিদ্যমান (বর্ম), সেই বর্মের দ্বারা (তেন) তোমার ধারক অর্থাৎ রক্ষা-জয় ইত্যাদি কামনাকারী পুরুষকে (অর্থাৎ এই রাজাকে)

আযুক্তবর্মিত করে অর্থাৎ বর্মরূপ রক্ষাযুক্ত করে (বর্মিণং কৃত্বা) বীর্যের মাধ্যমে অর্থাৎ পরকৃত উপদ্রব পরিহার ও শত্রুবিজয়-করণ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত সামর্থ্যে মণ্ডিত করে শত্রুগণকে বিনাশ করো (সপত্নান্ জহি) ॥ ১ ॥ হে মণিরূপ দর্ভ! তোমার অপরিমিত পর্বে পর্বে (শতং মর্মাণি) পরকৃতপীড়া পরিহারের নিমিত্ত সহস্রসংখ্যক সামর্থ্য (বীর্যাণি) বিদ্যমান। সেই মর্মশতাচ্ছাদনসাধন বীর্য এই রাজার জরাপরিহার ও পোষণের প্রয়োজনে (জরসে ভর্তবৈ) সকল দেবগণ তোমাকে প্রদান করেছেন (অদুঃ)। অতএব এই রাজার জরা পরিহার করাও এবং এঁকে পোষণ করো ॥ ২ ॥ হে দর্ভমণি! তুমি দেবগণের বর্ম অর্থাৎ রক্ষণার্থ কবচ বলে কথিত (ত্বাং দেববর্ম আহুঃ)। বেদ-বিদিতগণের রক্ষাকারিত্বের নিমিত্ত তুমি ব্রহ্মণস্পতি অর্থাৎ বেদের পালক নামে কথিত। অধিকন্তু, তুমি দেবাধিপতি ইন্দ্রেরও বর্ম অর্থাৎ কবচ বলে কথিত। (ত্বাং ইন্দ্রস্য বর্ম আহুঃ)। (বক্তব্য এই যে, দেবগণ, বৃহস্পতি ও ইন্দ্রদেব আপন আপন রক্ষার্থে তোমাকে ধারণ করে থাকেন)। এই হেন তুমি, রাষ্ট্রের ধারয়িতা রাজার রাজ্য রক্ষা বা পালন করো (ত্বং রাষ্ট্রাণি রক্ষসি) ॥ ৩ ॥ হে দর্ভমণি! তোমাকে শত্রুক্ষয়কারী (সপত্নক্ষয়ণম্), দেষ্টাগণের হৃদয়-সন্তাপকারী (দ্বিষতঃ তপনম্ হৃদঃ), ক্ষত্রবলের বর্ধনকারী (ক্ষত্রস্য বর্ধনম্) এবং শরীরের রক্ষাকারী (তনূপানং)—এমন মহানুভাব মণি করছি (মণিং কৃণোমি)। অথবা—হে রক্ষাকামী পুরুষ বা রাজন্! শত্রুক্ষয় ইত্যাদি সামর্থ্যোপেত এই দর্ভমণিকে তোমার বলবর্ধন ও শরীর রক্ষণের নিমিত্ত সংযোজিত করছি ॥ ৪ ॥ যে স্থানে জল উদ্‌দ্রবিত হয় সেই হেন স্থানে (যৎ সমুদ্রঃ) বিদ্যুতের সাথে গর্জনকারী মেঘ হতে (বিদ্যুতা সহ অভিক্রন্দৎ পর্জন্যঃ) যে হিরণ্ময় বিন্দু উদ্‌ভূত হয়েছিল, সেই উৎপাদিত হিরণ্যবিন্দু হতেই (ততঃ হিরণ্যয়ঃ বিন্দু) দর্ভ প্রাদুর্ভূত হয়েছে (দর্ভঃ অজায়ত)। (এই দর্ভোৎপত্তি বর্ণনার দ্বারা দর্ভময় মণির অতিশয়িত বীর্যত্ব উক্ত হয়েছে) ॥ ৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তস্য ঐন্দ্রাখ্যায়াং মহাশান্তৌ দর্ভমণিবন্ধনে বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তঃ॥ (১৯কা. ৪অ. ৪সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ববর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। কোন কোন পুঁথিতে এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটির 'মর্মসু' পদটির স্থলে 'বর্মসু' এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটির 'মর্মাণি' স্থলে 'বর্মাণি' পাঠান্তর পাওয়া যায় ॥ (১৯কা. ৪অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : ঔদুম্বরমণিঃ

[ঋষি : সবিতা (পুষ্টিকামী)। দেবতা : ঔদুম্বরমণি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, শক্করী।]

ঔদুম্বরেণ মণিনা পুষ্টিকামায় বেধসা।
পশুনাং সর্বেষাং স্ফাতিং গোষ্ঠে মে সবিতা করৎ ॥ ১ ॥
যো নো অগ্নির্গার্হপত্যঃ পশূনামধিপা অসৎ।
ঔদুম্বরো বৃষা মণিঃ সং মা সৃজতু পুষ্ট্যা ॥ ২ ॥

করীষিণীং ফলবতীং স্বধামিরাং চ নো গৃহে।
ঔদুম্বরস্য তেজসা ধাতা পুষ্টিং দধাতু মে ॥ ৩॥
যদ্ দ্বিপাচ্চ চতুষ্পাচ্চ যান্যন্নানি যে রসাঃ।
গৃহ্নেঽহং ত্বেষাং ভূমানং বিভ্রদৌদুম্বরং মণিম্ ॥ ৪॥
পুষ্টিং পশূনাং পরি জগ্রভাহং চতুষ্পদাং দ্বিপদাং যচ্চ ধান্যম্।
পয়ঃ পশূনাং রসমোষধীনাং বৃহস্পতিঃ সবিতা মে নি যচ্ছাৎ ॥ ৫॥
অহং পশূনামধিপা অসানি ময়ি পুষ্টং পুষ্টপতির্দধাতু।
মহ্যমৌদুম্বরো মণির্দ্রবিণানি নি যচ্ছতু ॥ ৬॥
উপ মৌদুম্বরো মণিঃ প্রজয়া চ ধনেন চ।
ইন্দ্রেণ জিন্বিতো মণিরা মাগন্ৎসহ বর্চসা ॥ ৭॥
দেবো মণিঃ সপত্নহা ধনসা ধনসাতয়ে।
পশোরন্নস্য ভূমানং গবাং স্ফাতিং নি যচ্ছতু ॥ ৮॥
যথাগ্রে ত্বং বনস্পতে পুষ্ট্যা সহ জজ্ঞিষে।
এবা ধনস্য মে স্ফাতিমা দধাতু সরস্বতী ॥ ৯॥
আ মে ধনং সরস্বতী পয়স্ফাতিং চ ধান্যম্।
সিনীবাল্যুপা বহাদয়ং চৌদুম্বরো মণিঃ ॥ ১০॥
ত্বং মণীনামধিপা বৃষাসি ত্বয়ি পুষ্টং পুষ্টপতির্জজান।
ত্বয়ীমে বাজা দ্রবিণানি সর্বৌদুম্বরঃ স ত্বমস্মৎ
সহস্বারাদরাতিমমতিং ক্ষুধং চ ॥ ১১॥
গ্রামণীরসি গ্রামণীরুত্থায়াভিষিক্তোঽভি মা সিঞ্চ বর্চসা।
তেজোঽসি তেজো ময়ি ধারয়াধি রয়িরসি রয়িং মে ধেহি ॥ ১২॥
পুষ্টিরসি পুষ্ট্যা মা সমঙ্গ্ধি গৃহমেধী গৃহপতিং মা কৃণু।
ঔদুম্বরঃ স ত্বমস্মাসু ধেহি রয়িং চ নঃ সর্ববীরং নি যচ্ছ
রায়স্পোষায় প্রতি মুঞ্চে অহং ত্বাম্ ॥ ১৩॥
অয়মৌদুম্বরো মণির্বীরো বীরায় বধ্যতে।
স নঃ সনিং মধুমতীং কৃণোতু রয়িং চ নঃ সর্ববীরং নি যচ্ছাৎ ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ — পুষ্টিকামী অর্থাৎ পশু-পুত্র-ধন-শরীর ইত্যাদি বিষয়ের পুষ্টি কাময়মান জনের নিমিত্ত বিধাতা (বেধসা) উদুম্বরের দ্বারা (ঔদুম্বরেণ) নির্মিত মণি (যজ্ঞডুমুরের মণি) প্রয়োগ করেছিলেন। অথবা—পুষ্টি ইত্যাদির বিধাতা বা কর্তা (বেধসা) ঔদুম্বর মণির দ্বারা তুমি হেন পুষ্টিকামী জনকে রক্ষা করছি। সবিতা অর্থাৎ সকলের প্রেরক দেবতা গোভূমিতে (গোষ্ঠে) আমার (মে) সকল পশুবর্গের বর্ধন সাধন করুন (স্ফাতিং করৎ)। (সকল পশু অর্থে গো-মহিষ-অশ্ব-অজ-গজ ইত্যাদি চতুষ্পদ প্রাণী অথবা দ্বিপদ ও চতুষ্পদ উভয়বিধ প্রাণীকেই বোঝাচ্ছে। এখানে শ্রুতি অনুসারে সকলের প্রেরক সবিতা দেবতার নিকট ব্যাঘ্র, তস্কর ইত্যাদি কর্তৃক বিনাশ পরিহার পূর্বক

গো সহ সকল পশুর বৃদ্ধি প্রার্থনা করা হয়েছে) ॥ ১॥ যজমানের দ্বারা সংযুক্ত গার্হপত্য নামক যে অগ্নি বিদ্যমান (যঃ অগ্নিঃ গার্হপত্যঃ), তিনি আমাদের গো-অশ্ব ইত্যাদি পশুগণের রক্ষক বা পালনকর্তা হোন (পশূনাম্ অধিপাঃ অসৎ)। (অর্থাৎ চোর ইত্যাদির ভয় হতে রক্ষা করুন)। অভিমত-ফলবর্ষক (বৃষা) উদুম্বর-বিকার মণি (ঔদুম্বরঃ মণিঃ) পোষণের দ্বারা সর্বতঃ শরীরের অভিবৃদ্ধি সৃজন করুন (পুষ্ট্যা আ সং)। (অর্থাৎ পশুগণের পুষ্টি সাধন করুন) ॥ ২॥ প্রভূত গোময়যুক্ত (করীষিণীং) (অর্থাৎ গো-গণের সমৃদ্ধি হোক, এই বক্তব্য), প্রকৃষ্ট (ফলবতীং) ব্রীহি যব ইত্যাদি লক্ষণ সমন্বিত অন্ন (স্বধাং) ও ভূমি বা গো (ইরাং) আমাদের গৃহে (নঃ গৃহে) বিদ্যমান হোক। উদুম্বর মণির তেজের দ্বারা বা সামর্থের দ্বারা (তেজসা) ধাতা নামধেয় সকলের ধারণকর্তা দেবতা আমার শরীর ইত্যাদিতে পুষ্টি স্থাপন করুন (মে পুষ্টিম্ দধাতু) ॥ ৩॥ ঔদুম্বর মণি ধারণকারী আমি (বিভ্রৎ) দুইপদবিশিষ্ট মনুষ্য ইত্যাদি, চারিপদবিশিষ্ট গো ইত্যাদি পশু, তিল-মাষ-ব্রীহি-যব-প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদি অন্ন ও দধি-ক্ষীর-মধু-গুড় ইত্যাদিরূপ রস বহুভাবে (ভূমানম্) ভোগ করবো (গৃহ্ণে) ॥ ৪॥ আমি (অহং) দ্বিপদা মনুষ্য ইত্যাদির ও চতুষ্পদা গো-মহিষ ইত্যাদি পশুসমূহের এবং ব্রীহি-যব-ইত্যাদিরূপ ধান্যের পোষণ (পুষ্টিং) পরিগ্রহ করবো (পরিজগ্রভ)। অধিকন্তু, সকলের অনুজ্ঞাতা (সবিতা) বৃহস্পতিদেব পশুগণের রস অর্থাৎ গো-মহিষ ইত্যাদির দুগ্ধ এবং ব্রীহি-যব ইত্যাদির সারভূত অংশ (ওষধীনাম্) উদুম্বরের তেজের দ্বারা আমাকে (মে) প্রদান করুন (নি যচ্ছাৎ) ॥ ৫॥ আমি হেন পুষ্টিকামী জন (অহং) পুত্র-ভৃত্য ইত্যাদি দ্বিপদ মনুষ্যগণের ও গো-অশ্ব ইত্যাদি চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের পালক হবো (পশুনাম্ অধিপাঃ অসানি)। সেই নিমিত্ত পুষ্টিকামী আমাকে (ময়ি) পশু ইত্যাদির পোষণের স্বামী (পুষ্টপতিঃ) পুষ্টি অর্থাৎ পশুসমূহের সমৃদ্ধি অর্থাৎ উদুম্বর মণি প্রদান করুন (পুষ্টং দধাতু)। উদুম্বরের বিকার সম্ভূত এই মণি আমাকে (মহ্যং) হিরণ্যরাশি প্রদান করুক (নি যচ্ছতু) ॥ ৬॥ এই উদুম্বর-বিকৃত মণি পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি রূপ প্রজা ও হিরণ্য ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গো-ইত্যাদিরূপ ধনের সাথে আমার নিকট আগমন করুক (মাং উপ)। ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত (ইন্দ্রেণ জিন্বিতঃ) এই মণি আমাদের অভিলষিত তেজের সাথে (বর্চসা সহ) আমাদের প্রাপ্ত হোক (আ মা অগন্) ॥ ৭॥ পুষ্টির নিমিত্ত দেবগণ কর্তৃক নির্মিত বা দ্যোতমান এই উদুম্বর-বিকার মণি (দেবঃ মণিঃ) শত্রুগণের হন্তা (সপত্নহা) ও আমাদের অভিলাষ পূরণকারী অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছিত সামগ্রীর দাতা (ধনসাঃ)। এই হেন মণি আমাদের ধনরাশি লাভের নিমিত্তভূত হোক (ধনসাতয়ে)। অধিকন্তু, (এই মণি) পশু ও অন্নের প্রভূত সমৃদ্ধি প্রদান করুক (পশোঃ অন্নস্য চ ভূমানং নি যচ্ছতু) তথা গো-বর্গের অভিবৃদ্ধি প্রদান করুক (গবাং স্ফাতিং নি যচ্ছতু) ॥ ৮॥ হে বনের পালক (বনস্পতি অর্থাৎ উদুম্বরমণি)! তুমি ওষধিরূপ বনস্পতির সৃষ্টির সময়ে (ত্বং যথা অগ্রে) পুষ্টির সাথে উৎপন্ন হয়েছো (পুষ্ট্যা সহ জজ্ঞিষে)। তোমার সাধনের দ্বারা বাক্-দেবী (সরস্বতী) এইরূপে আমার ধনের অভিবৃদ্ধি করুন (এবা...দধাতু) ॥ ৯॥ দেবী সরস্বতী আমাকে হিরণ্য ইত্যাদি লক্ষণ সমন্বিত ধন ও গোদুগ্ধের অভিবৃদ্ধি বা প্রাচুর্য (অর্থাৎ গো-সমৃদ্ধি) প্রাপ্ত করান (আ মে ধনম্ পয়ঃস্ফাতিম্ চ)। সিনীবালী (চতুর্দশীযুক্তা বা প্রতিপদ্‌যুক্তা অমাবস্যা, যাতে চন্দ্রকলা দৃষ্ট হয়ে থাকে—সেই শুক্লবর্ণা চন্দ্রকলার অভিমানী দেবতা) ও ঔদুম্বর মণি ব্রীহি-যব ইত্যাদি ওষধীসমূহের ফলরাশি (ধান্যম্) আমার সমীপে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করুন (উপা বহাৎ)। অথবা—বাক্-দেবী (সরস্বতী) হিরণ্য-রজত-মণি-মুক্তা ইত্যাদি ধন আমার হস্তের দ্বারা ধারণযোগ্য

করুন এবং সিনীবালী ও উদুম্বর মণি গো-দুগ্ধের অভিবৃদ্ধি ও ব্রীহি-যব ইত্যাদি ধনের সমৃদ্ধি আমার সমীপদেশে প্রেরণ করুন ॥ ১০ ॥ হে উদুম্বর মণি (ঔদুম্বরঃ)! গো-অশ্ব ইত্যাদি সহ সকল পদার্থের পোষণকর্তা (প্রজাপতি) তোমাকে উৎপাদিত করেছেন (পুষ্টপতিঃ জজান); সেই হেতু তুমি দর্ভ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত সকল মণি সমূহের অধিপতি ও সকলের অভিমত ফলবর্ষণকারী হয়েছো (মণীনাম্ অধিপাঃ বৃষা অসি)। তুমি সকল সমৃদ্ধির আস্পদভূত; সুতরাং তোমার দ্বারা আমার বহুবিধ অন্ন ও মণি- মুক্তা-প্রবাল ইত্যাদি লক্ষণান্বিত ধন লব্ধ হোক (ত্বয়ি ইমে বাজাঃ দ্রবিণানি সর্বা)। হে ঔদুম্বর! সেই হেন (স) অন্ন-ধন ইত্যাদির সাধক তুমি (ত্বং) আমাদের নিকট হতে (অস্মৎ) অলাভ (অরাতিং) অর্থাৎ ক্ষতি, দারিদ্র্য (অমতিং) বা বুদ্ধিভ্রংশ ও খাদ্যাভাব (ক্ষুধং) অত্যন্ত দূরে অপগমিত করো (আরাৎ সহস্ব) ॥ ১১ ॥ হে ঔদুম্বর! তুমি গ্রামের স্বামীস্বরূপ (গ্রামনীঃ অসি); গ্রামণী যেমন গ্রামের মধ্যে প্রধানভূত, তেমনই তুমি সকল মণির মধ্যে প্রধানভূত; অতএব আমাদের মধ্যেও প্রধান হও; অথবা আমাদেরও শ্রেষ্ঠ করে দাও (গ্রামনীঃ উত্থায় অভিষিক্তঃ); অর্থাৎ আমাদের পক্ষেও অভিমত ফলপ্রাপণকারী হও। তুমি তেজের দ্বারা আচ্ছন্ন (ত্বং বর্চসা অভিষিক্ত অসি), আমাদেরও তেজের দ্বারা অভিষিক্ত করো (মা বর্চসা অভি সিঞ্চ)। হে মণি! তুমি সাক্ষাৎ তেজোরূপ (তেজঃ অসি) অতএব আমার মধ্যে তেজঃ ধারণ করো (ময়ি তেজঃ ধারয়); তুমি ধনপ্রাপ্ত হয়েছো (অধি রয়িঃ অসি), আমাতেও ধন স্থাপন করো অর্থাৎ আমাকেও ধন প্রদান করো (রয়িং মে ধেহি) ॥ ১২ ॥ হে মণি! তুমি সাক্ষাৎ পুষ্টিস্বরূপ (পুষ্টিঃ অসি); অতএব পুষ্টির দ্বারা আমাকে সম্যক্ অক্ত করো (সম্ অঙ্গ্ধি) অর্থাৎ সমৃদ্ধ করো। তথা তুমি গৃহমেধী অর্থাৎ গৃহস্থ; অতএব আমাকে গৃহপতি করো অর্থাৎ ধন-স্বর্ণ ইত্যাদি সমৃদ্ধ গৃহের অধিকারী করো বা সোমযাগ ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠাতা করো (কৃণু)। হে ঔদুম্বর মণি! তুমি সেই হেন উক্তবিধ নানা ধর্মোপেতত্বে বিদ্যমান (স), অতএব সেই গ্রামণীত্ব বর্চস্বিত্ব-তেজোরূপত্ব-অধিরয়িত্ব ইত্যাদি সকলই আমাদের মধ্যে স্থাপন করো (অস্মাসু ধেহি)। অধিকন্তু, আমাদের (নঃ) পুত্র-ভৃত্য ইত্যাদি যার দ্বারা আমরা তুষ্ট হই, সেই ধন প্রদান করো (রয়িং চ সর্ববীরং নি যচ্ছ)। হে মণি! আমি ধন ইত্যাদির পুষ্টি কামনায় (রায়স্পোষায়) তোমাকে বন্ধন করছি, অর্থাৎ ধারণ করছি (অহং ত্বাম্ প্রতি মুঞ্চে) ॥ ১৩ ॥ (উপযুক্ত মন্ত্রের শেষাংশ ফলান্তর সম্বন্ধে পরোক্ষে পুনরায় অভিধীত হয়েছে)— (আমি ধন ইত্যাদির পুষ্টি কামনায় ঔদুম্বর মণি ধারণ করেছি)। এই মণি (অয়ম্ ঔদুম্বরঃ মণিঃ) যেখানে বিবিধ শত্রু (বীরঃ) আছে, সেখানেই সেই শত্রুবর্গকে (বীরায়) বধ করে থাকে। তাদৃশ মণি (স) আমাদের প্রভূত মধুবৎ ধন ইত্যাদি লব্ধ করিয়ে দিক (নঃ মধুমতীং সনিং কৃণোতু) এবং আমাদের সকল পুত্র ইত্যাদি প্রদান করুন (নঃ সর্ববীরং নি যচ্ছাৎ)। অথবা—পুত্র ইত্যাদির সাথে ধন প্রদান করুন, অর্থাৎ পুত্র ইত্যাদি ও ধন প্রদান করুন ॥ ১৪ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...অস্য 'কৌবেরিং ধনকামস্য ধনক্ষয়ে চ' ইতি বিহিতায়াং কৌবের্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ ঔদুম্বরমণিবন্ধনে বিনিয়োগঃ। উক্তং নক্ষত্রকল্পে।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৪অ. ৫সূ.) ॥

টীকা — নক্ষত্র কল্পের (১৭,১৯) সূত্রানুসারে উপর্যুক্ত সূক্তটি ধনকামনায় ও ধনক্ষয়ে কাবেরী নামে আখ্যাত মহাশান্তি যাগে ঔদুম্বর মণিবন্ধনে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এই ঔদুম্বর মণির দ্বারা পুষ্টিকামনাতেও কাবেরী নামক মহাশান্তি যাগে ঔদুম্বরমণিবন্ধন হয়ে থাকে॥ (১৯কা. ৪অ. ৫সূ.) ॥

ষষ্ঠ সূক্ত : দর্ভঃ

[ঋষি : ভৃগু (আয়ুষ্কামঃ)। দেবতা : দর্ভ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী. ত্রিষ্টুপ্, জগতী।]

শতকাণ্ডো দুশ্চ্যবনঃ সহস্রপর্ণ উত্তিরঃ।
দর্ভো য উগ্র ওষধিস্তং তে বধ্নাম্যায়ুষে ॥ ১॥
নাস্য কেশান্ প্র বপন্তি নোরসি তাড়মা ঘ্নতে।
যস্মা অচ্ছিন্নপর্ণেন দর্ভেণ শর্ম যচ্ছতি ॥ ২॥
দিবি তে তূলমোষধে পৃথিব্যামসি নিষ্ঠিতঃ।
ত্বয়া সহস্রকাণ্ডেনায়ুঃ প্র বর্ধয়ামহে ॥ ৩॥
তিস্রো দিবো অত্যতৃণৎ তিস্র ইমাঃ পৃথিবীরুত।
ত্বয়াহং দুর্হার্দো জিহ্বাং নি তৃণদ্মি বচাংসি ॥ ৪॥
ত্বমসি সহমানোঽহমস্মি সহস্বান্।
উভৌ সহস্বন্তৌ ভূত্বা সপত্নান্ সহিষীমহি ॥ ৫॥
সহস্ব নো অভিমাতিং সহস্ব পৃতনায়তঃ।
সহস্ব সর্বান্ দুর্হার্দঃ সুহার্দো মে বহূন্ কৃধি ॥ ৬॥
দর্ভেন দেবজাতেন দিবি ষ্টম্ভেন শশ্বদিৎ।
তেনাহং শশ্বতো জনাঁ অসনং সনবানি চ ॥ ৭॥
প্রিয়ং মা দর্ভ কৃণু ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ।
যস্মৈ চ কাময়ামহে সর্বস্মৈ চ বিপশ্যতে ॥ ৮॥
যো জায়মানঃ পৃথিবীমদৃংহৎ যো অস্তভ্নাদন্তরিক্ষং দিবং চ।
যং বিভ্রতং ননু পাপ্মা বিবেদ স নোঽয়ং দর্ভো বরুণো দিবা কঃ ॥ ৯॥
সপত্নহা শতকাণ্ডঃ সহস্বানোষধীনাং প্রথমঃ সং বভূব।
স নোঽয়ং দর্ভঃ পরি পাতু বিশ্বতস্তেন সাক্ষীয় পৃতনাঃ পৃতন্যতঃ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — (এখানে মৃত্যুভয় পরিহারের উদ্দেশ্যে দর্ভের মণিসাধনভূত স্বরূপ সম্পাদন পূর্বক বন্ধন কথিত হয়েছে)—অনেক পর্বযুক্ত (শতকাণ্ডঃ), কারো দ্বারা ছেদিতব্য নয় (দুঃচ্যবনঃ), অনেক পত্রযুক্ত (সহস্রপর্ণঃ), সকল ওষধির মধ্যে উৎকৃষ্টতর অর্থাৎ অতিশয় বীর্যশালী (উত্তিরঃ), উদ্গূর্ণবল (উগ্রঃ) দর্ভ নামক যে ওষধিবিশেষ, সেই দর্ভের মণির দ্বারা, হে মৃত্যুভয়ার্দিত পুরুষ! তোমাকে বন্ধন করছি। (কি জন্য?—না) শতসম্বৎসরলক্ষণ আয়ুর নিমিত্ত (আয়ুষে) ॥ ১॥ মৃত্যুদূতবর্গ বা রাক্ষস-পিশাচ ইত্যাদি এর কেশ আকর্ষণ করতে পারে না (ন অস্য কেশান্ প্র বপন্তি) এবং বক্ষে আঘাত করতে পারে না (ন উরসি তাড়ম্ আ ঘ্নতে)। প্রয়োগকারী জন সেই মৃত্যুভয়ার্দিত পুরুষকে (যস্মা) অচ্ছিন্নপর্ণ দর্ভের দ্বারা নির্মিত মণি বন্ধন পূর্বক সুখ প্রদান করেছেন (শর্ম যচ্ছতি) ॥ ২॥ হে শতকাণ্ডাখ্য ওষধি! তোমার অগ্রভাগ দ্যুলোকে (তে তুলং দিবি) অর্থাৎ দ্যুলোক পর্যন্ত ঊর্ধ্বে

তোমার অভিবৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ দ্যাবাপৃথিবীব্যাপী অনেক কাণ্ডোপেত (সহস্রকাণ্ডেন) তোমার দ্বারা এই মৃত্যুভয়ার্দিতের (অস্য) আয়ু প্রকর্ষের সাথে অভিবর্ধন করছি (প্র বর্ধয়ামহে) ॥ ৩॥ হে শতকাণ্ডাখ্য ঔষধি! তুমি তোমার ভোগস্থান ত্রিবৃৎ দ্যুলোক এবং এই পরিদৃশ্যমান (ইমাঃ) ত্রিগুণাত্মক পৃথিবী অতিক্রম পূর্বক অবস্থান করে আছো, অর্থাৎ বেষ্টিতবান্ হয়ে আছো (অতি অতৃণৎ)। এমন মহানুভাব তোমার দ্বারা আমি (ত্বয়া অহং) দুষ্টহৃদয়শালী শত্রুর জিহ্বা (দুঃহার্দঃ জিহ্বাম্) বেষ্টন করছি (নি তৃণদ্মি) এবং তাদের বচন (বচাংসি) রুদ্ধ করছি ॥ ৪॥ হে শতকাণ্ডাখ্য ঔষধি! তুমি শত্রুগণের আক্রমণ সহনশীল (সহমানঃ অসি), অর্থাৎ তাদের পরাভবক্ষম; আমিও কৃতসহন অর্থাৎ শত্রুহিংসাসাধনের বলধারী (অস্মি সহস্বান্)। আমরা উভয়ে সহনধর্মী হয়ে (উভৌ সহস্বন্তৌ ভূত্বা) অর্থাৎ সমান বলশালী হয়ে, শত্রুবর্গকে অভিভূত করবো (সপত্নান্ সহিষীমহি) ॥ ৫॥ হে শতকাণ্ডাখ্য ঔষধি! আমাদের অভিহিংসক (অভিমাতিম্) অর্থাৎ শত্রু বা পাপকে পরাভূত করো (সহস্ব)। তথা আমার সাথে যুদ্ধের উদ্দেশে যারা সেনা সংগ্রহে অভিলাষী (পৃতনায়তঃ), তাদের অভিভব করো (সহস্ব)। সকল দুষ্ট-হৃদয়শালী শত্রুদের (দুঃহার্দঃ) পরাভূত করে আমার প্রতি বহুভাবে শুভ হৃদয়সম্পন্ন করো (সুহার্দঃ কৃধি), অর্থাৎ সকলকে আমার অনুরক্ত করো ॥ ৬॥ দেবতাবর্গের নিকট হতে উৎপন্ন (দেবজাতেন), দ্যুলোকের অধঃপতন রোধকারী অর্থাৎ স্তম্ভস্বরূপ (স্টম্ভেন) বা দ্যুলোকের স্তম্ভনকারী দর্ভের দ্বারা সর্বদা (শশ্বাদৎ) আমি জনগণকে দীর্ঘজীবী করবো (শশ্বতঃ জনান্) ও তাদের অলভ্য সামগ্রী সুলভ্য করবো (অসনং সনবানি চ) ॥ ৭॥ হে দর্ভ (অর্থাৎ দর্ভমণি)! তোমাকে ধারণকারী আমায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রিয় করো (প্রিয়ং কৃণু), অর্থাৎ আমি যাতে তাঁদের প্রিয় হই তেমন করো। তথা শূদ্র ও আর্য অর্থাৎ মানী পুরুষগণকে (শূদ্রায় আর্যায় চ) আমার প্রিয় করো। অধিকন্তু, আমি অনুলোম ও প্রতিলোম জাতীয়ের মধ্যে যাকে যাকে (যস্মৈ) প্রিয়ভাবে কামনা করবো, সেই সকল পাপাকাঙ্ক্ষিত (বিপশ্যতে) পুরুষবর্গকে আমার প্রিয়ভূত করো ॥ ৮॥ যে শতকাণ্ডাখ্য দর্ভ প্রাদুর্ভাব মাত্রই (যো জায়মানঃ) পৃথিবীর সবকিছুকে দৃঢ় করেছে (অদৃংহৎ), অর্থাৎ যাতে জলে সবকিছু বিলীন না হয়, সেই নিমিত্ত আপন মূলের দ্বারা ভূ-ভাগকে দৃঢ় করেছে)। যে প্রাদুর্ভূত হওয়া মাত্রই আপন কাণ্ডের দ্বারা অন্তরীক্ষলোক ও দ্যোতমান দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছে; অর্থাৎ যাতে নিপতিত না হয়, তেমন স্তম্ভস্বরূপ হয়েছে। এই হেন শতকাণ্ডোপেত দর্ভমণি-ধারণকারী (বিভ্রতং) পাপ কি তা জানেন না (পাপ্মা ননু বিবেদ), অর্থাৎ তাঁকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। সেই হেন এই অন্ধকার-নিবারক দর্ভ (বরুণঃ দর্ভঃ) আমাদের প্রকাশ করুক (নঃ দিবা অকঃ) ॥ ৯॥ শত্রুঘাতক (সপত্নহা), শতকাণ্ডোপেত বলবান্ বা মহানুভাব (সহস্বান্) দর্ভ ওষধীসমূহের মধ্যে মুখ্যরূপে সম্ভূত হয়েছে (সং বভূব)। এই হেন দর্ভ (অয়ং) আমাদের সকল দিকের ভয় হতে পরিত্রাণ করুক (পরি পাতু)। এই দর্ভমণির দ্বারা (তেন) আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সেনা সংগ্রহে অভিলাষী শত্রুদের (পৃতন্যতঃ পৃতনা) পরাভব করবো (সাক্ষীয়) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তস্য 'যাম্যাং যমভয়ে' (ন.ক.১৭) ইতি বিহিতায়াং যাম্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ দর্ভমণিবন্ধনং কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি নক্ষত্রকল্পে।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৪অ ৬সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি যাম্যা নামক মহাশান্তি যাগে যমভয়ে ভীত অর্থাৎ মৃত্যুভয়ার্দিত পুরুষের দর্ভমণিবন্ধনে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। নক্ষত্রকল্পে (১৭) এটি সূত্রিত আছে। নক্ষত্রকল্পের (১৯) সূত্রানুসারে 'নেচ্ছত্রু' (২কা. ২৭মন্ত্র) ইত্যাদি মন্ত্র যেমন অপরাজিতা নামক মহাশান্তি যাগে পাঠামূল মণির বন্ধনে বিনিযুক্ত হয়, উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগও একই প্রকার ॥ (১৯কা. ৪অ. ৬সূ.) ॥

সপ্তম সূক্ত : দর্ভঃ

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : দর্ভ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি।]

সহস্রার্ঘঃ শতকাণ্ডঃ পয়স্বানপামগ্নির্বীরুধাং রাজসূয়ম্।
স নোঽয়ং দর্ভঃ পরি পাতু বিশ্বতো দেবো
মণিরায়ুষা সং সৃজাতি নঃ ॥ ১॥
ঘৃতাদুল্লুপ্তো মধুমান্ পয়স্বান্ ভূমিদৃংহোঽচ্যুতশ্চ্যাবয়িষ্ণুঃ।
নুদন্ৎসপত্নানধরাংশ্চ কৃণ্বন্ দর্ভা রোহ মহতামিন্দ্রিয়েণ ॥ ২॥
ত্বং ভূমিমত্যেষ্যোজসা ত্বং বেদ্যাং সীদসি চারুরধ্বরে।
ত্বাং পবিত্রমৃষয়োঽভরন্ত ত্বং পুনীহি দুরিতান্যস্মৎ ॥ ৩॥
তীক্ষ্ণো রাজা বিষাসহী রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিঃ।
ওজো দেবানাং বলমুগ্রমেতৎ তং তে বধ্নামি জরসে স্বস্তয়ে ॥ ৪॥
দর্ভেণ ত্বং কৃণবদ্ বীর্যাণি দর্ভং বিভ্রদাত্মনা মা ব্যথিষ্ঠাঃ।
অতিষ্ঠায়া বর্চসাধান্যান্ৎসূর্য ইবা ভাহি প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — বহুমূল্য (সহস্রার্ঘঃ), বহুকাণ্ডোপেত (শতকাণ্ডঃ) বলবান্, (পয়স্বান—সহস্বান), জলের অগ্নিস্থানীয় (অপাং অগ্নিঃ) অর্থাৎ জলের স্রষ্টা বা জলের শোষক, লতা ইত্যাদির মধ্যে রাজসূয় সম (বীরুধাং রাজসূয়ম্) অর্থাৎ সকল যজ্ঞের মধ্যে রাজসূয়ের শ্রেষ্ঠত্বের সমতুল্য সকল ওষধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই হেন দর্ভ (স অয়ং দর্ভঃ) আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুক (নঃ বিশ্বতঃ পরি পাতু)। সেই দেবসৃষ্ট মণি (দেবঃ মণিঃ) আমাদের আয়ুর সাথে সংসর্গ বিশিষ্ট করুক (নঃ আয়ুষা সং সৃজাতি), অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন ॥ ১॥ হুতাবশিষ্ট আজ্যের দ্বারা অনুলিপ্ত (ঘৃতাৎ উৎলুপ্তঃ), মাধুর্যোপেত (মধুমান্), প্রভূত দুগ্ধশালী (পয়স্বান্), আপন মূলের দ্বারা ভূমির দৃঢ়কর্তা (ভূমিদৃংহঃ), চ্যুতি বা নাশরহিত (অচ্যুত), দৃঢ় শত্রুগণেরও ক্ষরণকারী (চ্যাবয়িষ্ণুঃ), হে দর্ভমণি! তুমি শত্রুবর্গকে সুদূরে প্রেরণ করে (নুদন্) ও তাদের নিকৃষ্টভাবে বলহীন করে (অধরান্) স্বয়ং মহত্ত্বোপেত অর্থাৎ অতিশয়িত বীর্যশালী (মহতাং) অন্য ওষধীর ইন্দ্রসৃষ্ট সামর্থ্যের সাথে (ইন্দ্রিয়েন) ভুজ ইত্যাদি প্রদেশে অধিষ্ঠিত হও (আ রোহ) ॥ ২॥ হে মণিভূত দর্ভ! তুমি বলের দ্বারা ভূমি অতিক্রম করেছো (ওজসা ভূমিম্ অতি এষি), তুমি হিংসারহিত যজ্ঞের বেদীতে (চারুঃ অধ্বরে বেদ্যাম্) হবিঃ আস্বাদনের নিমিত্ত উপবিষ্ট হয়েছো (সীদসি)। অধিকন্তু তুমি শুদ্ধিকারক (পবিত্রং ত্বাং)। অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টাগণ (ঋষয়ঃ) স্বপাবনার্থে অর্থাৎ নিজেদের শুদ্ধিকরণের নিমিত্ত তোমাকে আহরণ করেছেন (অভরন্ত)। এই হেন তুমি (ত্বম্) আমাদের নিকট হতে (অস্মৎ) সকল পাপ (দুরিতানি) শোধন করো (পুনীহি) ॥ ৩॥ অতি তীক্ষ্ণীকৃত শক্তিসম্পন্ন (তীক্ষ্ণঃ), সকল ওষধী বা মণির মধ্যে রাজস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ (রাজা), বিশেষভাবে সহনশীল অর্থাৎ শত্রুমর্ষক (বিষাসহি), রাক্ষসহন্তা (রক্ষোহা), বিশ্বদ্রষ্টা (বিশ্বচর্ষণিঃ), ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের ওজঃ অর্থাৎ তেজঃস্থানীয় (ওজঃ দেবানাম), পরের পক্ষে অসহনীয় বলস্বরূপ (উগ্রং বলং), এমন রক্ষাসাধন এই দর্ভাখ্য বস্তু অথবা

অথবা ইদানীং (এতৎ)। এই হেন মণি (তং), হে রক্ষাকামী পুরুষ (তে)! তোমাকে বন্ধন করছি। (কি জন্য?—না) জরাপরিহারার্থে ও ক্ষেমার্থে অর্থাৎ কল্যাণার্থে (জরসে স্বস্তয়ে) ॥ ৪ ॥ হে পুরুষ! তুমি দর্ভমণির সাধনের দ্বারা (দর্ভেণ) শত্রুজয় ইত্যাদি কর্ম করো (বীর্যাণি কৃণুবৎ)। অতঃপর এই বীর্যসাধন দর্ভ ধারণ পূর্বক তুমি নিশ্চলতার সাথে যুক্ত হয়ে (বিভ্রৎ আত্মনা) ব্যথানুভব করো না (মা ব্যথিষ্ঠাঃ)। অধিকন্তু, তুমি শারীরিক বলের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে (বর্চসা অন্যান্) সূর্যের ন্যায় চারি প্রকৃষ্ট দিক্ প্রকাশ করো (প্রদিশঃ চতস্র আ তাহি), অর্থাৎ সূর্য যেমন আপন তেজে বা আলোকে পূর্ব ইত্যাদি চারিটি দিকের লোকসমূহকে প্রকাশ করে, তুমিও তেমনই প্রকাশ করো ॥ ৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...অস্য যাম্যাং মহশান্তৌ দর্ভমণিবন্ধনে বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তঃ॥ (১৯কা. ৪অ. ৭সূ.) ॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্বসূক্তের সাথে একই রকমে যাম্যা নামক মহাশান্তি যাগে দর্ভমণিবন্ধনে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (১৯কা. ৪অ. ৭সূ.) ॥

◆ ◆

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : জঙ্গিড়মণিঃ

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : জঙ্গিড় বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

জঙ্গিড়োঽসি জঙ্গিড়ো রক্ষিতাসি জঙ্গিড়ঃ।
দ্বিপাচ্চতুষ্পাদস্মাকং সর্বরক্ষতু জঙ্গিড়ঃ ॥ ১ ॥
যা গৃৎস্যস্ত্রিপঞ্চাশীঃ শতং কৃত্যাকৃতশ্চ যে।
সর্বান্ বিনক্তু তেজসোঽরসাং জঙ্গিড়স্করৎ॥ ২ ॥
অরসং কৃত্রিমং নাদমরসাঃ সপ্ত বিস্রসঃ।
অপেতো জঙ্গিড়ামতিমিযুমস্তেব শাতয় ॥ ৩ ॥
কৃত্যাদূষণ এবায়মথো অরাতিদূষণঃ।
অথো সহস্বাঞ্জঙ্গিড়ঃ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৪ ॥
স জঙ্গিড়স্য মহিমা পরি ণঃ পাতু বিশ্বতঃ।
বিষ্কন্ধং যেন সাসহ সংস্কন্ধমোজ ওজসা ॥ ৫ ॥
ত্রিষ্ট্বা দেবা অজনয়ন্ নিষ্ঠিতং ভূম্যামধি।
তমু ত্বাঙ্গিরা ইতি ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্যা বিদুঃ ॥ ৬ ॥
ন ত্বা পূর্বা ওযধয়ো ন ত্বা তরন্তি যা নবাঃ।
বিবাধ উগ্রো জঙ্গিড়ঃ পরিপাণঃ সুমঙ্গলঃ ॥ ৭ ॥

অথোপদান ভগবো জঙ্গিড়ামিতবীর্য।
পুরা ত উগ্রা গ্রসত উপেন্দ্রো বীর্যং দদৌ ॥ ৮॥
উগ্র ইৎ তে বনস্পত ইন্দ্র ওজ্মানমা দধৌ।
অমীবাঃ সর্বাশ্চাতয়ং জহি রক্ষাংস্যোষধে ॥ ৯॥
আশরীকং বিশরীকং বলাসং পৃষ্ট্যাময়ম্।
তক্মানং বিশ্বশারদমরসাং জঙ্গিড়স্করৎ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — [জঙ্গিড় কোনও একটি ওষধি বিশেষের নাম এবং এটি উত্তর দেশে প্রসিদ্ধ]— হে জঙ্গিড় নামক ওষধি হতে নির্মিত মণি! তুমি জঙ্গিড় হতে জাত হয়ে আভিচারিক ক্রিয়াকর্মের নিগরণকর্তা অর্থাৎ ভক্ষক বা নাশক হওয়ার কারণে জঙ্গিড় নামে অভিহিত (জঙ্গিড়ঃ অসি জঙ্গিড়ঃ); সেই জঙ্গিড়ত্বের কারণে তুমি সকল ভয় হতে রক্ষাকারী হয়েছো (রক্ষিতা অসি)। আমাদের যত পাদদ্বয়োপেত মনুষ্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রাণী আছে (দ্বিপাৎ), তথা পাদচতুষ্টয়োপেত গো-মহিষ ইত্যাদি লক্ষণ পশু আছে (চতুষ্পাদ), সেই সকলকে এই জঙ্গিড় (জঙ্গিড়ঃ) অর্থাৎ জঙ্গিড় নামে খ্যাত মণি পালন করুক (সর্বং রক্ষতু জঙ্গিড়ঃ) ॥ ১॥ যে গর্ধনশীল অর্থাৎ লোভাতুর (গৃৎস্য) ত্রি-অধিক-পঞ্চাশৎসংখ্যক অর্থাৎ তিপ্পান্নসংখ্যক (ত্রিপঞ্চাশীঃ) কৃত্যা অর্থাৎ মৃৎ বা দারু ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত পুত্তলী অর্থাৎ প্রতিমূর্তি ইত্যাদি ও তাদের যে শতসংখ্যক কর্তা (কৃতঃ) রয়েছে, তাদের সকলকে এই জঙ্গিড় অর্থাৎ জঙ্গিরাখ্য ঔষধিনির্মিত মণি বিনষ্টতেজঃ (বিনক্তু তেজসঃ) অর্থাৎ হতবীর্য বা আপন ব্যাপারে কুণ্ঠিতশক্তি করুক ও রসরহিত অর্থাৎ নরকবিশেষে প্রয়াণ করাক (অরসান্ করৎ)। [আভিচারিক কর্মের কর্তা বিপক্ষীয় জনের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশে তার মূর্তি গঠন করে সেই মূর্তির উপর অভিচার-মন্ত্র প্রয়োগ করে থাকেন। এখানে সেই মূর্তি ও তার গঠনকর্তার বিনাশ প্রার্থনা করা হয়েছে] ॥ ২॥ আভিচারিক কর্মের দ্বারা নিষ্পন্ন ধ্বনি (কৃত্রিমং নাদং) শিরঃ-কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গসমূহে স্থিত এই জঙ্গিড় মণি গতসার (অরসঃ) করে দিক; এই রকমে শরীরস্থ নাসারন্ধ্রদ্বয়-চক্ষুগোলকদ্বয়-শ্রোত্রছিদ্রদ্বয় ও মুখকুহররূপ সপ্তসংখ্যক ছিদ্রসমুদায় (সপ্ত বিস্রসঃ) হতে অভিচার-প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎসারিত ধ্বনি এই জঙ্গিড়মণির মাহাত্ম্যে নিঃসার হয়ে যাক, অর্থাৎ অভিচার কর্মের অনিষ্ট হতে মুক্ত হয়ে যাক। হে জঙ্গিড়! তোমার ধারণকারীর সন্নিকট হতে (ইতঃ) তুমি দারিদ্র্য বা দুর্বুদ্ধি (অমতিং) নিক্ষিপ্ত বাণের মতো অপসারিত করে (অপ ইষুম্ অস্তেব) সুখ সম্পাদন করো (শাতয়) ॥ ৩॥ এই জঙ্গিড় মণি অপরের দ্বারা উৎপাদিত দূষণের নিরাকরণকারী (কৃত্যাদূষণঃ); আরও (অথো) শত্রুর প্রযোজ্য দূষণের নাশকারী (অরাতিদূষণঃ); আরও (অথো) এই জঙ্গিড় উক্ত ব্যাপারোচিত বলসম্পন্ন (সহস্বান্)। সেই হেন মণি কৃত্যাদূষণ ইত্যাদি সম্পাদিত করে আমাদের আয়ু (নঃ আয়ুংষি) বর্ধন করুক (প্র তারিষৎ) ॥ ৪॥ সেই হেন (স) জঙ্গিড়ের মহত্ত্ব (মহিমা) আমাদের সকল ভয়জাত হতে সর্বতোভাবে রক্ষা করুক (বিশ্বতঃ পরি পাতু)। (কি সেই মহিমা? না—) যে মহিমা 'বিষ্কন্ধ' অর্থাৎ বিশ্লিষ্টস্কন্ধ নামক বাতবিশেষ মহারোগ আপন তেজঃপ্রভাবে (ওজসা সহ) বিনাশ করে অর্থাৎ বিশস্কন্ধীকরণের সামর্থ্য বিনষ্ট করে। যে মহিমা স্কন্ধ সংলগ্নকারী অর্থাৎ 'সংস্কন্ধ' নামে অভিহিত বাতলক্ষণ মহাব্যাধির সামর্থ্য সহ বিনাশ করে ॥ ৫॥ ইদানীং ভূমিতে অবস্থানকারী তোমাকে (ত্বা) দেবগণ তিনবার (ত্রিঃ) অর্থাৎ তিনলোকে স্থিত করার নিমিত্ত (নিস্থিতম্) তিনবার সৃষ্টি করেছেন (অজনয়ন্) অথবা প্রথম ও দ্বিতীয়বার প্রযত্ন করেও তুমি অনুৎপাদিত থাকায় অত্যন্ত

প্রয়োজনের নিমিত্ত তৃতীয়বারে তোমাকে উৎপাদন করেছেন। এই কথা অঙ্গিরা নামক ব্রহ্মণোঙ্গসম্ভূত (ব্রাহ্মণাঃ) পূর্বতন মহর্ষিগণ বলে থাকেন (বিদুঃ) ॥ ৬॥ হে জঙ্গিড়! তোমার সৃষ্টির পূর্বে উৎপন্ন ওষধিসমূহ (ত্বা পূর্বাঃ ওষধয়ঃ) তোমাকে অতিক্রম করতে পারেনি (ন ত্বা তরন্তি) এবং যে ওষধি নূতন (যাঃ নবাঃ), তারাও তোমাকে অতিক্রম বা প্রভাবিত করতে পারেনি (ত্বা ন তরন্তি)। (কেন?---না) তুমি শত্রু, রোগ ইত্যাদির বিশেষভাবে বাধক (বিবাধঃ); তুমি উদ্‌গূর্ণ বলশালী (উগ্রঃ), সর্বতোভাবে রক্ষক (পরিপাণঃ) ও সুষ্ঠু মঙ্গলকারী (সুমঙ্গলঃ) ॥ ৭॥ হে কৃত্যানির্হরণ ইত্যাদি ব্যাপারের উপাদান (অথ উপদান)! হে ভগবন্ (ভগবঃ)! (অর্থাৎ অতিশয়িত মাহাত্ম্যবান্)! হে অমিতবীর্য! (অর্থাৎ অসীম সামর্থ্যশালী)! হে জঙ্গিড়! প্রচণ্ড বলশালী কোন প্রাণী তোমাকে গ্রাস করতে পারে (তে উগ্রা পুরা গ্রসতে), তা জ্ঞাত হয়ে ইন্দ্র তোমাকে পরের দ্বারা অনভিভাব্য সামর্থ্য (বীর্যং) প্রদান করেছেন (উপ দদৌ), অর্থাৎ ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত বীর্যত্বে তুমি অতিশয় শৌর্যশালী ॥ ৮॥ হে জঙ্গিড় নামক বনস্পতি! তুমি অতিশয় বীর্যশালী, এতে বিচারণার কিছু নেই, অর্থাৎ এতে সন্দেহের কোনমাত্র অবকাশ নেই (উগ্রঃ ইৎ); কারণ ইন্দ্র তোমাতে তেজঃ বা বল স্থাপন করেছেন (ওজ্মানং আ দধৌ)। অতএব, হে বনস্পতি (ওষধে)! তুমি সাধ্য বা অসাধ্য বিভাগ না করে সকল রোগ নাশ করো (সর্বাঃ অমীবাঃ চাতয়ন্) এবং রক্ষিত আমাদের রক্ষা করো (রক্ষাংসি), অথবা ভয়ের উপাদানভূত রাক্ষসদের বধ করো ॥ ৯॥ সর্বতো হিংসক আশরীক নামক রোগ, তথা বিশেষভাবে হিংসক বিশরীক নামক রোগ, বলক্ষয়কারক বলাস নামক রোগ, সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত পৃষ্ঠ্যাময় রোগ, কৃচ্ছ্রজীবনযাপনকারী (তক্মানং) যেভাবে থাকেন সেইরকম সকলের বা সর্বদা বিশরণকারী বিশ্বশারদ ইত্যাদি রোগসমূহকে এই জঙ্গিরমণি পীড়নে অসমর্থ করে দিক (অরসান্ করৎ) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পঞ্চমেনুবাকে দ্বাদশ সূক্তানি। তত্র 'জঙ্গিড়োসি' ইতি প্রথম-দ্বিতীয়াভ্যাং সূক্তাভ্যাং...বায়ব্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ জঙ্গিড়বৃক্ষনির্মিতং মণিং বধ্নীয়াৎ। তথা নক্ষত্রকল্পে সূত্রিতং। 'বাতাজ্জাতঃ (৪কা. ১০সূ.) ইতি শঙ্খং বারুণ্যাং। জঙ্গিড়োসি জঙ্গিড়ো রক্ষিতাসি (১৯কা. ৩৫সূ.) ইতি জঙ্গিড়ং বায়ব্যায়াং' ॥ (১৯কা. ৫অ. ১সূ.) ॥

টীকা — পঞ্চম অনুবাকের দ্বাদশটি সূক্তের মধ্যে উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং এর পরবর্তী দ্বিতীয় সূক্তটির দ্বারা বায়ব্যাখ্য মহাশান্তি যাগকর্মে জঙ্গিড়নির্মিত বন্ধন করা হয়। নক্ষত্রকল্পে (১৭) এটি সূত্রিত আছে। নক্ষত্রকল্পের (১৯) সূত্রানুসারে ৪র্থ কাণ্ডের ২য় অনুবাকের ৫ম সূক্তটি ('বাতাজ্জাতো' ইত্যাদি) বারুণাখ্য মহাশান্তি কর্মে শঙ্খমণি বন্ধনে যেমন বিনিয়োগ হয়, উপর্যুক্ত সূক্ত তেমনই বাতরোগে বায়ব্য নামক মহাশান্তি কর্মে বিনিয়োগ হয় ॥ (১৯কা. ৫অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : জঙ্গিড়ঃ

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : জঙ্গিড় বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্।]

ইন্দ্রস্য নাম গৃহ্নন্ত ঋষয়ো জঙ্গিড়ং দদুঃ।
দেবা যং চক্রুর্ভেষজমগ্রে বিষ্কন্ধদূষণম্ ॥ ১॥

স নো রক্ষতু জঙ্গিড়ো ধনপালো ধনেব।
দেবা যং চক্রুর্ব্রাহ্মণাঃ পরিপাণমরাতিহম্॥ ২॥
দুর্হার্দঃ সংঘোরং চক্ষুঃ পাপকৃত্বানমাগমম্।
তাংস্ত্বং সহস্রচক্ষো প্রতীবোধেন নাশয় পরিপাণোঽসি জঙ্গিড়ঃ॥ ৩॥
পরি মা দিবঃ পরি মা পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ পরি মা বীরুদ্ভ্যঃ।
পরি মা ভূতাৎ পরি মোত ভব্যাৎ দিশোদিশো জঙ্গিড়ঃ পাত্বস্মান্॥ ৪॥
য ঋষ্ণবো দেবকৃতা য উতো ববৃতেঽন্যঃ।
সর্বাংস্তান্ বিশ্বভেষজোঽরসাং জঙ্গিড়স্করৎ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — পূর্বকালে অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা অঙ্গিরা প্রমুখ ঋষিগণ (ঋষয়ঃ) ইন্দ্রদেবের নাম উচ্চারণ পূর্বক (গৃহ্নন্তঃ) জঙ্গিরাখ্য মণিকে অতিশয় বীর্যমণ্ডিত করে রক্ষাকামী বা পরম বীর্যাকাঙ্ক্ষী পুরুষদের দান করেছিলেন (দদুঃ)। (সেই কারণে এখনও রক্ষাবন্ধনকালে ইন্দ্রদেবের নাম স্মরণ করে জঙ্গিড়মণি ধারণ করা হয়ে থাকে)। অধিকন্তু, সৃষ্টির আদিতে (অগ্রে) ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ (দেবাঃ) জঙ্গিড়াখ্য ঔষধিকে (যং) বিষ্কন্ধ নামক মহারোগের ভেষজরূপে নির্দেশ করেছিলেন (বিস্কন্ধদূষণম্ চক্রু), অর্থাৎ অতঃপর এই জঙ্গিড়মণি বিষ্কন্ধ রোগের ভেষজরূপে প্রযুক্ত হয়ে থাকে॥ ১॥ সেই হেন জঙ্গিড়মণি (সঃ) আমাদের রক্ষা করুক (নঃ রক্ষতু), যেমন লোকজগতে কোনও ধনাধ্যক্ষ রাজা প্রযত্নের সাথে ধন রক্ষা করে থাকেন (ধনপালঃ ধনা ইব)। যে জঙ্গিড় (যং) দেবগণ (দেবাঃ) ও ব্রাহ্মণগণ (ব্রাহ্মণাঃ), অথবা বেদাধ্যয়নের দ্বারা দ্যোতমান (দেবাঃ) ভৃগু-অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ (ব্রাহ্মণাঃ), কর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষকরূপে (পরিপাণং) ও শত্রুহন্তারূপে (অরাতিহং) নিযুক্ত হয়েছিল (চক্রুঃ), সে আমাদের রক্ষা করুক॥ ২॥ হে জঙ্গিড়মণি! তুমি দুষ্টহৃদয়শালী শত্রুগণের (দুর্হার্দঃ) অত্যন্ত ক্রূর চক্ষু এবং হিংসা ইত্যাদি লক্ষণসমন্বিত সমীপাগত পাপকারীগণকে (পাপকৃত্বানম্ আ অগমম্) বিনাশ করো। হে বহুধা দ্রষ্টা (সহস্রচক্ষো)! উক্ত লক্ষণসম্পন্ন (অর্থাৎ দুষ্টহৃদয়শালী বা পাপকর্মকারী) সকলের (তান্) প্রতিবন্ধকতা বা হন্তব্যতা পরিজ্ঞাত হয়ে (প্রতীবোধেন) তাদের বিনাশ করো (নাশয়), অথবা তাদের কৃত অপরাধ উদ্ঘাটন পূর্বক তাদের বিনাশ করো। হে জঙ্গিড়! তুমি সকলকে সর্বদিক হতে রক্ষা করে থাকো॥ ৩॥ এই জঙ্গিড়মণি আমাদের (মা) দ্যুলোক-সম্ভূত ভয় হতে পরিত্রাণ করুক (পরি দিবঃ); এইভাবে পৃথিবী-সম্ভূত প্রতিবন্ধকতা হতে আমাদের পরিত্রাণ করুক (পরি পৃথিব্যাঃ); এইভাবে অন্তরীক্ষস্থায়ী রাক্ষস ইত্যাদি হতে আমাদের পরিত্রাণ করুক (পরি অন্তরিক্ষাৎ); এইভাবে তৃণগুল্ম ইত্যাদি সম্ভূত সম্ভাব্য বিষ ইত্যাদি দোষ হতে আমাদের পরিত্রাণ করুক (পরি বীরুৎহভ্যঃ); এইভাবে অতীতকাল-সম্বন্ধী (ভূতাৎ) এবং ভবিষ্যৎকাল-সম্বন্ধী (ভব্যাৎ) প্রাণী সঞ্জাত ভীতি হতে আমাদের রক্ষা করুক। এইভাবে পূর্ব ইত্যাদি সকল দিকের সম্ভাবিত আতঙ্ক হতে জঙ্গিড়মণি আমাদের সংরক্ষণ করুক (দিশোদিশো জঙ্গিড়ঃ পাতু অস্মান্)॥ ৪॥ দেবগণ কর্তৃক নিষ্পাদিত (দেবকৃতাঃ) যে হিংসক পুরুষবর্গ (যে ঋষ্ণবঃ) আছে, অধিকন্তু মনুষ্য ইত্যাদি কর্তৃক প্রেরিত যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ (যঃ অন্যঃ ববৃতে) আছে, সেই সবই এই সর্বরোগ ইত্যাদির পরিহারক (বিশ্বভেষজঃ) জঙ্গিড় মণি গতসামর্থ্য করে দিক (অরসান্ করৎ); অর্থাৎ দৈব-দুর্বিপাক বা রাক্ষস পিশাচ ইত্যাদির ভয় ও বিপক্ষীয় হিংসাপরায়ণ মনুষ্যগণ কর্তৃক আভিচারিক কর্মের দ্বারা সমূহ বিনাশের আশঙ্কা যেন

জঙ্গিড়মণির তেজে বা প্রভাবে আমাদের স্পর্শ করতে না পারে ॥ ৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তস্য জঙ্গিড়মণিবন্ধনে পূর্বসূক্তেন সহ উক্তে বিনিয়োগঃ ॥ (১৯কা. ৫অ. ২সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ব সূক্তের সাথে একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জঙ্গিড়মণি বন্ধনে বিনিয়োগ করা হয় ॥ (১৯কা. ৫অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শতবারোমণিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : শতবার। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

শতবারো অনীনশদ্ যক্ষ্মান্ রক্ষাংসি তেজসা।
আরোহন্ বর্চসা সহ মণির্দুর্ণামচাতনঃ ॥ ১ ॥
শৃঙ্গাভ্যাং রক্ষো নুদতে মূলেন যাতুধান্যঃ।
মধ্যেন যক্ষ্মং বাধতে নৈনং পাপ্মাতি তত্রতি ॥ ২ ॥
যে যক্ষ্মাসো অর্ভকা মহান্তো যে চ শব্দিনঃ।
সর্বাং দুর্ণামহা মণিঃ শতবারো অনীনশৎ ॥ ৩ ॥
শতং বীরানজনয়চ্ছতং যক্ষ্মানপাবপৎ।
দুর্ণাম্নঃ সর্বান্ হত্বাব রক্ষাংসি ধূনুতে ॥ ৪ ॥
হিরণ্যশৃঙ্গ ঋষভঃ শাতবারো অয়ং মণিঃ।
দুর্ণাম্নঃ সর্বাংস্তৃড্‌ঢ্বাব রক্ষাংস্যক্রমীৎ ॥ ৫ ॥
শতমহং দুর্ণাম্নীনাং গন্ধর্বাপ্সরসাং শতম্।
শতং শশ্বন্বতীনাং শতবারেণ বারয়ে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ — ['শতবার' বা 'শতং বারা' অর্থে 'শতমূলী' লতাবিশেষ, যা ওষধিরূপে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শত শত মূলবিশিষ্ট হওয়ার কারণেই যে এর এই নাম, তা-ই নয়; শতসংখ্যক রোগ-নিবারক হওয়ার কারণেও এই ওষধিবিশেষের এই নাম। সেই 'শতবার' নামক ওষধির বিকারভূত মণির কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে]—শতবারাত্মক মণি আপন তেজে বা মহিমায় (তেজসা) যক্ষ্মারোগ সমূহ (যক্ষ্মান্) নিরন্তর নাশ করুক (অনীনশৎ)। দুর্ণাম নামক চর্মরোগের দোষনাশক এই মণি (দুর্ণামচাতনঃ মণিঃ) তেজঃ বা দীপ্তির সাথে (বর্চসা সহ) পুরুষের বাহু ইত্যাদি স্থানে অধিষ্ঠান করুক, অর্থাৎ মনুষ্যের বাহুতে কবচরূপে ধার্যমান হয়ে তার চর্মরোগ নাশ করুক ॥ ১ ॥ এই শতবার নামক ওষধি তার শৃঙ্গবৎ অবস্থিত (শৃঙ্গাভ্যাং) দু'টি সূক্ষ্ম অগ্রভাগের বা শীষের দ্বারা রাক্ষসগণকে অন্তরীক্ষস্থান হতে অপসারিত করে থাকে (রক্ষো নুদতে); অধোভাগের অর্থাৎ মূলের দ্বারা নিশাচরীগণকে অপসারিত করে থাকে (যাতুধানীর্নুদতে); মধ্যভাগের অর্থাৎ কাণ্ডের দ্বারা সকল যক্ষ্মারোগ প্রতিবন্ধিত করে থাকে (যক্ষ্মং বাধতে)। এই হেন সকল ব্যাধির প্রতিবন্ধক শতবার মণিকে

পাপ বা পাপী অতিক্রম করতে পারে না (পাপ্‌ম্যা ন অতি তত্রতি) বা উক্তবিধ মণিবিশিষ্ট পুরুষকে কোন পীড়া আক্রমণ করেত পারে না ॥ ২॥ উৎপন্নমাত্র (আর্ভকাঃ) যে প্রসিদ্ধ যক্ষ্মারোগ (যক্ষ্মাসঃ), আছে, সর্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (মহান্তঃ) যে যক্ষ্মারোগ আছে, দুরারোগ্য বলে শব্দ্যমান বা শব্দবন্ত (শব্দিনঃ) যে যক্ষ্মারোগ আছে, উক্ত লক্ষণযুক্ত সেই সকলকে দুর্ণাম রোগের হন্তা (দুর্ণামহা) এই শতবার মণি নিরন্তন নাশ করুক ॥ ৩॥ এই ধার্যমান (ধারণ করা হয়েছে, এমন) মণি শত সংখ্যক পুত্র উৎপাদন করুক বা প্রদান করুক (বীরাঃ অজনয়ৎ); শত সংখ্যক যক্ষ্মা অর্থাৎ ব্যাধি বিনাশ করুক, (যক্ষ্মান্ অপাবপৎ); সকল চর্মদোষমূলক ব্যধি নাশ পূর্বক (সর্বান্ দুর্ণাম্নো হত্বা) রাক্ষসগণকে নিকৃষ্টভাবে অর্থাৎ যাতে তারা পুনরায় উদ্ভব হতে না পারে, তেমনভাবে, বিনাশ করুক (রক্ষাংসি অব ধূনুতে) ॥ ৪ ॥ যার অগ্রভাগ হিরণ্যবৎ অবভাসিত অর্থাৎ সুবর্ণের ন্যায় দীপ্ত (হিরণ্যশৃঙ্গঃ), যা ওষধীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ঋষভঃ), সেই হেন এই শাতবার নামক মণিবিশেষ সকল চর্মদোষমূলক ব্যাধি (দুর্ণাম্নঃ) বিনাশ পূর্বক সকল হিংসাশীল (তৃড়্‌ঢ্বা) রাক্ষসগণকে আক্রমণ করুক (রক্ষাংসি অব অক্রমীৎ) ॥ ৫ ॥ আমি দুর্ণাম্নী নামক শত শত বিভিন্ন চর্মরোগ (যথা—ধবলরোগ, কুষ্ঠ, দাদ, ছুলি, পাঁচড়া ইত্যাদি) এই শতবার নামক মণির দ্বারা শত শত বার নিবারণ করছি (শতবারেণ বারয়ে)। এই মতো শত শত গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণকে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে সঞ্চারশীল অগণিত দেবযোনিবর্গ যারা মনুষ্যগণকে বলির নিমিত্ত অপহরণ করে, তাদের (শতং গন্ধর্ব অপ্সরসাং), এবং মুহুর্মুহুঃ পীড়নার্থে আগত গ্রহণি অর্থাৎ উদরভঙ্গ ও অপস্মার অর্থাৎ মূর্ছা বা মৃগী ইত্যাদি ব্যাধিসমূহকে (শশ্বন্বতীনাং) শত শত বার (শতং) শতবার-নামক মণির দ্বারা নিবারণ করছি (শতবারেণ বারয়ে) ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তেন 'সন্ততিং কুলক্ষয়ে প্রযুঞ্জীত' ইতি বিহিতায়াং সন্তত্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ শতবারং মণিং অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৫অ. ৩সূ.) ॥

টীকা — নক্ষত্রকল্পের সূত্রানুসারে (১৭, ১৯) উপর্যুক্ত সূক্তটি সন্ততি নামক মহাশান্তি যাগে শতবার নামক ওষধির বিকার সম্ভূত মণির অভিমন্ত্রণে ও ধারণে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই 'শতবার' ওষধির পরিচয় দেওয়া হয়েছে ॥ (১৯কা. ৫অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : বলপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, বৃহতী, উষ্ণিক্।]

ইদং বর্চো দত্তমাগন্ ভর্গো যশঃ সহ ওজো বয়ো বলম্।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ যানি চ বীর্যাণি তান্যগ্নিঃ প্র দদাতু মে ॥ ১॥
বর্চ আ ধেহি মে তন্বাং সহ ওজো বয়ো বলম্।
ইন্দ্রিয়ায় ত্বা কর্মণে বীর্যায় প্রতি গৃহ্ণামি শতশারদায় ॥ ২॥
উর্জে ত্বা বলায় ত্বৌজসে সহসে ত্বা।
অভিভূয়ায় ত্বা রাষ্ট্রভৃত্যায় পর্যূহামি শতশারদায় ॥ ৩॥

ঋতুভ্যষ্টার্তবেভ্যো মাদ্ভ্যঃ সম্বৎসরেভ্যঃ।
ধাত্রে বিধাত্রে সমৃধে ভূতস্য পতয়ে যজে ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — অগ্নিদেব কর্তৃক সমর্পিত ইদানীং বা এই তেজঃ বা দীপ্তি আমার মধ্যে আগত হোক (আ অগন)। এইভাবে তেজঃ (ভর্গঃ), কীর্তি (যশঃ), পরাভিভাবুক তেজঃ (সহঃ), ওজঃ (শরীরস্থ ওজস্ নামক অষ্টম ধাতু), নিত্যযৌবন (বয়ঃ), অপরকে পরাভবক্ষম সামর্থ্য (বলম্) ইত্যাদি আমার পক্ষে লব্ধ হোক। অধিকন্তু, ত্রয়স্ত্রিংশ (তেত্রিশ) সংখ্যক যে বীর্যসমূহ আছে, সেগুলি অগ্নিদেব আমাকে প্রদান করুন (মে অগ্নিঃ প্র দদাতু) ॥ ১॥ হে অগ্নি! আমার দেহে তোমার শত্রু-হনন তেজঃ, পরাভিভাবুক তেজঃ, ওজঃ, নিত্যযৌবন ও অপরকে পরাভবক্ষম সামর্থ্য স্থাপন করো (আ ধেহি)। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তার নিমিত্ত, হে হিরণ্য ইত্যাদি প্রতিগৃহ্যমাণ পদার্থ! তোমাকে স্বীকার করছি (ত্বা প্রতি গৃহ্ণামি)। কেবল ইন্দ্রয়সামর্থ্যের নিমিত্তই নয়, অধিকন্তু অগ্নিহোত্র ইত্যাদি লক্ষণান্বিত কর্মসিদ্ধির নিমিত্ত (কর্মণে), বীর্যের দ্বারা শত্রুজয় ইত্যাদির সিদ্ধির নিমিত্ত (বীর্যায়) এবং শত সম্বৎসর জীবন লাভের নিমিত্ত (শতশারদায়) তোমাকে স্বীকার করছি ॥ ২॥ হে প্রতিগ্রহবিষয়ভূত পদার্থ! তোমাকে অন্নলাভের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করছি (ত্বা উর্জে)। এইবাবে শরীরসামর্থ্যের নিমিত্ত (বলায়), শরীরস্থ ওজস্ নামক অষ্টম ধাতুর নিমিত্ত (ওজসে), শত্রুজয়ের প্রয়োজনে (অভিভূয়ায়), রাজ্যভরণের অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনের প্রয়োজনে (রাষ্ট্রভৃত্যায়) এবং শতসম্বৎসর পর্যন্ত জীবন যাপনের নিমিত্ত তোমাকে প্রতিগ্রহ করছি (শতশারদায় পরি উহামি) ॥ ৩॥ হে পদার্থ! গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতুসমূহের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে সঙ্গত করছি বা দান করছি (ঋতুভ্যঃ যজে)। এইভাবে ঋতুসম্বন্ধী দেবতাগণের উদ্দেশে (আর্তবেভ্যঃ), তথা চৈত্র ইত্যাদি দ্বাদশসংখ্যক মাসের অভিমানী দেবতাগণের উদ্দেশে (মাদ্ভ্যঃ), তথা সম্বৎসরের অভিমানী দেবতাগণের উদ্দেশে (সম্বৎসরেভ্যঃ), তথা স্রষ্টার উদ্দেশে (ধাত্রে), তথা বিবিধ ভূতজাতের কর্তার উদ্দেশে (বিধাত্রে), তথা জাত প্রাণীর সম্যক্ বৃদ্ধিসাধক দেবতার উদ্দেশে (সমৃধে), তথা উৎপন্ন পদার্থসমূহের পালক (ভূতস্য পতয়ে) দেবতার উদ্দেশে তোমাকে সঙ্গত করছি বা দান করছি ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইদং বর্চ' ইতি চতুর্থং সূক্তং॥ (১৯কা. ৫অ. ৪সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি 'বলপ্রাপ্তি' নামে অভিহিত। এই সূক্তটি অগ্নির উদ্দেশে তেজঃ, যশঃ, ওজঃ ইত্যাদি দুর্লভ পদার্থ সমুদায়ের প্রার্থনায় বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (১৯কা. ৫অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : যক্ষ্মনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : গুল্‌গুল বা গুল্‌গুলু বা গুগ্‌গুল। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

ন তং যক্ষ্মা অরুন্ধতে নৈনং শপথো অশ্নুতে।
যং ভেষজস্য গুল্গুলোঃ সুরভির্গন্ধো অশ্নুতে ॥ ১॥
বিষ্বঞ্চস্তস্মাদ্ যক্ষ্মা মৃগা অশ্বা ইবেরতে।
যদ্ গুল্গুলু সৈন্ধবং যদ্ বাপ্যাসি সমুদ্রিয়ম্ ॥ ২॥
উভয়োরগ্রভং নামাস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সেই রাজাকে (তং) যক্ষ্মা ব্যাধি অবরুদ্ধ করতে পারে না (ন অরুন্ধতে) অর্থাৎ পীড়িত করতে পারে না এবং কোন পরকৃত অভিশাপ ব্যাপ্ত বা স্পর্শ করতে পারে না (শপথঃ নৈনং অশ্নুতে), যে রাজাকে (যং) ভেষজরূপ গুগ্‌গুলের ঘ্রাণসন্তর্পক গন্ধ (সুরভিঃ গন্ধঃ) ব্যাপ্ত করে থাকে (অশ্নুতে) ॥ ১ ॥ ভেষজরূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ আঘ্রাতবান্ ব্যক্তি বা রাজার নিকট হতে (তস্মাৎ) যক্ষ্মাব্যাধি নানা দিক্-অভিমুখে বেগে ধাবিত হয় (বিষ্বঞ্চঃ ঈরতে); (কেমন বেগে?—না) আশুগামী অশ্ব কিংবা দ্রুতধাবী মৃগের মতো (মৃগা অশ্বা ইব)। গুগ্‌গুল ঔষধ যদি (যৎ) সিন্ধুদেশজাত হয়, অথবা যদি সমুদ্রোদ্ভব হয় (সৈন্ধবং যৎ বা অপি অসি সমুদ্রিয়ম্) ॥ ২ ॥ তবে, হে গুগ্‌গুল! উভয়বিধ স্বরূপসম্পন্ন তোমার নাম (উভয়োঃ নাম) আমি গ্রহণ বা কীর্তন করছি (অগ্রভং)। (কি জন্য?—না) প্রবর্তমান অরিষ্ট অর্থাৎ ব্যাধি পরিহারের জন্য বা দ্বেষ্যগণের বিনাশের জন্য ॥ ৩ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ন তং যক্ষ্মাঃ' ইতি পঞ্চমং সূক্তং। তস্য 'ঐতু দেবঃ' ইতি উক্তসূক্তস্য চ পুরোহিতকর্তব্যে রাত্রৌ রাজ্ঞঃ শয্যাগৃহপ্রবেশনকর্মণি গুগ্‌গুলুধূপং কুষ্ঠৌষধিধূপং চ দদ্যাৎ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৫অ. ৫সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং পরবর্তী সূক্তটি রাত্রে রাজার শয্যাগৃহে প্রবেশ কর্মে পুরোহিত কর্তৃক গুগ্‌গুল-ধূপ ও কুষ্ঠৌষধি-ধূপ প্রদানে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। গুগ্‌গুল হলো স্বনামখ্যাত গন্ধনির্যাস এবং কুষ্ঠ হলো এক ওষধিবিশেষের নাম। কেউ কেউ 'কুষ্ঠ' অর্থে কুটজ নির্দেশ করেন। 'কুটজ' হলো গিরিমল্লিকা। রাত্রে রাজার শয্যাগৃহে প্রবেশকর্মে পুরোহিতের আরও কর্তব্য বিষয়ও ইতিপূর্বে কথিত হয়েছে। পিষ্টময় রাত্রির প্রসঙ্গত ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।—উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে পরিশিষ্টে (৪।৪) বলা হয়েছে—'...এহ্যশ্মানং আ তিষ্ঠ (২কা. ১৩সূ. ৪ মন্ত্র) ইতি পঞ্চমীং অধিষ্ঠাপয়েৎ। ন তং যক্ষ্মা (উপর্যুক্ত সূক্ত) ঐতু দেবঃ (পরবর্তী সূক্ত) ইতি গুগ্‌গুলু (কুষ্ঠ) ধূপং দদ্যাৎ।'—ইত্যাদি ॥ (১৯কা. ৫অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : কুষ্ঠনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : কুষ্ঠ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, শক্করী, অষ্টি প্রভৃতি]

ঐতু দেবস্ত্রায়মাণঃ কুষ্ঠো হিমবতস্পরি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ১ ॥
ত্রীণি তে কুষ্ঠ নামানি নদ্যমারো নদ্যারিষঃ।
নদ্যায়ং পুরুষো রিষৎ।
যস্মৈ পরিব্রবীমি ত্বা সায়ম্প্রাতরথো দিবা ॥ ২ ॥
জীবলা নাম তে মাতা জীবন্তো নাম তে পিতা।
নদ্যায়ং পুরুষো রিষৎ।
যস্মৈ পরিব্রবীমি ত্বা সায়ম্প্রাতরথো দিবা ॥ ৩ ॥

উত্তমো অস্যোষধীনামনড়্বান্ জগতামিব ব্যাঘ্রঃ শ্বপদামিব।
নদ্যায়ং পুরুষো রিষৎ।
যস্মৈ পরিব্রবীমি ত্বা সায়ম্প্রাতরথো দিবা ॥ ৪॥
ত্রিঃ শাম্বুভ্যো অঙ্গিরেভ্যস্ত্রিরাদিত্যেভ্যস্পরি।
ত্রির্জাতো বিশ্বদেবেভ্যঃ।
স কুষ্ঠো বিশ্বভেষজঃ। সাকং সোমেন তিষ্ঠতি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৫॥
অশ্বত্থো দেবসদনস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং ততঃ কুষ্ঠো অজায়ত।
স কুষ্ঠো বিশ্বভেষজঃ সাকং সোমেন তিষ্ঠতি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৬॥
হিরণ্যয়ী নৌরচরদ্ধিরণ্যবন্ধনা দিবি।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং ততঃ কুষ্ঠো অজায়ত।
স কুষ্ঠো বিশ্বভেষজঃ সাকং সোমেন তিষ্ঠতি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৭॥
যত্র নাবপ্রভ্রংশনং যত্র হিমবতঃ শিরঃ।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং ততঃ কুষ্ঠো অজায়ত।
স কুষ্ঠো বিশ্বভেষজঃ সাকং সোমেন তিষ্ঠতি।
তক্মানং সর্বং নাশয় সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৮॥
যং ত্বা বেদ পর্ব ইক্ষ্বাকো যং বা ত্বা কুষ্ঠ কাম্যঃ।
যং বা বসো যমাৎস্যস্তেনাসি বিশ্বভেষজঃ ॥ ৯॥
শীর্যলোকং তৃতীয়কং সদন্দির্যশ্চ হায়নঃ।
তক্মানং বিশ্বধাবীর্যাধরাঞ্চং পরা সুব ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — দ্যুলোকে উৎপন্ন বা অতিশয় বীর্যে দ্যোতমান (দেবঃ) কুষ্ঠ নামক ঔষধিবিশেষ (কুষ্ঠঃ) হিমবান্ বা হিমালয় নামক পর্বত হতে (হিমবতঃ পরি) আমাদের রক্ষাকারীরূপে আগমন করুক (ত্রায়মাণঃ আ এতু)। হে কুষ্ঠ নামক ঔষধিবিশেষ! তুমি ক্লেশকারী সকল রোগাবিশেষকে নাশ করো (তক্মানং নাশয় সর্বং)। অধিকন্তু, সকল যাতুধানীর, অর্থাৎ যাতনাদায়িনী রাক্ষসীবর্গের নিধন সাধিত করো (সর্বাঃ চ যাতুধান্যঃ নাশয়) ॥ ১॥ হে কুষ্ঠ! তোমার তিনটি নাম অত্যন্ত রহস্যময়। একটি নাম নদ্যমার, অর্থাৎ নদী ইত্যাদির জলদোষ হতে উদ্ভূত ব্যাধির নাশক। দ্বিতীয় নাম নদ্যারিষ, অর্থাৎ জলের অনিষ্টসূচক উৎপাতের বিনাশক। তৃতীয় নাম কেবল নদ্য, অর্থাৎ জলের মারক শক্তির নিবারক। হে নদ্য (অর্থাৎ কুষ্ঠাখ্য ঔষধি)! তোমার নাম গ্রহণের অভাবে এই ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ হিংসিত বা বিনষ্ট হতে পারে (রিষৎ); অতএব ব্যাধিতরক্ষক তোমার সম্যক কথিত নাম। এইজন্য তোমার নাম তিনটির দ্বারা অভিধীয়মান মন্ত্ররূপ নাম এই রোগার্ত ব্যক্তির নিকট (ত্বা যস্মৈ) সকাল-সন্ধ্যায় (সায়ং প্রাতঃ) এবং অধিকন্তু মধ্যাহ্নে (দিবা) উচ্চারণ করছি

(পরিব্রবীমি) ॥ ২॥ হে কুষ্ঠাখ্য ঔষধি! তোমার মাতার নাম (তে মাতা নাম) জীবলা, অর্থাৎ জীবয়িত্রী বা জীবনপ্রদায়িণী; এবং তোমার পিতার নাম (তে পিতা নাম) জীবন্ত, অর্থাৎ রোগ ইত্যাদি পরিহারের দ্বারা বসন্তের ন্যায় জীবনপ্রদায়ক। হে নদ্য! তোমার নাম গ্রহণের অভাবে এই ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ বিনষ্ট হতে পারে; অতএব ব্যাধিতরক্ষক তোমার সম্যক্ কথিত নাম। এই জন্য তোমার নাম তিনটির দ্বারা অভিধীয়মান মন্ত্ররূপ নাম এই রোগার্ত ব্যক্তির নিকট সকাল-সন্ধ্যায় এবং অধিকন্তু মধ্যাহ্নে বা সমগ্র দিবাব্যাপী উভয় সন্ধ্যায় উচ্চারণ করছি ॥ ৩॥ হে কুষ্ঠ! তুমি ব্যাধিহরণকারী ওষধিগণের মধ্যে উৎকৃষ্টতম (উত্তমঃ অসি ওষধীনাম্)। (দৃষ্টান্ত কি?—না) গম্যমান প্রাণীদের মধ্যে ভারবহনসমর্থ বলদ যেমন উত্তম (অনড্বান্ জগতাংইব), অর্থাৎ আপন শরীর পীড়নেও লোকের উপকারত্বের কারণে বলদ যেমন শ্রেষ্ঠ, তুমিও সর্বপ্রাণীর উপভোগ সাধনত্বের দ্বারা শ্রেষ্ঠ। অতিক্রূর বীর্যবান্ ব্যাঘ্র যেমন হিংস্র জন্তুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ব্যাঘ্রঃ শ্বপদাম্ ইব), তুমিও তেমনই আপন অতুলনীয় তেজঃপ্রভাবে উৎকৃষ্টতম। হে নদ্য! তোমার নাম গ্রহণের অভাবে এই ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ হিংসিত বা বিনষ্ট হতে পারে; অতএব ব্যাধিতরক্ষক তোমার সম্যক্ কথিত নাম। এইজন্য তোমার নাম তিনটির দ্বারা অভিধীয়মান মন্ত্ররূপ নাম এই রোগার্ত ব্যক্তির নিকট সকাল-সন্ধ্যায় এবং মধ্যাহ্নে বা সমগ্র দিবাব্যাপী উভয় সন্ধ্যায় উচ্চারণ করছি ॥ ৪॥ যে কুষ্ঠাখ্য ঔষধি অঙ্গিরাগণের অপত্যভূত শাম্বু নামক মহর্ষিগণের দ্বারা তিন লোকের উপকারের নিমিত্ত অথবা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বর্ণত্রয়ের নিমিত্ত ভূমিস্থানে অর্থাৎ পৃথিবীতে তিনবার উৎপন্ন হয়েছে (ত্রিঃ শাম্বুভ্য অঙ্গিরেভ্য ত্রির্জাত), তথা আদিত্যবর্গের দ্বারা দ্যুলোকে তিনবার ত্রিজননপ্রয়োজনে উৎপন্ন হয়েছে (ত্রিঃ আদিত্যেভ্যঃ পরি ত্রির্জাতঃ), এই মতো বিশ্বদেবগণের দ্বারা মধ্যস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে তিনবার উৎপন্ন হয়েছে (বিশ্বদেবেভ্য ত্রিঃ জাতঃ), সেই হেন কুষ্ঠ নামক ঔষধিবিশেষ সকল রোগের ভৈষজ্যরূপ অর্থাৎ সর্বরোগ-শমনের সামর্থ্যধারী (বিশ্বভেষজঃ)। সে পূর্বে কোনস্থানে সোমের সাথে অবস্থান করেছিল (স সাকম্ সোমেন তিষ্ঠতি), অর্থাৎ সোমের সমান বীর্যত্বসম্পন্ন ছিল। হে কুষ্ঠাখ্য ঔষধি! নানাভেদভিন্ন (সর্বং) রোগ নাশ করো (তক্মানং নাশয়), তথা সকল যাতুধানীগণকে নিপাতিত করো (সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ—যাতুধানীর্নাশয়) ॥ ৫॥ এই ভূলোক হতে তৃতীয় দ্যুলোকের দেবসদনে, অর্থাৎ দেবগণের আবাসস্থানভূত অশ্বত্থ অবস্থান করছে (ইতঃ তৃতীয়স্যাং দিবি দেবসদনঃ অশ্বত্থঃ। (অগ্নি অশ্বরূপে সেই স্থলে অবস্থান করার কারণে অশ্বত্থ নাম সম্পন্ন হয়েছে) তত্র অর্থাৎ সেই অশ্বত্থে অমরণ-ধর্মক (অর্থাৎ অমৃতময়) সোমের প্রকাশন (অমৃতস্য চক্ষণম্) বিদ্যমান। [অশ্বত্থ শব্দের দ্বারা আদিত্য-ও বোঝায়; কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।৬।৩) 'আদিত্যে অমৃতের অবস্থান' বলা হয়েছে]। ততঃ অর্থাৎ সেই অশ্বত্থ হতে কুষ্ঠাখ্য ঔষধি উৎপন্ন হয়েছে (অজায়ত)। সেই হেন কুষ্ঠ নামক ঔষধিবিশেষ সকল রোগের ভৈষজ্যরূপ। সে পূর্বে কোনস্থানে সোমের সাথে অবস্থান করেছিল। হে কুষ্ঠাখ্য ঔষধি! নানাভেদভিন্ন রোগ নাশ করো, তথা সকল যাতুধানীকে নিপাতিত করো ॥ ৬॥ দ্যুলোকে হিরণ্যনির্মিত (দিবি হিরণ্যয়ী) তথা হিরণ্ময় শঙ্কু অর্থাৎ শল্যাস্ত্র, পাশ অর্থাৎ রজ্জুবৎ অস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা বদ্ধ (হিরণ্যবন্ধনা) নৌকা সদা ভ্রমণ করে থাকে (নৌঃ অচরৎ)। সেই স্থানে অমৃতের প্রকাশন বিদ্যমান। সেই স্থান হতে অমৃতত্ব-সাধনধর্মা কুষ্ঠাখ্য ঔষধি উৎপন্ন হয়েছে (কুষ্ঠঃ অজায়ত)। সেই হেন কুষ্ঠ নামক ঔষধিবিশেষ সকল রোগের ভৈষজ্যরূপ। সে পূর্বে কোনস্থানে সোমের সাথে

অবস্থান করেছিল। হে কুষ্ঠাখ্য ঔষধি! নানাভেদভিন্ন রোগ নাশ করো, তথা সকল যাতুধানীকে নিপাতিত করো ॥ ৭ ॥ যত্র অর্থাৎ যে দ্যুলোকে সৎকর্মকারীগণের অধোমুখী হয়ে পতন ঘটে না (ন অবপ্রভ্রংশম্), সেই স্থানে হিমালয় পর্বতের শিখর অবস্থিত (যত্র হিমবতঃ শিরঃ)। (হিমালয়ের শিরঃপ্রদেশ স্বর্গভূমি বলে প্রসিদ্ধ)। সেই স্থলে অমৃতের প্রকাশন হয়ে থাকে এবং সেই স্থানেই কুষ্ঠাখ্য ঔষধির উৎপত্তি। সেই হেন কুষ্ঠ নামক ঔষধিবিশেষ সকল রোগের ভৈষজ্যরূপ। সে পূর্বে কোন স্থানে সোমের সাথে অবস্থান করেছিল। হে কুষ্ঠাখ্য ঔষধি! নানাভেদভিন্ন রোগ নাশ করো, তথা সকল যাতুধানীকে নিপাতিত করো ॥ ৮ ॥ হে কুষ্ঠাখ্য ঔষধি! যেহেতু (যং) তোমাকে প্রাচীন ইক্ষ্বাকু রাজা সর্বব্যাধির হন্তা বলে জ্ঞাত হয়েছিলেন (বেদ), যেহেতু হে কুষ্ঠ! তোমাকে কাম্য অর্থাৎ কামের পুত্র সর্বৌষধিরূপে জ্ঞাত হয়েছিলেন, এবং যেহেতু তোমাকে যমের আস্য বা বদনের ন্যায় বদনশালী বসঃ নামক দেব জ্ঞাত হয়েছিলেন (বসঃ যম্ আৎস্যঃ), সেই কারণে তুমি সকল ব্যাধির নির্মোচক অর্থাৎ সকল ভেষজাত্মক (বিশ্বভেষজঃ অসি) ॥ ৯ ॥ হে কুষ্ঠ! ভূলোক অপেক্ষা দ্যুলোক নামক তৃতীয় লোক তোমার শির বলে কথিত (তৃতীয়কম্ শীর্যলোকম্)। (দ্যুলোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হলেও তৃতীয় লোক পর্যন্ত কুষ্ঠৌষধির ব্যাপ্তি)। কালব্যাপী তোমার অবস্থান অর্থাৎ সর্ব কালই তোমাকে অবলম্বন করে বিরাজিত (যঃ চ হায়নঃ)। (সে কীরকম? না—) সদন্দি, অর্থাৎ তুমি সদা রোগসমূহের খণ্ডয়িতা বা নিবারক। এই হেন মহিমোপেত তুমি সর্বতোব্যাপ্ত (বিশ্বধাবীর্যং) রোগসমূহকে (তক্মানং) অধঃপাতিত করে নিকৃষ্ট স্থানে প্রেরণ করো (অধরাঞ্চং পরা সুব), অর্থাৎ নাশ করো ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ঐতু দেবঃ' ইতি ষষ্ঠং সূক্তং। অস্য রাত্রীকল্পে কুষ্ঠধূপপ্রদানে পূর্বসূক্তসময় উক্তঃ ॥ (১৯কা. ৫অ. ৬সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি রাত্রিকল্পে কুষ্ঠধূপ প্রদানে পূর্ব সূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (১৯কা. ৫অ. ৬সূ.) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : মেধা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বৃহস্পতি, বিশ্বদেবগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, গায়ত্রী।]

যন্মে ছিদ্রং মনসো যচ্চ বাচঃ সরস্বতী মন্যুমন্তং জগাম।
বিশ্বৈস্তদ্ দেবৈঃ সহ সম্বিদানঃ সং দধাতু বৃহস্পতিঃ ॥ ১ ॥
মা ন আপো মেধাং মা ব্রহ্ম প্র মথিষ্টন।
সুষ্যদা যূয়ং স্যন্দধ্বমুপহূতোঽহং সুমেধা বর্চস্বী ॥ ২ ॥
মা নো মেধাং মা নো দীক্ষাং মা নো হিংসিষ্টং যৎ তপঃ।
শিবা নঃ শং সন্ত্বায়ুষে শিবা ভবন্তু মাতরঃ ॥ ৩ ॥
মা নঃ পীপরদশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী তমস্তিরঃ।
তামস্মে রাসতামিষম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ — আমার মনের যজ্ঞ-দান-ধ্যান ইত্যাদি ব্যাপারের (মে মনসঃ) যে ছিদ্র বা ছেদ আছে (যৎ ছিদ্রম্) অর্থাৎ ত্রুটি আছে; তথা মন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে যে ত্রুটি আছে (যৎ চ বাচঃ); তথা আমাদের মানসিক ধর্মসম্ভূত যে ক্রোধ বাক্যের মাধ্যমে ক্ষরিত হয়ে (সরস্বতী মন্যুমন্তম্) আমাদের পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র গমন করেছে (জগাম), অর্থাৎ সেই মানসিক বাক্যের ত্রুটি অবশ্য সন্ধাতব্য; উক্ত লক্ষণান্বিত সকল ত্রুটি মন্ত্রসমূহের বা বেদের পালক দেবতা বৃহস্পতি ইন্দ্র প্রমুখ দেববর্গের সাথে (বিশ্বৈঃ দেবৈঃ সহ) ঐকমত্য প্রাপ্ত হয়ে সন্ধান বা সংযুক্ত করুন (সন্ধিদানঃ সং দধাতু), অর্থাৎ সংশোধন করে দিন। (কেবল বৃহস্পতির দ্বারাই ছিদ্র বা ত্রুটি সন্ধান সম্ভব নয়, তাই অপরাপর সকল দেবতার আনুকূল্য অর্থাৎ ঐকমত্য আশা করা হচ্ছে) ॥ ১॥ হে জলদেবতাগণ (আপো)! তোমরা আমার অধীত বেদ ইত্যাদির ধারয়িত্রী বুদ্ধি ভ্রংশ করো না (মেধাং মা প্র মথিষ্টন); তথা আমার অধীত বেদ (ব্রহ্ম) ভ্রংশ করো না। অধিকন্তু আমার সম্বন্ধিত যে যে কর্ম বিশুষ্কতা প্রাপ্ত হয়েছে (শুষ্যৎ) সেই সেই কর্ম অভিলক্ষ্য করে তোমরা সর্বতো প্রবাহিত হও, অর্থাৎ আর্দ্র করো (আ স্যন্দধ্বং)। (বক্তব্য এই যে, আমার ত্রুটির ফলে যে যজ্ঞকর্মসমূহ বিফলতা লাভ করেছে, সেইগুলিকে সংশোধিত করে ফলপ্রদায়ী করো)। তোমাদের দ্বারা অনুগৃহীত আমি (উপহূতঃ অহং) উত্তম ধারয়িত্রী বুদ্ধি (সুমেধাঃ) লাভ করবো, অর্থাৎ আমার মেধা ভ্রংশিত না হয়ে, যেন সুমেধা লাভ ক'রি। তথা আমি ব্রহ্মতেজ লাভ করবো অর্থাৎ আমার মেধা ভ্রংশিত না হয়ে যেন সুমেধা লাভ করি। তথা ব্রহ্মতেজ লাভ করবো (বর্চস্বী), অর্থাৎ আমার অধীত বেদ ভ্রংশিত না হয়ে যেন ব্রহ্মতেজের সাথে যুক্ত হয় ॥ ২॥ হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা আমাদের অধীত-ধারণবুদ্ধি (মেধাং) বিনষ্ট করো না (মা নঃ হিংসিষ্টম্)। তথা নবনীতের দ্বারা আমাদের অঙ্গমর্দন, মুষ্টীকরণ, বাক্‌সংযমন, দণ্ড-মেখলা ইত্যাদি ধারণসাধ্য সংস্কারের (দীক্ষা) প্রতি হিংসান্বিত হয়ো না। এই রকম, আমাদের পয়োব্রত ইত্যাদিরূপ ক্লেশসহনাত্মক যে তপস্যা (যৎ তপঃ), তার প্রতি হিংসান্বিত হয়ো না; অর্থাৎ বিনাশ করো না। তথা জলদেবীগণ মঙ্গলকারিণী হয়ে (শিবাঃ) আমাদের আয়ুর অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের প্রশংসা করুন (নঃ শম্ সন্তু আয়ুষে)। তথা মাতৃবৎ হিতকারিণী বা জগতের নির্মাণকর্ত্রী মাতৃগণ (মাতরঃ) মঙ্গলদায়িনী হোন (শিবাঃ ভবন্তু) ॥ ৩॥ হে অশ্বিনী কুমারযুগল (অশ্বিনা)! সবকিছুর আবরক, অর্থাৎ সকল আচারবিচারের প্রতিবন্ধক অন্ধকার (তমঃ), যেন আমাদের আচ্ছন্ন করতে না পারে (মা পীপরৎ); কিন্তু সকল আচার বিচারের অনুকূল প্রকাশোপেতা রাত্রি (জ্যোতিষ্মতী) সেই অন্ধকারকে তিরস্কার করুক (তিরঃ), অর্থাৎ দূর করে দিক। সেই হেন (তাং) সকলের আকাঙ্ক্ষিত (ইযং) রাত্রি আমাদের (অস্মে) প্রদান করো (রাসতাম্— রাসাথাং)। (অর্থান্তরে 'ইষ' শব্দে সকলের ইষ্যমাণ অর্থাৎ কামনীয় অন্ন বোঝায়। জ্যোতিষ্মতী অর্থে প্রকাশবতী অর্থাৎ লোকে অন্নযুক্তের প্রকাশ বোঝায়। অথবা 'তমঃ' হলো দারিদ্র্যের নাম, 'তির', শব্দে তাহলে 'সব কিছুর তিরোধায়ক বুঝতে হবে) ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তস্য পবিত্রনাশনিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তে আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। তৎ উক্তং পরিশিষ্টে সমুচ্চয়প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে।—ইত্যাদি ॥ (১৯কা. ৫অ. ৭সূ.) ॥

টীকা — পবিত্র অর্থাৎ 'অর্ঘপাত্র বা উপবীত বা বেদমন্ত্র' ইত্যাদির কোন হানি ঘটলে প্রায়শ্চিত্তকরণে যে আজ্যহোমের প্রয়োজন হয়, তাতে এই সূক্ত মন্ত্রগুলি বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। পরিশিষ্টের সমুচ্চয়প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে এর নির্দেশ আছে। এইরকমে, হাত হতে উপযামের স্খলনেও আজ্যহোমে এই সূক্তের বিনিয়োগ

হয়ে থাকে (প. ৩৭।১৪)। শাখান্তরে চতুর্থ মন্ত্রটিতে 'যা নঃ পীপরৎ' পাঠান্তর পাওয়া যায় (ঋ. ১।৪৬।৬)॥ (১৯কা. ৫অ. ৭সূ.)॥

◆

অষ্টম সূক্ত : রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : তপঃ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদস্তপো দীক্ষামুপনিষেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা উপসন্নমন্ত ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — পূর্বে সৃষ্টির আদিতে (অগ্রে) অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা ঋষিগণ (ঋষয়ঃ) মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে (ভদ্রম্ ইচ্ছন্তঃ) স্বর্গলাভের উদ্দেশে তার সাধনের নিমিত্ত পয়োব্রত ইত্যাদি লক্ষণান্বিত তপস্যা (তপঃ), নবনীতাভ্যঙ্গ-মুষ্টীকরণ-বাক্‌সংযম-দণ্ডমেখলা ইত্যাদি ধারণ ইত্যাদি দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ রাজ্য (রাষ্ট্র), বল (সামর্থ্য) ও ওজঃ (তেজ) নিষ্পন্ন হয়েছিল (জাতং)। দেবগণ সেগুলি এই পুরুষে (অস্মৈ) উপনীত করেছিলেন (উপসন্নমন্ত), অর্থাৎ এই পুরুষের মধ্যে সংযোজিত করেছিলেন ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ভদ্রমিচ্ছন্তঃ' ইত্যেতদ্ অষ্টমং সূক্তং একর্চং। তৎ পাঠস্তু॥ (১৯কা. ৫অ. ৮সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত একটি ঋক্ সম্বলিত সূক্তটি প্রাচীনতম ঋষিবর্গের সাধনা ও তার ফলস্বরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্তির বিষয় কথিত হয়েছে। এটি পূর্ব সূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয় ॥ (১৯কা. ৫অ. ৮সূ.)॥

◆

নবম সূক্ত : ব্রহ্মযজ্ঞঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্ম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী।]

ব্রহ্ম হোতা ব্রহ্ম যজ্ঞা ব্রহ্মণা স্বরবো মিতাঃ।
অধ্বর্যুর্ব্রহ্মণো জাতো ব্রহ্মণোঽন্তর্হিতং হবিঃ ॥ ১॥
ব্রহ্ম স্রুচো ঘৃতবতীর্ব্রহ্মণা বেদিরুদ্ধিতা।
ব্রহ্ম যজ্ঞস্য তত্ত্বং চ ঋত্বিজো যে হবিষ্কৃতঃ। শমিতায় স্বাহা ॥ ২॥
অংহোমুচে প্র ভরে মনীষামা সুত্রাব্ণে সুমতিমাবৃণানঃ।
ইমমিন্দ্র প্রতি হব্যং গৃভায় সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ ॥ ৩॥
অংহোমুচং বৃষভং যজ্ঞিয়ানাং বিরাজন্তং প্রথমমধ্বরাণাম্।
অপাং নপাতমশ্বিনা হুবে ধিয় ইন্দ্রিয়েণ ত ইন্দ্রিয়ং দত্তমোজঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — ব্রহ্মই, অর্থাৎ জগতের উপাদানকারণ তত্ত্বই, যজ্ঞাঙ্গভূত হোতা নামক এককর্তৃত্ব উপাধিবিশিষ্ট সত্তা; (কারণ ব্রহ্মই আপন সৃষ্ট সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনিই পুরুষ, তিনিই স্ত্রী, তিনিই কুমার, তিনিই কুমারী। তিনি ব্যতীত আর কিছুই নেই। সুতরাং যজ্ঞের হোতা ইত্যাদি সকলই তিনি।·তৈ. আ. ৮।৬, শ্বে. ৪।৩)। তথা জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞসমূহও (যজ্ঞাঃ) ব্রহ্ম; (শ্রুতিতেও বলা হয়েছে 'ব্রহ্মৈব যজ্ঞা'। মুণ্ডক ২।১।৬)। এইরূপে, ব্রহ্মই স্বরসমূহকে অর্থাৎ ক্রুষ্ট ইত্যাদি সপ্ত স্বর ও উদাত্ত ইত্যাদি চারটি স্বরকে যজ্ঞে অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছেন (ব্রহ্মণা স্বরবো মিতাঃ), অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যেই উদ্গাতার ভাব বিরাজমান।—অথবা জ্যোতিষ্টোম ইতাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণকে স্বর্গে গমন করিয়েছেন। এইভাবে অধ্বর্যুও ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন (অধ্বর্যুঃ ব্রহ্মণঃ জাতঃ)। তথা যজ্ঞসাধনভূত চরু-পুরোডাশ-আজ্য-সোম ইত্যাদি লক্ষণ-সমন্বিত হবিঃ ব্রহ্মেই অন্তর্হিত বা অবস্থান করে থাকে (ব্রহ্মণঃ অন্তর্হিতং হবিঃ), অর্থাৎ ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হলেও হবিঃ মন্ত্রবর্ণিত সেই ব্রহ্মেই লীন হয়ে থাকে ॥ ১॥ হোমসাধনভূত জুহূ, উপভৃৎ ইত্যাদি ঘৃত প্রক্ষেপের যজ্ঞপাত্রসমূহও (স্রুচঃ) ব্রহ্ম, সেগুলি হোমের নিমিত্ত ঘৃতের দ্বারা পূর্ণ (ঘৃতবতীঃ)। ব্রহ্মই হবিঃসাধনের জন্য চুল্লী ইত্যাদি খননপূর্বক বেদি নির্মাণ বা সম্পাদন করেছেন (বেদিঃ উদ্ধিতা); এবং যজ্ঞের অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যাগের (যজ্ঞস্য) পারমার্থিক রূপ (তত্ত্বম্) হলেন ব্রহ্ম। (যেমন মৃত্তিকা হতে নির্মিত শরা ইত্যাদি মৃৎপাত্র সমুদয়ের উপাদান মৃত্তিকা, তেমনই ব্রহ্ম উপাদান হওয়ার কারণে সমগ্র প্রপঞ্চই ব্রহ্মময়)। ঋত্বিক্ প্রমুখ যাঁরা হবির কর্তা তাঁরা ব্যতিরিক্ত প্রতিপ্রস্থাতা ইত্যাদিও ব্রহ্মের তুল্য (যে চ হরিষ্কৃতঃ ঋত্বিজঃ শমিতায়—সম্মিতায়) অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন—এটাই বক্তব্য। সেই ব্রহ্মের বা সেই সকলের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি অর্পিত হোক (স্বাহা—স্বাহুতং অস্তু) ॥ ২॥ আমি পাপমোচক (অংহমুচে), সুতরাং পাপ হতে ত্রাণকারক (সুত্রাব্নে) ইন্দ্রকে শোভনমতিসম্পন্ন হয়ে বা তাঁর গুণাবলী উচ্চারণ করে (সুমতিম্ আবৃণানঃ) মনের সামর্থ্যানুসারে স্তুতি সম্পাদন করছি (প্র ভরে মনীষাম্ আ)। হে ইন্দ্র! তুমি এক্ষণে হব্য সমুদয় স্বীকার করো (প্রতি গৃভায়); যজমানের আয়ু ইত্যাদি বিষয়ের কামনা সত্য, অর্থাৎ পূর্ণ, হোক ॥ ৩॥ পাপমোচনকারী (অংহঃমুচম্); যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (যজ্ঞিয়ানাম্ বৃষভঃ), অর্থাৎ সকল দেবতার পালকত্বের নিমিত্ত তিনি বিনা সোম ইত্যাদি হবিঃ সংক্রান্ত যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় না, তাই দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব; যজ্ঞের মধ্যে (অধ্বরাণাং) মুখ্যরূপে বিশেষভাবে দীপ্যমান (প্রথমং বিরাজন্তং), অথবা যজ্ঞের আদিভূত; এই হেন মহানুভব ইন্দ্রের আহ্বান করছি (ইন্দ্রং হুবে)। অপিচ, জলের পাতয়িতা অর্থাৎ স্রষ্টা (অপাং নপাতং) অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারযুগলকে আহ্বান করছি (অশ্বিনা হুবে)। সেই অশ্বিনীকুমারযুগল ইন্দ্রের সামর্থ্যের দ্বারা তোমায় প্রকৃষ্টা বুদ্ধি (তে ধিয়ং), দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সামর্থ্য (ইন্দ্রিয়ং) ও বল (ওজঃ) প্রদান করুন (দত্তম্) ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ব্রহ্ম হোতা' ইতি নবমং সূক্তং॥ (১৯কা. ৫অ. ৯সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটিতে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'ব্রহ্মযজ্ঞ' নামে খ্যাত এই সূক্তটি ব্রহ্মযজ্ঞে বিনিয়োগ করা হয় ॥ (১৯কা. ৫অ. ৯সূ.) ॥

◆

দশম সূক্ত : ব্রহ্মা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : পংক্তি।]

যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
অগ্নির্মা তত্র নয়ত্বগ্নির্মেধা দধাতু মে। অগ্নয়ে স্বাহা ॥ ১॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
বায়ুর্মা তত্র নয়তু বায়ুঃ প্রাণান্ দধাতু মে। বায়বে স্বাহা ॥ ২॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
সূর্যো মা তত্র নয়তু চক্ষুঃ সূর্যো দধাতু মে। সূর্যায় স্বাহা ॥ ৩॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
চন্দ্রো মা তত্র নয়তু মনশ্চন্দ্রো দধাতু মে। চন্দ্রায় স্বাহা ॥ ৪॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
সোমো মা তত্র নয়তু পয়ঃ সোমো দধাতু মে। সোমায় স্বাহা ॥ ৫॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
ইন্দ্রো মা তত্র নয়তু বলমিন্দ্রো দধাতু মে। ইন্দ্রায় স্বাহা ॥ ৬॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
আপো মা তত্র নয়ত্বমৃতং মোপ তিষ্ঠতু। অদ্ভ্যঃ স্বাহা ॥ ৭॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ।
ব্রহ্মা মা তত্র নয়তু ব্রহ্মা ব্রহ্ম দধাতু মে। ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — সুকৃত ফলভোগের আশ্রয়স্বরূপ যেস্থানে (যত্র) সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত অথবা ব্রহ্ম-সম্পর্কিত কর্মবিষয়ে জ্ঞানবন্ত মহাত্মাগণ (ব্রহ্মবিদঃ) দণ্ড-কৃষ্ণাজিন-মেখলা ইত্যাদি ধারণাত্মিকা দীক্ষা ও পয়োব্রত ইত্যাদি নিয়মাত্মিকা তপস্যা সহ গমন করেন (যান্তি), সেই স্থানে (তত্র) অগ্নিদেব (অগ্নিঃ) আমাকে নীত করুন (মা নয়তু) এবং সেই নিমিত্ত অগ্নিদেব আমাতে মেধা অর্থাৎ সেই বিষয়ক প্রজ্ঞা প্রদান করুন (মে মেধা দধাতু)। সেই হেন অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক (অগ্নয়ে স্বাহা) ॥ ১॥ সুকৃত ফলভোগের আশ্রয়স্বরূপ যেস্থানে সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত মহাত্মাগণ দণ্ড-কৃষ্ণাজিন-মেখলা ইত্যাদি ধারণাত্মিকা দীক্ষা ও পয়োব্রত ইত্যাদি নিয়মাত্মিকা তপস্যা সহ গমন করেন, সেই স্থানে বায়ুদেব (বায়ুঃ) আমাকে নীত করুন এবং সেই নিমিত্ত আমাতে প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু স্থাপন করুন (মে প্রাণান দধাতু)। সেই হেন বায়ুর উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক (বায়বে স্বাহা) ॥ ২॥ যেস্থানে ব্রহ্মবিদ্‌বর্গ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে বা ব্রহ্মসম্পর্কিত কর্মবিষয়ে জ্ঞানবন্ত মহাত্মাগণ দীক্ষা অর্থাৎ দণ্ড-কৃষ্ণাজিন ইত্যাদি ধারণরূপ সংস্কার এবং তপস্যা অর্থাৎ ব্রতচর্যা সহ গমন করেন, সেই স্থানে সূর্যদেব (সূর্যঃ) আমাকে নীত করুন। সেই নিমিত্ত সূর্যদেব আমাতে চক্ষু স্থাপন করুন (মে চক্ষুঃ দধাতু)। সেই হেন সূর্যের উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ

সমর্পিত হোক (সূর্যায় স্বাহা) ॥ ৩ ॥ যেস্থানে ব্রহ্মবিদ্‌বর্গ দীক্ষা ও তপস্যা সহ গমন করেন, সেই স্থানে চন্দ্রদেব (চন্দ্রঃ) আমাকে নীত করুন এবং সেই নিমিত্ত আমাতে আহ্লাদজনক মন (স্থাপন করুন (মে মনঃ দধাতু)। সেই হেন চন্দ্রের উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক (চন্দ্রায় স্বাহা) ॥ ৪ ॥ যেস্থানে ব্রহ্মবিদ্‌বর্গ দীক্ষা ও তপস্যা সহ গমন করেন, সেই স্থানে অভিষূয়মাণ বল্লীরূপ বা ওষধীসমূহের রাজা সোম (সোমঃ) আমাকে নীত করুন। সোম আমাতে রসাত্মক জল স্থাপন করুন (মে পয়ঃ দধাতু)। সেই হেন সোমের উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক (সোমায় স্বাহা) ॥ ৫ ॥ যেস্থানে ব্রহ্মবিদ্‌বর্গ দীক্ষা ও তপস্যা সহ গমন করেন, সেই স্থানে দেবগণের পালক ইন্দ্রদেব (ইন্দ্রঃ) আমাকে নীত করুন। ইন্দ্রদেব আমাতে বল অর্থাৎ সামর্থ্য স্থাপন করুন। সেই হেন বলরূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক (ইন্দ্রায় স্বাহা) ॥ ৬ ॥ যেস্থানে ব্রহ্মবিদ্‌বর্গ দীক্ষা ও তপস্যা সহ গমন করেন, সেই স্থানে অমৃতময় জলরাশি বা জলের অভিমানী দেবতাগণ (আপঃ) আমাকে নীত করুন। জলদেবতাগণ আমাকে অমৃত প্রাপ্ত করান (মা অমৃতং উপ তিষ্ঠতু)। সেই হেন জলদেবতাগণের উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক (অদ্ভ্যঃ স্বাহা) ॥ ৭ ॥ যেস্থানে ব্রহ্মবিদ্‌বর্গ দীক্ষা ও তপস্যা সহ গমন করেন, সেই স্থানে জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সুবর্ণময় অণ্ড হতে জাত ব্রহ্মা আমাকে নীত করুন। সেই ব্রহ্মা আপন স্বরূপভূত বা শ্রুতি-অধ্যয়নের দ্বারা জায়মান তেজঃ আমাতে স্থাপন করুন (মে ব্রহ্ম দধাতু)। সেই হেন ব্রহ্মের উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ অর্পিত হোক (ব্রহ্মণে স্বাহা) ॥ ৮ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যত ব্রহ্মবিদঃ' ইতি দশমং সূক্তং॥ (১৯কা. ৫অ. ১০সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি 'ব্রহ্মা' নামে খ্যাত। এই সূক্তে তপোধন ও কর্মবান্ ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষগণের পুণ্যলোক প্রাপ্তি ও সেই পুণ্যলোকে যাত্রার নিমিত্ত স্তোতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। অগ্নি, সূর্য ইত্যাদি দেবগণের নিকট সেই প্রার্থনা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ॥ (১৯কা. ৫অ. ১০সূ.) ॥

◆

একাদশ সূক্ত : ভৈষজ্যম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : আঞ্জন, বরুণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, গায়ত্রী।]

আয়ুষোঽসি প্রতরণং বিপ্রং ভেষজমুচ্যসে।
তদাঞ্জন ত্বং শন্তাতে শমাপো অভয়ং কৃতম্ ॥ ১ ॥
যো হরিমা জায়ান্যোঽঙ্গভেদো বিসল্পকঃ।
সর্বং তে যক্ষ্মমঙ্গেভ্যে বহির্নির্হন্ত্বাঞ্জনম্ ॥ ২ ॥
আঞ্জনং পৃথিব্যাং জাতং ভদ্রং পুরুষজীবনম্।
কৃণোত্বপ্রমায়ুকং রথজূতিমনাগসম্ ॥ ৩ ॥
প্রাণ প্রাণং ত্রায়স্বাসো অসবে মৃড়।
নির্ঋতে নির্ঋত্যা নঃ পাশেভ্যো মুঞ্চ ॥ ৪ ॥

সিন্ধোর্গর্ভোঽসি বিদ্যুতাং পুষ্পম্।
বাতঃ প্রাণঃ সূর্যশ্চক্ষুর্দিবস্পয়ঃ ॥ ৫ ॥
দেবাঞ্জন ত্রৈককুদং পরি মা পাহি বিশ্বতঃ।
ন ত্বা তরন্ত্যোষধয়ো বাহ্যাঃ পর্বতীয়া উত ॥ ৬ ॥
বীদং মধ্যমবাসৃপদ্ রক্ষোহামীবচাতনঃ।
অমীবাঃ সর্বাশ্চাতয়ন্ নাশয়দভিভা ইতঃ ॥ ৭ ॥
বহ্বীদং রাজন্ বরুণানৃতমাহ পুরুষঃ।
তস্মাৎ সহস্রবীর্য মুঞ্চ নঃ পর্যংহসঃ ॥ ৮ ॥
যদাপো অঘ্ন্যা ইতি বরুণেতি যদূচিম।
তস্মাৎ সহস্রবীর্য মুঞ্চ নঃ পর্যংহসঃ ॥ ৯ ॥
মিত্রশ্চ ত্বা বরুণশ্চানুপ্রেয়তুরাঞ্জন।
তৌ ত্বানুগত্য দূরং ভোগায় পুনরোহতুঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে আঞ্জন! তুমি শতসম্বৎসরকাল পর্যন্ত আয়ুর প্রাপণকারী অর্থাৎ প্রবর্ধক (আয়ুষঃ প্রতরণং অসি), তুমি প্রীতকরী বা বিপ্রবৎ শুদ্ধ (বিপ্রং), তুমি সকল ব্যাধির নিদানভূত ঔষধ (ভেষজং) বলে উক্ত হয়েছো। সেই কারণে (তৎ), হে আঞ্জন! হে মঙ্গলস্বরূপ (শন্তাতে)! হে উদকলক্ষণ আঞ্জন! তুমি ও জলদেবতাগণ আমায় সুখ (শং) ও ভয়রাহিত্য (অভয়ং) দান করো (কৃতং) ॥ ১ ॥ শরীরে হরিৎবর্ণকারক পাণ্ডু নামে অভিহিত যে অতিপ্রবৃদ্ধ অর্থাৎ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি (হরিমা জায়ান্যঃ), তথা বাত ইত্যাদি জনিত অবয়ববিশ্লেষরূপ অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এমন যন্ত্রণাপ্রদ যে ব্যাধি (অঙ্গভেদঃ), তথা জানুর নিম্নে প্রায়ই নানারকম প্রসরণশীল যে ব্রণ অর্থাৎ স্ফোটক জাত হয় (বিসর্পকঃ—বিসল্পকঃ), হে আঞ্জনমণির ধারক পুরুষ! এই আঞ্জন সেই সকল ক্ষয়কারক ব্যাধি (সর্বং যক্ষ্মম্) তোমার দেহ হতে (তে অঙ্গেভ্যঃ) পৃথক করে নিরন্তর নাশ করুক (বহিঃ নিঃ হন্তু) ॥ ২ ॥ ভূমিতে উৎপন্ন (পৃথিব্যাৎ জাতং), কল্যাণরূপী (ভদ্রং), আপন-ধারক অর্থাৎ আঞ্জনধারী পুরুষের জীবয়িতৃ (পুরুষজীবনং) আঞ্জন আমাকে অমরণশীল (অপ্রমায়ুকম্) করুক; তথা রথবৎ বেগগামী বা রথবন্ত করুক (রথজূতিম্) এবং আমাকে পাপহীন (অনাগসম্) করুক (কৃণোতি) ॥ ৩ ॥ হে প্রাণস্বরূপ আঞ্জন! তুমি আমার প্রাণকে রক্ষা করো (প্রাণং ত্রায়স্ব), অর্থাৎ অকালে যাতে অপগত না হয়ে যায়, তেমন করো! হে অসুরূপ আঞ্জন (অর্থাৎ প্রাণ-অপান ইত্যাদি পঞ্চ বায়ুরূপ আঞ্জন)! তুমি পঞ্চবায়ুর নিমিত্ত আমাকে সুখী করো (অসবে মৃড়)। হে নির্ঋতি (অর্থাৎ পাপদেবতা নির্ঋতিরূপ আঞ্জন)! তুমি নির্ঋতির পাশবন্ধন হতে আমাকে মুক্ত রেখো (পাশেভ্যঃ মুঞ্চ) ॥ ৪ ॥ হে আঞ্জন! তুমি বাহ্যবায়ুরূপ প্রাণ (বাতঃ), এতএব আমার প্রাণবায়ু সমূহকে রক্ষা করো। তথা, তুমি সূর্যাত্মক চক্ষুরিন্দ্রিয় (সূর্যঃ চক্ষুঃ), অতএব চক্ষুকে রক্ষা করো। (শ্রুতি অনুসারে বায়ু প্রাণভূত হয়ে নাসিকায় প্রবিষ্ট হয়ে সর্বদেহে ব্যাপ্তি লাভ করে এবং আদিত্য চক্ষুভূত হয়ে সর্বদর্শনের কারক হয়)। তথা, (হে আঞ্জন!) তুমি দ্যুলোকের সারভূত জলস্বরূপ (দিবঃ পয়ঃ)। তুমি (হে আঞ্জন!) সমুদ্রের গর্ভস্বরূপ বা গর্ভস্থানীয় (সিন্ধোঃ গর্ভঃ) ও বিদ্যুতের পুষ্প (বিদ্যুতাম্ পুষ্পং) অর্থাৎ বৃষ্টির জলস্বরূপ ॥ ৫ ॥ হে আঞ্জন! তুমি ত্রৈকুদ, অর্থাৎ স্বয়ং তিনটি শিখরবিশিষ্ট ত্রিককুৎ বা নামান্তরে ত্রিকূট বা চিত্রকূট নামক পর্বতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং আঞ্জনরূপে

দেবতাগণের দ্বারা স্বরক্ষার্থে বা প্রাণীগণের উপকারার্থে সৃষ্ট হওয়ায় আমাকে সর্বতঃ রক্ষা করো (দেব আঞ্জন মাং বিশ্বতঃ পরি পাহি)। তুমি বাহ্যা বা পর্বতবাহ্যা, অর্থাৎ পর্বতব্যতিরিক্তস্থলে উৎপন্ন ওষধিসমূহ লঙ্ঘন বা অতিক্রম করতে পারে না (ন তরন্তি); এমন কি, অন্য পর্বতে উদ্ভব (উত পর্বতীয়া) অর্থাৎ হিমালয়-বিন্ধ্য ইত্যাদি পর্বতজাত ওষধিসমূহও তোমা অপেক্ষা ন্যূনবীর্য হওয়ার কারণে তোমাকে অতিক্রম করতে পারে না ॥ ৬॥ এই আঞ্জন রাক্ষসগণের বিঘাতক (রক্ষোহা) এবং রোগসমূহের নাশক (অমীবচাতনঃ); অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান যা কিছু আছে, পর্বতের নিম্নে গমন পূর্বক, তার সব কিছুর মধ্যে বা প্রতিটি পদার্থে ব্যাপ্ত হতে সমর্থ। (গমন পূর্বক কি করে? না—) যে যে রোগ দেহাভ্যন্তরে নানাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে অবস্থিত আছে, তাদের সবগুলিকে বিনাশ করে (সর্বাঃ অমীবাঃ চাতয়ৎ)। (পুনরায় কি করে? না—) সকল রোগ ইত্যাদিকে তিরস্কার পূর্বক নাশ করে থাকে (অভিভাঃ ইতো নাশয়ৎ) ॥ ৭॥ হে প্রাণীগণের শিক্ষাকর্তা রাজা বরুণ! মনুষ্য (পুরুষঃ) ইদানীং (ইদং) প্রাতঃ প্রভৃতি হতে শয়নকাল পর্যন্ত অপরিমিত মিথ্যা কথা বলে থাকে (বহু অনৃতং আহ), সেই মিথ্যাকে বা মিথ্যাভাষণকে তুমি ক্ষমা করো, অর্থাৎ তার জন্য শিক্ষা বা শাস্তি দিয়ো না। হে সহস্রবীর্যশালী আঞ্জনৌষধি! তুমি আমাদের (নঃ) মিথ্যাভাষণের কারণজনিত পাপ হতে (অংহসঃ) সর্বতো মুক্ত করো (পরি মুঞ্চ) ॥ ৮॥ হে জলরাশি (আপঃ)! তোমরা সাক্ষী থেকো (যৎ ঊচিম—জানীধ্বে); হে অঘ্ন্যা, অর্থাৎ অহন্তব্য গাভীগণ! তোমরা আমার চিত্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হও (যৎ ঊচিম—জানীধ্ব)। তথা, হে বরুণ! তুমি জ্ঞাত আছো (যৎ ঊচিম—জানাসীতি)। হে সহস্রবীর্যশালী অর্থাৎ অপরিমিত সামর্থ্যসম্পন্ন ত্রিককুৎ-আঞ্জন! তুমি আমাদের সেই সকল পাপ হতে সর্বতো মুক্ত করো ॥ ৯॥ হে আঞ্জনাখ্য ওষধি!তোমাকে দিবা ও রাত্রির অভিমানী মিত্রদেব ও বরুণদেব উভয়ে দ্যুলোক হতে ভূলোকে আগত হয়ে কোনও কারণে বিমুখ হয়ে গমনোন্মুখ তোমায় অনুসরণ করেছিলেন (অনুপ্রেয়তুঃ)। সেই মিত্র-বরুণ (তৌ) দূর পর্যন্ত তোমার অনুগমন করে (ত্বা দূরং অনুগত্য) প্রাণীগণের উপভোগের নিমিত্ত পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত করিয়েছেন ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আয়ুষোসি' ইতি একাদশং সূক্তং। অনেন সূক্তেণ উত্তরেণ চ.... নৈর্ঋত্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ আঞ্জনমণিং অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। উক্তং হি নক্ষত্রকল্পে।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৫অ. ১১সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি নক্ষত্রকল্পের (১৭, ১৯) বিধান অনুসারে নৈর্ঋতি নামক মহাশান্তি যাগে আঞ্জনমণি অভিমন্ত্রিত পূর্বক ধারণে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এর পরবর্তী সূক্তটিও ঐ একই উদ্দেশ্যে একই রকমভাবে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৫অ. ১১সূ.) ॥

◆

দ্বাদশ সূক্ত : আঞ্জনম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : আঞ্জন, অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী।]

ঋণাদৃণমিব সন্নয়ন্ কৃত্যাং কৃত্যাকৃতো গৃহম্।
চক্ষুর্মন্ত্রস্য দুর্হার্দঃ পৃষ্টীরপি শৃণাঞ্জন ॥ ১॥

যদস্মাসু দুষ্বপ্ন্যং যদ্ গোষু যচ্চ নো গৃহে।
অনামগস্তং চ দুর্হার্দঃ প্রিয়ঃ প্রতি মুঞ্চতাম্ ॥ ২॥
অপামূর্জ ওজসো বাবৃধানমগ্নের্জাতমধি জাতবেদসঃ।
চতুর্বীরং পর্বতীয়ং যদাঞ্জনং দিশঃ প্রদিশঃ করদিচ্ছিবাস্তে ॥ ৩॥
চতুর্বীরং বধ্যত আঞ্জনং তে সর্বা দিশো অভয়াস্তে ভবন্তু।
ধ্রুবস্তিষ্ঠাসি সবিতেব চার্য ইমা বিশো অভি হরন্তু তে বলিম্ ॥ ৪॥
আক্ষ্বৈকং মণিমেকং কৃণুষ্ব স্নাহ্যেকেনা পিবৈকমেষাম্।
চতুর্বীরং নৈর্ঋতেভ্যশ্চতুর্ভ্যো গ্রাহ্যা বন্ধেভ্যঃ পরি পাত্বস্মান্ ॥ ৫॥
অগ্নির্মাগ্নিনাবতু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চসে ওজসে
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ৬॥
ইন্দ্রো মেন্দ্রিয়েণাবতু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চস ওজসে।
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ৭॥
সোমো মা সৌম্যেনাবতু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চস ওজসে।
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ৮॥
ভগো মা ভগেনাবতু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চস ওজসে।
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ৯॥
মরুতো মা গণৈরবন্তু প্রাণায়াপানায়ায়ুষে বর্চস ওজসে।
তেজসে স্বস্তয়ে সুভূতয়ে স্বাহা ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — লোকজগতে যেমন কোনও ধনীর হস্ত হতে গৃহীত ঋণ ভয়পূর্বক তার হস্তে প্রত্যর্পণ করতে হয় অথবা ঋণদাতার (উত্তমর্ণের) নিকট হতে গৃহীত ঋণ যেমন ঋণগ্রহীতা (অধমর্ণ) তারই হস্তে প্রত্যর্পণ করে থাকে, তেমনই (ঋণাৎ ঋণম্ ইব) আভিচারিক ক্রিয়ার (কৃত্যাং) পীড়াদানের নিমিত্ত পিশাচ ইত্যাদি অপদেবতাকে উৎপাদিত করে (কৃত্যাকৃতঃ) উদ্দিষ্ট ব্যক্তির (বা আমার) প্রতি (গৃহং) সম্যক্ প্রেরণ (সন্নয়ন) করা হলে, হে আমার চক্ষুর মিত্রবৎ (চক্ষুঃ মন্ত্রস্য—মিত্রস্য) বা আদিত্যের ন্যায় চক্ষুস্থানীয় আঞ্জন! তুমি দুষ্টহৃদয়সম্পন্ন সেই অভিচারী শত্রুদের (দুর্হার্দঃ) পার্শ্বের অস্থিসমূহ অর্থাৎ পঞ্জরগুলিও (পৃষ্টীঃ অপি) ভগ্ন করো (শৃণ) ॥ ১॥ ভ্রাতা-পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় আমাদের (অস্মাসু) যে দুঃস্বপ্ন জনিত দুঃখ (যৎ দুঃস্বপ্ন্যং), আমাদের গো সম্পর্কিত যে দুঃস্বপ্নজনিত দুঃখ (যৎ গোষু), আমাদের গৃহস্থ দাসদাসী ইত্যাদি সম্পর্কীয় যে দুঃস্বপ্নজনিত দুঃখ (যৎ চ নঃ গৃহে), দুষ্টচিত্তশালী (দুর্হার্দঃ) অপ্রিয় অর্থাৎ আমাতে দ্বেষকারী শত্রুর প্রতি লৌহনির্মিত অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করাও। অর্থাৎ উপর্যুক্ত দুঃখসমূহ তাদের প্রাপ্য হোক ॥ ২॥ জলের রসভূত বা সারভূত (অপাম্ ঊর্জঃ), অতএব বলের বর্ধনকারী (ওজসঃ ববৃধানম্); প্রাপ্ততেজোলক্ষণ ধনসমূহের অধিপতি অগ্নি হতে জাত (জাতবেদসঃ অগ্নে জাতম্ অধি); চতুর্দিকে বিক্রান্ত অর্থাৎ সর্বতো অকুণ্ঠিতশক্তি (চতুঃ বীরম্) বা চারিটি পুত্র যার, সেই পুত্রচতুষ্টয়াখ্য ফলদাতা; পর্বতে উৎপন্ন অর্থাৎ ত্রিককুৎ নামক পর্বতে জাত যে মহানুভাব আঞ্জন (পর্বতীয়ম্ যৎ আ অঞ্জনং), তা (তে) অপ্রধান দিক্‌গুলি ও পূর্ব ইত্যাদি প্রকৃষ্ট দিক্‌সমূহ (দিশঃ প্রদিশঃ) সুখপ্রদায়ক করুক (শিবাঃ

করৎ) ॥ ৩ ॥ হে রক্ষাফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষ! তোমার পুত্রচতুষ্টয়াখ্য ফলদাতা বা তোমার চতুর্দিকে বীর্যোপেত অঞ্জনমণিরূপ ঔষধি বন্ধন করা হচ্ছে (তে চতুর্বীরং আঞ্জনং বধ্যতে)। (তার ফল কি?—না) এই মণি ধারণে তোমার সকল দিক্ ভয়রহিত হয়ে যাক (তে সর্ব দিশঃ অভয়া ভবন্তু), অর্থাৎ সর্বত্র অভয় ফল লব্ধ হবে। অধিকন্তু, হে স্বামিন্ (আর্য)! নির্ভয় তুমি সূর্যের ন্যায় (সবিতা ইব) সব কিছু প্রকাশিত করে স্থির হয়ে অবস্থান করো (ধ্রুবঃ তিষ্ঠাসি)। সূর্যের ন্যায় অতি তেজস্বী হয়ে চিরকাল অবস্থিত তোমাকে (ইমাঃ) সকল প্রজা (বিশঃ) হিরণ্য-রজত-মণি-মুক্তা-হস্তী-অশ্ব ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পদার্থময়ী বলি অর্থাৎ পূজোপহার বা রাজস্ব সর্বতঃ সমর্পণ করুক (অভি হরন্তু) ॥ ৪ ॥ হে পুরুষ! একটি আঞ্জন চক্ষে ধারণ করো (একং আ অঙ্ক্ষ্ব), তথা একটি আঞ্জন বন্ধনের নির্মিত মণি করো (মণিম্ একম্ কৃণুষ্ব), তথা একটি আঞ্জনের দ্বারা স্নান করো (স্নাহি একেন), তথা একটিকে পান করো (আ পিব একম্ এবাম্)। (তিন পর্বতের ককুৎ হতে উৎপন্ন তিন আঞ্জনের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ প্রয়োজনে প্রযোজিতব্য সেই বিচার-বিবেচনা না করে অসংকোচে সেগুলির ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে)। এই আঞ্জন চতুর্দিক্ ব্যাপী বীর্যোপেত (চতুর্বীরং) অর্থাৎ সর্বতঃ অকুণ্ঠিতশক্তি। এই হেন গ্রহণীয় (গ্রাহ্যা) আঞ্জনময় ওষধি সমুদায় চারিদিকে ব্যাপ্ত পাপদেবতা নির্ঋতি সম্বন্ধীয় বন্ধন হতে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুক (নৈর্ঋতেভ্যঃ বন্ধেভ্যঃ অস্মান্ পরি পাতু) ॥ ৫ ॥ অগ্রণীত্ব গুণসম্পন্ন অর্থাৎ সকল যজ্ঞে সর্বাগ্রে আহূত অগ্নিদেব, অথবা পাবক ইত্যাদি গুণোপেত আপন অপর মূর্তিধারী অগ্নিসমভিব্যাহারে স্বয়ং অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন (অগ্নিঃ অগ্নিনা মা অবতু)। প্রাণ, অপান ইত্যাদি পঞ্চপ্রাণের লাভের নিমিত্ত; আয়ুর বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রাণ ইত্যাদির সিদ্ধির নিমিত্ত (আয়ুষে), শ্রুতি-অধ্যয়ন জনিত তেজের নিমিত্ত; ওজঃ অর্থাৎ বল বা শরীরকান্তি লাভের নিমিত্ত; মঙ্গল লাভের নিমিত্ত (স্বস্তয়ে) এং শোভন সম্পদ লাভের নিমিত্ত (সুভূতয়ে)—সেই হেন অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক স্বাহা) ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রদেব আমাকে (মা) ইন্দ্রত্বসম্পাদক অসাধারণ ধর্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দার্ঢ্যত্বের দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন (ইন্দ্রঃ মা ইন্দ্রিয়েন অবতু)। প্রাণ, অপান, আয়ুর্বৃদ্ধি, তেজঃ, ওজঃ, ও মঙ্গল ও শোভন সম্পদ লাভের নিমিত্ত অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক ॥ ৭ ॥ সোমদেব আমাকে সোমত্বসম্পাদক ধর্মের দ্বারা, অর্থাৎ জগতের তৃপ্তি বিধায়ক সুকৃতির দ্বারা রক্ষা করুন (সোমো মা সৌম্যেন অবতু)। প্রাণ, অপান, আয়ুর্বৃদ্ধি, তেজঃ, ওজঃ, মঙ্গল ও শোভন সম্পদ লাভের নিমিত্ত সোমের উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক ॥ ৮ ॥ ভগদেব আমাকে ভগত্বসম্পাদক ধর্মের দ্বারা, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য-বীর্য-শ্রী-যশ-জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ সুকৃতির দ্বারা রক্ষা করুন (ভগো মা ভগেন অবতু)। প্রাণ, অপান, আয়ুর্বৃদ্ধি, তেজঃ, ওজঃ, মঙ্গল ও শোভন সম্পদ লাভের নিমিত্ত ভগদেবের উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক ॥ ৯ ॥ মরুৎ দেবতাগণ অর্থাৎ রুদ্রের পুত্রত্বের দ্বারা পরিগৃহীত ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক দেববর্গ আপন গণসমূহের দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন (মরুতঃ মা গণৈঃ অবন্তু)। প্রাণ, অপান, আয়ুর্বৃদ্ধি, তেজঃ, ওজঃ, মঙ্গল ও শোভন সম্পদ লাভের নিমিত্ত মরুৎ দেবতার উদ্দেশে স্বাহা সহকারে এই হবিঃ সমর্পিত হোক ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ঋণাদৃণমিব' ইতি দ্বাদশসূক্তস্য আঞ্জনমণিবন্ধনে পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (১৯কা. ৫অ. ১২সূ.) ॥

টীকা — পূর্ববর্তী সূক্তের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ উক্ত হয়েছে। বর্তমান সূক্তটির সাহায্যে আভিচারিক আক্রমণের প্রতিকার করা হয়ে থাকে ॥ (১৯কা. ৫অ. ১২সূ.) ॥

◆ ◆

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অস্তৃতমণিঃ

[ঋষি : প্রজাপতি। দেবতা : অস্তৃতমণি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, শক্করী, পংক্তি, জগতী, বিরাট ইত্যাদি।]

প্রজাপতিষ্ট্বা বধ্নাৎ প্রথমমস্তৃতং বীর্যায় কম্।
তৎ তে বধ্নাম্যায়ুষে বর্চস ওজসে চ বলায় চাস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ১॥
ঊর্ধ্বস্তিষ্ঠতু রক্ষন্নপ্রমাদমস্তৃতেমং মা ত্বা দভন্ পণয়ো যাতুধানাঃ।
ইন্দ্র ইব দস্যূনব ধূনুষ্ব পৃতন্যতঃ সর্বাংছত্রূন্ বি যহস্বাস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ২॥
শতং চ ন প্রহরন্তো নিঘ্নন্তো ন তস্তিরে।
তস্মিন্নিন্দ্রঃ পর্যদত্ত চক্ষুঃ প্রাণমথো বলমস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৩॥
ইন্দ্রস্য ত্বা বর্মণা পরি ধাপয়ামো যো দেবানামধিরাজো বভূব।
পুনস্ত্বা দেবাঃ প্র ণয়ন্তু সর্বেঽস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৪॥
অস্মিন্ মণাবেকশতং বীর্যাণি সহস্রং প্রাণা অস্মিন্নস্তৃতে।
ব্যাঘ্রঃ শত্রূনভি তিষ্ঠ সর্বান্ যস্ত্বা পৃতণ্যাদধরঃ সো অস্ত্বস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৫॥
ঘৃতাদুল্লুপ্তো মধুমান্ পয়স্বান্‌ৎ সহস্রপ্রাণঃ শতযোনির্বয়োধাঃ।
শম্ভূশ্চ ময়োভূশ্চোর্জস্বাংশ্চ পয়স্বাংশ্চাস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৬॥
যথা ত্বমুত্তরোঽসো অসপত্নঃ সপত্নহা।
সজাতানামসদ্ বশী তথা ত্বা সবিতা করদস্তৃতস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — প্রজাপতিদেব অর্থাৎ প্রজাগণের পালক ও সর্ব জগতের বিধাতা, সৃষ্টির আদিতে (প্রথমং) অস্তৃত নামক অর্থাৎ অপরের প্রতিবন্ধরহিত মণি ধারণ করেছিলেন (ত্বা বধ্নাৎ); বা অতিশয় প্রভাবত্বের নিমিত্ত অস্তৃত নামে খ্যাত ত্রিবৃৎমণি ধারণ করেছিলেন। (কি নিমিত্ত ? না—) বীর্যায় অর্থাৎ পরাভিভবন সামর্থ্য লাভের নিমিত্ত। হে মণিধারক! আমি (অর্থাৎ পুরোহিত) তোমার অঙ্গে সেই অস্তৃতাখ্য মণি বন্ধন করে দিচ্ছি (বধ্নামি)। (কি নিমিত্ত? না—) আয়ু লাভের জন্য (আয়ুষে) অর্থাৎ চিরকাল জীবন ধারণের জন্য, দীপ্তি লাভের জন্য (বর্চসে), শারীরিক বল লাভের জন্য (ওজসে), ভৃত্য ইত্যাদি সমৃদ্ধি রূপ বাহ্য বল প্রাপ্তির জন্য (বলায়)। এই অস্তৃত নামক মণি তোমাকে সর্বতঃ পালন করুক (অস্তৃতঃ ত্বা অভি রক্ষতু)। অর্থাৎ পূর্বে প্রজাপতি কর্তৃক ধারিত এই মণি, ইদানীং ধার্যমাণ তোমাকে শত্রুর প্রতিবন্ধরহিত ও পরের উপদ্রব-নির্হারক করুক ॥ ১॥ হে অস্তৃতাখ্য মণি! তুমি অনবধানতাবশতঃ না হয়ে অর্থাৎ সাবধান হয়ে (অপ্রমাদম্) তোমার ধারণকারীকে (ইমং) রক্ষা বা পালন করো (রক্ষন) এবং সর্বদা উন্মুখ হয়ে অর্থাৎ জাগ্রত হয়ে

অবস্থান করো (ঊর্ধ্বঃ তিষ্ঠতু)। (এইবার মণির পক্ষেও শত্রুকৃত বাধা পরিহার আশা করা হচ্ছে)—হে অস্তৃতমণি! তোমাতে (ত্বা) যাতনা-বিধানকারী রাক্ষসগণ (যাতুধানাঃ) এবং সেইরকম পণি নামক অসুররবর্গ (পণয়ঃ) যেন হিংসা করতে না পারে (মা দভন্)। অধিকন্তু, ইন্দ্রদেব যেমন শত্রুদের বিনাশকারী, (ইন্দ্র ইব) সেইরকমে তুমিও শত্রুবর্গকে (দস্যূন) অবাঙ্মুখে কম্পিত করো, অর্থাৎ পাদপ্রহার ইত্যাদির দ্বারা পশ্চাতে পাতিত করো (অব ধূনুষ্ব); কেবল তাদেরই নয়, সংগ্রামেচ্ছু সকল শত্রুদেরও বিশেষভাবে পরাভূত করো (পৃতন্যতঃ সর্বান্ শত্রূন্ বি সহস্ব)। হে মণিধারক! এই হেন পরাভিভবন-সমর্থ ত্রিবৃতাখ্য নামান্তরে অস্তৃতাখ্য মণি তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুক (অস্তৃতঃ ত্বা অভি রক্ষতু) ॥ ২॥ শত শত অর্থাৎ অপরিমিত শত্রুবর্গ শস্ত্র ইত্যাদিকৃত বাধায় এই অস্তৃত মণিকে বিনাশ করতে পারে না, অথবা প্রকর্ষের সাথে শস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা মারণ বা হিংসা করতে পারে না (ন প্রহরন্তো নিঘ্নন্তঃ) এবং আচ্ছাদিত করতে পারে না (ন তস্তিরে)! শত্রু কর্তৃকও সর্বতো অনাবৃত ও অহিংসিত এই অস্তৃতাখ্য মণির মধ্যে ইন্দ্রদেব চক্ষু অর্থাৎ শত্রুদর্শনসামর্থ্য, প্রাণসামর্থ্য ও বীর্য পরিপূরিত করেছেন (পরি যৎ) অর্থাৎ স্থাপন করেছেন। হে মণিধারক! এই হেন অস্তৃতাখ্য মণি তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুক ॥ ৩॥ হে অস্তৃত মণি! তোমাকে (ত্বা) সেই ইন্দ্রের কবচের দ্বারা (বর্মণা) সর্বতোভাবে আবৃত করছি (পরি ধাময়ামো), যে ইন্দ্র দেবগণের অর্থাৎ দ্যোতমান দ্যু-লোকের সকল শ্রেষ্ঠসমুহের অধিপতি (যঃ দেবানাম্ অধিরাজঃ বভুব)। অধিকন্তু, হে মণি! ইন্দ্রবর্মাচ্ছাদিত তোমাকে (ত্বা) ইন্দ্র কর্তৃক পালিত সকল দেবগণ (দেবাঃ) আপন আপন কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় আপন আপন কবচরূপে ধারণ পূর্বক লাভ করুক (প্র নয়ন্তু)। এইভাবে, ইন্দ্রবর্ম-পরিহিত সকল দেবতার অনুগৃহীত এই অস্তৃত-মণি ধারকরূপী তোমাকে (ত্বা) সর্বতো রক্ষা করুক (অভি রক্ষতু) ॥ ৪॥ এই মণিতে শতক্রতু ইন্দ্রের সম্বন্ধিনী শতসংখ্যক বীর্য বা সামর্থ্য এবং আপন একসংখ্যক বীর্য বা সামর্থ্য (অর্থাৎ সাকুল্যে একশত এক সংখ্যক সামর্থ্য) বিদ্যমান আছে (অস্মিন্ মণৌ একোত্তরং শতং), তথা এই অস্তৃতাখ্য মণি অপরের দ্বারা অহিংসিত ও সর্বদেবতার অনুগৃহীত হওয়ার কারণে এতে অপরিমিত (সহস্রম্) বলের হেতুভূত প্রাণ (প্রাণাঃ) সম্পাদিত হয়েছে। এই হেন বীর্য ও বলোপেত, হে মণি! তুমি ব্যাঘ্রের ন্যায় অথবা প্রবল ঘ্রাণশক্তিপরায়ণ হয়ে শত্রুর অভিমুখে অবস্থান করো, অর্থাৎ তাদের আক্রমণে সমর্থ হও (ব্যাঘ্রঃ শত্রূন্ অভি তিষ্ঠ)। যে সকল শত্রু তোমার প্রতি (যঃ ত্বা) যুদ্ধ বা হিংসা ইচ্ছা করে, সেই শত্রুদের নিকৃষ্টভাবে পরাজিত করো (পৃতন্যাৎ অধরঃ)। হে মণিধারক! এই অস্তৃতাখ্য মণি তোমাকে সর্বতো রক্ষা করুক ॥ ৫॥ আজ্যের দ্বারা উপরিভাগে লিপ্ত (ঘৃতাৎ উৎলুপ্তঃ), মধু ও ক্ষীরে লিপ্ত-সর্বাঙ্গ (মধুমান্ পয়স্বান), সর্ব দেবতার অনুগৃহীত হওয়ার কারণে অপরিমিত বলে বলীয়ান্ (সহস্রপ্রাণঃ), ইন্দ্রবর্ম-পরিহিতত্বের কারণে শতসংখ্যক বীর্যোপেত (শতযোনিঃ) অর্থাৎ শত্রুসঙ্গমননিমিত্ত বা শত্রুবিয়োজন-সাধনের সামর্থ্যযুক্ত, মণিধারক পুরুষের অন্নের ধারণকারী (বয়োধাঃ), সুখের উৎপাদক (শম্ভুঃ), শারীরিক ও পুত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত আনন্দের ভাবয়িতা (ময়োভুঃ), (অথবা সকল উপদ্রবের নিবারক ও ইষ্টপ্রাপ্তি-কারক) এবং অন্নের দাতা (ঊর্জস্বান) ও ক্ষীর ইত্যাদির প্রদাতা—এই হেন গুণবিশিষ্ট অস্তৃত নামক মণি, হে মণিধারক! তোমাকে সর্বতো পালন করুক ॥ ৬॥ (এই মন্ত্রে সবিতাদেবের আনুকূল্যে মণিধারক পুরুষের সর্বোত্তরত্ব ও শত্রুধর্ষণসামর্থ্য আশা করা হচ্ছে)—হে মণিধারক (সাধক) পুরুষ! তুমি (ত্বম্) যাতে (যথা)

সর্বোত্তরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হও (উত্তরঃ); তুমি যাতে শত্রুবিহীন হও (অসপত্নঃ); যদি বা তোমার কোন শত্রু থাকে তো তুমি যাতে তাদের বিনাশক হও (সপত্নহা); তোমার সমানজাত পুরুষবর্গের মধ্যে যারা অসৎ, তারাও যাতে তোমার বশীভূত হয় অর্থাৎ যাতে তারাও তোমার সেবা করে; সর্বপ্রেরক সবিতাদেব তোমাকে তেমন করুন (ত্বা সবিতা করৎ)। হে মণিধারক! এই অস্তৃতাখ্য মণি তোমাকে সর্বতো রক্ষা করুক ॥ ৭ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তত্র 'প্রজাপতিষ্টা' ইতি প্রথম সূক্তেন 'মারুদ্গণীং বলকামস্য প্রযুঞ্জীত' ইতি বিহিতায়াং মারুদ্গণ্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ অস্তৃতাখ্যমণিং অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৬অ. ১সূ.)॥

টীকা — নক্ষত্রকল্পের (১৭) সূত্রানুসারে ষষ্ঠ অনুবাকের ছয়টি সূক্তের মধ্যে উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটি বল-কামনায় মরুৎ-দেবতাগণের উদ্দেশে মারুদ্গণ্যাখ্য মহাশান্তি যাগে অস্তৃতাখ্য মণি অভিমন্ত্রিত পূর্বক ধারণে বিনিযুক্ত হয়। পঞ্চম অনুবাকের একাদশ সূক্তটির ('আয়ুষোহসি' ইত্যাদি) দ্বারা নৈঋতি নামক মহাশান্তি যাগে আঞ্জনমণি ধারণের যেমন পদ্ধতি, উপর্যুক্ত সূক্তটি মারুদ্গণ্যাখ্য মহাশান্তি যাগে অস্তৃতাখ্য মণির ধারণের ক্ষেত্রে তেমনই বিহিত। (নক্ষত্রকল্প, ১৯)॥ (১৯কা. ৬অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : রাত্রিঃ

[ঋষি : গোপথ। দেবতা : রাত্রি। ছন্দ : বৃহতী, জগতী, অনুষ্টুপ্।]

আ রাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ।
দিবং সদাংসি বৃহতী বি তিষ্ঠস আ ত্বেষং বর্ততে তমঃ ॥ ১ ॥
ন যস্যাঃ পারং দদৃশে ন যোযুবৎ বিশ্বমস্যাং নি বিশতে যদেজতি।
অরিষ্টাসস্ত উর্বি তমস্বতি রাত্রি পারমশীমহি ভদ্রে পারমশীমহি ॥ ২ ॥
যে তে রাত্রি নৃচক্ষসো দ্রষ্টারো নবতির্নব।
অশীতিঃ সন্ত্যষ্টা উতো তে সপ্ত সপ্ততিঃ ॥ ৩ ॥
ষষ্টিশ্চ ষট্ চ রেবতি পঞ্চাশৎ পঞ্চ সুম্নয়ি।
চত্বারশ্চত্বারিংশচ্চ ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ বাজিনি ॥ ৪ ॥
দ্বৌ চ তে বিংশতিশ্চ তে রাত্র্যেকাদশাবমাঃ।
তেভির্নো অদ্য পায়ুভির্নু পাহি দুহিতর্দিবঃ ॥ ৫ ॥
রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত মা নো দুঃশংস ঈশত।
মা নো অদ্য গবাং স্তেনো মাবীনাং বৃক ঈশত ॥ ৬ ॥
মাশ্বানাং ভদ্রে তস্করো মা নৃণাং যাতুধান্যঃ।
পরমেভিঃ পথিভি স্তেনো ধাবতু তস্করঃ।
পরেণ দত্বতী রজ্জুঃ পরেণাঘায়ুরর্ষতু ॥ ৭ ॥

অধ রাত্রি তৃষ্টধূমমশীর্ষাণমহিং কৃণু।
হনূ বৃকস্য জম্ভয়াস্তেন তং দ্রুপদে জহি ॥ ৮॥
ত্বয়ি রাত্রি বসামসি স্বপিষ্যামসি জাগৃহি।
গোভ্যো নঃ শর্ম যচ্ছাশ্বেভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — হে রাত্রি! তুমি পৃথিবীরূপ। সুতরাং তুমি পৃথিবীসম্বন্ধী লোকের (রজঃ) সকল স্থল, অর্থাৎ পর্বত-নদী-সমুদ্র ইত্যাদি এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যমভূত পিতৃলোক বা অন্তরিক্ষের (পিতুঃ) স্থানসমূহের সাথে (ধামভিঃ) তমসায় আপূরিত করে দিয়েছো (অপ্রায়ি)। তথা সর্বত্র ব্যাপিনী হয়ে (বৃহতী) দ্যুলোকের তৃতীয় স্থানে বিশেষ ভাবে অবস্থান করছো (দিবঃ সদাংসি বি তিষ্ঠসে)। এইভাবে লোকত্রয়ব্যাপিত্বের দ্বারা তোমার দীপ্যমান নীলবর্ণ অন্ধকার সব কিছুকে আবৃত করে অবস্থান করছে (ত্বেষম্ তমঃ আ বর্ততে) ॥ ১॥ যে রাত্রির পরতীর বা অন্ত দেখা যায় না (ন দদৃশে), লোকত্রয়ব্যাপী অনবচ্ছিন্ন এই রাত্রির মধ্যে (অস্যাং) চরাচরাত্মক জগৎ (বিশ্বম্) বিভক্ত নয়, কিন্তু বিশ্ব একাকার হয়ে আছে (যোযুবৎ ন)। সকল প্রাণীজাত ইতস্ততঃ গমনে অসমর্থ হয়ে এতে নিদ্রিত হয়ে আছে (অস্যাং নি বিশতে); কিম্বা তমসায় কম্পান্বিত হয়ে এই অপরিদৃশ্যমান রাত্রে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে (যৎ এজতি)। হে সর্বলোকব্যাপিণী (উর্বি)! হে বহুলান্ধকারবতী (তমস্বতি)! হে রাত্রি! তোমার পরতীরস্থ (পারম্) হিংস্র সর্প-ব্যাঘ্র-চোর প্রভৃতির দ্বারা অবাধিত অর্থাৎ হিংসিত না হয়ে আমরা যেন তোমাকে লাভ করি (অশীমহি)। হে কল্যাণরূপা বা শুভদায়িনী আমরা যেন তোমার অবধি অর্থাৎ অন্ত প্রাপ্ত হই (পারম্ অশীমহি) ॥ ২॥ [এইটি এবং এর পরবর্তী দু'টি মন্ত্রের দ্বারা সর্বলোকব্যাপিনী রাত্রির প্রভাব দর্শনকারী গণদেববর্গ সম্পর্কে বলা হচ্ছে)—হে রাত্রি! তোমার সম্বন্ধী মহিমার দ্রষ্টাগণ—যেমন, মনুষ্যগণের কর্মফলের দ্রষ্টা (নৃচক্ষসঃ) যে নিরানব্বই সংখ্যক (নবতির্নব—নবোত্তরনবতিসংখ্যকা) গণদেবতা তোমার প্রভাবের অবলোকনকারী, তথা যে অষ্টাশী সংখ্যক (অশীতিঃ সন্তি অষ্টৌ—অষ্টোত্তরাশীতিসংখ্যাকা) গণদেবতা তোমার মহিমার দর্শনকারী, অধিকন্তু (উতো), যে সাতাত্তর সংখ্যক (সপ্তসপ্ততি—সপ্তোত্তরসপ্ততিসংখ্যাকা) গণদেবতা তোমার গরিমার দ্রষ্টারূপে বিরাজমান—তাদের সকলকে এবং আমাদের রক্ষা করো। ['তেভির্নঃ পাহি'—এইটিই পরম প্রার্থনা] ॥ ৩॥ হে রেবতি (অর্থাৎ রয়িমতী বা ধনবতী বা ধনপ্রদায়িনী রাত্রি)! তোমার যে ষট্‌ষষ্টি সংখ্যক (যষ্টিশ্চ ষট্ চ—ষড়ুত্তরষষ্টিসংখ্যাকা) গণদেবতা বিদ্যমান; তথা, হে সুম্নয়ি (অর্থাৎ সুখবতী বা সুখপ্রদায়িনী রাত্রি)! তোমার যে পঞ্চান্ন সংখ্যক (পঞ্চাশৎ পঞ্চ—পঞ্চোত্তরপঞ্চাশৎসংখ্যাকা) মহত্বদ্রষ্টারূপী গণদেবতা বর্তমান; তথা, হে বাজিনি (অর্থাৎ অন্নবতী বা বেগবতী রাত্রি! তোমার যে চুয়াল্লিশ সংখ্যক (চত্বারঃ চত্বারিংশৎ—চতুরুত্তরাশচত্বারিংশৎসংখ্যাকা) গণদেবতা বিরাজিত; তথা তোমার মহত্বদ্রষ্টা যে তেত্রিশ সংখ্যক (ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যাকা) গণদেবতা অধিষ্ঠিত—তাদের সকলকে এবং আমাদের রক্ষা করো। [পূর্ব মন্ত্রের ন্যায় এখানেও এইটিই পরম প্রার্থনা] ॥ ৪॥ হে বিভাবরি (রাত্রি)! তোমার প্রাধান্যদর্শী যে বাইশ সংখ্যক (দ্বৌ বিংশতি—দ্ব্যধিকবিংশতিসংখ্যাকা) গণদেবতা বিরাজমান, তথা তোমার ব্যাপ্তিদ্রষ্টা নিকৃষ্টসংখ্যক (অবমাঃ) অর্থাৎ একাদশ (একোত্তরদশসংখ্যাকা) যে গণদেবতা বর্তমান—হে দ্যুলোক-দুহিতা! তুমি ইদানীং (অদ্য) ক্ষিপ্রতার সাথে (নু) পূর্বমন্ত্রোক্ত এবং এই মন্ত্রোক্ত তোমার ব্যাপ্তিদর্শক গণদেবতাগণের

সাথে আমাদের রক্ষক হও (তেভিঃ নঃ পায়ুভিঃ পাহি)। [রাত্রিকে দ্যু বা আকাশের কন্যারূপে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'আলোকাভাবে রাত্রিকে আকাশ হতে আপতিতার ন্যায় দেখা যায়, অতএব রাত্রি দ্যুলোকের পুত্রী বলে উক্ত হয়েছে] ॥ ৫ ॥ হে রাত্রি! তুমি আমাদের রক্ষা করো (রক্ষ নঃ), অর্থাৎ পরকৃত বাধা পরিহার করো। পাপ অর্থাৎ হিংসা ইত্যাদি লক্ষণ সমন্বিত কথা যারা বলে (অঘশংসঃ) অথবা পাপরূপ ক্রূর শস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা যারা হিংসা করে (অঘেন শংসতি), এই রকম কেউ অর্থাৎ কোনও হিংসক যেন কখনও আমাদের (মাকি নঃ) পীড়ন করতে সমর্থ না হয় (মা ঈশত)। তথা কোনও দুষ্ট বা দুর্বচন-কথয়িতা অর্থাৎ মন্দ-বাক্য ব্যবহারকারী জন (দুঃশংসঃ) যেন আমাদের পীড়নে সমর্থ না হতে পারে। যেন কোনও চোর (স্তেনঃ) ইদানীং (অদ্য) আমাদের গাভীগুলি অপহরণ করতে সমর্থ না হয়, যেন কোনও নেকড়ে বা শৃগাল জাতীয় হিংস্র প্রাণী (বৃকঃ) আমাদের ছাগ বা মেষজাতীয় পোষ্য পশুগুলিকে (অবীনাম্) বলপূর্বক অপহরণে সমর্থ না হয় ॥ ৬ ॥ হে ভদ্রে (অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী রাত্রি)! কোন তস্কর (অর্থাৎ সেই নিন্দিত কর্মকারী কোন জন) যেন আমাদের অশ্বগুলি অপহরণ করতে না পারে (অশ্বানাম্ মা ঈশত), তথা যাতুধানগণ (যাতুধানাঃ) অর্থাৎ যাতনা বা পীড়া প্রদানকারী পিশাচ ইত্যাদি বা রাক্ষসগণ যেন আমাদের প্রিয়মাণ পুত্র-ভৃত্য ইত্যাদির বাধক না হয় (নৃণাং মা ঈশত)। ধনাপহরণ ইত্যাদি কর্মকারী সেই চোর ও নিন্দিত ব্যক্তিগণ (স্তেনঃ তস্করঃ) অতিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পথ ধরে শীঘ্র গমন করুক অর্থাৎ পলায়ন করুক (পরমেভিঃ পথিভিঃ ধাবতু)। তথা দন্তবতী (দত্বতী), রজ্জুবৎ আয়ত সর্পিণী ইত্যাদি (রজ্জুঃ) অতিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পথ ধরে পলায়ন করুক (পরেণ ধাবতু)। তথা পাপ, যা পরের হিংসা কামনা করে, সেই শত্রুও দূরে গমন করুক (অঘায়ুঃ পরেণ অর্যতু) ॥ ৭ ॥ হে রাত্রি! বিষজ্বালাধূম বা নিশ্বাসধূম সম্পন্ন অর্থাৎ পরের উপদ্রবকারী বিষজ্বালাপরিবৃত সর্পের শির ছিন্ন করে দাও (তৃষ্টধূমং অহিং অশীর্ষাণং কৃণু)। অধিকন্তু, ছাগ-মেষ ইতাদির অপহরণকারী হিংসা কর্মা (জম্ভয়া) আরণ্যকুক্কুরের (বৃকস্য) হনূ নির্মর্দিত করে বৃক্ষের নিম্নে (দ্রুপদে) বধ করো (জহি) ॥ ৮ ॥ হে রাত্রি! তোমার অধিকরণত্বে বা তোমার কৃত রক্ষণে (ত্বয়ি) আমরা একত্রে নিবাসিত হবো (বসামসি); কেবল নিবাসই নয়, কিন্তু নিদ্রাগমনও করবো (স্বপিষ্যামসি) যদি তুমি আমাদের রক্ষণে অবহিত হয়ে জাগরিত থাকো (ত্বং জাগৃহি)। তুমি আমাদের (নঃ) গাভীসমূহকে (গোভ্য), অশ্বগুলিকে (অশ্বেভ্য) ও গৃহে নিবাসকারী পুরুষ সমুদায়কে (পুরুষেভ্যঃ) সুখ প্রদান করো (শর্ম যচ্ছ), অর্থাৎ এই নিদ্রার মধ্য দিয়েই আমরা তোমার পরতীরে কল্যাণ লাভে সমর্থ হবো ॥ ৯ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আ রাত্রি পার্থিবং' ইতি সূক্তদ্বয়ং অর্থসূক্তং। 'ইষিরা যোষা' ইতি সূক্তদ্বয়মপি অর্থসূক্তং। অস্য সূক্তদ্বয়যুগলস্য রাত্রীকল্পে রাত্র্যপস্থানে জপে চ বিনিয়োগঃ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৬অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং এর পরবর্তী তিনটি সূক্ত ('অথো যানি চ' ইত্যাদি, 'ইষিরা যোষা' ইত্যাদি ও 'অধ রাত্রি তৃষ্টধূমম' ইত্যাদি) অর্থসূক্ত। বর্তমান সূক্তটি ও এর পরবর্তী সূক্তটি রাত্রীকল্পে ও রাত্র্যপস্থানে জপে বিনিয়োগ করা হয়। পরিশিষ্টে (৪/৩) এর প্রক্রম্য উক্ত হয়েছে ॥ (১৯কা. ৬অ. ২সূ.) ॥

তৃতীয় সূক্ত : রাত্রিঃ

[ঋষি : গোপথ। দেবতা : রাত্রি। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি।]

অথো যানি চ যস্মা হ যানি চান্তঃ পরীণহি।
তানি তে পরি দদ্মসি ॥ ১॥
রাত্রি মাতরুষসে নঃ পরি দেহি।
উষা নো অহ্নে পরি দদাত্বহস্তুভ্যং বিভাবরি ॥ ২॥
যৎ কিং চেদং পতয়তি যৎ কিং চেদং সরীসৃপম্।
যৎ কিং চ পর্বতায়াসত্বং তস্মাৎ ত্বং রাত্রি পাহি নঃ ॥ ৩॥
সা পশ্চাৎ পাহি সা পুরঃ সোত্তরাদধরাদুত।
গোপায় নো বিভাবরি স্তোতারস্ত ইহ স্মসি ॥ ৪॥
যে রাত্রিমনুতিষ্ঠন্তি যে চ ভূতেষু জাগ্রতি।
পশূন্ যে সর্বান্ রক্ষন্তি তে ন আত্মসু জাগ্রতি তে নঃ পশুষু জাগ্রতি ॥ ৫॥
বেদ বৈ রাত্রি তে নাম ঘৃতাচী নাম বা অসি।
তাং ত্বাং ভরদ্বাজো বেদ সা নো বিত্তেহধি জাগ্রতি ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — [পূর্বমন্ত্রে গৃহবর্তী গো-অজ ইত্যাদি পশুর কথা বিশেষভাবে উক্ত হয়েছে। এই স্থলেও মম (বক্তা) সম্বন্ধী বাহিরের গোচরপ্রদেশে বা অনাবৃত দেশে বর্তমান যে বস্তুনিচয় আছে, সেইগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে]। (হে রাত্রি!) বাহিরের নিরাবৃত স্থানে যে বস্তুগুলি বর্তমান (অথো ইতি), এবং গৃহের অভ্যন্তরে অর্থাৎ আবৃত স্থানে যে বস্তুগুলি অবস্থিত (যানি চ পরিণহি অন্তঃ), সেই প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দুই রকম বস্তুনিচয় (তানি) তোমাকে রক্ষার্থে, অর্থাৎ সেইগুলিকে রক্ষার নিমিত্ত, প্রদান করছি (তে পরি দদ্মসি) ॥ ১॥ হে মাতৃবৎ পরিপালয়িত্রী (মাতঃ) রাত্রি! তুমি তোমার অবসানভাবী সূর্যোদয়সমীপবর্তী সময় পর্যন্ত অর্থাৎ উষাকাল অবধি আমাদের রক্ষা করো এবং তারপর উষাকালান্তরভাবী কালের হাতে অর্থাৎ উষার হাতে আমাদের সমর্পণ করো (উষসে নঃ পরি দেহি)। উষাকাল আমাদের প্রাতঃসঙ্গম কাল হতে সায়াহ্নরূপ দিবসের হাতে রক্ষার নিমিত্ত প্রদান করুক (উষাঃ নঃ অহ্নে পরি দদাতু) এবং হে দীপ্তিময়ী রাত্রি (বিভাবরী)! উক্ত রক্ষণ-লক্ষণোপেত দিবাকাল (অহঃ) তোমার হাতে রক্ষার নিমিত্ত আমাদের প্রদান করুক (তুভ্যম্ নঃ পরি দদাতু)। (অর্থাৎ এইভাবে পুনঃ পুনঃ আবর্তমান অহোরাত্রি তোমার কৃপায় আমাদের রক্ষা করুক—এটাই বক্তব্য) ॥ ২॥ এই পরিদৃশ্যমান শ্যেনপক্ষী ইত্যাদি (ইদং) যা কিছু (যৎ কিম্ চ) আকাশে সঞ্চরণ করছে (পতয়তি), এই পরিদৃশ্যমান যা কিছু সর্প ইত্যাদি প্রাণী ভূমিতে গমনশীল (সরীসৃপম্), এই পরিদৃশ্যমান যা কিছু পার্বতীয় (পর্বতায়) দুষ্ট ব্যাঘ্র-সিংহ ইত্যাদি প্রাণী (অসত্বং) আছে সেই সকলের উপদ্রব হতে (তস্মাৎ), হে রাত্রি! তুমি আমাদের রক্ষা করো (ত্বম্ পাহি নঃ) ॥ ৩॥ হে পূর্বোক্তলক্ষণা রাত্রি (সা)! তুমি পশ্চিম দিকে (পশ্চাৎ) বাসকারী আমাদের রক্ষা

করো। তথা তুমি (সা) পূর্ব দিকে আমাদের রক্ষ করো (পুরঃ পাহি); অধিকন্তু (উত) তুমি (সা) উত্তর ও দক্ষিণ দিকে (উত্তরাৎ অধরাৎ) আমাদের রক্ষা করো। আরও, হে দীপ্তিময়ী রাত্রি (বিভাবরী)! তুমি আমাদের রক্ষা করো (নঃ গোপায়)। বর্তমানে (ইহ) আমরা তোমার স্তাবক অর্থাৎ স্তুতিকারী হয়েছি (তে স্তোতারঃ স্মসি) ॥ ৪ ॥ যে জনগণ পূজা-জপ-সেবারূপ রাত্রিবিষয়ক কর্ম করে (যে রাত্রিম্ অনুতিষ্ঠন্তি), যে জনগণ প্রাণীগণের (ভূতেযু) রক্ষণবিষয়ে অবহিত আছে (জাগ্রতি), যে জনগণ রাত্রিকালে গো-অশ্ব ইত্যাদি পশুগুলিকে ভয় হতে রক্ষা করে (যে সর্বান্ পশূন্ রক্ষন্তি)—তারা সকলে আমাদের পুত্র-মিত্র ইত্যাদির রক্ষার নিমিত্ত অবহিত হোক (তে ন আত্মসু জাগ্রতি), আমাদের পশুগুলির রক্ষার বিষয়ে অবহিত থাকুক ॥ ৫ ॥ হে (বৈ) রাত্রি! তোমার নাম অর্থাৎ নামধেয় আমি বিদিত আছি (বেদ—বেদ্মি)। সেই প্রসিদ্ধ নাম ঘৃতাচী অর্থাৎ দীপ্তিমতী ('ঘৃত'—দীপ্তি)। উক্ত নামধারিণী তোমাকে মহর্ষি ভরদ্বাজ ('ভরৎ' অর্থাৎ পোষক, 'বাজঃ' অর্থাৎ অন্ন, যাঁর) জ্ঞাত আছেন (বেদ)। অতএব ভরদ্বাজের দ্বারা বিদিতপ্রভাবা সেই রাত্রি (সা) আমাদের পশু-পুত্র ইত্যাদিরূপ বিষয়ে (বিত্তে) অধিক জাগ্রত থাকুক বা রক্ষণার্থে অধিকতর অবহিতা থাকুক (অধি জাগ্রতি) ॥ ৬ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অথো যানি চ' ইতি সূক্তস্য রাত্রীকল্পে রাত্র্যপস্থানে জপে চ বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তেনসহোক্তঃ ॥ (১৯কা. ৬অ. ৩সূ.)॥

টীকা — পূর্বসূক্তের বিনিয়োগ প্রসঙ্গের উল্লেখানুসারে উপর্যুক্ত সূক্তটিও ঐ সঙ্গে রাত্রিকল্পে ও রাত্র্যপস্থানে জপে বিনিযুক্ত হয় ॥ (১৯কা. ৬অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : রাত্রিঃ

[ঋষি : গোপথ ও ভরদ্বাজ। দেবতা : রাত্রি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী।]

ইষিরা যোষা যুবতির্দমুনা রাত্রী দেবস্য সবিতুর্ভগস্য।
অশ্বক্ষভা সুহবা সম্ভৃতশ্রীরা পপ্রৌ দ্যাবাপৃথিবী মহিত্বা ॥ ১ ॥
অতি বিশ্বান্যরুহদ্ গম্ভীরো বর্ষিষ্ঠমরুহন্ত শ্রবিষ্ঠাঃ।
উশতী রাত্র্যনু সা ভদ্রাভি তিষ্ঠতে মিত্র ইব স্বধাভিঃ ॥ ২ ॥
বর্যে বন্দে সুভগে সুজাত আজগন্ রাত্রি সুমনা ইহ স্যাম্।
অস্মাংস্ত্রায়স্ব নর্যাণি জাতা অথো যানি গব্যানি পুষ্ট্যা ॥ ৩ ॥
সিংহস্য রাত্র্যুশতী পীংষস্য ব্যাঘ্রস্য দ্বীপিনো বর্চ আ দদে।
অশ্বস্য ব্রধ্নং পুরুষস্য মায়ুং পুরু রুপাণি কৃণুষে বিভাতী ॥ ৪ ॥
শিবাং রাত্রিমনুসূর্যং চ হিমস্য মাতা সুহবা নো অস্তু।
অস্য স্তোমস্য সুভগে নি বোধ যেন ত্বা বন্দে বিশ্বাসু দিক্ষু ॥ ৫ ॥
স্তোমস্য নো বিভাবরি রাত্রি রাজেব জোষসে।
অসাম সর্ববীরা ভবাম সর্ববেদসো ব্যুচ্ছন্তীরনূষসঃ ॥ ৬ ॥

শম্যা হ নাম দধিষে মম দিপ্সন্তি যে ধনা।
রাত্রীহি তানসুতপা য স্তেনো ন বিদ্যতে যৎ পুনর্ন বিদ্যতে ॥ ৭॥
ভদ্রাসি রাত্রি চমসো ন বিষ্টো বিম্বং গোরূপং যুবতি র্বিভর্ষি।
চক্ষুষ্মতী মে উশতী বপূংষি প্রতি ত্বং দিব্যা ক্ষামমুক্থাঃ ॥ ৮॥
যো অদ্য স্তেন আয়ত্যঘায়ুর্মর্ত্যো রিপুঃ।
রাত্রী তস্য প্রতীত্য প্র গ্রীবাঃ প্র শিরো হনৎ ॥ ৯॥
প্র পাদৌ ন যথায়তি প্র হস্তৌ ন যথাশিষৎ।
যো মলিম্লুরুপায়তি স সম্পিষ্টো অপায়তি।
অপায়তি স্বপায়তি শুষ্কে স্থাণাবপায়তি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — সকলের প্রার্থনীয়া অথবা গতিমতী অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপনশীলা (ইষিরা), যৌবনবতী (যুবতীঃ), দান্তমনা (দমুনাঃ) অর্থাৎ শান্ত মনঃসম্পন্না রাত্রি হলো সর্বপ্রেরক (সবিতুঃ) ভগ নামক দেবতার রমণী (ভগস্য দেবস্য যোষা)। সেই হেন রাত্রি চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের নিরোধিকা অথবা অশ্ব ইত্যাদির দর্শনশক্তির প্রতিবন্ধকের উপযুক্ত দীপ্তিযুক্তা (অশ্বক্ষভা), (অর্থাৎ অশ্বগণ দূর হতে দর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ হলেও রাত্রির দীপ্তিতে তা-ও প্রতিহত হয়ে থাকে)। রাত্রি সুষ্ঠু হ্বাতব্যা অর্থাৎ সম্বোধনযোগ্যা (সুহবা), সম্পূর্ণকান্তি (সম্ভৃতশ্রীঃ) অর্থাৎ সর্ব জগৎকে ব্যাপ্ত পূর্বক স্বয়ং একা বলে প্রতীয়মানা। এই হেন লক্ষণযুক্তা রাত্রি আপন মহত্বের দ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে আপূরিত করেছে (মহিত্বা দ্যাবাপৃথিবী ইতি আ পপ্রৌ) ॥ ১॥ দুষ্প্রবেশা অর্থাৎ দুর্গম (গম্ভীরা) রাত্রি চরাচরাত্মক সকল বস্তুকে (বিশ্বানি) ব্যাপ্ত পূর্বক বর্তমান। সেই রাত্রি অতিশয় অন্নবতী (শ্রবিষ্ঠা) অথবা সকলের অতিশয় স্তূয়মানা সেই রাত্রি বনস্পতি-পর্বত-সমুদ্র ইত্যাদিকে অতিক্রম পূর্বক বিরাজমান। অনন্তর স্বগতজনের বা সকলের আকাঙ্ক্ষাকারিণী বা কামনাকারিণী রাত্রি (উশন্তি রাত্রী) অনুক্ষণ বিশেষভাবে জগৎ ব্যাপ্ত করে থাকে (অনু বি তিষ্ঠতে)। যেমন মিত্রের ন্যায় সূর্যদেব (মিত্র ইব) যজমান ইত্যাদি কর্তৃক প্রদত্ত হবিঃ-রূপ অন্ন সাধনের দ্বারা (স্বধাভিঃ) ক্ষণে ক্ষণে আপন তেজে সব কিছু অধিকার ক'রে থাকেন, সেই রকম এই মঙ্গলময়ী রাত্রিও (সা ভদ্রা) সব কিছু অধিকার করে (অভি তিষ্ঠতে) ॥ ২॥ হে অনিরুদ্ধ-প্রভাবশালিনী (বর্যে)! হে সকলের অভিষ্টুয়মানা অর্থাৎ সকলের দ্বারা স্তুতা (বন্দে)! হে সৌভাগ্যবতী বা সকলের সুষ্ঠু সম্ভজনীয়া (সুভগে)! হে সুষ্ঠু প্রাদুর্ভূতা (সুজাতে) রাত্রি! তুমি আগত হয়েছো (আ অজগন)। তোমার আগমনে আমি সুষ্ঠু মনোভিলাষী বা শোভন মনঃসম্পন্ন হবো (সুমনাঃ ইহ স্যাম)। তুমি আমাদের পালন করো (অস্মান্ ত্রায়স্ব)। তথা মানুষ্যের হিতকরী যে বস্তুগুলি উৎপন্ন (নর্যাণি জাতা), অধিকন্তু গো-অশ্ব ইত্যাদির পুষ্টির নিমিত্ত যে বস্তুগুলি উৎপন্ন (অথো ইতি যানি গব্যানি পুষ্ট্যা), সেই সবগুলিকেও রক্ষা করো (ত্রায়স্ব) ॥ ৩॥ কাময়মানা রাত্রি দেবতা (উশতি) গজমূথের সম্যক্ চূর্ণকরী সামর্থ্যযুক্ত (পীংযস্য) সিংহের ও জলবেষ্টিতে স্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী (দ্বীপিনঃ) ব্যাঘ্রের পরাভিধর্ষণরূপ তেজঃ (বর্চঃ) অপহৃতবতী (আ দদে)। (অর্থাৎ রাত্রি দেবতা 'হস্তীবিমর্দক' সিংহের ও দ্বীপবাসী ব্যাঘ্রের পরোপদ্রবকারক সামর্থ্য আকর্ষণ করে থাকে)। তথা শীঘ্রগামী অশ্বের মুল অর্থাৎ অশ্ববীর্যের বেগ (অশ্বস্য ব্রধ্নং), এবং পুরুষের অর্থাৎ প্রাণীগণের আহ্বান ইত্যাদি শব্দ (পুরুষস্য মায়ুং) অপহৃতবতী

(আ দদে)। (অর্থাৎ রাত্রি দেবতা অশ্বের গতিবেগ ও প্রাণীগণের বাক্‌শক্তি নিরুদ্ধ করে থাকে)। অনন্তর স্বয়ং বিশেষভাবে দীপ্যমানা (বিভাতী) রাত্রি নানারকম রূপ (পুরুণি রূপাণি) পরিগ্রহ করে থাকে (কৃণুষে) ॥ ৪ ॥ হে রাত্রি! তুমি শিবকারিণী (ত্বাং শিবাং) অর্থাৎ শুভপ্রদায়িনী, তোমাকে বন্দনা করি (বন্দে); তথা তোমার ভর্তা অর্থাৎ পতি মহান্ত সূর্যকে বা ভগদেবকে বন্দনা করি। (প্রথম মন্ত্রেই বলা হয়েছিল—'রাত্রী সর্বপ্রেরক ভগ নামক দেবতার পত্নী')। হিমের অর্থাৎ তুহিন বা তুষারের জননী (হিমস্য মাতা) অর্থাৎ হিমের উৎপাদয়িত্রী রাত্রি আমাদের সুষ্ঠু হ্বাতব্যা অর্থাৎ আহ্বানের যোগ্যা হোক (সুহবা নঃ অস্তু)। (রাত্রিকালেই শীতল হিমের উৎপত্তি হয়ে থাকে)। হে সৌভাগ্যবতী বা ভগ নামক শোভন পতিযুক্তা (সুভগে) রাত্রি! তুমি ইদানীং আমাদের ক্রিয়মাণ এই স্তোত্র নিরন্তর জ্ঞাত হও (অস্য স্তোমস্য নি বোধ), অর্থাৎ অনুগ্রহানুকূল বুদ্ধিতে অবিরত অনুমোদন করতে থাকো, যে স্তোত্রের দ্বারা (যেন) সর্ব দিকে ব্যাপ্তা (বিশ্বাসু দিক্ষু) তোমাকে অভিবাদন করছি (বিশ্বাসু দিক্ষু ত্বা বন্দে) ॥ ৫ ॥ হে বিশেষভাবে দীপ্যমানা (বিভাবরী) রাত্রি! তুমি সেইরকম অবহিতা হয়ে আমাদের স্তুতিসমূহ সেবন অর্থাৎ উপভোগ করো, যে রকম কোন রাজা ক্রিয়মাণ স্তুতি শ্রবণ করে প্রীত হয়ে থাকে (রাজা ইব জোষসে)। তমসার অপসারণে প্রকাশমানা (ব্যুচ্ছন্তীঃ) প্রতি উষায় (অনু উষসঃ) অর্থাৎ সর্বকালে, আমরা সকল কর্মকুশল পুত্রমিত্র ইত্যাদি সমেত একত্র হবো (সর্ববীরাঃ অসাম ভবাব) এবং সম্পূর্ণ ধনযুক্ত হবো (সর্ববেদসঃ ভবাম)। অর্থাৎ রাত্রিকালে নিদ্রাবশে সকল বিষয়সম্পর্কিত জ্ঞান বা সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপার সম্পর্কে বিরাম হেতু মূঢ় থাকার পর বিগতান্ধকার উষাকালে সর্ব ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞানবন্ত হবো ॥ ৬॥ হে রাত্রি! তুমি শত্রুশমনসমর্থা হওয়ায় শম্যা নাম ধারণ করেছো (শম্যা হ নাম দধিষে)। (শম্যা নাম ধারণের প্রয়োজন কি? না—) যে শত্রুগণ আমার ধনরাশির প্রতি হিংসা করে অর্থাৎ অপহরণের ইচ্ছা করে (যে মম ধনা দিপ্সন্তি) তাদের তুমি শমন করে থাকো। হে রাত্রি! তুমি সেই শত্রুদের প্রাণ তাপিত করে থাকো (রাত্রি ইহি তান অসুতপা); যারা চোর তারা যেন বিদ্যমান না থাকে (যঃ স্তেনঃ ন বিদ্যতে) অর্থাৎ যেন তারা আর সত্তা লাভ করতে না পারে; এবং তারা যেন পুনর্বার উৎপন্ন হতে না পারে, অর্থাৎ সেই শত্রুগণ যেন পুত্র-পশু-বান্ধব সহ বিনষ্ট হয়ে যায় ॥ ৭ ॥ হে রাত্রি! তুমি কল্যাণরূপা (ভদ্রা)। তুমি ভোজনার্থে পরিবিষ্ট, অর্থাৎ পরিবেষণার্থে প্রয়োজনীয়, পাত্রের সাথে উপমেয় (চমসো ন বিষ্ট)। তুমি সর্বত্র ব্যাপ্তা (বিষ্বং), যৌবনবতী (যুবতিঃ) অর্থাৎ উত্তরোত্তর বহুল তমঃপুঞ্জযুতা, ধেনুর আকৃতি ধারণ করেছো (গোরূপং বিভর্ষি)। যেহেতু গোরূপধারণকারিণী, অতএব আমাদের পোষণের জন্য কাময়মানা (উশতি) তুমি, চক্ষুষ্মতী অর্থাৎ আমাদের বিষয়ে দর্শনশক্তিমতী হয়ে বা আমাদের রক্ষার নিমিত্ত অনুগ্রহবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে লোকমানা হয়ে বিরাজিতা থাকো, অর্থাৎ এই লোকে অবস্থান করো। এই রকমেই তুমি আমাদের পুত্র ইত্যাদির শরীর লক্ষ্য রেখে (ত্বং মে বপূংষি প্রতি) ভূলোক পরিত্যাগ করো না (ক্ষাম অমুক্থাঃ)। (দৃষ্টান্ত কি? না—) যেমন তুমি তোমার স্বর্গীয় তনু (দিব্যা) ত্যাগ করো না, তেমনই আমাদের তনু ত্যাগ করো না (যথা দিব্যশরীরাণি ন মুঞ্চসি এবং আস্মাকানীতি) ॥ ৮॥ আমাদের ধন অপহরণের নিমিত্ত ইদানীং যে চোর আগমন করছে (অদ্য যঃ স্তেন আয়তি), ততা হিংসালক্ষণ পাপরূপ যে মরণধর্মা শত্রু আগমন করছে (অঘায়ুঃ মর্ত্য রিপুঃ আয়তি), হে সুরূপা রাত্রি! তুমি তাদের অর্থাৎ সেই চোর ও শত্রুদের অভিপ্রায় সম্যক জ্ঞাপিত হয়ে (প্রতীত্য) তাদের স্কন্ধ (গ্রীবা) ও মস্তক প্রকৃষ্টভাবে ছিন্ন করে হত্যা

করো (প্র হনৎ) ॥ ৯ ॥ (সেই চোর ও পাপময় শত্রুদের) পরোপদ্রবকারিত্বের অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হয়ে (পূর্বে যেমন গ্রীবা ও মস্তক ছিন্ন করেছো) সেই ভাবে তাদের পাদদ্বয় বা পাদসমুদায় ভঙ্গ করে দাও যাতে তারা আর আগমন করতে না পারে (প্র পাদৌ ন যথা অয়তি); এবং তাদের হস্তদ্বয় বা হস্তসমূহ ছিন্ন করে দাও যাতে তারা আর আলিঙ্গনের নিমিত্ত হস্ত সংযোজন করতে না পারে (প্র হস্তৌ ন যথা অশিষৎ)। যে চোর (যঃ মলিম্লুঃ) আমাদের ধন অপহরণ বা বশীভূত করতে আমাদের সমীপে আগমন করছে (উপায়তি) সেই শত্রুকে সম্যক চূর্ণিত করে (সঃ সম্‌পিষ্টঃ) আমাদের নিকট হতে দূরে প্রেরণ করে দাও (অপায়তি)। (আবশ্যকত্ব বোঝানোর নিমিত্ত 'অপায়তি' শব্দের পুনরুক্তি করে বলা হচ্ছে)—তাদের সম্যক্ নিঃশেষে বিনাশ করে (সু অপায়তি) শুষ্ক অর্থাৎ নীরস স্থানে অর্থাৎ শাখাপ্রশাখারহিত বৃক্ষমূলে বা আশ্রয়ে প্রস্থিত করে দাও (শুষ্কে স্থানৌ অপ অয়তি ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...রাত্রীকল্পে পুরোহিতকর্তব্যে রাত্রীসমর্চনকর্মণি রাত্র্যপস্থানে চ অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ।—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৬অ. ৪সূ.)॥

টীকা — পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, দ্বিতীয়-তৃতীয় ও চতুর্থ-পঞ্চম এই সূক্ত চারটি অর্থসূক্ত। সেই অনুসারে উপর্যুক্ত অর্থসূক্তটি রাত্রীকল্পে পুরোহিতের কর্তব্য হিসেবে রাত্রির সমর্চন কর্মসমূহে ও রাত্র্যপস্থানে (উপাসনায়) বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। পরিশিষ্টে (৪।৩, ৪।৪, ৪।৫) এই সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ উল্লিখিত আছে ॥ (১৯কা. ৬অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : রাত্রিঃ

[ঋষি : গোপথ। দেবতা : রাত্রি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

অধ রাত্রি তৃষ্টধূমমশীর্ষাণমহিং কৃণু।
অক্ষৌ বৃকস্য নির্জহ্যাস্তেন তং দ্রুপদে জহি ॥ ১ ॥
যে তে রাত্র্যনড়্বাহস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গাঃ স্বাশবঃ।
তের্ভিনো অদ্য পারয়াতি দুর্গাণি বিশ্বহা ॥ ২ ॥
রাত্রিংরাত্রিমরিষ্যন্তস্তরেম তন্বা বয়ম্।
গম্ভীরমপ্লবা ইব ন তরেয়ুররাতয়ঃ ॥ ৩ ॥
যথা শাম্যাকঃ প্রপতন্নপবান্ নানুবিদ্যতে।
এবা রাত্রি প্র পাতয় যো অস্মাঁ অভ্যঘায়তি ॥ ৪ ॥
অপং স্তেনং বাসো গোঅজমুত তস্করম্।
অথো যো অর্বতঃ শিরোঽভিধায় নিনীষতি ॥ ৫ ॥
যদদ্যা রাত্রি সুভগে বিভজন্ত্যয়ো বসু।
যদেতদস্মান্ ভোজয় যথেদন্যানুপায়সি ॥ ৬ ॥

উষসে নঃ পরি দেহি সর্বান্ রাত্র্যনাগসঃ।
উষা নো অহ্নে আ ভজাদহস্তুভ্যং বিভাবরি ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — [বর্তমান কাণ্ডের ৪৮-শ সূক্তের ৮ম মন্ত্রে এই প্রথম ঋক্‌টি সামান্য ব্যতিক্রমে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যথা,—] হে রাত্রি! বিষজ্বালাধূম বা নিশ্বাসধূম সম্পন্ন অর্থাৎ পরের উপদ্রবকারী বিষজ্বালাপরিবৃত সর্পের শির ছিন্ন করে দাও। অধিকন্তু, ছাগ মেষ ইত্যাদির অপহরণকারী আরণ্যকুকুরের চক্ষু (অক্ষৌ) উৎপাটিত করে (নিঃ জহ্যাঃ) তাকে তুমি বৃক্ষের নিম্নে বধ করো ॥ ১॥ হে রাত্রি! তোমার বাহনভূত শাণিত-শৃঙ্গশালী (তীক্ষ্ণশৃঙ্গার) অতিশয় শীঘ্রগামী (স্বাশবঃ) যে অনড্বাহ পুঙ্গবগণ অর্থাৎ শকট বহনে ক্ষমতাসম্পন্ন বৃষগুলি রয়েছে, সেইগুলি অর্থাৎ উক্ত লক্ষণোপেত বৃষগুলির দ্বারা (তেভিঃ) আমাদের ইদানীং (নঃ অদ্য) সকল দিবা (বিশ্বহা) এবং রাত্রিব্যাপী অনর্থজাত সঙ্কটসমূহ (দুর্গাণি) অতিক্রম করিয়ে দাও (অতি পারয়) ॥ ২॥ রাত্রির পর রাত্রি (রাত্রিং রাত্রিং) গত হলেও (অরিষ্যন্ত) আমরা স্বশরীরে (বয়ম তন্বা) অর্থাৎ পুত্র ইত্যাদির সাথে সেগুলি অতিক্রম করে যাবো (তরেম)। আমাদের শত্রুবর্গ যেন রাত্রি অতিক্রম করতে না পারে (অরাতয়ঃ ন তরেয়ু), রাত্রির মধ্যেই যেন তারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; (তার দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ কি রকম ভাবে বিনষ্ট হবে? না—) 'গম্ভীরং অপ্লবা ইব'—অর্থাৎ তরণসাধন অর্থাৎ পার হওয়ার উপযুক্ত ভেলারহিত জনগণ যেমন অতি গভীর নদী ইত্যাদি পার হতে উদ্যত হয়ে জলমধ্যে নিমজ্জিত হয়, সেইরকম ॥ ৩॥ (পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে)—যেমন শ্যামাক বা শ্যামা নামক ধান্যবিশেষ পক্ক অবস্থায় অপকর্ষবাণ অর্থাৎ দুর্বল বা নিঃসার হয়ে অবস্থান লাভ করতে পারে না (প্রবতন অপবান্ ন অনুবিদ্যতে) অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই রকম হে রাত্রি! যে শত্রু আমাদের প্রতি হিংসালক্ষণ পাপ সাধনে ইচ্ছা করে, (যঃ অস্মান অভি অঘায়তি), তাদের তুমি প্রকৃষ্টভাবে অবাঙ্‌মুখে নিপাতিত করো (প্র পাতয়) ॥ ৪॥ যে আমাদের বস্ত্র (বাসঃ) গো-অজ ইত্যাদি অপহরণ (স্তেনং) করতে ইচ্ছা করে, হে রাত্রি! তুমি সেই চোরদের অপসারণ করো। অধিকন্তু (অথো) যে তস্কর আমাদের অশ্বের শির (অর্বতঃ শিরঃ) বন্ধন করতে অভিলাষ করে (অভিধায়), অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা বন্ধন পূর্বক পরিগ্রহণ করতে চায় (নিনীষতি), তাদের দূরীভূত করে দাও ॥ ৫॥ হে সৌভাগ্যবতী বা ভগের পত্নী (সুভগে) রাত্রি! এই মুহূর্তে শত্রুগণ আমাদের যে লৌহময় বস্তু (যৎ অয়ঃ) ও স্বর্ণ ইত্যাদি ধনসামগ্রী (বসু) অপহরণপূর্বক বিভাগ করে অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে অভিলাষী (বিভজন্তি) তা আমাদের অর্থাৎ ধনস্বামীবর্গের (অস্মান্) ভোগের উপযুক্ত করে দাও। অন্যান্য (অন্যান) শত্রুবর্গের অপহৃত পদার্থসমূহ অর্থাৎ বস্ত্র-গাভী-অজ-অশ্ব ইত্যাদি (ইৎ) যে কোন রকমে (যথা) আমাদের নিমিত্ত আনয়ন করো ॥ ৬॥ হে রাত্রি! অনপরাধী (অনাগসঃ) আমাদের সকলকে (নঃ সর্বান) অর্থাৎ আমাদের পশু-পুত্র-মিত্র ইত্যাদি সকলকে উষাকাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রভাতকাল পর্যন্ত রক্ষা করো; সেই উষা আমাদের (নঃ) প্রাতঃ ইত্যাদি সায়াহ্নকাল পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র দিবস ব্যাপী পরিপালনের জন্য দিবসের হস্তে সমর্পণ করুক (অহ্নে আ ভজাৎ)। এইরূপে, হে বিভাবরি (রজনী)! দিবস আমাদের তোমার হস্তে সমর্পণ করুক (অহঃ তুভ্যম্ বিভাবরি) (এইরকমে অনবরত অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপী আমাদের শত্রুবাধা পরিহার পূর্বক পশু-ধন ইত্যাদি সমেত রক্ষা করো—এটাই বক্তব্য) ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অধ রাত্রি তৃষ্টধূমং' ইতি সূক্তস্য রাত্রীকল্পে রাত্র্যপস্থানে জপে চ বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তঃ॥ (১৯কা. ৬অ. ৫সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্বসূক্তে উল্লিখিত আছে॥ (১৯কা. ৬অ. ৫সূ.)॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আত্মা, সবিতা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

অযুতোঽহমযুতো ম আত্মাযুতং মে চক্ষুরযুতং মে
শ্রোত্রমযুতো মে প্রাণোঽযুতো মেঽপানোঽযুতো
মে ব্যানোঽযুতোঽহং সর্বঃ॥ ১॥
দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং
পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রসূত আ রভে॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — আমি (অহম্) অর্থাৎ সর্বাবয়ববিশিষ্ট এই সত্তা, আজ পূর্ণতা লাভ করেছি (অযুতঃ)। আমার 'আত্মা' অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন এই সত্তাও আজ পূর্ণতা লাভ করেছে (মে আত্মা অযুতম্)। —অথবা 'আত্মা' শব্দের দ্বারা শরীরও বোঝাচ্ছে, যেমন—'চক্ষুঃ' অর্থাৎ সর্বপদার্থবিষয়ে জ্ঞান সাধনের চক্ষুরিন্দ্রিয় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, 'শ্রোত্রং' অর্থাৎ বৈদিকমন্ত্র শ্রবণ-সাধনের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, আমার 'প্রাণঃ' অর্থাৎ হৃদয় হতে আরম্ভ করে নাসিকারন্ধ্রনির্গত প্রাণবায়ু সম্পূর্ণতা প্রাপিত হয়েছে (মে প্রাণঃ অযুতঃ), আমার 'অপানঃ' অর্থাৎ পায়ুদ্বার-নির্গত অপান নামক বায়ু সম্পূর্ণতা লাভ করেছে (মে অপানঃ অযুত্র), আমার 'ব্যান' অর্থাৎ প্রাণাপানের সন্ধিরূপ বায়ু পূর্ণতা লাভ করেছে (মে ব্যানঃ অযুত), উক্তানুক্ত অবয়ব-ইন্দ্রিয় সবকিছু সমন্বিত আমি আজ সামগ্রিকতা আহরণ করছি (অযুতঃ অহম্ সর্বঃ)॥ ১॥ সেই হেন সামগ্রিকতা আহরণকারী আমি আজ সর্বপ্রেরক দেব সবিতার অনুজ্ঞায় (প্রসবে), অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহুসমূহের দ্বারা (অশ্বিনোঃ বাহুভ্যাম্) ও পূষা দেবতার হস্তের দ্বারা (পূষ্ণঃ হস্তাভ্যাম্) প্রেরিত বা অনুজ্ঞাত হয়ে কর্মে প্রযুক্ত হচ্ছি (প্রসূতঃ আ রভে)॥ ২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অযুতোহং' ইতি যজুর্মন্ত্রাত্মকং সূক্তং। অস্য বিনিয়োগো লিঙ্গৎ অবগন্তব্যঃ॥ (১৯কা. ৬অ. ৬সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত যজুর্মন্ত্রাত্মক সূক্তটি যাগে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে অধ্বর্যু (যজুর্বেদীয় ঋত্বিক) কর্তৃক সঙ্কল্পরূপে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়া এর বিনিয়োগ অর্থপ্রকাশক সামর্থ্য হতেই অবগন্তব্য।—এই জাতীয় বহু মন্ত্র যজুর্বেদে আছে। এই রকম 'অশ্বিদেবতার বাহু' ও 'পূষা দেবতার হস্ত' ইত্যাদি উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। 'বাহু'—অংসপ্রভৃতি প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ কফোণি অবধি মণিবন্ধ পর্যন্ত বাহুভাগ। 'হস্ত'—মণিবন্ধ হতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত হস্তের অংশ॥ (১৯কা. ৬অ. ৬সূ.)॥

◆

সপ্তম সূক্ত : কামঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : কাম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্, বৃহতী।]

কামস্তদগ্রে সমবর্তত মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
স কাম কামেন বৃহতা সযোনী রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি ॥ ১॥
ত্বং কাম সহসাসি প্রতিষ্ঠিতো বিভুর্বিভাবা সখ আ সখীয়তে।
ত্বমুগ্রঃ পৃতনাসু সাসহিঃ সহ ওজো যজমানায় ধেহি ॥ ২॥
দূরাচ্চকমানায় প্রতিপাণায়াক্ষয়ে।
আস্মা অশৃণ্বন্নাশাঃ কামেনাজনয়ন্‌ৎ স্বঃ ॥ ৩॥
কামেন মা কাম আগন্ হৃদয়াদ্ধৃদয়ং পরি।
যদমীষামদো মনস্তদৈতূপ মামিহ ॥ ৪॥
যৎ কাম কাময়মানা ইদং কৃণ্মসি তে হবিঃ।
তন্নঃ সর্বং সমৃধ্যতামথৈতস্য হবিষো বীহি স্বাহা ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — [এই সূক্তটি কামপ্রতিপাদকত্বের নিমিত্ত 'কামসূক্ত' নামে অভিহিত।—প্রলয়কালে সর্ব জগৎ বাসনাশেষে মায়ায় বিলীন হলে পুনরায় ঈশ্বরের পর্যালোচনাক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের কামনাজাত বারংবার সৃষ্ট এই জগতের স্বরূপ সম্পর্কে এই মন্ত্রে বলা হয়েছে]—অগ্রে অর্থাৎ এই বিকারজাত সৃষ্টির প্রাক্-অবস্থায় পরমেশ্বরের মনে সম্যক্‌রূপে কাম জাত হয়েছিল (সমবর্তত), অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা সঞ্জাত হয়েছিল। (কি জন্য?—না)—তাদৃশ মনঃসম্বন্ধি রেতঃ এই কারণেই উদ্ভূত হয়েছিল যে, অতীত কল্পে সৃষ্টির বীজভূত, প্রাণীবর্গের কৃত পুণ্য ও অপুণ্যরূপ কর্মসমূহ সৃষ্টিসময়ে বর্ধিষ্ণু হওয়ার জন্য সম্যক্ প্রকাশিত হয়ে ছিলো, অর্থাৎ পরিপক্করূপে ফলের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলো। হে কাম! সর্বজগৎকে সৃষ্টির উদ্দেশে পরমেশ্বরের দ্বারা উৎপাদিত তুমি মহান দেশ-কাল-বস্তুর পরিচ্ছেদরহিত পরমেশ্বরের সমানকারণ হয়ে (সযোনিঃ), অর্থাৎ পরমেশ্বর ব্যতিরিক্ত কারণান্তররহিত হয়ে এই যজমানে অর্থাৎ ধনপ্রদাতা বা হবিঃপ্রদাতা পুরুষে ধনপুষ্টি অর্থাৎ সমৃদ্ধি স্থাপন করো (রায়ঃ পোষম ধেহি) অর্থাৎ প্রদান করো। [এই স্থলে আপন ফলসিদ্ধির নিমিত্ত কামের স্তুতি করা হয়েছে] ॥ ১॥ হে কাম! তমি পরধর্ষণ অর্থাৎ শত্রুনিপীড়ন সামর্থ্যে প্রতিষ্ঠিত (ত্বম্ সহসা অসি); তুমি সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত (বিভুঃ) এবং বিশেষভাবে দীপ্যমান (বিভাবা)। হে সখা (অর্থাৎ সখিবৎ-হিতকারী কাম)! আমাদের অভিলক্ষ্যে সখিবৎ অর্থাৎ মিত্রের ন্যায় আচরণ করো (আ সখীয়তে)। আরও, হে কাম! তুমি উদ্‌গূর্ণ (উগ্রঃ—উদ্যত), শত্রুসংগ্রামে সহনশীল (পৃতনাসু সাসহিঃ) অর্থাৎ তুমি এমন উদ্যত বলশালী যে, যে কোন শত্রুর সাথে সংগ্রামে তাদের সকল পরাক্রমকে প্রতিহত করার ক্ষমতাধারী। সেই শত্রুধর্ষণসমর্থ (সহঃ) বল (ওজঃ) যজমানকে অর্থাৎ যাগকারী জনকে প্রদান করো ॥ ২॥ অত্যন্তদুর্লভ (দূরাৎ) ফলকামনাকারী (চকমানায়) এই জনের সর্বতোরক্ষণের অর্থাৎ অভিমত ফল প্রাপণের ও ক্ষয়রাহিত্য অর্থাৎ অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত

(প্রতিপানায় অক্ষয়ে) প্রাচী ইত্যাদি সকল দিক (আশাঃ) ফলপ্রদানের অঙ্গীকার করেছে (অশৃণ্বন)। কেবল অঙ্গীকারই নয়, কামের দ্বারা অর্থাৎ অভিমত ফলবিষয়ের দ্বারা (কামেন) সুখ উৎপাদন করেছে (স্বঃ অজনয়ন) ॥ ৩ ॥ কামের দ্বারা (কামেন) অর্থাৎ অভিমত ফলবিষয়ক ইচ্ছার দ্বারা কাম্যমান ফল (কামঃ) আমার নিকট আগমন করুক (মা আ অগন)। পূর্বে জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত কামনাকারী নব ব্রহ্মায় (অমীষাং ইতি) যে মন অর্থাৎ অস্তিত্বভাবনা-নিমিত্তকেন্দ্ররূপ হৃদয়ে (যৎ অদো মনঃ) নিহিত ছিলো, তা তাঁদের হৃদয় হতে (তৎ হৃদয়াৎ) ফলাকাঙ্ক্ষী আমার (ইহ মাং) হৃদয়প্রদেশে (হৃদয়ং পরি) আগত হোক (উপ এতু) ॥ ৪ ॥ হে কামদেব! আমরা যে ফলের কামনায়মান হয়ে (যৎ কামনায়মানাঃ) তোমার নিমিত্ত (তে) ইদানীং যে হবিঃ-চরু-পুরোডাশ ইত্যাদি প্রদান করছি (কৃণ্মসি), তা অর্থাৎ সেই হবিসমূহের ভাগ তুমি ভক্ষণ করো (বীহি)। এই হবিঃ (ইদং) সুহুত হোক (স্বাহা) এবং কাম্যমান আমাদের (তৎ নঃ) ফলসমূহ (সর্বং) সমৃদ্ধ বা সম্পূর্ণ হোক (সম্ ঋধ্যতাম্) ॥ ৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'কামস্তদগ্রে' ইতি সূক্তেন প্রতিগৃহ্যমাণং দ্রব্যং অভিমন্ত্র্য প্রতিগ্রহীতা স্বীকুর্যাৎ। সূত্রিতং হি সংহিতাবিধৌ—ইত্যাদি॥ (১৯কা. ৬অ. ৭সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের দ্বারা গ্রহণযোগ্য দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করে গ্রহণকারী কর্তৃক গ্রহণীয়। কৌশিক সূত্রে (৫৫।৯, ৮।৯, ১।৬) এর নানা প্রয়োগবিধি বিধৃত আছে। সৌবর্ণ ভূমি ও প্রতিকৃতি দানকর্মে এই কামসূক্তের দ্বারা আজ্যহোম করণীয় (প. ১০।১) ॥ (১৯কা. ৬অ. ৭সূ.) ॥

◆

অষ্টম সূক্ত : কালঃ

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : কাল। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী।]

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১ ॥
সপ্ত চক্রান্ বহতি কাল এষ সপ্তাস্য নাভীরমৃতং ন্বক্ষঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনান্যঞ্জৎ কালঃ স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ ॥ ২ ॥
পূর্ণ কুম্ভোঽধি কাল আহিতস্তং বৈ পশ্যামো বহুধা নু সন্তঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনানি প্রত্যঙ্ কালং তমাহুঃ পরমে ব্যোমন্ ॥ ৩ ॥
স এব সং ভুবনান্যাভরৎ স এব সং ভুবনানি পর্যৈৎ।
পিতা সন্নভবৎ পুত্র এষাং তস্মাৎ বৈ নান্যৎ পরমস্তি তেজঃ ॥ ৪ ॥
কালোঽমূং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।
কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে ॥ ৫ ॥
কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি ॥ ৬ ॥

কালে মনঃ কালে প্রাণঃ নাম সমাহিতম্।
কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥ ৭ ॥
কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতম্।
কালো হ সর্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৮ ॥
তেনেষিতং তেন জাতং তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্।
কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্তি পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৯ ॥
কালঃ প্রজা অসৃজত কালো অগ্রে প্রজাপতিম্।
স্বয়ম্ভুঃ কশ্যপঃ কালাৎ তপঃ কালাদজায়ত ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ — [এইস্থলে সর্বজগৎকারণভূত কালরূপ পরমাত্মার স্তুতি প্রসঙ্গে কালকে অশ্বরূপে কল্পনা করা হয়েছে]—সপ্তসংখ্যক রশ্মি সমন্বিত অর্থাৎ সপ্তরজ্জুর দ্বারা মুখ-গ্রীবা-পাদবদ্ধ, সহস্রলোচন, জরারহিত (অজরঃ) অর্থাৎ নিত্যযুবা, প্রভূতবীর্য (ভুরিরেতাঃ) অর্থাৎ শুক্র বা বীর্যসেচনের দ্বারা অপত্যোৎপাদনে সমর্থ কালরূপ অশ্ব (কালঃ অশ্বঃ) আপন আরোহীগণকে অভিমত প্রদেশ প্রাপ্ত করাচ্ছে, অর্থাৎ গ্রহণ পূর্বক উপনীত করাচ্ছে (বহতি)। সেই অশ্বে (তং) আরোহণ ও অবরোহণ বিষয়ে কুশল অর্থাৎ অশ্বশাস্ত্রনিপুণ ধীমন্তগণই আরোহণ করেন (বিপশ্চিতঃ কবয়ো আ রোহন্তি)। সেই অশ্বের গন্তব্য স্থান (তস্য চক্রা) সকল ভুবন (বিশ্বা ভুবনানি)। (কাল বলতে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অর্থাৎ ত্রিকালস্থ সকল বস্তুকে ব্যাপ্তকারী ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অর্থাৎ ত্রিকালস্থ সকল বস্তুকে ব্যাপ্তকারী চিরন্তনীয় অস্তিত্ব। কাল হলেন সবকিছুর নিয়ন্তা ও সকল জগতের অনবচ্ছিন্নকালরূপ পরমেশ্বর। তাঁর সপ্তরশ্মি হলো ছয় ঋতু ও একটি অধিমাস। তিনি সহস্রসংখ্যক অর্থাৎ সংখ্যাতীত দিবারাত্রির সমন্বিত রূপ। কাল জরারহিত অর্থাৎ পরিবর্তন হলেও রূপান্তরহীন—সর্বদা একরূপ; ভূরিরেতাঃ অর্থাৎ প্রভূত জগৎ সৃষ্টির সমর্থশক্তিসম্পন্ন। এই কাল সকল প্রাণিজাতকে আপন আপন কর্মে প্রাপিত বা নিযুক্ত করছেন। সেই কালকে ক্রান্তদর্শী পণ্ডিতগণ আপন অধীন করে থাকেন। সেই কালরূপ রথের চক্রগুলি সকল প্রাণীর প্রতি ধাবিত হয়ে চলেছে।—সায়ণাচার্য উপর্যুক্ত ভাষ্য ছাড়াও কালকে কালরূপ চক্রযুক্ত সপ্তাশ্ববাহিত রথে আরোহিত চিরকাল সর্ব ভুবনব্যাপী ধাবিত অতন্দ্রিত সবিতারূপেও বর্ণনা করেছেন। এর স্বপক্ষে তিনি ঋগ্বেদ (৯।১১।৩), তৈ. আ (১।৭।১), তৈ.ব্রা. (৩।১২।৯।১), নিগম (৯।১৪।২), তৈ. সং (২।৪।১০।২), ঐ. আ. (২।২।৪) ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন) ॥ ১ ॥ [এইভাবে পরবর্তী মন্ত্রগুলিকেও সায়ণ দার্শনিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা সাধারণ ভাবে এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আদৌ অপ্রয়োজনীয়। সেই হেতু আমরা অবশিষ্ট মন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত ও যথাযোগ্য অজটিল অনুবাদের দিকেই লক্ষ্য রেখেছি।—দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে সম্বৎসররূপ কালচক্র বর্ণিত হয়েছে]—কালাত্মক সম্বৎসররূপী সেই পরমাত্মা সপ্তসংখ্যক চক্র অর্থাৎ সপ্ত ঋতুকে অনুক্রমে বহন বা ধারণ করে চলেছেন। এই সম্বৎসরের নাভি সংখ্যা সাত। (চক্রমণ্ডল হতে মধ্যচ্ছিদ্রের বন্ধন হলো সপ্ত ঋতুসন্ধিকাল)।'এর অক্ষ অর্থাৎ তনু অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর তত্ত্ব, সপ্তসংখ্যক চক্রছিদ্রে গ্রথিত হয়ে আছে এক সত্য অর্থাৎ অনায়ত্ত তত্ত্ব। পূর্বোক্ত সম্বৎসররূপ (সঃ) সকলের আদিভূত (প্রথমঃ) দ্যোতমান নিত্যজ্ঞানরূপ (দেবঃ) কাল বা পরমাত্মা নাম ও রূপে প্রকাশিত (ইমা) সকল ভুবন বা চরাচরাত্মক সকল জগৎ (বিশ্বা ভুবনানি) ব্যক্ত করছেন (অঞ্জৎ), অর্থাৎ আপন কালের দ্বারা বিশ্লিষ্ট

করে উৎপাদন পূর্বক বা সংহরণ পূর্বক অবস্থান করছেন। (সায়ণাচার্য অধ্যাত্মপক্ষেও এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে তিনি কালকে সর্ব ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকর্তা শরীরাভিমানী দেবরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর তনু সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্দর্শ। অমৃত হলো চৈতন্য। অক্ষ সকল ইন্দ্রিয়ের ও সেই সেই বিষয়ের অনুগত। এই ভাবে তিনি সকল প্রাণিজাতকে প্রেরিত করছেন। তত্ত্বজ্ঞগণ সেই কালকে জ্ঞাত আছেন) ॥ ২॥ কালে অর্থাৎ সর্বজগতের কারণভূত নিত্য অবিশ্লিষ্ট পরমাত্ম আপন আপন রূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত (পূর্ণঃ) কুম্ভের ন্যায় (কুম্ভঃ) অর্থাৎ অহোরাত্র-মাস-ঋতু সম্বৎসর ইত্যাদি রূপ অবচ্ছিন্নতার (বিশ্লিষ্টতার) জন্য কাল নিহিত রয়েছে (আহিতঃ), যেহেতু সকল কার্যে আপন কারণে অবস্থান করছে। সেই হেতু কালকে সৎপুরুষবর্গ (সন্তঃ) আমরা নানারকম অহোরাত্রভেদে (বহুধা) অনুভব করে থাকি (পশ্যামো নু)। [—অথবা সেই নিমিত্ত কালাধার পরমাত্মাকে বহুধা অর্থাৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ইত্যাদি বহুভাবে আমরা সৎরূপ ব্রহ্মোপাসকগণ (সন্তঃ) সাক্ষাৎ করে থাকি (পশ্যামঃ)]। সেই কাল পরিদৃশ্যমান (ইমা) সর্ব ব্যাপ্ত ভূতজাতকে (বিশ্বা ভুবনানি) অভিমুখে আনয়ন করেছে (প্রত্যঙ্)। সেই কাল পরমে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাংসারিক সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বদোষরহিত আকাশবৎ নির্লেপে (ব্যোমন্) বিবিধ পরমানন্দপ্রদায়ক আপন আপন রূপে বর্তমান—বিদ্বানগণ এই কথা বলে থাকেন (তম্ আহুঃ) ॥ ৩॥ সেই হেন কালই (স এব) ভূতজাতসমূহকে (ভুবনানি) আহরণ বা উৎপাদন করেছে (অথবা আপনার দ্বারা উৎপাদিত সকল ভুবনকে তিনিই সম্পূর্ণভাবে পোষণ করে থাকেন)। সেই হেন কালই সমগ্র ভুবন (ভুবনানি) সম্যক্ ব্যাপ্ত করেছেন (সং পর্যৈৎ)। সেই হেন কালই এই ভুবনের জনক হয়ে (পিতা সন্) এর পুত্ররূপে বিরাজমান (এষাং পুত্রোভবৎ)। (কালই পিতৃত্বের দ্বারা ও পুত্রত্বের দ্বারা আচরিত হচ্ছে। যিনি পূর্বজন্মে পিতারূপে জাত হয়েছিলেন তিনিই এই জন্মে পুত্ররূপে আচরিত হয়েছেন অর্থাৎ জাত হয়েছেন। অথবা এই একই জন্মে পিতা আপন স্ত্রীগর্ভে সন্তান উৎপাদন করে সেই সন্তানের মধ্যে আপন সত্তায় সৃষ্টিলাভ করছেন। সেই হেন সর্বোৎপাদক সর্বগত কাল ব্যতীত (তস্মাৎ বৈ) অন্য (অন্যৎ) উৎকৃষ্ট (পরম্) তেজঃ আর নেই (তেজঃ ন অস্তি) ॥ ৪॥ কাল অর্থাৎ পরমাত্মা ঐ বিপ্রকৃষ্ট (অমূং) দ্যুলোক উৎপাদন করেছেন (দিবম্ অজনয়ৎ)। অধিকন্তু (উত) তিনিই এই পরিদৃশ্যমানা (ইমাঃ) সর্বপ্রাণীর আধারভূতা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এই হেন কালই (কালে হ) অতীত (ভূতং), ভবিষ্যৎ (ভব্যং) ও বর্তমান কালাবচ্ছিন্ন (ইষিতং) জগৎ বিশেষভাবে আশ্রয় করে বিরাজমান রয়েছে (বি তিষ্ঠতে) ॥ ৫॥ কালরূপ পরমাত্মা এই ভবনবৎ জগৎ সৃষ্টি করেছেন (কালঃ ভূতিম্ অসৃজত)। কালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে আদিত্য জগৎকে তাপিত করে অর্থাৎ প্রকাশিত করে। কালেরই আশ্রয়ে (বিশ্বা) সকল ভূতজাত স্থিত হয়ে আছে। কালেরই প্রভাবে চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দর্শন ইত্যাদি কর্ম করে থাকে (কালে চক্ষুঃ বি পশ্যতি);—অথবা চক্ষুষ্মান্ সর্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা কালাত্মক পরমেশ্বর যথাযথ প্রতিটি ইন্দ্রিয়ব্যাপার সাধিত করে থাকেন ॥ ৬॥ সেই কালাত্মক পরমাত্মায় (কালে) জগৎসৃষ্টির নিমিত্তভূত মন বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যেই প্রাণ অর্থাৎ সূত্রাত্মা সর্ব জগৎ-অন্তর্যামী বিদ্যমান।—(অথবা তাতেই সকল প্রাণীর মন ও পঞ্চবৃত্তিক প্রাণও বিদ্যমান রয়েছে)। তথা সকল বস্তুর সংজ্ঞা ও এমনকি স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি সংজ্ঞাও, সেই কালেই সমাহিত হয়ে আছে (কালে নাম সমাহিতম্)। বসন্ত ইত্যাদি রূপে আগত কালের দ্বারা (কালেন আগতেন) সকল প্রজা আপন আপন অভীষ্ট-সিদ্ধি প্রাপ্তি পূর্বক প্রসন্ন হচ্ছে (সর্বাঃ ইমাঃ প্রজাঃ নন্দন্তি) ॥ ৭॥ সেই কালাত্মক পরমাত্মাতেই জগৎসৃষ্টি-বিষয়ের পর্যালোচনা (তপঃ) নিহিত; তথা সকলের আদিভূত (জ্যেষ্ঠং)

হিরণ্যগর্ভ-আখ্যাত তত্ত্ব বর্তমান; তথা সাঙ্গ বেদ (অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ সহ বেদশাস্ত্র) ও তার প্রতিপাদক তত্ত্ব (ব্রহ্ম) সমাহিত রয়েছে। কালই সর্ব জগতের স্বামী (কালঃ সর্বস্য ঈশ্বরঃ) যা অর্থাৎ যে কাল (যঃ) প্রজাগণের স্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মার জনক (প্রজাপতেঃ পিতা আসীৎ) ॥ ৮ ॥ সেই পরমাত্মা (তেন) কালের দ্বারা সকল স্রষ্টব্য অর্থাৎ সৃষ্টির উপযুক্ত বা সৃজনীয় জগতের কামনা করেছিলেন (ইষিতম্)। তাঁর দ্বারা উৎপাদিত জগৎ (তেনৈব জাতং) সেই কালেই প্রতিস্থিত (তৎ উম্ তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্)। সেই হেন কালই দেশকালাবচ্ছিন্ন সৎ-চিৎ-সুখাত্মক পরমার্থ তত্ত্ব ব্রহ্মরূপে পরম স্থানে অর্থাৎ সত্যলোকে বিদ্যমান (পরমেষ্ঠিনং) চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে পালন করেন (কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা পরমেষ্ঠিনং বিভর্তি) ॥ ৯ ॥ কালই সৃষ্টির আদিকালে (অগ্রে) ব্রহ্মাকে (প্রজাপতিম্) উৎপাদিত করেছিল (অসৃজত); এবং সেই কালই প্রজা উৎপাদন করেছিল। স্বয়ং নিজেকে সৃষ্টিকারী (স্বয়ম্ভু) সকলের দ্রষ্টা অষ্টম সূর্য (কশ্যপ) ও তাঁর সন্তাপক তেজঃ (তপঃ) কাল হতে উৎপাদিত (কালাৎ অজায়ত) ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'কালো অশ্বো বহতি' ইতি সূক্তদ্বয়স্য সৌবর্ণভূমিদানে আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। উক্তং হি পরিশিষ্টে।...কালপ্রতিপাদকত্বাৎ কালসূক্তং ইত্যুচ্যতে॥ (১৯কা. ৬অ. ৮সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি ও এর পরবর্তী সূক্তটির বিনিয়োগ একই। এই দুই সূক্তই সুবর্ণ ও ভূমি দানে আজ্যহোমে বিনিয়োগ করা হয়। পরিশিষ্টে (১০।১) কামসূক্ত, কালসূক্ত ও পুরুষসূক্তের সমভাবাপন্নতার উল্লেখ আছে। কালপ্রতিপাদকত্বের কারণে এটি 'কালসূক্ত' নামে অভিহিত ॥ (১৯কা. ৬অ. ৮সূ.) ॥

◆

নবম সূক্ত : কালঃ

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : কাল। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, অষ্টি।]

কালাদাপঃ সমভবন্ কালাৎ ব্রহ্ম তপো দিশঃ।
কালেনোদেতি সূর্যঃ কালে নি বিশতে পুনঃ ॥ ১ ॥
কালেন বাতঃ পবতে কালেন পৃথিবী মহী।
দ্যৌর্মহী কাল আহিতা ॥ ২ ॥
কালো হ ভূতং ভব্যং চ পুত্রো অজনয়ৎ পুরা।
কালাদৃচঃ সমভবন্ যজুঃ কালাদজায়ত ॥ ৩ ॥
কালো যজ্ঞং সমৈরয়দ্দেবেভ্যো ভাগমক্ষিতম্।
কালে গন্ধর্বাপ্সরসঃ কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪ ॥
কালেঽয়মঙ্গিরা দেবোঽথর্বা চাধি তিষ্ঠতঃ।
ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং পুণ্যাংশ্চ লোকান্ বিধৃতীশ্চ পুণ্যাঃ।
সর্বাংল্লোকানভিজিত্য ব্রহ্মণা কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — 'কালাৎ' অর্থাৎ সর্বজগতের কারণ পরমাত্মার সমীপ হতে 'আপঃ' অর্থাৎ

ব্রহ্মাণ্ডের আধারভূত জল উৎপন্ন হয়েছিল (সম্ অভবন্)। সেই ভাবে সেই কাল হতে (কালাৎ) যজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম (ব্রহ্ম), চান্দ্রায়ণ ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন ব্রত (তপঃ) ও প্রাচী ইত্যাদি দিক্‌সমূহ (দিশঃ) সৃষ্টি হয়েছিল, (অর্থাৎ জগৎসৃষ্টি-কর্মে তপ্যমান কাল হতে দিক্‌সমূহের সৃষ্টি)। কালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সূর্য উদয় প্রাপ্ত হয় (কালেন সূর্য উদেতি) এবং পুনরায় কালেই বিলয় প্রাপ্ত হয় (পুনঃ কালে নি বিশতে), অর্থাৎ অস্তগমন করে ॥ ১ ॥ কালের দ্বারা প্রেরিত পরমাত্মা বায়ু প্রবাহিত হয় (কালেন বাতঃ পবতে)। কালের দ্বারাই মহতী পৃথিবী দৃঢ়রূপে স্থাপিতা (আহিতা) এবং কালের আধারে মহতী দ্যুলোক (দৌঃ) স্থাপিতা ॥ ২ ॥ কালরূপ পিতার প্রেরণায় পুত্র প্রজাপতি, ভূতকাল, ভবিষ্যৎকাল ও বর্তমানকাল (চ) উৎপাদিত হয়েছে। কাল হতেই (কালাৎ) পরমাত্মার স্বরূপ ঋক্ (ঋচঃ) অর্থাৎ পাদবদ্ধ মন্ত্রাবলী সম্ভবিত হয়েছে। কালের দ্বারাই যজুঃ অর্থাৎ প্রশ্লিষ্ট পাঠরূপ মন্ত্রগুলি সৃষ্ট হয়েছে (অজায়ত), (ও কাল হতেই সামবেদ ইত্যাদির উৎপত্তি) ॥ ৩ ॥ তথা কালই ইন্দ্র প্রমুখ দেববৃন্দের নিমিত্ত (দেবেভ্যঃ) ক্ষয়রহিত ভাগত্বের দ্বারা পরিকল্পিত যজ্ঞ (অক্ষিতম্ ভাগম্ যজ্ঞম্) অর্থাৎ প্রকৃতি-বিকৃত্যাত্মক সোমযাগ, উৎপাদিত করিয়েছিলেন (সম ঐরয়ৎ)। বাক্যের ধারক (গাং) অর্থাৎ গায়ক গন্ধর্ববৃন্দ ও জলে (অপ্সু) বা অন্তরিক্ষে বিচরণশালিনী অপ্সরাবৃন্দ কালের আধারে বর্তমান রয়েছে। সমস্ত লোকই, অর্থাৎ জনগণ ও ভুবনগুলি, কালে প্রতিষ্ঠিত (প্রতিষ্ঠিতাঃ) ॥ ৪ ॥ এই অথর্ববেদের স্রষ্টা (অথর্বা) ও দীপ্যমান (দেবঃ) পরমাত্মার অঙ্গ-সম্ভূত অঙ্গিরা ঋষি আপন জনক কালেই অধিষ্ঠিত। এই সর্বকর্মার্জন স্থান ভূমি বা ভূলোক (ইমং লোকম্), ফলভোগস্থান স্বর্গলোক (পরমং লোকং), পুণ্যকর্মার্জনের লোকসমূহ (পুণ্যান লোকান) এবং দুঃখলেশের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট অর্থাৎ দুঃখলেশহীন উক্ত ও অনুক্ত লোক সমুদায় (পুণ্যা সর্বান্ লোকান্), স্বকারণের দ্বারা দেশকাল-বস্তু-পরিচ্ছেদরহিত অনন্ত সত্যজ্ঞান ইত্যাদি লক্ষণ সমন্বিত পরমাত্মার দ্বারা (ব্রহ্মণা) সর্বদিকে ব্যাপ্ত করে (অভিজিত্য) এই সূক্ত দু'টির প্রতিপাদ্য (সঃ) সর্বোত্তম (পরমঃ) কালাত্মক দেব (কালো দেবঃ) সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যেপে বিদ্যমান রয়েছেন (ঈয়তে) ॥ ৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'কালাদাপঃ' ইতি সূক্তং কালপ্রতিপাদকত্বাৎ কালসূক্তং ইত্যুচ্যতে। তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ॥ (১৯কা. ৬অ. ৯সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটিও কালপ্রতিপাদকত্বের কারণে কালসূক্ত নামে অভিহিত। এইটি এবং এর পূর্ববর্তী সূক্তটির বিনিয়োগ একই ॥ (১৯কা. ৬অ. ৯সূ.) ॥

◆ ◆

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : রায়স্পোষপ্রাপ্তি

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

রাত্রিংরাত্রিমপ্রয়াতং ভরন্তোঽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমস্মৈ।
রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে অগ্নে প্রতিবেশা রিষাম ॥ ১ ॥

যা তে বসোর্বাত ইষুঃ সা ত এষা তয়া নো মৃড়।
রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে অগ্নে প্রতিবেশা রিষাম ॥ ২॥
সায়ংসায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃপ্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা।
বসোর্বসোর্বসুদান এধি বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম ॥ ৩॥
প্রাতঃপ্রাতর্গৃহপতির্নো অগ্নিঃ সায়ংসায়ং সৌমনসস্য দাতা।
বসোর্বসোর্বসুদান এধীন্ধানাস্ত্বা শতংহিমা ঋধেম ॥ ৪॥
অপশ্চা দগ্ধান্নস্য ভূয়াসম্।
অন্নাদায়ান্নপতয়ে রুদ্রায় নমো অগ্নয়ে।
সভ্যঃ সভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ ॥ ৫॥
ত্বমিন্দ্রা পুরুহূত বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৎ।
অহরহর্বলিমিত্তে হরন্তোঽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমগ্নে ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! গার্হপত্য ইত্যাদি আয়তনে বর্তমান তোমার উদ্দেশে, অশ্বকে তৃণ ইত্যাদি প্রদানের মতো, সর্বকালে অর্থাৎ অবিরত (রাত্রিংরাত্রিং) হবিঃ প্রদান পূর্বক, আমরা ধনের পোষণের দ্বারা (রায়ঃ পোষেণ) ও অন্নের দ্বারা (ইষা) সম্যক্ আমোদিত হয়ে (সং মদন্তঃ) তোমার সন্নিহিত গৃহে (তে প্রতিবেশাঃ) যেন কারও দ্বারা হিংসিত না হই (মা রিষাম)। (যেহেতু রক্ষকের সান্নিধ্যে আমরা অবস্থান করছি, অতএব আকাঙ্ক্ষিত ফলসমূহ প্রাপ্ত হবো এবং নিরুপদ্রব হবো— এমনই আশা করা হচ্ছে) ॥ ১॥ হে অগ্নি! ধনদাতারূপে তোমার যে অনুগ্রহবুদ্ধি, অন্নপ্রদাতারূপে তোমার যে অনুগ্রহবুদ্ধি, সেগুলির দ্বারা আমাদের সুখ প্রদান করো। আমরা ধনের পোষণের দ্বারা ও অন্নের দ্বারা সম্যক্ আমোদিত হয়ে তোমার সান্নিধ্যে অবস্থান পূর্বক যেন কারও দ্বারা হিংসিত না হই ॥ ২॥ যজমানরূপ আমরা গৃহপতি, আমাদের গৃহে পূজনীয় অগ্নি অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নি প্রতি সায়ংকালে ও প্রতি প্রাতঃকালে (সায়ম্সায়ম্ প্রাতঃপ্রাতঃ) সুখের প্রদাতা হোন (সৌমনসস্য দাতা ভবতি)। হে অগ্নি! তুমি সর্বস্ব অর্থাৎ প্রভূত ধনের (বসোর্বসোঃ) ধনদাতা হও (বসুদানঃ এধি)। আমরা (বয়ম) তোমাকে (ত্বাং) হবির দ্বারা উদ্দীপিত করে (ত্বা ইন্ধানাঃ) সকল পুত্র-মিত্র ইত্যাদির শরীরসমূহ পুষ্ট করবো (তন্বম্ পুষেম) ॥ ৩॥ [পূর্বমন্ত্রে শরীরপুষ্টি প্রার্থিত হয়েছে। এইবার জীবন প্রার্থনা করা হচ্ছে]—যজমানরূপ গৃহস্বামী আমরা, আমাদের দ্বারা আহিত অগ্নি বা গৃহস্বামীরূপে পূজিত গার্হপত্য অগ্নি প্রতি প্রাতে ও প্রতি সায়ংকালে আমাদের সুখের প্রদাতা হোন। হে অগ্নি! তুমি আমাদের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে প্রভূত ধনের ধনদাতা হও। শতসংখ্যক হেমন্ত (শতং হিমা), অর্থাৎ শত সম্বৎসরকাল ব্যাপী, তোমার পরিচর্যা করে আমরা বৃদ্ধ হবো (ঋধেম), অর্থাৎ অগ্নিপরিচর্যার দ্বারা আমরা শত সম্বৎসর জীবনবান থাকবো ॥ ৪॥ অন্নের পশ্চাৎভাগে অদগ্ধা (অন্নস্য অপশ্চা দগ্ধ) অর্থাৎ স্থালীর পশ্চাৎ বা পৃষ্ঠভাগে দগ্ধান্নরহিত হবো (ভূয়াসম্)। (অন্ন অল্প হলে স্থালীপৃষ্ঠভাগে দুঃশৃত অর্থাৎ অপক্ক বা দগ্ধ হওয়া সম্ভব, কিন্তু অধিক হলে সেই সম্ভাবনা থাকে না; এই নিমিত্ত এমন অধিক অন্ন প্রার্থনা করা হচ্ছে)। অন্নের ভোক্তা বা ভোজক (অন্নাদায়), অন্নের স্বামী বা অধিকারী (অন্নপতয়ে), রোদয়িতা বা রুদ্রাত্মক (রুদ্রায়) অগ্নিকে নমস্কার (অগ্নয়ে নমঃ); অর্থাৎ অগ্নিপরিচর্যায় অন্নলাভ হয়—এটাই বক্তব্য। অগ্নিদেব আমাদের 'সভ্যং' অর্থাৎ পুত্রমিত্র-পশু

ইত্যাদি সঙ্ঘ রক্ষা করুন এবং যাঁরা সমাজের সভাসদ্ (সভ্যাঃ সভাসদঃ), তাঁরাও; অর্থাৎ তাঁরাও আমাদের পুত্র-মিত্র ইত্যাদিকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ হে (পুরুহূত) বহু জনের দ্বারা আহূত, ঐশ্বর্যসম্পন্ন (ইন্দ্র) অগ্নি! তুমি আমাদের সম্পূর্ণ আয়ু, অর্থাৎ অন্ন বা জীবন, প্রদান করো (বিশ্বম্ আয়ুঃ বি অশ্নবৎ)। অবস্থানকারী অশ্বকে তৃণ ইত্যাদি (ঘাসং) প্রদানের মতো (ইত্যে), গৃহে বিরাজমান অগ্নিকে যারা প্রতিদিবসে (অহরহঃ) পূজোপহার (বলিং) প্রদান করে (হরন্তঃ) তাদের আয়ু প্রাপ্ত করাও ॥ ৬ ॥

টীকা — সপ্তম অনুবাকের চতুর্দশটি সূক্তের মধ্যে উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটির বিনিয়োগ প্রাতঃকালে অগ্নির উপস্থাপনে অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যানুসারে অবগন্তব্য ॥ (১৯কা. ৭অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : দুঃস্বপ্ননাশনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশনম্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

যমস্য লোকাদধ্যা বভূবিথ প্রমদা মর্ত্যান্ প্র যুনক্ষি ধীরঃ।
একাকিনা সরথং যাসি বিদ্বান্ৎস্বপ্নং মিমানো অসুরস্য যোনৌ ॥ ১ ॥
বন্ধস্ত্বাগ্রে বিশ্বচয়া অপশ্যৎ পুরা রাত্র্যা জনিতোরেকে অহ্নি।
ততঃ স্বপ্নেদমধ্যা বভূবিথ ভিষগ্‌ভ্যো রূপমপগূহমানঃ ॥ ২ ॥
বৃহদ্গাবাবাসুরেভ্যোঽধি দেবানুপাবর্তত মহিমানমিচ্ছন্।
তস্মৈ স্বপ্নায় দধুরাধিপত্যং ত্রয়স্ত্রিংশাসঃ স্বরানশানাঃ ॥ ৩ ॥
নৈতাং বিদুঃ পিতরো নোত দেবা যেষাং জল্পিশ্চরত্যন্তরেদম্।
ত্রিতে স্বপ্নমদধুরাপ্ত্যে নর আদিত্যাসো বরুণেনানশিষ্টাঃ ॥ ৪ ॥
যস্য ক্রূরমভজন্ত দুষ্কৃতোঽস্বপ্নেন সুকৃতঃ পুণ্যমায়ুঃ।
স্বর্মদসি পরমেণ বন্ধুনা তপ্যমানস্য মনসোঽধি জজ্ঞিষে ॥ ৫ ॥
বিদ্ম তে সর্বাঃ পরিজাঃ পুরস্তাৎ বিদ্ম স্বপ্ন যো অধিপা ইহা তে।
যশস্বিনো নো যশসেহ পাহ্যারাদ্ দ্বিষেভিরপ যাহি দূরম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ — [এই সূক্তে দুঃস্বপ্নের প্রভাব বর্ণিত হচ্ছে]—হে দুঃস্বপ্নাভিমানী ক্রূর পিশাচ! তুমি যমলোক হতে (যমস্য লোকাৎ) পৃথিবীতে আগত হয়েছো (আ বভূবিথ), এবং ভীত না হয়ে (ধীরঃ) স্ত্রী (প্রমদা) ও পুরুষগণের (মর্ত্যান্) প্রতি আপন স্বরূপ সন্দর্শন করাচ্ছো (প্র যুনক্ষি), অর্থাৎ মৃত্যুসূচক দুঃস্বপ্ন প্রদান করছো। অনন্তর দেহধারীবর্গের আয়ুর্বৃদ্ধি ও অবৃদ্ধি বিদিত হয়ে (বিদ্বান), তুমি তাদের প্রাণবত উপলব্ধিস্থানে (অসুরস্য যোনৌ) অর্থাৎ হৃদয়ে কষ্টকর অনিষ্টফলদায়ক স্বপ্ন সৃষ্টি করে (মিমানঃ) একাকী (একাকিনা) অর্থাৎ পুত্র-কলত্র ইত্যাদির বন্ধন ত্যাগ করিয়ে ম্রিয়মাণ অসহায় পুরুষের সাথে সরথে অর্থাৎ একই রথে গমন করছো (সরথম যাসি), অর্থাৎ দুঃস্বপ্নদর্শী এক পুরুষকে যমলোক-প্রাপ্তি করাচ্ছো ॥ ১ ॥ [অহোরাত্র সৃষ্টির পূর্বেই দুঃস্বপ্ন উৎপন্ন হয়েছিল—

এখানে সেই কথাই বলা হচ্ছে]—হে দুঃস্বপ্নাভিমানী! তোমাকে সৃষ্টির প্রাক্কালে (ত্বা অগ্রে) সকলের স্রষ্টা (বিশ্বয়ো), সকল প্রাণীর বিধাতা (বন্ধঃ), মানসসৃষ্ট প্রজাপতিগণ (একে) অহোরাত্রকাল প্রাদুর্ভাবের পূর্বে (পুরা রাত্র্যা অহ্নি জনিতোঃ) দর্শন করেছিলেন। তারপর, হে স্বপ্ন! তুমি সকল জগতে ব্যাপ্ত হয়ে (ইদম্ অধি আ বভূবিথ) চিকিৎসগণের নিকট হতে (ভিষগ্‌ভ্যো) আপন আকৃতি বা স্বরূপ (রূপম্) আচ্ছাদিত করে (অপগূহমানঃ) রয়েছো। (স্বরূপ আচ্ছাদনের অভিপ্রায় এই যে, ভিষক্‌গণ যেন দুঃস্বপ্ন রোগের স্বরূপ ও তার নিদান জ্ঞাত হয়ে ঔষধ ইত্যাদির দ্বারা তার প্রতীকার করতে অক্ষম হন) ॥ ২ ॥ দুষ্প্রধর্ষ বা দুর্ধর্ষ পুরুষগণের অধিক গমনকারী বা ব্যাপ্তকারী (বৃহদ্গাবা) তথাবিধ স্বপ্ন অসুরগণের নিকট হতে অর্থাৎ স্বয়ং অসুরপক্ষীয় হয়ে তাদের নিকট হতে দেবতবর্গের সমীপে গমন করে। (কি জন্য?—না) 'মহিমানং ইচ্ছন্' অর্থাৎ মহত্বের প্রভাবের কামনায়। (পূর্বে অসুরদের মধ্যে যারা সাধারণ পুরুষত্ব সম্পন্ন, তারা অসুরগণের নিকট হতে তাদের অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্য লাভের কামনায় দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয়। যেমন লোকে কোন বলবান পুরুষ আপন রাজার নিকট প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত না হয়ে পররাষ্ট্র-রাজার কিংবা আপন রাজার শত্রুভূত রাজার সমীপে গমন করে), দুঃস্বপ্নও তেমনই ভাবে অসুররাজ্য হতে স্বর্গ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল (স্বঃ আনশানাঃ)। তেত্রিশসংখ্যক (ত্রয়স্ত্রিংশাসঃ) স্বর্গদেবতা (অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার) সেই স্বপ্নকে অর্থাৎ দুঃস্বপ্নকে সর্বলোকের অনিষ্টকর লক্ষণযুক্ত আধিপত্য (আধিপত্যম্) বা অধিকার প্রদান করেছেন (দধুঃ) ॥ ৩ ॥ তেত্রিশসংখ্যক দেবগণের সেই জল্পনা (যা জল্পিঃ) অর্থাৎ প্রাণীগণ আপন আপন কর্ম অনুসারে দুঃস্বপ্নদর্শননিবন্ধন অনিষ্টফলকারিত্ব-লক্ষণরূপ যে দুঃস্বপ্নের অধিকারভুক্ত—সেই জল্পনা, পিতৃগণ জানেন না (পিতরঃ ন বিদুঃ), অধিকন্তু (উত) ঐ তেত্রিশসংখ্যক দেবতা ব্যতিরিক্ত অন্য দেবগণও জানেন না। আধিপত্য প্রদানরূপ এই বাক্য (যৎ) জগতের মধ্যে (অন্তরা) ভক্ষিত হচ্ছে (চরতি)। (এইরূপে দেবগণের দ্বারা লব্ধাধিপত্য হয়ে, প্রবল হয়ে, দুঃস্বপ্ন আপন আধিপত্যদাতা দেবগণের অন্যতম আদিত্য নামক দেবগণকে গ্রহণ করলো। তখন আদিত্যবর্গ পরস্পর বিচার করে বরুণ দেবতাকে বললেন—আমাদের দ্বারা লব্ধপ্রভাব হয়ে দুঃস্বপ্ন আমাদেরই গ্রহণ করলো, অতএব কি করা যায়? দেবতাগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বরুণ এই স্বপ্নপ্রতীকারেরও উপদেশ দিয়েছিলেন।—কি সেই উপদেশ? এবার সেই কথা বলা হচ্ছে)—নেতা (নরঃ) অদিত্যগণ পাপনিবারক বরুণদেবের দ্বারা সম্যক্ উপদিষ্ট হয়ে (অনুশিষ্টাঃ) জলের পুত্র (আপ্ত্যে) মহর্ষি ত্রিতের সকাশে অনিষ্টফলসূচক দুঃস্বপ্নকে স্থাপিত করেছিলেন (অদধুঃ) ॥ ৪ ॥ দুষ্কর্মকারী পাপী পুরুষগণ (দুষ্কৃতঃ) দুঃস্বপ্নের (যস্য) ভয়ঙ্কর অনিষ্ট ফল (ক্রূরং) প্রাপ্ত হয় (অভজন্ত), সুকর্মকারীগণ (সুকৃতঃ) দুঃস্বপ্নদর্শন না করে (অস্বপ্নেন) পুণ্যকর্ম-নিমিত্ত (পুণ্যং) জীবন (আয়ু) লাভ করে। (হে) দুঃস্বপ্ন! স্বর্গলোকে (স্বঃ) সৃষ্টির প্রাক্কালে তোমাকে দৃষ্টিবন্ত সর্বোত্তর (পরমেণ) বন্ধু (বন্ধুনা) বিধাতার সাথে তুমি আনন্দজনিত সম্মোহ প্রাপ্ত হয়েছিল (মদসি)। মৃত্যুপাশে সন্তপ্যমান দুষ্কর্মকারী পুরুষের (তপ্যমানস্য) মন হতে (মনসঃ অধি) মৃত্যুসূচনার নিমিত্ত তুমি প্রাদুর্ভূত হয়েছো (জজ্ঞিসে) ॥ ৫ ॥ হে স্বপ্ন! তোমার অগ্রগামী অর্থাৎ পূর্ববর্তী (পুরস্তাৎ) সকল পরিজনবৃন্দকে (পরিজাঃ) আমি জ্ঞাত আছি (বিদ্ম)। এইরকমে তোমার ইদানীন্তন (ইহ) যে স্বামী বা পালক, তাকেও আমি জ্ঞাত আছি। তোমার স্বরূপ সম্পর্কে বিদিত আমরা, আমাদের অন্নের বা যশের নিমিত্ত সমীপবর্তী হয়ে রক্ষা করো (আরাৎ পাহি) এবং দ্বেষকারীগণের সাথে (দ্বিষেভিঃ) আমাদের নিকট হতে দূরদেশে (দূরম্) অপসারিত হয়ে যাও (অপ যাহি) ॥ ৬ ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির দ্বারা দুঃস্বপ্ননাশকর্মে লৈঙ্গিকবিনিয়োগ অবগন্তব্য ॥ (১৯কা. ৭অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : দুঃস্বপ্ননাশনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, জগতী।]

যথা কলাং যথা শফং যথর্ণং সন্নয়ন্তি।
এবা দুষ্বপ্ন্যং সর্বমপ্রিয়ে সং নয়ামসি ॥ ১॥
সং রাজানো অগুঃ সমৃণান্যগু সঃ কুষ্ঠা অগুঃ সং কলা অগুঃ।
সমস্মাসু যদ্দুষ্বপ্ন্যং নির্দ্বিষতে দুষ্বপ্ন্যং সুবাম ॥ ২॥
দেবানাং পত্নীনাং গর্ভ যমস্য কর যো ভদ্রঃ স্বপ্ন।
স মম যঃ পাপস্তদ্দ্বিষতে প্র হিণ্মঃ।
মা তৃষ্টানামসি কৃষ্ণশকুনের্মুখম্ ॥ ৩॥
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স ত্বং স্বপ্নাশ্ব ইব কায়মশ্ব ইব নীনাহম্।
অনাস্মাকং দেবপীয়ুং পিয়ারুং বপ যদস্মাসু দুষ্বপ্ন্যং
যদ্ গোষু যচ্চ নো গৃহে ॥ ৪॥
অনাস্মাকস্তদ্দেবপীয়ুঃ পিয়ারুর্নিষ্কমিব প্রতি মুঞ্চতাম্।
নবারত্নীনপময়া অস্মাকং ততঃ পরি।
দুষ্বপ্ন্যং সর্ব দ্বিষতে নির্দয়ামসি ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — যেমন অবদানার্থে বা সংস্কার কর্মে ঋত্বিকবৃন্দ হত পশুর কলা (স্নায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত, জরায়ু দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা পরিবেষ্টিত দেহখণ্ড), খুর (শফ) ইত্যাদি অন-অবদানীয় অঙ্গগুলি অন্যত্র উঠিয়ে নেন (সন্নয়ন্তি), বা যেমন প্রবৃদ্ধ ঋণ অর্থাৎ অতিশয় প্রাচীন ঋণ উত্তমর্ণকে প্রত্যর্পণ করা হয়, সেইরকম এই কষ্টস্বপ্ননিমিত্তক সকল অনর্থ (দুঃস্বপ্ন্যম্ সর্বম্ অপ্রিয়ে) জলের পুত্র ত্রিত নামক মহর্ষিতে প্রমার্জিত বা স্থাপিত করছি (সম্ নয়ামসি) ॥ ১॥ রাজন্যবৃন্দ যেমন পররাষ্ট্র বিনাশের নিমিত্ত সংহত হন (রাজানঃ সম্ অগুঃ); ঋণসমূহ যেমন বহুভাবে বৃদ্ধি লাভ করে (ঋণানি সম্ অগুঃ); অর্থাৎ একটি ঋণ পরিশোধ হতে না হতেই উপর্যুপরি ঋণ গ্রহণের ফলে ঋণের যেমন ক্রমিক বৃদ্ধি ঘটে; কুষ্ঠ নামক ত্বক-ব্যাধি উপলক্ষ করে যেমন বহু রোগের সৃষ্টি হয় (কুষ্ঠাঃ সম্ অগুঃ), অর্থাৎ একটি কুষ্ঠরোগ অচিকিৎসিত থাকলে তার উপরে পিটক-ব্রণ ইত্যাদির উদ্ভব হয়ে থাকে; অনুপাদেয়-অবয়ব (কলাঃ) অর্থাৎ পশুর বর্জনীয় অবয়বসমূহ যেমন জীর্ণ কূপ ইত্যাদিতে সংহত বা পুঞ্জিত হয় (সম্ অগুঃ); সেই রকমে আমাদের দুঃস্বপ্ননিমিত্তক যে অনর্থগুলি আছে, তা অর্থাৎ সেই সংহত দুঃস্বপ্নের অনিষ্ট সমুদায় আমাদের দ্বেষকারীগণের (দ্বিষতে) নিকট প্রেরণ করছি (নিঃ সুবাম) ॥ ২॥ হে দেবগণের ও পত্নীবর্গের গর্ভ অর্থাৎ দেব গন্ধর্ব ও পত্নী অপ্সরাগণের পুত্র (গর্ভ); হে প্রেতাধিপতি যমের হস্তস্বরূপ (যমস্য কর)!

অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন ব্যপদেশে উন্মাদনগ্রস্ত পুরুষকে যম গ্রহণ পূর্বক বধ করেন, সুতরাং দুঃস্বপ্ন তাঁর হস্তস্বরূপ; এই হেন হে স্বপ্ন! তোমার মঙ্গলকারী (ভদ্রঃ) যে অংশ আছে, সেই অংশ আমার হোক (সে মমাস্তু)। যে পাপ অর্থাৎ ক্রূর অনিষ্টকরী অংশ আছে, তা শত্রুদের নিকট প্রেরণ করছি (তৎ দ্বিষতে প্র হিণ্মঃ)। কৃষ্ণবর্ণ শকুন অর্থাৎ বায়স বা কাকের মুখের ন্যায় মুখসম্পন্ন স্বপ্ন যেন আমাদের বাধক না হয় (মা তৃষ্টানাম্ অসি) ॥ ৩॥ হে স্বপ্ন! সেই হেন তোমাকে (তং ত্বা) যে প্রকারে বা যে জন্য তুমি উৎপন্ন বা আগত হয়েছো, তার সবই আমরা জ্ঞাত আছি (সং বিদ্ম)। হে স্বপ্ন! অশ্ব যেমন স্বকীয় ধূলিধূসর অঙ্গ (কায়) ধূনন করে, অর্থাৎ ঝাড়তে থাকে, এবং কবচ ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, সেইরকম কেবল আমাদের বাধকগণই (পিয়ারুঃ) নয়, দেবতাগণের যজ্ঞবিঘাতক শত্রুগণও (দেবপীয়ুঃ) তোমার অর্থাৎ দুঃস্বপ্নফল প্রাপ্ত হোক; আমাদের বপুতে অর্থাৎ শরীরে যে দুঃস্বপ্ন বর্তমান, গাভীগণের যে অনর্থসূচক দুঃস্বপ্ন বর্তমান, আমাদের গৃহে যে দুঃস্বপ্নজনিত অনিষ্টসমূহ বর্তমান, সেইগুলি সবই উৎপাটিত করে দাও ॥ ৪॥ সেই দুঃস্বপ্নজাত অনিষ্টসমূহ দেবতাগণের যজ্ঞবিঘাতক শত্রুগণ (দেবপীয়ুঃ) ও আমাদের বাধকগণ (পিয়ারুঃ) সুবর্ণনির্মিত আভরণের মতো (নিষ্কমিব) আপন শরীরে ধারণ করুক (প্রতি মুঞ্চতাৎ)। আমাদের সম্বন্ধীয় দুঃস্বপ্ন আমাদের নিকট হতে নয় অরত্নি পর্যন্ত অর্থাৎ কনুই হতে বিস্তৃত কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যে হস্তপরিমাণ তার নয় গুণ পরিমিত দূরে অপসারিত করে দাও, অর্থাৎ যাতে তাদের সংস্পর্শ না ঘটে তেমন করো। অনন্তর (ততঃ) সেই দুঃস্বপ্ন হতে উৎপন্ন সকল কুফল বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুদের নিকট প্রেরণ করবো ॥ ৫ ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির দ্বারা পুরোহিত কর্তৃক দুঃস্বপ্নদর্শনকারী রাজার অভিমন্ত্রণ করণীয়। পরিশিষ্টে এর বিশদ নির্দেশ আছে ॥ (১৯কা. ৭অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : যজ্ঞঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বহুর্দেবতা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, শক্করী।]

ঘৃতস্য জূতিঃ সমনা সদেবা সম্বৎসরং হবিষা বর্ধয়ন্তী।
শ্রোত্রং চক্ষুঃ প্রাণোচ্ছিন্নো নো অস্ত্বচ্ছিন্না বয়মায়ুষো বর্চসঃ ॥ ১॥
উপাস্মান্ প্রাণো হ্বয়তামুপ বয়ং প্রাণং হবামহে।
বর্চো জগ্রাহ পৃথিব্যন্তরিক্ষং বর্চঃ সোমো বৃহস্পতির্বিধত্তা ॥ ২॥
বর্চসো দ্যাবাপৃথিবী সংগ্রহণী বভূবথুর্বর্চো
গৃহীত্বা পৃথিবীমনু সং চরেম।
যশসং গাবো গোপতিমুপ তিষ্ঠন্ত্যায়তীর্যশো
গৃহীত্বা পৃথিবীমনু সং চরেম ॥ ৩॥
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্মা সীব্যধ্বং বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃংহতা তম্ ॥ ৪॥

যজ্ঞস্য চক্ষুঃ প্রভৃতির্মুখং চ বাচা শ্রোত্রেণ মনসা জুহোমি।
ইমং যজ্ঞং বিততং বিশ্বকর্মণা দেবা যন্তু সুমনস্যমানাঃ ॥ ৫॥
যে দেবানামৃত্বিজো যে চ যজ্ঞিয়া যেভ্যো হব্যং ক্রিয়তে ভাগধেয়ম্।
ইমং যজ্ঞং সহ পত্নীভিরেত্য যাবন্তো দেবাস্তবিষা মাদয়ন্তাম্ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — [এই সূক্তে মনের দ্বারা নিষ্পাদিত যজ্ঞের অর্থাৎ মানসযজ্ঞের স্তুতি করা হয়েছে] —পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান, যা সমানমনস্ক সকল প্রাণীর প্রজ্ঞানে সমাশ্রিত, তা সর্বপ্রাণীসম্বন্ধিনী সম্বৎসরাত্মক ঈশ্বরকে শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদিরূপ প্রপঞ্চের দ্বারা হূয়মান হয়ে বর্ধিত করে। এই হেন জ্ঞানযজ্ঞের প্রবর্তক আমাদের শ্রোত্র, চক্ষু, প্রাণ (অর্থাৎ শরীরধারক বায়ু) ইত্যাদি উপলক্ষণরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় অবিনশ্বর (অচ্ছিন্ন) হোক; এবং আমরা জীবন (আয়ুষো) ও তেজের দ্বারা (বর্চসঃ) অচ্ছিন্ন অর্থাৎ ছেদ বা বিনাশরহিত হবো। [ইন্দ্রিয় ইত্যাদির বাহ্যবিষয় প্রবর্তন-পরিহারের মাধ্যমে আত্মবিষয়ত্ব করণের দ্বারা সেগুলির বিচ্ছেদাভাব আশা করা হচ্ছে] ॥ ১॥ মানসযজ্ঞের প্রবর্তক আমাদের প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান— শরীরধারক এই পঞ্চবৃত্তিক বায়ু চিরকাল জীবিত থাকার নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রদান করুক (উপ হ্বয়তাং); এবং আমরাও প্রাণকে আমাদের শরীরে চিরকাল অবস্থানের নিমিত্ত প্রার্থনা করছি (উপ হ্বামহে)। পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ আমাদের প্রদানের উদ্দেশ্যে বর্চঃ বা তেজঃ অর্থাৎ শরীরধারক ওজঃ নামক অষ্টম ধাতু স্বীকৃতবতী হয়েছে অর্থাৎ গ্রহণ বা ধারণ করেছে (জগ্রাহ)। তথা সোম, বৃহস্পতি ও বিশেষভাবে ধারণকর্তা (বিধত্তা) অর্থাৎ অগ্নি বা সূর্যও আমাদের প্রদানের উদ্দেশ্যে ওজঃ গ্রহণ বা ধারণ করেছেন ॥ ২॥ হে দ্যুলোক ও ভূলোক (দ্যাবাপৃথিবী)! তোমরা আমাদের নিমিত্ত তেজঃ (বর্চসঃ) সংগ্রহকারিণী হও (সংগ্রহণী বভূবথুঃ) অর্থাৎ আমাদের তেজঃ-প্রদাত্রী হও। আমরা তোমাদের প্রদত্ত তেজঃ (বর্চঃ) অবলম্বন করে (গৃহীত্বা) ভূলোক ও দ্যুলোক লক্ষ্যীকৃত পূর্বক (অনু) সঞ্চরণ করবো (সং চরেম)। তারপর ধেনু বা গাভীগণ গো-স্বামী আমাদের সমীপে অন্নের বা কীর্তির (যশস্য) সাথে আগমন পূর্বক অবস্থান করুক (উপ তিষ্ঠন্তি)। তার ফলে আমরা আগমনকারী ধেনু (আয়তীঃ) ও যশ অবলম্বন পূর্বক উভয়লোকে অর্থাৎ পৃথিবী ও দ্যুলোকে কিংবা ভূলোকে সঞ্চরণ করবো (সং চরেম) ॥ ৩॥ [এইটি এবং এর পরবর্তী ঋকগুলি তিন রকম অর্থে নীত হয়েছে—যথা ইন্দ্রিয়পরত্ব, ঋত্বিক্‌পরত্ব ও যোদ্ধাপরত্ব]—হে ইন্দ্রিয় সমুদয়! তোমরা এই মানসযজ্ঞের প্রবর্তনাধিষ্ঠানভূত শরীরে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অবস্থান করো (ব্রজং কৃণুধ্বং); যে কারণে (হি) সেই দেহই (স) আপন আপন বিষয়ে প্রবর্তমান তোমাদের রক্ষক (বঃ নৃপাণঃ), অর্থাৎ শরীরের স্থিতিতেই তোমাদের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের অবস্থান; অথবা—আপন আপন বিষয়ে প্রবর্তনই তোমাদের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের পানস্থান। বর্ম অর্থাৎ প্রতিবন্ধকরূপ বিষয়াখ্য বস্তুসমূহকে সম্বন্ধিত করো, অর্থাৎ শব্দ ইত্যাদিকে আপন আপন ব্যাপারের বিষয়ীভূত করো; (কিরকম বস্তুসমূহ? না—) 'বহুলা পৃথুনি' অর্থাৎ অধিক বিস্তীর্ণ। তথা তাদের লৌহবৎ সারভূত (আয়সীঃ), পরের দ্বারা অধৃষ্যমান অর্থাৎ অপরাজেয় (অধৃষ্টাঃ) এবং আপন আপন বিষয়গ্রহণে সমর্থ করো (পুরঃ কৃণুধ্বং)। তোমাদের (বঃ) চমসবৎ ভোগসাধনভূত দেহ (চমসঃ) যেন বিনাশপ্রাপ্ত না হয় (মা সুস্রোৎ); সেই দেহ (তং) দৃঢ় করো। [ইন্দ্রিয়পরত্ব রূপে এই মন্ত্রের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার পর ঋত্বিক্‌পরত্বরূপে এর ব্যাখ্যা আছে। যথা—হে ঋত্বিজঃ ব্রজং কৃণুধ্বং গোষ্ঠং কুরুত...ইত্যাদি। আবার

যোদ্ধাপরত্বরূপে এর ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে—হে যোদ্ধারঃ ব্রজং সজ্জাতাত্মকং গ্রামং কুরুত... ইত্যাদি]॥ ৪॥ [এই ঋকটি ২য় কাণ্ডের ৬ষ্ঠ অনুবাকের ৪র্থ সূক্তের ৫ম মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে।]—মনোযজ্ঞের সমন্ধী চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের দ্বারা যাগ করছি; অর্থাৎ তিনি অগ্নি— যজ্ঞের চক্ষুস্বরূপ আদিভূত মুখের ন্যায় মুখ্য। মনের দ্বারা যাগযোগ্য ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের ধ্যান পূর্বক শ্রোত্র ইত্যাদি যুক্ত অন্তঃকরণের দ্বারা সেই অগ্নিতে ঘৃত ইত্যাদি আহুতি প্রদান করছি। বিশ্বস্রষ্টা দেবের দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান এই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ অনুগ্রহ বুদ্ধিতে অর্থাৎ শোভন মনঃসম্পন্ন হয়ে আগমন করুন॥ ৫॥ দেবগণের মধ্যে যাঁরা ঋত্বিক্ (দেবানাং যে ঋত্বিজঃ) অর্থাৎ ঋতু-যজ্ঞে যাঁরা ঋত্বিক্‌ভূত যজমানরূপে বিদ্যমান; এবং যাঁরা যজ্ঞার্হ (যে চ যজ্ঞিয়া) অর্থাৎ যে দেবগণ যাগের উপযুক্ত; উভয়প্রকার যে দেবগণের উদ্দেশে ভাগরূপ হবিঃ প্রদত্ত হয় (যেভ্যো হব্যম্ ক্রিয়াতে ভাগধেয়ম্); যে পরিমাণ দেবগণ আছেন (যাবন্তঃ দেবাঃ); সেই মহান দেবগণ সকলে (তাবন্তস্তবিষা) পত্নীগণ সমভিব্যাহারে (পত্নীভিঃ সহ), অর্থাৎ আপন আপন নারীগণ সহ; এই যজ্ঞে আগমন পূর্বক (ইমম্ যজ্ঞং আইত্য) হবিঃ স্বীকারপূর্বক প্রসন্ন বা তৃপ্ত হোন (মাদয়ন্তাং)॥ ৬॥

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যানুসারে অবগন্তব্য। সেই অনুযায়ী দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে রাজ্যভাগ হোমের পূর্বে উপর্যুক্ত ৪র্থ ঋকটি আজ্যহোমে বিনিয়োগ কর্তব্য। (কৌ. ১/৩)। মানসযজ্ঞে শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞানাগ্নিতে হোম-নিষ্পন্ন সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিগণ সেই সেই ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আহুতি দান করেন—প্রলীন করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলকে নিরোধ করে সংযমপ্রধান হয়ে অবস্থান করেন। অপরে—গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়গণরূপ অগ্নিসমূহে শব্দ ইত্যাদি আহুতি দান করেন অর্থাৎ বিষয়ভোগসময়েও অনাসক্তভাবে অবস্থানপূর্বক অগ্নিরূপে চিন্তিত ইন্দ্রিয়সকলে ঘৃতরূপে ভাবিত শব্দাদি বিষয়সমূহ আহুতিরূপে নিক্ষেপ করেন। (শ্লোক-৪/২৬)। অপরে—ধ্যাননিষ্ঠগণ, [ইন্দ্রিয়কর্মসকল]—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের—শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম—শ্রবণদর্শনাদি এবং বাক্‌পাণিপ্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয় সমূহের বচন-উপাদানাদি কর্মসকল, [প্রাণ-কর্মসকল]—দশ প্রাণের কর্ম সকল, যথা প্রাণে বহির্গমন, অপানের অধোগমন, ব্যানের—! আকুঞ্চন-প্রসারণাদি (শ্বাস-প্রশ্বাসাদি), সমানের ভক্ষিত ও পীত পদার্থের সমুন্নয়ন, উদানের উর্ধ্বনয়ন। "উদ্গারে নাগ নামক বায়ু, প্রসিদ্ধ, উন্মীলনে কূর্ম কথিত, ক্ষুৎকর বায়ু কৃকর নামে জ্ঞাতব্য, বিজৃম্ভণে (হাইতোলা-সময়ে) বায়ু দেবদত্ত নামে কথিত। সর্বব্যাপী ধনঞ্জয় নামক বায়ু মৃতব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না।" এইরকম প্রাণবায়ুসকলকে আহুতি দান করে। [আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে]—আত্মাতে সংযম—ধ্যানে একাগ্রতা, তাই-ই যোগ, সেইরকম অগ্নি তাতে, [জ্ঞানদীপিত] জ্ঞান দ্বারা ধ্যেয়বিষয়দ্বারা দীপিত প্রজ্বলিত হলে তাতে ধ্যেয় বস্তুকে সম্যক্ অবগত হয়ে তাতে মনঃসংযত করে সকল কর্ম উপরত করেন। (শ্লোক-৪/২৭)॥ (১৯কা. ৭অ. ৪সূ.)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : যজ্ঞঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষ্বা।
ত্বং যজ্ঞেষ্বিড্যঃ॥ ১॥

যদ্ বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্ বিশ্বাদা পৃণাতু বিদ্বান্‌ৎসোমস্য যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ২॥
আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনুপ্রবোঢুম্।
অগ্নির্বিদ্বান্‌ৎস যজাৎ স ইদ্ধোতা সোঽধ্বরান্‌ৎস ঋতূন্ কল্পয়াতি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তুমি ব্রতের অর্থাৎ কর্মসমূহের পালকরূপে বিদ্যমান আছো (ত্বম অগ্নে ব্রতপা অসি)। তুমি মরণধর্মাগণের অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে দ্যোতমান জঠরাগ্নিরূপে সব কিছু ব্যেপে বিরাজমান (মর্ত্যেষু দেবঃ আ); এবং তুমি দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি সকল যজ্ঞে (যজ্ঞেষু) স্তোতব্য অর্থাৎ কীর্তিত হয়ে থাকে (তম ঈড্যঃ) ॥ ১॥ হে দেবগণ তোমরা বিদ্বান, তোমাদের কর্মসমূহ (ব্রতানি) অর্থাৎ কর্মমার্গ জ্ঞাত না হয়ে (অবিদুঃতরসি) আমরা (বয়ং) (যৎ) যা প্রকর্ষের সাথে বিনাশ করেছি (প্রমিনাম), সেই লুপ্তকর্ম (তৎ বিশ্বৎ) জ্ঞাত হয়ে (বিদ্বান্) অগ্নি তা আপূরণ করুন (আ পৃণাতি)। (কোন্ অগ্নি? না—) যে অগ্নি সোমের উদ্দেশে যাগকারী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবিষ্ট রয়েছেন, অর্থাৎ তাঁদের অভিমুখে গতবান্ হয়েছেন ॥ ২॥ যজ্ঞার্হ দেবগণকে যে পথে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পথেও আমরা প্রবেশ করছি (আ আগন্ম)। (কি জন্য? না—) আমরা যে অনুষ্ঠান করছি (শক্নুয়াম), সেই অনুষ্ঠানে অনুক্রমে উপনীত হওয়ার নিমিত্ত (প্রবোঢুং) আমরা দেবগণের পথের অর্থাৎ দেবযান মার্গের অনুগত হয়েছি। অনন্তর সেই অগ্নি সেই পথ বিদিত হয়ে (সঃ অগ্নি তৎ পন্থানং বিদ্বান্) দেবগণের উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করুন (যজাৎ)। তিনিই অর্থাৎ সেই অগ্নিই (সেৎ) হোতা, অর্থাৎ মনুষ্যগণের বা দেবগণের আহ্বায়ক; তিনিই অর্থাৎ সেই অগ্নিই অধ্বর (অধ্বরান্) অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞ, এবং তিনিই (সঃ) যজ্ঞকাম উদ্ভাবিত করুন (ঋতুন্ কল্পয়াতি), অর্থাৎ অহিংসিত যজ্ঞের সময় নিশ্চিত করুন ॥ ৩॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি দর্শ বা পূর্ণমাস যজ্ঞের ব্যতিক্রমে আজ্যহোমে বা শান্তসমিদাধানে বিনিযুক্ত হয়। কৌশিক সংহিতায় এর বিধি সূত্রিত আছে। (কৌ. ১/৬) ॥ (১৯কা. ৭অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অঙ্গানি

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বাক্ ও অঙ্গসমূহ। ছন্দ : বৃহতী, উষ্ণিক্।]

বাঙ্ম আসন্নসোঃ প্রাণশ্চক্ষুরক্ষ্ণোঃ শ্রোত্রং কর্ণয়োঃ।
অপলিতাঃ কেশা অশোণা দন্তা বহু বাহ্বোর্বলম্ ॥ ১॥
ঊর্বোরোজো জঙ্ঘয়োর্জবঃ পাদয়োঃ।
প্রতিষ্ঠা অরিষ্টানি মে সর্বাত্মানিভৃষ্টঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — (অগ্নির কৃপায়) আমার মুখে বাণী, নাসিকাদ্বয়ে প্রাণ (বায়ু), নেত্রদ্বয়ে দর্শনশক্তি, কর্ণযুগলে শ্রবণশক্তি, কেশে অপলিততা অর্থাৎ কৃষ্ণকেশ বা অবার্ধক্য, দন্তের শুভ্রতা বা অক্ষুণ্ণতা, ও প্রভূত বাহুবল লাভ করবো ॥ ১॥ সেইরকম (অগ্নির কৃপায়) আমি ঊরুদেশে অর্থাৎ জানুর

উপরিভাগে ও জঙ্ঘায় অর্থাৎ জানু হতে পাদগ্রন্থি বা গোড়ালি পর্যন্ত অংশে ওজঃ অর্থাৎ বল এবং পাদযুগলে ঋজুতা (আর্জবঃ) অর্থাৎ গমন-বেগ লাভ করবো। আমার আত্মা অহিংসিত এবং অঙ্গ সর্বাত্মক পাপ হতে মুক্ত হোক অর্থাৎ সকল অনিষ্ট শূন্য হোক ॥ ২॥

টীকা — মূল পুঁথি অবলম্বনে ৭ম অনুবাকের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম সূক্ত যথাযথ বিভাজিত হয়ে উল্লেখিত। কিন্তু স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই পাঁচটি সূক্তকে একটি সূক্তের অন্তর্গত করেছেন। সুতরাং এটি এবং এর পরবর্তী চারটি সূক্তের বিনিয়োগ একসঙ্গে ১০ম সূক্তের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে ॥ (১৯কা. ৭অ. ৬সূ.) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : পূর্ণায়ুঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি। ছন্দ : বৃহতী।]

তনুস্তন্বা মে সহে দতঃ সর্বমায়ুরশীয়
স্যোনং মে সীদ পুরুঃ পৃণস্ব পবমান্বঃ স্বর্গে ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — (অগ্নির কৃপায়) আমি আমার আপন শারীরিক বলে শত্রু-শরীরকে অবদমিত করবো এবং সমগ্র জীবনব্যাপী আমি আমার আপন দন্তের দ্বারা খাদ্য চর্বণপূর্বক গ্রহণ করে আয়ু লাভ করবো। হে অগ্নি! তুমি আমাকে এখানে অর্থাৎ এই ভূলোকে সুখে প্রতিষ্ঠিত রাখো; অথবা তুমি আমাদের এই ভূলোকে সুখে অধিষ্ঠিত থাকো, এবং স্বর্গলোকে আমাকে শোধকরূপে গ্রহণপূর্বক সুখসম্পন্ন করো ॥ ১॥

◆

অষ্টম সূক্ত : সর্বপ্রিয়ত্বম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্যে ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — (হে অগ্নিঃ!) আমাকে দেবগণের প্রীতিভাজন করে দাও; সেই ভাবে আমাকে রাজন্যবৃন্দেরও প্রিয়পাত্র করে তোলো। আরও, আমাকে পরিদৃশ্যমান সকলেরই প্রিয় করে দাও; আমি যেন শূদ্র অর্থাৎ অনার্যগণের প্রিয় হই, তেমনই আর্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৈশ্য ইত্যাদিগণেরও প্রিয় হই। (রাজন্যগণের প্রিয়ত্ব প্রার্থনার মধ্যেই ক্ষত্রিয়গণের প্রিয়ত্ব প্রার্থনা করা হয়েছে; অর্থাৎ দেবগণের সাথে সাথে চতুর্বর্ণেরও প্রিয়ত্ব প্রার্থনা পূর্ণ হলো) ॥ ১॥

◆

নবম সূক্ত : আয়ুর্বর্ধনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি। ছন্দ : বৃহতী।]

উৎ তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবান্ যজ্ঞেন বোধয়।
আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশূন্ কীর্তিং যজমানং চ বর্ধয় ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে ব্রহ্মণস্পতি (অর্থাৎ মন্ত্রের পালক দেব—অগ্নি)! তুমি উত্থিত হও, অর্থাৎ বর্ধিতরূপে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠো; যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাগণের নিকটে আমাদের বোধিত করো। আমাদের আয়ু, প্রাণ, প্রজা অর্থাৎ সন্তান ইত্যাদি অধিকারস্থ জন, পশু, কীর্তি অর্থাৎ যশ এবং যজ্ঞের অথবা যজমানের বৃদ্ধি সাধিত করো ॥ ১॥

◆

দশম সূক্ত : দীর্ঘায়ুত্বম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

অগ্নে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে।
স মে শ্রদ্ধাং চ মেধাং চ জাতবেদাঃ প্র যচ্ছতু ॥ ১॥
ইধ্মেন ত্বা জাতবেদঃ সমিধা বর্ধয়ামসি।
তথা ত্বমস্মান্ বর্ধয় প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ২॥
যদগ্নে যানি কানি চিদা তে দারূণি দধ্মসি।
সর্বং তদস্তু মে শিবং তজ্জুষস্ব যবিষ্ঠ্য ॥ ৩॥
এতাস্তে অগ্নে সমিধস্ত্বমিদ্ধঃ সমিদ্ ভব।
আয়ুরস্মাসু ধেহ্যমৃতত্বমাচার্যায় ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — মহান সেই দেবতা, যিনি জাতমাত্র প্রাণীবর্গকে বিদিত হন অথবা জাতমাত্রই প্রাণীবর্গ যাঁকে জঠরে প্রাপ্ত হন অথবা যিনি জাতধন অর্থাৎ সকল ধনই যাঁর কৃপায় সৃষ্ট হয়ে থাকে (বৃহতে জাতবেদসে) সেই অগ্নির উদ্দেশে আমরা সমিন্ধনসাধন কাষ্ঠ (সমিধং) আহরণ (আহার্ষং) করছি। সেই সমিধের দ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নি (জাতবেদাঃ) আমাদের শ্রদ্ধা ও মেধা অর্থাৎ অধীত বেদের ধারণাবতী বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি প্রদান করুন ॥ ১॥ হে জাতবেদা! তোমাকে ইন্ধনসাধন (ইধ্মেন) কাষ্ঠের দ্বারা (সমিধা) প্রবর্ধিত করছি। তথা, তুমি সেই প্রকারে, আমাদের, অর্থাৎ তোমাকে সমিধ্-প্রদাতাগণের, প্রজা অর্থাৎ সন্তান ইত্যাদি অধিকারস্থ জন ও ধন অর্থাৎ সম্পদ ইত্যাদির দ্বারা বৃদ্ধি সাধন করো, এবং সেইসঙ্গে আমাদের দীর্ঘ আয়ু প্রদান করো ॥ ২॥ হে অগ্নি! তোমার উদ্দেশে যজ্ঞীয় বা অযজ্ঞীয় যে যে কাষ্ঠ (দারূণি) সংগ্রহ করে রক্ষা করেছি, তা আমাদের শ্রেয়ঃপ্রদ (শিবং)

হোক। হে যবিষ্ঠ অর্থাৎ অতিশয় বলিষ্ঠ অগ্নি! সেই আহিত কাষ্ঠসামগ্রী (তৎ) তুমি উপভোগ করো (জুযস্ব) ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি! তোমার নিমিত্ত এই যে সমিধ অর্থাৎ কাষ্ঠসামগ্রী আহিত হয়েছে, সেগুলির দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠো; এবং আমাদের, অর্থাৎ সমিধাহরণকারীদের, আয়ু প্রদান করো ও আচার্যদের অর্থাৎ আমাদের উপনয়নকর্তা বা গায়ত্রীমন্ত্র-প্রদাতা বা বেদাধ্যাপকদের অমৃতত্ব অর্থাৎ অমরত্ব প্রদান করো ॥ ৪ ॥

টীকা — উপর্যুক্ত পাঁচটি (৬ষ্ঠ-১০ম) সূক্তের দ্বারা ব্রহ্মচারির কর্তব্য অনুসারে অগ্নিকার্যে প্রতিটি ঋকের দ্বারা চারটি করে সমিধ অর্পণীয়। সংহিতাতে এর সূত্র আছে। (কৌ. ৭/৮) ॥ (১৯কা. ৭অ. ৬-১০সূ.) ॥

◆

একাদশ সূক্ত : অবনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : সূর্য ও জাতবেদা। ছন্দ : জগতী।]

হরিঃ সুপর্ণো দিবমারুহোঽর্চিষা যে ত্বা দিপ্সন্তি দিবমুৎপতন্তম্।
অব তাং জহি হরসা জাতবেদোঽবিভ্যদুগ্রোঽর্চিষা দিবমা রোহ সূর্য ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে হরি, অর্থাৎ অন্ধকার হরণকারী সূর্যদেব! তুমি সুপর্ণ অর্থাৎ শোভন পতনত্বসম্পন্ন বা চলনক্ষম। তুমি তেজঃপ্রভাবে দ্যুলোকে আরোহণ করে থাকো (অর্চিষা দিবম্ আ অরুহঃ)। দ্যুলোকে উদ্‌গমনকারী (দিবম্ উৎপতন্তং) তোমার যে শত্রুবর্গ প্রতিরোধ করতে ইচ্ছা করে (ত্বা দিপ্সন্তি), সেই প্রতিবন্ধক শত্রুগণকে (তান) হে জাতবেদা, অর্থাৎ জাত প্রাণীবর্গের জ্ঞায়মান বা জাত প্রাণীবর্গের কর্ম ও কর্মফলের জ্ঞাতা সূর্যদেব! সেই হেতু তোমার শত্রু-উৎপাটনকরী তেজের দ্বারা (ত্বং হরসা) তাদের এমনভাবে আঘাত করো, যাতে তারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় (অব জহি)। সেই রকম, শত্রুর নিকট ভীতি না করে (অবিভ্যৎ) উদগ্রবলশালী হয়ে (উগ্রঃ), হে সূর্য! তেজের সাথে দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত হও (অর্চিষা দিবং আ রোহ) ॥ ১ ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং এর পরবর্তী দু'টি (১২শ ও ১৩শ) সূক্ত এক ঋক্‌বিশিষ্ট। এই তিনটি সূক্তই সূর্যোপস্থানে অর্থপ্রকাশক সামর্থ্যানুসারে বিনিযুক্ত হয়। উপযুক্ত সূক্তে সূর্য প্রসঙ্গে জাতবেদা শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ।—অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে সূর্য অগ্নিতে অনুপ্রবেশ করে বলে সূর্যকে 'জাতবেদা' বলে অভিহিত করা হয়েছে ॥ (১৯কা. ৭অ. ১১সূ.) ॥

◆

দ্বাদশ সূক্ত : অসুরক্ষয়ণম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : সূর্য, জাতবেদা ও বজ্র। ছন্দ : জগতী।]

অয়োজালা অসুরা মায়িনোঽয়স্ময়ৈঃ পাশৈরঙ্কিনো যে চরন্তি।
তাংস্তে রন্ধয়ামি হরসা জাতবেদঃ সহস্রঋষ্টিঃ সপত্নান্ প্রমৃণন্ পাহি বজ্রঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — লৌহময় বাগুরাবন্ত অর্থাৎ লৌহপাশযুক্ত (অয়োজালা) যে মায়াবী বা কুটিল (মায়িনঃ) সুরবিদ্বেষীগণ অর্থাৎ অসুরগণ সৎকর্মকারীগণের প্রতি লক্ষ্য করে অর্থাৎ হিংসাভাবাপন্ন হয়ে পাশহস্তে বিচরণ করছে, সেই হেন অসুরগণকে, হে জাতবেদা সূর্য! তোমার তেজঃপ্রভাবে (হরসা) আমি বশীভূত করবো (রন্ধয়ামি)। এবং তুমিও তাদের বশীভূত করে সহস্রসংখ্যক দুই-ধারবিশিষ্ট খড়্গ সদৃশ (সহস্রঋষ্টিঃ) আয়ুধযুক্ত হয়ে অর্থাৎ বজ্র-সম্পন্ন হয়ে শত্রুদের প্রকর্ষের সাথে হিংসন অর্থাৎ বিনাশ পূর্বক (প্রমৃণন্) উপাসক আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

◆

ত্রয়োদশ সূক্ত : দীর্ঘায়ুত্বম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : সূর্য। ছন্দ : প্রাজাপত্যা গায়ত্রী।]

পশ্যেম শরদঃ শতম্ ॥ ১ ॥
জীবেম শরদঃ শতম্ ॥ ২ ॥
বুধ্যেম শরদঃ শতম্ ॥ ৩ ॥
রোহেম শরদঃ শতম্ ॥ ৪ ॥
পূষেম শরদঃ শতম্ ॥ ৫ ॥
ভবেম শরদঃ শতম্ ॥ ৬ ॥
ভূয়েম শরদঃ শতম্ ॥ ৭ ॥
ভূয়সীঃ শরদঃ শতম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ — (হে সূর্য!) আমরা তোমাকে শত সম্বৎসর (শতম্ শরদঃ) দর্শন করবো (পশ্যেম) ॥ ১ ॥ (অতএব) শত সম্বৎসর জীবিত থাকবো (জীবেম) ॥ ২ ॥ (এরই জন্য) শত সম্বৎসর ধরে সকল কার্যজাত সম্পর্কে জ্ঞাত হবো (বুধ্যেম) ॥ ৩ ॥ (এরই ফলস্বরূপ) আমরা শত সম্বৎসর ব্যাপী উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসম্পন্ন হবো (রোহেম) ॥ ৪ ॥ (সেইসঙ্গে) শত সম্বৎসর-পরিমিত কাল পর্যন্ত (নানা ভাবে) পুষ্টি লাভ করবো (পূষেম) ॥ ৫ ॥ (অর্থাৎ) শত সম্বৎসরকাল পুত্রপৌত্র ইত্যাদি প্রবাহে উদ্ভূত হবো (ভবেম) ॥ ৬ ॥ কেবল শত সম্বৎসর-পরিমিত কালই নয়, আমরা তারও অধিক সম্বৎসর কাল অর্থাৎ অনেক অনেক কাল পর্যন্ত জীবিত থাকবো (ভূয়েম/ভূয়সীঃ শতাৎ) ॥ ৭-৮ ॥

◆

চতুর্দশ সূক্ত : বেদোক্তং কর্মং

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত কর্ম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

অব্যসশ্চ ব্যচসশ্চ বিলং বি ষ্যামি মায়য়া।
অভ্যামুদ্ধৃত্য বেদমথ কর্মাণি কৃণ্মহে ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — সর্বশরীরব্যাপক সমষ্টিরূপ ব্যানবায়ু এবং ব্যষ্টিরূপ অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাবরূপ প্রাণবায়ুর ছিদ্রের ন্যায় মূলাধার (গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত স্থান, যেখানে কুলকুণ্ডলিনী বাস করেন) কর্মের দ্বারা অর্থাৎ দমনাত্মক ক্রিয়ার দ্বারা বিবৃত করছি (বি য্যামি)। (বিবক্ষু অর্থাৎ কিছু বলতে ইচ্ছুক পুরুষের প্রয়াসজনিত বায়ুর চাপে মূলাধারে যে স্পন্দন হয়, তা-ই দমনাত্মক ক্রিয়া)। ব্যান ও প্রাণবায়ুর দ্বারা অক্ষরাত্মকমন্ত্রসঙ্ঘ (বেদং) উদ্ধারণ পূর্বক (উদ্ধৃত্য), অর্থাৎ বিবররূপ মূলাধার হতে উত্থিত করে, অতঃপর কর্মসমূহ অর্থাৎ শ্রুতিসিদ্ধ ও স্মৃতিসম্মত কর্মসমূহ অনুষ্ঠিত করবো (কৃণ্মহে) ॥ ১॥

টীকা — পূর্বের উল্লেখানুসারে ত্রয়োদশ সূক্তটি সূর্যোপস্থানে অর্থপ্রকাশক সামর্থ্যানুযায়ী বিনিযুক্ত হয়। উপযুক্ত (১৪শ) সূক্তটির দ্বারা শ্রৌত, স্মার্ত সকল কর্মের আদিতে (কর্মাদৌ) জপ ও উপকর্মসমূহ করণীয়। (কৌ. ১৪।৩) এই সূক্তটি অন্যভাবেও বাখ্যাত হয়েছে। সেখানে মূলাধারের পরিবর্তে পরমাত্মার উপলব্ধির স্থানভূত হৃদয়কে ধরা হয়েছে ॥ (১৯কা. ৭অ. ১৪সূ) ॥

◆

পঞ্চদশ সূক্ত : আপঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আপ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, উষ্ণিক্।]

জীবা স্থ জীব্যাসং সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ১॥
উপজীবা স্থোপ জীব্যাসং সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ২॥
সঞ্জীবা স্থ সং জীব্যাসং সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ৩॥
জীবলা স্থ জীব্যাসং সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — [এখানে কথা বা শব্দ ব্যাখ্যাত হচ্ছে। এই সূক্তটির অর্থোপলব্ধির জন্য পরবর্তী সূক্তার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ ঐ সূক্তে ইন্দ্র, সূর্য অগ্নি ইত্যাদি দেবগণকে একে একে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে সেই দেবগণকেই সম্মিলিতভাবে সম্বোধন রয়েছে]—হে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ! তোমরা আয়ুষ্মন্ত হও (জীবাঃ স্থ)। তোমাদের অনুগ্রহে আমিও আয়ুষ্মান হবো (জীব্যাসং)। (এই আয়ু 'সর্বং' অর্থাৎ সম্পূর্ণ শতসম্বৎসরপরিমিত)—অর্থাৎ আমি শতসম্বৎসর পরিমিত কালব্যাপী প্রাণ ধারণ করবো (আয়ুঃ জীব্যাসম্) ॥ ১॥ তোমরা তোমাদের সন্নিহিত ভজনাকারীদের (উপজীবা) আয়ুষ্মান করো, আমিও উপজীব্যগণকে আয়ুষ্মান করবো—শত-সম্বৎসর পরিমিত কালব্যাপী প্রাণ ধারণ করবো (আয়ুঃ জীব্যাসম্) ॥ ২॥ সমীচীনজীবনবন্ত (সঞ্জীব্যা) হও অর্থাৎ জীবনকালে একটিমাত্র ক্ষণও যেন বৃথা না যায়, কিন্তু পরোপকারিত্বেই যেন অতিবাহিত হয়; আমিও তোমাদের অনুগ্রহে সেই হেন সমীচীন জীবন লাভ করে (সম্ জীব্যাসম্) শতসম্বৎসর পরিমিত কালব্যাপী প্রাণ ধারণ করবো (আয়ুঃ জীব্যাসম্) ॥ ৩॥ তোমরা প্রাণধারণ করো (জীবলাঃ), তাহলে তোমাদের কৃপায় আমিও শত শত সম্বৎসরকাল প্রাণধারণ করবো (সর্বং আয়ুঃ জীব্যাসম্) ॥ ৪॥

◆

ষোড়শ সূক্ত : পূর্ণায়ুঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ইন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ইন্দ্র জীব সূর্য জীব দেবা সর্ব জীব্যাসমহম্।
সর্বমায়ুর্জীব্যাসম্ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সর্বেন্দ্রিয়প্রকাশক ইন্দ্র! তুমি জীবিত থাকো (জীব), অর্থাৎ আয়ুষ্মান্ হও। হে সকলের প্রসবিতা সূর্য! তুমি আয়ুষ্মান্ হও। হে ইন্দ্র-সূর্য-ব্যতিরিক্ত অগ্নি ইত্যাদি সকল দেবতা! তোমরা আয়ুষ্মান্ হও (জীব্যাসম)। তোমাদের প্রসাদে আমি (অহম্) হেন আচমনকর্মকর্তা চিরকালপর্যন্ত প্রাণ ধারণ করবো (সর্বং আয়ুঃ জীব্যাসম্) ॥ ১॥

টীকা — ১৫শ সূক্তের ৪টি মন্ত্র ও ১টি মন্ত্র সম্বলিত উপর্যুক্ত সূক্তের দ্বারা আয়ুষ্কামী জনের পক্ষে জলের দ্বারা আচমনকর্ম সাধন পূর্বক নিজের অনুমন্ত্রণ করণীয়। (কৌ. ৭।৯) ॥ (১৯কা. ৭অ. ১৬সূ.) ॥

◆

সপ্তদশ সূক্ত : বেদমাতা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : গায়ত্রী। ছন্দ : জগতী।]

স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্র চোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্।
আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্তিং দ্রবিণং ব্রহ্মবর্চসম্।
মহ্যং দত্ত্বা ব্রজত ব্রহ্মলোকম্ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — বেদাভ্যাসকারী (অর্থাৎ অধ্যয়ন-বিচার-অনুশীলন-জপ ও অধ্যাপনে আত্মনিয়োগকারী) অথবা সাবিত্রীমন্ত্রের জপকারী আমার দ্বারা (ময়া) সু-কণ্ঠস্থা (স্তুতা), ইষ্টকামপ্রদাত্রী (বরদা), পাপ হতে পরিশোধনকারিণী (পাবমানী), বেদমাতা (অর্থাৎ ঋক্ ইত্যাদি বেদের মাতা বা সর্ববেদের সারতত্ত্বস্বরূপিণী মাতৃবৎ প্রধানভূতা সাবিত্রী অথবা মাতৃসমা (হিতকারিণী) দ্বিজগণকে (দ্বিজানাম্) অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্গকে বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যোৎপন্ন জনগণকে আয়ু, প্রাণ, প্রজা, পশু, যশ (কীর্তিম্), পরাক্রম বা ধন (দ্রবিণং) ও ব্রহ্মতেজ প্রেরণ করুন (প্র চোদয়ন্তাম্) অর্থাৎ প্রদান করুন। অতঃপর সকলের নিমিত্ত ফলপ্রার্থক আমাকে আয়ু ইত্যাদি ফল প্রদান করে (দত্ত্বা) ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ সত্যলোকে বা জ্ঞানিবর্গের অনুভূয়মান পরতত্ত্বে গমন করুন (ব্রজত)। (মন্ত্রদর্শী ঋষিগণ সাক্ষাৎকৃত পরত্বের দ্বারা বলছেন—শব্দের অবগম্য ব্রহ্মাকার পরিত্যাগ পূর্বক বাক্য ও মনের অতীতার্থ ব্রহ্মরূপ হও) ॥ ১॥

টীকা — উপর্যুক্ত এক-ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত বেদাভ্যাসী বা গায়ত্রী জপকারীর উপাসনায় অর্থপ্রকাশক সামর্থ্যানুসারে বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তের মূল বক্তব্য—'বেদ এক দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ।' 'দ্বিজ'

অর্থে 'দ্বিজাতি'—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণীয় মনুষ্য বোঝায়। এই তিন বর্ণের শাস্ত্রানুসারে সংস্কারের পর দ্বিতীয় জন্ম লব্ধ হয়ে থাকে ॥ (১৯কা. ৭অ. ১৭সূ) ॥

◆

অষ্টাদশ সূক্ত : পরমাত্মা

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা ব্রহ্মা। দেবতা : পরমাত্মা ও দেবগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

যস্মাৎ কোশাদুদভরাম বেদং
তস্মিন্নন্তরব দধ্ম এনম্।
কৃতমিষ্টং ব্রহ্মণো বীর্যেণ
তেন মা দেবাস্তপসাবতেহ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — যেমন ধনরত্ন ইত্যাদি-পূর্ণ কোশাগার হতে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুরাজি আনীত হয়, তেমনই (পূর্বোক্ত 'অব্যসশ্চ ব্যচসশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রে) প্রতিপাদিত বা মূলাধাররূপ কোশ হতে শ্রৌত অর্থাৎ বেদসম্মত ও স্মার্ত অর্থাৎ মনু ইত্যাদি প্রণীত শাস্ত্রসম্বন্ধীয় সকল প্রতিপাদক মন্ত্র অর্থাৎ সর্ববর্ণমন্ত্রায়ণত্ব ব্রাহ্মণরূপ অর্থাৎ বেদাংশবিশেষরূপ কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত আমরা উদ্ধৃত বা উচ্চারিত করেছি (কোশাৎ উৎ-অভরাম বেদম্)। সেই অন্বাদিষ্ট অর্থাৎ কথিত-কথন বেদকে (এনং) পুনরায় পূর্বোক্ত স্থানে (তস্মিন্) মধ্যে (অন্তঃ) স্থাপন করছি (অব দধ্মঃ)। (কর্মপ্রয়োগার্থে আপন মুখ হতে উচ্চারিত বর্ণরূপ মন্ত্র যদি যথাযথ নিঃসরিত না হয়, তবে পরবর্তীকালে মন্ত্রের অভাবের নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠান হতে পারবে না; সেই হেতু এইভাবে পূর্বোক্ত বেদোদ্ধরণাপাদান স্থানে বেদের নিধান বা স্থাপন উক্ত হয়েছে)। ব্রহ্মণঃ অর্থাৎ দেশকালবস্তু-পরিচ্ছেদশূন্য পরমাত্মার বীর্যরূপের দ্বারা (বীর্যেণ) বা বীর্যরূপ কর্মপ্রতিপাদক বেদের দ্বারা কৃত যে কর্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ ইত্যাদি, নিষ্পাদিত হয়েছে এবং যে স্বাহাবৌষট্ ইত্যাদি শব্দে দেবতার উদ্দেশে যে হবিঃ প্রদত্ত করা হয়েছে (ইষ্টং), সেই কর্মের দ্বারা, হে দেববর্গ! তোমরা ইহ অর্থাৎ এই কর্মলোকে কর্মফলের দ্বারা (তপসা) আমি হেন কর্মানুষ্ঠাতাকে (মা) রক্ষা করো (অবত)।—[মূল বক্তব্য—আমরা যে কোশ হতে বেদকে নিষ্কাসিত করে যে স্থানে কর্ম করে থাকি, সেই স্থানেই তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করছি। ব্রহ্মের কর্ম প্রতিপাদক বীর্যের দ্বারা যে কর্ম সাধিত হয়েছে, সেই অভীষ্ট কর্মের ফলের দ্বারা দেবতাগণ যেন আমাদের পালন করেন] ॥ ১ ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি সকল শ্রৌত ও স্মার্তকর্মে ব্রহ্মোত্থাপনের পর জপনীয়; এবং সেইসঙ্গে স্বাধ্যায় উৎসর্জনের পরেও এই মন্ত্রের জপবিধি আছে।—আচার্য সায়ণ বেদের স্বরূপ প্রসঙ্গে একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন—"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এবং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা ॥" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে উপায় জ্ঞাত হওয়া যায় না, তা বেদের দ্বারা জানা যায়, সেই জন্যই বেদের বেদতা।—সেইসঙ্গে তাঁর আরও উক্তি—"বেদং বিদন্ত্যনেন প্রত্যক্ষান্তবিষয়ং উপায়ং ইতি বেদঃ।" অর্থাৎ যার দ্বারা প্রত্যক্ষ ইত্যাদির অবিষয় উপায় জ্ঞাত হওয়া যায়, তা-ই হলো বেদ ॥ (১৯কা. ৭অ. ১৮সূ.) ॥

॥ ইতি একোনবিংশং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

বিংশ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

: প্রথম সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বামিত্র, গোতম, বিরূপ। দেবতা : ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নি। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং সুতে সোমে হবামহে।
স পাহি মধ্বে অন্ধসঃ ॥ ১॥
মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে পাথা দিবো বিমহসঃ।
স সুগোপাতমো জনঃ ॥ ২॥
উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে।
স্তোমৈর্বিধেমাগ্নয়ে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! তুমি পরমৈশ্বর্যবান্ অথবা সোমের (পানের) নিমিত্ত সত্বর গমনশীল। তুমি অভীষ্টবর্ষণে সমর্থ (বৃষভং)। সেই হেন তোমাকে আমরা অর্থাৎ যজমানগণ সোম অভিষুত হলে পর, তা পান করার নিমিত্ত আহ্বান করছি (হবামহে)। তা (স) অর্থাৎ আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে তুমি মধুর রসযুক্ত (মধ্বঃ) সোমলক্ষণ অন্ন (অন্ধসঃ) বা অন্নলক্ষণ মধুর সোমরস পান করো (পাহি) ॥ ১॥ হে মরুৎ-বর্গ! তোমরা সকল দেবগণের মধ্যে অতিশয়িত বীর্যবান্, (প্রাণান্তক বায়ুর নির্গমে প্রাণীগণের মৃত্যু প্রসিদ্ধ, সুতরাং যাদের দ্বারা প্রাণীগণের মৃত্যু হয়, তোমরাই তারা; অথবা অদিতি গর্ভে অবস্থানকালে সেই গর্ভে প্রবিষ্ট ইন্দ্র কর্তৃক উনপঞ্চাশৎ ভাগে খণ্ডিত যে দেবগণ মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ, তোমরাই তারা); যে যজমানের (স জনঃ) যজ্ঞগৃহে (ক্ষয়ে) দ্যুলোক হতে আগত হয়ে তোমরা সোম পান করে থাকো (পাথ), সেই যজমান এই লোকে আপন আশ্রিত রক্ষকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সুগোপাতমঃ)। (অতএব আমি হেন সেই যজমানের গৃহে বা যজ্ঞগৃহে তোমরা সোমপান করো) ॥ ২॥ উক্ষান্ন অর্থাৎ সেচনসমর্থ বৃষ যাঁর অন্ন, বশান্ন অর্থাৎ বন্ধ্যা অজ ইত্যাদি যাঁর অন্ন বা হবিঃ, তথা সোমরস যাঁর পৃষ্ঠে বা উপরিদেশে অর্থাৎ মুখে স্থিত হয়ে আছে (সোমপৃষ্ঠায়), সেই হেন বিধাতা বা সকলের স্রষ্টা (বেধসে) উক্তগুণবিশিষ্ট বা অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট অগ্নিদেবের (অগ্নয়ে) স্তুতিসাধনভূত স্তোত্রের দ্বারা (স্তোমৈঃ) পরিচর্যা করছি (বিধেম) ॥ ৩॥

বিনিয়োগ ও টীকা — এই বিংশ কাণ্ডের নয়টি অনুবাক। প্রথম অনুবাকে সূক্তসংখ্যা ত্রয়োদশ। এর মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপর্যুক্ত তিনটি ঋক্ সম্বলিত সূক্তে অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞে ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, পোত্রা বা পোতা ও অগ্নিধ্রবর্গ ক্রমে প্রাতঃসবনিক প্রস্থিতযাজ্যার কথা বলা হয়েছে। বৈতানে (৩/৯) এর বিধান সূত্রিত আছে। অগ্নির 'উক্ষান্ন' 'বশান্ন' ইত্যাকার রূপ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও (১।১) পাওয়া যায় ॥ (২০কা. ১অ. ১সূ.) ॥

◆

: দ্বিতীয় সূক্ত :

[ঋষি : গৃৎসমদ (মেধাতিথি)। দেবতা : ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নি, দ্রবিণোদা। ছন্দ : গায়ত্রী, উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্।]

মরুতঃ পোত্রাৎ সুষ্টুভঃ স্বর্কাদৃতুনা সোমং পিবতু ॥ ১॥
অগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ সুষ্টুভঃ স্বর্কাদৃতুনা সোমং পিবতু ॥ ২॥
ইন্দ্রো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাৎ সুষ্টুভঃ স্বর্কাদৃতুনা সোমং পিবতু ॥ ৩॥
দেবো দ্রবিণোদাঃ পোত্রাৎ সুষ্টুভঃ স্বর্কাদৃতুনা সোমং পিবতু ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — মরুৎ-দেবগণ সুন্দর স্তোত্রসম্পন্ন ও শস্ত্রশালী পোতার বা হোতার যজ্ঞে ঋতুগণ সমভিব্যাহারে আমাদের অভিষব ইত্যাদি সংস্কারোপেত সোমরস পান করুন (পিবতু) ॥ ১॥ অগ্নিদেব সুন্দর স্তোত্রসম্পন্ন ও শস্ত্রশালী আগ্নীধ্রের অর্থাৎ অগ্নিরক্ষণে নিযুক্ত ঋত্বিকের যজ্ঞে ঋতুগণ সমভিব্যাহারে আমাদের অভিষব ইত্যাদি সংস্কারোপেত সোমরস পান করুন ॥ ২॥ পরমৈশ্বর্য ইত্যাদি গুণযুক্ত ইন্দ্রদেবই ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক ইন্দ্র দেবতা সুন্দর স্তোত্রসম্পন্ন ও মন্ত্রযুক্ত ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (ব্রাহ্মণাৎ) নামক শস্ত্রযাগলক্ষণ ঋত্বিকের যজ্ঞে ঋতুগণ সমভিব্যাহারে আমাদের অভিষব ইত্যাদি সংস্কারোপেত সোমরস পান করুন ॥ ৩॥ হিরণ্য ইত্যাদি-লক্ষণ ধন বা বল প্রদাতা (দ্রবিণোদা) দেব সুন্দর স্তোত্রসম্পন্ন ও মন্ত্রোপেত পোতা নামক ঋত্বিকের যজ্ঞে ঋতুগণ সমভিব্যাহারে আমাদের অভিষব ইত্যাদি সংস্কারোপেত সোমরস পান করুন ॥ ৪॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির চারিটি মন্ত্রই ঋতুপ্রৈষ নামে আখ্যাত। এখানে ১ম ও ৪র্থ মন্ত্রের দ্বারা পোতা নামক ঋত্বিক যাগের মাধ্যমে ঋতু প্রেরণ করেন, ২য়টির দ্বারা আগ্নীধ্র ও ৩য়টির দ্বারা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী নামক ঋত্বিকদ্বয় যথাক্রমে যাগ করে থাকেন। বৈতানিক (৩/৯) এর বিধান সূত্রিত আছে ॥ (২০কা. ১অ. ২সূ.) ॥

◆

: তৃতীয় সূক্ত :

[ঋষি : ইরিম্বিঠি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ১॥
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা।
উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥ ২॥
ব্রহ্মাণস্ত্বা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ।

সুতাবন্তো হবামহে॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে পরমৈশ্বর্য ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি আগমন করো (আ যাহি)। (কি জন্য? না—) তোমার নিমিত্ত সোম অভিষুত হয়েছে (সুষুমা হি); এই অভিযুত সোম পান করো (ইমম্ পিব); এবং আমার এই আস্তীর্ণ কুশে (ইদং বর্হিঃ) উপবিষ্ট হও (আ সদঃ) ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! মন্ত্রের দ্বারা রথে যুজ্যমান (ব্রহ্মযুজা), স্কন্ধদেশে প্রকৃষ্ট কেশশালী লোহিত অশ্বদ্বয় (কেশিনা হবী) তোমাকে বহন পূর্বক আগত হোক (আ বহতামং)। তদর্থে অথবা আগমন করে আমাদের আহ্বানসাধন মন্ত্রসমূহ শ্রবণ করো (নঃ ব্রহ্মাণি উপ শৃণু) ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! আমরা ব্রাহ্মণ যজমানগণ (বয়ং) অথবা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ঋত্বিকগণ তোমাকে স্তুতিযোগ্য দেবগণের হৃদয়স্পর্শকরী স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান করছি (তা যুজা)। (কিরকম তোমাকে? না—) সোমপানে অত্যন্ত প্রিয়ত্বসম্পন্ন (সোমপাম্)। (আমরা কেমন? না—) আমরা কৃতসোমযাগ অর্থাৎ সোমযাগানুষ্ঠানে রত (সোমিনঃ) এবং অভিষুত- সোমবন্ত অথবা সোমের দ্বারা যুক্ত (সুতাবন্তঃ)। আমরা তোমাকে (সোমপানের নিমিত্ত) আহ্বান করছি (হবামহে) ॥ ৩॥

বিনিয়োগ ও টীকা — জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞবিশেষে প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-শস্ত্রে উপর্যুক্ত সূক্তটি সহ পরবর্তী চারিটি (৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম) সূক্ত বিনিযুক্ত হয়েছে। বৈতানিকে (৩।১১) এই বিনিয়োগ-পদ্ধতি সূত্রিত আছে ॥ (২০কা. ১অ. ৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্থ সূক্ত :

[ঋষি : ইরিম্বিঠি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

আ নো যাহি সুতাবতোঽস্মাকং সুষ্টুতীরুপ।
পিবা সু শিপ্রিন্নন্ধসঃ ॥ ১॥
আ তে সিঞ্চামি কুক্ষ্যোরনু গাত্রা বি ধাবতু।
গৃভায় জিহ্বয়া মধু॥ ২॥
স্বাদুষ্টে অস্তু সংসুদে মধুমান্ তন্বে তব।
সোমঃ শমস্তু তে হৃদে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! সোম-অভিষবকারী আমাদের প্রতি আগমন করো (সুতাবতঃ আ নঃ যাহি), আমাদের শোভন স্তুতি প্রাপ্ত হও (সুষ্টুতীঃ উপা যাহি); এবং আগমন পূর্বক, হে শোভন হনুযুক্ত ইন্দ্র (সু শিপ্রিণ)! (অর্থাৎ সোমপানোচিত মুখসম্পন্ন বা শোভন-নাসিকোপেত হয়ে)। আমাদের এই সোমরসলক্ষণ অন্ন (অন্ধসঃ) গ্রহণ করো বা সোমের অংশ পান করো (পিব) ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! তোমার কুক্ষির অর্থাৎ জঠরের উভয় পার্শ্ব (কুক্ষ্যোঃ) সোমরসে পূর্ণ করে দিচ্ছি (আ সিঞ্চামি)। সেই সোমরস উদরস্থ হয়ে সর্বাঙ্গে অর্তাৎ হস্ত-পদ ইত্যাদির সকল নাড়ীতে প্রবাহিত হোক (বি ধাবতু)। অতএব তুমি মধুবৎ স্বাদুতর (মধু) সোমরস জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন বা লেহন

করো (গৃভায়) ॥ ২॥ হে সম্যক্ সুষ্ঠু দাতা (সংসুদে) ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে আমাদের দ্বারা উপহৃত মাধুর্যময় (মধুমান্) সোম সুস্বাদনীয় হোক (স্বাদু তে অস্তু)। অনন্তর সেই সোম তোমার দেহে (তন্বে) বলকারক হোক অথবা সুখদায়ক হোক (শং অস্তু)। এই সোম তোমার হৃদয়ে (হৃদে) প্রসন্নতা প্রদান করুক ॥ ৩॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ॥ (২০কা. ১অ. ৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চম সূক্ত :

[ঋষি : ইরিম্বিঠি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

অয়মু ত্বা বিচর্ষণে জনীরিবাভি সম্বৃতঃ।
প্র সোম ইন্দ্র সর্পতু ॥ ১॥
তুবিগ্রীবো বপোদরঃ সুবাহুরন্ধসো মদে।
ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ২॥
ইন্দ্র প্রেহি পুরস্ত্বং বিশ্বস্যেশান ওজসা।
বৃত্রাণি বৃত্রহং জহি ॥ ৩॥
দীর্ঘস্তে অস্ত্বঙ্কুশো যেনা বসু প্রযচ্ছসি।
যজমানায় সুন্বতে ॥ ৪॥
অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি।
এহীমস্য দ্রবা পিব ॥ ৫॥
শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায় তে সুতঃ।
আখণ্ডল প্র হূয়সে ॥ ৬॥
যস্তে শৃঙ্গবৃষো নপাৎ প্রণপাৎ কুণ্ডপায্যঃ।
ন্যস্মিন্ দধ্র আ মনঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে পশ্যতিকর্মা অর্থাৎ বিশেষ-দ্রষ্টা (বিচর্ষণিঃ) ইন্দ্র! অপত্য ইত্যাদির দ্বারা একান্তে স্থিত (সম্বৃতঃ) উৎপত্তি স্থানের মতো (জনীরিব), অথবা সন্তানবতী জননী যেমন পুত্র ইত্যাদির দ্বারা সর্বদিকে বেষ্টিত হয়ে থাকে, তেমনই এই সোম অধ্বর্যু প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে তোমার সমীপে প্রকৃষ্টভাবে গমন করুক (প্র সর্পতু) ॥ ১॥ সোমলক্ষণ অন্নের ভক্ষণে হর্ষান্বিত (অন্ধসঃ মদে) ইন্দ্রদেব প্রভূতকন্ধর (তুবিগ্রীবঃ) অর্থাৎ বৃষের ন্যায় সম্যক বৃদ্ধিসম্পন্ন স্কন্ধশালী, মেদে বিস্তীর্ণ অর্থাৎ চর্বিতে পূর্ণ বিশাল উদরশালী, (বপা উদরঃ), তথা শোভন বা বিস্তৃত বাহুশালী (সুবাহুঃ) হয়ে শত্রুগণকে সংহার করে থাকেন (বৃত্রাণি জিঘ্নতে) ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! তুমি বিশ্বের অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সব কিছুর প্রভু। এই হেন তুমি আমাদের সেনাবর্গের পুরোগামী হয়ে (ত্বং পুরঃ

প্রেহি), হে বৃত্রঘাতী (বৃত্রহন্)! আমাদের অবরোধকারী শত্রুগণকে হত্যা করো (বৃত্রাণি জহি) ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র! তোমার অঙ্কুশবৎ নম্র বা সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গুলিযুক্ত হস্ত দীর্ঘ হোক, অর্থাৎ প্রদানবিষয়ে সঙ্কোচরহিত হোক, যার দ্বারা (যেন) অর্থাৎ যে অঙ্কুশের দ্বারা তুমি সোম-নিষ্পন্নকারী ও সোমলক্ষণ হবির দাতা (সুন্বতে) যজমানকে বসু অর্থাৎ ধন প্রদান করতে পারো (সেই রকম দীর্ঘহস্তশালী হও) ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র! আস্তীর্ণ দর্ভে (অধি বর্হিষি) দশাপবিত্রের দ্বারা নিরন্তর শোধিত (নিপূতঃ), (অর্থাৎ গ্রহণ-শ্রয়ণ ইত্যাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত) এই সোম তোমারই নিমিত্ত, অতএব অবিলম্বে আমাদের এই যজ্ঞাভিমুখে (এহি) আগমন করো এবং আগমন করে এক্ষণই (ঈং) এই অভিযুত সোমকে (অস্য) পান করো ॥ ৫ ॥ হে পণি নামক অসুরগণের দ্বারা অপহৃত গো-বর্গকে পুনরুদ্ধার পূর্বক আনয়নের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ (শাচিগো), স্তুতির মাধ্যমে গুণপ্রকাশের নিমিত্ত পূজিত (শাচিপূজন), হে ইন্দ্র! তুমি রমণীয় (রণায়), অথবা তোমার ক্রীড়নায় (রণায়), এই সোম অভিষব ইত্যাদির দ্বারা সংস্কৃত (সুতঃ)। সেই কারণে, হে আখণ্ডল (শত্রুগণকে হিংসাকারী ইন্দ্র)! তুমি সোমপানার্থে আমাদের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে আহূত হচ্ছো (প্র হূয়সে) ॥ ৬ ॥ হে শৃঙ্গবৃষ নপাৎ (শৃঙ্গবৃণ্ নামক কোনও ঋষির কুলপালক পুত্র, অথবা শৃঙ্গবৎ উন্নত রশ্মিসমূহের পাতয়িতা আদিত্যকে দ্যুলোকে স্থাপয়িতা, ইন্দ্র)! এই বহুসোমযুক্ত প্রসিদ্ধ ক্রতুতে (কুণ্ডপায্যঃ) তুমি সর্বতভাবে মন স্থাপন করো (মনো নি দধ্রে) ॥ ৭ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের সাতটি মন্ত্রই সোমযাগে সোমের স্তুতির মাধ্যমে সোমপ্রিয় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (২০কা. ১অ. ৫সূ.) ॥

◆

: ষষ্ঠ সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং সুতে সোমে হবামহে।
স পাহি মধ্বো অন্ধসঃ ॥ ১॥
ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতং সোমং হর্য পুরুষ্টুত।
পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্ ॥ ২॥
ইন্দ্র প্র ণো ধিতাবানাং যজ্ঞং বিশ্বেভির্দেবেভিঃ।
তির স্তবান বিশ্পতে ॥ ৩॥
ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তব প্র যন্তি সৎপতি।
ক্ষয়ং চন্দ্রাস ইন্দবঃ ॥ ৪॥
দধিষ্বা জঠরে সুতং সোমমিন্দ্র বরেণ্যম্।
তব দ্যুক্ষাস ইন্দবঃ ॥ ৫॥
গির্বণঃ পাহি নঃ সুতং মধোর্ধারাভিরজ্যসে।

ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্ যশঃ ॥ ৬॥
অভি দ্যুম্নানি বনিন ইন্দ্রং সচন্তে অক্ষিতা।
পীত্বী সোমস্য বাবৃধে ॥ ৭॥
অর্বাবতো ন আ গহি পরাবতশ্চ বৃত্রহন্।
ইমা জুষস্ব নো গিরঃ ॥ ৮॥
যদন্তরা পরাবতমর্বাবতং চ হূয়সে।
ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — [এই ঋক্‌টি এই অনুবাকের প্রথমেও ব্যাখ্যাত হয়েছে]—হে ইন্দ্র! তুমি পরমৈশ্বর্যবান্ অথবা সোমের (পানের) নিমিত্ত সত্বর গমনশীল। তুমি অভীষ্টবর্ষণে সমর্থ। সেই হেন তোমাকে আমরা অর্থাৎ যজমানগণ সোম অভিষুত হলে পর, তা পান করার নিমিত্ত আহ্বান করছি। আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে তুমি মধুর রসযুক্ত সোমলক্ষণ অন্ন বা অন্নলক্ষণ মধুর সোমরস পান করো ॥ ১॥ হে পুরুষ্টুত (অর্থাৎ বহু যজমান কর্তৃক বা বহুপ্রকারে স্তুত ইন্দ্র)! যাগের নিষ্পাদক (ক্রতুবিদম্), অভিষব ইত্যাদির দ্বারা সংস্কৃত (সুতং) এই সোম কামনা করো (হর্য); অতঃপর প্রীতিদায়ক এই সোম (ততৃপিং) জঠরকুহর পূর্ণ করে (আ বৃষস্ব) পান করো (পিব) ॥ ২॥ হে স্তূয়মান্ (স্তবান্), হে মরুৎগণের স্বামী বা সকল প্রজার পালক (বিশ্‌পতে), ইন্দ্র! সকল যাগযোগ্য দেবগণের সাথে (বিশ্বেভিঃ দেবেভিঃ) গ্রহপাত্র ইতাদির দ্বারা গৃহীত (ধিতাবানং) সোমের আধারভূত যজ্ঞের বর্ধন্ করো (প্র তির) অর্থাৎ হবিঃ স্বীকার করো ॥ ৩॥ হে সৎপতে (অর্থাৎ যজমানবৃন্দের পালক) ইন্দ্র! এই অভিষুত (সুতাঃ), আহ্লাদকারী (চন্দ্রাসঃ) রসাত্মক (ইন্দবঃ) আমাদের দ্বারা হূয়মান (ইমে) সোম তার নিবাসস্থানে (ক্ষয়ং) অর্থাৎ তোমার জঠরকুহরে প্রকৃষ্টভাবে গমন করছে (প্র যন্তি) ॥ ৪॥ হে ইন্দ্র! আমাদের দ্বারা হূয়মান এই স্পৃহণীয় (বরেণ্যম্) অভিষুত সোম তোমার জঠরে ধারণ করো (জঠরে দধিষ্ব)। এই দীপ্তি নিবাসস্থানভূত (দুক্ষাসঃ) সোমরাশি তোমার নিমিত্ত বিশিষ্ট ভাগ ॥ ৫॥ হে সম্যক্ ভজনীয় (গির্বণঃ) ইন্দ্র! আমাদের অভিষুত সোম (সুতং) পান করো (পাহি), যেহেতু মধুর সোমের ধারার দ্বারা (মধোঃ ধারাভিঃ) তুমি আর্দ্রীক্রিয় হচ্ছো (অজ্যসে) অর্থাৎ আহূত হচ্ছো। হে ইন্দ্র! তোমার দাতব্য অন্ন বা শোধিত যশ আছে (ত্বাদাতম্ ইৎ)। (অর্থাৎ তোমাকে আমরা সোমের দ্বারা আহূতি প্রদান করছি। এই সোম তোমার সুন্দর যশোরূপ) ॥ ৬॥ দেবগণের সম্ভজমান অর্থাৎ সম্যক্ ভজনাকারী যজমানের (বনিনঃ) দ্যোতমান সোমলক্ষণ অন্নরাশি (দ্যুম্নানি) প্রভূত পরিমাণে (অক্ষিতা) ইন্দ্রদেবের অভিমুখে সম্যক্ গমন করছে (অভি সচন্তে); ইন্দ্র সেই সোম পান করে প্রবৃদ্ধ হচ্ছেন (সোমস্য পীত্বী বাবৃধে) ॥ ৭॥ হে বৃত্রহন্তা (বৃত্রহন্) অর্থাৎ ইন্দ্রদেব! তুমি আমরা হেন যজমানগণের নিকটে নিকটবর্তী দেশ বা স্থান হতে (অর্বাবতঃ), তথা দূরদেশ বা স্থান হতে (পরাবতঃ) আগমন করো। এবং আগমন করে আমাদের স্তুতিরূপ বাক্যসমূহের সেবা করো (নঃ ইমাঃ গিরঃ জুষস্য), অর্থাৎ আমাদের দ্বারা উচ্চারিত তোমার গুণকথন শ্রবণ করো ॥ ৮॥ হে ইন্দ্র! তুমি দূরস্থান (পরাবতং) তথা সন্নিহিত স্থান (অর্বাবতং) এবং তার যে (যৎ) অন্তরালদেশে (অন্তরা) আহূত হয়েছো, সেই সেই দেশ হতে (ততঃ) আমাদের এই

যাগদেশের প্রতি (ইহ) অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে আগমন করো (আ গহি) ॥ ৯ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের নয়টি মন্ত্রই প্রাতঃসবনশস্ত্রে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে ॥ (২০কা. ১অ. ৬সূ.) ॥

◆

: সপ্তম সূক্ত :

[ঋষি : সুকক্ষ, বিশ্বামিত্র। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

উদ্ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্।
অস্তারমেষি সূর্য ॥ ১ ॥
নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা।
অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ ॥ ২ ॥
স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদ্ গোমদ্ যবমৎ।
উরুধারেব দোহতে ॥ ৩ ॥
ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতং সোমং হর্য পুরুষ্টুত।
পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে সূর্য! স্তোতা অর্থাৎ স্তুতিপরায়ণ ও যজ্ঞক্রিয়াশীল অর্থাৎ যজমানবর্গকে দাতব্যের নিমিত্ত যাঁর বিখ্যাত ধনরাশি আছে (শ্রুতমঘং); যিনি অভীষ্ট ফলের বর্ষক (বৃষভং); মনুষ্যের হিতের নিমিত্ত যাঁর কর্মসমূহ (নর্যাপসং), অর্থাৎ আপন সেবকগণের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের বিষয়ে যিনি কর্মবন্ত; তথা যিনি শত্রুগণের নিবর্তক, সেই হেন মহানুভাব ইন্দ্রের অভিলক্ষ্যে তুমি উদিত হও (উৎ ব ইৎ অভি)। (সূর্যোদয়ের অভাবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমলক্ষণ হবিঃ-প্রদান অসম্ভব; সেই হেতু সূর্যের নিকট এই উদয়-প্রার্থনা) ॥ ১ ॥ যে ইন্দ্র শম্বরাসুরের নব নবতি অর্থাৎ নিরানব্বই সংখ্যক মায়ানির্মিত পুরী (পুরঃ) বাহুবলে (বাহ্বোজসা) অর্থাৎ অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে বিনাশ করেছেন (বিভেদ), সেই ইন্দ্র শত্রুগণকে হত্যা করেছেন (বৃত্রহা) অথবা মেঘদলকে বিদীর্ণ করেছেন এবং বৃত্র নামক অসুরকেও বধ করেছেন (অহিম্ চ অরধীৎ) ॥ ২ ॥ সেই পূর্বোক্ত গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদের সুখকারী (শিবঃ) ও মিত্রভূত (সখা)। তাদৃশ ইন্দ্র আমাদের বহু অশ্ব, বহু গাভী ও বহু যবযুক্ত অর্থাৎ ধান্যযুক্ত ধন প্রদান করুন, যেমন প্রভূত ধারাযুক্ত অর্থাৎ বহুক্ষীরা গাভী সর্বজনের তৃপ্তিসাধন প্রভূত দুগ্ধ প্রদান করে (উরুধারেব দোহতে) ॥ ৩ ॥ হে বহু যজমান কর্তৃক বা বহুপ্রকারে স্তুত ইন্দ্র! যাগের নিষ্পাদক, অভিষব ইত্যাদির দ্বারা সংস্কৃত এই সোম কামনা করো; অতঃপর প্রীতিদায়ক এই সোম জঠরকুহর পূর্ণ করে পান করো ॥ ৪ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিগণের প্রাতঃসবনে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। ৪র্থ মন্ত্রটি ৬ষ্ঠ সূক্তের ২য় মন্ত্ররূপে পাওয়া যায়, আবার পরবর্তী ৮ম সূক্তের ১ম মন্ত্ররূপে উল্লিখিত ॥ (২০কা. ১অ. ৭সূ.) ॥

◆

: অষ্টম সূক্ত :

[ঋষি : ভরদ্বাজ, কুৎস, বিশ্বামিত্র। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতং সোমং হর্য পুরুষ্টুত।
পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্ ॥ ১॥
এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু ত্বা শ্রুধি ব্রহ্ম বাবৃধস্বোত গীর্ভিঃ।
আবিঃ সূর্যঃ কৃণুহি পীপিহীষো জহি শত্রূঁরভি গা ইন্দ্র তৃন্ধি ॥ ২॥
অর্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতস্তস্য পিবা মদায়।
উরুব্যচা জঠর আ বৃষস্ব পিতেব নঃ শৃণুহি হূয়মানঃ ॥ ৩॥
আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহা সেক্তেব কোশং সিসিচে পিবধ্যৈ।
সমু প্রিয়া আববৃত্রন্ মদায় প্রদক্ষিণিদভি সোমাস ইন্দ্রম্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে বহু যজমান কর্তৃক বা বহুপ্রকারে স্তুত ইন্দ্র! জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞ-নিষ্পাদক, অভিষব ইত্যাদির দ্বারা সংস্কৃত এই সোম কামনা করো; অতঃপর প্রীতিপ্রদায়ক এই সোম জঠরকুহর পূর্ণ করে পান করো ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বকালে (প্রত্নথা) অর্থাৎ অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের কালে তাঁদের অনুষ্ঠিত সোমযাগে যে প্রকারে সোম পান করেছিলে, সেইরকমে আমাদেরও সোম পান করো (এব পাহি); সেই নিমিত্ত আমাদের মন্ত্রাত্মক স্তোত্র শ্রবণ করো (ব্রহ্ম শ্রুধি)। সেই পীত সোম তোমাকে হর্ষান্বিত করুক (স ত্বা মন্দতু)। কেবল শ্রবণের দ্বারা হর্ষান্বিত নয়, অধিকন্তু আমাদের স্তুতিবাক্যে (গীর্ভি) বর্ধিত হয়ে ওঠো (ববৃধস্ব)। অতএব তোমার যাগের নিমিত্ত সর্বকর্মের প্রেরক সূর্যদেবকে প্রকাশিত করো (আবিঃ কৃণুহি) অথবা আমাদের ব্যবহারের নিমিত্ত সূর্যদেব বহুকাল প্রকাশিত থাকুক। আমাদের উপভোগ সাধনোপযোগী অন্ন ইত্যাদির (ইষঃ) সম্যক্ বৃদ্ধি সাধন করো (পীপিহি); অধিকন্তু আমাদের শত্রুগণের অর্থাৎ বিরোধী ও দ্বেষীগণের বিনাশ সাধন করো (জহি)। হে ইন্দ্র! পণি নামক অসুরগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীসমূহ আমাদের প্রত্যর্পিত করো (অভি তৃন্ধি) ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! আমাদের অভিমুখে আগত হও (অর্বাঙ্ এহি)। (কি জন্য? না—) 'সোমকামং তাহুরিতি' অভিজ্ঞজনেরা তোমাকে সোমবিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী বলে থাকেন, যে জন্য এই সোম তোমার নিমিত্ত অভিষুত হয়েছে (তাহুঃ অয়ং সুতঃ তস্য)। সেই সোম তুমি কুক্ষিপরিপূর্তিপর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ না উদর পরিপূর্ণ হয়ে না ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত পান করো (উরু-ব্যচা...); এবং পিতা যেমন পুত্রের বাক্য (অর্থাৎ অনুরোধ) শ্রবণ করে (অর্থাৎ রক্ষা করে) তেমনই তুমি আমাদের আহ্বান শ্রবণ করো (পিতা ইব নঃ...) ॥ ৩॥ এই দ্রোণকলস (দ্রুমময় যজ্ঞীয় কলশ) ইন্দ্রের উদ্দেশে (অস্য) সোমরসের দ্বারা সর্বতঃ পূর্ণ করা হয়েছে (আপূর্ণঃ অস্য কলশঃ); (কি নিমিত্ত? না—) হোমের নিমিত্ত ('স্বাহা' অর্থাৎ 'স্বাহুতত্বায়')। সেক্তা অর্থাৎ পূরক জল বা ভিস্তিবাহক তার কোশ অর্থাৎ দৃতি বা ভিস্তি জলে পূর্ণ করে, সেইভাবে ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত

(পিবধ্যৈ) অধ্বর্যু সোমরসে গ্রহ ইত্যাদি পাত্র পূর্ণ করছে। সেই হৃদয়গ্রাহী (প্রিয়াঃ) স্বাদু সোমসমূহ (সোমাসঃ) ইন্দ্রের তৃপ্তির নিমিত্ত (মদায়) প্রদক্ষিণক্রমে (প্রদক্ষিণিৎ) ইন্দ্রের অভিমুখে সম্যক্ ব্যাপ্ত হচ্ছে (সম্ উম্ অভি) ॥ ৪ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের ১ম ঋক্‌টি ব্রাহ্মণাচ্ছংসীগণের শস্ত্রযাজ্যা 'এবা পাহি' ইত্যাদি পরবর্তী তিনটি ঋক্ ব্রাহ্মণাচ্ছংসীগণের মাধ্যন্দিন সবনের প্রস্থিতযাজ্যা। বৈতানিকে (৩/১১) এই বিনিয়োগ সূত্রিত আছে ॥ (২০কা. ১অ. ৮সূ.) ॥

◆

: নবম সূক্ত :

[ঋষি : নোধা, মেধ্যাতিথি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী।]

তৎ বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ১॥
দ্যুক্ষুং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্।
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষু গোমন্তমীমহে॥ ২॥
তৎ ত্বা যামি সুবীর্য্যং তদ্ ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে।
যেনা যতিভ্যো ভৃগবে ধনে হিতে যেন প্রস্কণ্বমাবিথ ॥ ৩॥
যেনা সমুদ্রমসৃজো মহীরপস্তদিন্দ্র বৃষ্ণি তে শবঃ।
সদ্যঃ সো অস্য মহিমা ন সন্নশে যং ক্ষোণীরনুচক্রদে ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে যজমানবৃন্দ! তোমাদের যজ্ঞের সম্পন্নতার বা অভিমত ফলের নিমিত্ত (বঃ) সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের অভিলক্ষ্যে আমরা স্তুতিপ্রকাশক বাণীর দ্বারা (গীর্ভিঃ) স্তুতি করছি (নবামহে)। (কীরূপ ইন্দ্র? না—) তিনি দর্শনের যোগ্য (দস্মং), আর্তিনাশক অর্থাৎ দুঃখবিনাশক (ঋতীষহং), সোমলক্ষণ অন্নপানে নন্দমান অর্থাৎ আনন্দিতচিত্তশালী (নন্দানং)। (স্তুতির দৃষ্টান্ত কি? না—) অভিনবপ্রসবা ধেনুগণ (অভি ধেনবঃ) সন্ধ্যা ও সকালে (স্বসরেষু) যেমন বৎসগণকে (বৎসম্) স্তন্য প্রদানের নিমিত্ত উচ্চ শব্দ সহকারে (ক্ষুমন্তং) আহ্বান করে, আমরাও সেইরকমেই ইন্দ্রকে স্তুতি ক'রি ॥ ১ ॥ দীপ্ত (দ্যুক্ষুং) শোভনদান (সুদানুং) অর্থাৎ বিশিষ্টদানযোগ্য, বলে বা শক্তিতে আচ্ছন্ন (তবিষীভিঃ আবৃতম) অর্থাৎ বলপ্রদ, বহু প্রজার ভোগযোগ্য পর্বতের মতো (গিরিং ন পুরুভোজসং) (যেমন দুর্ভিক্ষে জীবনধারণের নিমিত্ত বহু কন্দমূল ইত্যাদিসম্পন্ন পর্বতের আশ্রয় করে, তেমন) শব্দোপেত অর্থাৎ স্তুতিমন্ত (ক্ষুমন্তম্), শত-সহস্রসংখক প্রজার পোষকত্ব সম্পন্ন অর্থাৎ অপরিমিত প্রাণীর পোষক, বহুগাভীযুক্ত অন্নের (বাজং) শীঘ্র (মক্ষু) প্রার্থনা করছি (ঈমহে) ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র আমি তোমার নিকট (তৎ) শোভন বীর্যের সাথে যুক্ত (সুবীর্যং), পরিবৃঢ় অর্থাৎ সমর্থ অন্ন (ব্রহ্ম) যাচনা করি (ত্বা যামি); উক্তলক্ষণ অন্ন (তৎ ব্রহ্ম) পূর্বপ্রজ্ঞানের নিমিত্ত (পূর্বচিত্তয়ে); যে অন্নের দ্বারা কর্ম হতে নিবৃত যতিগণের (যেনা যতিভ্যঃ) বা ভৃগু নামধারী (ভৃগবে) মহর্ষির নিকট হ'তে আহরণ

করে তাঁদের প্রীতিবিধান করেছো (ধনে হিতে), অথবা যে সুবীর্য অন্নের দ্বারা কর্মনিবৃত অন্য মহর্ষিগণকে পরিতোষিত করেছো। তথা যে ধনের দ্বারা কণ্বপুত্র প্রস্কন্ব ঋষি রক্ষিত হয়েছেন (আবিথ) ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র! যে বলের দ্বারা (যেন) সৃষ্টির আদিতে (অসৃজঃ) সমুদ্রকে প্রভূত জলে পূর্ণ করেছো (মহীঃ অপঃ), সেই প্রকার (তৎ) তোমার বল (তে শবঃ) সকলের অভিমত ফলের বর্ষক হোক (বৃষ্ণি), অর্থাৎ সকলকে অভিলষিত ফল প্রদান করুক। এই ইন্দ্রের মহিমা (অস্য সঃ মহিমা), অর্থাৎ প্রভূত জলের দ্বারা সমুদ্রের পূর্তি ইত্যাদি লক্ষণরূপ মাহাত্ম্য, বর্তমানে (সদ্যঃ) ও পরেও কেউ নাশ করতে পারেনি (সন্নশে); যে মহিমা (যং) পৃথিবী (ক্ষোণীঃ) অর্থাৎ পৃথিবীর প্রাণীনিকর উদ্‌ঘোষিত করে থাকে (অনুচক্রদে) ॥ ৪ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি ও এর পরবর্তী তিনটি সূক্ত মাধ্যন্দিনসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীগণের শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ১২শ সূক্তের শেষ (৭ম) মন্ত্র 'ঋজীষী বজ্রী' ইত্যাদি শস্ত্রযাজ্যা। উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্র 'তং বো দস্মমৃতীষং' ইত্যাদি ও তৃতীয় মন্ত্র 'তৎ ত্বা যামি সুবীর্যং' ইত্যাদি প্রগাথ স্তোত্রিয়ানুরূপ। তেমনই, পরবর্তী (অর্থাৎ ১০ম) সূক্তের প্রথম মন্ত্র 'উদু ত্যে মধুমত্তমা' ইত্যাদি সামপ্রগাথ। একাদশ সূক্তের মন্ত্রসমুদায় উক্‌থমুখং। দ্বাদশ সূক্তের মন্ত্রগুলি পর্যায়সংজ্ঞ। এর মধ্যে ৬ষ্ঠ মন্ত্র এবেদিন্দ্রং বৃষণং' ইত্যাদি পরিধানীয়া। (বৈ. ৩।১২) ॥ (২০কা. ১অ. ৯সূ.) ॥

◆

: দশম সূক্ত :

[ঋষি : মেধ্যাতিথি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১ ॥
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ ধীতমানশুঃ।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ — এই মাধুর্যযুক্ত স্তোম (ত্যে মধুমত্তমা) অর্থাৎ গায়ন-মন্ত্রগুলি (ত্রিবৃৎ ইত্যাদি প্রগীতমন্ত্রসাধ্য স্ত্রোত্রসমূহ) ও অতিশয় মধুর বস্তুবৎ অগায়নশীল বাণীসমূহ (গিরঃ) (অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্য শস্ত্রসমূহ) একেবারে শত্রুগণের জয়শীল (সত্রাজিতঃ), ধনপ্রদ (ধনসা), সর্বদা রক্ষক (অক্ষিতোতয়ো), অন্নের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রের পরিতোষ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রেরিত হয়; (তার দৃষ্টান্ত কি? না—) যেমন যথোক্তলক্ষণ রথ সেই রথস্বামীর প্রয়োজন অনুসারে প্রেরিত বা চালিত হয় (রথা ইব) ॥ ১ ॥ কণ্বগোত্রীয় মহর্ষিগণও যেমন (কণ্বা ইব) বিশ্বব্যাপ্ত অর্থাৎ লোকত্রয়ের স্বামী ইন্দ্রকে (ইন্দ্রমিৎ) স্তোত্র-শস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ভৃগু-বংশোদ্ভবগণ যেমন (ভৃগবঃ ইব) ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ধাতা অর্যমা ইত্যাদি সূর্যসকল যেমন (সূর্যা ইব) স্বনিয়ন্তা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন (আনশুঃ), সেইরকম উক্তগুণক ইন্দ্রকে প্রিয়ভূত মনুষ্যগণ বা প্রিয়মেধা নামক মহর্ষিগণ স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিধ্বনি উৎসারিত করেছিলেন (অস্বরন্) ॥ ২ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের অনুরূপ ॥ (২০কা. ১অ. ১০সূ.) ॥

: একাদশ সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদ্ দাসমর্কৈর্বিদদ্বসুর্দয়মানো বি শত্রূন্।
ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধানো ভূরিদাত্র আপৃণদ্ রোদসী উভে ॥ ১॥
মখস্য তে তবিষস্য প্র জূতিমিয়র্মি বাচমমৃতায় ভূষন্।
ইন্দ্র ক্ষিতীনামসি মানুষীণাং বিশাং দৈবীনামুত পূর্বযাবা ॥ ২॥
ইন্দ্রো বৃত্রমবৃণোচ্ছর্ধনীতিঃ প্র মায়িনামমিনাৎ বর্পণীতিঃ।
অহন্ ব্যংসমুশধগ্ বনেষ্বাবির্ধেনো অকৃণোৎ রাম্যাণাম্ ॥ ৩॥
ইন্দ্রঃ স্বর্ষা জনয়ন্নহানি জিগায়োশিগ্‌ভিঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ।
প্রারোচয়ন্মনবে কেতুমহ্নামবিন্দজ্জ্যোতির্বৃহতে রণায় ॥ ৪॥
ইন্দ্রস্তুজো বর্হণা আ বিবেশ নৃবৎ দধানো নর্যা পুরূণি।
অচেতয়ৎ ধিয় ইমা জরিত্রে প্রেমং বর্ণমতিরচ্ছুক্রমাসাম্ ॥ ৫॥
মহো মহানি পনয়ন্ত্যস্যেন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি।
বৃজনেন বৃজিনান্‌ৎসং পিপেষ মায়াভির্দস্যূঁরভিভূত্যোজাঃ ॥ ৬॥
যুধেন্দ্রো মহ্না বরিবশ্চকার দেবেভ্যঃ সৎপতিশ্চর্ষণিপ্রাঃ।
বিবস্বতঃ সদনে অস্য তানি বিপ্রা উক্‌থেভিঃ কবয়ো গৃণন্তি ॥ ৭॥
সত্রাসাহং বরেণ্যং সহোদাং সসবাংসং স্বরপশ্চ দেবীঃ।
সসান যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমামিন্দ্রং মদন্ত্যনু ধীরণাসঃ ॥ ৮॥
সসানাত্যাঁ উত সূর্যং সসানেন্দ্রঃ সসান পুরুভোজসং গাম্।
হিরণ্যয়মুতভোগং সসান হত্বী দস্যূন প্রার্যং বর্ণমাবৎ ॥ ৯॥
ইন্দ্র ওষধীরসনোদহানি বনস্পতীঁরসনোদন্তরিক্ষম্।
বিভেদ বলং নুনুদে বিবাচোঽথাভবৎ দমিতাভিক্রতূনাম্ ॥ ১০॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — ইন্দ্রদেব শত্রুপুরীসমূহের ভেত্তা অর্থাৎ বিদারক (পূর্ভিৎ); তিনি অর্চনীয় স্ববীর্যে (অর্কৈঃ) অর্থাৎ আপন শক্তিতে, সর্বতোভাবে শত্রুর প্রতি হিংসিতবান্ (দাসং) হয়েছিলেন বা অর্চনীয় সূর্যাত্মক্ রশ্মির দ্বারা (অর্কৈঃ) তমসাবিনাশক (দাসং) দিনের প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লব্ধধন (বিদৎবসু) অর্থাৎ শত্রুধনের অপহর্তা এবং বৃত্র ইত্যাদির বিশেষভাবে হিংসক (শত্রূন্ বি দয়মানঃ)। তিনি প্রভূত স্তোত্রের দ্বারা অভিবৃদ্ধ (ব্রহ্মজূতঃ), শরীরের দ্বরা বর্ধমান (তন্বা ববৃধানঃ)। তিনি প্রভূত আয়ুধশালী (ভূরিদাত্রঃ) অথবা বহু ধনশালী। এই হেন ইন্দ্রদেব দ্যাবা ও পৃথিবী উভয়লোককেই (উভে রোদসী) ব্যাপ্ত করেছেন (আপৃণৎ) ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! মহনীয় বা মখাত্মক অর্থাৎ যজ্ঞাত্মক

(মখস্য), অতিশয়িত বলের দ্বারা যুক্ত (তবিষস্য) তোমার (তে), প্রেরয়িত্রী বা বর্ধয়িত্রী (জূতিম্) স্তুতিলক্ষণা বাণী (বাচম্) প্রেরণ করছি (প্র ইয়র্মি)। (কি জন্য? না—) অমৃতায় অর্থাৎ অমৃত বা অন্নের জন্য। (কেমন করে? না—) তোমাকে ভূষিত বা অলঙ্কৃত করে (ভূষন)। হে ইন্দ্র! তুমি পৃথিবীর মনুষ্য (ক্ষিতীনাম্ মানুষীণাম্) ও অধিকন্তু (উত) দেবতা অর্থাৎ দেবসম্বন্ধী (দৈবীনাম্) প্রজাগণের (বিশাং) পুরোগন্তা (পূর্বসাবা), অর্থাৎ সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ; (সেই হেতু তোমার স্তুতি করছি ॥ ২॥ ইন্দ্রদেব শত্রুর প্রতি স্ববল প্রাপক হয়ে অর্থাৎ হিংসার উপযুক্ত বল প্রাপ্ত হয়ে সর্বতো ব্যাপ্ত অসুরকে বা জলাবরক মেঘকে (বৃত্রং) বিদীর্ণ বা রুদ্ধ করেছিলেন (অবৃণোৎ)। সেই ইন্দ্র যুদ্ধে শত্রুর প্রতি স্বশরীর প্রাপক হয়ে অর্থাৎ শত্রুর প্রতি অসীম-হিংস্ররূপী হয়ে (বর্পনীতিঃ) মায়াবী অসুরবর্গকে (মায়িনাং) বিনাশ করেছিলেন (প্র অমিনাৎ)। শত্রুদহনে কাময়মান অথবা তাঁর সাথে যুদ্ধ কামনাকারী শত্রুদের দাহক ইন্দ্র (উশধক্) বনে জলের নিমিত্ত আবরক মেঘকে বিদীর্ণ (বা বৃত্রাসুরকে স্কন্ধচ্যুত) (বি অংসম্) করে বধ করেছিলেন (অহন)। তারপর তার রমণীগণের (রাম্যাণাম্) শোকরব উৎসারিত করিয়েছিলেন (আবিঃ)। (অথবা পণি নামক অসুরগণের দ্বারা তমসাবৃত রাত্রিতে অপহৃত গাভী, অসুরগণকে বিনাশ পূর্বক উদ্ধার করেছিলেন) ॥ ৩॥ স্বর্গের লম্ভক অর্থাৎ যিনি স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়ে থাকেন (স্বর্ষা), শত্রুগণের অভিভবকারী (অভিষ্টি) ইন্দ্র তমোরাশি নিবর্তিত করে দিবার প্রাদুর্ভাব পূর্বক (অহানি জনয়ন) যুদ্ধকামনাকারী অসুরবর্গের সাথে যুদ্ধ করে (উশিগ্‌ভিঃ) তাদের সৈন্যগণকে জয় করেছিলেন (পৃতনা জিগায়)। অধিকন্তু তিনি মনুষ্য (মনবে) অর্থাৎ যজমানবর্গের প্রভূত বৈদিক বা দৈবিক ও লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত (বৃহতে রণায়) সর্বপ্রকাশক আদিত্যকে দিবিলোকে অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে দীপিত করেছিলেন (অহ্নাং কেতুং প্র অরোচয়েৎ)। এবং সূর্যের সর্বপদার্থপ্রকাশনক্ষম তেজঃ লাভ করেছিলেন (জ্যোতিঃ অবিন্দৎ) ॥ ৪॥ ইন্দ্রদেব সর্বতোভাবে বর্ধনপ্রাপ্ত (বর্হণাঃ) হিংসক মনুষ্যবৎ (নৃবৎ) শত্রুসেনার মধ্যে (তুজঃ) প্রবেশ করেছিলেন (আ বিবেশ), যেমন মনুষ্য ঋত্বিক ইত্যাদির (নর্যা) হিতের নিমিত্ত প্রভূত (পুরূণি) সামর্থ্যযুক্ত শত্রুধন ধারণ করে (দধানঃ) যুদ্ধার্থে শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই রকম। [যেমন যুদ্ধাভিলাষী বীর শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনই ইন্দ্রও ঋত্বিকরূপী মনুষ্যবর্গের হিতের নিমিত্ত শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করেন]। সেই হেন ইন্দ্র স্তোতাদের জন্য (জরিত্রে) অন্ধকারনিবর্তনের দ্বারা পরিদৃশ্যমানা বা প্রসিদ্ধা উষার প্রকাশ করেছেন (ইমাঃ ধিয়ঃ); (কারণ উষাকালে স্তোত্র-শস্ত্র ইত্যাদির প্রবর্তন ঘটে)। এবং উষার শুক্লবর্ণ বৃদ্ধি করেছেন (আসাং ইমং প্র অতিরত) ॥ ৫॥ পূজনীয় বা মহৎ গুণে প্রবৃদ্ধ (মহঃ) প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের (অস্য) সুষ্ঠু সম্পাদিত বহু মহৎ (সুকৃতা পুরূণি) কর্ম স্তোতাগণ স্তুতি করে থাকে (পনয়ন্তি)। (সেই কর্মের মধ্যে একটি কর্ম বর্ণিত হচ্ছে)—শত্রুকে অভিভবে পারঙ্গম (অভিভূত্যোজা) অথবা শত্রুর পরাভবে ওজঃসম্পন্ন ইন্দ্র আবর্জক বলের দ্বারা (বৃজনেন) বা আয়ুধের দ্বারা পাপরূপ অসুরবর্গকে (বৃজিনান) সম্যক্ চূর্ণ করেছিলেন (সং পিপেষ); তথা আপন শক্তির দ্বারা (মায়াভিঃ) শত্রুদের (দস্যূন) চূর্ণ করেছিলেন ॥ ৬॥ ইন্দ্রদেব যুদ্ধের দ্বারা (যুধা) আপন মহত্বে (মহ্না) অর্থাৎ কারো সহায়তা ব্যতিরেকেই আপন বলে, তাঁর স্তোতাদের উদ্দেশে (দেবেভ্যঃ) বরণীয় ধন দান করেছিলেন (বরিবঃ চকার)। সত্য-কর্মানুষ্ঠানকারী যজমানগণের পালক (সৎপতিঃ), মনুষ্যগণের অভিমত ফলের পূরক (চর্ষণিপ্রাঃ), সেই হেন ইন্দ্র আদিত্যের স্থানে অর্থাৎ আদিত্যলোকে (বিবস্বতঃ সদনে) বৃষ্টিপ্রতিবন্ধক অসুরবর্গকে বৃষ্টিলক্ষণ ধন দান করেছিলেন; অথবা বিশেষভাবে অগ্নিহোত্র ইত্যাদি কর্মের নিমিত্ত বাসকারী যজমানের গৃহে সম্পদ ইত্যাদি দান করেছিলেন। উক্ত মহিমোপেত অর্থাৎ

প্রসিদ্ধ বৃত্রবধ ইত্যাদি কর্মসমূহের কর্তা (অস্য) ইন্দ্রকে মেধাবী ঋত্বিকগণ (বিপ্রাঃ) (কিরকম মেধাবী? না—) ক্রান্তপ্রজ্ঞা বা অতিবিদ্বানগণ (কবয়ঃ), উক্থ মন্ত্রে অর্থাৎ যজ্ঞে আজ্যপ্রদান ইত্যাদি শস্ত্রে স্তব করে থাকেন ॥ ৭ ॥ শত্রুসেনাগণের অভিভবকারী অথবা এক প্রয়াসে শত্রুসেনার পরাভবক্ষম (সত্রাসাহং), যজ্ঞাদি কর্মশীল মনুষ্যগণ কর্তৃক বরণকৃত (বরেণ্যং), বলের দাতা (সহোদাং) তথা স্বর্গের দেবনশীল অর্থাৎ স্বর্গে ক্রীড়াশীল ও জলের সম্ভোক্তা (স্বঃ অপঃ চ দেবীঃ সসবাংসম্) এই হেন মহানুভাব ইন্দ্রের স্তোতা বা স্তুতিকর্মে তুষ্ট স্তোতাগণ ও যজমানবৃন্দ (ধীরণাসঃ) অনুক্রমে স্তুতি ও হবির দ্বারা তাঁর (অর্থাৎ ইন্দ্রের) সন্তোষ বিধান করছেন (মদন্তি)। যিনি (অর্থাৎ যে ইন্দ্র) বিস্তীর্ণ দিবিলোক (দ্যাং) ও এই পৃথিবী (ইমাং পৃথিবী) দেবতা ও মনুষ্যগণকে প্রদান করেছেন (সসান) ॥ ৮ ॥ সেই ইন্দ্রদেব প্রাণীগণের অর্থাৎ মনুষ্যবর্গের ব্যবহারের নিমিত্ত অশ্ব-হস্তী-উষ্ট্র ইত্যাদি বাহন (অত্যান্) প্রদান করেছেন (সসান)। তিনি সর্বপ্রকাশক সূর্যদেবকে প্রাণীবর্গের ব্যবহারার্থে প্রদান করেছেন (সূর্যম্ সসান)। এইমতো দুগ্ধ-দধি ইত্যাদি লক্ষণ বহু প্রকার ভোগসাধন বা বহুবিধ প্রাণীর ভোগসাধন গাভী (পুরুভোজসং গাং) ও হিরণ্যবিকারাত্মক ভোগসাধন কটক-মুকুট ইত্যাদি প্রদান করেছেন (হিরণ্যয়ং উত ভোগম্ সসান)। সেই ইন্দ্র প্রাণীঘাতক অসুর ইত্যাদিকে (দস্যূন) হত্যা পূর্বক উত্তমবর্ণীয় (আর্যং বর্ণং) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাত্মক যজমান ইত্যাদি কর্মাধিকারীগণকে প্রকর্ষের সাথে রক্ষা করেছেন (প্র আবৎ) ॥ ৯ ॥ উক্ত মহিমোপেত সেই হেন ইন্দ্রই প্রাণীগণের উপভোগের নিমিত্ত ওষধিসমূহ অর্থাৎ ব্রীহি-যব ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন (অসনোৎ)। তথা তিনি দিবস সমুদয়ও (অহানি) প্রাণীগণের উপভোগার্থে সৃষ্টি করেছেন; বনস্পতিগুলিকেও সৃষ্টি করেছেন; অন্তরিক্ষলোকও প্রাণীগণের ভোগার্থে সৃষ্টি করে প্রদান করেছেন। অধিকন্তু তিনি বল নামধারী অসুরকে বিদারিত করেছেন (বলম্ বিভেদ), বিরুদ্ধবাদীগণকে বিদূরিত করেছেন (বিবাচঃ নুনুদে); অনন্তর (অথ) বিরুদ্ধ কর্মের বা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী দুষ্টদের দমন বা বিনাশ করেছেন (অভিক্রর্তুনাম্ দমিতা অভবৎ) ॥ ১০ ॥ সর্বগুণে উৎকৃষ্ট অথবা সুখকর (শুনম্), ধনবন্ত (মঘবানম্) ইন্দ্রদেবকে এই সংগ্রামে অথবা যজ্ঞে (অস্মিন ভরে) অন্নলাভের নিমিত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করছি (বাজসাতৌ)। সংগ্রামে পুরোগামী অথবা যজ্ঞের নেতা (নৃতমং), আহ্বানের শ্রোতা (শৃন্বন্তম্), উদ্‌গূর্ণ বলশালী (উগ্রং), সংগ্রামে আবরক শত্রুগণের বিঘাতক (সমৎসু বৃত্রাণি ঘ্নন্তং) তথা তাদের ধনসমূহের সম্যক্ বিজেতা—এই হেন মহানুভাব ইন্দ্রকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করছি (উভয়ে হুবেম) ॥ ১১ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের অনুরূপ॥ (২০কা. ১অ. ১১সূ.) ॥

◆

: দ্বাদশ সূক্ত :

[ঋষি : বসিষ্ঠ, অত্রি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যেন্দ্রং সমর্যে মহয়া বসিষ্ঠ।
আ যো বিশ্বানি শবসা ততানোপশ্রোতা ম ঈবতো বচাংসি ॥ ১ ॥

অযামি ঘোষ ইন্দ্র দেবজামিরিরজ্যন্ত যচ্ছুরুধো বিবাচি।
নহি স্বমায়ুশ্চিকিতে জনেষু তানীদংহাংস্যতি পর্ষস্মান্ ॥ ২॥
যুজে রথং গবেষণং হরিভ্যামুপ ব্রহ্মাণি জুজুষাণমস্থুঃ।
বি বাধিষ্ট স্য রোদসী মহিত্বেন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতী জঘন্বান্ ॥ ৩॥
আপশ্চিৎ পিপ্যু স্তর্যো ন গাবো নক্ষন্নৃতং জরিতারস্ত ইন্দ্র।
যাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছা ত্বং হি ধীভির্দয়সে বি বাজান্ ॥ ৪॥
তে ত্বা মদা ইন্দ্র মাদয়ন্তু শুষ্মিণং তুবিরাধসং জরিত্রে।
একো দেবত্রা দয়সে হি মর্তানস্মিনছূর সবনে মাদয়স্ব ॥ ৫॥
এবেদিন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং বসিষ্ঠাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
স ন স্তুতো বীরবৎ ধাতু গোমৎ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥
ঋজীষী বজ্রী বৃষভস্তুরাষাট্‌ছুষ্মী রাজা বৃত্রহা সোমপাবা।
যুক্ত্বা হরিভ্যামুপ যাসদর্বাঙ্ মাধ্যন্দিনে সবনে মৎসদিন্দ্রঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে ঋত্বিক্‌বৃন্দ! আপনারা অন্নাকাঙ্ক্ষী হয়ে (শ্রবস্যা) স্তোত্রসমূহ (ব্রহ্মাণি) প্রেরণ করুন (উদৈরত) অর্থাৎ উদ্‌গীত করুন। হে যজমান (বসিষ্ঠ)! আপনি ঋত্বিকগণের সাথে বা মর্যাদার সাথে (সমর্যে) এই যজ্ঞে হবিঃ ইত্যাদি সহযোগে সেই ইন্দ্রদেবের পূজা করুন (মহয়), যে ইন্দ্রদেব (যঃ) আপন শক্তির দ্বারা (শবসা) সকল ভূতজাতকের (বিশ্বানি) বিস্তার বা বৃদ্ধি করেছেন (আ ততান); সেই ইন্দ্র আমি হেন উপাসকের (ম ঈবতঃ) স্তুতিরূপ বাক্যসমূহের শ্রোতা (বচাংসি উপশ্রোতা) হোন ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! দেবগণের বন্ধু সদৃশ যে শব্দ, (দেবযামিঃ ঘোষঃ), অর্থাৎ উক্ত লক্ষণসম্পন্ন যে স্তোত্র, উদ্‌গীত হয়েছে, যার ফলে নিয়মস্থ (বিবাচি) অর্থাৎ সংযমপরায়ণ যজমানের নিমিত্তভূত জন্ম-মৃত্যুলক্ষণাত্মক শোক-নিবর্তক স্বর্গপ্রাপণশীল সোম (শুরুধঃ) বর্ধিত হচ্ছে (ইরজ্যন্ত)। মনুষ্যগণের মধ্যে (জনেষু) বা মনুষ্যগণের মধ্যে জাত এই জন অর্থাৎ যজমান আপন (স্বং) পরমায়ু বা জীবিতকাল (আয়ুঃ) জ্ঞাত নন (ন চিকিতে); অতএব তাকে যাগ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উপযোগী দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। (শতসম্বৎসরলক্ষণ জীবন প্রার্থনা করা হচ্ছে)। আয়ুক্ষয়কর হেতুত্বের জন্য প্রসিদ্ধ (তানিৎ) পাপসমূহকেও অতিক্রম পূর্বক (অংহাংসি অতি) আমাদের (অস্মান্) অর্থাৎ আপনার সভজমানগণকে পালন করুন (পর্ষি) ॥ ২॥ যে ইন্দ্র আমাদের যাগসদনে প্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ আগমনের জন্য গাভীগণের প্রাপয়িতা রথে (গবেষণং রথং) ইন্দ্রের হরি-নামক সাধারণ অশ্বদ্বয়কে (হরী) যুক্ত করেছেন (যুজে), আমাদের প্রবৃদ্ধ স্তোত্রসমূহও (ব্রহ্মাণি) সেবমান বা সকলের সেব্যমান (জুজুষাণম্) যে ইন্দ্রের সেবা করে (অস্থুঃ), সেই ইন্দ্র (স্যঃ) আপন মহত্বের দ্বারা (মহিত্বা) দ্যাবাপৃথিবীকে অতিক্রম করেছেন (রোদসী বি বাধিষ্ট), অধিকন্তু আপন আবরক শত্রুগণ (বৃত্রাণি) যাতে বিদ্যমান না থাকে (অপ্রতি) অর্থাৎ পুনরায় যাতে প্রত্যাগত হতে না পারে সেইরূপে বিনাশ করেছেন (জঘন্বান) ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র! সোম অভিষবের নিমিত্ত জলসমূহ বশা গাভীর ন্যায় (আপঃ চিৎ স্তর্যঃ ন গাবঃ) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে (পিপ্যুঃ), আপনার (তে) স্তোতা ঋত্বিক্‌গণ (জরিতারঃ) সত্য ফলস্বরূপ যজ্ঞ (ঋতম্) প্রাপ্ত হয়েছেন (নক্ষন্); অতএব আমাদের

(নঃ) স্তোত্রসমূহ (নিযুতঃ) লক্ষ্য পূর্বক আগত হও (অচ্ছ)। (কেমন করে? না—) 'বায়ুর্ন নিযুতঃ যাতি' অর্থাৎ বায়ুদেব যেমন যজ্ঞদেশ প্রাপ্তির নিমিত্ত আপন নিযুত নামক বা সংখ্যক অশ্বগণের প্রতি গমন করেন, আপনিও তেমনই আমাদের কর্মে অভিস্তুষ্ট হয়ে (ধীভিঃ) অন্ন প্রদান করুন (বাজান্ বি দয়সে) ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র! এই অভিষব ইত্যাদির দ্বারা সংস্কৃত প্রসিদ্ধ সোম (মদা) আপনাকে মদযুক্ত করুক (মাদয়ন্তু)। (তুমি কিরকম? না)—বলবন্ত (শুষ্মিণম্), স্তোতৃবর্গকে প্রদানের নিমিত্ত প্রভূত ধনশালী (জরিত্রে তুবিরাধসম্)। অধিকন্তু, দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে (দেবত্রা) আপনিই একমাত্র (একঃ হি) মনুষ্যগণের প্রতি দয়াশীল (মর্তান্ দয়সে), অর্থাৎ মনুষ্যগণের রক্ষণে আপনি অদ্বিতীয়, অন্য কোন দেবতা নন। অতএব হে শৌর্যশালী ইন্দ্র (শূর)! আপনি এই যাগে (অস্মিন্ সবনে) বা মাধ্যন্দিন সবনে অভিমত ফল প্রদানের দ্বারা আমাদের হর্ষান্বিত করুন বা সোমপানের দ্বারা নিজে হর্ষান্বিত হোন (মাদয়স্ব) ॥ ৫ ॥ (উক্ত স্তুতির উপসংহার করা হচ্ছে)—উক্ত প্রকারে (এব) কামবর্ষক (বৃষণং), বজ্রবাহু অর্থাৎ বজ্রধারী বা বজ্রের ন্যায় কঠিন বাহুদ্বয়সম্পন্ন ইন্দ্রকে বসিষ্ঠগণ, অর্থাৎ তপস্যারূপ ধনবিশিষ্টগণ, অর্চনীয় স্তোত্রসমূহের দ্বারা (অর্কৈঃ) সুপূজিত করে থাকেন (অভ্যর্চন্তি)। সেই হেন ইন্দ্র (সঃ) স্তোত্রের দ্বারা পূজিত হয়ে (স্তুতঃ) আমাদের (নঃ) বহু পুত্র ইত্যাদিরূপ (বীরবৎ) ও বহু গো-রূপ ধন (গোমৎ) প্রদান করুন (ধাতু)। হে দেববৃন্দ! আপনারাও (যূয়ম্) ইন্দ্রকে অনুসরণ পূর্বক আমাদের (নঃ) মঙ্গলের সাথে (স্বস্তিভিঃ) সর্বদা রক্ষা করুন (সদা পাত) ॥ ৬ ॥ প্রাতঃ ও মাধ্যন্দিন সবনে অভিষবের দ্বারা গতসার তৃতীয় সবনে উপয়োক্ষ্যমাণ সোমের সাথে যুক্ত বা সোমাত্মক (ঋজীষী), বজ্রবান্ (বজ্রী), কামবর্ষণকারী (বৃষভঃ), শত্রুবর্গের অভিভবিতা, (তুরাষাট্), শত্রুশোষক বলশালী (শুষ্মী), দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতীয় বা সকলের প্রভু (রাজা), বৃত্রহন্তা (বৃত্রহা), যেথা যেথা সোমাভিষব হয় সেথা সেথা নিয়মিত সোমপানকারী (সোমপাবা)—এই হেন মহানুভাব ইন্দ্র তাঁর রথ অশ্বদ্বয়ের দ্বারা যোজিত করে (হরিভ্যাং যুক্ত্বা) আমাদের অভিমুখী হয়ে আগমন করুন (অর্বাঙ্ উপ যাসৎ) এবং এই মাধ্যন্দিন সবনে আমাদের দত্ত সোমের দ্বারা হর্ষিত হোন (মৎসৎ) ॥ ৭ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের অনুরূপ ॥ (২০কা. ১অ. ১২সূ.) ॥

◆

: ত্রয়োদশ সূক্ত :

[ঋষি : বামদেব, গোতম, কুৎস ও বিশ্বামিত্র। দেবতা : ইন্দ্রাবৃহস্পতি, মরুৎ ও অগ্নি। ছন্দ : জগতী ও ত্রিষ্টুপ্।]

ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতেঽস্মিন্ যজ্ঞে মন্দসানা বৃষণ্বসূ।
আ বাং বিশন্ত্বিন্দবঃ স্বাভুবোঽস্মে রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছতম্ ॥ ১॥
আ বো বহন্তু সপ্তয়ো রঘুষ্যদো রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ।
সীদতা বর্হিরুরু বঃ সদস্কৃতং মাদয়ধ্বং মরুতো মধ্বো অন্ধসঃ ॥ ২॥

ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৩॥
ঐভিরগ্নে সরথং যাহ্যর্বাঙ্ নানারথং বা বিভবো হ্যশ্বাঃ।
পত্নীবতস্ত্রিংশতং ত্রীংশ্চ দেবাননুস্বধমা বহ মাদয়স্ব ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে বৃহস্পতি ('বৃহতো' অর্থাৎ বেদরাশির পতি বা স্বামী)! আপনি ও ইন্দ্রদেব সোম পান করুন (ইন্দ্রঃ বৃহস্পতে চ সোমম্ পিবতম্)। (আপনারা কিরকম? না—) এই যজ্ঞে হৃষ্ট হয়ে ধনবর্ষণকারী (অস্মিন্ যজ্ঞে মন্দসানা বৃষণ্বসূ), অর্থাৎ যজমানদের যজ্ঞকর্মে তুষ্ট হয়ে তাঁদের ধন বিতরণকারী; আপনারা সর্বতোস্থায়ী (বাং স্বাভুবঃ) অর্থাৎ সর্বশরীরে ব্যাপনসমর্থ; সেই হেতু এই সোমসমূহ আপনাদের শরীরে প্রবেশ করুক (ইন্দবঃ আ বিশন্তু)। আপনারা আমাদের সর্বপুত্র ইত্যাদি যুক্ত ধন প্রদান করুন (অস্মে রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছতম্) ॥ ১॥ হে মরুৎ-গণ! দ্রুত ও স্বচ্ছন্দগামী অশ্বগণ (রঘুষ্যদো সপ্তয়ো) আপনাদের (বো) যজ্ঞগৃহে বহন করে আনয়ন করুক (আ বহন্তু) এবং আপনারাও শীঘ্রতাপূর্বক এই স্থানে প্রকর্ষের সাথে আগমন করুন (বাহুভিঃ রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত)। আপনাদের নিমিত্ত (বঃ) বিস্তীর্ণ (উরু) সদনে অর্থাৎ বেদিতে (সদঃ) কুশসমূহ আস্তীর্ণ রয়েছে (বর্হিঃ সীদত) অথবা সদনার্হ অর্থাৎ আসনযোগ্য করে কুশগুলি বিছিয়ে রাখা হয়েছে; তথায় আপনারা উপবিষ্ট হোন এবং মধুর (মধ্বঃ) সোমলক্ষণ অন্নের অংশ (অন্ধসঃ) বা সোম পান করে তৃপ্তি লাভ করুন (মাদয়ধ্বং) ॥ ২॥ জাতপ্রজ্ঞ বা জাতধন বা জাতমাত্রই সকলকে বিদিত (জাতবেদসে), পূজ্য (অর্হতে), অগ্নির উদ্দেশে ইদানীং ক্রিয়মাণ (ইমং) স্তোত্রসমূহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা (মনীষয়া) সম্যক্ নিষ্পাদন করছি (সং মহেম)। (তার দৃষ্টান্ত কি? না—) 'রথমিব' অর্থাৎ রথকার যেমন অক্ষ-ফলক ইত্যাদি, অর্থাৎ চক্রদণ্ড-পাটা ইত্যাদি, অবয়ব সংযোজনের দ্বারা রথের সংস্কার করে, তেমন। এই পূজ্য অগ্নি বিষয়ে (অস্য সংসদি) আমাদের প্রকৃষ্টা মতি (নঃ প্রমতিঃ) মঙ্গলময়ী হেতু (ভদ্রা হি), হে অগ্নি! আপনার সখ্যতায় (তব সখ্যে) আমরা অর্থাৎ স্তোতাগণ (বয়ং) হিংসিত বা বিনাশিত হবো না (মা রিষাম) ॥ ৩॥ হে অগ্নি! (এভিঃ অগ্নে) বক্ষ্যমাণ ত্রয়স্ত্রিংশৎ (তেত্রিশ) সংখ্যক দেবগণ সহ প্রতিনিয়ত এক রথে (সরথং) অথবা পৃথকভূত রথে (নানারথং) আরোহণ পূর্বক আমাদের অভিমুখে আগমন করুন (অর্বাঙ্ আ যাহি)। আপনার রথে নিযুক্ত অশ্বগুলি অতিভার বহনে সমর্থ (বিভবো হি)। অতএব আপন আপন ত্রয়স্ত্রিংশৎ পত্নীগণ সমভিব্যাহারে দিব্যলোকস্থ দেববৃন্দকে (পত্নীবতঃ ত্রিংশতম্ চ ত্রীন্ দেবান্) স্বধা অনুলক্ষ্য করে (অনুস্বধম্) অর্থাৎ যেখানে যেখানে সোমাহুতি দেওয়া হয়, সেই সেই স্থানে আনয়ন করে তাঁদের সোম প্রদান করে প্রসন্ন করুন (আ বহ মাদয়স্ব) ॥ ৪॥

বিনিয়োগ ও টীকা — জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি ক্রতুতে উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ ক্রমে ক্রমে পঠনীয়। এগুলি প্রস্থিতযাজ্যা। (বৈ. ৩।১২)। চতুর্থ মন্ত্রটি ('ঐভিরগ্নে' ইত্যাদি) আগ্নীধ্র কর্তৃক পাত্নীবত গ্রহে যজনীয়। (বৈ. ৩।১৩) ॥ (২০কা. ১অ. ১৩সূ.) ॥

দ্বিতীয় অনুবাক

: প্রথম সূক্ত :

[ঋষি : সৌভরি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিৎ ভরন্তোঽবস্যবঃ।
বাজে চিত্রং হবামহে ॥ ১॥
উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিদ্ধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২॥
যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমু ব স্তুষে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৩॥
হর্যশ্বং সৎপতিং চর্যণীসহং স হি ষ্মা যো অমন্দত।
আ তু নঃ স বয়তি গব্যমশ্ব্যং স্তোতৃভ্যো মঘবা শতম্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে সর্বদা গমনে নবীন (অপূর্ব) ইন্দ্র! পূজনীয় (চিত্রং) আপনি, আপনি পোষণকর্তা অথবা হবিঃ ইত্যাদির দ্বারা আপনাকে পুষ্ট করে (ত্বাম ভরন্তঃ) রক্ষার কামনাশালী আমরা অন্নের নিমিত্তভূত হয়ে অথবা সংগ্রাম জয়ের নিমিত্ত (বাজে) আপনাকে আহূত করছি (বয়ম্ হবামহে)। আপনি আমাদের প্রতি আগত হোন, আমাদের প্রতিপক্ষের প্রতি নয় (উম্)। (তার দৃষ্টান্ত কি? না—) 'স্থূরং ন কচ্চিৎ ভরন্তঃ অবস্যবঃ' অর্থাৎ লোকে যেমন কদাচিৎ গুণাঢ্য রাজা ইত্যাদিকে অভিমত প্রদানের দ্বারা পোষণ পূর্বক আপন জয়ের নিমিত্ত আহ্বান করে, সেই রকম ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! যুদ্ধ ইত্যাদি কর্মে প্রস্তুত হয়ে (কর্মন্) রক্ষার নিমিত্ত আপনার নিকট আমরা গমন করছি (ত্বা উতয়ে উপ) বা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। যে ইন্দ্র নিত্যযুবা (যুবা), উদ্‌গূর্ণবল (উগ্রঃ), শত্রুবর্গের ধর্ষক (ধৃষৎ)—সেই ইন্দ্র আমাদের সহায়তার্থে আগত হোন (স নঃ চক্রাম)। হে ইন্দ্র! সম্যক্ পূজনীয় (সানসিং), রক্ষক (অবিতারং) আপনাকেই (তামিদ্ধি) সখারূপে বরণ করে অর্থাৎ আপনারই মিত্রভূত হয়ে আমরা আপনাকেই সম্ভজনা বা কামনা করছি (ববৃমহে) ॥ ২॥ হে মিত্রভূত (সখায়ঃ) যজমানবৃন্দ! আপনাদের রক্ষার্থে (বঃ উতয়ে) সেই ইন্দ্রের স্তব করছি (তং ইন্দ্রং স্তবে); যে ইন্দ্র পূর্বেই (পুরা) আমাদের (নঃ) অতি-প্রশংসনীয় বা শ্রেষ্ঠ হিরণ্য ইত্যাদি ধনসামগ্রী (প্র বস্যঃ) ও গো-ইত্যাদি নির্দিষ্ট প্রাণীগণকে (ইদমিদং) প্রাপ্ত করিয়েছেন (আনিনায়)। আমরা সেই অভীষ্ট-প্রদাতা ইন্দ্রের স্তুতি করছি (তম্ উম্ বঃ স্তুষে) ॥ ৩॥ হরিনামক অশ্বযুগল-সম্পন্ন (হর্যশ্বং), শ্রেষ্ঠ কর্মকারীগণের পালক (সৎপতিং), মনুষ্যবর্গের অভিভবিতা বা নিয়ন্তা (চর্যণীসহং) ইন্দ্রের স্তুতি করছি। যে ইন্দ্র স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন হয়ে থাকেন (যে অমন্দত) তিনি নিশ্চয় স্তুতির যোগ্য (স হি স্ম); (অতএব উক্ত গুণবিশিষ্ট সেই ইন্দ্রের স্তুতি করছি—এটাই বক্তব্য)। অথবা—যে জন ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত ধনে প্রসন্ন হয়ে ছিল, সেই জন ইন্দ্রকে স্তুতি করতে অভিলাষী হয়ে থাকে। সেই ধনবান ইন্দ্র (মঘবা) আমারা হেন স্তোতৃবর্গকে (স্তোতৃভ্যো নঃ) শতসংখ্যক গো ও শতসংখ্যক অশ্ব

প্রাপ্ত করিয়ে দিন (শতম্ গব্যম্ অশ্ব্যম্ আ বয়তি ॥ ৪ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্ত এবং পরবর্তী তিনটি সূক্ত, অর্থাৎ এই অনুবাকের মোট চারটি সূক্তই উক্থ্যে, ক্রতুতে, ব্রাহ্মণাচ্ছংসীতে ও শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। চতুর্থ সূক্তের শেষে শস্ত্রযাজ্যা। এগুলি বৈতানে (৪।১) সূত্রিত আছে ॥ (২০কা. ২অ. ১সূ.) ॥

◆

: দ্বিতীয় সূক্ত :

[ঋষি : গোতম। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে সত্যশুষ্মায় তবসে মতিং ভরে।
অপামিব প্রবণে যস্য দুর্ধরং রাধে বিশ্বায়ু শবসে অপাবৃতম্ ॥ ১ ॥
অধ তে বিশ্বমনু হাসদিষ্টয় আপো নিম্নেব সবনা হবিষ্মতঃ।
যৎ পর্বতে ন সমশীত হর্যত ইন্দ্রস্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥
অস্মৈ ভীমায় নমসা সমধ্বর উষো ন শুভ্র আ ভরা পনীয়সে।
যস্য ধাম শ্রবসে নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি হরিতো নায়সে ॥ ৩ ॥
ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো।
নহি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎ ক্ষোণীরিব প্রতি নো হর্য তৎ যচঃ ॥ ৪ ॥
ভূরি ত ইন্দ্র বীর্যং তব স্মস্যস্য স্তোতুর্মঘবন্ কামমা পৃণ।
অনু তে দ্যৌর্বৃহতী বীর্যং মম ইয়ং চ তে পৃথিবী নেম ওজসে ॥ ৫ ॥
ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং মহামুরুং বজ্রেণ বজ্রিন্ পর্বশশ্চকর্তিথ।
অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ সত্রা বিশ্বং দধিষে কেবলং সহঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ — অতিশয় অর্চনীয় বা দাতৃতম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দাতা (মংহিষ্ঠায়), মহৎ গুণে প্রবৃদ্ধ (বৃহতে), প্রভূত ধনশালী (বৃহৎ-রয়ে), যথার্থ সামর্থ্যশালী (সত্যশুষ্মায়), অতিশয়িত বলসম্পন্ন (তবসে) ইন্দ্রের উদ্দেশে অথবা বললাভের নিমিত্ত উক্ত গুণসম্পন্ন ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র সম্পাদন করছি অর্থাৎ স্তুতি করছি (মতিং প্র ভরে)। সেই ইন্দ্র সকল মনুষ্যগণের পোষণসমর্থ ধন (বিশ্বায়ু রাধঃ) অবনত প্রদেশে বেগে প্রবাহিত জলের মতো (অপামিব প্রবণে) প্রয়োজনে (শবসে) অপগতাবরণ করেছেন, অর্থাৎ উন্মোচন করেছেন (অপাবৃতম্)। (সেই ইন্দ্রকে আমরা স্তুতি করছি— এটাই বক্তব্য) ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র (অধ)! জল যেমন নিম্ন স্থানের অনুকূলে অনুক্রমে প্রবাহিত হয় (আপো নিম্নেব), সেই রকম তোমার এষণায় বা যাগের নিমিত্ত (তে ইষ্টয়ে) সর্ব জগৎ অনুকূল হোক (বিশ্বম্ অনু হ অসৎ)। (অথবা পরবর্তী দৃষ্টান্ত)—জলের নিম্নগামিতার মতো যজমানের সবনত্রয় (সবনা) অর্থাৎ প্রাতঃ-মাধ্যন্দিন-সায়ংকালীন যজ্ঞাঙ্গ স্নান বা সোমাভিষব আপনার অনুগমন করছে (আপো...হবিষ্মতঃ)। যেহেতু (যৎ) কমনীয় (হর্যত), শত্রুগণের প্রতি হিংসক (শ্নথিতা),

হিরণ্যভূষিত (হিরণ্যয়ং) ইন্দ্রের বজ্র পর্বতেও বাধা পায় না, কিন্তু পর্বতকেও বিদারিত করে (পর্বতে ন সমশীত)। (অতএব সর্ব জগৎ তাঁর অনুকূল হবে—এটাই বক্তব্য) ॥ ২॥ হে শুভ্র দীপ্তিময়ী উষা দেবতা! শত্রুগণের ভয়ঙ্কর (ভীমায়), অতিশয় স্তোতব্য (পনীয়সে) ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগ করুন (আ ভর), এবং অন্ন (নমঃ) ও উক্তলক্ষণ ইন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে আমাদের প্রাপ্ত করিয়ে দিন অর্থাৎ এই স্থানে আনয়ন করুন। (ঊষা উদিত হলে ইন্দ্রের আগমন হওয়ার কারণে ইন্দ্রের আহরণ কথিত হয়েছে। অথবা অন্নের সমৃদ্ধিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগপ্রবৃত্তি হয়, এই জন্য এমন বলা হয়েছে)। যে ইন্দ্রের ধাম (যস্য ধাম), সকলের ধারক বা পোষক ইন্দ্রহিত বা ইন্দ্রদত্ত জলসমূহ (নাম) অন্নের সমৃদ্ধির নিমিত্ত হয় (শ্রবসে), এবং যে ইন্দ্রের দ্বারা সকল প্রাণীর গমন ইত্যাদি ব্যবহারের নিমিত্ত (হরিতঃ ন অয়সে) জ্যোতির প্রকাশ করা হয় (জ্যোতিঃ অকারি)। (সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগ করুন—এটাই বক্তব্য) ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র! এইগুলি আপনার (ত ইমে), আমরাও আপনার স্বভূত অর্থাৎ আপন জন (বয়ম্ তে)। হে বহুপ্রকারে স্তুত (পুরুষ্টুত) ইন্দ্র! আমরা হেন যারা আছি (যে বয়ং), হে প্রভূত ধনশালী (প্রভূবসো) ইন্দ্র! তারা আপনার আশ্রিত হয়ে অর্থাৎ শরণ লাভ করে বিচরণ করছি (ত্বাং আরভ্য চরামসি)। হে ভজনীয় ইন্দ্র (গির্বণঃ) আপনি ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও দেবতা (ত্বৎ অন্য) আমাদের বচন সহ্য করেন না (গিরঃ নহি সঘৎ), অর্থাৎ আপনিই আমাদের স্তুতি বচন সহ্য করেন; (তার দৃষ্টান্ত)—'ক্ষোণীরিব' অর্থাৎ প্রজাগণ যেমন যেমন রাজাকে বিজ্ঞাপিত করেন, তা সবই রাজা সহ্য করেন, তেমন। অতএব আপনি আমাদের সেইরূপ বচন অর্থাৎ স্তুতিবচনের (নঃ তৎ বচঃ) প্রতিকামনা করুন (প্রতি হর্য) ॥ ৪॥ হে ইন্দ্র! আপনার বীরকর্ম বৃত্রবধ ইত্যাদি লক্ষণসমন্বিত বহু রকমের (বীর্যং ভূরি ত); অতএব আমরা আপনার বশ্য বা উপাসক হয়েছি (স্মসি)। হে ধনবান্ (মঘবন্) ইন্দ্র! এই আমি হেন আপনার স্তবকারী (অস্য স্তোতুঃ) যজমানের কামনা প্রীণিত বা আপূরিত করুন (কামং আ পৃণ)। আপনার বীর্য মহতী দ্যুলোক অনুক্রমে বিভক্ত বা ব্যাপ্ত করেছে (তে বীর্যং বৃহতী দ্যৌঃ অনু মমে)। কেবল দ্যুলোকে নয়, এই পৃথিবীও (ইয়ং পৃথিবী চ) আপনার বলের নিমিত্তে (তে ওজসে) নম্র হয়েছে (নেমে)। (ইন্দ্রের দ্বারা সৃষ্ট বৃষ্টির জলে দ্যুলোক পরিচ্ছন্ন, অন্য কোন পরিচ্ছেত্তা নেই। তেমনই ইন্দ্রের ওজঃসম্ভূতের দ্বারা পৃথিবীও গিরি-তরু-গুল্ম-প্রাণী ইত্যাদি ধারণে নত—এটাই বক্তব্য) ॥ ৫॥ হে বজ্রবান্ (বজ্রিন্) ইন্দ্র! আপনি আপনার বজ্ররূপ আয়ুধের দ্বারা (বজ্রেণ) মহত্ত্বযুক্ত অতি বিরাট পর্বতের (ঊরুম্ পর্বতং) পক্ষ ইত্যাদি ক্রমে (পর্বশঃ) ছেদন করেছেন (চকর্তিথ)—অথবা বৃষ্টির অভিমানী মেঘসমূহকে (পর্বতং) বজ্রের দ্বারা (বজ্রেণ) বিদারিত করেছেন (পর্বশঃ)। অনন্তর সেই মেঘের দ্বারা নিরন্তর আবৃত জল (নিবৃতাঃ অপ) নদী ইত্যাদির দ্বারা প্রবাহিত করণের নিমিত্ত (সর্তবৈ) নিম্নাভিমুখে বিসৃষ্টবান্ অর্থাৎ নিক্ষেপকারী হয়েছেন (অব অসৃজঃ)। এইরকম অসাধারণ (কেবলং) সকল বল (বিশ্বং) আপনি ধারণ করেছেন (ত্বং দধিষে); এটি সত্য, মিথ্যা নয় (এতৎ সত্রা) ॥ ৬॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ উক্‌থ্যে, ক্রতুতে ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসীশস্ত্রে উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ২অ. ২সূ.) ॥

: তৃতীয় সূক্ত :

[ঋষি : অয়াস্য। দেবতা : বৃহস্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

উদপ্রুতো ন বয়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়স্যেব ঘোষাঃ।
গিরিভ্রজো নোর্ময়ো মদন্তো বৃহস্পতিমভ্যর্কা অনাবন্ ॥ ১ ॥
সং গোভিরাঙ্গিরসো নক্ষমাণো ভগ ইবেদর্যমণং নিনায়।
জনে মিত্রো ন দম্পতী অনক্তি বৃহস্পতে বাজয়াশূঁরিবাজৌ ॥ ২ ॥
সাধ্বর্যা অতিথিনীরিষিরা স্পার্হাঃ সুবর্ণা অনবদ্যরূপাঃ।
বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্যা নির্গা ঊপে যবমিব স্থিবিভ্যঃ ॥ ৩ ॥
আপ্রুষায়ন্ মধুন ঋতস্য যোনিমবক্ষিপন্নর্ক উল্কামিব দ্যোঃ।
বৃহস্পতিরুদ্ধরন্নশ্মনো গা ভূম্যা উদ্নেব বি ত্বচং বিভেদ ॥ ৪ ॥
অপ জ্যোতিষা তমো অন্তরিক্ষাদুদঃ শীপালমিব বাত আজৎ।
বৃহস্পতিরনুমৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ ॥ ৫ ॥
যদা বলস্য পীয়তো জসুং ভেদ্ বৃহস্পতিরগ্নিতপোভিরর্কৈঃ।
দদ্ভির্ন জিহ্বা পরিবিষ্টমাদদাবির্নিধীঁরকৃণোদুস্রিয়াণাম্ ॥ ৬ ॥
বৃহস্পতিরমত হি ত্যদাসাং নাম স্বরীণাং সদনে গুহা যৎ।
আণ্ডেব ভিত্বা শকুনস্য গর্ভমুদুস্রিয়াঃ পর্বতস্য ত্মনাজৎ ॥ ৭ ॥
অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্যপশ্যন্মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্তম্।
নিষ্টজ্জভার চমসং ন বৃক্ষাৎ বৃহস্পতির্বিরবেণা বিকৃত্য ॥ ৮ ॥
সোষামবিন্দৎ স স্বঃ সো অগ্নিং সো অর্কেণ বি ববাধে তমাংসি।
বৃহস্পতির্গোবপুষো বলস্য নির্মজ্জানং পর্বণো জভার ॥ ৯ ॥
হিমেব পর্ণা মুষিতা বনানি বৃহস্পতিনাকৃপয়দ্ বলো গাঃ।
অনানুকৃত্যমপুনশ্চকার যাৎ সূর্যমাসা মিথ উচ্চরাতঃ ॥ ১০ ॥
অভি শ্যাবং ন কৃশনেভিরশ্বং নক্ষত্রেভিঃ পিতরো দ্যামপিংশন্।
রাত্র্যাং তমো অদধুর্জ্যোতিরহন্ বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্ গাঃ ॥ ১১ ॥
ইদমকর্ম নমো অভ্রিয়ায় যঃ পূর্বীরন্বানোনবীতি।
বৃহস্পতিঃ স হি গোভিঃ সো অশ্বৈঃ স বীরেভিঃ স নৃভির্নো বয়ো ধাৎ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ — জলে গমনপূর্বক বিচরণশীল (উদপ্রুতঃ), ব্যাধি ইত্যাদি হতে নিজেদের রক্ষাকারী (রক্ষমাণাঃ) পক্ষীগণ যেমন উচ্চরব ধ্বনিত করে (বয়ো ন বাবদতঃ), মেঘের নিকট হতে অধোমুখে পতনকালে শস্য ইত্যাদির তৃপ্তিপ্রদ জলরাশি (গিরিভ্রজঃ মদন্তঃ ঊর্ময়ো ন) যেমন মেঘের ন্যায় গর্জন করে (অভ্রিয়স্য ইব ঘোষাঃ), সেইরকম অর্চনসাধন মন্ত্রাবলী অথবা অর্চনাকারী স্তোতৃগণ (অর্কাঃ) বৃহতীর অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যের পতির (বৃহস্পতিম্) অভিস্তবন করছে (অভি অনাবন্) ॥ ১ ॥ মহর্ষি

আঙ্গিরস অর্থাৎ আঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন মহর্ষি যেমন ভগদেবের ন্যায় গো-ঘৃত ইত্যাদির সাথে অথবা স্তুতিবাক্যের সাথে বিবাহকালে বরবধূকে বিবাহহোমাভিমানী অর্যমা দেবতার শরণ প্রাপ্ত করিয়ে থাকেন, তেমনই এই দম্পতিকে অর্যমা দেবতার শরণ লাভ করিয়ে দিন। যেমন মিত্র অর্থাৎ সূর্যদেব প্রকাশের নিমিত্ত আপন রশ্মিসমূহকে একত্রিত করেন, তেমনই এই পতি-পত্নীকে একভাবে যুক্ত করুন। হে বৃহস্পতি দেব! যুদ্ধে উদ্যত বীর যেমন অশ্বগুলিকে (রথে) যোজিত করে, সেইরকম আপনিও এই বধূ ও বরকে সংযোজিত করুন (বাজয়) ॥ ২॥ সেই গাভীগণ সুন্দর গমনশীলা (সাধ্বর্যা), দুগ্ধ ইত্যাদি দানে অতিথিগণের তৃপ্তিসম্পাদিকা বা অতনশীলা, স্পৃহনীয়া (স্পার্হা), সুন্দর বর্ণোপেতা, অনিন্দিতরূপা—এইরকম লক্ষণা গাভীগণকে বৃহস্পতিদেব বলসম্বন্ধী অসুরগণের দ্বারা অবরুদ্ধ পর্বত হতে উদ্ধার পূর্বক স্তোতৃগণকে প্রদান করছেন। (তার দৃষ্টান্ত) 'যবমিব স্থিবিব্য' অর্থাৎ যবকাণ্ড হতে যব নিষ্কাশিত পূর্বক যেমন বপন করা হয়, তেমন; অথবা ব্রীহ্যাধার বা গোলা হতে যব বা শস্য নিষ্কাশনের মতো ॥ ৩॥ যেমন 'আদিত্য (অর্কঃ) দ্যুলোক হতে অধোদিকে উল্কাকে ক্ষেপণ করেন, তেমনভাবেই বৃহস্পতিদেবতা জলের দ্বারা সর্বতো ভূমি সিঞ্চনের নিমিত্ত (মধুনা আপ্রুষায়ন্) জলের কারণভূত মেঘকে দ্যুলোক হতে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করছেন (অবক্ষিপন্)। অধিকন্তু, সেই বৃহস্পতি দেবতা মেঘের নিকট হতে (অশ্মনঃ) জলরাশি (গাঃ) উদ্ধার পূর্বক ভূমির ত্বক বা উপরিভাগ (ত্বচম্) সিঞ্চিত বা ভিন্ন করছেন। অথবা—পণি নামক অসুরগণের দ্বারা আচ্ছাদিত পর্বত হতে তাদের দ্বারা অপহৃত গাভীগুলিকে উদ্ধার করে সেই গাভীগুলির খুরাগ্রে ভূমির ত্বক বা উপরিভাগ বিদীর্ণ করাচ্ছেন, অর্থাৎ সর্বত্র গাভীগুলিকে বিচরণ করাচ্ছেন ॥ ৪॥ বৃহস্পতি দেবতা আপন দীপ্তি প্রকাশের দ্বারা (জ্যোতিষা) অন্তরিক্ষরূপ গিরিকুহর হতে (অন্তরিক্ষাৎ) অন্ধকার অপসারিত করছেন; (তার দৃষ্টান্ত)—'বাত' উদ্নঃ শীপালমিব' অর্থাৎ বায়ু যেমন জল হতে শৈবালগুলিকে অপগমিত করে, সেই রকম। অধিকন্তু, বৃহস্পতি দেবতা বলনামক অসুরের দ্বারা অপহৃত গাভীগুলির অবস্থানপ্রদেশ জ্ঞাত হয়ে সেই স্থান হতে সেই গাভীগুলিকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করছেন। (তার দৃষ্টান্ত)—'বাতঃ অভ্রমিব' অর্থাৎ বায়ু যেমন মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করে সর্বতঃ প্রসারিত করে থাকে, সেই রকম ॥ ৫॥ যখন বল নামধারী হিংসাকর্মকারী (পীয়স) অসুরের হিংসাসাধন আয়ুধকে (জসুং) বৃহস্পতি দেবতা অগ্নিসম তাপদায়ক (অগ্নিতপোভিঃ) আপন দীপ্ত রশ্মি বা মন্ত্রের দ্বারা (অর্কৈঃ) ভেদ করেন, তখন জিহ্বা যেমন মন্টক ইত্যাদি লক্ষণ অন্ন দন্তের দ্বারা চর্বণ পূর্বক ভক্ষণ করে, সেইরকমে তিনি বলনামক অসুরকে ভক্ষণ করেছেন (আদৎ)। এবং তারপর তাঁর অপহৃত গাভীগুলিকে (উস্রিয়াণাং) আবিষ্কার করেছেন (নিধীন) অর্থাৎ স্পষ্ট করেছেন (অকৃণোৎ) ॥ ৬॥ বৃহস্পতি দেবতা যখন পর্বত গুহায় বা সদনে লুক্কায়িত ভাবে রক্ষিত শব্দায়মান গাভীগুলির (স্বরীণাম আসাং) নাম জ্ঞাত হয়েছিলেন, তখন সেই দুগ্ধক্ষরণশালিনী গাভীগণ নিজেরাই (ত্মনা) অর্থাৎ অপরের সহায়নিরপেক্ষ হয়ে পর্বত ভেদ করে উদ্‌গমন করেছিল (উৎ আজৎ), অর্থাৎ বাহির হয়েছিল। (তার দৃষ্টান্ত)—'আণ্ডের ভিত্বা শকুনস্য গর্ভম্' অর্থাৎ ময়ূর ইত্যাদি পক্ষীসকল যেমন অণ্ড ভেদ করে তার গর্ভ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসে, সেইরকম ॥ ৭॥ বৃহস্পতি দেবতা পর্বতের দ্বারা (অশ্না) আবৃত (অপিনদ্ধং) মধুর ন্যায় ভোগযোগ্য গাভীগণকে আবরণভূত পর্বত অপসারণ পূর্বক দর্শন প্রাপ্ত হয়েছিলেন (পরি অপশ্যৎ)। (তার দৃষ্টান্ত)—'দীনে উদনি ক্ষিয়ন্তং মৎস্যং ন' অর্থাৎ অল্প জলাশয়ে নিবাসকারী মৎস্যকে যেমন দেখা যায়, তেমন। চমস নামক যজ্ঞীয় সোমপাত্র যেমন তার উপাদানভূত মধু নিষ্কাশন পূর্বক হরণ বা ভক্ষণ করে সেই রকমে বৃহস্পতি

দেবতা বিরবের দ্বারা অর্থাৎ বিকৃত হুম্ভালক্ষণ রবের দ্বারা গোরূপধারী বল নামক অসুরকে জ্ঞাত হয়ে তাকে ছিন্ন করে পর্বত-গহ্বর হতে গাভীগুলিকে উদ্ধার করেছিলেন (নির্জভার) ॥ ৮॥ সেই হেন পূর্বোক্ত বৃহস্পতি দেবতা (স) পর্বতকুহরের অন্ধকারে গোপনে রক্ষিত গাভীগুলিকে দর্শনের উদ্দেশে উষাকে লাভ করেছিলেন (উষাং অবিন্দৎ), আদিত্যকে (স্বঃ) প্রকাশের উদ্দেশে লাভ করেছিলেন, এবং অগ্নিকে লাভ করেছিলেন। তারপর সূর্যের তেজঃপ্রভাবে অন্ধকার বিদূরিত করে বিশেষভাবে বাধিত হয়েছিলেন (বি ববাধে)। তারপর বৃষভরূপধারী (গোবপুষঃ) বলাসুরকে হনন পূর্বক গাভীগুলিকে নিষ্কাশিত করে আহরণ করেছিলেন (নিঃ জভার) ॥ ৯॥ হিম যেমন (বৃক্ষের) পত্রগুলি নিঃসার করে অপহরণ করে (মুষিতা), সেইভাবে বৃহস্পতি দেবতা গো-লক্ষণ ধনরাশি (বনানি) অপহরণ পূর্বক আনয়ন করেছিলেন, এবং বল-নামক অসুরও অপহৃত গাভীগুলিকে প্রত্যর্পণ করেছিল (অকৃপয়ৎ)। অধিকন্তু, বৃহস্পতি দেবতা যে কর্ম করেছিলেন, সেই কর্ম অন্যের অননুকরণীয় (অননুকৃত্যং) অর্থাৎ অন্য কেউই এই কর্ম সম্পাদনে সমর্থ নয়; পুনরায় কাউকে কখনও যে কর্ম সাধন করতে হবে না, অর্থাৎ যে কর্ম অন্যের পুনঃ কর্তব্যরহিত। (কি সেই কর্ম, তা বলা হচ্ছে)—সূর্য ও চন্দ্র (সূর্যমাসা) যে পরস্পর (মিথঃ) অর্থাৎ অনুক্রমে দিবায় ও রাত্রে ঊর্ধ্বে বিচরণ করছে (উৎ চরাতঃ)—এটাই বৃহস্পতির সেই কর্ম) ॥ ১০॥ তখন পালক দেবগণ অর্থাৎ ইন্দ্র ইত্যাদি সকল রক্ষক দেববৃন্দ (পিতরঃ) লোকে যেমন কপিশবর্ণ অর্থাৎ নীলপীতবর্ণ অশ্বকে (শ্যাবং ন অশ্বম্) সুবর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে (কৃশনেভিঃ—কৃশনৈঃ পিংশন্তি), সেইভাবে গ্রহ-তারকা ইত্যাদির দ্বারা (নক্ষত্রেভিঃ) দ্যুলোককে অলঙ্কৃত করেছিলেন (দ্যাম্ অপিংশন); এইরূপে তাঁরা রাত্রিকালে অন্ধকার (রাত্র্যাম্ তমঃ) এবং দিবাভাগে (অহন্) জ্যোতিঃ অর্থাৎ সকলের দীপক আদিত্য নামক তেজঃ স্থাপিত করেছিলেন (অদধুঃ)। (কখন? না—) যখন বৃহস্পতি দেবতা গাভীগুলির আচ্ছাদক পর্বত বিদারিত করে (অদ্রিম্ ভিনৎ) গাভীগুলিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন (গাঃ বিদৎ) ॥ ১১॥ মেঘকে বিদীর্ণ করে জল নিষ্কাশনকারী বৃহস্পতি দেবতার উদ্দেশে এই নমস্কার করছি বা নমস্কারোপলক্ষিত অন্নসাধন করছি বা স্তুতি করছি। বৃহস্পতি দেবতা (যো) বহু ঋকের অনুক্রমে (পূর্বীঃ অনু) স্তুতি করেছেন—এ কথা বলা হয় (আনোনবীতি)। তিনিই নিশ্চয় (সঃ হি) আমাদের বহু গাভীর সাথে অন্ন প্রদান করুন (বয়ঃ অধাৎ)। এইভাবে বৃহস্পতি দেবতা বহু অশ্বের সাথে অন্ন প্রদান করুন। সেই বৃহস্পতি দেবতা বহু পুত্রের (বীরোভিঃ) সাথে অন্ন প্রদান করুন। এবং সেই বৃহস্পতি দেবতা বহু ভৃত্য ইত্যাদির সাথে (নৃভিঃ) আমাদের (নঃ) অন্ন প্রদান করুন ॥ ১২॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের উক্থ্যে, ক্রতুতে ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্রে অর্থাৎ পূর্ববর্তী সূক্তের মতো বিনিয়োগ উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ২অ. ৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্থ সূক্ত :

[ঋষি : কৃষ্ণ, বসিষ্ঠ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতীরনূষত।
পরি ষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে ॥ ১॥

ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেতি মনস্ত্বে ইৎ কামং পুরুহূত শিশ্রয়।
রাজেব দস্ম নি যদোঽবি বর্হিষ্যস্মিন্‌ৎসু সোমেঽবপানমস্তু তে ॥ ২॥
বিষুবৃদিন্দ্রো অমতেরুত ক্ষুধঃ স ইদ্রায়ো মঘবা বস্ব ঈশতে।
তস্যেদিমে প্রবণে সপ্ত সিন্ধবো বয়ো বর্ধন্তি বৃষভস্য শুষ্মিণঃ ॥ ৩॥
বয়ো ন বৃক্ষং সুপলাশমাসদন্‌ৎসোমাস ইন্দ্রং মন্দিনশ্চমূষদঃ।
প্রৈষামনীকং শবসা দবিদ্যুতৎ বিদৎ স্ব র্মনবে জ্যোতিরার্যম্ ॥ ৪॥
কৃতং ন শ্বঘ্নী বি চিনোতি দেবনে সংবর্গং যন্মঘবা সূর্যং জয়ৎ।
ন তত্তে অন্যো অনু বীর্যং শকন্ন পুরাণো মঘবন্ নোত নূতনঃ ॥ ৫॥
বিশংবিশং মঘবা পর্বশায়ত জনানাং ধেনা অবচাকশদ্ বৃষা।
যস্যাহ শক্রঃ সবনেষু রণ্যতি স তীব্রৈঃ সোমৈঃ সহতে পৃতন্যতঃ ॥ ৬॥
অপো ন সিন্ধুমভি যৎ সমক্ষরন্‌ৎসোমাস ইন্দ্রং কুল্যা ইব হ্রদম্।
বর্ধন্তি বিপ্রা মহো অস্য সাদনে যবং ন বৃষ্টির্দিব্যেন দানুনা ॥ ৭॥
বৃষা ন ক্রুদ্ধঃ পতয়দ্ রজঃস্বা যো অর্যপত্নীরকৃণোদিমা অপঃ।
স সুন্বতে মঘবা জীরদানবেঽবিন্দজ্জ্যোতির্মনবে হবিষ্মতে ॥ ৮॥
উজ্জায়তাং পরশুর্জ্যোতিষা সহ ভূয়া ঋতস্য সুদুঘা পুরাণবৎ।
বি রোচতামরুষো ভানুনা শুচিঃ স্বর্ণ শুক্রং শুশুচীত সৎপতিঃ ॥ ৯॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহুত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১॥
বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ — ইন্দ্রদেবকে অভিমুখী করে (অচ্ছ) স্বর্গ বা সুখপ্রাপক (স্বর্বিদঃ), পরস্পর সঙ্গত (সধ্রীচীঃ), ব্যাপ্ত (বিশ্বাঃ), ইন্দ্রের প্রতি কাময়মান (উশতীঃ) আমার স্তোত্রগুলি স্তুতি করছে (মে মতয়ঃ অনুষত)। 'জনয়ঃ' অর্থাৎ অপত্য উৎপাদনকারিণী যোষিৎ-বর্গ যেমন পতিকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে (পরি ষ্বজন্তে), অধিকন্তু দূরদেশ হতে আগত পিতা ইত্যাদিকে পুত্র প্রমুখ বন্ধুজনবর্গ (শুন্ধ্যুং) নিজেদের রক্ষার নিমিত্ত আলিঙ্গন করে (ঊতয়ে পরিষ্বজন্তে), সেইরকম আমার স্তুতিসমূহ রক্ষার নিমিত্ত ধনবন্ত ইন্দ্রকে (মঘবানম্) আলিঙ্গন করছে ॥ ১॥ হে বহুজনের দ্বারা বা বহুভাবে আহূত ইন্দ্রদেব (পুরুহূত)! আপনার অভিমুখে গমনশীল আমার মন (মে মনঃ) কখনও অপসরণ করে না (ন ঘ অপ বেতি); বরং আপনারই আশ্রয় কামনা করে (শিশ্রয় কামং)। হে শত্রুগণের বিনাশক বা দর্শনীয় ইন্দ্রদেব (দস্ম)! রাজা যেমন (রাজেব) সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, আপনি তেমন এই আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করুন (অধি বর্হিষি নি যদঃ)। (এখানে বসে কি লাভ? বলা হচ্ছে—) এই সোমযাগে বা অভিযুত সোমে আপনার অবনত পান সূচিত হোক (তে অবপানং অস্তু), অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোক হতে নিম্নে অবতরণ পূর্বক এই সোমযাগে আগমন করুন অর্থাৎ সোম পান করুন ॥ ২॥ ইন্দ্রদেব

আমাদের দারিদ্র্যের নিঃশেষক হোন (অমতেঃ) অর্থাৎ দারিদ্র্যের বিনাশক হোন এবং ক্ষুধা-বিতাড়ক হোন (বিষূবৃদ্ ভবতু)। সেই ধনবান্ ইন্দ্র দানার্হ ধনের স্বামী (বায়ঃ বস্বঃ ঈশতে)। অধিকন্তু, কামবর্ষণকারী, বলবান (বৃষভস্য শুষ্মিণঃ) সেই ইন্দ্রের (তস্যেৎ) প্রসিদ্ধ (ইমে) গঙ্গা ইত্যাদি স্যন্দনশীলা নদী অথবা লবণ-ইক্ষু ইত্যাদি সপ্ত সমুদ্র (সপ্ত সিন্ধবঃ) অবনত দেশে (প্রবণে) অন্নের বৃদ্ধি সাধিত করছে (বয়ঃ বর্ধন্তি) ॥ ৩॥ যেমন পক্ষীগুলি (বয়ঃ) শোভনপর্ণযুক্ত বৃক্ষে (সুপলাশং) উপবেশন করে, সেইরকম মদকর অর্থাৎ হর্ষদায়ক (মন্দিনঃ) চম্বোরধিষবণফলকসমূহে অবস্থিত (চমূষদঃ) সোমরাশি ইন্দ্রকে আশ্রয় করেছে (আসদন্)। এই সোমরাশি বা তাদের মুখসমূহ (এষাং অনীকং) দ্যোতিত হচ্ছে। অধিকন্তু সেই সোমরাশি আদিত্য নামে আখ্যাত (স্বঃ) অরণীয় অর্থাৎ অভিগমনীয় (আর্যম্) জ্যোতি মনুষ্যগণের প্রকাশের নিমিত্ত প্রদান করেছেন (বিদৎ) ॥ ৪॥ কিতব অর্থাৎ জুয়াড়ী (শ্বঘ্নী) যেমন দ্যূতে অর্থাৎ পাশার জুয়ায় (দেবনে) কৃতশব্দবাচ্য লাভহেতু পাশার গতি বা চাল (কৃতম্) অন্বেষণ করে (বি চিনোতি), সেইরকম আমাদের স্তুতিসমূহ ক্রীড়নে বা প্রমোদে নিমিত্তভূত হয়ে ইন্দ্রকে অন্বেষণ করছে; যে কারণে (যৎ) ধনবান্ ইন্দ্র (মঘবা) অন্ধকার-বিনাশক (সম্বর্গং) সূর্যদেবকে সকল জগতের প্রকাশের নিমিত্ত দিবিলোকে স্থাপন করেছিলেন (জয়ৎ)। হে ধনবান্ ইন্দ্র (মঘবন্)! আপনার উক্ত লক্ষণসম্পন্ন শক্তি (বীর্যম্) অপর কেউ অনুকরণ করতে সক্ষম নয় (ন অনু শকৎ); পূর্বকালেও (পুরাণঃ) কেউ সক্ষম হয়নি; অধিকন্তু আধুনিক কালেও কেউই (নূতনঃ) সক্ষম হবে না ॥ ৫॥ সকল উপাসকের বা যজমানের (বিশংবিশং) যজ্ঞে সমকালে আপন বিভূতির প্রভাব গমনকারী (পরি অশায়ত) কামবর্ষক (বৃষা) ধনবান্ (মঘবা) ইন্দ্র স্তোতৃগণের (জনানাং) প্রীতিপ্রদ স্তুতিসমূহ এককালে শ্রবণ করছেন (ধেনাঃ অবচাকশৎ)। এইরকম সমর্থবান্ ইন্দ্র (শক্রঃ) যাঁর অর্থাৎ যে যজমানের তিনটি সবনে সন্তোষ লাভ করেন, সেই যজমান অত্যন্ত মদকর সোমরস (তীব্রৈঃ সোমৈঃ) পানের দ্বারা সংগ্রামেচ্ছু শক্রগণকে পরাভূত করে (পৃতন্যতঃ সহতে) ॥ ৬॥ জলরাশি (আপঃ) অর্থাৎ নদী ইত্যাদি যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, কিংবা নালাসমূহ (কুল্যা) যেমন হ্রদের দিকে ধাবিত হয়, সেইরকম সোমগুলি যখন ইন্দ্রদেবের প্রতি সর্বতোভাবে ক্ষরিত হয় (অভি সমক্ষরণ), তখন মেধাবী স্তোতৃবর্গ (বিপ্রাঃ) যজ্ঞগৃহে (সাদনে) স্তুতির দ্বারা এঁর অর্থাৎ ইন্দ্রের (অস্য) মাহাত্ম্য বর্ধন করেন (মহঃ বর্ধন্তি)। (তার দৃষ্টান্ত কি? না—) 'যবং ন বৃষ্টিরিতি' অর্থাৎ যেমন মেঘ দিব্য জলের দ্বারা (দিব্যেন দানুনা) বা বৃষ্টি আপন দানের দ্বারা (দিব্যেন) যবের বর্ধন করে থাকে, সেইরকম ॥ ৭॥ যে ইন্দ্র আদিত্যের দ্বারা পালিত, অর্থাৎ সূর্য কর্তৃক রক্ষিত, (অর্যপত্নীঃ) প্রসিদ্ধ জলরাশিকে (ইমা অপঃ) ভূমিতে স্থিত করেছেন (অকৃণোৎ করতি), সেই ইন্দ্র সর্ব লোকে মেঘকে বিদারিত করার উদ্দেশে গমন করেন (রজঃসু আ পতয়ৎ); (কেমন ভাবে? না—) 'বৃষা ন ক্রুদ্ধ' অর্থাৎ ক্রোধের দ্বারা অন্ধীভূত বৃষভ অর্থাৎ ষণ্ড যেমন তার প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষভকে পরাভূত করতে গমন করে, সেই ভাবে। অনন্তর ধনবান্ ইন্দ্র (মঘবা) সোমাভিষবকারী (সুন্বতে), শীঘ্র হবিঃ প্রদানকারী (জীরদানবে), সোম ইত্যাদি হবির্যুক্ত (হবিষ্মতে), যজমানকে জ্যোতি প্রকাশক তেজঃ প্রাপ্ত করান, অর্থাৎ প্রদান করেন (মনেব জ্যোতিঃ অবিন্দৎ) ॥ ৮॥ আপন তেজঃপ্রভাবে (জ্যোতিষা) মেঘকে বিদীর্ণ করার নিমিত্ত ইন্দ্রের বজ্র (পরশুঃ) ঊর্ধ্বে প্রাদুর্ভূত হোক (উজ্জায়তাং)। জলের সুষ্ঠু দোহয়িত্রী মাধ্যমিকা বাণী (ঋতস্য সুদুখা), অর্থাৎ জলের কলধ্বনির মাধ্যমে উৎসারিতা বাক্, পূর্বের ন্যায় এখনও প্রকট হোক (পুরাণবৎ ভূয়াঃ); অধিকন্তু দীপ্তমান্ (অরুষঃ) আপন তেজের দ্বারা (ভানুনা) প্রজ্বলন্ পূর্বক (শুচিঃ) প্রকাশিত হোক

(বি রোচতাং)। আদিত্য যেমন দীপ্ত তেজঃ প্রকাশ করেন (স্বঃ ন শুক্রম্), অর্থাৎ তেজের দ্বারা স্বয়ংই দীপ্যমান্ হন, সেইমতোই সাধুজনের রক্ষক (সৎপতি) ইন্দ্র অত্যন্ত দীপ্তিশালী হোন (শুশুচীত)॥ ৯॥ হে পুরুহূত! আমরা যজমানবৃন্দ আপনার অনুগৃহীত হয়ে (বয়ং) আপনার দানে (গোভিঃ) অর্থাৎ কৃপায় দুর্গমনীয় (দুরেবাং) দারিদ্র্য বা দারিদ্র্যের বাধা (দুরেবাং) অতিক্রম করবো (তরেম)। অধিকন্তু আপনার দেওয়া যব, ব্রীহি ইত্যাদির দ্বারা সকলের (বিশ্বাম্) অর্থাৎ পুত্র-ভৃত্য ইত্যাদির ক্ষুধা অতিক্রম করবো (যবেন ক্ষুধম্ তরেম)। আরও, আপনার অনুগ্রহের দ্বারা সমজাতীয়গণের মধ্যে মুখ্যভূত (প্রথমাঃ) হয়ে আমরা ক্ষত্রিয় ভূপালগণের সাথে (রাজভিঃ) বহু ধন (ধনানি) লাভ করবো এবং আমরা আমাদের বলের দ্বারা শত্রুগণকে জয় করবো (অস্মাকেন বৃজনেন জয়েম)॥ ১০॥ বৃহস্পতিদেব পশ্চিম দেশ হতে আগত (পশ্চাৎ) পাপ (অঘায়োঃ) ইচ্ছাকারী হিংসকগণের নিকট হতে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন (পরি পাতু); অধিকন্তু (উত) উত্তর ও অধো দেশ হতে (উত্তরস্মাদ্ অধরাৎ চ) আগমনকারী পাপেচ্ছু হিংসকগণের নিকট হতে আমাদের রক্ষা করুন। এইরকমে ইন্দ্রদেবও সম্মুখ বা পূর্ব দেশ হতে (পুরস্তাৎ) ও মধ্য দেশ হতে আগত হিংসক পাপীগণের নিকট হতে আমাদের রক্ষা করুন। এইভাবে সর্বতো রক্ষা করে মিত্রভূত (সখা) ইন্দ্রদেব সখ্যতাপন্ন (সখিভ্যঃ—সখিভূতেভ্যঃ) আমাদের বহু ধনে ধনী করুন (বরিবঃ কৃণোতু) অর্থাৎ প্রভূত ধন প্রদান করুন॥ ১১॥ হে বৃহস্পতি ও ইন্দ্র (বৃহস্পতে ইন্দ্রশ্চ)! আপনারা উভয়ে (যুবং) দিব্য লোকস্থ ও পৃথিবী লোকস্থ (দিবস্য পার্থিবস্য চ) ধনরাশির স্বামী (বস্বঃ ঈশাখে); অতএব আপনাদের স্তোত্রকারী আমাদের (স্তুবতে কীরয়ে) ধন প্রদান করুন (রয়িম্ ধত্তম্) এবং আপনারা (যুয়ম্) সর্বদা পরম মঙ্গলের সাথে আমাদের (সদা স্বস্তিভিঃ নঃ) পালন বা রক্ষা করতে থাকুন (পাত)॥ ১২॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটিও উক্থ্যে ও ব্রহ্মশস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়। এর মধ্যে ১১শ মন্ত্রটি ('বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু' ইত্যাদি) পরিধানীয়া এবং ১২শ মন্ত্রটি ('বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ' ইত্যাদি) শস্ত্রযাজ্যা। ৮ম মন্ত্রের 'হবিষ্মতী' শব্দটি শুক্ল-যজুর্বেদে (৩।৪) বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে॥ (২০কা. ২অ. ৪সূ.)॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

: প্রথম সূক্ত :

[ঋষি : মেধাতিথি, প্রিয়মেধ, বসিষ্ঠ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ।
কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে॥ ১॥
ন ঘেমন্যদা পপন বজ্রিন্নপসো নবিষ্টৌ।
তবেদু স্তোমং চিকেত॥ ২॥
ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বতং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
যন্তি প্রমাদমতন্দ্রা॥ ৩॥

বয়মিন্দ্র ত্বায়বোঽভি প্র ণোনুমো বৃষন্।
বিদ্ধী ত্বস্য নো বসো ॥ ৪॥
মা নো নিদে চ বক্তবেঽর্যো রন্ধীররাব্ণে।
ত্বে অপি ক্রতুর্মম ॥ ৫॥
ত্বং বর্মাসি সপ্রথঃ পুরোয়োধশ্চ বৃত্রহন্।
ত্বয়া প্রতি ব্রুবে যুজা ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্রদেব! আমরা কণ্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ (কণ্বাঃ) আপনার স্তোত্রের প্রয়োজনে আপনার সখা-রূপ বা মিত্রত্ব কামনা পূর্বক উক্থ অর্থাৎ স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তবন করছি (জরন্তে) ॥ ১ ॥ হে বজ্রধাবী ইন্দ্র! আমি এই নবীন যাগের কর্তা (নবিষ্টৌ); আপনাকে স্তোত্রসমূহের দ্বারা পূজা করছি; আপনি ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে নয়। কিন্তু আপনার স্তোত্র আমি জ্ঞাত আছি (তবেদু স্তোমং চিকেত); অর্থাৎ আপনি এই যজ্ঞকে লাভ করুন ॥ ২॥ ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ (দেবাঃ) সোমাভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন, সেই বিষয়ে কোন অনাদর অর্থাৎ ঔদাসীন্য করেন না। বরং প্রকর্ষের দ্বারা তুষ্টিকারী যজমানের বা মত্ততাদায়ক সোমের উদ্দেশ্যে অনালস্যে গমন করে থাকেন (অতন্দ্রাঃ যন্তি) ॥ ৩ ॥ হে কামবর্ষণকারী (বৃষন্) ইন্দ্র! আপনার প্রতি ইচ্ছাবন্ত হয়ে, অর্থাৎ আপনার কৃপাকাঙ্ক্ষী হয়ে (ত্বায়বঃ) আমরা প্রকর্ষের সাথে আপনার স্তুতি করছি (অভি প্র নোনুমঃ)। হে ধনবান্ (বসো) ইন্দ্র! আপনিও আমাদের এই স্তোত্রের কামনা করুন (অস্য বিদ্ধি) ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের স্বামী (অর্যঃ)। আমাদের নিন্দক (নিদে), বক্তব্যে আমাদের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগকারী, অদাতা অর্থাৎ দানকর্মরহিত যে সকল শত্রু আছে (অরাব্ণে), আমাদের তাদের বশীভূত বা অধীনস্থ করে দেবেন না (মা রন্ধীঃ)। অধিকন্তু, আমার সঙ্কল্প বা স্তুতিলক্ষণ কর্মসমূহ (ক্রতুঃ) আপনারই উদ্দেশে নিবেদিত (ত্বে)। (অতএব নিন্দক ইত্যাদির অধীনে আমাদের স্থাপিত করবেন না—এটাই বক্তব্য) ॥ ৫ ॥ হে বৃত্র-হন্তারক (বৃত্রহন্) ইন্দ্র! আপনি সর্বতঃ মহান্ (সপ্রথঃ), সংগ্রামে অগ্রযোদ্ধা (পুরোয়োধঃ) অর্থাৎ আপন সৈন্যগণের পুরোভাগে অবস্থানপূর্বক শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামশালী; আপনি আমার কবচ স্বরূপ (ত্বম্ বর্ম অসি)। এই হেন সহায়ভূত (যুজা) আপনার দ্বারা আমি শত্রুগণকে ভর্ৎসনা করবো (ত্বয়া প্রতি ব্রুবে), অর্থাৎ প্রতিহনন করবো ॥ ৬॥

বিনিয়োগ ও টীকা — ষোড়শ সূক্ত সম্বলিত তৃতীয় অনুবাকের উপর্যুক্ত সূক্তটি সহ প্রথম চারটি সূক্ত অতিরাত্র ক্রতুতে প্রথম পর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়। চতুর্থ সূক্তের শেষ ('য উদৃচীন্দ্র' ইত্যাদি) মন্ত্রটি পরিধানীয়া। বৈতানিকে (৪।২) আরও বিস্তৃত পরিচয় উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৩অ. ১সূ.) ॥

◆

: দ্বিতীয় সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

বার্ত্রহত্যায় শবসে পৃতনাষাহ্যায় চ।
ইন্দ্র ত্বা বর্তয়ামসি ॥ ১॥

অর্বাচীনং সু তে মন উত চক্ষুঃ শতক্রতো।
ইন্দ্র কৃণ্বন্তু বাঘতঃ ॥ ২॥
নামানি তে শতক্রতো বিশ্বাভির্গীর্ভিরীমহে।
ইন্দ্রাভিমাতিষাহ্যে ॥ ৩॥
পুরুষ্টুতস্য ধামভিঃ শতেন মহয়ামসি।
ইন্দ্রস্য চর্ষণীধৃতঃ ॥ ৪॥
ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে পুরুহূতমুপ ব্রুবে।
ভরেষু বাজসাতয়ে ॥ ৫॥
বাজেষু সাসহির্ভব ত্বামীমহে শতক্রতো।
ইন্দ্র বৃত্রায় হন্তবে ॥ ৬॥
দ্যুম্নেষু পৃতনাজ্যে পৃৎসুতূর্ষু শ্রবঃসু চ।
ইন্দ্র সাক্ষ্বাভিমাতিষু ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — বৃত্র-হননের নিমিত্ত (বার্ত্রহত্যায়), বলের নিমিত্ত (শবসে), অধিকন্তু বিপক্ষীয় সেনাগণের অভিভবের নিমিত্ত (পৃতনাষাহ্যায়), হে ইন্দ্র! আপনাকে আবর্তিত করছি (ত্বা আ বর্তয়ামসি) অর্থাৎ আমাদের অভিমুখী করছি ॥ ১॥ হে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞকারী বা বহুযাজী (শতক্রতো) ইন্দ্রদেব! আপনার মনকে আমরা হেন সুষ্ঠু অর্বাচীন যজ্ঞনির্বাহক ঋত্বিক্‌গণের (বাঘতঃ) অভিমুখী করুন, এবং আপনার দৃষ্টিকেও আমাদের প্রতি কৃপাবতী করুন ॥ ২॥ হে শতক্রতু! শত্রুগণের সংগ্রামে আপনার দ্বারা সহযোগ্যতার উদ্দেশ্যে (অতিমাতিষাহ্যে) অথবা আপনার দ্বারা সহনযোগ্যকৃত পাপক্ষয়ের নিমিত্ত, আপনার নামসকল, অর্থাৎ সহস্রাক্ষ-পুরন্দর ইত্যাদিরূপ নামগুলি, অথবা বৃত্রবধ ইত্যাদি কর্মসমূহ, স্তুতিলক্ষণ সকল বাক্যের দ্বারা (বিশ্বাভিঃ গীর্ভিঃ) আমরা সঙ্কীর্তন করছি (ঈমহে) ॥ ৩॥ বহুজনের দ্বারা বা বহুভাবে স্তুত (পুরুস্তুতস্য), শতসংখ্যক অর্থাৎ অপরিমেয় তেজোযুক্ত অথবা সংখ্যাতীত স্থানযুক্ত (শতেন ধামভিঃ), মনুষ্যবর্গের ধারক (চর্ষণীধৃতঃ) ইন্দ্রের পূজা করছি অথবা শতসংখ্যক স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি করছি (মহয়ামসি) ॥ ৪॥ বহু যজমানের বা স্তোতৃবর্গের দ্বারা আহূত অথবা সংগ্রামে আপন আপন জয়ের নিমিত্ত বহুজন কর্তৃক আহূত (পুরুহূতং), ইন্দ্রদেবের উদ্দশে বৃত্র নামক অসুরকে বধের জন্য বা পাপকে বিনাশের জন্য অথবা অন্নলাভের নিমিত্ত (বাজসাতয়ে) আমরা স্তুতি করছি (উপ ব্রুবে) ॥ ৫॥ হে ইন্দ্র! সংগ্রামে (বাজেষু) আপনি শত্রুগণের অভিভবিতা অর্থাৎ আক্রমণকারী হয়ে থাকেন (সাসহিঃ ভব); এই নিমিত্ত, হে শতক্রতু! আপনার নিকট এই প্রার্থনা করছি (ত্বাম্ ঈমহে)। অধিকন্তু, ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে হনন করুন বা পাপকে নিবারণ করুন (বৃত্রায় হন্তবে)—(এই নিমিত্ত তাঁর সঙ্কীর্তন করছি—এটাই বক্তব্য ॥ ৬॥ হে ইন্দ্র! সংগ্রামে (পৃতনাজ্যে) ধনপ্রাপ্তির সময়ে (দ্যুম্নেষু), শত্রুসেনাগণকে অতিক্রম করার সময়ে (পৃৎসুতূর্ষু), অন্নলাভের সময়ে (শ্রবঃসু) এবং শত্রুকে বধ বা পাপকে বিনাশের সময়ে (অভিমাতিষু) আপনি আমাদের অনুসরণ করুন অর্থাৎ সহযোগী হোন (সাক্ষ্ব) ॥ ৭॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি অতিরাত্রে প্রথম পর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীশস্ত্রে বিনিয়োগ উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৩অ. ২সূ.) ॥

: তৃতীয় সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বামিত্র ও গৃৎসমদ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

শুষ্মিন্তমং ন ঊতয়ে দ্যুম্নিনং পাহি জাগৃবিম্।
ইন্দ্র সোমং শতক্রতো ॥ ১॥
ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু।
ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে ॥ ২॥
অগন্নিন্দ্র শ্রবো বৃহদ্ দ্যুম্নং দধিষ্ব দুষ্টরম্।
উৎ তে শুষ্ম তিরামসি ॥ ৩॥
অর্বাবতো ন আ গহ্যথো শক্র পরাবতঃ।
উ লোকো যস্তে অদ্রিব ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥ ৪॥
ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভী যদপ চুচ্যবৎ।
স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ॥ ৫॥
ইন্দ্রশ্চ মৃলয়াতি নো ন নঃ পশ্চাদঘং নশৎ।
ভদ্রং ভবাতি নঃ পুরঃ ॥ ৬॥
ইন্দ্র আশাভ্যস্পরি সর্বাভ্যো অভয়ং করৎ।
জেতা শত্রূন্ বিচর্ষণিঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে শতক্রতু ইন্দ্র! আমাদের সম্বন্ধিত অর্থাৎ আমাদের দ্বারা নিবেদিত (নঃ) অতিশয় বলবন্ত (শুষ্মিন্তমং), দ্যোতনবন্ত (দ্যুম্নিনং) জাগরণশীল অর্থাৎ স্বপ্ননিবারক (জাগৃবিম্) সোম আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত পান করুন (উতয়ে পাহি) ॥ ১ ॥ হে শতক্রতু ইন্দ্র! আপনার সম্বন্ধী যে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয়সমূহ (ইন্দ্রিয়াণি) অর্থাৎ আপনার সৃষ্ট বা আপনা কর্তৃক দত্ত যে বীর্য সমুদায় অর্থাৎ দর্শন-শ্রবণ ইত্যাদি লক্ষণান্বিত সামর্থ্য পঞ্চ জনে (পঞ্চসু জনেষু) অর্থাৎ দেব-মনুষ্য-পিতৃ-অসুর-রাক্ষসে অথবা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-নিষাদে বিদ্যমান, সেগুলি যেন আমরা লাভ করতে পারি (তানি তে আ বৃণে) ॥ ২ ॥ হে ইদ্র! আপনার সম্বন্ধী প্রভূত অন্ন (বৃহৎ শ্রবঃ) আমাদের নিকট আগত হোক (অগন) অর্থাৎ আমরা যেন তা লাভ করতে পারি অথবা উক্তরূপ সোমলক্ষণ অন্ন আপনার সমীপে গমন করুক, অর্থাৎ আপনি প্রাপ্ত হোন। আপনি শত্রুগণের তরণের বা পরিহারের অযোগ্য (দুস্তরং) দ্যোতমান (দ্যুম্নং) যশ বা স্বর্ণ ইত্যাদি সম্ভার আমাদের মধ্যে স্থাপন করুন (দধিষ্ব); আমরা সোমের দ্বারা ও স্তোত্রের দ্বারা আপনার বলবৃদ্ধি করছি (তে শুষ্মং উৎ তিরামসি) ॥ ৩ ॥ হে বলবান্ ইন্দ্র (শক্র)! আপনি সমীপবর্তী দেশ হতে (অর্বাবতঃ) কিংবা (অথো) অতি দূরবর্তী কোন দেশ হতে (পরাবতঃ) আমাদের অভিলক্ষ্যে (নঃ) আগমন করুন (আ গহি)। হে বজ্রধারী (অদ্রিবঃ) ইন্দ্র! আপনার যে উত্তম লোক আছে (তে যঃ লোকঃ), সেই স্থান হতে এই দেবযজন দেশে অর্থাৎ যজ্ঞস্থানে (ইহ) সোমপানার্থে আগমন করুন ॥ ৪ ॥ হে আত্মা বা ঋত্বিক

(অঙ্গ)! ইন্দ্রদেব আমাদের নিমিত্ত অন্যের দ্বারা উৎপন্ন প্রভূত (মহৎ) ভয় পরিহার পূর্বক (অভী যৎ) আমাদের নিকট হতে পৃথক করে দূরে অপসারিত করে দেন (অপ চুচ্যবৎ)। সেই ইন্দ্র (সঃ হি) অবশ্যই স্থির, অন্যের দ্বারা বিচলিত নন এবং বিশ্বের দ্রষ্টা (বিচর্ষাণিঃ) ॥ ৫ ॥ আমাদের আশ্রয় স্বরূপ, সর্বপ্রাণীর রক্ষক পরমৈশ্বর্য-গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব আমাদের সুখী করুন (মৃলয়াতি)। তাহ'লে পশ্চাৎ দিক হতে আমাদের নিকট কোন পাপ বা দুঃখ (পশচাৎ অঘম্) প্রাপ্ত না হই (ন নশৎ), অধিকন্তু আমাদের সম্মুখে (নঃ পুরঃ) মঙ্গল হোক (ভদ্রং ভবাতি) ॥ ৬ ॥ সেই ইন্দ্রদেব সকল দিক হতে (সর্বাভ্যঃ আশাভ্যঃ পরি) অর্থাৎ দিক্-বিদিক্ হতে ও ঊর্ধ্ব-অধঃ দিক্ হতে আমাদের অভয় করুন; (সকল দিক্-গত ভয় পরিহারের সামর্থ্য সম্ভাবিত করুন—এটাই প্রার্থনা)। সেই ইন্দ্র সকল দিকে আমাদের ভয়প্রদায়ী যে সকল শত্রু আছে, তাদের সকলের অভিভবিতা (জেতা) ও তাদের বিরূপভাবে দ্রষ্টা (বিচর্ষণিঃ) ॥ ৭ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — এই সূক্তটির অতিরাত্রে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীগণের প্রথম পর্যায়শস্ত্রে বিনিয়োগ উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৩অ. ৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্থ সূক্ত :

[ঋষি : সব্য। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী ও ত্রিষ্টুপ্।]

ন্যূষু বাচং প্র মহে ভরামহে গির ইন্দ্রায় সদনে বিবস্বতঃ।
নূ চিদ্ধি রত্নং সসতামিবাবিদন্ন দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে ॥ ১ ॥
দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র গোরসি দুরো যবস্য বসুন ইনস্পতিঃ।
শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শনঃ সখা সখিভ্যস্তমিদং গৃণীমসি ॥ ২ ॥
শচীব ইন্দ্র পুরুকৃৎ দ্যুমত্তম তবেদিদমভিতশ্চেকিতে বসু।
অতঃ সংগৃভ্যাভিভূত আ ভর মা ত্বায়তো জরিতুঃ কামমূনয়ী ॥ ৩ ॥
এভির্দ্যুভিঃ সুমনা এভিরিন্দুভির্নিরুন্ধানো অমতিং গোভিরশ্বিনা।
ইন্দ্রেণ দস্যুং দরয়ন্ত ইন্দুভির্যুতদ্বেষসঃ সমিষা রভেমহি ॥ ৪ ॥
সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সং বাজেভিঃ পুরশ্চন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ।
সং দেব্যা প্রমত্যা বীরশুষ্ময়া গোঅগ্রয়াশ্বাবত্যা রভেমহি ॥ ৫ ॥
তে ত্বা মদা অমদন্ তানি বৃষ্ণ্যা তে সোমাসো বৃত্রহত্যেষু সৎপতে।
যৎ কারবে দশ বৃত্রাণ্যপ্রতি বর্হিষ্মতে নি সহস্রাণি বর্হয়ঃ ॥ ৬ ॥
যুধা যুধমপ ঘেদেসি ধৃষ্ণুয়া পুরা পুরং সমিদং হংস্যোজসা।
নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনম্ ॥ ৭ ॥
ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠয়াতিথিগ্বস্য বর্তনী।
ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎ পুরোঽনানুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা ॥ ৮ ॥

তমেতাং জনরাজ্ঞো দ্বির্দশাবন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্ ॥ ৯॥
ত্বমাবিথ সুশ্রবসং তবোতিভিস্তব ত্রামভিরিন্দ্র তূর্বয়াণম্।
ত্বমস্মৈ কুৎসমতিথিগ্বমায়ুং মহে রাজ্ঞে যূনে অরন্ধনায়ঃ ॥ ১০॥
য উদৃচীন্দ্র দেবগোপাঃ সখায়স্তে শিবতমা অসাম।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা মহান্ (মহে) ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত (ইন্দ্রায়) সুন্দর স্তোত্র (সু বাচম্) নিরন্তর প্রযুক্ত বা প্রয়োগ করছি (নি প্র ভরামহে)। যেহেতু পরিচর্যাকারী যজমানের (বিবস্বতঃ) যজ্ঞমণ্ডপে (সদনে) তাঁর উদ্দেশে স্তুতি করা হয়, (গিরঃ)। সেই ইন্দ্র (হি) ক্ষিপ্রতার সাথে (নূ চিৎ) অসুরগণের রমণীয় ধন (রত্নং) লাভ করেন (অবিদৎ); (তার দৃষ্টান্ত কি? না—) 'সসতামিব' অর্থাৎ চোর যেমন নিদ্রিত মনুষ্যের ধন ক্ষিপ্রতার সাথে লাভ করে, সেই রকম। (ভাব এই যে, এই কারণে ইন্দ্রদেব আমাদের ধনপ্রদানে সমর্থ)। ধনদাতা পরুষের প্রতি (দ্রোবিণোদেযু) অসমীচীনা স্তুতি (দুস্তুতি) বচনীয় নয় বা ফলপ্রসূ নয় (ন শস্যতে)। (বক্তব্য এই যে, সেই জন্যই আমরা সুন্দর স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করছি) ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র! আপনি অশ্ব-গজ ইত্যাদি বাহন সমূহের দাতা (অশ্বস্য দুরঃ) এবং গো-মহিষ ইত্যাদি সম্পদ ও ব্রীহি ইত্যাদি ধান্যজাত অন্নের দাতা (গোঃ যবস্য দুরঃ অসি)। এইমতো আপনি হিরণ্য-মণিমুক্তা ইত্যাদিরূপ ধনের (বসুনঃ) স্বামী (ইনঃ) ও পালক (পতিঃ)। আপনি দানের নেতাস্বরূপ অথবা মনুষ্যগণের শিক্ষকস্বরূপ (শিক্ষানরঃ), অত্যন্ত প্রাচীন বা আদিমতম (প্রদিবঃ), আপন সেবকদের প্রতি অভীষ্টবর্ষক (অকামকর্শনঃ), সখিভূত অর্থাৎ সখ্যতাসম্পন্ন ঋত্বিকগণের মিত্রভূত (সখা সখিভ্যঃ)—এই হেন মহিমময় আপনার (তং) উদ্দেশে আমরা স্তোত্র উচ্চারণ করছি (ইদং গৃণীমসি) ॥ ২ ॥ হে প্রজ্ঞানী (শচীবঃ)! হে পরমৈশ্বর্যশালী (ইন্দ্র)! আপনি বহু কর্মকারী (পুরুকৃৎ), শ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান্ (দ্যুমৎতম)। সর্বত্র যে ধন বিদ্যমান (অভিতঃ যৎ বসু), তার সবেরই আপনি অধিকারী বলে আমরা জ্ঞাত আছি (তৎ ইদং তব ইৎ চেকিতে)। হে শত্রুগণের অভিভবকারী ইন্দ্র! এই কারণে (অতঃ) সকল ধন সংগ্রহ পূর্বক (সংগৃভ্য) আমাদের প্রদান করুন (আ ভর)। আপনাতে ইচ্ছাকারী (ত্বায়তঃ), অর্থাৎ আপনার কৃপাভিলাষী, স্তোতারূপী আমার কামনা (জরিতুঃ কামম্) নিষ্ফল করবেন না (মোনয়ীঃ); (অর্থাৎ পূর্ণ করুন—এটাই প্রার্থনা) ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র! আমাদের প্রদত্ত (এভিঃ) দীপ্ত চরু-পুরোডাশ ইত্যাদি (দ্যুভিঃ) এবং আমাদের প্রদত্ত (এভিঃ) সোমের দ্বারা (ইন্দুভিঃ) প্রসন্ন হয়ে আপনি আমাদের বহু গো-অশ্ববৎ ধনের দ্বারা (গোভিঃ অশ্বিনা) আমাদের দারিদ্র্য (অমতিং) নিবারণ পূর্বক (নিরুন্ধানঃ) শোভন মনোভাবাপন্ন (সুমনাঃ) হোন। আমরা আমাদের প্রদত্ত সোমের দ্বারা প্রীত ইন্দ্রের দ্বারা (ইন্দুভিঃ ইন্দ্রেন) উপক্ষপয়িতা অর্থাৎ হানিকারক শত্রুদের (দস্যুং) বিদারক হবো (দরয়ন্ত) এবং অপগতশত্রু হয়ে (যুতদ্বেষসঃ) ইন্দ্রদত্ত অন্নের দ্বারা (ইষা) সঙ্গত অর্থাৎ যুক্ত হবো (সং রভেমহি) ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র! আমরা আপনার ধনের (রায়া) সাথে যুক্ত হবো (সং রভেমহি)। তথা সকলের ইষ্যমাণ অর্থাৎ অভিলষিত অন্নের সাথে যুক্ত হবো। তথা আপনার বলের সাথে (বাজেভিঃ) যুক্ত হবো। (কিরকম বল? না—) 'পুরুশ্চন্দ্রেঃ অভিদ্যুভিঃ' অর্থাৎ বহু প্রজার আহ্লাদক, ও তাদের অভিমুখে দীপ্যমান বল। অধিকন্তু, ইন্দ্রদেব সম্বন্ধিনী প্রকৃষ্টা অনুগ্রহরূপা বুদ্ধির (প্রমত্যা) সাথে যুক্ত হবো। (কিরকম অনুগ্রহ বুদ্ধি? না—)

'বীরশুষ্ময়া' অর্থাৎ বিবিধ ক্লেশ নিবারক বল, এবং 'গোঅগ্রয়া অশ্বাবত্যা' অর্থাৎ গাভী ও অশ্বের দানসমন্বিত অনুগ্রহ বুদ্ধি ॥ ৫॥ হে সাধুজনের রক্ষক (সৎপতে) ইন্দ্র! শত্রুগণের বিনাশের নিমিত্তভূত (বৃত্রহত্যেষু) প্রসিদ্ধ মদকর সামগ্রীসমূহ (তে মদাঃ) অর্থাৎ আজ্য-পুরোডাশ ইত্যাদি আপনাকে হর্ষান্বিত করে (অমদন্)। তথা প্রসিদ্ধ (তানি) হর্ষসাধনত্ব সম্বন্ধিনী স্তোত্রের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে আপনি আমাদের নিমিত্ত অভীষ্ট ফলের বর্ষক (বৃষ্ণ্যা) হোন। প্রসিদ্ধ (তে) সেই সোমসমূহও আপনাকে হর্ষান্বিত করে (সোমাসঃ অমদন্), যখন (যৎ) স্তোতৃগণ (কারবে) যাগরত যজমানের (বর্হিষ্মতে) দশ সহস্রসংখ্যক আবরক পাপসমূহ (বৃত্রাণি) বা শত্রুগণকে আপনি নিশ্চিহ্ন (অপ্রতি) করে বধ করে থাকেন (বর্হয়ঃ) ॥ ৬॥ হে ইন্দ্র! আপনি প্রহরণসাধন বজ্রের দ্বারা (যুধা) শত্রুর প্রহরণের বা ধর্ষক যোদ্ধার (ধৃষ্ণুয়া) সম্মুখে গমন করেন। (এখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কুশলত্ব উক্ত হয়েছে)। স্বকীয় মরুৎ প্রভৃতি যোদ্ধবৃন্দের বলের দ্বারা (ওজসা) ইদানীং (ইদম্) শত্রু-নগরে বাসকারী বীরবর্গকে সম্যক্ বিনাশ করিয়ে থাকেন (সং হংসি)। যে কারণে সকলের নমনীয় (যৎ নম্যা) আপনার সখিভূত (সখ্যা) অস্ত্রের দ্বারা দূরদেশে (পরাবতি) নমুচি নামধেয় মায়াবী (মায়িনম্) অসুরকে নিরন্তর বিনাশ করেছেন। (অতএব সেই কারণে আপনার স্তুতি করছি—এই বক্তব্য) ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র! আপনি করঞ্জ নামক অসুরকে বধ করেছেন। অধিকন্তু (উত) পর্ণয় নামক অসুরকেও বধ করেছেন। (কি জন্য? না—) অতিথিগ্ব নামক সেই রাজার প্রয়োজনে, যাঁর গাভীগুলি অতিথির সেবার্থে রক্ষিত। (কিসের দ্বারা অসুরকে নিধন করেছেন? না—) 'তেজিষ্ঠয়া বর্তনী' অর্থাৎ অতিশয় তেজোবত্যা অর্থাৎ সুতীক্ষ্ণ বর্তনী নামক আয়ুধের দ্বারা। আরও, আপনি ঋজিশ্বনা নামক রাজার নিমিত্ত সর্বতোভাবে আবেষ্টনকারী (পরিযূতা) শতসংখ্যক বঙ্গৃদ নামক অসুরের নগরসমূহ (পুরঃ) আপনি অসহায়ভূত অবস্থায় অথবা একাকীই ধ্বংস করেছেন ॥ ৮॥ হে বিখ্যাত (শ্রুতঃ) ইন্দ্র! আপনি সহায়বর্জিত অর্থাৎ বন্ধুহীন (অবন্ধুনা) সুশ্রবা নামক রাজার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ প্রতিরোধকারী (এতান্ উপজগ্মুষঃ) জনরাজার দ্বিগুণিত দশসংখ্যক অর্থাৎ বিংশতি সংখ্যক (দ্বির্দশ), ষষ্টিসহস্রসংখ্যক অর্থাৎ ষাট সহস্র (ষষ্টিং সহস্রা), তথা নবোত্তরনবতিসংখ্যক অর্থাৎ নিরানব্বই সংখ্যক (নবতিং নব) সেনানায়কগণকে শত্রুর অগম্য (দুষ্পদা) মার্গে (রথ্যা) চক্রের দ্বারা বিনাশ করেছেন (চক্রেণ নি অবৃণক্) ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র! আপনি সুশ্রবা নামক দুর্বল রাজার রক্ষার নিমিত্ত (পূর্ব মন্ত্রে বন্ধুহীন সুশ্রবা নামক রাজা এই মন্ত্রে পুনরায় উল্লেখিত হচ্ছেন তবে এই স্থলে 'উতিভিঃ' অর্থাৎ 'রক্ষার নিমিত্ত' কথাটি যুক্ত হয়েছে) তুর্বয়াণ নামক রাজাকে পালন করেছেন (তব ত্রামভিঃ)। এইভাবে আপনি মহৎ (মহে) যুবরাজভূত (যূনে) সুশ্রবা রাজার নিমিত্ত কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ু নামধেয় রাজগণকে বশে আনয়ন করেছেন (অরন্ধনায়ঃ) ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞের সম্পন্নতার সময়ে বর্তমান (উদৃচি) আপনি হেন দেবতা দ্বারা রক্ষিত বা পালিত (দেবগোপাঃ) আমরা, আপনার বন্ধুর ন্যায় (তে সখায়ঃ) অতিশয় প্রিয়রূপে কল্যাণ লাভ করবো (শিবতমা অসাম)। আমরা যজ্ঞসমাপ্তির উত্তরকালেও আপনার স্তব করবো (ত্বাম্ স্তোষাম)। আমাদের দ্বারা স্তুত আপনার দ্বারা (ত্বয়া) আমরা শোভন পুত্রবন্ত (সুবীরাঃ) হয়ে অতিশয় দীর্ঘ আয়ু (দ্রাঘিয়ঃ আয়ুঃ) প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করবো (প্রতরং দধানাঃ) ॥ ১১ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর প্রথমপর্যায়শস্ত্রে উক্ত হয়েছে। এই সূক্তের ১১শতম মন্ত্রটি ('য উদৃচি' ইত্যাদি) পরিধানীয়া ॥ (২০কা. ৩অ. ৪সূ.) ॥

: পঞ্চম সূক্ত :

[ঋষি : ত্রিশোক, প্রিয়মেধ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে।
তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্॥ ১॥
মা ত্বা মূরা অবিষ্যবো মোপহস্বান আ দভন্।
মাকীং ব্রহ্মদ্বিষো বনঃ॥ ২॥
ইহা ত্বা গোপরীণসা মহে মন্দন্তু রাধসে।
সরো গৌরো যথা পিব॥ ৩॥
অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্॥ ৪॥
আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেরুষীরধি বর্হিষি।
যত্রাভি সন্নবামহে॥ ৫॥
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু।
যৎ সীমুপহ্বরে বিদৎ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে অভীষ্টবর্ষক (বৃষভ) ইন্দ্র! সোম অভিযুত হলে (সুতে) সেই অভিষব ইত্যাদির দ্বারা শোধিত বা সংস্কৃত সোম পানের নিমিত্ত (সুতং পীতয়ে) আপনাকে (ত্বা) সংযোজিত বা নিয়োজিত করছি (সৃজামি)। সেই সোমের দ্বারা আপনি তৃপ্তি লাভ করুন (তৃম্প) এবং মদকর সোম (মদং) ব্যাপ্ত করুন (বি অশ্নুহি)॥ ১॥ হে ইন্দ্র! আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে (ত্বা অবিষ্যবঃ) নিজেকে রক্ষার অভিলাষ করে আমরা আত্মহিতের উপায় অজ্ঞাত (মুরাঃ—মূঢ়াঃ) হয়েছি। অতএব আমাদের হিংসা করবেন না (মা দভন্)। তথা আপনাকে উপহাসকারীগণও (উপহস্বানঃ) যেন আপনাকে হিংসা করতে না পারে। এবং আপনি ব্রাহ্মণবিদ্বেষীগণের ভজন করবেন না অথবা তাদের সেবা স্বীকার করবেন না (ব্রহ্মদ্বিষঃ মাকীম্ বনঃ)॥ ২॥ হে ইন্দ্র! এই যাগে (ইহ) গোরস (অর্থাৎ গো-বিকারের দ্বারা প্রস্তুত দুগ্ধ) মিশ্রিত সোমের দ্বারা (গোপরীণসা) ঋত্বিক্‌গণ মহতি ধনের নিমিত্ত আপনাকে প্রসন্ন করুন (মহে রাধসে ত্বা মন্দন্তু)। যেমন (যথা) সরণশীল জলে বা সরোবরে (সরঃ) গমন পূর্বক পিপাসার্ত গৌরমৃগ (গৌরঃ) জল পান করে, আপনিও তেমনই (সোমরস) পান করুন (পিব)॥ ৩॥ হে স্তুতিকারীগণ! স্বর্গের বা গাভীবর্গের স্বামী (গোপতিং) ইন্দ্র যাতে তাঁর সেবকরূপী আমাদের পালকরূপে নিজেকে জ্ঞাত হন (যথা সৎপতিম বিদে), সেই রকমে প্রকর্ষের সাথে তাঁর অর্চনা করো (গিরা অভি প্র অর্চ)। (কিরকম ইন্দ্র? না—) 'সত্যস্য সূনুম্' অর্থাৎ সত্যের ফল-স্বরূপ যজ্ঞের বা সত্যের পুত্রস্থানীয়। (যেখানে যজ্ঞ সেখানেই ইন্দ্রের অবস্থান হেতু তাঁদের পিতা-পুত্রবৎ অব্যবহিত সম্বন্ধ লক্ষণার দ্বারা বোধিত)॥ ৪॥ ইন্দ্রের আরোচমান অর্থাৎ দীপ্তিমান অশ্বগুলি (অরুষীঃ হরয়ঃ) তাঁর রথে যোজিত হয়ে কুশাস্তীর্ণ স্থলে (আ সসৃজ্রিরে অধি বর্হিষি) অর্থাৎ

যজ্ঞস্থলে তাঁকে নীত করুক। সেই কুশের দ্বারা (যত্র) আমরা ইন্দ্রের স্তুতি করছি (অভি সন্নবামহে) ॥ ৫॥ যখন (যৎ) নিকটে (উপহ্বরে) বিদ্যমান মধুর ন্যায় স্বাদুভূত সোম ইন্দ্র সর্বতঃ লাভ করেন (সীম্ বিদৎ), তখন বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে (বজ্রিণে ইন্দ্রায়) গাভীগণ মধুর আশ্রয়ণসাধন দুগ্ধ ক্ষরণ করছে (মধু আশিরং দুদুহ্রে) ॥ ৬॥

বিনিয়োগ ও টীকা — অতিরাত্র ক্রতুতে মধ্যমপর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে উপর্যুক্ত সূক্তটি সহ পর পর চারটি (অর্থাৎ ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম) সূক্ত বিনিযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য উল্লিখিত সূক্তগুলির শেষে এইরকমেই বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে॥ (২০কা. ৩অ. ৫সূ.) ॥

◆

: ষষ্ঠ সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

আ তু ন ইন্দ্র মদ্র্যগ্‌ঘুবানঃ সোমপীতয়ে।
হরিভ্যা যাহ্যদ্রিবঃ ॥ ১॥
সত্তো হোতা ন ঋত্বিয়স্তিস্তিরে বর্হিরানুষক্।
অযুজ্রন্ প্রাতরদ্রয়ঃ ॥ ২॥
ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ ক্রিয়ন্ত আ বর্হিঃ সীদ।
ব্রীহি শূর পুরোলাশম্ ॥ ৩॥
রারন্ধি সবনেষু ণ এষু স্তোমেষু বৃত্রহন্।
উক্‌থেম্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥ ৪॥
মতয়ঃ সোমপামুরুং রিহন্তি শবসস্পতিম্।
ইন্দ্রং বৎসং ন মাতরঃ ॥ ৫॥
স মন্দস্বা হ্যন্ধসো রাধসে তন্বা মহে।
ন স্তোতারং নিদে করঃ ॥ ৬॥
বয়মিন্দ্র ত্বায়বো হবিষ্মন্তো জরামহে।
উত ত্বমস্ময়ুর্বসো ॥ ৭॥
মারে অস্মৎ বি মুমুচো হরিপ্রিয়ার্বাঙ্ যাহি।
ইন্দ্র স্বধাবো মৎস্বেহ ॥ ৮॥
অর্বাঞ্চং ত্বা সুখে রথে বহতামিন্দ্র কেশিনা।
ঘৃতস্নূ বর্হিরাসদে ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — হে বজ্রবান্ (অদ্রিবঃ) ইন্দ্র! হূয়মান অর্থাৎ আহূত (হুবানঃ) আপনি আমাদের যজ্ঞের অভিমুখে (নঃ মদ্র্যক্) অশ্বের দ্বারা বাহিত হয়ে (হরিভ্যাম্) সোমপানের নিমিত্ত (সোমপীতয়ে) আগমন করুন (আ যাহি) ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! আমাদের যজ্ঞে হোতা নামক ঋত্বিক

প্রাপ্তকাল হয়ে (ঋত্বিয়) অর্থাৎ উপস্থিত হয়ে বেদীতে পরস্পর সম্বন্ধিত করে অর্থাৎ ঘনিষ্ঠভাবে কুশ আস্তীর্ণ করেছেন (বর্হি আনুষক্ তিস্তিরে); সেইমতো প্রাতঃসবনে (প্রাতঃ) প্রস্তরগুলি (অদ্রয়ঃ) সোমাভিষবের নিমিত্ত সঙ্গত বা সজ্জিত করা হয়েছে (অযুজ্রন্) ॥ ২॥ হে ব্রহ্মবাহ (স্তোত্ররূপ মন্ত্রের প্রাপক) ইন্দ্র! আপনার উদ্দেশে এই স্তোত্রসমূহ (ইমা ব্রহ্ম) প্রয়োগ করা হচ্ছে (ক্রিয়ন্তে)। সেই হেতু আপনি এই কুশসমূহের উপরে উপবেশন করুন (বর্হি আ সীদ)। হে শৌর্যশালী (শূর) ইন্দ্র! আমাদের দীয়মান ব্রীহি বা হবিঃ ভক্ষণ করুন (পুরোলাশম্) ॥ ৩॥ হে স্তুতির দ্বারা বর্ণনীয় (গির্বণঃ) ইন্দ্র! হে বৃত্রের হন্তা (বৃত্রহন্) ইন্দ্র! আমাদের তিনটি সবনে ক্রিয়মাণ (সবনেষু এষু) স্তোত্র ও উক্থ শস্ত্রে (স্তোমেষু চ উক্থেষু) আপনি প্রীত হোন (ররন্ধি) ॥ ৪॥ আমাদের ক্রিয়মাণ স্তুতিগুলি (মতয়ঃ), মহান (উরুং), সোমপানকারী (সোমপাম্), ও বলের প্রভুস্বরূপ (শবসঃ) ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হোক (রিহন্তি); (তার দৃষ্টান্ত কি? না—) 'বৎসং ন মাতরঃ' অর্থাৎ মাতা গাভী যেমন বৎসগাত্র লেহন করে, সেইরকম ॥ ৫॥ হে ইন্দ্র! তথাবিধ আপনার (সঃ) শরীরের বলের নিমিত্ত (তন্বা) ও প্রভূত ধনের অর্থাৎ ধন দানের নিমিত্ত (মহে রাধসে) সোমলক্ষণ অন্নের দ্বারা অর্থাৎ সোমপানের দ্বারা (অন্ধসঃ) আপনি হর্ষিত হোন (মন্দস্ব)। আমি হেন স্তুতিকারী জনকে (স্তোতারম্) পরকৃত নিন্দাভাজন করবেন না (নিদে ন করঃ) ॥ ৬॥ হে ইন্দ্র! তোমাতে কাময়মান আমরা (ত্বায়বঃ) (তোমাকে প্রদানের নিমিত্ত) সোমলক্ষণ হবির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে (হবিষ্মন্তঃ) আপনার স্তুতি করছি (জরামহে)। (উত) হে সকলের নিবাসরূপ (বসো) ইন্দ্র! আপনি (ত্বম্) অভিমত ফল প্রদানের নিমিত্ত আমাদের কাময়িতা হোন (অস্মান্ অন্তয়ুঃ ভব) ॥ ৭॥ হে হরিপ্রিয় (হরী নামক দুই অশ্বের প্রতি প্রীতিমান) ইন্দ্র! আমাদের নিকট হতে দূরে (আরে) আপনার রথযুক্ত অশ্বদ্বয়কে মুক্ত করবেন না (মা বি মুমুচঃ), বরং রথারূঢ় হয়ে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন (অর্বাঙ্ যাহি)। হে হবির্লক্ষণ অন্নের দ্বারা যুক্ত (স্বধাবঃ) ইন্দ্র! আমাদের এই দেবযজনে (ইহ) সোমপানের দ্বারা হর্ষে পূর্ণ হোন (মৎস্ব) ॥ ৮॥ হে ইন্দ্র! আপনাকে আপন শরীরপীড়নের দ্বারা সুখকর (সুখে) রথে বহন পূর্বক (বহতাম্), স্কন্ধপ্রদেশে লম্বমান কেশযুক্ত (কেশিনা), শ্রমজনিত কারণে স্বেদস্রাবী অশ্বদ্বয় (ঘৃতস্নূ) আমাদের যজ্ঞাগ্নির নিকটে বা আস্তীর্ণ কুশসমূহের উপরে (বর্হি) বিরাজমান করার নিমিত্ত আনয়ন করুক (আসদে) ॥ ৯॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির অতিরাত্রে মধ্যমে রাত্রিপর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে বিনিয়োগ উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৩অ. ৬সূ.) ॥

◆

: সপ্তম সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

উপ নঃ সুতমা গহি সোমমিন্দ্র গবাশিরম্।
হরিভ্যাং যস্তে অস্ময়ুঃ ॥ ১॥
তমিন্দ্র মদমা গহি বর্হিষ্ঠাং গ্রাবভিঃ সুতম্।
কুবিন্নস্য তৃপ্ণবঃ ॥ ২॥

ইন্দ্রমিত্থা গিরো মমাচ্ছাগুরিষিতা ইতঃ।
আবৃতে সোমপীতয়ে ॥ ৩॥
ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে স্তোমৈরিহ হবামহে।
উক্থেভিঃ কুবিদাগমৎ ॥ ৪॥
ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তান্ দধিষ্ব শতক্রতো।
জঠরে বাজিনীবসো ॥ ৫॥
বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়ং বাজেষু দধৃষং কবে।
অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ৬॥
ইমমিন্দ্র গবাশিরং যবাশিরং চ নঃ পিব।
আগত্যা বৃষভিঃ সুতম্ ॥ ৭॥
তুভ্যেদিন্দ্র স্ব ওক্যে সোমং চোদামি পীতয়ে।
এষ রারন্তু তে হৃদি ॥ ৮॥
ত্বাং সুতস্য পীতয়ে প্রত্নমিন্দ্র হবামহে।
কুশিকাসো অবস্যবঃ ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! আমাদের অভিযুত (সুতং) গব্যদুগ্ধের আশ্রয়সাধন (গবাশিরঃ) অর্থাৎ গব্যদুগ্ধমিশ্রিত সোমের প্রতি বা সমীপে আপনি আগত হোন (উপা গহি), যেহেতু (যঃ) আপনার অশ্বযুক্ত (হরিভ্যাং) রথ আমাদের এই স্থানে আগমনের নিমিত্ত কামনা করছে ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! আপনার প্রসিদ্ধ (তং) মদকর (মদম্), বিস্তৃত কুশের উপরে স্থিত বা রক্ষিত (বর্হিষ্ঠাং) পাষাণের দ্বারা অভিযুত অর্থাৎ শিলে পিষ্ট সোম (গ্রাবভিঃ সুতং) অভিলক্ষ্য করে আগমন করুন (আ গহি) এবং ক্ষিপ্রতার সাথে (নু) এই সোমপানের দ্বারা (অস্য) প্রভূত (কুবিৎ) তৃপ্ত হও (তৃপ্ণবঃ) ॥ ২॥ আমাদের স্তুতিরূপা বাণীসমূহ ইন্দ্রের অভিলক্ষ্যে (ইন্দ্রং অচ্ছ মম গিরঃ) আমাদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে (ইষিতা) এই যজ্ঞস্থলী হতে উচ্চার্যমাণ প্রকারে প্রাপ্ত হচ্ছে অর্থাৎ উচ্চারণ করা মাত্রই ইন্দ্রাভিমুখে উপনীত হতে চলেছে (ইতঃ ইত্থা অগুঃ)। (কি জন্য? না—) 'আবৃত সোমপীতয়ে' অর্থাৎ আমাদের প্রতি আগমনের জন্য এবং সোমপানের জন্য ॥ ৩॥ ইন্দ্রদেবকে সোমপানের নিমিত্ত (সোমস্য পীতয়ে) এই যজ্ঞস্থলে (ইহ) ত্রিবৃৎ ইত্যাদি স্তোমসাধ্য স্তোত্রসমূহে (স্তোমৈঃ) ও আজ্য ইত্যাদি শস্ত্রসাধ্য স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা (উক্থেভিঃ) আমরা আহ্বান জ্ঞাপন করছি (হবামহে)। এবং আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে ইন্দ্রদেব বহুবার (কুবিৎ) আগমন করুন (আগমৎ), অর্থাৎ আমাদের যজ্ঞে যুক্ত হোন ॥ ৪॥ হে ইন্দ্র! এই গ্রহচমসস্থিত (ইমে) সোমরাশি আপনার নিমিত্ত অভিষব ইত্যাদির দ্বারা সংস্কৃত (সুতাঃ) হয়েছে। হে বহু যজ্ঞসাধনকারী ইন্দ্র (শতক্রতো)! হে অন্নধনশালী বা কর্মফলদাতা (বাজিনীবসো) ইন্দ্র! আপনার নিমিত্ত অভিযুত সোমসমূহ (তান্) জঠরে ধারণ করুন (দধিষ্ব) ॥ ৫ ॥ হে ত্রিকালজ্ঞ বা সূক্ষ্মার্থদর্শী (কবে) ইন্দ্র! আপনি সংগ্রামে অতিশয় শত্রুধর্ষক (বাজেষু দধৃষং) ও শত্রুধনের জয়শীল (ধনঞ্জয়ং)—আমরা জ্ঞাত আছি (বিদ্ম)। এই কারণে (অধ) আপনার সুখ বা সুখকর ধন (তে সুম্নং) আমরা যাচনা করছি ॥ ৬॥ হে ইন্দ্র! গো-দুগ্ধের আশ্রয়ভূত অর্থাৎ গো-দুগ্ধে মিশ্রিত এবং যবলক্ষণ-মিশ্রণদ্রব্যোপেত (গবাশিরং যবাশিরং চ), পাষাণে

পেষণ-নিষ্পন্ন (বৃষভিঃ) এই সোম (সুতম্) আমাদের অভিমুখে আগমন পূর্বক পান করুন (নঃ আগত্য পিব) ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র! এই সোম পান করে (পীতয়ে) আপনি আপন উদরস্থ করুন (তুভ্য ইৎ স্বে ওক্যে), সেই নিমিত্ত এই সোম প্রেরণ করছি (চোদামি)। এই পীত অর্থাৎ পানকৃত সোম (এষঃ) আপনার হৃদয়ে (তে হৃদি) অত্যন্ত রম্যক্রীড়া করুক, অর্থাৎ হর্ষোৎপাদন করুক (ররন্তু) ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র! আমরা হেন কুশিক- গোত্রোৎপন্ন জন (কুশিকাসঃ) নিজেদের রক্ষাকামী হয়ে (অবস্যবঃ) আপনার নিমিত্ত অভিষুত পুরাতন সোম পানের নিমিত্ত (ত্বাং প্রত্নম্ সুতস্য পীতয়ে) আপনাকে আহ্বান করছি (হবামহে) ॥ ৯ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — অতিরাত্র এবং মধ্যম রাত্রিপর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্রে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ হয় ॥ (২০কা. ৩অ. ৭সূ.) ॥

◆

: অষ্টম সূক্ত :

[ঋষি : গোতম ও অষ্টক। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

অশ্বাবতি প্রথমো গোষু গচ্ছতি সুপ্রাবীরিন্দ্র মর্ত্যস্তবোতিভিঃ।
তমিৎ পৃণক্ষি বসুনা ভবীয়সা সিন্ধুমাপো যথাভিতো বিচেতসঃ ॥ ১ ॥
আপো ন দেবীরুপ যন্তি হোত্রিয়মবঃ পশ্যন্তি বিততং যথা রজঃ।
প্রাচৈর্দেবাসঃ প্র ণয়ন্তি দেবয়ুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে বরা ইব ॥ ২ ॥
অধি দ্বয়োরদধা উক্থ্যং বচো যতস্রুচা মিথুনা যা সপর্যতঃ।
অসংযত্তো ব্রতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি ভদ্রা শক্তির্যজমানায় সুন্বতে ॥ ৩ ॥
আদঙ্গিরাঃ প্রথমং দধিরে বয় ইদ্ধাগ্নয়ঃ শম্যা যে সুকৃত্যয়া।
সর্বং পণেঃ সমবিন্দন্ত ভোজনমশ্বাবন্তং গোমন্তমা পশুং নরঃ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি।
আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতমমৃতং যজামহে ॥ ৫ ॥
বর্হির্বা যৎ স্বপত্যায় বৃজ্যতেঽর্কো বা শ্লোকমাঘোষতে দিবি।
গ্রাবা যত্র বদতি কারুরুক্থ্যস্তস্যেদিন্দ্রো অভিপিত্বেষু রণ্যতি ॥ ৬ ॥
প্রোগ্রাং পীতিং বৃষ্ণ ইয়র্মি সত্যাং প্রয়ৈ সুতস্য হর্যশ্ব তুভ্যম্।
ইন্দ্র ধেনাভিরিহ মাদয়স্ব ধীভির্বিশ্বাভিঃ শচ্যা গৃণানঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য (মর্ত্যঃ) আপনার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত (সুপ্রাবীঃ) হয়, সে বহু অশ্ববান্ হয় এবং গো-স্বামীগণের মধ্যে মুখ্য হয় (প্রথমঃ গচ্ছতি)। (অর্থাৎ বহু পশুর অধিকারী হয়, এটাই বক্তব্য)। আপনি সেই মনুষ্যকে বহু ধনের দ্বারা সম্পৃক্ত করে থাকেন (বসুনা অভিতঃ তমিৎ পৃণক্ষি); যেমন বিনিষ্টিজ্ঞানসাধন জলরাশি সর্বতোভাবে সমুদ্রকে পূর্ণ করে থাকে বা প্রাপ্ত হয় (বিচেতসঃ আপঃ সিন্ধুম্ ভবীয়সা) ॥ ১ ॥ হে হোত্রিয় (অর্থাৎ হবির্যোগ্য) ইন্দ্র! দ্যোতমানা

জলরাশি (ন দেবীঃ আপঃ) যেমন নিম্ন প্রদেশে বা সমুদ্রের দিকে গমন করে (উপ যন্তি), তেমনই স্তুতিগুলি বা স্তোতৃগণ আপনার দিকে গমন করছে, অর্থাৎ অনায়াসে আপনাকে লাভ করছে। তথা আপনার স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হয়ে স্তোতাগণ নিম্নাভিমুখে দৃষ্টি ক্ষেপণ করছে (অবঃ পশ্যন্তি) যেমন সর্বতো ব্যাপ্ত (যথা বিততং) সবিতাদেবের জ্যোতি (রজঃ) দর্শনে অপারগ হয়ে লোকে দৃষ্টি অবনত করে। অধিকন্তু ঋত্বিকগণ (দেবাসঃ) আপনাকে প্রাচীন (প্রাচৈঃ) বেদির অভিমুখে নীত করছেন (প্র ণয়ন্তি); অথবা আপনার নিমিত্ত সোম ও অগ্নিকে পূর্বস্থ বেদিতে স্থাপন করতে গমন করছেন। ব্রহ্ম পরিবৃঢ় স্তোত্র বা কর্মপ্রিয় (ব্রহ্মপ্রিয়) আপনাকে ঋত্বিকগণ সেবা করছেন, যেমন জামাতাগণ কন্যার সেবা করে (বরা ইব জোযয়ন্তে) ॥ ২॥ হে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন্! দু'টি হবির্ধানের মধ্যবর্তী তৃতীয় ছদিস্থানের উপরে (দ্বয়োর্হবির্ধানয়োশ্ছদিষ্মতোরধি উপরি) উক্‌থ্য স্তোত্রের যোগ্য বচন নিহিতবান্ রয়েছে (অধি অদধাঃ)। সেই উভয় হবির্ধানে গ্রহ-চমস-ইত্যাদি লক্ষণ-সমন্বিত যজ্ঞসাধন পাত্রসমূহ যুগলরূপে বর্তমান (যতস্রুচা মিথুনা যা)। এই হেন হবির্ধানে ইন্দ্র সম্পূজিত হন (সপর্যতঃ); (অর্থাৎ সোমপানের উপযুক্ত পাত্র ইন্দ্রের উদ্দেশে নিবেদিত হয়—এটাই ভাব)। অধিকন্তু, হে ইন্দ্র! আপনার কর্মে, অর্থাৎ আপনার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যাগে (তে ব্রতে) যজমান অবিরামভাবে (অসংযত্তঃ) পুত্র-পশু ইত্যাদির দ্বারা নিজের পোষণ করেন (ক্ষেতি পুষ্যতি)। আপনার নিমিত্ত সোম অভিষবকারী (সুন্বতে) যজমানের কল্যাণী (ভদ্রা) শক্তি হোক। (অর্থাৎ যজমান আপনার অনুগ্রহ লাভ করুন) ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র! অঙ্গিরা মহর্ষিবর্গ অগ্রে (প্রথমং) আপনার উদ্দেশে হবির্লক্ষণ অন্ন সম্পাদিত করেছিলেন (বয়ঃ); (কখন? না—) যখন পণিনামক অসুরগণ গাভী অপহরণ করেছিল, তারপর (আৎ)। (কিরকম অঙ্গিরাগণ? না—) 'সুকৃত্যয়া' অর্থাৎ করণব্যাপারে শোভনশালী, এবং অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি যাগকর্মের নিমিত্ত (শম্যা) আহ্বনীয় ইত্যাদি অগ্নি প্রজ্বলনকারী (ইদ্ধাগ্নয়ঃ) নেতা (নরঃ) অঙ্গিরা ঋষিগণ, যাঁরা বপু অশ্ববন্ত ও বহু গো-সমৃদ্ধ এবং অজা-অবি ইত্যাদি অন্য পশুজাতের অধিকারী (পশুম্ আ) সেই অসুরগণের সকল ধন (সর্বং ভোজনম্) লাভ করেছিলেন (সম্ অবিন্দন্ত) ॥ ৪ ॥ অথর্বা নামক মহর্ষি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্রিয়মাণ যজ্ঞ সাধনের দ্বারা (যজ্ঞৈঃ) প্রথমে অপহৃত গাভীর পথ অর্থাৎ গাভীগুলির বিস্তারিত সন্ধান জ্ঞাত হয়েছিলেন, তারপর (ততঃ) কান্ত অর্থাৎ স্পৃহণীয় (বেনঃ) ও গবানয়ন কর্মের পালয়িতা (ব্রতপাঃ) সূর্য প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন (আজনি)। (অর্থাৎ অন্ধকারাবিষ্ট গো-সমূহকে প্রকটিত করে দিয়েছিলেন—এটাই বক্তব্য)। অনন্তর কবির পুত্র (কাব্য) উশনা অর্থাৎ ভৃগু ইন্দ্রের সহায়তায় (সচা) গাভীগুলিকে লাভ করেছিলেন। সর্বনিয়ন্তা সূর্যের প্রয়োজনে (যমস্য) প্রাদুর্ভূত (জাতং) অথবা সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর হতে সৃষ্ট, অমরণধর্মা অর্থাৎ অবিনাশী (অমৃতং) ইন্দ্রের পূজা করছি (যজামহে) ॥ ৫ ॥ যে যজ্ঞে (যৎ) শোভন অপত্যলাভরূপ ফলের নিমিত্ত অথবা শোভনায়তন যজ্ঞপাত্রের নিমিত্ত কুশ আস্তীর্ণ করা হয় (বর্হিঃ স্বপত্যায় বৃজ্যতে), অর্চনসাধন মন্ত্রোপেত হোতা (অর্কো বা) যে দ্যোতমান যজ্ঞে (দিবি) বাগাত্মক শস্ত্র ইত্যাদি উচ্চারণ করেন (শ্লোকম্ আঘোযতে) এবং যে যজ্ঞে (যত্র চ) অভিষবসাধন পাষাণ (গ্রাবা) উক্‌থার্হ স্তোতার মতো শব্দ করে (কারুরুক্‌থ্য বদতি), সেইরকম যজ্ঞের (তস্যেৎ) সমীপস্থানে ইন্দ্রদেব সহর্ষে বিরাজমান হয়ে থাকেন (অভিপিত্বেষু রণ্যতি) ॥ ৬॥ হে হরি নামক অশ্বোপেত (হর্যশ্ব) ইন্দ্র! অভীষ্ট ফলবর্ষণকারী (বৃষ্ণে) ও প্রকৃষ্ট গমনশালী (প্রয়ৈ) আপনার উদ্দেশে উদ্যত বল (উগ্রাং) ও যথার্থ সামর্থ্যসম্পন্ন (সত্যাম্) সোমরস (সুতস্য) পানের নিমিত্ত (পীতিং) প্রেরণ করছি (প্র ইয়র্মি)। হে ইন্দ্র! আপনি এই যজ্ঞে

(ইহ) সকল প্রীতিকর (বিশ্বাভিঃ ধেনাভিঃ) স্তোত্রাত্মক কর্মের দ্বারা (ধীভিঃ) অর্থাৎ যাগের দ্বারা বা বলের নিমিত্ত স্তূয়মান হয়ে (গৃণানঃ) হৃষ্ট হোন (মাদয়স্ব) ॥ ৭॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ। এই সূক্তের ষষ্ঠ ('বহির্বা যৎ' ইত্যাদি) মন্ত্রটি এর পরিধানীয়া ॥ (২০কা. ৩অ. ৮সূ.) ॥

◆

: নবম সূক্ত :

[ঋষি : শুনঃশেপ ও মধুচ্ছন্দা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ১॥
আ ঘা গমদ্ যদি শ্রবৎসহস্রিণীভিরূতিভিঃ।
বাজেভিরুপ নো হবম্ ॥ ২॥
অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরম্।
যং তে পূর্বং পিতা হুবে ॥ ৩॥
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ৪॥
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ৫॥
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — শত্রুসেনাদের সঙ্গমে সঙ্গমে বা প্রতিটি যাগকর্মে (যোগেযোগে) আমরা অতিশয় বলবন্ত ইন্দ্রের নিকট (তবস্তরম্) রক্ষার নিমিত্ত (উতয়ে) আহ্বান জ্ঞাপন করছি (হবামহে)। তথা যখন যখন অন্নপ্রাপ্তি ঘটে (বাজেবাজে) তখন তখনই আমরা সখিভূত (সখায়ঃ) ইন্দ্রকে আহ্বান করছি ॥ ১॥ তিনি অর্থাৎ সেই ইন্দ্রদেব যদি আমাদের আহ্বান শ্রবণ করেন (নঃ হবং শ্রবৎ), তাহলে তাঁর সহস্রসংখ্যাযুক্ত অর্থাৎ অসীম রক্ষাশক্তি ও অন্ন সহ (সহস্রিণীভিঃ উতিভিঃ বাজেভিঃ) আগত হোন (উপ আ গমদ্) ॥ ২॥ হে ইন্দ্রদেব! আপনি প্রাচীন স্বর্গনামক স্থানের অধিপতি (প্রত্নস্য ওকসঃ), বহু যোদ্ধার প্রতিনিধিভূত (তুবিপ্রতিম্) নেতা (নরং)—এই হেন আপনাকে আমি অনুক্রমানুসারে আহ্বান করছি (অনু হুবে)। আপনি হেন যাঁকে (যং তে) পূর্বকালে (পূর্বং) আমাদের পিতা আপন অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশে আহ্বান করেছিলেন (হুবে)। (বক্তব্য এই যে, পূর্বকালে আমাদের পিতৃ-পিতামহ ইত্যাদি পূর্বপুরুষগণ যেমন আপনাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তারই পরম্পরাক্রমে আমরাও আপনাকে আহ্বান জ্ঞাপন করছি) ॥ ৩॥ মহৎ নামান্বিত (ব্রধ্নং), আরোচমান (অরুষং), স্থাবর-জঙ্গমের উপরে অর্থাৎ স্বর্গ ইত্যাদিতে বিচরণশীল বা সূর্যাত্মক (তস্থুষঃ পরি

চরন্তম্) ইন্দ্রের হরি নামক অশ্বসমূহকে রথে যোজিত করা হচ্ছে। রথ ও রথযুক্ত অশ্বসমূহের রশ্মিরাশি দিব্যলোকে দীপ্ত হয়ে রয়েছে (রোচন্তে রোচনা দিবি)। [পরবর্তী মন্ত্রে 'যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী' ইত্যাদি শব্দাবলীর অনুসরণে ইন্দ্ররথে হরিনামক অশ্বগণের যোজনা ব্যাখ্যাত হয়েছে] ॥ ৪ ॥ উক্তলক্ষণসম্পন্ন ইন্দ্রের রথে হরিনামক অশ্বদ্বয়কে সারথিগণ যোজিত করছে (হরী যুঞ্জন্তি অস্য রথে)। (কিরকম অশ্বদ্বয়? না—) 'কাম্যা বিপক্ষসা' অর্থাৎ সেই অশ্বদ্বয় সকলের কাম্য ও রথের উভয় পার্শ্বে স্থিত; রক্তবর্ণশালী (শোণা) ও সারথি ইত্যাদি মনুষ্যগণের বাহক (ধৃষ্ণু নৃবাহসা) ॥ ৫ ॥ হে মরণশীল মনুষ্যবর্গ (মর্যা)! এই সূর্যস্বরূপ ইন্দ্রকে দর্শন করো। ইনি অন্ধকারে লুক্কায়িত রূপহীন পদার্থসমূহকে আপন প্রকাশের দ্বারা রূপ-দানশীল (অপেশসে পেশঃ), প্রজ্ঞানরহিত জনকে প্রজ্ঞাদানশীল (অকেতবে কেতুং কৃণ্বন) এবং রশ্মিসমূহের সাথে (উষদ্ভি সহ) সম্ভূত (সং অজায়থাঃ)। (অর্থাৎ এই হেন সূর্যাত্মক সম্ভূত ইন্দ্রকে দর্শন করো—এটাই মন্ত্রণা) ॥ ৬॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি সহ পর পর চারটি সূক্ত (অর্থাৎ ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সূক্ত), অতিরাত্র ক্রতুসমূহে তৃতীয় রাত্রিপর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়। বৈতানে (৪।২) এগুলি বিস্তারিতভাবে সূত্রিত আছে। যেমন—'যোগেযোগে তবস্তরং' ও 'যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং' এই সূক্তের এই ঋক্‌দ্বয় স্তোত্রিয়ানুরূপ। আবার, ১৫শ সূক্তের ('আ রোদসী' ইত্যাদি সূক্তের) অন্তিম মন্ত্রটি অর্থাৎ 'অপাঃ' পূর্বেষাং ইত্যাদি মন্ত্রটি পরিধানীয়া। আবার ১৬শ সূক্তের অন্তিম মন্ত্রটি অর্থাৎ 'ঊতী শচীবঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটি যাজ্যা।...ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৩অ. ৯সূ.) ॥

◆

: দশম সূক্ত :

[ঋষি : গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ।
স্তোতা মে গোষখা স্যাৎ ॥ ১ ॥
শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিণে।
যদহং গোপতিঃ স্যাম্ ॥ ২ ॥
ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে।
গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে ॥ ৩ ॥
ন তে বর্তাস্তি রাধস ইন্দ্র দেবো ন মর্ত্যঃ।
যৎ দিৎসসি স্তুতো মঘম্ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্ যদ্ ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ।
চক্রাণ ওপশং দিবি ॥ ৫ ॥
বাবৃধানস্য তে বয়ং বিশ্বা ধনানি জিগ্যুষঃ।
ঊতিমিন্দ্রা বৃণীমহে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেব! যেমন দেবগণের মধ্যে আপনিই একমাত্র ধনের ঈশ্বর (যথা ত্বং এক ইৎ বস্ব ঈশীয়), আমিও যেন তেমন হই (অহং)। (অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে আমিও যেন শ্রেষ্ঠ ধনস্বামী হতে পারি)। আপনার স্তোতৃবর্গ যেমন বহু গাভীর স্বামী অর্থাৎ পালয়িতা হয়ে থাকেন (স্তোতা গোষখা স্যাদ্), তেমনই আমার হোক (মে)। (অর্থাৎ আমারও স্তোতৃবর্গ বা প্রশংসাকারীগণ যেন আপনার অনুগ্রহে তেমনই বহু গাভীর অধিপতি হয়, অথবা আমি হেন আপনার স্তোতা যেন বহু গো-সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি) ॥ ১ ॥ হে শচীপতি ইন্দ্রদেব! যখন (যৎ) আমি আপনার কৃপায় গো-স্বামী হবো (অহং গোপতিঃ স্যাং), তখন যেন স্তুতিকারী জ্ঞানীজনবর্গকে (মনীষিণে অস্মৈ) দান করতে অভিলাষী হই (দিৎসেয়ং), এবং প্রার্থিত ধনও দান করতে পারি (শিক্ষেয়ং চ)। (অর্থাৎ আমাকে সেইরকম সামর্থ্য প্রদান করুন) ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্রদেব! আমাদের প্রিয় সত্যগর্ভা বাণী (সুনৃতা), দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় আপনার প্রীণয়িত্রী হয়ে (তে ধেনুঃ) সোমাভিষব কর্মরত (সুন্বতে) যজমানকে বর্ধন পূর্বক (পিপ্যুষী) তাঁর গো-অশ্ব ইত্যাদি সকল অভিলষিত সামগ্রীকে দোহন করছে (দুহে)। অর্থাৎ গো-অশ্ব ইত্যাদি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করছে ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্রদেব! যদি (যৎ) আমাদের স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে (স্তুতঃ) অর্থাৎ প্রখ্যাপিতগুণ হয়ে প্রভূত ধন (মঘং) দানের নিমিত্ত ইচ্ছা করেন (দিৎসসি) তাহলে দেবতা বা মনুষ্যগণের মধ্যে (দেবো ন মর্ত্য) কেউই আপনার সেই ধনের (রাধসঃ) নিবারক নেই (বর্তা ন অস্তি), অর্থাৎ আপনাকে কেউই বাধা দিতে সক্ষম হবে না ॥ ৪ ॥ আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞ ইন্দ্রদেবকে বর্ধিত করে, অর্থাৎ হবিঃ বা স্তুতির দ্বারা ইন্দ্রের মহিমা বৃদ্ধিলাভ করে, যখন (যৎ) অন্তরিক্ষে (দিবি) মেঘ সর্বত বিদারিত করে (ওপশং চক্রাণঃ) ভূমিকে বৃষ্টির জলের দ্বারা সিক্ত করে (বি অবর্তয়ৎ), অর্থাৎ ইন্দ্রদেবই বর্ষার জলে ভূমি সিক্ত করে ধান্য ইত্যাদি শস্যের সমৃদ্ধি ঘটান ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্রদেব! আপনি স্তুতির দ্বারা প্রবৃদ্ধমান (বধৃধানস্য) ও শত্রুসম্বন্ধিনী ধনরাশি (বিশ্বা ধনানি) জয়কারী (জিগ্যুবঃ)। এই হেন আপনার রক্ষণ (ঊতিং) আমরা আমাদের আভিমুখ্যে বরণ করছি (আ বৃণীমহে) ॥ ৬ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ অতিরাত্রে তৃতীয় পর্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৩অ. ১০সূ) ॥

◆

: একাদশ সূক্ত :

[ঋষি : গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ব্যন্তরিক্ষমতিরন্মদে সোমস্য রোচনা।
ইন্দ্রো যদভিনদ্ বলম্ ॥ ১ ॥
উদগা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গুহা সতীঃ।
অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃহ্লানি দৃংহিতানি চ।
স্থিরাণি ন পরাণুদে ॥ ৩ ॥

অপামূর্মির্মদন্নিব স্তোম ইন্দ্রাজিরায়তে।
বি তে মদা অরাজিষুঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — সোমরস পানে উৎপন্ন শক্তির মত্ততায় ইন্দ্রদেব যখন (যৎ সোমস্য মদে ইন্দ্রঃ) সবকিছুকে আবৃতকারী বল নামক অসুরকে বা উক্তলক্ষণ মেঘকে বিদীর্ণ করেছিলেন (বলং অভিনৎ), তখন দীপ্যমান (রোচনা) অন্তরিক্ষ বর্ষার জলে তাঁকে প্রবৃদ্ধ করেছিল (ব্যতিরৎ)। [অন্তরিক্ষ কর্তৃক সহায়তা দানের কথাই এখানে বলা হয়েছে]॥ ১॥ ইন্দ্রদেব অঙ্গিরা ঋষিদের নিমিত্ত কন্দরস্থিত (অঙ্গিরোভ্য গুহা সতী) অর্থাৎ গুহায় অপ্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান, গাভীগুলিকে (গাঃ) প্রকাশযুক্ত করে বহির্দেশে অর্থাৎ গুহার বাহিরে প্রেরণ করেছিলেন (আবিষ্কৃণ্বন উৎ আজত); এবং সেই গাভীগণের অপহর্তা বল নামক অসুরকে অধোমুখ করে পাতিত করেছিলেন (অর্বাঞ্চং নুনুদে বলং) ॥ ২॥ ইন্দ্রদেব দ্যুলোকস্থিত দীপ্তিমান্ গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদিকে (দিবঃ রোচনা) বলবন্ত ও দৃঢ়ীকৃত করেছিলেন (দৃহ্লানি দৃংহিতানি চ); অতএব স্থিরভাবে অবস্থিত (স্থিরানি) তাদের অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে কেউই স্থানচ্যুত অর্থাৎ পাতিত করতে পারে না (ন পরাণুদে) ॥ ৩॥ হে ইন্দ্রদেব! আপনার বিষয়ভূত স্তোত্রসমূহ (স্তোমঃ) জলাশ্রয়ভূত সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় (অপাম্ ঊর্মিঃ) আপনার অভিমুখে ক্ষিপ্রতার সাথে প্রধাবিত হচ্ছে (স ইব অজিরায়তে), অর্থাৎ মুখ হতে নির্গত হওয়া মাত্রই আপনার নিকট গমন করছে। আপনার সোমপানজনিত মত্ততা (তে সদাঃ) বিশেষভাবে দীপ্যমান হয়ে উঠছে, অর্থাৎ প্রকটিত হচ্ছে (বি অরাজিষুঃ) ॥ ৪॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের অনুরূপ॥ (২০কা. ৩অ. ১১সূ.) ॥

◆

: দ্বাদশ সূক্ত :

[ঋষি : গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ত্বং হি স্তোমবর্ধন ইন্দ্রাস্যুক্থবর্ধনঃ।
স্তোতৃণামুত ভদ্রকৃৎ ॥ ১॥
ইন্দ্রমিৎ কেশিনা হরী সোমপেয়ায় বক্ষতঃ।
উপ যজ্ঞং সুরাধসম্ ॥ ২॥
অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ।
বিশ্বা যদজয় স্পৃধঃ ॥ ৩॥
মায়াভিরুৎসিসৃপ্সত ইন্দ্র দ্যামারুরুক্ষতঃ।
অব দস্যূঁরধূনুথাঃ ॥ ৪॥
অসুন্বামিন্দ্র সংসদং বিষূচীং ব্যনাশয়ঃ
সোমপা উত্তরো ভবন্ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! আপনি ত্রিবৃৎ ইত্যাদি স্তোমের দ্বারা বর্ধনীয় (স্তোমবর্ধনঃ) তথা উক্থ

অর্থাৎ সামবেদীয় মন্ত্রসমূহের দ্বারা বর্ধনীয় (উক্থবর্ধনঃ)। অধিকন্তু (উত) আপনি স্তোতৃগণের কল্যাণকর্তা (ভদ্রকৃৎ) ॥ ১॥ স্কন্ধপ্রদেশস্থিত কেশযুক্ত (কেশিনা) হরি-নামক অশ্বদ্বয় (হরী) শোভন ধনফলোপেত হয়ে (সুরাধসম্) আমাদের যজ্ঞের প্রতি (যজ্ঞং) সোমপানার্থে (সোমপেয়ায়) ইন্দ্রকেই বহন পূর্বক আনয়ন করছে (ইন্দ্রম্ ইৎ উপবক্ষতঃ), অথবা যজ্ঞার্হ (যজ্ঞং) শোভন ধনের দাতা (সুরাধসং) ইন্দ্রকে অশ্ব দু'টি বহন করছে ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! আপনি জলের ফেনার দ্বারা বজ্র নির্মাণ পূর্বক (অপাং ফেনেন) নমুচি নামক অসুরের শির শরীর হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন (উৎ অবর্তয়ঃ); (কখন করেছিলে? না—) যখন (যৎ) সকল সকল স্পর্ধাশালী অসুরসেনাকে জয় করেছিলেন (বিশ্বাঃ স্পৃধঃ অজয়ঃ) ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র! আপনি আপন মায়ার দ্বারা উর্ধ্বগমনশীল (উৎসিসৃপ্সতঃ), দ্যুলোকে আরোহণেচ্ছুক (দ্যাম্ আরুরুক্ষতঃ) দস্যুগণকে নিম্নাভিমুখে পাতিত করেছিলেন (অব অধূনথাঃ) ॥ ৪॥ হে ইন্দ্র! আপনি সোমপানে অভ্যস্থ (সোমপাঃ); সুতরাং সোমপানজনিত বলের দ্বারা উৎকৃষ্টতর হয়ে অর্থাৎ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমন্ত হয়ে (উত্তরঃ ভবন) সোমাভিষবহীন অর্থাৎ সোমযজ্ঞহীনগণের (অসুন্বাম্) সমাজকে অর্থাৎ অযজ্ঞীয় সভাকে (সংসদং) বিশেষভাবে বিনাশ করেছিলেন (বিষূচীং বি অনাশয়ঃ) ॥ ৫॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ অতিরাত্রে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীগণের তৃতীয় পর্যায়ে বিহিত হয়ে থাকে। এই সূক্তটির ৩য় মন্ত্রে 'জলের ফেনার দ্বারা বজ্র নির্মাণ পূর্বক নমুচি দৈত্যকে নিহত করা' প্রসঙ্গে আচার্য সায়ন তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।৭।১।৬) উল্লেখিত একটি উপাখ্যানের কথা বলেছেন।—পূর্বকালে একদা দেবশত্রু নমুচিকে অবরোধ করতে ব্যর্থ ইন্দ্রকেই নমুচি অবরুদ্ধ করেছিল। তখন ইন্দ্রের অনুরোধে নমুচি তাঁকে মুক্ত করার সময়ে সর্ত করিয়ে নিয়েছিল যে, ইন্দ্র যেন দিনে বা রাত্রের ক্ষণে, শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তুর দ্বারা নমুচিকে আঘাত করতে পারবেন না।.ইন্দ্র এই সর্তে সম্মত হলে নমুচি তাঁকে মুক্তি প্রদান করে। সেই কারণে দেবাসুর সংগ্রামে স্পর্ধান্বিত সকল অসুরদের বিনাশ করার পর ইন্দ্র অহোরাত্রির সন্ধিক্ষণে (অর্থাৎ দিনও নয়, রাত্রিও নয়, এমনই কালে), সমুদ্রের ফেনাকে (অর্থাৎ শুষ্কও নয়, আর্দ্রও নয়, এমনই পদার্থকে) মন্ত্রের দ্বারা বজ্রময় করে তার আঘাতে নমুচিকে বধ করেছিলেন ॥ (২০কা. ৩অ. ১২সূ.)॥

◆

: ত্রয়োদশ সূক্ত :

[ঋষি : বরু বা সর্বহরি। দেবতা : হরি (ইন্দ্র)। ছন্দ : জগতী।]

প্র তে মহে বিদথে শংসিষং হরী প্র তে বন্বে বনুষো হর্যতং মদম্।
ঘৃতং ন যো হরিভিশ্চারু সেচত আ ত্বা বিশন্তু হরিবর্পসং গিরঃ ॥ ১॥
হরিং হি যোনিমভি যে সমস্বরন্ হিন্বন্তো হরী দিব্যং যথা সদঃ।
আ যং পৃণন্তি হরিভির্ন ধেনব ইন্দ্রায় শূষং হরিবন্তমর্চত ॥ ২॥
সো অস্য বজ্রো হরিতো য আয়সো হরির্নিকামো হরির্নিকামো হরিরা গভস্ত্যোঃ।
দ্যুম্নী সুশিপ্রো হরিমন্যুসায়ক ইন্দ্রে নি রূপা হরিতা মিমিক্ষিরে ॥ ৩॥
দিবি ন কেতুরধি ধায়ি হর্যতো বিব্যচদ্ বজ্রো হরিতো ন রংহ্যা।
তুদদহিং হরিশিপ্রো য আয়সঃ সহস্রশোকা অভবদ্ধরিম্ভরঃ ॥ ৪॥

তন্ত্বমহর্যথা উপস্তুতঃ পূর্বেভিরিন্দ্র হরিকেশ যজ্বভিঃ।
ত্বং হর্যসি তব বিশ্বমুকৃথ্যমসামি রাধো হরিজাত হর্যতম্ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! এই মহতি যজ্ঞে (বিদথে) শীঘ্রতাপূর্বক আগমনের নিমিত্ত আপনার হরি নামক অশ্বদ্বয়ের প্রশংসা করছি (প্র শংসিযম্) অর্থাৎ স্তুতি করছি। সেইরকমে শত্রুর হননকর্তা বা যাচ্যমান (বনুষঃ) আপনার সোনাপানজনিত কমনীয় অর্থাৎ কাম্য শক্তির মত্ততা (হর্যতং মদং) যাচনা করছি (প্র বন্বে), অর্থাৎ সেই শক্তির দ্বারা আমি আপন অভীষ্ট ফল প্রার্থনা করছি। ঘৃত যেমন হোমার্থে অগ্নিতে সিঞ্চিত হয়, সেইরকম যে ইন্দ্র (যঃ) হরিতবর্ণ অশ্বের সহযোগে আগমন পূর্বক (হরিভিঃ) রমণীয় ধন বর্ষণ করেন (চারু সেচতে), সেই হরিতরূপ (হরিবর্পসং) আপনার নিকট আমাদের স্তুতিবচনসমূহ (ত্বা গিরঃ) প্রবেশ করুক (আ বিশন্তু), অর্থাৎ আপনার বোধগম্য হোক ॥ ১॥ প্রাচীন মহর্ষিবর্গ (যে) হরণশীল বা হরিতবর্ণ (হরিম্) সকলের মূলকারণ ইন্দ্রের স্তুতি করেছিলেন (যোনিং হি সমস্বরন্)। (কখন? না—) 'দিব্যং' অর্থাৎ দেবসম্বন্ধি 'সদঃ' অর্থাৎ যাগগৃহে 'যথা' অর্থাৎ যে প্রকারে বা যাতে ইন্দ্র গমন করেন, সেই নিমিত্ত হরি নামক অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করেন (হরী হিন্বন্তঃ)। নবপ্রসূতিকা গাভীগণ (ধেনবঃ) যেমন তাদের আপন পালককে ক্ষীর ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করে (পৃণন্তি), সেইরকম যজমানবৃন্দ হরিতবর্ণ সোমরসের দ্বারা সেই ইন্দ্রকে পূর্ণতৃপ্তি প্রদান করেন ('আ' অর্থাৎ 'পৃণন্তি')। হে ঋত্বিকগণ! শত্রুশোষণসাধন বলযুক্ত (শূষম্), হরণশীল (হরিবন্তং) সেই ইন্দ্রের ইন্দ্রায়) পূজা করুন (অর্চত); অথবা ইন্দ্রের হরণশীল প্রীণনসাধন বলের (শূষং) অর্চনা করুন ॥ ২॥ ইন্দ্রের (অস্য) যে লৌহময় বজ্র আছে (যঃ আয়সঃ বজ্রঃ) সেই বজ্র হরিতবর্ণ (হরিতঃ) এবং নিরন্তর কমণীয় (স নিকামঃ)। ইন্দ্রও হরিতবর্ণ (হরিঃ); উক্তরূপ (স হরিঃ) ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করে থাকেন (গভস্ত্যোঃ আ)। অধিকন্তু ইন্দ্র অন্নবান্ বা ধনবান্ (দ্যুম্নী), সুন্দর হনূ বা সুন্দর নাসিকাসম্পন্ন (সুশিপ্রঃ)। তিনি হরণশীল মন্যুলক্ষণ সায়কোপেত অর্থাৎ গ্রহণক্ষম যজ্ঞরূপ বজ্রযুক্ত বা হরিতবর্ণময় বাণযুক্ত (হরিমন্যুসায়কঃ)। যতরকম রূপময় (রূপা) আভরণ আছে, তার সবগুলিই হরিতবর্ণের এবং তাঁর নিযোজক, অর্থাৎ ইন্দ্রের উপযুক্ত (নি মিমিক্ষিরে) ॥ ৩॥ ইন্দ্রসম্বন্ধী বজ্র অন্তরিক্ষে (দিবি) কেতুর ন্যায় বা প্রজ্ঞাপক আদিত্যের ন্যায় (কেতুঃ ন) কান্তিময় হয়ে নিহিত রয়েছে (হর্যতঃ অধি ধায়ি)। অধিকন্তু সেই বজ্র হরিতবর্ণশালী আদিত্যের অশ্বের ন্যায় (হরিতঃ ন) বেগে গমন করে (রংহ্যা) অথবা বেগের দ্বারা সবকিছুকে ব্যাপ্ত করে (বিব্যচৎ)। অপিচ যে হরিতবর্ণ বজ্র আছে (য আয়সো), সেই বজ্রের দ্বারা সোমপানে হরিতবর্ণ হনূবিশিষ্ট ইন্দ্র (হরিশিপ্রঃ) বৃত্রাসুরকে (অহিম্) ব্যথিত করেছেন (তদুৎ)। হরি-নামক অশ্বদ্বয়ের ভর্তা বা অধিপতি ইন্দ্র (হরিম্ভরঃ) সেই বজ্রের সাধনে সহস্রসংখ্যক শত্রুর শোকের কারণভূত হয়েছেন (সহস্রশোকাঃ অভবৎ), অথবা অপরিমিত দীপ্তিশালী হয়েছেন ('অপরিমিতদীপ্তিরভবৎ'—সায়ণ) ॥ ৪॥ হে হরিকেশ অর্থাৎ হরিতবর্ণ কেশযুক্ত বা হরিতবর্ণ কেশসম্পন্ন অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! যথায় যথায় সোম ইত্যাদি হবিঃ বর্তমান, সেই সকল স্থানেই আপনি বর্তমান (ত্বন্তং)। পূর্ববর্তী যজমানগণের দ্বারা স্তুত হয়ে (পূর্বেভিঃ যজ্বভিঃ উপস্তুতঃ) আপনি যেমন কামনা করেছিলেন, অর্থাৎ যেমন সোম ইত্যাদি প্রাপ্তির অভিলাষ করেছিলেন (অহর্যথাঃ), তথা এখনও সেইরকম হবিঃ কামনা করেন (ত্বং হর্যসি)। অতএব হে হরিজাত (অর্থাৎ হরিতবর্ণ অশ্বদ্বয়ের সাথে যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত বা হরিতবর্ণত্বের দ্বারা প্রাদুর্ভূত) ইন্দ্র! এই সকল সোম ইত্যাদিরূপ (বিশ্বং) প্রশস্য (উক্‌থ্যম্), অনল্প

অর্থাৎ প্রচুর (অসামি), কমনীয় (হর্যতং) অন্ন (রাধঃ) তোমারই (তব) ॥ ৫ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির অতিরাত্রে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর তৃতীয় পর্যায়শস্ত্রে বিনিয়োগ অভিহিত।—মূল পুঁথি অনুসারে এই তৃতীয় অনুবাকের মোট সূক্ত সংখ্যা যোড়শ। কিন্তু স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে ১৩শ সূক্তের মধ্যে মূলের ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ সূক্ত অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়ায় মূলের সাথে সূক্তসংখ্যার বিচারে বৈষম্য ঘটেছে। ফলে সেখানে এই ১৩শ সূক্তটির মন্ত্রসংখ্যা দেখানো হয়েছে যোড়শটি। অর্থাৎ মূল পুঁথির ১৩শ সূক্তের ৫টি মন্ত্র + ১৪শ সূক্তের ৫টি মন্ত্র + ১৫শ সূক্তের ৩টি মন্ত্র + ১৬শ সূক্তের ৩টি মন্ত্র নিয়ে মোট মন্ত্রসংখ্যা ১৬টি। বলা বাহুল্য সেখানে ১৪শ থেকে ১৬শ সূক্ত বলে কোন উল্লেখ নেই। যদিও অর্থ বা ভাষ্যের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত অনুল্লেখিত সূক্তগুলির মন্ত্রাবলী উপেক্ষিত না হওয়ায় পাঠকদের কোন অসুবিধা ঘটেনি। আমরা অবশ্য মূল পুঁথি অবলম্বনে এই অনুবাকের মোট সূক্তসংখ্যা ১৬টি দেখিয়েছি ॥ (২০কা. ৩অ. ১৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্দশ সূক্ত :

[ঋষি : বরু বা সর্বহরি। দেবতা : হরি (ইন্দ্র)। ছন্দ : জগতী।]

তা বজ্রিণং মন্দিনং স্তোম্যং মদ ইন্দ্রং রথে বহতো হর্যতা হরী।
পুরূণ্যস্মৈ সবনানি হর্যত ইন্দ্রায় সোমা হরয়ো দধন্বিরে ॥ ১ ॥
অরং কামায় হরয়ো দধন্বিরে স্থিরায় হিন্বন্ হরয়ো হরী তুরা।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্জোষমীয়তে সো অস্য কামং হরিবন্তমানশে ॥ ২ ॥
হরিশ্মশারুর্হরিকেশ আয়সস্তুরস্পেয়ে যো হরিপা অবর্ধত।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্বাজিনীবসুরতি বিশ্বা দুরিতা পারিষদ্ধরী ॥ ৩ ॥
স্রুবেব যস্য হরিণী বিপেততুঃ শিপ্রে বাজায় হরিণী দবিধ্বতঃ।
প্র যৎ কৃতে চমসে মর্মৃজদ্ধরী পীত্বা মদস্য হর্যতস্যান্ধসঃ ॥ ৪ ॥
উত স্ম সদ্ম হর্যতস্য পস্ত্যোরত্যো ন বাজং হরিবাঁ অচিক্রদৎ।
মহী চিদ্ধি ধিষণাহর্যদোজসা বৃহৎ বয়ো দধিষে হর্যতশ্চিদা ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — গমনশীল বা কমনীয় (হর্যতা) সেই প্রসিদ্ধ হরি-নামক অশ্বদ্বয় (হরী) বজ্রযুক্ত (বজ্রিণং), হৃষ্যমান অর্থাৎ হৃষ্টচিত্ত (মন্দিনং), স্তুতির যোগ্য (স্তোম্যং)—এই হেন মহানুভাব ইন্দ্রকে সোমপানজনিত উন্মাদনায় (মদ) রথে বহন পূর্বক আমাদের যজ্ঞে আনয়ন করছে। কান্ত অর্থাৎ কমনীয় (হর্যতে) এই ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাতঃ ইত্যাদি বহু বা তিনটি সবনে (পুরূণি সবনানি) হরিতবর্ণ সোম (হরয়ঃ সোমা) ধারণ করা হয় (দধন্বিরে) ॥ ১ ॥ কমনীয় (কামায়), সংগ্রামে স্থিরতাসম্পন্ন (স্থিরায়) ইন্দ্রের উদ্দেশে অত্যন্ত হরিতবর্ণ (অরং হরয়ঃ) সোমসমূহ সবনে ধারণ করা হয়েছে (দধন্বিরে)। সেই হরিতবর্ণ সোমসমূহ (হরয়ঃ) ত্বরমাণ অর্থাৎ শীঘ্রগামী অশ্বদ্বয়কে (তুরা হরী) যজ্ঞের প্রতি প্রেরণ করছে (হিন্বন্)। যে ইন্দ্র (যঃ) বেগবান্ (অর্বদ্ভিঃ) অশ্বদ্বয়ের দ্বারা (হরিভিঃ) যজ্ঞে গমন করে থাকেন (জোষম্ ঈয়তে), সেই ইন্দ্র (সঃ) এই যজ্ঞের (অস্য) কাময়িতব্য

অর্থাৎ অভিলাষকারী (কামং) সোমবান্ যজমানকে ব্যাপ্ত করে থাকে (হরিবন্তং আনশে)।—অথবা যে বেগবান্ রথ যজ্ঞে গমন করে, সেই রথ ইন্দ্রের স্বভূত সোমরসের কামনা প্রাপ্ত হয় ॥ ২॥ হরিতবর্ণ শ্মশ্রুসম্পন্ন (হরিশ্মশারুঃ), হরিতবর্ণ কেশযুক্ত (হরিকেশঃ), লৌহসারের ন্যায় কঠিন হৃদয়শালী (আয়সঃ) প্রসিদ্ধ ইন্দ্র (যঃ) শীঘ্র পানীয়রূপে সোম সংস্কারিত হলে অর্থাৎ অভিষুত হলে (তুরস্পেয়ে) সেই হরিতবর্ণ সোমের পানকর্তা হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন (হরিপাঃ অবর্ধত)। হবির্লক্ষণ অন্নরূপ বা অশ্বরূপ ধনে সমৃদ্ধ (বাজিনীবসুঃ) ইন্দ্র (যঃ) আপন দ্রুতগাগী অশ্বের সাথে সোমপানের নিমিত্ত আগমন করেন। সেই হেন ইন্দ্র তাঁর হরি-নামক অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করে আগমন পূর্বক আমাদের সকল পাপ বা অনিষ্ট (বিশ্বা দুরিতা) বিনাশ করুন বা সকল পাপ হতে আমাদের উত্তীর্ণ করুন (পারিষৎ) ॥ ৩॥ ইন্দ্রের (যস্য) হরিতবর্ণ হনূ বা চোয়াল (হরিণী শিপ্রে) যখন স্রুব নামক ঘৃতাধার যজ্ঞীয় পাত্রের ন্যায় (স্রুবেব) যজ্ঞে সঞ্চরণ করে অর্থাৎ সোমপানের নিমিত্ত চলিত হয় (বিপেততুঃ), সম্মুখস্থ সোমপানের নিমিত্ত কম্পিত হতে থাকে (দবিধ্বতঃ) এবং যজ্ঞীয় চমস পাত্র সংস্কৃত সোমের দ্বারা পূর্ণ হলে (চমসে কৃতে) মদকর (মদস্য), কমনীয় (হর্যতস্য) সোমলক্ষণ অন্নের অংশ (অন্ধসঃ) পান পূর্বক (পীত্বা) যখন (যৎ) ইন্দ্র হরিতবর্ণ অশ্বদ্বয়কে চালিত করেন (হরী প্র মন্মৃজৎ) (তখন ইন্দ্র সকলের স্তুতি প্রাপ্ত হন—এটাই বক্তব্য) ॥ ৪ ॥ অধিকন্তু (উত স্ম) কমনীয় বা গমনশীল ইন্দ্রের (হর্যতস্য) নিবাসস্থান (সদ্ম) হলো দ্যাবাপৃথিবী-সম্বন্ধী (পস্ত্যো)। অশ্ব যেমন যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রসর হয় (অত্য না বাজম্), তেমনই আপন অশ্বে আরোহিত হয়ে (হরিবান) ইন্দ্র যজ্ঞগৃহের প্রতি গমন করছেন (অচিক্রদৎ)। আরও, আমাদের মহতী স্তুতিও (মহী চিৎ ধিষণা) বলের দ্বারা যুক্ত (ওজসা) ইন্দ্রকে কামনা করছে (ওজসা অহর্যৎ)। অতএব হে ইন্দ্র! কাময়মান যজমানেরও নিমিত্ত (হর্যতঃ চিৎ) আগত হয়ে (আ) প্রভূত অন্ন (বৃহৎ বয়ঃ) ধারণ করুন (দধিষে) অর্থাৎ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ত্রয়োদশ সূক্তের অনুরূপ ॥ (২০কা. ৩অ. ১৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চদশ সূক্ত :

[ঋষি : বরু বা সর্বহরি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী ও ত্রিষ্টুপ্।]

আ রোদসী হর্যমাণো মহিত্বা নব্যন্নব্যং হর্যসি মন্ম নু প্রিয়ম্।
প্র পস্ত্যমসুর হর্যতং গোরাবিষ্কৃধি হরয়ে সূর্যায় ॥ ১॥
অ ত্বা হর্যন্তং প্রযুজো জনানাং রথে বহন্ত হরিশিপ্রমিন্দ্র।
পিবা যথা প্রতিভৃতস্য মধ্বো হর্যন্ যজ্ঞং সধমাদে দশোণিম্ ॥ ২॥
অপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ সুতানামথো ইদং সবনং কেবলং তে।
মমদ্ধি সোমং মধুমন্তমিন্দ্র সত্রা বৃষং জঠর আ বৃষস্ব ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! আপনি কাময়মান (হর্যমানঃ) অর্থাৎ সকলেই আপনাকে কামনা করে। আপনি আপন মহিমায় (মহিত্বা) আকাশ ও পৃথিবীকে অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীকে (রোদসী) পূর্ণ

করেছেন (আ)। তথা হে ইন্দ্র! আপনি সর্বদা নূতন নূতন (নব্যংনব্যং) হৃদয়ঙ্গম (প্রিয়ং) স্তোত্র (মন্ম) ক্ষিপ্র কামনা করে থাকেন (নু হর্যসি)। হে প্রকৃষ্ট বলবান্ (প্র অসুর) ইন্দ্র! আপনি পণিগণের দ্বারা অপহৃত স্পৃহণীয় গাভীগণের (হর্যতং গোঃ) নিবাসস্থান (পস্ত্যং) প্রকটিত করুন (আবিঃ কৃধি) সূর্য যাতে স্তোতৃগণকে সেই হরণশীল বা হরিতবর্ণ (সূর্যায় হরয়ে) গাভীগুলিকে প্রত্যর্পণ করেন। (অথবা 'গোঃ' শব্দের দ্বারা উদক অর্থাৎ জল বোঝালে, অর্থ হয়—) সূর্য যাতে জলের স্থান আবিষ্কার করেন এবং তিনি যাতে বৃষ্টি প্রদান করেন, তেমন করুন ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! সোমপানের দ্বারা হরিতবর্ণ হনুযুক্ত (হরিশিপ্রং), সেই হেন সোমপান-কামনাকারী আপনাকে (হর্যন্তং ত্বা) যজমানগণের নিমিত্ত (জনানাং) রথে প্রকর্ষের সাথে সংযুক্ত অশ্বগুলি (প্রযুজঃ) বহন পূর্বক আনয়ন করুক (আ বহন্তু)। হে ইন্দ্র! কাময়মান (হর্যন্) যজ্ঞসাধনভূত (যজ্ঞং) গ্রহ-চমস ইত্যাদিতে ধৃত (প্রতিভৃতস্য) মধুর ন্যায় প্রিয়ভূত সোম (মধ্বঃ) দশ অঙ্গুলির দ্বারা নিষ্পীড়িত করে (দশোণিম্) যাতে যজ্ঞে পান করতে পারেন (যথা পিব সধমাদে)। (সেইভাবে আপনাকে রথে বহন করুক—এটাই বক্তব্য) ॥ ২॥ হে হরিবঃ (অর্থাৎ হরি-নামক অশ্ববাহিত) ইন্দ্র! আপনি পূর্ববর্তী প্রাতঃসবনে (পূর্বেষাং) (অর্থাৎ এই মাধ্যন্দিনসবনের পূর্বে সম্পাদিত) অভিষুত সোম (সুতানাং) পান করেছেন (অপাঃ); অপিচ, এই মাধ্যন্দিনসবন (ইদং সবনং) অসাধারণ (কেবলং) আপনারই ('তে' অর্থাৎ 'তবৈব')। অতএব মাধ্যন্দিনসবনে মাধুর্যোপেত (মধুমন্তং) সোম পান করে আন্তরিক মদান্বিত হোন (মমদ্ধি)। হে অভীষ্টবর্ষক (বৃষন্) ইন্দ্র! একেবারে (সত্রা) আপন উদরে (জঠরে) এই সোম আসিঞ্চন করুন (আ বৃষস্ব), অর্থাৎ উদর পূরণ করে পান করুন ॥ ৩॥

বিনিয়োগ ও টীকা — এই সূক্তিটির বিনিয়োগ পূর্ববৎ ॥ (২০কা. ৩অ. ১৫সূ.) ॥

◆

: ষোড়শ সূক্ত :

[ঋষি : অষ্টক। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

অপ্সু ধূতস্য হরিবঃ পিবেহ নৃভিঃ সুতস্য জঠরং পৃণস্ব।
মিমিক্ষুর্যমদ্রয় ইন্দ্র তুভ্যং তেভির্বর্ধস্ব মদমুকথ্যবাহঃ ॥ ১॥
প্রোগ্রাং পীতিং বৃষ্ণ ইয়র্মি সত্যাং প্রয়ৈ সুতস্য হর্যশ্ব তুভ্যম্।
ইন্দ্র ধেনাভিরিহ মাদয়স্ব ধীভির্বিশ্বাভিঃ শচ্যা গৃণানঃ ॥ ২॥
ঊতী শচীবস্তব বীর্যেণ বয়ো দধানা উশিজ ঋতজ্ঞাঃ।
প্রজাবদিন্দ্র মনুষো দুরোণে তস্থুর্গৃণন্তঃ সধমাদ্যাসঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে হরিবঃ ইন্দ্র! এই যজ্ঞে (ইহ) অধ্বর্যু প্রভৃতি ঋত্বিকগণের দ্বারা (নৃভিঃ) জলে মিশ্রিত (অপ্সু ধূতস্য) অভিষুত সোম (সুতস্য) পান পূর্বক জঠর পূর্ণ করুন (পিব জঠরম্ পৃণস্ব), অর্থাৎ জঠরপূর্তি পর্যন্ত পান করুন। হে ইন্দ্র! যে অভিষব-সাধন প্রস্তরসমূহ (যং অদ্রয়) আপনার নিমিত্ত (তুভ্যং) সোম অভিষবের ইচ্ছা করছে (মিমিক্ষুঃ), হে উক্থ শস্ত্রের দ্বারা আকৃষ্যমাণ (উক্থবাহঃ) ইন্দ্রদেব! সেই অভিষুত সোমরসে (তেভিঃ) অর্থাৎ সেই সোমরস পান করে আপনি

মদিরাকৃত মনোবিকারের (মদং) অভিবৃদ্ধি সাধিত করুন (বর্ধস্ব); অর্থাৎ মদান্বিত হোন ॥ ১ ॥ হে হর্যশ্ব (অর্থাৎ হরি-নামক অশ্বসমন্বিত) ইন্দ্রদেব! অভীষ্টফলবর্ষক আপনার উদ্দেশে (বৃষ্ণে তুভ্যং) প্রকর্ষের দ্বারা অভিষুত, উদ্‌গূর্ণবলপূর্ণ অর্থাৎ প্রচণ্ড শক্তিরূপী (উগ্রাং), যথার্থ মত্ততাকারক (সত্যাং) সোমকে পানের নিমিত্ত প্রেরণ করছি (পীতিং প্র ইয়র্মি)। হে ইন্দ্র! যজ্ঞ কর্মের নিমিত্ত (শচ্যা) সকল স্তুতির দ্বারা (বিশ্বাভিঃ বীভিঃ) স্তূয়মান হয়ে (গৃণানঃ) প্রীণয়িত্রী স্তুতিবাক্যে (ধেনাভিঃ) এই যজ্ঞে তৃপ্ত হোন (ইহ মাদয়স্ব) ॥ ২ ॥ হে শচীবঃ (অর্থাৎ শক্তিমান্) ইন্দ্র! আপনার রক্ষণের ও সামর্থ্যের দ্বারা (তব ঊতি বীর্যেণ চ) পুত্র ইত্যাদিরূপ প্রজাগণের সাথে (প্রজাবৎ) অন্নের ধারণকারী (বয়ঃ দধানা), আপনাকে কামনাকারী (উশিজঃ), সতভূতফলসাধন যজ্ঞের জ্ঞাতা অর্থাৎ ঋত্বিকবর্গ (ঋতজ্ঞাঃ) যজমানের যাগগৃহে (মনুষঃ দুরোণে) সমবেতভাবে হৃষ্ট হয়ে (সধমাদ্যাসঃ) আপনার স্তবে মুখরিত হয়ে (গৃণন্তঃ) অবস্থান করছে (তস্থুঃ) ॥ ৩ ॥

বিনিয়োগ ও টীকা — পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, একই রকম বিনিয়োগের নিমিত্ত ১৩শ থেকে ১৬শ পর্যন্ত সূক্ত চারটিকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস একটি সূক্তের মধ্যে বিধৃত করেছেন। সুতরাং এই চারটি সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ একই ॥ (২০কা. ৩অ. ১৬সূ.) ॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

: প্রথম সূক্ত :

[ঋষি : গৃৎসমদ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্ রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১ ॥
যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্ যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভ্না ৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ২ ॥
যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্ যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান সম্বৃক্ সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥
যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাং লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৪ ॥
যৎ স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবা মিনাতি শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্র ॥ ৫ ॥
যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ।
যুক্তগ্রাব্ণো যোঽবিতা সুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৬ ॥
যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।
যঃ সূর্যং য উষসং জজান যো অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেহবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৮॥
যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।
যা বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৯॥
যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানানমন্যমানাংছর্বা জঘান।
যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্যোর্হন্তা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১০॥
যঃ শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১১॥
যঃ শম্বরং পর্যতরৎ কসীভির্যোহচারুকাস্নাপিবৎ সুতস্য।
অন্তর্গিরৌ যজমানং বহু জনং যস্মিন্নামূর্চ্ছৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১২॥
যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মানবাসৃজৎ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্।
যো রৌহিণমস্ফুরৎ বজ্রবাহুর্দ্যামারোহন্তং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৩॥
দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৪॥
যঃ সুন্বন্তমবতি যঃ পচন্তং যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী।
যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং যস্য সোমো যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৫॥
জাতো ব্যখ্যৎ পিত্রোরুপস্থে ভুবো ন বেদ জনিতুঃ পরস্য।
স্তবিষ্যমাণো নো যো অস্মৎ ব্রতা দেবানাং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৬॥
যঃ সোমকামো হর্যশ্বঃ সূরির্যস্মাৎ রেজন্তে ভুবনানি বিশ্বা।
যো জঘান শম্বরং যশ্চ শুষ্ণং য একবীরঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৭॥
সঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিৎ বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্যঃ।
বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ — যিনি (য) অর্থাৎ যে ইন্দ্রদেব (দেবঃ) প্রাদুর্ভূতমাত্র প্রকৃষ্টতম হয়েছেন (জাতঃ এব প্রথমঃ), অর্থাৎ সকল দেবগণের মধ্যে মুখ্যরূপে স্বীকৃত হয়েছেন; যিনি প্রকৃষ্টরূপে অনুগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে (মনস্বান) অসাধারণ কর্মের বা ব্যাপারের দ্বারা (ক্রতুনা) অপর দেবগণকে (দেবান) আপন অধীন করেছেন (পরি অভূষৎ), বা রক্ষার্থে পরিগ্রহ করেছেন; যে ইন্দ্রের (যস্য) শোষক অর্থাৎ শারীরিক বল হতে (শুষ্মাৎ) ও সেনালক্ষণ মহত্ত্ব হতে (নৃমণস্য মহ্না) দ্যাবাপৃথিবী ভীতা (রোদসী অভ্যসেতাং), হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাসঃ)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ); অর্থাৎ আমি হেন ঋষি নই ॥ ১॥ হে মর্ত্যবাসী জনবৃন্দ (জনাসঃ)! যিনি (যঃ) গতিশীলা বা বিচলিতা (ব্যথমানা) পৃথিবীকে শর্করা ইত্যাদির দ্বারা দৃঢ় বা স্থির করেছেন (অদৃংহৎ); যিনি (যঃ) প্রকুপিত অর্থাৎ প্রকোপপ্রাপ্তি পূর্বক পরস্পর যুদ্ধরত হয়ে ইতস্ততঃ চলমান পক্ষযুক্ত পর্বতগুলির পক্ষচ্ছেদন পূর্বক নিয়মবদ্ধ বা অচল করে দিয়েছেন (অরম্ণাৎ), অর্থাৎ তারা যাতে উপদ্রবের দ্বারা প্রাণীপীড়নে সক্ষম না হতে পারে সেই মতো তাদের স্বস্থানে স্থাপিত করেছেন; যিনি সকল অন্তরকে ক্ষান্ত করেছেন অর্থাৎ

অন্তরিক্ষরূপে বিরাজমান; (তিনি কেমন? না—) 'বরীয়' অর্থাৎ ইয়ত্তাশূন্য ও 'দ্যাং অস্তভাভ্নাৎ' অর্থাৎ দ্যুলোককে নিরুদ্ধ করেছেন; তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ২॥ যিনি (যঃ) অন্তরিক্ষে বিহারশীল মেঘকে (অহিং) বিদীর্ণ করে (হত্বা) গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদি সর্পণশীলা বা সপ্তসংখ্যকা নদীকে (সপ্ত সিন্ধূন) প্রেরণ করেছেন (অরিণাৎ); যিনি (যঃ) বল-নামক অসুরের দ্বারা অপহৃত গাভীগুলিকে আচ্ছাদন ভেদ করে প্রকটিত বা উদগমিত করেছেন (বলস্য গাঃ উদাজৎ অপধা); যিনি (যঃ) মেঘের মধ্যে ব্যাপ্ত অগ্নিকে উৎপাদিত করেছেন (অশ্মনোঃ অন্তঃ অগ্নিম্ জজান), অর্থাৎ মেঘে মেঘে সঙ্ঘর্ষের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছেন; এবং যিনি সংগ্রামে (সমৎসু) শত্রুর সম্বর্জক অর্থাৎ বিনাশক (সম্‌বৃক); তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ৩॥ হে জনগণ (জনাসঃ)! যিনি (যেন) পরিদৃশ্যমান সর্বলোককে (ইমা বিশ্বা) দৃঢ়ীকৃত করেছেন (চ্যবনা কৃতানি); যিনি হীনতাপ্রাপ্ত নীচবর্ণীয় অসুরবর্গকে (বর্ণং দাসং) নিকৃষ্টে পরিণত করে (অধরং) গুহায় অবরুদ্ধ করেছেন (গুহা অকঃ); অধিকন্তু যিনি (যঃ) প্রত্যক্ষ (লক্ষ্যং) অর্থাৎ সম্মুখ-সংগ্রামী শত্রুদের জয় পূর্বক (জিগীবান্) তাদের সমৃদ্ধ ধন (পুষ্টানি অর্যঃ) আপন অধিকারভুক্ত করেছেন (আদৎ); (তার দৃষ্টান্ত কি? না—) 'শ্বঘ্নীব' অর্থাৎ কুকুরের দ্বারা লক্ষ্যকৃত হরিণকে ব্যাধ যেমন গ্রহণ করে; তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্র), আমি নই ॥ ৪॥ শত্রুবর্গের বিনাশক ভয়ঙ্কর (ঘোরম্) যাঁকে (যং) অর্থাৎ যে ইন্দ্র সম্পর্কে লোকে প্রশ্ন করে (পৃচ্ছন্তি স্ম)—যাঁকে ইন্দ্র ইন্দ্র বলে আহ্বান করা হয়, তিনি কোথায় বিদ্যমান (কুহ)? অপিচ (উত), অপরে কেউ কেউ বলে—সেই ইন্দ্র নেই। (ঈং এনং আহুঃ ন এষ অস্তি ইতি); (মতান্তরে বলা হচ্ছে)—যদি থাকতেন তাহলে আমাদের দৃষ্টিপথে প্রাপ্ত হতেন; অতএব তিনি নেই। এমন সংশয় করো না। সেই ইন্দ্র (সঃ) ভয়হেতু ব্যাঘ্র ইত্যাদির ন্যায় শত্রুসেনার উদ্বেগজনক (অর্যঃ পুষ্টীঃ বিজ ইব)। হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাসঃ)! এই ইন্দ্রবিষয়ে (অস্মা) বিশ্বাস করো ও তাঁর প্রতি সর্বতো শ্রদ্ধাবান্ হও। (আ মিনাতি শ্রৎ ধত্ত)। তিনি যদি না থাকতেন, তাহলে বৃত্র ইত্যাদি শত্রুসেনাদের কে জয় করতেন?—এই হেন শত্রুসেনাদের যিনি বিনাশক, তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ৫॥ যিনি (যঃ) অভিমত ফল-প্রেরয়িতা বা সমৃদ্ধ রাজগণের (রধ্রস্য) শত্রুবর্গের অপগময়িতা (চোদিতা); যিনি ধন ইত্যাদি রহিত ক্ষীণজনের অভীষ্টধন-প্রেরয়িতা (কৃশস্য চোদিতা), অর্থাৎ যিনি নির্ধনকে ধন ও অসহায়কে সহায়তা দান করেন; যিনি স্তোতা ব্রাহ্মণগণকে তাঁদের যাচিত অভিমত ফল-প্রদাতা (কীরেঃ ব্রহ্মণো নাধমানস্য চোদিতা); যিনি শোভন হনুযুক্ত (সুশিপ্র) এবং যিনি প্রস্তরে সোম অভিষব ইত্যাদি কর্মে যুক্ত যজমানের রক্ষক (যঃ যুক্তগ্রাব্ণঃ সুতসোমস্য আবতা); হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাসঃ)! সেই হেন মহানুভাব যিনি, তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্র), আমি নই ॥ ৬॥ [পূর্বমন্ত্রে নির্ধনকে ধন কিংবা স্তোতৃবৃন্দকে অভিমত প্রদানে সমর্থ ইন্দ্রের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রাণিগণের অপেক্ষিত অশ্ব-গো-রথ-বৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণান্বিত যে অর্থরাশি অর্থাৎ পদার্থ সমুদায় রয়েছে সেই সবগুলিকেই প্রদানে সমর্থ ইন্দ্রের কথা বলা হচ্ছে।]—যাঁর অনুশাসনে বা সংবিধানে (প্রদিশি) অর্থীগণের জন্য দাতব্য অশ্ব, বহু দাতব্য গাভী, গ্রামলাভকামীর জন্য দানযোগ্য গ্রাম, বহু দানযোগ্য রথ ও সব কিছু (বিশ্বে) অর্থাৎ গজ-উষ্ট্র-যান ইত্যাদি সবই আছে; যিনি সকলের গমন ইত্যাদি ব্যবহারোপযোগী প্রকাশের নিমিত্ত সূর্যকে উৎপন্ন অর্থাৎ উদিত করেছেন, তথা যিনি (যঃ) উষাকেও উৎপাদিত অর্থাৎ প্রকটিতা করেছেন (জজান), যিনি বৃষ্টি-জলের (অপাম্) প্রেরক দেবতা (নেতা); হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাসঃ)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ৭॥ পরস্পর সংসর্গান্বিত (সংযতী) দ্যাবাপৃথিবী; এর মধ্যে পৃথিবী তাঁর আশ্রিত

প্রাণীগণের বৃষ্টির নিমিত্ত এবং দ্যুলোক হবির নিমিত্ত যাঁকে আহ্বান করে (ক্রন্দসী), অথবা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পরস্পর সঙ্গত (সংযতী) উৎকৃষ্ট (পরে) ও নিকৃষ্ট (অবরে) শত্রুসেনাগণ আপন আপন জয়ের নিমিত্ত যাঁকে বিবিধ রকমে আহ্বান করে (বিহ্বয়েতে) এবং সমান অশ্ব-সারথি ইত্যাদি যুক্ত পরস্পরসদৃশ রথে অধিষ্ঠিত (সমানং চিৎ রথং আতস্থিবাংসা) উভয়পক্ষীয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিদ্বয় (উভয়া অমিত্রাঃ) যাঁকে আপনাপন সহায়তার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ রূপে আহ্বান করে (নানা হবেতে), হে মর্তবাসী জনগণ (জনাসঃ)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ) আমি নই ॥ ৮॥ যাঁর (যস্মাৎ) অর্থাৎ যে বলপ্রদাতার সহায়তা ব্যতীত (ঋতে) প্রবল ও দুর্বল সকল জয়ার্থী জন শত্রুগণকে পরাজিত করতে পারে না (জনাসঃ ন বিজয়ন্তে), সেই কারণে যুদ্ধমান ব্যক্তিগণ আপনাপন রক্ষণের নিমিত্ত যাঁকে আহ্বান করে থাকে (যং যুদ্ধমানা আবসে হবন্তে); যিনি সকলের এমনকি বৃত্র ইত্যাদিজাত শত্রুদেরও (যা বিশ্বস্য) প্রতিনিধিস্বরূপ (প্রতিমানং বভূব) অথবা সকলের, অর্থাৎ সকল প্রাণীজাতের পাপ বা পুণ্য প্রত্যবেক্ষণের নিমিত্ত প্রতিবিম্বের স্বরূপ; যিনি বৃত্র ইত্যাদি যে কোনও দুর্দমনীয় জনের অথবা চ্যুতিরহিত পর্বত ইত্যাদি স্থাবর পদার্থের তাড়নাকারী (অচ্যুতচ্যুৎ), হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাসঃ)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ৯॥ যিনি (যঃ) অত্যধিক পাপীবর্গকে (মহি এনঃ দধানান্) অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদিরূপ পাপানুষ্ঠাতাগণকে; তাঁকে অমান্যকারীগণের অর্থাৎ তাঁকে মান্য না করে অপর দেবতাগণকে স্তুতি ও হবির দ্বারা পূজকদের (অমন্যমানান্) যিনি হিংসা করেন (শর্বা) কিংবা বজ্রের দ্বারা বিনাশ করেন (শরুর্বজ্রঃ—বজ্রেণ জঘান); যিনি তাঁতে নিরপেক্ষ হয়ে (শর্ধতে) অর্থাৎ তাঁকে পরিত্যাগ পূর্বক শত্রুবর্গকে বল বা উৎসাহ প্রদানকারী পুরুষবর্গকে বলসাধন কর্মের (শৃধ্যাং) আনুকূল্য প্রদান করেন না (ন অনুদদাতি); যিনি বৃত্র ইত্যাদি দস্যুগণের ঘাতক (দস্যোঃ হন্তা), হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাসঃ)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ১০॥ পর্বতের গুহায় ইন্দ্রের ভীতিতে নিবাস করেছিলেন যে শম্বর-নামক অসুর, (শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং), যিনি (যঃ) তাকে চত্বারিংশ (অর্থাৎ চল্লিশ) সম্বৎসর ব্যাপী (শরদি) অন্বেষণ পূর্বক লাভ করেছিলেন (অনু অবিন্দৎ) অর্থাৎ বিনাশ করেছিলেন। অধিকন্তু, যিনি (যঃ) অতিশয়িত বলসম্পন্ন (ওজায়মানং) বৃত্র নামক দানবকে শায়িত করে (অহিং দানুং শয়ানম্) হত্যা করেছিলেন (জঘান); হে মর্ত্যবাসী জনগণ! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ১১॥ যিনি (যঃ) বজ্র ইত্যাদি দীপ্ত অস্ত্রের দ্বারা বা আপন তেজে (কশীভিঃ) শম্বর-নামক অসুরকে পর্যটন করিয়েছিলেন অর্থাৎ গিরি-নদী-সমুদ্র ইত্যাদি সকল স্থান অতিক্রম করিয়েছিলেন (পর্যতরৎ) বা স্বয়ং সেই অসুরের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন; যিনি অসুন্দর মুখের দ্বারা (অচারুকাস্না) পাকপাত্র ইত্যাদিস্থ সোম (সুতং) পান করেছিলেন (অপিবৎ); যাঁকে (যস্মিন্) হননের নিমিত্ত অসুরগণ, অর্থাৎ চুমুরি-ধুনি প্রভৃতি দানববর্গ, পর্বতের মধ্যে পবিত্র যজ্ঞভূমিতে (অন্তর্গিরৌ) যজমানকে অর্থাৎ সোমযজ্ঞরত গৃৎসমদকে অধ্বর্যু প্রভৃতি যজ্ঞস্থিত জনসঙ্ঘের সাতে (বহুং জনং) অবরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন (চামূর্ছৎ), হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাসঃ)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ১২॥ যিনি (যঃ) সপ্তসংখ্যক পর্জন্যরূপ রশ্মিময় (সপ্তরশ্মিঃ), অথবা সপ্তরশ্মিযুক্ত আদিত্য-স্বরূপ; যিনি কামবর্ষক বা জলবর্ষক (বৃষভঃ); যিনি বলবান্ (তুবিষ্মান্); যিনি প্রবাহমানা (সর্তবে) স্যন্দনশীলা নদীসমূহকে, অথবা সপ্তসংখ্যকা গঙ্গা ইত্যাদি নদীগুলিকে (সপ্ত সিন্ধূন) উৎপন্ন করেছেন (অবাসৃজৎ) বা নিম্নগামিনী করেছেন (অব অসৃজৎ); যিনি (যঃ) দিব্যলোকে আরোহণকারী (দ্যাম্ আরোহন্তম্) রৌহিন-নামধেয় অসুরকে বজ্রধারী হয়ে (বজ্রবাহুঃ) বধ করেছিলেন (অস্ফুরৎ), হে

মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাসঃ)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ১৩॥ যাঁর মহিমার সমক্ষে (অস্মৈ) দ্যুলোক (দ্যাবা) ও পৃথিবীও নমিত হয় (নমেতে); যাঁর বল হতে (অস্য শুষ্মাৎ) পর্বতসমূহও ভীত হয় (ভয়ন্তে); যিনি (যঃ) সোমপানকারীরূপে প্রজ্ঞাত (সোমপাঃ নিচিতঃ) অথবা নিরন্তর দৃঢ়াঙ্গ; যিনি (যঃ) বজ্রবাহু, অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় সারভূত বাহুশালী ও বজ্রহস্ত, অর্থাৎ হস্তে বজ্র ধারণ করেন, হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাসঃ)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ১৪ ॥ যিনি (যঃ) সোম-অভিষবকর্তা যজমানকে রক্ষা করেন (সুন্বন্তম্ অবতি), যিনি পুরোডাশ ইত্যাদি হবিঃসমূহের পাককর্তা (পচন্তম্), যিনি রক্ষণের নিমিত্ত স্তবন্ত (শংসন্তং) অর্থাৎ সকলে আপনাপন রক্ষার নিমিত্ত যাঁর উদ্দেশে স্তব করে, সামমন্ত্রে তাঁর স্তুতিকারীকে যিনি রক্ষা করেন (শশমানং), স্তোত্র (ব্রহ্ম) যাঁর বৃদ্ধিকর (বর্ধনং), তথা সোম যাঁর বৃদ্ধির হেতুকারক (যস্য সোমঃ) (বৃদ্ধিহেতুর্ভবতি), এবং আমাদের এই (ইদং) পুরোডাশ ইত্যাদি লক্ষণান্বিত অন্ন (রাধঃ) যাঁর (যস্য) (বৃদ্ধিকরং ভবতি); হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাস)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ১৫ ॥ যিনি প্রাদুর্ভূত হওয়া মাত্রই (জাতঃ) (এব সন্) দ্যাবাপৃথিবীর উৎসঙ্গে (পিত্রোঃ উপস্থে) অর্থাৎ পিতৃস্বরূপ দিব্যলোক ও মাতৃস্বরূপা পৃথ্বীলোকের মধ্যে বিখ্যাতবান (ব্যখ্যৎ) অর্থাৎ প্রকাশিত হয়েছেন; কিন্তু পৃথিবীকে (ভুবঃ) মাতৃভূতারূপে এবং উৎকৃষ্ট (পরস্য) উৎপাদয়িতা (জনিতুঃ) পিতৃস্থানীয় দ্যুলোককেও জ্ঞাত হননি; প্রকৃতপক্ষে এঁরা তাঁর জন্মের কারণ নন বলে, অথবা তিনি নিজেই সকলের উৎপাদনের কারণ বলে—অপর কাউকে তাঁর উৎপাদকরূপে জ্ঞাত হননি; অধিকন্তু যিনি (যঃ) আমাদের দ্বারা (অস্মৎ) স্তূয়মান হয়ে (স্তবিষ্যমাণো ন) দেবগণের কার্য পূর্ণ করেন (দেবানাং ব্রতা আ); হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাস)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ১৬॥ যিনি (যঃ) সোমের কামনায় হরি-নামক অশ্বকে যাগপ্রদেশে সুষ্ঠু প্রেরণ করেন, অর্থাৎ হরি-নামক অশ্বের বাহিত হয়ে আগমন করেন (হর্যশ্বসূরিঃ), অথবা যিনি সোমকামী (সোমকামো) হরি-নামক অশ্বশালী (হর্যশ্ব) ও বিদ্বান (সূরিঃ); অধিকন্তু যাঁর সকাশে (যস্মাৎ) সকল ভূতজাত (বিশ্বা ভুবনানি) ভীত হয় (রেজন্তে); যিনি (যঃ) শম্বর-নামক অসুরকে ও শুষ্ণ-নামক অসুরকে বধ করেছেন (জঘান); যিনি এই হেন অসাধারণ বীর (একবীরঃ), হে মর্ত্যবাসী জনগণ (জনাস)! তিনিই ইন্দ্র (সঃ ইন্দ্রঃ), আমি নই ॥ ১৭ ॥ [এই মন্ত্রে ঋষি ইন্দ্রের অবিদ্যমানতা বিষয়ে, অর্থাৎ ইন্দ্র আছেন কি নেই সেই সম্পর্কে সন্দিহান অজ্ঞানীবর্গের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করে বলছেন]—হে ইন্দ্রদেব! যে আপনি বস্তুতঃ দুর্ধর্ষ হলেও (দুধ্রঃ চিৎ) সোম-অভিষবকারী (সুন্বতে) ও পশুপুরোডাশ ইত্যাদি হবিঃ-পাককারী (পচতে) যজমানকে তাঁর অভিমত অন্ন (বাজং) প্রদান করে থাকেন (আ দর্দর্ষি), সেই আপনি, অর্থাৎ আপনার সত্তা, অবশ্যই সত্য (সঃ কিল অসি সত্যঃ)। আমরা সর্বদা (বয়ং বিশ্বহ) আপনার প্রিয় (প্রিয়াসঃ) হয়ে, শোভন পুত্র ইত্যাদি সমন্বিত (সুবীরাসঃ) হয়ে, জ্ঞানগর্ভ স্তোত্র (বিদথং) উচ্চারণ করবে (আ বদেম) ॥ ১৮॥

বিনিয়োগ ও টীকা — চতুর্থ অনুবাকের মোট চারটি সূক্তের মধ্যে উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটি সামসূক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন 'অস্মা ইদু প্র তবসে' ইত্যাদি দ্বিতীয় সূক্তটি অহীনসূক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। উপর্যুক্ত সূক্তটি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়। বৈতানে (৪।৩) এই সামসূক্ত অহীনসূক্ত ইত্যাদি সূত্রিত আছে।

এই সূক্তটির কোন কোন মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য সায়ণের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। যেমন, বৃহদ্দেবতার অনুক্রমণী অংশে উল্লেখ আছে—কোন তপসাত্মা ইন্দ্রের ন্যায় বিশাল বপু ধারণ করে অদৃশ্যত

মুহূর্তের নিমিত্ত দ্যুলোকে, ব্যোমে ও ইহলোকে অবস্থান করছিলেন। ধুনি ও চুমুরি নামে দু'জন ভীমপরাক্রম দৈত্য তাঁকে ইন্দ্র মনে করে আক্রমণোদ্যত হলে ঋষিকণ্ঠে এই সূক্ত-মন্ত্রগুলি ধ্বনিত হয়। ইন্দ্রের প্রকৃত মহিমা কীর্তন করে তিনি তাদের বোঝালেন—এমনই যাঁর মহিমা, তিনিই ইন্দ্র, আমি নয়।—এই বর্ণনার পরেই সায়ণাচার্যের উক্তি—'বিদিত্বা স তয়োর্ভাব ঋষিঃ পাপং চিকীর্ষতো। যো জাত ইতি সূক্তেন কর্মাণ্যৈন্দ্রাণ্যকীর্তয়ৎ ॥'

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় একটি ইতিহাসও আচার্য সায়ণ উল্লেখে করেছেন। যেমন,—পুরাকালে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ বৈণ্যের যজ্ঞে সমাগত হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞসভায় গৃৎসমদ নামক ঋষিও উপস্থিত ছিলেন। অসুরগণ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য বৈণ্যের যজ্ঞ সভা আক্রমণ করলে ইন্দ্র ঐ গৃৎসমদ ঋষির রূপ ধারণ করে যজ্ঞ হতে পলায়ন করলেন। অতঃপর প্রকৃত গৃৎসমদ বৈণ্যের দ্বারা পূজিত হয়ে যজ্ঞ হতে নিষ্ক্রান্ত হলে অসুরগণ তাঁকে ইন্দ্র মনে করে আক্রমণোদ্যত হলে গৃৎসমদ এই সূক্তের দ্বারা তাদের বোঝালেন যে, ঐ হেন গুণবিশিষ্ট যিনি, তিনিই ইন্দ্রি, আমি নয়।—এখানেও সায়ণাচার্যের পরিশেষ উক্তি—'নাহং ইন্দ্রোস্মি কিং ত্বেযংগুণোপেতঃ স ইত্যৃষিঃ। যো জাত ইতি সূক্তেন নিরাচক্রে বধোদ্যতান্ ॥'

তৃতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যাটি উপর্যুক্ত সূক্তের অন্তিম (অর্থাৎ ১৮শ) মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। ইন্দ্রের অসাধারণ মাহাত্ম্যকথা বর্ণনার মাধ্যমে এই সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গৃৎসমদ কিভাবে ইন্দ্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত করেছেন, এখানে তারই উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ॥ (২০কা. ৪অ. ১সূ.) ॥

◆

: দ্বিতীয় সূক্ত :

[ঋষি : নোধা (মতান্তরে 'ভরদ্বাজ')। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায় প্রয়ো ন হর্মি স্তোমং মাহিনায়।
ঋচীষমায়াধ্রিগব ওহমিন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা ॥ ১ ॥
অস্মা ইদু প্রয় ইব প্র যংসি ভরাম্যাঙ্গূষং বাধে সুবৃক্তি।
ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীযা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ॥ ২ ॥
অস্মা ইদু ত্যমুপমং স্বর্ষাং ভরাম্যাঙ্গূষমাস্যেন।
মংহিষ্ঠমচ্ছোক্তিভির্মতীনাং সুবৃক্তিভিঃ সূরিং বাবৃধধ্যৈ ॥ ৩ ॥
অস্মা ইদু স্তোমং সং হিনোমি রথং তষ্টেব তৎসিনায়।
গিরশ্চ গির্বাহসে সুবৃক্তীন্দ্রায় বিশ্বমিন্বং মেধিরায় ॥ ৪ ॥
অস্মা ইদু সপ্তিমিব শ্রবস্যেন্দ্রায়ার্কং জুহ্বা সমঞ্জে।
বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ পুরাং গূর্তশ্রবসং দর্মাণম্ ॥ ৫ ॥
অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষৎ বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্যং রণায়।
বৃত্রস্য চিৎ বিদৎ যেন মর্ম তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ ॥ ৬ ॥
অস্যেদু মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ পিতুং পপিবাং চার্বন্না।
মুষায়ৎ বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্ বিধ্যৎ বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা ॥ ৭ ॥

অস্মা ইদু গ্নাশ্চিদ্ দেবীপত্নীরিন্দ্রায়ার্কমহিহত্য ঊবুঃ।
পরি দ্যাবপৃথিবী জভ্র উর্বী নাস্য তে মহিমানং পরি ষ্টঃ ॥ ৮॥
অস্যেদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ।
স্বরালিন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায় ॥ ৯॥
অস্যেদেব শবসা শুষন্তং বি বৃশ্চদ্ বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ।
গা ন ব্রাণা অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবো দাবনে সচেতাঃ ॥ ১০॥
অস্যেদু ত্বেষসা রন্ত সিন্ধবঃ পরি যদ্ বজ্রেণ সীমযচ্ছৎ।
ঈশানকৃদ্ দাশুষে দশস্যন্ তুর্বীতয়ে গাধং তুর্বণিঃ কঃ ॥ ১১॥
অস্মা ইদু প্র ভরা তুতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ।
গোর্ন পর্ব বি রদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ ॥ ১২॥
অস্যেদু প্র ব্রূহি পূর্ব্যাণি তুরস্য কর্মাণি নব্য উক্থৈঃ।
যুধে যদিষ্ণান আয়ুধান্যৃঘায়মাণো নিরিণাতি শত্রূন্ ॥ ১৩॥
অস্যেদু ভিয়া গিরয়শ্চ দৃহ্লা দ্যাবা চ ভূমা জনুষস্তুজেতে।
উপো বেনস্য জোগুবান ওণিং সদ্যো ভুবদ্ বীর্যায় নোধাঃ ॥ ১৪॥
অস্মা ইদু ত্যদনু দায্যেষামেকো যদ্ বব্রে ভূরেরীশানঃ।
প্রৈতশং সূর্যে পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে সুষ্বিমাবদিন্দ্রঃ ॥ ১৫॥
এবা তে হারিযোজনা সুবৃক্তীন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাসো অক্রন্।
ঐষু বিশ্বপেশসং ধিয়ং ধাঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ — আমি সেই (অস্মা ইৎ উ) ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাপণীয় (ওহং) স্তোত্র প্রকর্ষের সাথে প্রেরণ করছি (প্র হর্মি)। (কিরকম ইন্দ্র? না—) প্রবৃদ্ধ বা বলবান্ (তবসে), সোমপানের নিমিত্ত শীঘ্র আগমনকারী বা শত্রুহিংসক (তুরায়), অসীম গুণশালী (মাহিনায়) হয়েও ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ স্তুতি সাধনের দ্বারা পরিমিত বা নির্ধারিত (ঋচীষমায়) ও অপ্রতিহত গতি (অধ্রিগবে)। (স্তোত্র প্রেরণের দৃষ্টান্ত কি? না—) 'প্রয়ো ন'...। অর্থাৎ ক্ষুধাগ্রস্তকে যেমন অন্ন প্রেরণ করা হয় সেই রকম স্তুতিকামী ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র প্রেরণ করছি।—কেবল স্তোত্রই নয়, প্রাচীনকালীন যজমানগণ কর্তৃক দত্ত (রাততমা) প্রবৃদ্ধ সোম ইত্যাদি হবিও (ব্রহ্মাণি) প্রেরণ করছি ॥ ১॥ আমি সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নের ন্যায় (প্রয় ইব) স্তুতিগুলি প্রয়োগ করছি (প্র যংসি) এবং শত্রুদের বাধক (বাধে), ও সুষ্ঠু নিক্ষেপণীয় (সুবৃক্তি) সেই স্তোত্রগুলি (আঙ্গূষং), সম্পাদন করছি (ভরামি)। অধিকন্তু, পুরাতন (প্রত্নায়), সকলের প্রভু (পত্যে) ইন্দ্রের উদ্দেশে ঋত্বিকগণও তাঁদের হৃদয়ের দ্বারা (হৃদা) ও হৃদয়ান্তর্বর্তী অন্তঃকরণ (মনসা) ও বুদ্ধির দ্বারা (মনীষা) স্তুতিসমূহকে মার্জিত বা সংস্কারিত করে থাকেন, অর্থাৎ স্তোত্রের যাবতীয় ত্রুটি অপনোদিত করেন (ধিয়ঃ মর্জয়ন্ত) ॥ ২॥ আমি সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রসিদ্ধ উপমাস্থানভূত (ত্যং উপমং), সুষ্ঠু ধনদাতা বা স্বর্গপ্রাপক লক্ষণান্বিত (স্বর্ষাং) স্তোত্রগুলি (আঙ্গূষং) মুখের দ্বারা (আস্যেন) সম্পাদন করছি (ভরামি)। (কি জন্য? না)—অতিশয় ধনবন্ত বা অতিশয় প্রবৃদ্ধ (মংহিষ্ঠং), সুষ্ঠু ধনের প্রেরয়িতা বা পণ্ডিত (সূরিং) ইন্দ্রদেবের স্তুতি-বৃদ্ধির নিমিত্ত (ববৃধধ্যৈ) স্তুতি সম্বন্ধিনী (মতীনাং) সুষ্ঠু নিক্ষেপণীয় (সুবৃক্তিভিঃ) স্বচ্ছবচনের

দ্বারা (অচ্ছোক্তিভিঃ) স্তুতি সম্পাদন করছি ॥ ৩॥ আমি সেই সোম ইত্যাদি লক্ষণান্বিত অন্নযুক্ত (তৎসিনায়) ইন্দ্রের উদ্দেশে, রথশিল্পী কর্তৃক রথ প্রেরণের মতো (রথং ন তষ্টা ইব) স্তুতিসমূহ প্রেরণ করছি (স্তোমং সম্ হিনোমি)। অধিকন্তু বাক্যের দ্বারা প্রাপণীয় (গির্বাহসে), যজ্ঞার্হ বা মেধাবী (মেধিরায়) ইন্দ্রের উদ্দেশে সুষ্ঠু নিক্ষেপণীয় (সুবৃক্তি), সকলের প্রাপ্তব্য বা সকল যজমানের প্রাপণীয় সোম ইত্যাদি লক্ষণান্বিত হবিঃ ও স্তুতি ইত্যাদি নিমিত্তভূত বাক্য (গিরঃ চ) প্রেরণ করছি ॥ ৪॥ সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে আমি অন্নলাভের কামনায় (শ্রবস্যা) অর্চনীয় হবির্লক্ষণ অন্ন (অর্কং) জুহূ নামক যজ্ঞীয় পাত্রে আজ্যপূর্ণ করছি (জুহ্বা সমঞ্জে), অথবা স্তুতিসাধন মন্ত্র (অর্কং) জুহূবৎ অঞ্জনসাধন জিহ্বায় যুক্ত করছি (জুহ্বা সমঞ্জে)। (তার দৃষ্টান্ত কি? না—) 'সপ্তিমিব' অর্থাৎ অশ্বের ন্যায়। অশ্বগুলিকে যেমন রথে যুক্ত করা হয়, তেমন। অধিকন্তু শত্রুবর্গের অপসারক (বীরং), দানের গৃহরূপ (দানৌকসং), অসুরনগরসমূহের বিদারক (পুরাম্ দর্মাণম), প্রশস্যান্ন বা প্রশস্যকীর্তি ইন্দ্রকে বন্দনার নিমিত্ত আহ্বান করছি (গূর্তশ্রবসং বন্দধ্যৈ) ॥ ৫॥ এই ইন্দ্রের নিমিত্ত নিখিল সংসারের রচয়িতা বিশ্বকর্মা (ত্বষ্টা), বজ্র-নামক আয়ুধ নির্মাণ করেছিলেন (তক্ষৎ)। (কীরকম সেই বজ্র? না—) অতিশয় শোভনকর্মকারী (স্বপঃতমম্), স্বায়ত্তবীর্য বা স্তুত্য (স্বর্যং)। (কিজন্য তা নির্মাণ করেন? না—) 'রণায়' অর্থাৎ যুদ্ধের উদ্দেশে। হিংসতাসম্পন্ন (তুজতা) যে বজ্রের দ্বারা শত্রুকর্তৃক ধৃত বলের পক্ষে অপরিচ্ছেদ্য বলে বলশালী হয়ে (কিয়েধাঃ) সকলের প্রভুস্বরূপ (ঈশানঃ) ইন্দ্র সর্বাবরক প্রবল বৃত্রাসুরের (বৃত্রস্য চিৎ) মর্মস্থল হিংসন পূর্বক (তুজন) লাভ করেছিলেন (বিদৎ), অর্থাৎ প্রহার করেছিলেন—এটাই বক্তব্য) ॥ ৬॥ সকলের নির্মাতা (মাতুঃ) মাহাত্ম্যবান (মহঃ) ইন্দ্রের অসাধারণ কর্ম উক্ত হচ্ছে।—অথবা উক্তলক্ষণসম্পন্ন যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে। কি তাঁর কর্মাবলী, সেই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে। এই ইন্দ্র সোমযাগসম্বন্ধী প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন-অপরাহ্নকালীন সবনত্রয়ে অর্থাৎ তিনবার সোমাভিষবের হোমসময়ে (সদ্যঃ) পেয় সোম (পিতুম্) পান করেন (পপিবান্), অধিকন্তু অনিন্দ্য (চারু) সবনীয় পুরোডাশ-ধানা-করম্ভ ইত্যাদি (অন্না) ভক্ষণ করেন। আরও সবনত্রয়ব্যাপী (বিষ্ণুঃ) সোমপান ইত্যাদি জনিত বলে শত্রুগণের অভিভবিতা (সহীয়ান) ইন্দ্র শত্রুগণের অপহরণযোগ্যভূত ধন (পচতং) অপহরণ করে থাকেন (মুষায়ৎ)। তথা বজ্রের ক্ষেপণকারী বা প্রযোক্তা (অদ্রিং অস্তা) ইন্দ্রদেব উৎকৃষ্ট জলের ধারক মেঘকে প্রাপ্ত হয়ে (বরাহারং তিরঃ) বৃষ্টিলাভের জন্য তা বিদারিত করেন (বিধ্যৎ) ॥ ৭॥ এই ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃত্রাসুরের নাশের নিমিত্ত (অহিহত্যে) গায়ত্রী ইত্যাদি দেবগণের পালয়িত্রীগণ (দেবপত্নীঃ) গমনস্বভাবা (গ্নাঃ চিৎ) হয়েও অর্চনসাধন স্তোত্রগুলিকে (অর্কং) বিস্তৃত করেছিলেন (উবুঃ—উবুরিত্যুবুঃ);—অথবা ইন্দ্রাণী-অগ্নায়ী- অশ্বিনী ইত্যাদি আপনাপন পতির অভিগন্তব্যা স্ত্রীগণ (দেবপত্নীঃ) অর্চনসাধন হবিঃ (অর্কং) নিজেরাই বিস্তার করেছিলেন। সেই ইন্দ্র বিস্তৃতা (উর্বী) দ্যুলোক ও পৃথিবীকে আপন তেজে অতিক্রম করেছিলেন (পরি জভ্রে); এই ইন্দ্রের (অস্য) মহত্ত্ব (মহিমানং) সেই দ্যুলোক ও পৃথিবী (তে) পরাভব করতে, অর্থাৎ সংকোচ বা খর্ব করতে সমর্থ হয় নি (ন পরি ষ্টঃ) ॥ ৮॥ এই ইন্দ্রের মাহাত্ম্য (মহিত্বং) দ্যুলোকের উপরে অধিকরূপে বিস্তৃত রয়েছে (দিবঃ পরি প্র রিরিচে), তথা পৃথিবীর উপরেও অধিকরূপে বিস্তৃত রয়েছে এবং অন্তরিক্ষলোকেও অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোকের অন্তরালবর্তী যক্ষ-গন্ধর্ব-অপ্সরা প্রভৃতির আশ্রয়ভূতা লোকেও সমধিকরূপে বিস্তৃত রয়েছে। এই ইন্দ্রদেব দমনযোগ্য শত্রুজনের নিকটে (দমে) স্বরাট্ অর্থাৎ আপন তেজে দীপ্যমান এবং সকল কর্মে উদ্যতবলশালী (বিশ্বগূর্তঃ) ও প্রত্যুদ্গামনকারী (স্বরিঃ), অথবা

শোভন তিনি ব্যতিরিক্ত অন্যের দ্বারা অপরাভবনীয় শত্রুকে প্রাপ্ত (সু অরিঃ), অর্থাৎ এমন শত্রুদের তিনি পরাজিত করে থাকেন, যাদের তিনি ব্যতীত আর কেউই পরাজয় করতে সক্ষম নয়। যুদ্ধার্থে গমনকুশল (অমত্রঃ) ইন্দ্রদেব রমণীয় যুদ্ধের উদ্দেশে (রণায়) বৃষ্টির নিমিত্ত মেঘসমূহকে উৎপাদন বা সগৃহীত করেছিলেন (আ ববক্ষে) ॥ ৯ ॥ এই ইন্দ্রেরই তেজঃপ্রভাবে (শবসা) শোষণপ্রাপ্ত বৃত্রকে (শুষন্তং বৃত্রম্) ইন্দ্রদেব বজ্রাস্ত্রের দ্বারা (বজ্রেন) বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন; যে ইন্দ্র পণিগণের দ্বারা অপহৃত গাভীগুলিকে যেমন মুক্ত করেছিলেন (গাঃ ন অমুঞ্চৎ), সেইরকম বৃত্রের দ্বারা আবৃত (ব্রাণাঃ) সকল প্রাণী-রক্ষণের হেতুভূত জলরাশিকে মেঘ বিদীর্ণ পূর্বক মুক্ত করে বর্ষণ করেছিলেন (অবনীঃ অমুঞ্চৎ)। এমন করে সেই ইন্দ্র হবির্দাতা যজমানকে (দাবনে) সকল বিখ্যাত অন্ন (শ্রবঃ) যজমানগণের সাথে সমানচিত্ত হয়ে (সচেতাঃ) তাঁদের অভিমুখে প্রদান করেছিলেন (অভি—প্রাযচ্ছদ্) ॥ ১০ ॥ এই ইন্দ্রেরই দীপ্ত বলে (ত্বযসা) বেগবতী নদীসমূহ আপন আপন স্থানে প্রবাহিত হচ্ছে (সিন্ধবঃ রন্ত), যে কারণে (যৎ) এই ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা (বজ্রেণ) এই নদীগুলিকে (সীং) সর্বতোভাবে নিয়মান্বিত করেছেন (পরি অযচ্ছৎ)। অধিকন্তু শত্রুগণকে হত্যাপূর্বক নিজেকে তাদের অধিপতিরূপে (ঈশানকৃৎ) অথবা দরিদ্রগণের ঈশানকর্তা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রা ইন্দ্র হবির্দানকারী যজমানগণকে (দাশুষে) তাঁদের অভীষ্ট ফল দান পূর্বক (দশস্যন্) অগাধ জলে নিমজ্জিত হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত তুর্বিত নামে অভিহিত তপস্বীকে (তুর্বীতয়ে) শীঘ্র সন্তক্তা হয়ে (তুর্বাণিঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (গাধং কঃ) ॥ ১১ ॥ এই ইন্দ্র বৃত্রবধের নিমিত্ত অত্যন্ত ত্বরান্বিত হয়ে বা অত্যন্ত চলায়মান হয়ে (ভূতুজানঃ) শত্রুবল তুচ্ছীকৃত পূর্বক তার বলের ধারক হয়েছিলেন (কিয়েধাঃ) অথবা ক্রমমাণ হয়ে শত্রুধারক বজ্র প্রহার বা প্রয়োগ করেছিলেন (প্র ভর বজ্রম্)। কেবল প্রহারমাত্রই নয়, তাকে চূর্ণিত করেছেন, যেমন মাংসার্থীগণ গো-বৃষভ ইত্যাদি পশুগণের অঙ্গের প্রতিটি অংশ (গোঃ ন পর্ব) ছিন্ন ক'রে থাকে। ভূমিতে প্রবাহের নিমিত্ত (অপাং চরধ্যৈ) জল কামনা পূর্বক (অর্ণাংসি ইষ্যন) তির্যক্‌ভাবে মেঘকে বিদীর্ণ করেছেন (তিরশ্চা বি রদ) (বজ্রেণ বিশেষেণ বৃত্রং বিলেখয়) ॥ ১২ ॥ হে স্তোতা! স্তুতিযোগ্য শস্ত্রসমূহের দ্বারা স্তবনীয় (উক্থৈঃ), যুদ্ধার্থে ত্বরমাণ এই ইন্দ্রের (অস্যেদু তুরস্য) পূর্বকৃত কর্মসমূহের (পূর্ব্যাণি কর্ম্যাণি), অর্থাৎ বলপূর্ণ কর্মগুলির, প্রশংসা করো (প্র ব্রূহি)। যে ইন্দ্র (যৎ) যুদ্ধের উদ্দেশে (যুধে) বজ্র ইত্যাদি আয়ুধসমূহ (আয়ুধানী) প্রেরণ পূর্বক (ইষ্ণানঃ) শত্রুর প্রতি হিংসন বা বিনাশনের নিমিত্ত (শত্রূন্ ঋঘায়মাণঃ) তাদের অভিমুখে গমন করেন (নিরিণাতি), তাঁর প্রশংসা করো ॥ ১৩ ॥ এই ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাব মাত্র (জনুষঃ) বা উৎকৃষ্ট জন্মলাভের কারণে পর্বতসমূহও (গিরয়ঃ চ) পক্ষচ্ছেদনের ভয়ে (ভিয়া) দৃঢ় (দৃহ্লা) হয় অর্থাৎ জড়বৎ অচল হয়ে পড়ে এবং এঁর ভয়ে দ্যাবাপৃথিবীও কম্পিত হতে থাকে (তুর্জেতে)। আরও, কমনীয় (বেনস্য) এই ইন্দ্রের দুঃখাপনোদক রক্ষণে (ওণিং) অনেক সূক্ত ধ্বনিত করে (জোগুবানঃ) নূতন স্তবের ধারয়িতা নোধা-নামক মহর্ষি তখনই (সদ্যঃ) সামর্থ্যের (বীর্যায়) সমীপবর্তী হয়েছিলেন (উপো ভুবৎ), অর্থাৎ বীর্যবান্ হয়েছিলেন ॥ ১৪ ॥ এই ইন্দ্রের উদ্দেশে সেই প্রসিদ্ধি স্তোত্র বা সোমলক্ষণ অন্ন (ত্যৎ) আনুলোম্যের দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে (অনু দায়ি)। (এই উক্তির কারণ কি? না—) যেহেতু (যৎ) বা যে কারণে প্রভূত ধনের হবিঃ বা স্তোত্রের (ভুরেঃ) স্বামী ইন্দ্রই (ঈশানঃ) স্তোত্র ইত্যাদি বিষয়ে একমাত্র অসাধারণ (একঃ)। আরও, এই ইন্দ্র স্বশ্বের অপত্য সৌবশ্ব্য নামক রাজার রক্ষণীয়ত্বের নিমিত্তভূত হয়ে সূর্য দেবে পুনঃ পুনঃ স্পর্ধমান বা সঙ্ঘর্ষকারী

(পস্পৃধানম্) সোমাভিষবকারী (সুম্বিম্) এতশ-নামক মহর্ষিকে প্রকর্ষের সাথে রক্ষা করেছেন (প্র আবৎ)। [স্বশ্বের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—আখ্যায়িকামুখে এমনই অবগত হওয়া যায়] ॥ ১৫ ॥ হে হরি নামক অশ্ববর্গযুক্ত রথের স্বামী (হারিযোজন) ইন্দ্রদেব! সুষ্ঠু প্রয়োগকুশল (সুবৃক্তি) গোতম-গোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ (গোতমাসঃ) স্তুতিরূপা মন্ত্রসমূহ (ব্রহ্মাণি) আপনার উদ্দেশে এইভাবেই উৎপন্ন করেছিলেন (তে অক্রন্)। এই স্তোত্রসমূহে (এষু) বপুবিধ রূপযুক্ত (বিশ্বপেশসং) ধন বা কর্ম (ধিয়ং) অর্থাৎ পশু ইত্যাদি বিবিধরূপ ধন বা অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি বহুপ্রকার যজ্ঞকর্ম, স্থাপন করুন (আ ধাঃ)। প্রাতঃকালে অর্থাৎ ইদানীং বুদ্ধির বা কর্মসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত ধন (ধিয়াবসুঃ) ইন্দ্রদেব শীঘ্র (মক্ষু) আমাদের রক্ষণার্থে আনয়ন করুন (জগম্যাৎ)॥ ১৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্বিংশেঽভিজিতি বিষুবতি বিশ্বজিতি মহাব্রতে চ ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্রে 'অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায়' ইতি অহীনসূক্তসংজ্ঞকং বিনিযুক্তং। ''চতুর্বিংশ 'ইন্দ্রমিদ্‌গাথিনো বৃহৎ' (২০।৩৮।৪) ইত্যাজ্যস্তোত্রিয়ঃ'' ইতি প্রক্রম্য সূত্রিতং। 'অভি প্র বঃ সুরাধসং' (২০।৫১।১।) 'প্র সু শ্রুতং সুরাধসং' (২০।৫১।৩) তি পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপৌ বার্হতৌ প্রগাথৌ। 'মা চিদন্যৎ বি শংসত' (২০।৮৫।১) 'যচ্চিদ্ধি তা জনা ইমে' (২০।৮৫।৩) ইতি বা। 'অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায় (২০।৩৫) ইত্যহীনসূক্তং আবপতে' ইতি (বৈ. ৬।১)। তথা অপ্তোর্যাম্নি মাধ্যন্দিনসবনে তচ্ছস্ত্র এব বিনিযুক্তং। সূত্রিতং হি। 'অপ্তোর্যাম্ণি গর্ভকারং শংসতি' ইতি প্রকম্য সুকীর্তিং বৃষাকপিং সামসূক্তং অহীনসূক্তং আবপতে' ইতি (বৈ. ৪।৩)। (২০কা. ৪অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি অহীনসূক্ত নামক সূক্ত চতুর্বিংশ অভিজিৎ, বিষুব, বিশ্বজিৎ ও মহাব্রতে ব্রাহ্মণচ্ছংসী শস্ত্রে এটি বিনিযুক্ত হয়। এর আজ্যস্তোত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত বিনিয়োগ, যা উল্লেখিত হয়েছে, তা যথাযথ সূক্তের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈতানিকে এর বিনিয়োগ যেভাবে সূত্রিত আছে, তা বিনিয়োগ অংশে উল্লেখিত হয়েছে।—এই সূক্তে কিছু কিছু সাধারণ্যে অজ্ঞাত নামের উল্লেখ রয়েছে। বলা বাহুল্য, এগুলি দার্শনিক বিচারে রূপক বলে অনেকে মনে করেন ॥ (২০কা. ৪অ. ২সূ.) ॥

◆

: তৃতীয় সূক্ত :

[ঋষি : ভরদ্বাজ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

য এক ইদ্ধব্যশ্চর্ষণীনামিন্দ্রং তং গীর্ভিরভ্যর্চ আভিঃ।
যঃ পত্যতে বৃষভো বৃষ্ণ্যাবানৎসত্যঃ সত্বা পুরুমায়ঃ সহস্বান্ ॥ ১॥
তমু নঃ পর্বে পিতরো নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসো অভি বাজয়ন্তঃ।
নক্ষদ্দাভং ততুরিং পর্বতেষ্ঠামদ্রোঘবাচং মতিভিঃ শবিষ্ঠম্॥ ২॥
তমীমহ ইন্দ্রমস্য রায়ঃ পুরুবীরস্য নৃবতঃ পুরুক্ষোঃ।
যো অস্কৃধোয়ুরজরঃ স্বর্বান্ তমা ভর হরিবো মাদয়ধ্যৈ ॥ ৩॥
তন্নো বি বোচো যদি তে পুরা চিজ্জরিতায় আনশুঃ সুম্নমিন্দ্র।
কস্তে ভাগঃ কিং বয়ো দুধ্র খিদ্বঃ পুরুহূত পুরূবসোঽসুরঘ্নঃ ॥ ৪॥

তং পৃচ্ছন্তী বজ্রহস্তং রথেষ্ঠামিন্দ্রং বেপী বক্করী যস্য নূ গীঃ।
তুবিগ্রাভং তুবিকূর্মিং রভোদাং গাতুমিযে নক্ষতে তুম্রমচ্ছ ॥ ৫॥
অয়া হ ত্যং মায়য়া বাবৃধানং মনোজুবা স্বতবঃ পর্বতেন।
অচ্যুতা চিদ্ বীলিতা স্বোজো রুজো বি দৃহ্লা ধৃযতা বিরপ্‌শিন্ ॥ ৬॥
তং বো ধিয়া নব্যস্যা শবিষ্ঠং প্রত্নং প্রত্নবৎ পরিতংসযধ্যৈ।
স নো বক্ষদনিমানঃ সুবহ্মেন্দ্রো বিশ্বান্যতি দুর্গহাণি ॥ ৭॥
আ জনায় দুহ্বণে পার্থিবানি দিব্যানি দীপয়োহন্তরিক্ষা।
তপা বৃষণ্ বিশ্বতঃ শোচিষা তান্ ব্রহ্মদ্বিষে শোচয় ক্ষামপশ্চ ॥ ৮॥
ভুবো জনস্য দিব্যস্য রাজা পার্থিবস্য জগতস্ত্বেযসন্দৃক্।
ধিষ্ব বজ্রং দক্ষিণ ইন্দ্র হস্তে বিশ্বা অজুর্য দয়সে বি মায়াঃ ॥ ৯॥
আ সংযতমিন্দ্র ণঃ স্বস্তিং শত্রুতূর্যায় বৃহতীমমৃধ্রাম্।
যয়া দাসান্যার্যাণি বৃত্রা করো বজ্রিন্ৎ সুতুকা নাহুযাণি ॥ ১০॥
স নো নিযুদ্ভিঃ পুরুহূত বেধো বিশ্ববারাভিরা গহি প্রযজ্যো।
ন যা অদেবো বরতে ন দেব আভির্যাহি তূয়মা মদ্র্যদ্রিক্ ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — মনুষ্যগণের (চর্ষণীনাং) অর্থাৎ মনুষ্যরূপী যজমানগণের যজ্ঞে যে ইন্দ্র (যঃ ইন্দ্রঃ) প্রাধান্যের সাথে হ্বাতব্য অর্থাৎ আহ্বানীয় (একঃ ইৎ হব্যঃ), সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে (তম্ ইন্দ্রং) ক্রিয়মাণপ্রকারে স্তুতিবাক্যের দ্বারা অর্চনা বা স্তুতি করছি (আভিঃ গীর্ভিঃ অভি অর্চে)। অধিকন্তু যে বক্ষ্যমাণ-গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র (যঃ) সকলের ঈশ্বর (পত্যতে), কামবর্ষণকারী (বৃযভঃ), বর্ষণযোগ্য বলে অন্বিত (বৃঞ্চ্যাবান্ৎ), সত্যফলরূপী (সত্যঃ), অপরের বলনাশক (সত্বা), বহুকর্মকারী (পুরুমায়ঃ) ও বলবান (সহস্বান্)—তাঁকে স্তুতিবাক্যের দ্বারা অর্চনা বা স্তুতি করছি ॥ ১॥ নয়টি মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মের ফল লব্ধ হয়ে (নবগ্বাঃ) পিতৃলোকপ্রাপ্ত আমাদের পূর্বপুরুষগণ (নঃ পূর্বে পিতরঃ) এবং সপ্তসংখ্যক মেধাবী জনগণ (সপ্ত বিপ্রাসঃ) হবির্লক্ষণ অন্নের ইচ্ছায় এই ইন্দ্রের স্তুতি করেছেন (বাজয়ন্তঃ মতিভিঃ)। (কীরকম ইন্দ্র? না—) 'নক্ষদ্দাভং' অর্থাৎ তাঁর প্রতি আগুয়ান শত্রুগণের হিংসক। দুর্গম পথগামীর তারক (ততুরিং), পর্বতে মেঘে অবস্থিত (পর্বতেষ্ঠাং, অনতিক্রমণীয় বাক্যবান্ অর্থাৎ যাঁর আদেশ অলঙ্ঘনীয় (অদ্রোঘবাচম্) এবং অতিশয় বলবন্ত (শবিষ্ঠম) ॥ ২॥ প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের (তং) নিকটে আমরা যাচনা করছি (ঈমহে)। (কি যাচনা করি? না—) 'অস্য রায়ঃ' অর্থাৎ এই ধন। (কিরকম তা? না—) বহু পুত্র ইত্যাদির সাথে (পুরুবীরস্য) ও মনুষ্য সেবকগণের সাথে (নৃবতঃ) যে ধন ভোক্তব্য হয়ে থাকে, যা বহু অন্নময় (পুরুক্ষোঃ), সেই হেন বিশেষণবিশিষ্ট ধন আমরা যাচনা করছি। অধিকন্তু যে ধন অচ্ছিন্ন (অস্কৃধোয়ুঃ), জরারহিত (অজরঃ) ও স্বর্গ বা সুখবান্ অর্থাৎ তার প্রাপ্তিকারক (স্বর্বান্), হে হরিবঃ (অর্থাৎ হরি নামক অশ্বযুক্ত) ইন্দ্র! আমাদের তৃপ্তির নিমিত্ত সেই ধন আনয়ন করুন (মাধয়ধ্যৈ আ ভর) ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র! পুরাকালেও আপনার স্তোতৃবর্গ (পুরা চিৎ তে জরিতারঃ) আপনার নিকট হতে যে সুখ প্রাপ্ত হয়েছেন (সুন্নম্ যদি আনশুঃ) তা (তৎ) (অর্থাৎ সেই সুখ) আমাদেরও (নঃ) প্রদান করুন (বি বোচঃ)। সেই সুখের উৎকোচস্বরূপ অসুরবিনাশক অর্থাৎ শত্রুঘাতী (অসুরঘ্নঃ) যজ্ঞে আপনার যথাযথ ভাগ (তে ভাগঃ)

নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হে দুর্ধর্ষ, অর্থাৎ শত্রুর পক্ষে অপরাজেয় (দুধ্র), হে শত্রুগণের খেদয়িতা অর্থাৎ আক্ষেপ উদ্রেককারী (খিদ্বঃ), হে বহুজন কর্তৃক আহূত (পুরুহূত), হে প্রভূত ধনশালী (পুরূবসো), ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের নিমিত্ত সেই হবির্লক্ষণ অন্ন প্রদান করুন (কিং বয়ঃ...) ॥ ৪ ॥ যজমানের যজ্ঞ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত কর্মবতী (যস্য বেপী) প্রবচনশীলা বাণী (বক্করী গীঃ) হস্তে বজ্রধারণকারী (বজ্রহস্তং), রথে অবস্থিত (রথেষ্ঠাং) সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্রকে প্রশ্ন করছে (তং পৃচ্ছন্তী), অর্থাৎ ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করছে, [বক্তব্য এই যে, স্তুতিগুলি ইন্দ্রের উদ্দেশে ধ্বনিত হচ্ছে]। বহুজনের গ্রাহক (তুবিগ্রাভং), বহু কর্মকারী (তুবিকূর্মিং), এবং বল-প্রদায়ক (রভোদাং)—এই হেন লক্ষণান্বিত ইন্দ্রের নিকটে সেই যজমান সুখ কামনা করেন (গাতুং ইযে)। অধিকন্তু সেই ইন্দ্র অভিগামী বা শীঘ্রগামী শত্রুর অভিমুখে গমন করে থাকেন (তুম্রং অচ্ছ নক্ষতে) ॥ ৫ ॥ হে স্বায়ত্তবল (স্বতবঃ) (অর্থাৎ সকল বলকে আপন আয়ত্তে স্থাপনকারী) ইন্দ্র! আপনি মনের ন্যায় শীঘ্র গতিযুক্ত (মনোজুবা) পর্বতবৎ বজ্রের (পর্বতেন) প্রসিদ্ধ (অয়া) শক্তির দ্বারা (মারয়া) বর্ধমান (ববৃধানং) সেই প্রসিদ্ধ বৃত্রকে (তং) বিশেষভাবে ভগ্ন করেছেন (বি রুজঃ)। তথা হে শোভনবল (সোজঃ)! হে মহান (বিরপ্শিন্) ইন্দ্র! আপনি অন্যের দ্বারা চ্যুত হবার নন্ (অচ্যুতা চিৎ), দৃঢ় অর্থাৎ অশিথিলীকৃত (বীলিতা), দৃঢ় শত্রুনগরগুলি (দৃহ্লা) ধর্ষক বজ্রের দ্বারা বিদারিতবান্ হয়েছেন (বি রুজঃ) অর্থাৎ বিভগ্ন করেছেন ॥ ৬ ॥ হে যজমানবৃন্দ! আপনাদের নিমিত্ত (বঃ) অতিশয়িত বলশালী (শবিষ্ঠং), প্রাচীন (প্রত্নং), সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্রকে (তং) নবতর স্তুতির দ্বারা (নব্যস্যা ধিয়া) প্রাচীন মহর্ষিগণের ন্যায় (প্রত্নবৎ) আমিও অলঙ্কারমণ্ডিত করতে উদ্যত হয়েছি (পরিতংসযধ্যৈ)। ইয়ত্তাশূন্য অর্থাৎ সর্বার্থে অসীম (অনিমানঃ) বা মহান, শোভন-বাহনশালী (সুবহ্মা) সেই ইন্দ্র আমাদের (স ইন্দ্রঃ নঃ) সকল দুস্তর বাধা (বিশ্বানি দুঃগহানি) অতিক্রম করিয়ে দিন ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র! আপনি সাধুজনের প্রতি দ্বেষকারী (দ্রুহ্বনে) রাক্ষস ইত্যাদিকে (জনায়) পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীলোকে, দিব্য অর্থাৎ দ্যুলোকে ও অন্তরিক্ষ স্থানের সর্বত্র তাপ প্রদান করুন (আ দীপয়ঃ)। হে বৃষণ্ (অর্থাৎ কামবর্ষক) ইন্দ্র! আপনি সর্বতো বিদ্যমান (বিশ্বতঃ) সেই রাক্ষস ইত্যাদিকে (তান্) আপনার দীপ্তির প্রভাবে দহন করুন (শোচিষা তপ)। অধিকন্তু, ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা রাক্ষস ইত্যাদিকে (ব্রহ্মদ্বিষে) পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে (ক্ষাম অপঃ চ) দগ্ধীভূত করুন (শোচয়) ॥ ৮ ॥ হে দীপ্তদর্শন অর্থাৎ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেহধারী (ত্বেষসন্দৃক) ইন্দ্র! আপনি দ্যুলোকস্থ জনগণের (দিব্যস্য জনস্য) এবং পার্থিব জগতের (পার্থিবস্য জগতঃ) রাজা অর্থাৎ ঈশ্বর (রাজা ভুবঃ)। আপনি দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করেছেন (ধিষ্ব)। হে অজুর্য (অর্থাৎ জরার স্পর্শের অতীত) ইন্দ্র! আপনি সেই নিহিত বজ্রের দ্বারা সকল আসুরিক মায়া (বিশ্বাঃ মায়াঃ) বিদূরিত করে দিন (বি দয়সে) ॥ ৯ ॥ শত্রুগণের কবল হতে উদ্ধারণের নিমিত্ত (শত্রুতূর্যায়) মহতী (বৃহতীং), অহিংসিতা (অমৃধ্রাং), সঙ্গতা (সংযতং) ও ক্ষেমলক্ষণা সম্পদ (স্বস্তিং), হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের নিমিত্ত (নঃ) আহরণ করুন (আ হর) অর্থাৎ আমাদের প্রদান করুন। হে বজ্রবান্ (বজ্রিন্) ইন্দ্র! সেই ক্ষেমরূপা সম্পদের দ্বারা (যয়া) কর্মের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষয়কারী (দাসানি) হীন শত্রুভূত (বৃত্রা) মনুষ্যগণকে (নাহুষানি) শ্রেষ্ঠ (আর্যাণি) তথা শোভন-অপত্যভূত অর্থাৎ পুত্রস্থানে স্থাপিত করুন (সুতুকা করঃ) ॥ ১০ ॥ হে পুরুহূত (অর্থাৎ যজমানগণ কর্তৃক বহুভাবে আহূত) ইন্দ্র! হে বেধঃ (অর্থাৎ সকলের বিধাতা) ইন্দ্র! হে প্রযজ্যো (অর্থাৎ প্রকর্ষের সাথে স্তবনীয় বা প্রকৃষ্ট গমনশালী) ইন্দ্র! সকলের বরণীয় (বিশ্ববারাভিঃ) নিযুত নামক অশ্বসমূহের সাথে (নিযুৎভিঃ) আমাদের নিকট আগমন করুন (নঃ আ গহি)। আপনার আগমনসাধন সেই নিযুক্ত নামক

অশ্বগুলিকে (যাঃ) দেবলক্ষণহীন অসুরগণ (অদেব) নিবারণ করতে পারে না (ন বরতে) তথা দেবতাগণও (দেবঃ) নিবারণ করতে পারেন না (ন বরতে)। কারও পক্ষেই অনিবারণীয় সেই নিযুত নামক অশ্বগুলি সমভিব্যাহারে (আভিঃ) আমাদের অভিমুখে দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক অর্থাৎ আমাদের অভিমুখী হয়ে (মদ্র্যদ্রিক্) শীঘ্র আগমন করুন (তূয়ম্ আ যাহি) ॥ ১১ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — আভিপ্লবিকে যুগ্মাহনি মাধ্যন্দিনসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্রে 'য এক ইদ্ধব্যঃ' ইতি সূক্তং সম্পাতসংজ্ঞয়া বিনিযুক্তং। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৪অ. ৩সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি আভিপ্লবিকের যুগ্মদিনে মাধ্যন্দিন সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শস্ত্রে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। (বৈ. ৬।১) ॥ (২০কা. ৪অ. ৩সূ) ॥

◆

: চতুর্থ সূক্ত :

[ঋষি : বসিষ্ঠ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

যস্তিগ্মশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীম একঃ কৃষ্টীশ্চ্যাবয়তি প্র বিশ্বাঃ।
যঃ শশ্বতো অদাশুষো গয়স্য প্রযন্তাসি সুষ্বিতরায় বেদঃ ॥ ১ ॥
ত্বং হ ত্যদিন্দ্র কুৎসমাবঃ শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে।
দাসং যচ্ছুষ্ণং কুযবং ন্যস্মা অরন্ধয় আর্জুনেয়ায় শিক্ষন্ ॥ ২ ॥
ত্বং ধৃষ্ণো ধৃষতা বীতহব্যং প্রাবো বিশ্বাভিরূতিভিঃ সুদাসম্।
প্র পৌরুকুৎসিং ত্রসদস্যুমাবঃ ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেষু পূরুম্ ॥ ৩ ॥
ত্বং নৃভির্নৃমণো দেববীতৌ ভূরীণি বৃত্রা হর্যশ্ব হংসি।
ত্বং নি দস্যু চুমুরিং ধুনিং চাস্বাপয়ো দভীতয়ে সুহন্তু ॥ ৪ ॥
তব চ্যৌত্নানি বজ্রহস্ত তানি নব যৎ পুরো নবতিং চ সদ্যঃ।
নিবেশনে শততমাবিবেষীরহং চ বৃত্রং নমুচিমুতাহন্ ॥ ৫ ॥
সনা তা ত ইন্দ্র ভোজনানি রাতহব্যায় দাশুষে সুদাসে।
বৃষ্ণে তে হরী বৃষণা যুনজ্মি ব্যন্তু ব্রহ্মাণি পরুশাক বাজম্ ॥ ৬ ॥
মা তে অস্যাং সহসাবন্ পরিষ্টাবঘায় ভূম হরিবঃ পরাদৈ।
ত্রায়স্ব নোঽবৃকেভির্বরূথৈস্তব প্রিয়াসঃ সূরিষু স্যাম ॥ ৭ ॥
প্রিয়াস ইৎ তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরো মদেম শরণে সখায়ঃ।
নি তুর্বশং নি যাদ্বং শিশীহ্যতিথিগ্বায় শংস্যং করিষ্যন্ ॥ ৮ ॥
সদ্যশ্চিন্নু তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরঃ শংসন্ত্যুক্থশাস উক্থা।
যে তে হবেভির্বি পণীঁরদাশন্নস্মান্ বৃণীষ্ব যুজ্যায় তস্মৈ ॥ ৯ ॥
এতে স্তোমা নরাং নৃতম্ তুভ্যমস্মাদ্র্যঞ্চো দদতো মঘানি।
তেষামিন্দ্র বৃত্রহত্যে শিবো ভূঃ সখা চ শূরোঽবিতা চ নৃণাম্ ॥ ১০ ॥

নূ ইন্দ্র শূর স্তবমান ঊতী ব্রহ্মজুতস্তন্বা বাবৃধস্ব।
উপ নো বাজান্ মিমীহ্যুপ স্তীন্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! যে আপনি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গশালী বৃষভের ন্যায় ভয়জনক (যঃ তিগ্মশৃঙ্গঃ বৃষভঃ ন ভীমঃ); সেই আপনি কারো সহায় ব্যতিরেকে অর্থাৎ একাকীই (একঃ) আমাদের সকল শত্রুজনকে (বিশ্বাঃ কৃষ্টীঃ) প্রকর্ষের সাথে বিদূরিত করুন (প্র চ্যাবয়তি)। আপনি চিরন্তন বা নিত্য (যঃ শশ্বতঃ)। হবিঃ-অদানকারী, অযজমানগণের (অদাশুষঃ) ধনপূর্ণ গৃহসদৃশ লুব্ধকের (গয়স্য) ধন (বেদঃ) সুষ্ঠু সোমাভিষববান (সুষ্বিতরায়) যজমানগণকে প্রকর্ষের সাথে প্রদান করে থাকেন (প্রযন্তা অসি) ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! আপনিই মর্ত্যের যোদ্ধাগণের সাথে সংগ্রামে (সমর্যে) অথবা মর্ত্যের ঋত্বিকগণের সাথে যজ্ঞে, শরীরের দ্বারা (তন্বা) শুশ্রূষা প্রাপ্ত হয়ে (শুশ্রূষমাণঃ) কুৎসকে রক্ষা করেছিলেন (আবঃ)। যখন আপনি (অস্মৈ) অর্জুনীর পুত্র কুৎসের নিমিত্ত দাস নামক ও কুষব নামক অসুরবর্গকে (শুষ্ণং) শিক্ষা দান পূর্বক (শিক্ষণ্) তাদের ধন কুৎসকে প্রদানের নিমিত্ত নিরন্তর বশ করেছিলেন (নি অরন্ধয়ঃ) ॥ ২॥ হে ধৃষ্ণো (অর্থাৎ শত্রুগণের ধর্ষক) ইন্দ্র! আপনি আপনার (ত্বং) শত্রুধর্ষক বজ্রের দ্বারা (ধৃষতা) হবির্দাতা (বীতহব্য) সুদাস অর্থাৎ শোভনদান নামক রাজাকে অথবা বীতহব্য ও সুদাস নামক রাজদ্বয়কে সকল রক্ষণের দ্বারা (বিশ্বাভিঃ ঊতিভিঃ) রক্ষা করেছিলেন, (প্র আবঃ)। অধিকন্তু সংগ্রামে (বৃত্রহত্যেষু) ভূমিদানের নিমিত্তভূত হয়ে (ক্ষেত্রসাতা) পৌরকুৎসি অর্থাৎ পুরুকুৎসের পুত্র রাজা ত্রসদস্যুকে ও পুরু নামক রাজাকে রক্ষা করেছিলেন (আবঃ) ॥ ৩॥ হে নৃমণঃ (অর্থাৎ স্তোতৃগণের মননীয় অর্থাৎ অনিবার অনুচিন্তনীয়, অথবা মনুষ্য যজমানগণের প্রতি অনুগ্রহ-মনোযুক্ত) ইন্দ্র! হে হর্যশ্ব (অর্থাৎ হরি-নামক অশ্বোপেত) ইন্দ্র! আপনি দেবগণের আগমনস্থল বা ভক্ষণস্থলরূপ যজ্ঞে (দেববীতৌ) অথবা যুদ্ধার্থে দেবগণের গমন স্থলে, যোদ্ধা মরুৎবর্গের সাথে (নৃভিঃ) বহু আবরক রাক্ষস ও পাপ (ভূরীণি বৃত্রা) হনন করেছেন (হংসি)। অধিকন্তু, হে ইন্দ্র! আপনি দভীতি নামক রাজর্ষির নিমিত্ত (দভীতয়ে) শোভন হনন-সাধন বজ্রোপেত হয়ে (সুহন্তঃ) দস্যু চুমুরি ও ধুনিকে বিনাশ করেছেন (অস্বাপয়ঃ) ॥ ৪॥ হে বজ্রধারী ইন্দ্র! আপনার (তব) সেই প্রসিদ্ধ বলসমূহ (তানি) অতি দৃঢ় অর্থাৎ অপর কর্তৃক অনভিভবনীয় (চ্যৌত্নানি), এবং সেই বলের দ্বারা আপনি অসুরগণের একোনশতসংখ্যকা (নব নবতিং চ) অর্থাৎ নিরানব্বইটি নগরী (পুরঃ) বিধ্বংস করেছেন (সদ্যঃ) এবং শততম নগরী বা বাসগৃহও (শততমা নিবেশনে) ব্যাপ্ত করেছেন (অবিবেষীং); এবং বৃত্র ও নমুচি নামক অসুরকে নিহত করেছেন (অহন্) ॥ ৫॥ হে ইন্দ্র! আপনার দত্ত ধনসমূহ (ভোজনানি), যা আপনি শোভন হবির্দাতা যজমানকে (রাতহব্যায় দাশুসে সুদাসে) অথবা সুদাস নামক রাজাকে দান করেছিলেন, তা চিরস্থায়ী (সনা) হয়েছিল। হে পুরুনাক (অর্থাৎ বহুকর্মকুশল) ইন্দ্র! কামবর্ষক (বৃষ্ণে) আপনাকে আনয়নের নিমিত্ত (তে) হরি নামক অশ্বদ্বয় (বৃষনা) রথে যোজিত করছি (যুনজ্মি)। আমাদের স্তোত্রসমূহ (ব্রহ্মাণি) বলবান্ (বাজং) আপনার সমীপে গমন করুক (ত্বাং ব্যন্তু) ॥ ৬॥ হে সহসাবন্ (অর্থাৎ বলবান্ বা সকল বিষয়ে সামর্থ্য-সম্পন্ন) ইন্দ্র! হে হরিবঃ (অর্থাৎ হরিতবর্ণোপেত অশ্বশালী) ইন্দ্র! আপনার এই ক্রিয়মাণ (তে অস্যাং) পর্যেষণায় (পরিষ্টৌ) পরিত্যাগ-লক্ষণযুক্ত (পরাদৈ) পাপ (অঘায়) যেন আমাদের না ঘটে (মা ভূম); [বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ যেন আমরা কখনও পরিত্যাগ না করি]। হে ইন্দ্র! হিংসা-পরিশূন্য উপদ্রবরহিত বক্ষণের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন (নঃ অবৃকেভিঃ বরূথৈঃ); [বক্তব্য এই যে, আমাদের সেইভাবে রক্ষা করুন, যাতে কেউ যেন আমাদের প্রতি হিংসা না করতে পারে

এবং কোন উপদ্রব করতে না পারে]। এবং আমরা বিদ্বান স্তোতৃবর্গের মধ্যে (সূরিষু) আপনার প্রিয় হবো (তব প্রিয়াস স্যাম) ॥ ৭ ॥ হে ধনশালী (মঘবন্) ইন্দ্র! আপনার (তে) অভিগমনের ইচ্ছায় (অভিষ্টৌ) হবির্দাতা যজমানরূপী আমরা (নরঃ) আপনার মিত্রস্বরূপ প্রিয় হয়ে (সখায়ঃ প্রিয়াসঃ ইৎ) আমাদের গৃহে (শরণে) যেন হৃষ্ট হই (মদেম)। অধিকন্তু অতিথিগণের সেবার্থে গাভী-পালক, অথবা সৎকারার্থে অতিথিবৃন্দের অভিমুখে গমনকারী রাজার, অর্থাৎ অতিথিগ্বের (অতিথিগ্বায়) প্রখ্যাপনীয় সুখ সম্পাদনের ইচ্ছা করে (শংস্যং করিষ্যন্) তুর্বশ নামক রাজাকে ও যদুকুলোৎপন্ন রাজাকে (যাদ্বম্) আপনি তীক্ষ্ণীকৃত বা তাড়িত করুন (নি শিশীহি) ॥ ৮॥ হে ইন্দ্র (মঘবৎ)! আপনার অভিগমনে (তে অভিষ্টৌ) অর্থাৎ আগমন ঘটলে স্তুতি-প্রবর্তক ঋত্বিক্‌বৃন্দ (নরঃ) সেইক্ষণেই উক্‌থ শস্ত্রে আপনার স্তুতি উচ্চারণ করেন (সদ্যঃ চিৎ নু উক্‌থশাসঃ উক্‌তা শংসন্তি)। স্তুতি-প্রবর্তক ঋত্বিক্‌বৃন্দ (যে) আপনাকে (তে) আহ্বানের মাধ্যমে (হবেভিঃ) বণিকভূত লুব্ধক অযাজ্ঞিকগণকে (পণীন্) বধ করে থাকেন (বি অদাশন্)। এইরূপে সেই সামমন্ত্রের উদ্গাতা আমাদের (অস্মান্) সেই প্রসিদ্ধ (তস্মৈ) যোজয়িতব্য ফলের নিমিত্ত অথবা যাগের নিমিত্ত (যুজ্যায়) বরণ করুন (বৃণীষ্ব)। [বক্তব্য এই যে, যেহেতু আমরা উক্‌থ মন্ত্রের উচ্চারণকারী, সেই হেতু আমাদের অভিমত ফলপ্রাপ্তির পক্ষে স্বীকৃতি প্রদান করুন] ॥ ৯ ॥ পুরুষগণের মধ্যে (নরাং), হে পুরুষোত্তম (নৃতম) ইন্দ্র! আমাদের ইদানীং এই স্তুতি সমুদায় (এতে স্তোমা) আমাদের অভিমুখে (অস্মান্ অঞ্চন্তঃ) হবির্লক্ষণ ধনরাশির (মঘানি) প্রদাতা (দদতঃ) আপনার উদ্দেশে (তুভ্যং) কৃত। হে ইন্দ্র! শত্রু বা আবরক পাপ হননের নিমিত্তভূত হলে (বৃত্রহত্যে) স্তুতি-সম্পাদক আমাদের অথবা আমাদের কৃত স্তোমগুলির প্রতি (তেষাং) আপনি সুখয়িতা বা মঙ্গলপ্রদায়ক হোন (শিবঃ ভূঃ)। অধিকন্তু হবির্দাতা বা স্তুতিকারক আমাদের (নৃণাম্) পক্ষে আপনি বীরস্বরূপ (শূরঃ); সখিবৎ মিত্রভূত (সখা) ও রক্ষিত (অবিতা) হোন ॥ ১০॥ হে শৌর্যসম্পন্ন (শূর) ইন্দ্র! আপনি রক্ষণের নিমিত্তভূতরূপে (ঊতী) আমাদের দ্বারা স্তূয়মান (স্তবমানঃ) ও হবিঃ-সমূহের প্রাপিত (ব্রহ্মজূতঃ) হয়ে আপন শরীরের দ্বারা অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়ে উঠুন (তন্বা ববৃধস্য)। অতঃপর আমাদের (নঃ) অন্নসমূহ (বাজান্) প্রদান করুন (উপ মিমীহি)। তথা কুলের অর্থাৎ বংশের সমর্ধনের অর্থাৎ সম্যক্ বর্ধনের উপযুক্ত পুত্র ইত্যাদি প্রদান করুন (উপ স্তীন্)। হে অগ্নি প্রমুখ দেবগণ। আপনারাও (যূয়ম্) মঙ্গলের সাথে (স্বস্তিভিঃ) সদা আমাদের রক্ষা করুন (নঃ পাতা) ॥ ১১ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — আভিপ্লবিকে তৃতীয়েহনি ষষ্ঠে চ 'যস্তিগ্মশৃঙ্গঃ' ইতি সম্পাতসংজ্ঞকং সূক্তং মাধ্যন্দিনসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্রে বিনিযুক্তং॥ (২০কা. ৪অ. ৪সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্বসূক্তের মতোই বিনিযুক্ত হয়। এইটি কেবল তৃতীয় দিবসেই নয়, ষষ্ঠ দিবসেও মাধ্যন্দিন সবনে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। পূর্ব সূক্তে এর সূত্রে উল্লেখিত আছে ॥ (২০কা. ৪অ. ৪সূ.) ॥

অতঃপর, অর্থাৎ ২০শতি কাণ্ডের ৫ম অনুবাক থেকে গ্রন্থের অন্তিম পর্যন্ত অংশের ভাষ্য ইত্যাদি আচার্য সায়ন রচনা করেননি। সেই জন্য পণ্ডিতবর দুর্গাদাসও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে পূর্ববর্তী কিছু অংশের মতো এই অংশটুকুরও ভাষ্য কিংবা অনুবাদ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। তবে আমরা যথা-প্রতিশ্রুতি অনুসারে হিন্দী-বলয়ের অথর্ববেদজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের অবদান-অবলম্বনে এই অংশেরও সূক্তসার ইত্যাদি উল্লেখ করেছি।

পঞ্চম অনুবাক

: প্রথম সূক্ত :

[ঋষি : ইরিম্বিঠি, মধুচ্ছন্দা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ১॥
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা।
উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥ ২॥
ব্রহ্মাণস্তা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ।
সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৩॥
ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ৪॥
ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ৫॥
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়ৎ দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৬॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! মন্ত্রের দ্বারা রথে যোজিত অশ্বের সহযোগে আপন অভিলষিত স্থানে গমনাগমনে সক্ষম, বজ্রধারী, উপাসকগণের হিতৈষী, স্বয়ং সূর্যরূপী আপনি। আপনি সোমযাগকারী আমাদের দ্বারা সংস্কারিত সোম পানের নিমিত্ত এই যজ্ঞে আগমন করুন এবং কুশাস্তীর্ণ আসনে উপবিষ্ট হয়ে সোম পান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অভিপ্লবে ষড়হে 'আ যাহি সুযুমা হি তে' ইত্যাদয়ো যথাক্রমং ষড়, আজ্যস্তোত্রিয়া ভবন্তি। তৎ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৫অ. ১সূ.)॥

টীকা — অভিপ্লবে ষড়হে এই সূক্তমন্ত্রগুলি যথাক্রমে ছয়টি আজ্যস্তোত্রিয় হয়ে থাকে; অর্থাৎ বৈতানিক সূত্রানুসারে (৬।১) এই অনুবাকের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ সূক্ত অবধি 'ষট্ স্তোত্রিয়াঃ' ॥ (২০কা. ৫অ. ১সূ) ॥

◆

: দ্বিতীয় সূক্ত :

[ঋষি : মধুচ্ছন্দা, (গোষূক্ত্যশ্বসূক্তিনৌ)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১॥

ব্যন্তরিক্ষমতিরন্মদে সোমস্য রোচনা।
ইন্দ্রো যদভিনদ্ বলম্ ॥ ২॥
উদ্ গা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গুহা সতীঃ।
অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ ॥ ৩॥
ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃহ্লানি দৃংহিতানি চ।
স্থিরাণি ন পরাণুদে ॥ ৪॥
অপামূর্মির্মদন্নিব স্তোম ইন্দ্রাজিরায়তে।
বি তে মদা অরাজিষুঃ ॥ ৫॥

সূক্তসার — আমরা সমগ্র বিশ্বের প্রাণীগণের পক্ষে সেই ইন্দ্রকে আহূত করছি যিনি সোমের দ্বারা হর্ষপ্রাপ্ত হয়ে অন্তরিক্ষলোককে বৃষ্টির জলে প্রবৃদ্ধ করেছেন এবং আপন বলে মেঘকে বিদীর্ণ করেছেন। যে ইন্দ্র অঙ্গিরাবর্গের নিমিত্ত পর্বত কন্দরস্থিত গাভীগুলিকে প্রকট করে বাহিরে আনয়ন করেছেন, তিনি বল নামক দৈত্যকে অধোমুখী করে নিপাতিত করেছেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — গবাময়নাদৌ সম্বৎসরে প্রাতঃসবনে অনুরূপাৎ অনন্তরং 'ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি' (২০।৩৯।১) ইতি ঋগ্ আরম্ভণীয়া। তত্রৈব 'ব্যন্তরিক্ষং অভিবৎ' (২০।৩৯।২) ইতি পর্যাসো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে। আরভ্যতে উক্থমুখং ইত্যারম্ভণীয়া। পর্যস্যতে পরিসমাপ্যতে অনেন শস্ত্রমিতি পর্যাসঃ। তথা গোসববিবধবৈশ্যস্তোমেষু ত্রিষু একাহেষু 'ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি' (২০।৩৯) 'আনো বিশ্বাসু হব্যঃ' (২০।১০৪।৩) এতৌ আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ২সূ.)॥

টীকা — গবাময়ন ইত্যাদি সম্বৎসরে প্রাতঃসবনে অনুরূপের পর উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি আরম্ভণীয়া এবং সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ঋক্‌টি পর্যাস হয়ে থাকে। যে মন্ত্রের দ্বারা উক্থ-মুখ আরম্ভ হয়, তা আরম্ভণীয়া নামে উক্ত হয়। যে মন্ত্রের দ্বারা পরিসমাপ্তি করা হয়, সেই শস্ত্র পর্যাস নামে কথিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য এই যে উপর্যুক্ত সূক্তটি ও ৯ম অনুবাকের ৮ম সূক্তের ৩য় মন্ত্রস্থ ('আ নো বিশ্বাসু হব্য') আজ্যপৃষ্ঠস্ত্রোত্রিয় হয়ে থাকে। (বৈতানিক. ৮।১) ॥ (২০কা. ৫অ. ২সূ.) ॥

◆

: তৃতীয় সূক্ত :

[ঋষি : মধুচ্ছন্দা। দেবতা : ইন্দ্র, মরুৎ-দেবতাবর্গ। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সঞ্জগ্মানো অবিভ্যুষা।
মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ১॥
অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি।
গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ২॥

আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে।
দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আপনি আপনার ন্যায় অভয়প্রদানশীল মরুৎ নামক দেবতাগণের সাথে বিরাজিত থাকেন। পাপরহিত ও তেজস্বী ইন্দ্রকে কামনাকারী যজমানের যজ্ঞ অত্যন্ত সুশোভিত হয়ে থাকে। হবিঃপ্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রদেব প্রবৃদ্ধ হয়ে ওঠেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে' ইত্যস্য 'আ যাহি সুষুমা হি তে' (২০।৩৮) ইত্যত্র বিনিয়োগ উক্তঃ। তথা পৃষ্ঠ্যিস্য তৃতীয়েহনি 'ইন্দ্রেন সং হি দৃক্ষসে' (২০।৪০) 'বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্তঃ' (২০।৫২) 'ত্বং ন ইন্দ্রা ভর' (২০।১০৮) ইত্যেতে আজ্যপৃষ্ঠোক্থস্তোত্রিয়া ভবন্তি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ৩সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তিটির বিনিয়োগ ১ম সূক্তটির অনুরূপ। পৃষ্ঠ্যের তৃতীয় দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তমন্ত্রগুলি, এই অনুবাকের ১৫শ সূক্তমন্ত্রগুলি এবং ৯ম অনুবাকের ১২শ সূক্তমন্ত্রগুলি যথাক্রমে আজ্যপৃষ্ঠ্য, উক্থস্তোত্রিয় হয়ে থাকে। (বৈতান. ৮।৪) ॥ (২০কা. ৫অ. ৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্থ সূক্ত :

[ঋষি : গোতম। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব ॥ ১॥
ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেম্বপশ্রিতম্।
তদ্ বিদচ্ছর্যণাবতি ॥ ২॥
অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥ ৩॥

সূক্তসার — যুদ্ধে অপশ্চাদপদ ইন্দ্রদেব বৃত্রের নিরানব্বই সংখ্যক নগরীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তিনি পর্বতসমূহের মস্তক ছেদন করেছিলেন এবং চন্দ্রমণ্ডলে সূর্যরূপে তিনিই এক রশ্মিরূপে বিদ্যমান।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইন্দ্রো দধীচো অস্থভিঃ' ইত্যস্য 'আ যাহি সুষুমা হি তে' (২০।৩৮) ইত্যত্র বিনিয়োগ উক্তঃ। তথা পৃষ্ঠ্যষড়হস্য একবিংশস্তোমকে চতুর্থেহনি একাহৈকীভূতে 'ইন্দ্রো দধীচো অস্থভিঃ' ইত্যাদয়ঃ আজ্যপৃষ্ঠোক্থস্তোত্রিয়া ভবন্তি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ৪সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ১ম সূক্তের অনুরূপ। পৃষ্ঠ্য ষষ্ঠ দিবসের একবিংশ স্তোমকে চতুর্থ দিবসে একাহে উপর্যুক্ত সূক্তমন্ত্র যথাক্রমে আজ্যপৃষ্ঠ্য ও উক্থস্তোত্রিয় হয়ে থাকে। (বৈতান. ৮।২)।—ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৫অ. ৪সূ.) ॥

: পঞ্চম সূক্ত :

[ঋষি : কুরুস্তুতি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতস্পৃশম্।
ইন্দ্রাৎ পরি তন্বং মমে ॥ ১॥
অনু ত্বা রোদসী উভে ক্রক্ষমাণমকৃপেতাম্।
ইন্দ্র যদ্ দস্যুহাভবঃ ॥ ২॥
উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বী শিপ্রে অবেপয়ঃ।
সোমমিন্দ্র চমূ সুতম্ ॥ ৩॥

সূক্তসার — আমি ইন্দ্রের দ্বারাই সত্যকে স্পর্শশালিনী অষ্ট-পদী বাণীকে উচ্চারণ করছি (বা আপন শরীরে ধারণ করছি)। হে ইন্দ্র! যখন আপনি অসুরগণকে বিনষ্ট করেছিলেন তখন আপনার নির্বলতা দর্শনে দ্যাবা-পৃথিবী আপনাকে কৃপা করেছিলেন। আপনি সুসংস্কারিত সোম পান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বাচমষ্টাপদীমহং' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'আ যাহি সুষুমা হি তে' (২০।৩৮) ইত্যনেন সহ উক্তঃ। তথা অশ্বমেধস্য ত্র্যহস্য দ্বিতীয়েহহনি 'বাচমষ্টাপদীমহং (২০।৪২) 'স্বাদোরিত্থা বিষূবতঃ' (২০।১০৯) ইত্যেতৌ আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ো ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ৫সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ১ম সূক্তের অনুরূপ। তথা অশ্বমেধ যজ্ঞের তিনদিনের মধ্যে দ্বিতীয় দিনে উপর্যুক্ত সূক্তমন্ত্রগুলি ও ৯ম অনুবাকের ১৩শ সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা যথাক্রমে আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়ে থাকে। (বৈতান. ৮।৩)। ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৫অ. ৫সূ.) ॥

◆

: ষষ্ঠ সূক্ত :

[ঋষি : ত্রিশোক। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ।
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ১॥
যদ্ বীলাবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎ পর্শানে পরাভৃতম্।
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ২॥
যস্য তে বিশ্বমানুষো ভূরের্দত্তস্য বেদতি।
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের শত্রুগণকে বিধ্বংস করুন, রণের প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত করুন এবং আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় সেই ধন প্রদান করুন, যা স্থির ব্যক্তির নিকট বর্তমান থাকে এবং সকল উপাসকের পক্ষে প্রাপ্তব্য হয়ে থাকে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'আ যাহি' (২০।৩৮) ইত্যত্র উক্তঃ। তথা অপ্তোর্যামণি ক্রতৌ উপরিষ্টান্মাধ্যন্দিনবচনাৎ প্রাতঃসবনে 'ভিন্দি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ' (২০।৪৩) ইত্যনুরূপং অভিতঃ 'আ নো যাহি' (২০।৪) ইত্যনুরূপো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।— ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ৬সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ ১ম সূক্তের অনুরূপ। তথা আপ্তর্যাম ক্রতুসমূহে উপরিষ্টা মাধ্যন্দিন বচন হতে প্রাতঃসবনে উপর্যুক্ত সূক্তানুরূপ সমীপার্থগত ১ম অনুবাকের ৪র্থ সূক্ত এই সূক্তের অনুরূপ হবে। বৈতানে এটি উক্ত হয় (বৈ. ৪।৩)।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ৬সূ.)॥

◆

: সপ্তম সূক্ত :

[ঋষি : ইরিম্বিঠি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ।
নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্॥ ১॥
যস্মিন্নুক্থানি রণ্যন্তি বিশ্বানি চ শ্রবস্যা।
অপামবো ন সমুদ্রে॥ ২॥
তং সুষ্টুত্যা বিবাসে জ্যেষ্ঠরাজং ভরে কৃত্নুম্।
মহো বাজিনং সনিভ্যঃ॥ ৩॥

সূক্তসার — সহনশীল, অগ্রগণ্য, নিত্য নবীন, পূজনীয়, মনুষ্যবর্গের প্রভু, তেজস্বী, স্তোতৃবর্গকে অন্ন ও যশ দানশীল ইন্দ্রের স্তুতি করছি। আমি সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে হবিঃ নির্বপণ পূর্বক তাঁর প্রসন্নতা কামনা করি।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ইত্যাদি পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ॥ (২০কা. ৫অ. ৭সূ.)॥

◆

: অষ্টম সূক্ত :

[ঋষি : শুনঃশেপ দেবরাতাপরনামা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্।
বচস্তচ্চিন্ন ওহসে॥ ১॥

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে।
বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥ ২॥
ঊর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন ঊতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো।
সমন্যেষু ব্রবাবহৈ ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্র! গর্ভধারণক্ষমা কবুতরীর সকাশে কবুতরের মতো আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য বাণী বা স্তোত্রমন্ত্রের অভিমুখে আপনি আগত হোন। সত্যময় বিভূতিসম্পন্ন ধনেশ্বররূপী আপনাকে স্তুতিসমূহই প্রাপ্ত করাতে সমর্থ। হে শতকর্মা! আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমরা আপনার স্তবন করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তীব্রসুদুপশদোপহব্যাখ্যেষু ত্রিষু একাহেষু 'অয়মু তে সমতসি' (২০।৪৫) 'ইমা উ ত্বা পুরূবসো' (২০।১০৪) এতৌ আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ যথাক্রমং ভবতঃ। তথা ব্যুষ্টিদ্ব্যহে এতৌ আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।...।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ৮সূ.)॥

টীকা — তীব্রসুৎ, উপশৎ ও উপহব্য আখ্যাত তিনটি একাহ যাগে উপর্যুক্ত সূক্তমন্ত্রগুলি এবং ৯ম অনুবাকের ৮ম সূক্তের মন্ত্রগুলি ('ইমা উ ত্বা পুরূবসো' ইত্যাদি) যথাক্রমে আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হবে। (বৈতান (৮।১, ৮।৩) ॥ (২০কা. ৫অ. ৮সূ.)॥

◆

: নবম সূক্ত :

[ঋষি : ইরিম্বিঠি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা কর্তারং জ্যোতিঃ সমৎসু।
সাসহ্বাংসং যুধামিত্রান্ ॥ ১॥
স নঃ পপ্রিঃ পারয়াতি স্বস্তি নাবা পুরুহূতঃ।
ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ ॥ ২॥
স ত্বং ন ইন্দ্র বাজেভির্দশস্যা চ গাতুয়া চ।
অচ্ছা চ নঃ সুম্নং নেষি ॥ ৩॥

সূক্তসার — নেতা, রণস্থলে শত্রুবশকর্তা, যজ্ঞস্থলে জ্যোতির কর্তা, হে ইন্দ্রদেব! আপনার কল্যাণময়ী তরণীর দ্বারা আমাদের উত্তীর্ণ করুন। আমাদের পশুধন বৃদ্ধি করুন এবং অন্ন ইত্যাদি সম্পন্ন বিপুল সুখ প্রদান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — স্বরসামাখ্যেষু ত্রিষ্বহঃসু অভিপ্লবে চ 'সং চোদয় চিত্রমর্বাক্' (২০।৭১।১১) 'প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা' (২০।৪৬) এতৌ আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ পর্যায়েণ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ৯সূ)॥

টীকা — স্বরসাম নামে অভিহিত তিনটি দিবসে ও অভিপ্লবে উপর্যুক্ত সূক্তটি ও ৬ষ্ঠ অনুবাকের ৫ম সূক্তের ১১শ মন্ত্র পর্যায়ক্রমে আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয় হবে। (বৈ. ৮/৪) ॥ (২০কা. ৫অ. ৯সূ.)॥

◆

: দশম সূক্ত :

[ঋষি : সুকক্ষ (১-৩), ইরিম্বিঠি (৭-৯), মধুচ্ছন্দা (৪-৬, ১০-১২), প্রস্কণ্ব (১৩-২১)।
দেবতা : ইন্দ্র, সূর্য (১৩-২১)। ছন্দ : গায়ত্রী।]

তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ১॥
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স মদে হিতঃ।
দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ২॥
গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ।
ববক্ষ ঋষ্বো অস্তৃতঃ ॥ ৩॥
ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ৪॥
ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ৫॥
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়ৎ দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৬॥
আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ৭॥
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা।
উপ ব্রহ্মাণিঃ নঃ শৃণু ॥ ৮॥
ব্রহ্মাণস্ত্বা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ।
সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৯॥
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ১০॥
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ১১॥
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ১২॥
উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥ ১৩॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ১৪॥

অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ১৫॥
তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য।
বিশ্বমা ভাসি রোচন ॥ ১৬॥
প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষীঃ।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ১৭॥
যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ১৮॥
বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহর্মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যং জন্মানি সূর্য ॥ ১৯॥
সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণম্ ॥ ২০॥
অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ২১॥

সূক্তসার — অভীষ্টবর্ষক ইন্দ্র সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট। বৃত্র-বিনাশার্থে আমরা তাঁকে পুষ্ট করছি। ইন্দ্র প্রশংসনীয়, তেজস্বী ও বলবান্। গায়ক, বাণী, পূজামন্ত্র সকলেই তাঁর স্তুতি করে থাকে। সূর্যকে ইন্দ্রই আকাশস্থ করেছেন। সূর্যরূপে ইন্দ্রই মেঘসমূহকে বিদীর্ণ করেছেন। হে ইন্দ্র! আপনার রথে যোজিত অশ্বসকল আপনাকে আমাদের নিকটে আনয়ন করুক। আমরা সোমপান করার নিমিত্ত আপনাকে আহূত করছি। আপনার রথ সকল প্রাণীকে লঙ্ঘন করে চলে এবং সেই রথে যোজিত হরি নামক অশ্ব আকাশ মার্গে দীপ্তমান্ হয়ে ওঠে। হে মনুষ্য! সূর্যরূপী ইন্দ্র অন্ধকার এবং অজ্ঞানকে বিদূরিত করার জন্য উদিত হচ্ছেন, তোমরা দর্শন করো। রাত্রির অবসানে চোরের মতো সূর্যের উদয়ে নক্ষত্রগুলি পলায়ন করে থাকে। হে সূর্যাত্মক ইন্দ্র! আপনি ভবের নৌকাস্বরূপ, আপনি সর্বদ্রষ্টা, আপনি সর্বপ্রকাশক। যাঁরা পুণ্যমার্গ অবলম্বন করে চলেন, তাঁদের আপনি কৃপা করে থাকেন। আপনি ত্রৈলোক্যবিহারী, আপনার রশ্মিরূপ সপ্ত অশ্ব আপনাকে বহন করে থাকে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অতিরাত্রে অতিরিক্তোক্থেষু 'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি' (২০।৪৭) 'মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা' (২০।১৩৮) ইত্যেতৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ১০সূ.)॥

টীকা — অতিরাত্রে অতিরিক্ত উক্থে উপর্যুক্ত সূক্তমন্ত্রগুলি ৯ম অনুবাকের ৪২শ সূক্তের স্তোত্রিয়ানুরূপ বিনিযুক্ত হবে। (বৈ. ৪।৩)। তথা ছন্দোমা নামে অভিহিত তিন দিবসীয় যজ্ঞের প্রাতঃসবনে ৭ম অনুবাকের ১৩শ সূক্ত ('ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো'), উপর্যুক্ত সূক্ত, এবং উল্লিখিত 'মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা'— এইগুলি যথাক্রমে আজ্য স্তোত্রিয় হয়ে থাকে। (বৈ. ৬।৩)। এইভাবে উপর্যুক্ত সূক্তের সাথে সম্বন্ধিত 'আজ্যপৃষ্ঠোক্থস্তোত্রিয়া' কিংবা 'আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ' সম্পর্কে বৈতানিকে সবিস্তার বিনিয়োগ দেওয়া আছে। যেমন—সাকমেধ যজ্ঞের তৃতীয় দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তটি ও 'শ্রায়ন্ত ইব সূর্য (২০কা. ৫অ. ২১ সূক্ত) ইত্যাদি আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়। বৈতানে (৮।৩) বলা হয়েছে—'সাকমেধস্য তমিন্দ্রং বাজয়ামসি শ্রায়ন্ত ইব সূর্যমিতি'।— ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৫অ. ১০সূ) ॥

◆

: একাদশ সূক্ত :

[ঋষি : উপরিবভ্রব (মতান্তরে 'খিল') এবং সর্পরাজ্ঞী। দেবতা : সূর্য ও গাভী। ছন্দ : গায়ত্রী।]

অভি ত্বা বর্চসা গিরঃ সিঞ্চন্তীরাচরণ্যবঃ।
অভি বৎসং ন ধেনবঃ ॥ ১ ॥
তা অর্ষন্তি শুভ্রিয়ঃ পৃঞ্চন্তীর্বর্চসা প্রিয়ঃ।
জাতং জাত্রীর্যথা হৃদা ॥ ২ ॥
বজ্রাপবসাধ্যঃ কীর্তির্ম্রিয়মাণমাবহন্।
মহ্যমায়ুর্ঘৃতং পয়ঃ ॥ ৩ ॥
অয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ।
পিতরং চ প্রয়ন্ৎস্বঃ ॥ ৪ ॥
অন্তশ্চরতি রোচনা অস্য প্রাণাদপানতঃ।
ব্যখ্যন্মহিষঃ স্বঃ ॥ ৫ ॥
ত্রিংশদ্ ধামা বি রাজতি বাক্ পতঙ্গো অশিশ্রিয়ৎ।
প্রতি বস্তোরহর্দ্যুভিঃ ॥ ৬ ॥

সূক্তসার — বিচরণশীল গাভী যেমন আপন বৎসের প্রতি ধাবিত হয় এবং মাতা যেমন আপন সন্তানের প্রতি গমন করে, তেমনই আমাদের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রের নিকটে গমন করছে। সেই বজ্রধারী ইন্দ্র আমাকে যশ-আয়ু-ঘৃত-দুগ্ধ দান করবেন। সূর্যাত্মক ইন্দ্র পূর্বদিকস্থায়ী উদয়াচলে উদিত হয়ে বর্ষাজলে অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করছেন। বর্ষাজলরূপ অমৃত দোহনের কারণে এগুলিকে গাভীও বলা হয়। সূর্য সর্বপ্রকাশক এবং প্রাণ ও অপানরূপে শরীরসমূহে স্থিত হয়ে থাকেন। সূর্যের অনুকম্পাতেই দিবা ও রাত্রির সৃষ্টি হয়। বেদবাণী সূর্যেরই আশ্রয়ে অবস্থিতা।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বিষুবতি সৌর্যপৃষ্ঠে 'অভি ত্বা বর্চসা গিরঃ' ইতি চতুর্থঃ স্তোত্রিয়ঃ॥ (২০কা. ৫অ. ১১সূ.) ॥

টীকা — বিষুবে সৌর্যপৃষ্ঠে উপর্যুক্ত সূক্তটি চতুর্থ স্তোত্রিয়রূপে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (২০কা. ৫অ. ১১সূ) ॥

◆

: দ্বাদশ সূক্ত :

[ঋষি : খিল, নোধা, মেধ্যাতিথি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী, প্রগাথ।]

যচ্ছক্রা বাচমারুহন্নন্তরিক্ষং সিষাসথঃ।
সং দেবা অমদন্ বৃষা ॥ ১ ॥

শক্রো বাচমধৃষ্টায়োরুবাচো অধৃষ্ণুহি।
মংহিষ্ঠ আ মদর্দিবি ॥ ২॥
শক্রো বাচমধৃষ্ণুহি ধামধর্মন্ বি রাজতি।
বিমদন্ বর্হিরাসরন্ ॥ ৩॥
তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ৪॥
দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্।
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ৫॥
তৎ ত্বা যামি সুবীর্যং তদ্ ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে।
যেনা যতিভ্যো ভৃগবে ধনে হিতে যেন প্রস্কণ্বমাবিথ ॥ ৬॥
যেনা সমুদ্রমসৃজো মহীরপস্তদিন্দ্র বৃষ্ণি তে শবঃ।
সদ্যঃ সো অস্য মহিমা ন সন্নশে যং ক্ষোণীরনুচক্রদে ॥ ৭॥

সূক্তসার — দেবতা স্তুতিবাণীতে প্রসন্ন হয়ে থাকেন। হে মহিষ্ঠ (মহত্তম)! হে শক্র! আপনি আকাশকে হর্ষপূর্ণ করুন এবং কারো প্রতি কঠোর বাক্য উচ্চারণ করবেন না। হে যজমানগণ! দুঃখনাশক, দর্শনীয়, সোমপ্রিয় ইন্দ্রকে আমরা আপনাদের যজ্ঞপুষ্টয়র্থে স্তুতি করছি। আমরা আমাদের আপন স্তুতিসমূহের সাথে ইন্দ্রের দিকে গমন করছি। দুর্ভিক্ষকালে সকল জীব যেমন কন্দ-মূল-ফল সম্পন্ন পর্বতকে স্তুতি করে, আমরাও তেমনই স্তুত্য, পোষক, দানী ও তেজস্বী ইন্দ্রকে স্তুতি করছি। হে ইন্দ্র! যে ধনের দ্বারা ভৃগু শান্তিলাভ করেছিলেন এবং প্রকণ্ব রক্ষালাভ করেছিলেন, আমরা সেই ধন প্রার্থনা করছি। সকলের অভীষ্টফলদায়ক আপনার সেই বল আমরা যাচনা করছি; তা যেন শত্রুর লভ্য না হয়!

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বিষুবতি সৌর্যপৃষ্ঠে 'যচ্ছক্রা বাচমারুহন্' ইতি ষষ্ঠঃ স্তোত্রিয় ॥ (২০কা. ৫অ. ১২সূ.) ॥

টীকা — পূর্বতর্বী সূক্তের মতো এই সূক্তটি বিষুবে সৌর্যপৃষ্ঠে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে, তবে ষষ্ঠ স্তোত্রিয়রূপে ॥ (২০কা. ৫অ. ১২সূ.) ॥

◆

: ত্রয়োদশ সূক্ত :

[ঋষি : মেধ্যাতিথি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

কন্নব্যো অতসীনাং তুরো গৃণীত মর্ত্যঃ।
নহী ন্বস্য মহিমানমিন্দ্রিয়ং স্বর্গৃণন্ত আনশুঃ ॥ ১॥
কদু স্তুবন্ত ঋতয়ন্ত দেবত ঋষিঃ কো বিপ্র ওহতে।
কদা হবং মঘবন্নিন্দ্র সুন্বতঃ কদু স্তুবত আ গমঃ ॥ ২॥

সূক্তসার — নিত্যনবীন, মনুষ্যের আকারধারী, বলবান্ ইন্দ্রের স্তুতি করো; তাঁর অন্ন স্তুতিতেও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। হে ইন্দ্র! কোন্ ঋষি আপনার বিষয়ে তর্ক করেন? কোন্ কারণেই বা আপনি স্তোতার আহ্বানে আগমন করেন?

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বাজপেয়ে ক্রতৌ 'কন্নব্যো অতসীনাং' ইতি সামপ্রগাথো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ১৩সূ.) ॥

টীকা — বাজপেয় যজ্ঞে উপর্যুক্ত সূক্তটি সামপ্রগাথ হবে।—(বৈ.৪।৩)। তথা গবাময়ন ইত্যাদি সম্বৎসরে মাধ্যন্দিন সবনেও এই সূক্তমন্ত্রগুলি সামপ্রগাথ হয়ে থাকে। (বৈ.৬।৫) ॥ (২০কা. ৫অ. ১৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্দশ সূক্ত :

[ঋষি : প্রস্কণ্ব (১-২), পুষ্টিগু (৩-৪)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি ॥ ১॥
শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে।
গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে দত্রাণি পুরুভোজসঃ ॥ ২॥
প্র সু শ্রুতং সুরাধসমর্চা শক্রমভিষ্টয়ে।
যঃ সুন্বতে স্তুবতে কাম্যং বসু সহস্রেণেব মংহতে ॥ ৩॥
শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা ইন্দ্রস্য সমিষো মহীঃ।
গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে যদীং সুতা অমন্দিষুঃ ॥ ৪॥

সূক্তসার — হে স্তোতৃগণ! সহস্র সংখ্যক ধনের ও অন্নের দাতা ইন্দ্রের স্তুতি ধ্বনিত করুন। হবির্দাতা যজমানের নিমিত্ত ইন্দ্র স্বর্গ হতে ধন বর্ষণ করে থাকেন। ইন্দ্রকে সংস্কারিত সোম নিবেদন করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে অন্ন-ধন দান করেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্বিংশে মাধ্যন্দিনে সবনে 'অভি প্র বঃ সুরাধসং' (২০।৫১) 'প্র সু শ্রুতং সুরাধসং' (২০।৫১।৩) ইতি পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপৌ বার্হতৌ প্রগাথৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ১৪সূ.) ॥

টীকা — চতুর্বিংশ মাধ্যন্দিন সবনে উপর্যুক্ত সূক্তটি বার্হত প্রগাথ হয়ে থাকে।—(বৈ.৬।১)। তথা অভিপ্লবে যুগ্মদিবসে অর্থাৎ ২য়, ৪র্থ ও ষষ্ঠ দিবসে উপর্যুক্ত 'অভি প্র বঃ সুরাধসং' (১) ও 'প্র সু শ্রুতং সুরাধসং' বার্হত প্রগাথের পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপ হয়ে থাকে।—(বৈ.৬।১)। এইভাবে বৈতানে (৬।৩, ৮।৩) আরও অন্যান্য সূক্তের সাথে উপর্যুক্ত সূক্তটির সম্বন্ধিত বিনিয়োগ পাওয়া যায় ॥ (২০কা. ৫অ. ১৪সূ.) ॥

: পঞ্চদশ সূক্ত :

[ঋষি : মেধ্যাতিথি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : বৃহতী।]

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরি স্তোতার আসতে ॥ ১॥
স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্থিনঃ।
কদা সুতং তৃষাণ ওক আ গম ইন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ ॥ ২॥
কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্ বাজং দর্ষি সহস্রিণম্।
পিশঙ্গরূপং মঘবন্ বিচর্ষণে মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্র! সংস্কারিত সোম গ্রহণের উদ্দেশে ঋত্বিকগণ আপনাকে আহ্বান করছেন; আপনি সোমপানার্থে আগমন করুন। আমরা আপনার নিকট ধন যাজ্ঞা করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্তঃ' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে' (২০।৪০) ইত্যত্রোক্তঃ।—ইত্যাদি।। (২০কা. ৫অ.. ১৫সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ এই অনুবাকের তৃতীয় সূক্তের মতো হবে। বৈতানিকে (৬।২, ৬।৩) আরও বিস্তৃতভাবে বিনিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—'বয়ং ঘ ত্বা' (২০।৫২) 'ক ঈং বেদ' (২০।৫৩) ইত্যাদি তৃতীয় অহনে পৃষ্ঠ্যের স্তোত্রিয়ানুরূপ হবে। 'বিশ্বা পৃতনাঃ' (২০।৫৪) 'তমিন্দ্রং' (২০।৫৫) ইত্যাদি চতুর্থে। 'ইন্দ্রো মদায়' (২০।৫৬) 'মদেমদে হি' (২০।৫৬।৪) ইতি পঞ্চমে। 'সুরূপকৃত্নুং' (২০।৫৭) 'শুষ্মিন্তমং নঃ' (২০।৫৭।৪) ইতি ষষ্ঠ অহনে পৃষ্ঠ্যের স্তোত্রিয়ানুরূপ হবে। ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৫অ. ১৫সূ.) ॥

◆

: ষোড়শ সূক্ত :

[ঋষি : মেধ্যাতিথি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : বৃহতী।]

ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্ বয়ো দধে।
অয়ং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ ॥ ১॥
দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।
নকিষ্ট্বা নি যমদা সুতে গমো মহাংশ্চরস্যোজসা ॥ ২॥
য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃত স্থিরো রণায় সংস্কৃতঃ।
যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ ॥ ৩॥

সূক্তসার — (পূর্ব সূক্তের বক্তব্যানুসারে—ঋত্বিকগণের আহ্বানবাণী শ্রবণ করে, অর্থাৎ) হরির

দ্বারা প্রসন্ন ইন্দ্র শত্রু-নগরকে ধ্বংস করছেন। হে ইন্দ্র! আপনার রথ ও আপনার গতি অপ্রতিরোধনীয়। আপনার বল মহান্। আপনি আমাদের আহ্বান শ্রবণ পূর্বক সোমপানার্থে এই স্থানে আগত হোন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ত্রিককুদ্দশাহস্যাহীনস্য নবস্বহঃসু...'ক ঈং বেদ সুতে সচা' (২০।৫৩)... ইত্যেতে নব পৃষ্ঠস্তোত্রিয়া যথাক্রমং ভবন্তি। তৎ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ১৬সূ.)॥

টীকা — ত্রিককুদ্ দশাহ অহীনের নয়দিনে 'শগ্ধ্যূষু শচীপত' (২০কা. ৯অ.২২সূ.), 'অভি প্র গোপতিং গিরা' (২০কা. ৮অ.২সূ.), ''তং বো দস্মমৃতীষহং' (২০কা. ৫অ. ১২সূ. ৪মন্ত্র), 'বয়মেনমিদা হ্যঃ' (২০ কা. ৯অ. ১সূ.), 'ইন্দ্রমিৎ গাথিনো বৃহৎ' (২০।৫।১।১), 'শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং (২০কা. ৫অ. ২১সূ.), উপর্যুক্ত সূক্ত—'ক ঈং বেদ সুতে সচা' (২০।৫।১৬), 'বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরং' (২০।৫।১৭), 'যদিন্দ্র প্রাগপাগুদক' (২০কা. ৯অ. ২৪সূ.) ইত্যাদি নয়টি পৃষ্ঠিস্তোত্রিয় যথাক্রমে হবে।—(বৈ. ৮।৪)। ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ১৬সূ.)॥

◆

: সপ্তদশ সূক্ত :

[ঋষি : রেভ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী, বৃহতী।]

বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরং সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বা বরিষ্ঠং বর আমুরিমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তবসং তরস্বিনম্ ॥ ১॥
সমীং রেভাসো অস্বরন্নিন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে।
স্বর্পতিং যদীং বৃধে ধৃতব্রতো হ্যোজসা সমূতিভিঃ ॥ ২॥
নেমিং নমন্তি চক্ষসা মেষং বিপ্রা অভিস্বরা।
সুদীতয়ো বো অদ্রুহোঽপি কর্ণে তরস্বিনঃ সমৃক্বভিঃ ॥ ৩॥

সূক্তসার — সকল সেনানী শত্রুকে মূর্ছিত করণশালী, অতি বলশালী ও উগ্র ইন্দ্রকে বরণ করেছেন। স্তুতিকরণশীল সকলে সোমপানের নিমিত্ত ইন্দ্রকে স্তুতি করে থাকেন। ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্রের ধ্বনি যেন স্তোতৃগণের কর্ণকে ব্যথিত না করে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠাষড়হস্য একবিংশস্তোমকে চতুর্থেঽহনি একাহৈকীভূতে...'বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরং' (২০।৫৪)...ইতি আজ্যপৃষ্ঠোক্থস্তোত্রিয়া ভবন্তি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ১৭সূ.)॥

টীকা — পৃষ্ঠ্যষড়হের একবিংশ স্তোমে চতুর্থ দিবসে 'ইন্দ্রো দধীচো অস্থভিঃ' (২০।৪০ অর্থাৎ ২০কা.৫অ.৪সূ.), উপর্যুক্ত সূক্ত, 'এবা হ্যসি বীরয়ুঃ' (২০।৬০ অর্থাৎ ২০ কা. ৫অ. ২৩সূ.) ইত্যাদি যথাক্রমে আজ্যপৃষ্ঠ, উক্থ ও স্তোত্রিয় হবে। বৈতানিকে (৮।২, ৮।৩) এই প্রসঙ্গে আরও বিশদ্ বিনিয়োগের উল্লেখ আছে॥ (২০কা. ৫অ. ১৭সূ)॥

◆

: অষ্টাদশ সূক্ত :

[ঋষি : রেভ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : বৃহতী।]

তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানমুগ্রং সত্রা দধানমপ্রতিষ্কুতং শবাংসি।
মংহিষ্ঠো গীর্ভিরা চ যজ্ঞিয়ো ববর্তদ্ রায়ে
নো বিশ্বা সুপথা কৃণোতু বজ্রী ॥ ১॥
যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ স্বর্বাঁ অসুরেভ্যঃ।
স্তোতারমিন্মঘবন্নস্য বর্ধয় যে চ ত্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ২॥
যমিন্দ্র দধিষে ত্বমশ্বং গাং ভাগমব্যয়ম্।
যজমানে সুন্বতি দক্ষিণাবতি তস্মিন্ তং ধেহি মা পণৌ ॥ ৩॥

সূক্তসার — ধনবান্, বজ্রধারী, যুদ্ধে অগ্রবর্তী, বলধারক, স্তুত্য, ধনমার্গ-প্রদর্শনকারী, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেবকে আমি আহ্বান করছি। তিনি স্তোতা ও যজমানের শ্রীবৃদ্ধি-সাধক; দক্ষিণাদাতা যজমানকে গাভী-অশ্ব ইত্যাদি প্রদান করেন, পণি নামক অসুরদের নয়।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'তমিন্দ্রং জোহবীমি' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্তঃ' (২০।৫২) ইতি সূক্তে উক্তঃ॥ (২০কা. ৫অ. ১৮সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী ১৫শ সূক্তের অনুরূপ ॥ (২০কা. ৫অ. ১৮সূ.) ॥

◆

: ঊনবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : গোতম। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : পংক্তি।]

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতেমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ ॥ ১॥
অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ।
অসি দভ্রস্য চিদ্ বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু ॥ ২॥
যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনা।
যুক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ ॥ ৩॥
মদেমদে হি নো দদির্যূথা গবামৃজুক্রতুঃ।
সং গৃভায় পুরূ শতোভয়াহস্ত্যা বসু শিশীহি রায় আ ভর ॥ ৪॥
মাদয়স্ব সুতে সচা শবসে শূর রাধসে।
বিদ্মা হি ত্বা পুরূবসুমুপ কামান্ৎসসৃজ্মহেঽথা নোঽবিতা ভব ॥ ৫॥

এতে ত ইন্দ্র জন্তবো বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যম্।
অন্তর্হি খ্যো জনানামর্যো বেদো
অদাশুষাং তেষাং নো বেদ আ ভর ॥ ৬॥

সূক্তসার — বৃত্রহন্তা ইন্দ্রকে আমরা আহূত করছি। তিনি সামান্য বা বিরাট যুদ্ধে আমাদের বল ও হর্ষ প্রদান করুন। সেই বীরেন্দ্র দুষ্টের খণ্ডনকর্তা, শত্রুর দণ্ডদাতা এবং সোমাভিষবকারীগণের ঐশ্বর্যদাতা। তাঁর নিমিত্ত সম্পন্নকৃত যজ্ঞের ফলস্বরূপ তিনি আমাদের গাভী ইত্যাদি ধন প্রদান করুন। তিনি সংস্কারিত সোম পান করে বল ও হর্ষ প্রাপ্ত হয়ে আমাদের রক্ষা করুন। যারা হবিঃ নিবপন করে না, সেই নিন্দকগণের ধন আমাদের দান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠ্যপঞ্চাহস্য পঞ্চমেহহনি 'উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ' (২০।৪২।৩) 'ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে' (২০।৫৬) 'ইন্দ্রায় সাম গায়ত' (২০।৬২।৫-৭) ইত্যেতে আজ্যপৃষ্ঠোক্‌থস্তোত্রিয়া ভবন্তি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ১৯সূ.)॥

টীকা — পৃষ্ঠ পঞ্চাহ যাগের পঞ্চম দিনে 'উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ' (২০কা. ৫অ. ৫সূ. ৩মন্ত্র) 'ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে' (২০কা. ১৯সূ.) 'ইন্দ্রায় সাম গায়ত' (২০কা. ২৫সূ. ৫-৭মন্ত্র) ইত্যাদি আজ্যপৃষ্ঠ, উক্‌থ ও স্তোত্রিয় হবে। এই প্রসঙ্গে বৈতানে (৮।৩) উল্লিখিত আছে—'পঞ্চম উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহেন্দ্রো মদায় বাবৃধ ইন্দ্রায় সাম গায়তেতিঃ ॥ (২০কা. ৫অ. ১৯সূ.) ॥

◆

: বিংশ সূক্ত :

[ঋষি : মধুচ্ছন্দা (১-৩), বিশ্বামিত্র (৪-৭), গৃৎসমদ (৮-১০), মেধ্যাতিথি (১১-১৬)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১॥
উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।
গোদা ইদ্ রেবতো মদঃ ॥ ২॥
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্।
মা নো অতি খ্য আ গহি ॥ ৩॥
শুষ্মিন্তমং ন উতয়ে দ্যুম্নিনং পাহি জাগৃবিম্।
ইন্দ্র সোমং শতক্রতো ॥ ৪॥
ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু।
ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে ॥ ৫॥
অগন্নিন্দ্র শ্রবো বৃহদ্ দ্যুম্নং দধিষ্ব দুষ্টরম্।
উৎ তে শুষ্মং তিরামসি ॥ ৬॥

অর্বাবতো ন আ গহ্যথো শক্র পরাবতঃ।
উ লোকো যস্তে অদ্রিব ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥ ৭॥
ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ ভয়মভী ষদপ চুচ্যবৎ।
স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ॥ ৮॥
ইন্দ্রশ্চ মৃলয়াতি নো ন নঃ পশ্চাদঘং নশৎ।
ভদ্রং ভবাতি নঃ পুরঃ ॥ ৯॥
ইন্দ্র আশাভ্যস্পরি সর্বাভ্যো অভয়ং করৎ।
জেতা শত্রূন্ বিচর্ষণিঃ ॥ ১০॥
ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্ বয়ো দধে।
অয়ং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ ॥ ১১॥
দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।
নকিষ্ট্বা নি যমদা সুতে গমো মহাংশ্চরস্যোজসা ॥ ১২॥
য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃত স্থিরো রণায় সংস্কৃতঃ।
যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ ॥ ১৩॥
বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরি স্তোতার আসতে ॥ ১৪॥
স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্‌থিনঃ।
কদা সুতং তৃষাণ ওক আ গম ইন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ ॥ ১৫॥
কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্ বাজং দর্ষি সহস্রিণম্।
পিশঙ্গরূপং মঘবন্ বিচর্ষণে মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ১৬॥

সূক্তসার — প্রত্যেক অবসরের পর রক্ষার নিমিত্ত আমরা ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। সদা হর্ষিত, ধনবান্ ইন্দ্র সোম-সত্রে আগমন পূর্বক সোম পান করুন। ইন্দ্রদেব আমাদের নিন্দিতরূপে গ্রহণ না করে, এই স্থানে আগমন করুন। বহুকর্মকারী ইন্দ্রদেব আপন অপরিমিত ধনবল আমাদের প্রদান করুন এবং শত্রুদের কবল হতে আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্রদেব দূর বা নিকট যেস্থানেই অবস্থান করুন, এই স্থলে সোমপানার্থে আগত হোন। হে ঋত্বিকগণ! ইন্দ্রদেব ভয়াপহারী, সর্বদ্রষ্টা, অপ্রতিরোধ্যগতিক, দুঃখনাশক ও মঙ্গলকারী। হবির দ্বারা তুষ্টান্তর ইন্দ্রদেব শত্রুনগরীকে বিধ্বস্ত করে থাকেন। হে ইন্দ্রদেব! আপনি আপন বলে মহান্। সোম অভিষুত হওয়ার পর এই স্থলে আগমন করুন।—আহ্বান করলে তিনি অবশ্যই স্তোতার নিকট আগমন করে থাকেন। সম্পন্ন সোম পানের নিমিত্ত উক্থ-গায়ক ঋত্বিক্ ইন্দ্রকে আহ্বান করছেন। হে ইন্দ্র! বৃষভতুল্য পিপাসার্ত হয়ে কখন্ আপনি আগত হবেন?

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — আপ্তোর্যাম্নি ক্রতৌ তৃতীয়সবনে 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' (২০।৫৭) 'শুষ্মিন্তমং ন ঊতয়ে' (২০।৫৭।৪ মন্ত্র) ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ভবতঃ। তত্র 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' ইতি স্তোত্রিয়মভিতঃ প্রাকৃতঃ স্তোত্রিয়ো ভবতি। 'শুষ্মিন্তমং ন ঊতয়ে' ইত্যনুরূপমভিত' প্রাকৃতোঽনুরূপো ভবতি। তৎ উক্তং

বৈতানে।...তথা মহাব্রতে প্রাতঃসবনে 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' ইত্যাজ্যস্তোত্রিয়ো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ২০সূ.)॥

টীকা — আপ্তর্যাম ক্রতুদ্বয়ে তৃতীয় সবনে উপর্যুক্ত সূক্তের ১ম মন্ত্রের 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' এবং ৪র্থ মন্ত্রের 'শুষ্মিমন্তং ন উতয়ে' ইত্যাদি স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়ে থাকে। এই স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সাফল্যে যথাক্রমে প্রাকৃত স্তোত্রিয় ও প্রাকৃত অনুরূপ রূপে চিহ্নিত হয়। বৈতানে (৪।৩) উল্লিখিত আছে— 'তৃতীয়সবনে সুরূপকৃত্নুমূতয়ে শুষ্মিন্তমং ন উতয় ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপাবভিতঃ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ' ইতি। তথা মহাব্রতে প্রাতঃসবনে উপর্যুক্ত সূক্তের দ্বারা আজ্য-স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৬।৪) উল্লিখিত আছে—'মহাব্রতে সুরূপকৃত্নুমৃতয় ইত্যাজ্যস্তোত্রিয়ঃ ইতি। বৈতানে (৮।১) আরও উল্লিখিত আছে যে, উপর্যুক্ত সূক্তটি ও 'উত্বা মন্দন্তু স্তোমাঃ (২০কা. ৮অ. ৩সূ.) ইত্যাদি বিকল্পিত আজ্য-স্তোত্রিয়। 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' (২০কা. ৯অ. ২সূ.) ইত্যাদি এর পৃষ্ঠ-স্তোত্রিয় ॥ (২০কা. ৫অ. ২০সূ.) ॥

◆

: একবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : নৃমেধ (১-২), জমদগ্নি (৩-৪)। দেবতা : ইন্দ্র (১-২), সূর্য (৩-৪)। ছন্দ : প্রগাথ।]

শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতি ভাগং ন দীধিম ॥ ১॥
অনর্শরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
সো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্ ॥ ২॥
বণ্মহাঁ অসি সূর্য বডাদিত্য মহাঁ অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনস্যতেঽদ্ধা দেব মহাঁ অসি ॥ ৩॥
বট্ সূর্য শ্রবসা মহাঁ অসি সত্রা দেব মহাঁ অসি।
মহ্না দেবানামসূর্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্ ॥ ৪॥

সূক্তসার — রশ্মিরাশি যেমন নিয়ত সূর্যের সাথে অবস্থান করে, তেমনই ইন্দ্রের সাথেও অবস্থান করে। ইন্দ্র ত্রিকালব্যাপী জলরূপ ধনকে বন্টন করেন। মঙ্গলময় দানসমূহের দাতা, উপাসকগণের কামনাপূরক ইন্দ্রকে, হে স্তুতিকারক! তোমরা স্তুতি করো। হে সূর্যরূপ ইন্দ্র! হে আদিত্য! আপনি সত্যই মহিমাবান, আপনি হবিঃরূপ অন্ন অপেক্ষাও মহান। আপনি আপন মহিমায় রাক্ষসগণকে সংহার করে থাকেন। আপনি অহিংসিত ও ব্যাপক রূপ।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বিষুবতি সৌর্যপৃষ্ঠে 'বণ্মহাঁ অসি সূর্য' (২০।৫৮।৩ মন্ত্র) 'শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং' (২০।৫৮।১মন্ত্র) ইতি বিকল্পিতৌ পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।...তথা সাকমেধস্য তৃতীয়েঽহনি অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগ উক্তঃ।...ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ২১সূ.)॥

টীকা — বিষুবে সৌর্যপৃষ্ঠে 'বণ্মহাঁ অসি সূর্য' (উপর্যুক্ত সূক্তের ৩য় মন্ত্র) ও 'শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং' (উপর্যুক্ত সূক্তের ১ম মন্ত্র) ইত্যাদি বিকল্পিত পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়। বৈতানে বলা হয়েছে—'বণ্মহাঁ অসি সূর্য

শ্রায়ন্ত ইব সূর্যমিতি বা' ইতি (বৈ. ৬।৩)। 'অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি' (২০কা. ৯অ. ১৯সূ) ও উপর্যুক্ত সূক্ত আজ্য-স্তোত্রিয়। (বৈ. ৮।২)। সাকমেধ যজ্ঞে তৃতীয় দিবসে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এই সম্পর্কে 'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি' (২০কা. ৫অ. ১০সূ.) ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগের টীকা দ্রষ্টব্য। তথা উপর্যুক্ত সূক্তটি ও 'ত্বং ন ইন্দ্রা ভর' (২০কা. ৯অ. ১২সূ.) ইত্যাদি সূক্ত পৃষ্ঠ, উক্‌থ ও স্তোত্রিয় হবে।—(বৈ. ৮।৩)। এতদ্ব্যতীত ত্রিককুৎ-দশাহে উপর্যুক্ত সূক্তটি অহীনের নয়দিনে নয়টি পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ের অন্যতমরূপে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। বৈতানিকের (৮।৪) এই উক্তি ২০ কাণ্ডের ৫ অনুবাকের ১৬ সূক্তের বিনিয়োগের টীকায় উল্লিখিত আছে ॥ (২০কা. ৫অ. ২১সূ) ॥

◆

: দ্বাবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : মেধ্যাতিথি (১-২), বসিষ্ঠ (৩-৪)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

উদু ত্যে মধুমত্তমা গির স্তোমাস ঈরতে।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১॥
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ধীতমানুশুঃ।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥ ২॥
উদিন্বস্য রিচ্যতেঽংশো ধনং ন জিগ্যুষঃ।
য ইন্দ্রো হরিবান্ন দভন্তি তং রিপো দক্ষং দধাতি সোমিনি ॥ ৩॥
মন্ত্রমখর্বং সুধিতং সুপেশসং দধাত যজ্ঞিয়েষ্বা।
পূর্বীশ্চন প্রসিতয়স্তরন্তি তং য ইন্দ্রে কর্মণা ভুবৎ ॥ ৪॥

সূক্তসার — স্তোত্র ও গায়নযোগ্য বাণীসমূহ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে চলে। যেমন ধাতা, অর্যমা ইত্যাদি সূর্য আপন প্রেরক ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হন, যেমন ভৃগুবংশীয় ঋষি ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, যেমন কণ্ববংশীয় ঋষিগণের স্তুতি সমুদায় ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই বুদ্ধিমান্ জনগণের স্তুতিগুলিও ইন্দ্রেরই সমীপাগত হয়। পাপ কর্তৃক অহিংসিত হর্যশ্ববান্ ইন্দ্র সোমপ্রদাতা যজমানকে বল প্রদান করে থাকেন। হে ঋত্বিকগণ! আপনারা সুন্দর মন্ত্র উচ্চারণ করুন। ইন্দ্রের সেবক পূর্ব বন্ধন হতে মুক্ত হন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দশরাত্রস্য দশমেহনি মাধ্যন্দিনে সবনে 'উদু ত্যে মধুমত্তমাঃ' (১) 'উদিন্বস্য রিচ্যতে' (৩) ইতি পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ২২সূ.)॥

টীকা — দশরাত্র যাগের দশম দিবসে মাধ্যন্দিন সবনে উপর্যুক্ত সূক্তের ১ম মন্ত্র ('উদু ত্যে মধুমত্তমা') ও ৩য় মন্ত্র ('উদিন্বস্য রিচ্যতে) যথাক্রমে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়ে থাকে। বৈতানে উক্ত আছে—'উদু ত্যে মধুমত্তমা উদিন্বস্য রিচ্যত ইতি পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপৌ' ইতি।—(বৈ. ৬।৩)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—উপর্যুক্ত সূক্তের ২য় মন্ত্রে ইন্দ্রাশ্রয়ী দ্বাদশ সূর্যের মধ্যে দুটি নামের উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট নামগুলি—বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম। বলা বাহুল্য সূর্যের এই বারোটি মূর্তি এবং এই নামগুলির মধ্যেই সূর্য ও ইন্দ্রের অভিন্নতা প্রকটিত হয় ॥ (২০কা. ৫অ. ২২সূ.) ॥

◆

: ত্রয়োবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : সুকক্ষ বা সুতকক্ষ (১-৩), মধুচ্ছন্দা (৪-৬)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ।
এবা তে রাধ্যং মনঃ ॥ ১॥
এবা রাতিস্তুবীমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাতৃভিঃ।
অধা চিদিন্দ্র মে সচা ॥ ২॥
মো যু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো বাজানাং পতে।
মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ ॥ ৩॥
এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী।
পক্কা শাখা ন দাশুষে ॥ ৪॥
এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে।
সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে ॥ ৫॥
এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থং চ শংস্যা।
ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ৬॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আপনি বীর, স্থির, অসীম ধনশালী, অন্নেশ্বর ও দুষ্টনাশক। আপনি অভিযুত সোম পান পূর্বক আনন্দিত হোন। আপনি যজমানকে ভূমি, পরিপক্ক শস্য ও গাভী প্রদান করুন। হবির্দাতা যজমানকে রক্ষার নিমিত্ত আপনার শিক্ষা-সাধন সম্ভবিত হোক। ইন্দ্রের সোমপান করণের কালে স্তোম ও উক্থ সমুদায় রমণীয় হয়ে ওঠে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অভিপ্লবমধ্যমেষ্বহঃসু দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেষু। 'এবা হ্যসি বীরয়ুঃ' ইত্যাদয়োঽষ্টৌ তৃচ্যস্তৃতীয়সবনে উক্থ স্তোত্রিয়ানুরূপা যথাক্রমং ভবন্তি।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ২৩সূ.)॥

টীকা — অভিপ্লবের মধ্যগত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তের আটটি তৃচ তৃতীয় সবনে উক্থ, স্তোত্রিয় ও অনুরূপ যথাক্রমে হবে। এবং এইরূপে 'এবা হ্যসি বীরয়ুঃ' (উপর্যুক্ত সূক্ত), 'এবা হ্যস্য সুনৃতা (উপর্যুক্ত সূক্তের ৪-৬ মন্ত্র) ইত্যাদি দ্বিতীয়ে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হবে। 'তং তে মদং গৃণীমসী' (২৪ সূক্ত) ও 'তম্বভি প্র গায়ত' (২৪ সূক্তের ৪-৬ মন্ত্র) ইত্যাদি তৃতীয়ে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হবে। 'বয়মু ত্বামপূর্ব্য' (২৫সূক্তের ১মন্ত্র) ও 'যো ন ইদমিদং পুরা' (২৫সূক্তের ৩মন্ত্র) ইত্যাদি চতুর্থে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হবে। 'ইন্দ্রায় সাম গায়ত' (২৫ সূক্তের ৫-৭ মন্ত্র) ও 'তম্বভি প্র গায়ত (২৪ সূক্তের ৪-৬ মন্ত্র) ইত্যাদি পঞ্চমে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হবে।—(বৈতান ৬।১)। এইভাবে বৈতানে (৮।৩, ৮।৪) বিশদে আরও বিনিয়োগের নির্দেশ উক্ত আছে ॥ (২০কা. ৫অ. ২৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্বিংশ সূক্ত :

[ঋষি : গোযূক্তি ও অশ্বসূক্তি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : উষ্ণিক্।]

তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃৎসু সাসহিম্।
উ লোককৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্ ॥ ১॥
যেন জ্যোতীংষ্যায়বে মনবে চ বিবেদিথ।
মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥ ২॥
তদদ্যা চিত্ত উক্‌থিনোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা।
বৃষপত্নীরপো জয়া দিবেদিবে ॥ ৩॥
তম্বভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্।
ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত ॥ ৪॥
যস্য দ্বিবর্হসো বৃহৎ সহো দাধার রোদসী।
গিরীঁরজ্রাঁ অপঃ স্বর্বৃষত্বনা ॥ ৫॥
স রাজসি পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি জিঘ্নসে।
ইন্দ্র জৈত্রা শ্রবস্যা চ যন্তবে ॥ ৬॥

সূক্তসার — অভীষ্টদাতা, শত্রুনাশক হে ইন্দ্র! আপনার হর্ষকে আমরা পূজা করছি। সোমের দ্বারা পুষ্ট হয়ে আপনি যজমানের এই কুশ-আসনের উপর বিরাজমান হোন। উক্থ-গায়ক আপনার মহিমা গান করছেন, আপনি বিজয় লাভ করুন। বহুস্তুত ও আহূত ইন্দ্রকে, হে স্তোতৃবৃন্দ! আপনারা স্তুতি করুন। ইন্দ্রের সেই মহান্ বলপৌরুষ ও বজ্র, যা দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করে আছেন, তার পূজা করুন। হে ইন্দ্রদেব! আপনি একাকীই শত্রুনাশ-করণে সমর্থ।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অভিপ্লবে 'তং তে মদং গৃণীমসী' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ পূর্বেণ (২০।৬০) সহ উক্তঃ।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ২৪সূ).॥

টীকা — অভিপ্লবে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী 'এবা হ্যসি বীরয়ু' ইত্যাদি সূক্তের টীকা অংশে বিধৃত। বৈতানে উক্ত হয়েছে—'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি' (২০কা. ৫অ. ১০সূ), 'অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং' (২০কা. ৯অ. ২৩সূ) ও 'তং তে মদং গৃণীমসি'—এগুলি আজ্যপৃষ্ঠ, উক্থ ও স্তোত্রিয় হবে। (বৈ. ৮।৩) ॥ (২০কা. ৫অ. ২৪সূ) ॥

◆

: পঞ্চবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : সোভরি (১-৪), নৃমেধ (৫-৭), গোষূক্ত্যশ্বসূক্তি (৮-১০)। দেবতা : ইন্দ্র।
ছন্দ : উষ্ণিক্, প্রগাথ (১-৪)।]

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিৎ ভরন্তোঽবস্যবঃ।
বাজে চিত্রং হবামহে ॥ ১॥

উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিদ্ধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২॥
যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমু ব স্তুষে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৩॥
হর্যশ্বং সৎপতিং চর্ষণীসহং স হি ষ্মা যো অমন্দত।
আ তু নঃ স বয়তি গব্যমশ্ব্যং স্তোতৃভ্যো মঘবা শতম্ ॥ ৪॥
ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।
ধর্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে ॥ ৫॥
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ।
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি ॥ ৬॥
বিভ্রাজং জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে ॥ ৭॥
তম্বভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্।
ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত ॥ ৮॥
যস্য দ্বিবর্হসো বৃহৎ সহো দাধার রোদসী।
গিরীঁরজ্রাঁ অপঃ স্বর্বৃষত্বনা ॥ ৯॥
স রাজসি পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি জিঘ্নসে।
ইন্দ্র জৈত্রা শ্রবস্যা চ যন্তবে ॥ ১০॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আপনি সদা নবীন। আমরা আপনাকে আহ্বান করছি; আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আগমন করুন। কর্মাবসরের পর আমরা আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করছি; আপনি আমাদের রক্ষার্থে সখারূপে আগত হোন। প্রথমে যিনি আমাদের গো-ইত্যাদি অভীষ্ট ধন প্রদান করেছেন, আমি সেই ইন্দ্রের স্তুতি করছি। জনরক্ষক, হরিত-অশ্ববান্, সর্বনিয়ামক ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করছি। তিনি আমাদের ধন প্রদান করুন। হে স্তোতৃবর্গ! আপনারা সামগানের মাধ্যমে ইন্দ্রের স্তুতি করুন। হে ইন্দ্রদেব! আপনি সূর্যের প্রকাশক, শত্রু-তিরস্কারক। আপনি বিশ্বকর্মা এবং দেবতাগণ আপনার মিত্র। হে স্তোতাগণ! আপনারা বহুস্তুত ইন্দ্রের স্তুতি করুন। যাঁর মহিমার দ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী জল-পর্বত-বজ্র-বল ও স্বর্গকে ধারণ করে থাকে, আপনার সেই হেন ইন্দ্রের স্তুতি করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বয়মু ত্বামপূর্ব্য' ইত্যাদ্যতৃচস্য বিনিয়োগঃ (২০।১৪) ইত্যত্র উক্তঃ। তথা 'ইন্দ্রায় সাম গায়ত' (২০।৬২।৫) ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে' (২০।৫৬) ইত্যনেন সহ উক্তঃ॥ (২০কা. ৫অ. ২৫সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের আদ্য তিনটি ঋকের বিনিয়োগ (অর্থাৎ 'বয়মু ত্বামপূর্ব্য' ইত্যাদি থেকে 'সখায় ইন্দ্রমূতয়ে' পর্যন্ত ঋকের ব্যাখ্যা) 'বয়মু ত্বামপূর্ব্য' (২০কা. ২অ. ১সূ.) ইত্যাদির সাথে উক্ত হয়েছে। তথা ৫ম ঋক্ হতে (অর্থাৎ 'ইন্দ্রায় সাম গায়ত' ইত্যাদি) অবশিষ্ট অংশ পর্যন্তের বিনিয়োগ 'ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে' (২০কা. ৫অ. ১৯সূ.) ইত্যাদি সূক্তের সাথে উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৫অ. ২৫সূ.) ॥

◆

: ষড়্‌বিংশ সূক্ত :

[ঋষি : ভুবন বা সাধন (১-৩), ভরদ্বাজ (৩ উত্তরার্ধ), গোতম (৪-৬), পর্বত (৭-৯)।
দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ।
যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ চীক্লপাতি ॥ ১ ॥
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মাকং ভুত্ববিতা তনূনাম্।
গত্বায় দেবা অসুরান্ যদায়ন্ দেবা দেবত্বমভিরক্ষমাণাঃ ॥ ২ ॥
প্রত্যঞ্চমর্কমনয়ং ছচীভিরাদিৎ স্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্।
অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৩ ॥
য এক ইৎ বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৪ ॥
কদা মর্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ।
কদা নঃ শুশ্রবৎ ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৫ ॥
যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আধিবাসতি।
উগ্রং তৎ পত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৬ ॥
য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ঠ চেততি।
যেনা হংসি ন্যত্রিণং তমীমহে ॥ ৭ ॥
যেনা দশগ্বমধ্রিগুং বেপয়ন্তং স্বর্ণরম্।
যেনা সমুদ্রমাবিথা তমীমহে ॥ ৮ ॥
যেন সিন্ধুং মহীরপো রথাঁ ইব প্রচোদয়ঃ।
পন্থামৃতস্য যাতবে তমীমহে ॥ ৯ ॥

সূক্তসার — ইন্দ্রদেব সকল বিশ্বদেব ও আদিত্যগণের সাথে আমাদের সর্ব-সামর্থ্য প্রদান করুন। আদিত্যবান ও মরুত্বান ইন্দ্রদেব আমাদের দেহকে রক্ষা করুন। আপন শক্তিতে সূর্যকে প্রত্যক্ষকর্তা, পৃথিবীকে অন্নবতী করণশালী ইন্দ্রের কৃপাতেই আমরা দেবহিতকারী অন্ন ও শত সম্বৎসর পরিমিত আয়ু লাভ করবো। হবির্দাতা যজমানের অনন্য ধনদাতা হলেন ইন্দ্রদেব! হে ইন্দ্র! সোমবান্ স্তোতা বল-ঐশ্বর্যসম্পন্ন হয়ে ওঠেন; আপনি আমাদের অসুর-নাশক বল প্রদান করুন। অমৃতমার্গে অগ্রসর হবার নিমিত্ত আপনার সেই বল আমরা যাচনা করছি, যে বলের দ্বারা আপনি স্বর্গকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমুদ্র ও জলরাশিকে গতিসম্পন্ন করেছিলেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠ্যস্য ষষ্ঠেহনি 'ইমা নু কং ভুবনা সীষধাম' (২০।৬৩।১) 'হত্বায় দেবা অসুরান্ যদায়ন্' (২০।৬৩।২) ইতি দ্বৈপদৌ পচ্ছঃ শংসতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ২৬সূ.)॥

টীকা — পৃষ্ঠ্য যাগের ষষ্ঠ দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তের ১ম মন্ত্রের অংশ বিশেষের সাথে ২য় মন্ত্রের অংশ বিশেষের বিনিয়োগের নির্দেশ বৈতানে (৬।২) উল্লিখিত আছে। তেমনই বাজপেয় যাগে তৃতীয় সবনে 'য এক ইৎ বিদয়তে' (২০।৬৩।৪) ও 'য ইন্দ্র সোমপাতমো (২০।৬৩।৭) ইত্যাদি উক্থ-স্তোত্রিয়-অনুরূপ হবে।—বৈ. ৪।৩। এইরকম বৈতান সূত্রানুসারে (৮।২, ৮।৩, ৮।৪) এই সূক্তটির অপরাপর বিনিয়োগের নির্দেশ পাওয়া যায়। যেমন বলা হয়েছে—'মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা' (২০।১৩৮), 'য এক ইৎ বিদয়তে (উপর্যুক্ত সূক্তের ৪র্থ মন্ত্র) এগুলি আজ্য-উক্থ-স্তোত্রিয়। আবার, অভিপ্লবের ষষ্ঠ দিবসে 'য এক ইৎ বিদয়ত' (উপর্যুক্ত সূক্তের ৪র্থ মন্ত্র) ও 'যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি' (২০।১১১) বিকল্পিত উক্থ স্তোত্রিয় হবে। এইরকমেই 'ত্বং ন ইন্দ্রা ভর' (২০।১০৮) 'য এক ইৎ বিদয়তে' এগুলি উক্থ স্তোত্রিয় যথাক্রমে হবে॥ (২০কা. ৫অ. ২৬সূ.)॥

◆

: সপ্তবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : নৃমেধ (১-৩), বিশ্বমনা (৪-৬)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : উষ্ণিক্।]

এন্দ্র নো গধি প্রিয়ঃ সত্রাজিদগোহ্যঃ।
গিরির্ন বিশ্বতস্পৃথুঃ পতির্দিবঃ ॥ ১ ॥
অভি হি সত্য সোপমা উভে বভূথ রোদসী।
ইন্দ্রাসি সুম্বতো বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ২ ॥
ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র দর্তা পুরামসি।
হন্তা দস্যোর্মনোবৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ৩ ॥
এদু মধ্বো মদিন্তরং সিঞ্চ বাধ্বর্যো অন্ধসঃ।
এবা হি বীর স্তবতে সদাবৃধঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং নকিষ্টে পূর্ব্যস্তুতিম্।
উদানংশ শবসা ন ভন্দনা ॥ ৫ ॥
তং বো বাজানাং পতিমহূমহি শ্রবস্যবঃ।
অপ্রায়ুভির্যজ্ঞেভির্বাবৃধেন্যম্ ॥ ৬ ॥

সূক্তসার — সত্যের দ্বারা বিজয়-লাভকারী, আমাদের প্রিয়, বিস্তৃত স্বর্গের অধিপতি, হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের আপন প্রিয় রূপে গণ্য করুন। আপনি সোমপায়ী, দ্যাবাপৃথিবীতে প্রকটিত সত্তাশালী, সোমাভিষবকর্তা তথা মনুষ্যগণের বর্ধনকারী ও অসুরনাশক। হে অধ্বর্যুগণ! মধুরতম অন্নের দ্বারা ইন্দ্রকে তুষ্ট করুন। হর্যশ্বের উপরে আরূঢ়, হে ইন্দ্রদেব! আপনার দ্বারা কৃত বা বর্ষিত কল্যাণরাশির সমানতা অন্য কেউ করতে পারে না। অন্নকামী আমরা অন্নার্থে ইন্দ্রদেবকে আহূত করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অভিপ্লবস্য পঞ্চমেহনি 'এন্দ্র নো গধি প্রিয়ঃ' ইতি উক্থস্তোত্রিয়ো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ২৭সূ.)॥

টীকা — অভিপ্লবের পঞ্চম দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তটি উক্থ-স্তোত্রিয় হয়ে থাকে। বৈতানে (৮।৩) উল্লিখিত আছে—'পঞ্চম এন্দ্র নো গধি প্রিয় ইতি'॥ (২০কা. ৫অ. ২৭সূ.)॥

◆

: অষ্টাবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বমনা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : উষ্ণিক্।]

এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম সখায় স্তোম্যং নরম্।
কৃষ্টীর্যো বিশ্বা অভ্যস্ত্যেক ইৎ॥ ১॥
অগোরুধায় গবিষে দ্যুক্ষায় দস্ম্যং বচঃ।
ঘৃতাৎ স্বাদীয়ো মধুনশ্চ বোচত॥ ২॥
যস্যামিতানি বীর্যা ন রাধঃ পর্যেতবে।
জ্যোতির্ন বিশ্বমভ্যস্তি দক্ষিণা॥ ৩॥

সূক্তসার — আমরা সখারূপ ও স্তুত্য ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করছি; তিনি সর্ব কর্মফলের প্রেরক। হে স্তোতৃবর্গ! ইন্দ্রের উদ্দেশে মধুরতম বাণী উচ্চারণ করুন। দীপ্তিমতী দক্ষিণারূপিণী এই বাণী কার্যসাধনার্থ অপরিমিত বলবতী।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দশাহস্য নবমেহনি 'এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম' ইতি উক্থস্তোত্রিয় ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি॥ (২০কা. ৫অ. ২৮সূ.)॥

টীকা — দশ দিবস ব্যাপী যাগের (দশাহের) নবম দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তটি উক্থ-স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।৪) উল্লিখিত আছে—'নবম এতো ন্বিন্দ্রং স্তবামেতি'॥ (২০কা. ৫অ. ২৮সূ.)॥

◆

: ঊনত্রিংশ সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বমনা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : উষ্ণিক্।]

স্তুহীন্দ্রং ব্যশ্ববদনূর্মিং বাজিনং যমম্।
অর্যো গয়ং মংহমানং বি দাশুষে॥ ১॥
এবা নূনমুপ স্তুহি বৈয়শ্ব দশমং নবম্।
সুবিদ্বাংসং চর্কৃত্যং চরণীনাম্॥ ২॥
বেত্থা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্।
অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব॥ ৩॥

সূক্তসার — হে ঋত্বিকবৃন্দ! যে ইন্দ্র যজমানের মঙ্গলের নিমিত্ত যজ্ঞস্থলে অবিচলিত ভাবে

উপস্থিত আছেন, সেই নবীন ও মেধাবী ইন্দ্রের স্তুতি করুন। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! আপনি সশক্ত অসুরদের জ্ঞাত আছেন।

টীকা — ঋষি, দেবতা ও ছন্দ—সবই পূর্ববতী সূক্তের অনুরূপ। এই সূক্তের বক্তব্যও পূর্ব সূক্তের দীর্ঘীকরণ মাত্র। সুতরাং এই সূক্তের বিনিয়োগও পূর্ব সূক্তের অনুরূপ ॥ (২০কা. ৫অ. ২৯সূ.) ॥

◆◆

ষষ্ঠ অনুবাক

: প্রথম সূক্ত :

[ঋষি : পরুচ্ছেপ (১-৩), গৃৎসমদ (৪-৭)। দেবতা : ইন্দ্র (১, ৬, ৭), মরুৎ (২, ৪), অগ্নি (৩, ৫)। ছন্দ : অত্যষ্টি ও জগতী।]

বনোতি হি সুন্বন্ ক্ষয়ং পরীণসঃ সুন্বানো হি ষ্মা
যজত্যব দ্বিষো দেবানামব দ্বিষঃ।
সুন্বান ইৎ সিষাসতি সহস্রা বাজ্যবৃতঃ।
সূন্বানায়েন্দ্রো দদাত্যাভুবং রয়িং দদাত্যাভুবম্ ॥ ১ ॥
মো ষু বো অস্মদভি তানি পৌংস্যা সনা ভূবন্ দ্যুম্নানি
মোত জারিষুরস্মৎ পুরোত জারিষুঃ।
যদ্ বশ্চিত্রং যুগেযুগে নব্যং ঘোষাদমর্ত্যম্।
অস্মাসু তন্মরুতো যচ্চ দুষ্টরং দিধৃতা যচ্চ দুষ্টরম্ ॥ ২ ॥
অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসুং সূনুং সহসো
জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্।
য ঊর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা।
ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু বষ্টি শোচিষাজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥ ৩ ॥
যজ্ঞৈঃ সম্মিশ্লাঃ পৃষতীভির্ঋষ্টিভির্যামং ছুভ্রাসো অঞ্জিষু প্রিয়া উত।
আসদ্যা বর্হির্ভরতস্য সূনবঃ পোত্রাদা সোমং পিবতা দিবো নরঃ ॥ ৪ ॥
আ বক্ষি দেবাঁ ইহ বিপ্র যক্ষি চোশন্ হোতর্নি ষদা যোনিষু ত্রিষু।
প্রতি বীহি প্রস্থিতং সোম্যং মধু পিবাগ্নীধ্রাৎ তব ভাগস্য তৃপ্ণুহি ॥ ৫ ॥
এষ স্য তে তন্বো নৃম্ণবর্ধনঃ সহ ওজঃ প্রদিবি বাহ্বোর্হিতঃ।
তুভ্যং সুতো মঘবন্ তুভ্যমাভৃতস্ত্বমস্য ব্রাহ্মণাদা তৃপৎ পিব ॥ ৬ ॥
যমু পূর্বমহুবে তমিদং হুবে সেদু হব্যো দদির্যো নাম পত্যতে।
অধ্বর্যুভিঃ প্রস্থিতং সোম্যং মধু পোত্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ ॥ ৭ ॥

সূক্তসার — যিনি সোমাভিষবকর্তা, তিনি ইন্দ্রকৃপার দ্বারা নিজের ও দেবতাগণের শত্রুবর্গের

পরাভব কর্তা, অন্নবান্ ও ধনবান্ হয়ে ওঠেন। হে মরুৎ-বর্গ! আপনাদের তেজ আমাদের যেন জীর্ণ না করে; আপনি আমাদের অবিনাশী বল প্রদান করুন। ধনপ্রদাতা, দেবহোতা, বলী অগ্নি যজ্ঞকে সুসজ্জিত করছেন, তিনি জাতবেদা ও বলের অনুজ। হে স্বর্গনেতা মরুৎসঙ্ঘ! আপনারা আপনাদের বাহনে আরোহিত হয়ে ('পৃষতী' অর্থাৎ পবনবাহন মৃগ) যজ্ঞস্থলে আগমন পূর্বক কুশাস্তীর্ণ আসনে উপবেশন করে সোম পান করুন। হে অগ্নি! আপনি দেবগণ সমভিব্যাহারে আগত হোন; আপনি দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে হবিঃবহন করুন, স্বয়ং হবিঃ গ্রহণ করুন এবং এই যজ্ঞস্থলে কুশ-আসনে আসীন হয়ে সোম পান করে তৃপ্ত হোন। হে ইন্দ্রদেব! অধ্বর্যুগণের দ্বারা এই অভিযুত সোমরূপ মধু পূর্ণ তৃপ্তি না প্রাপ্তি পর্যন্ত পান করো।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠ্যষড়হস্য যষ্ঠেহনি প্রাতঃসবনমাধ্যন্দিনয়োদ্বয়োঃ সবনয়োঃ প্রাকৃতীনাং প্রস্থিতয়াজ্যানাং পুরস্তাৎ 'বনোতি হি' ইত্যাদি পারুচ্ছেপ্যাখ্যা ঋচঃ সম্বধ্নাতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৬অ. ১সূ.) ॥

টীকা — পৃষ্ঠ্য ষড়হের যষ্ঠ দিবসে প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন এই দুই সবনের মাঝে আজ্যাহুতির পূর্বে উপর্যুক্ত সূক্তের আদ্য মন্ত্র পারুৎ শেপ্য আখ্যায় ভূষিত ঋক্ হবে। বৈতানে উক্ত আছে—'পৃষ্ঠ্যষষ্ঠে বনোতি হি সুন্বন ক্ষয়ং পরীণসঃ (২০।৬৭) বিশ্বেষু হি ত্বা সবনেষু তুঞ্জতে (২০।৭২) ইতি পারুচ্ছেপীরূপদধাতি দ্বয়োঃ সবনয়োঃ পুরস্তাৎ প্রস্থিতয়াজ্যানাং' (বৈ. ৬১) ॥ (২০কা. ৬অ. ১সূ.) ॥

◆

: দ্বিতীয় সূক্ত :

[ঋষি : মধুচ্ছন্দা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥
উপঃ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।
গোদা ইদ্ রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্।
মা নো অতি খ্য আ গহি ॥ ৩ ॥
পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতম্।
যস্তে সখিভ্য আ বরম্ ॥ ৪ ॥
উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত।
দধানা ইন্দ্র ইৎ দুবঃ ॥ ৫ ॥
উত নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ।
স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণি ॥ ৬ ॥
এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনম্।
পতয়ন্মন্দয়ৎসখম্ ॥ ৭ ॥

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥ ৮॥
ত্বং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো।
ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥ ৯॥
যো রায়োঽবনির্মহান্‌ৎ সুপারঃ সুন্বতঃ সখা।
তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০॥
আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত।
সখায় স্তোমবাহসঃ ॥ ১১॥
পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্যাণাম্।
ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ১২॥

সূক্তসার — আমরা রক্ষার নিমিত্ত প্রতিটি মুহূর্তে সেই ঐশ্বর্যবান, সোমপানে হৃষ্টচিত্ত, গো ইত্যাদি ধনদাতা ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করছি। হে ইন্দ্রদেব! এই সোম-সবনে আগমন পূর্বক সোম পান করুন। আমরা যাতে নিন্দাগ্রস্ত না হই আপনি তেমন করুন; আমরা যেন যশস্বী হই। হে স্তোতাগণ! ইন্দ্র সদা অহিংসিত, মিত্র-মঙ্গলকর্তা; তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করুন। ইন্দ্রদেব মনুষ্যগণকে মুদিত করেন, যজ্ঞের শোভা বর্ধন করেন, সকল প্রাণীর ভরণ করেন। হে ইন্দ্র! আপন বৃত্রের নিমিত্ত ভীষণরূপ ধারণ করেন। শতকর্মা ইন্দ্রকে আমরা ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত আহ্বান করছি। তিনি ধনের পালক এবং রক্ষক। তিনি সোমকর্তার সখা। হে স্তোতাগণ! বরণকারীগণের ঈশ্বরস্বরূপী সেই বিশাল ইন্দ্রকে সোমপানে আহ্বান করো।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ছন্দোমানাং প্রথমেহনি প্রাতঃসবনে 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' ইতি দ্বাদশ ঋচ আবাপস্থানে আবপতে। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৬অ. ২সূ.)॥

টীকা — ছন্দোমানের প্রথম দিবসে প্রাতঃসবনে উপর্যুক্ত সূক্তের বারোটি ঋক্ সমিদাধানস্থানে আবপনীয়। বৈতানে (৬।৩) উল্লিখিত আছে—'সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি দ্বাদশর্চ' ॥ (২০কা. ৬অ. ২সূ.)॥

◆

: তৃতীয় সূক্ত :

[ঋষি : মধুচ্ছন্দা। দেবতা : ইন্দ্র, মরুৎ (১২)। ছন্দ : গায়ত্রী।]

স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যাম্।
গমদ্ বাজেভিরা স নঃ ॥ ১॥
যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রবঃ।
তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ২॥

সুতপাব্নে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে।
সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥ ৩॥
ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ।
ইন্দ্র জৈষ্ঠ্যায় সুক্রতো ॥ ৪॥
আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্বণঃ।
শং তে সন্তু প্রচেতসে ॥ ৫॥
ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ ত্বামুক্‌থা শতক্রতো।
ত্বাং বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ৬॥
অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণম্।
যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৭॥
মা নো মর্তা অভি দ্রুহন্ তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ।
ঈশানো যবয়া বধম্ ॥ ৮॥
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ৯॥
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
শোণা ধৃষ্ণু নৃবাহসা ॥ ১০॥
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ১১॥
আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে।
দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥ ১২॥

সূক্তসার — চিন্তাবসরের পর ইন্দ্র আমাদের সম্মুখে অন্নসহ আগত হন্। হে স্তোতাগণ! আপনারা ইন্দ্রের স্তুতি করুন। দধিযুক্ত পবিত্র সোম ইন্দ্রের নিমিত্ত নীত হচ্ছে। হে ইন্দ্র! আপনি সোমপানের নিমিত্ত প্রস্তুত হোন; সোম আপনাকে তৃপ্ত করুক। আপনাকে স্তোত্র ও উক্‌থরূপ স্তুতিসমূহ প্রবৃদ্ধ করুক। পরাক্রমী ও যজ্ঞরক্ষক ইন্দ্রের আমরা সেবা করি। হে ইন্দ্র! শত্রু যেন আমাদের প্রতি হিংসা করতে সমর্থ না হয়। ইন্দ্ররথে যোজিত হর্যশ্ব আকাশে দীপ্তিমান্ হচ্ছে। ঐ রথ যেন সকলের বশকারী। হে মনুষ্য! সূর্য ইন্দ্ররূপে উদিত হচ্ছেন, দর্শন করো। মরুৎ-বর্গ এই হবিঃ-দানশীল গর্ভত্ব প্রাপ্ত হয়ে যজ্ঞিয় নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ছন্দোমানাং দ্বিতীয়েহনি 'স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ' ইতি দ্বাত্রিংশতং ঋচঃ আবপতে। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি।। ২০কা. ৬অ. ৩সূ.) ।।

টীকা — ছন্দোমানের দ্বিতীয় দিবসে উপর্যুক্ত 'স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ' ইত্যাদি ঋক্ আবপনীয়। বৈতানে (৬।৩) সূত্রিত আছে—'স ঘা নো যোগ আ ভুবদিতি দ্বাত্রিংশতং'॥ (২০কা. ৬অ. ৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্থ সূক্ত :

[ঋষি : মধুচ্ছন্দা। দেবতা : ইন্দ্র, মরুৎ। ছন্দ : গায়ত্রী।]

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।
অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥ ১॥
দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্ বসুং গিরঃ।
মহামনূষত শ্রুতম্ ॥ ২॥
ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সঞ্জগ্মানো অবিভ্যুষা।
মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ৩॥
অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি।
গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ৪॥
অতঃ পরিজ্মন্না গহি দিবো বা রোচনাদধি।
সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥ ৫॥
ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি।
ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ ॥ ৬॥
ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ৭॥
ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ৮॥
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়দ্ দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৯॥
ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।
উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥ ১০॥
ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।
যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণম্ ॥ ১১॥
স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি।
অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ১২॥
তুঞ্জেতুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ।
ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্ ॥ ১৩॥
বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ১৪॥

য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি।
ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাম্ ॥ ১৫॥
ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১৬॥
এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহম্।
বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥ ১৭॥
নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ।
ত্বোতাসো ন্যর্বতা ॥ ১৮॥
ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি।
জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥ ১৯॥
বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ম্।
সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ২০॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্র! আপনি উষোদয়ের পর আপন জ্যোতিষ্মতী শক্তিরাশির দ্বারা পর্বত কন্দরে গোপনে রক্ষিত ধনসমূহ প্রাপ্ত হয়েছেন। আমাদের স্তুতিগুলি সেই মহান্ ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হোক। ইন্দ্রদেব ও মরুৎ-দেবগণের তেজঃ একসাথে নিত্য বিরাজমান আছে। পৃথিবীলোক, মহর্লোক অথবা স্বর্গলোক—ইন্দ্রদেব যে লোকেই অবস্থান করুন, আমরা তাঁকে আহ্বান করছি। পূজক যজমান ইন্দ্রের আরাধনা করছেন। স্তোতাগণ তাঁর যশোগান করছেন। ইন্দ্র তাঁর রথে অশ্ব যোজিত করছেন এবং স্বয়ং বজ্র ধারণ করছেন। ইন্দ্রই মেঘকে বিদীর্ণ করছেন, বৃত্রকে বজ্রের দ্বারা প্রহার করেছেন। তিনি কৃষিকে সম্পন্ন-করণ-শালিনী শক্তির দ্বারা ফল প্রেরণ করেন। ঈশান ইন্দ্রের তিরস্কার অমোঘ। তিনি পঞ্চক্ষিতীশ্বর, সদাসহ, প্রীতিকর। হে ইন্দ্রদেব! আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বীরগণ সদা আপনার দ্বারা রক্ষিত হোক! আমরা যেন আপনার কৃপায় শত্রুগণকে বশীভূত করতে সক্ষম হই।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ছন্দোমানাং তৃতীয়েহনি 'বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা' ইতি ষট্ত্রিংশতং ঋচঃ আবাপস্থানে আবপতে। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৬অ. ৪সূ.)॥

টীকা — ছন্দোমানের তৃতীয় দিবসে উপর্যুক্ত 'বীলু চিদারুজত্নুভিঃ' ইত্যাদি ছত্রিশটি ঋক্ সমিদাধান স্থানে আবপনীয়। বৈতানে (৬।৩) সূত্রিত আছে—'বীলু চিদারুজত্নুভিরিতি ষট্ত্রিংশতং আবপতে' ॥ (২০কা. ৬অ. ৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চম সূক্ত :

[ঋষি : মধুচ্ছন্দা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে।
দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ১॥

সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ।
বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ ॥ ২॥
যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে।
উর্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৩॥
এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী।
পক্কা শাখা ন দাশুষে ॥ ৪॥
এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে।
সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে ॥ ৫॥
এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থং চ শংস্যা।
ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ৬॥
ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্বভিঃ।
মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ৭॥
এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে।
চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ৮॥
মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভি স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে।
সচৈষু সবনেষ্বা ॥ ৯॥
অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতিত্বামুদহাসত।
অজোষা বৃষভং পতিম্ ॥ ১০॥
সং চোদয় চিত্রমর্বাগ্ রাধ ইন্দ্র বরেণ্যম্।
অসদিৎ তে বিভু প্রভু ॥ ১১॥
অস্মান্ত্সু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ।
তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥ ১২॥
সং গোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ।
বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতম্ ॥ ১৩॥
অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্ দ্যুম্নং সহস্রসাতমম্।
ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥ ১৪॥
বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ম্।
হোম গন্তারমূতয়ে ॥ ১৫॥
সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্ বৃহত এদরিঃ।
ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥ ১৬॥

সূক্তসার — মহান্ ইন্দ্রের পরাক্রম আকাশ-সম-বিশাল। সোমপায়ী ইন্দ্রের কুক্ষি সদা বৃদ্ধিমান্। ইন্দ্রের রক্ষাসাধন সদা উপলব্ধ হয়ে থাকে। সোমপানের সময়ে উক্থ এবং স্তোত্রসমূহ ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রসন্নতা-দায়ক হয়ে থাকে। হে ইন্দ্রদেব! এই সোম-সবনে আগমন করুন, সোম পান করুন,

সুন্দর চিবুক সম্পন্ন হোক। হে অধ্বর্যুগণ! আপনারা সোমাভিষবের পর সুন্দর চিবুকশালী ইন্দ্রকে আহ্বান জ্ঞাপন পূর্বক তাঁকে হর্ষান্বিত করুন। ইন্দ্র আমাদের ধন, ঐশ্বর্য, কীর্তি, আয়ু ও খ্যাতি প্রদান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — সং চোদয় চিত্রমর্বক্' (২০।৭১।১১) ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা' (২০।৪৬) ইত্যনেন সহ উক্তঃ॥ (২০কা. ৬অ. ৫সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির ১১শ ঋক্ ('সং চোদয় চিত্রমর্বক্')-এর বিনিয়োগ 'প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা' (২০কা. ৫অ. ৯সূ.) ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয় হবে॥ (২০কা. ৬অ. ৫সূ.)॥

◆ ◆

সপ্তম অনুবাক

: প্রথম সূক্ত :

[ঋষি : পরুচ্ছেপ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : অত্যষ্টি।]

বিশ্বেষু হি ত্বা সবনেষু তুঞ্জতে সমানমেকং বৃষমণ্যবঃ।
পৃথক্ স্বঃ সনিষ্যবঃ পৃথক্।
তং ত্বা নাবং পর্ষণিং শূষস্য ধুরি ধীমহি।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈশ্চিতয়ন্ত আয়ব স্তোমেভিরিন্দ্রমায়বঃ॥ ১॥
বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা গব্যস্য
নিঃসৃজঃ সক্ষন্ত ইন্দ্র নিঃসৃজঃ।
যদ্ গব্যন্তা দ্বা জনা স্বর্যন্তা সমূহসি।
আবিষ্করিক্রদ্ বৃষণং সচাভুবং বজ্রমিন্দ্র সচাভুবম্॥ ২॥
উতো নো অস্যা উষসো জুষেত হ্যর্কস্য বোধি
হবিষো হবীমভিঃ স্বর্ষাতা হবীমভিঃ।
যদিন্দ্র হন্তবে মৃধো বৃষা বজ্রিং চিকেতসি।
আ মে অস্য বেধসো নবীয়সো মন্ম শ্রুধি নবীয়সঃ॥ ৩॥

সূক্তসার — স্বর্গফলের যাচক আমরা সকল সবনে ইন্দ্রকে যাচনা করছি। আমরা ইন্দ্রের কামনার দ্বারা স্তোত্রকে প্রবোধিত করছি। হে ইন্দ্রদেব! অন্নকামী দম্পতি গো-দানের অবসরের পর আপনারই ধ্যানে মগ্ন হন। আপনারই নিকটে ফল যাচনা করেন। সূর্যকে জ্ঞাতকারিণী ঊষাকালের হবিকে স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনিই প্রদান করেন। হে বর্ষণশীল ইন্দ্র! আপনি সংগ্রামেচ্ছু শত্রুর বিরুদ্ধে বজ্র ধারণ করে থাকেন। আপনি আমাদের নব রচিত স্তোত্র শ্রবণ করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠ্যষড়হস্য ষষ্ঠেহনি 'বিশ্বেষু হি ত্বা সবনেষু তুঞ্জতে' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ

'বনোতি হি সুন্বন্ ক্ষয়ং পরীণসঃ (২০।৬৭) ইত্যনেন সহ উক্তঃ॥ (২০কা. ৭অ. ১সূ.)॥

টীকা — পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ ২০কা. ৬অ. ১সূ. ('বনোতি হি সুন্বন ক্ষয়ং পরীণসঃ' ইত্যাদি)-র মতো হবে॥ (২০কা. ৭অ. ১সূ.)॥

◆

: দ্বিতীয় সূক্ত :

[ঋষি : বসিষ্ঠ (১-৩), বসুক (৪-৬)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : বিরাট্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

তুভ্যেদিমা সবনা শূর বিশ্বা তুভ্যং ব্রহ্মাণি বর্ধনা কৃণোমি।
ত্বং নৃভির্হব্যো বিশ্বধাসি॥ ১॥
নূ চিন্নু তে মন্যমানস্য দস্মোদশ্নুবন্তি মহিমানমুগ্র।
ন বীর্যমিন্দ্র তে ন রাধঃ॥ ২॥
প্র বো মহে মহিবৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।
বিশঃ পূর্বীঃ প্র চরা চর্ষণিপ্রাঃ॥ ৩॥
যদা বজ্রং হিরণ্যমিদথা রথং হরী যমস্য বহতো বি সূরিভিঃ।
আ তিষ্ঠতি মঘবা সনশ্রুত ইন্দ্রো বাজস্য দীর্ঘশ্রবসস্পতিঃ॥ ৪॥
সো চিন্নু বৃষ্টির্যূথ্যা স্বা সচাঁ ইন্দ্রঃ শ্মশ্রূণি হরিতাভি প্রুষ্ণুতে।
অব বেতি সুক্ষয়ং সুতে মধূদিদ্ধূণোতি বাতো যথা বনম্॥ ৫॥
যো বাচা বিবাচো মৃধ্রবাচঃ পুরূ সহস্রাশিবা জঘান।
তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসি পিতেব যস্তবিষীং বাবৃধে শবঃ॥ ৬॥

সূক্তসার — হে বীর ইন্দ্র! যজ্ঞের সবনের মন্ত্র, সর্বপোষক আপনারই নিমিত্ত রচিত ও প্রযোজিত। উগ্র ও সুন্দরদর্শন ইন্দ্রের বীর্য, ধন ও মহিমা দ্বিতীয়-রহিত। হে যাজ্ঞিকবৃন্দ! আপনারা ইন্দ্রকেই হবিঃ প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আপনি মনুষ্যগণকে অভীষ্ট ফলের দ্বারা সম্পন্ন করে থাকেন।...বজ্রধারী ইন্দ্র রথে আসীন হয়ে আছেন। সোমাভিষব হওয়ার পর তিনি এই যজ্ঞস্থলে আগমন পূর্বক সোম পান করবেন। কটুভাষীগণের বাণীকে মধুর-করণশালী, দুষ্টনাশক পরাক্রমী ইন্দ্রের আমরা স্তুতি করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠ্যস্য চতুর্থেহনি 'তুভ্যেদিমা সবনা শূর বিশ্বা' ইতি পুরস্তাৎসম্পাতসূক্তাৎ ষড়্চ আবপতে। তাসাং প্রথমাস্তিস্র ঋচঃ অর্ধর্চশঃ শংসতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৭অ. ২সূ.)॥

টীকা — পৃষ্ঠ্যের চতুর্থ দিবসে উপর্যুক্ত 'তুভ্যেদিমা সবনা শূর বিশ্বা' ইত্যাদি সূক্তের ছয়টি ঋক্ সম্পাতের পূর্বে আবপনীয়। বৈতানে (৬।২) উক্ত আছে—'চতুর্থে তুভ্যেদিমা সবনা শূর বিশ্বেতি ষট্ পুরস্তাৎসম্পাতাঃ। ত্রিস্রোর্ধর্চশঃ' ইতি॥ (২০কা. ৭অ. ২সূ.)॥

: তৃতীয় সূক্ত :

[ঋষি : শুনঃশেপ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : পংক্তি।]

যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ১॥
শিপ্রিন্ বাজানাং পতে শচীবস্তব দংসনা। আ তূ* ॥ ২॥
নি ষ্বাপয়া মিথূদৃশা সস্তামবুধ্যমানে। আ তূ* ॥ ৩॥
সসন্তু ত্যা অরাতয়ো বোধন্তু শূর রাতয়ঃ। আ তূ* ॥ ৪॥
সমীন্দ্র গর্দভং মৃণ নুবন্তং পাপয়ামুয়া। আ তূ* ॥ ৫॥
পতাতি কুণ্ডৃণাচ্যা দূরং বাতো বনাদধি। আ তূ* ॥ ৬॥
সর্বং পরিক্রোশং জহি জম্ভয়া কৃকদাশ্বম্।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৭॥

সূক্তসার — হে সোমপায়ী ইন্দ্রদেব! আমাদের সহস্র গো-ইত্যাদি পশুগুলিতে অক্ষয়ত্ব বা অমৃতত্ব আরোপিত করুন! হে ধনপতি ইন্দ্রদেব! আপনি শত্রুগণকে দংশিত করণে সমর্থ; সেই সামর্থ্য আপনি আমাদের এই পশুগুলিতে যোজিত করুন। আমাদের ও আমাদের পশুগণকে সুনিদ্রা প্রদান করুন। আমাদের ধন প্রদান করুন। আপনি আমাদের পাপবৃত্তিরূপ রাক্ষসগণকে হত করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠ্যস্য পঞ্চমেহনি পুরস্তাৎ সম্পাতাৎ পঙ্ক্তিচ্ছন্দস্কং 'যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপাঃ' ইতি সূক্তং আবপতে। তস্য শংসনধর্মমপি সূত্রকার আহ। তৎ উক্তং বৈতানে। 'পঞ্চমে যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা ইতি পাঙ্ক্তং সপ্তর্চং। দ্বৌদ্বাববসায় পঞ্চমং সন্তনোতি। ত্রয়ং বাবসায় দ্বয়ং' ইতি (বৈ. ৬।২)। অস্য অর্থঃ। পাঙ্ক্তস্য একৈকস্য দ্বৌ দ্বৌ পাদৌ সংহতৌ অবসায় অর্ধর্চশস্যবৎ পঞ্চমং পাদং প্রণবেনোপসন্তনোতি সম্বধ্নাতি। পাদত্রয়ং সংহতং বা অবসায় অন্ত্যপাদদ্বয়ং সংহতং প্রণবেনোপসন্তনোতি ইতি॥ (২০কা. ৭অ. ৩সূ.) ॥

টীকা — পৃষ্ঠ্য যাগের পঞ্চম দিবসে সম্পাতের পূর্বে পংক্তি-ছন্দযুক্ত উপর্যুক্ত সূক্তের মন্ত্রাবলীর আবপন নির্ধারিত হয়েছে। বৈতানে (৬।২) এই বিনিয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ পাওয়া যায়॥ (২০কা. ৭অ. ৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্থ সূক্ত :

[ঋষি : পরুচ্ছেপ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : অত্যষ্টি।]

বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা গব্যস্য।
নিঃসৃজঃ সক্ষন্ত ইন্দ্র নিঃসৃজঃ।

যদ্ গব্যন্তা দ্বা জনা স্বর্যন্তা সমূহসি।
আবিষ্করিক্রদ্ বৃষণং সচাভুব বজ্রমিন্দ্র সচাভুবম্ ॥ ১ ॥
বিদুষ্টে অস্য বীর্যস্য পূরবঃ পুরো যদিন্দ্র
শারদীরবাতিরঃ সাসহানো অবাতিরঃ।
শাসস্তমিন্দ্র মর্ত্যময়জ্যুং শবসস্পতে।
মহীমমুষ্ণাঃ পৃথিবীমিমা অপো মন্দসান ইমা অপঃ ॥ ২ ॥
আদিৎ তে অস্য বীর্যস্য চর্কিরন্মদেষু বৃষন্নুশিজো
যদাবিথ সখীয়তো যদাবিথ।
চকর্থ কারমেভ্যঃ পৃতনাসু প্রবন্তবে।
তে অন্যামন্যাং নদ্যং সনিষ্ণত শ্রবস্যন্তঃ সনিষ্ণত ॥ ৩ ॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! গো-দানের অবসরের পর অন্নকামনাকারী দম্পতি আপনার ধ্যান করতে থাকেন।...মনুয্যগণ ইন্দ্রের বল জ্ঞাত আছেন। ...হে ইন্দ্রদেব! যে মর্ত্যবাসী আপনাকে পূজা না করেন, তাকে আপনি শাসিত করুন এবং পৃথিবীকে জলে সমৃদ্ধ করুন। হে সেচনসমর্থ জল! ইন্দ্রের হর্ষোন্মত্ত হওয়ার পর তোমরা তাঁকে ও মিত্রগণকে রক্ষা করে থাকো। নদীর আশ্রয়ে অবস্থান পূর্বক তোমরা সকলকে অন্ন প্রদান ক'রে থাকো।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠ্যস্য যষ্ঠেহনি পুরস্তাৎ সম্পাতাৎ 'বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো' ইতি তিস্রঃ সপ্তপদা আবপতে সূত্রোক্তপ্রকারেণ প্রণবেনোপসন্তনোতি চ। তৎ উক্তং বৈতানে।— ইত্যাদি॥ (২০কা. ৭অ. ৪সূ.) ॥

টীকা — পৃষ্ঠ্য যাগের ষষ্ঠ দিবসে সম্পাতের পূর্বে উপর্যুক্ত সূক্তের তিনটি সপ্তপদী ঋক্ বিনিযুক্ত হয়েছে। বৈতানে (৬।২) এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী সূক্তের মতো বিস্তারিত নির্দেশ পাওয়া যায়॥ (২০কা. ৭অ. ৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চম সূক্ত :

[ঋষি : বসুক। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকং ছুচির্বাং স্তোমো ভুরণাবজীগঃ।
যস্যেদিন্দ্রঃ পুরুদিনেষু হোতা নৃণাং নর্যো নৃতমঃ ক্ষপাবান্ ॥ ১ ॥
প্র তে অস্যা উষসঃ প্রাপরস্যা নৃতৌ স্যাম নৃতমস্য নৃণাম্।
অনু ত্রিশোকঃ শতমাবহন্নৃন্ কুৎসেন রথো যো অসৎ সসবান্ ॥ ২ ॥
কস্তে মদ ইন্দ্র রন্ত্যো ভূৎ দুরো গিরো অভ্যুগ্রো বি ধাব।
কৎ বাহো অর্বাগুপ মা মনীষা আ ত্বা শক্যামুপমং রাধো অন্নৈঃ ॥ ৩ ॥

কদু দ্যুম্নমিন্দ্র ত্বাবতো নৃন্ কয়া ধিয়া করসে কন্ন আগন্।
মিত্রো ন সত্য উরুগায় ভৃত্যা অন্নে সমস্য যদসন্মনীষাঃ ॥ ৪॥
প্রেরয় সুরো অর্থং ন পারং যে অস্য কামং জনিধা ইব গ্মন্।
গিরশ্চ যে তে তুবিজাত পূর্বীর্নর ইন্দ্র প্রতিশিক্ষন্ত্যন্নৈঃ ॥ ৫॥
মাত্রে নু তে সুমিতে ইন্দ্র পূর্বী দ্যোর্মজ্মনা পৃথিবী কাব্যেন।
বরায় তে ঘৃতবন্তঃ সুতাসঃ স্বাদ্মন্ ভবন্তু পীতয়ে মধূনি ॥ ৬॥
আ মধ্বো অস্মা অসিচন্নমত্রমিন্দ্রায় পূর্ণং স হি সত্যরাধাঃ।
স বাবৃধে বরিমন্না পৃথিব্যা অভি ক্রত্বা নর্যঃ পৌংস্যৈশ্চ ॥ ৭॥
ব্যানলিন্দ্রঃ পৃতনাঃ স্বোজা আস্মৈ যতন্তে সখ্যায় পূর্বীঃ।
আ স্মা রথং ন পৃতনাসু তিষ্ঠ যং ভদ্রয়া সুমত্যা চোদয়সে ॥ ৮॥

সূক্তসার — হে দেবপোষক অশ্বিনীকুমারদ্বয়! সোমপায়ী ইন্দ্রের প্রিয় এই নির্দোষ স্তোত্র আপনাদের মাধ্যমে ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হোক। আমরা বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের সত্যের মধ্যে বিরাজিত। ত্রিলোক ঋষি শত শত উপায়ে ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কুৎস ঋষি সংসাররূপী রথকে অন্নবান করেছেন। হে মহান্ কীর্তিশালী ইন্দ্রদেব! আপনি সখার ন্যায় অন্নবতী বুদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পন্ন করুন। আপনি মাতার ন্যায় মিলিত হোন। ঘৃতযুক্ত সোম আপনার নিমিত্ত সুস্বাদুরূপে অভিষুত। দ্যাবাপৃথিবী সুমতীশালিনী হয়েছেন। ইন্দ্রের নিমিত্ত এই পাত্র মধুর রসে পূর্ণ হয়েছে। অসংখ্য বীর ইন্দ্রের সখ্যভাব কামনা করে। ইন্দ্রদেব সুমতি দ্বারা তাঁদের প্রেরণা প্রদান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠ্যস্য ষষ্ঠেহন্যেব পূর্বোক্তসপ্তপদাভ্যোনন্তরং পুরস্তাৎ সম্পাতাৎ 'বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকন্' ইত্যষ্টর্চং আবপতে। তৎ বৈতানে। 'বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকন্নিত্যষ্টর্চং চ' ইতি (বৈ. ৬।২)। তথা ছান্দোমানাং দ্বিতীয়তৃতীয়য়োরহ্নো মাধ্যন্দিনে সবনে উপরিষ্টাৎ সম্পাতাৎ অষ্টর্চং (২০।৭৬) 'আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী (২০।৭৭) ইতি সূক্তং চাবপতে। তৎ উক্তং বৈতানে। 'উত্তরয়োরষ্টর্চং আ সত্যো যাতু মঘবা ঋজীষীতি চাবপতে' ইতি (বৈ. ৬।৩)। 'বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকন্' ইত্যস্য অষ্টর্চং ইতি সংজ্ঞা॥ (২০কা. ৭অ. ৫সূ.) ॥

টীকা — পৃষ্ঠ্যযাগের ষষ্ঠ দিবসে পূর্বসূক্তের সপ্তপদীর পর সম্পাতের পূর্বে উপর্যুক্ত সূক্তটির আটটি ঋক্ বিনিযুক্ত হয়। এ সম্পর্কে বৈতানের সূত্রটিও উল্লিখিত হয়েছে। তথা ছন্দোমানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে মাধ্যন্দিন সবনে উপর্যুক্ত সূক্তের সম্পাতের পর পরবর্তী সূক্তের মন্ত্রগুলি আবপনীয়। এই সম্পর্কে বৈতান সূত্রের যথাযথ উল্লেখ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত আটটি ঋকের সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে ॥ (২০কা. ৭অ. ৫সূ.) ॥

◆

: ষষ্ঠ সূক্ত :

[ঋষি : বামদেব। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী দ্রবন্ত্বস্য হরয় উপ নঃ।
তস্মা ইদন্ধঃ সুষুমা সুদক্ষমিহাভিপিত্বং করতে গৃণানঃ ॥ ১॥

অব স্য শূরাধ্বনো নান্তেঽস্মিন্ নো অদ্য সবনে মন্দধ্যৈ।
শংসাত্যুক্থমুশনেব বেধাশ্চিকিতুষে অসুর্যায় মন্ম ॥ ২॥
কবির্ন নিণ্যং বিদথানি সাধন্ বৃষা যৎ সেকং বিপিপানো অর্চাৎ।
দিবি ইত্থা জীজনৎ সপ্ত কারূনহ্না চিচ্চক্রুর্বয়ুনা গৃণন্তঃ ॥ ৩॥
স্বর্যদ্ বেদি সুদৃশীকমর্কৈর্মহি জ্যোতী রুরুচুর্যদ্ধ বস্তোঃ।
অন্ধা তমাংসি দুধিতা বিচক্ষে নৃভ্যশ্চকার নৃতমো অভিষ্টৌ ॥ ৪॥
ববক্ষ ইন্দ্রো অমিতমৃজীষ্যুভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা।
অতশ্চিদস্য মহিমা বি রেচ্যভি যো বিশ্বা ভুবনা বভূব ॥ ৫॥
বিশ্বানি শক্রো নর্যাণি বিদ্বানপো রিরেচ সখিভির্নিকামৈঃ।
অশ্মানং চিৎ যে বিভিদুর্বচোভির্ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥ ৬॥
অপো বৃত্রং বব্রিবাংসং পরাহন্ প্রাবৎ তে বজ্রং পৃথিবী সচেতাঃ।
প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়াণ্যৈনোঃ পতির্ভবং ছবসা শূর ধৃষ্ণো ॥ ৭॥
অপো যদদ্রিং পুরুহূত দর্দরাবির্ভুবৎ সরমা পূর্ব্যং তে।
স নো নেতা বাজমা দর্ষি ভূরিং গোত্রা রুজন্নঙ্গিরোভির্গৃণানঃ ॥ ৮॥

সূক্তসার — ইন্দ্রের অশ্ব আমাদের অভিমুখে গতিমান হয়েছে। ধনস্বামী, সত্যনিষ্ঠ, সোমপায়ী ইন্দ্রদেব এই স্থানে আগমন করুন। স্তোতা স্তুতি করছেন এবং সোম নিষ্পন্ন হয়েছে। এই বিদ্বান জন এবং সপ্ত স্তোতা উশনার ন্যায় ইন্দ্রের উদ্দেশে শোভন স্তোত্র উচ্চারণ করছেন। ফলবর্ষক ইন্দ্র বর্ষাজলের দ্বারা পৃথিবীকে সম্পন্ন করছেন। ঋত্বিকগণ যজ্ঞরত রয়েছেন। স্বেচ্ছায় সঞ্চালিত মেঘসমূহের দ্বারা ইন্দ্র হিতকারী জলের বৃদ্ধি সাধন করছেন। আঙ্গিরসগণের দ্বারা স্তুত ইন্দ্রদেব বহু যজমান কর্তৃক আহূত হচ্ছেন। তিনি আমাদের প্রভূত অন্ন দান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ছন্দোমানাং দ্বিতীয়তৃতীয়য়োরহ্নো 'আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তে উক্ত॥ (২০কা. ৭অ. ৬সূ.)॥

টীকা — ছন্দোমানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে মাধ্যন্দিন সবনে উপর্যুক্ত সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ-প্রথা পূর্ববর্তী সূক্তে উল্লেখ করা হয়েছে ॥ (২০কা. ৭অ. ৬সূ.) ॥

◆

: সপ্তম সূক্ত :

[ঋষি : শংযু। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

তৎ বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে।
শং যৎ গবে ন শাকিনে ॥ ১॥
ন ঘা বসুর্নি যমতে দানং বাজস্য গোমতঃ।
যৎ সীমুপ শ্রবদ্ গিরঃ ॥ ২॥

কুবিৎসস্য প্র হি ব্রজং গোমন্তং দস্যুহা গমৎ।
শচীভিরপ নো বরৎ ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে স্তোতা! সোম সংস্কারিত হওয়ার পর ইন্দ্রদেবের স্তুতি করুন; তিনি সোমবান্ আমাদের কল্যাণকর্তা। হে অপরিমিত অন্নবান্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের স্তুতি শ্রবণ পূর্বক অন্ন প্রদান করুন। বৃত্রহননকারী আপনি, গো-সম্পন্ন স্থলে আগমন পূর্বক আমাদের বলের দ্বারা পূর্ণ করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বাজপেয়ে 'তৎ বো গায়' ইতি স্তোত্রিয়ো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে। 'তৎ বো গায়েতি স্তোত্রিয়ঃ' ইতি (বৈ. ৪।৩)। তথা বৃহস্পতিসবে 'তৎ বো গায় সুতে সচা' (২০।৩৮) 'বয়মেনমিদাহ্যঃ' (২০।৯৭) এতৌ আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ যথাক্রমং ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।... ইত্যাদি॥ (২০কা. ৭অ. ৭সূ.) ॥

টীকা — বাজপেয় যজ্ঞে উপর্যুক্ত সূক্তের মন্ত্র তিনটি স্তোত্রিয়রূপে প্রযুক্ত হয়। বৈতানে (৪।৩) এই সম্পর্কীয় উক্তি উপরে লিখিত হয়েছে। বৃহস্পতি-যজ্ঞে উপর্যুক্ত সূক্তটি ও ২০শ কাণ্ডের ৯ম অনুবাকের ১ম সূক্তটি ('বয়মেনমিদাহ্যঃ' ইত্যাদি) যথাক্রমে আজ্যপৃষ্ঠ্য ও স্তোত্রিয় হয়। এছাড়া প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবনে কিংবা মরুৎস্তোমে ও সাহস্রান্ত্যে এই সূক্তের আরও বিনিয়োগের নির্দেশ বৈতানে (৮।১) উল্লিখিত আছে ॥ (২০কা. ৭অ. ৭সূ.) ॥

◆

: অষ্টম সূক্ত :

[ঋষি : শক্তি বা বসিষ্ঠ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামণি জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥ ১॥
মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যো মাশিবাসো অব ক্রমুঃ।
ত্বয়া বয়ং প্রবতঃ শশ্বতীরপোঽতি শূর তরামসি ॥ ২॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্র! আমাদের অভীষ্ট বস্তু প্রদান করুন। হে পুরুহূত! আমাদের দীর্ঘজীবী করুন, আমাদের সুখী করুন। হে বীর ইন্দ্র! আমাদের আধি-ব্যাধির আক্রমণ প্রতিহত করুন। অমঙ্গলময় বাণী ও পাপের আক্রমণও প্রতিহত করুন। আমরা যেন আপনার কৃপায় সদা সফলতাপূর্বক কর্মসমূহ সাধিত করি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বাজপেয়ে মাধ্যন্দিনে সবনে 'ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর' (২০।৭৯) 'ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং' (২০।৮০) 'উদু ত্যে মধুমত্তমা' (২০।৫৯) ইত্যেতেষামন্যতমো বিকল্পেন স্তোত্রিয়ো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।...তথা বিষুবতি সৌর্যপৃষ্ঠে 'ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর' 'ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভর' ইতি বিকল্পেন স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি॥ (২০কা. ৭অ. ৮সূ.) ॥

টীকা — বাজপেয় যজ্ঞে মাধ্যন্দিন সবনে উপর্যুক্ত সূক্তটি, পরবর্তী সূক্তটি ও ৫ম অনুবাকের ২২শ সূক্ত (উদু ত্যে মধুমত্তমা' ইত্যাদি)—এই তিনটির এক বিকল্পের দ্বারা স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৪।৩) এই সম্পর্কিত সূত্র আছে। বিষুব সৌর্যপৃষ্ঠে উপর্যুক্ত ও পরবর্তী সূক্ত—বিকল্প স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়। বৈতানে (৬।৩) এই সম্পর্কিত সূত্র আছে। আবার, বিশ্বজিৎ বৈরাজপৃষ্ঠে এই সূক্তের বিকল্প স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়। এই সম্পর্কিত সূত্র বৈতানে (৬।৩) উল্লিখিত আছে। তথা ইন্দ্রস্তোম নামক একাহে উপর্যুক্ত সূক্তটি ও ৯ম অনুবাকের ১০ম সূক্ত ('তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহৎ' ইত্যাদি) এই দুটি পৃষ্ঠ, উক্থ ও স্তোত্রিয় হয়—(বৈ. ৮।১)। উপর্যুক্ত সূক্তের বিষুব একাহীভূতে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। (বৈ. ৮।২) ॥ (২০কা. ৭অ. ৮সূ.) ॥

◆

: নবম সূক্ত :

[ঋষি : শংযু। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভরঁ ওজিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ।
যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রোদসী ওভে সুশিপ্র প্রাঃ ॥ ২॥
ত্বামুগ্রমবসে চর্ষণীসহং রাজন্ দেবেষু হূমহে।
বিশ্বা সু নো বিথুরা পিব্দনা বসোঽমিত্রান্ সুষহান্ কৃধি ॥ ১॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আপনি আপন মহান্ ও ওজস্বী ধনের সাথে আমাদের সম্পন্ন করুন। আপনি বজ্রধারী ও উগ্র। আমাদের সকল ভয়ের কারণ দূর করুন এবং শত্রুগণকে বশীভূত করার উপযুক্ত বলে আমাদের অন্বিত করুন। আমরা আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান জ্ঞাপন করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বাজপেয়ে মাধ্যন্দিনে সবনে 'ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং' ইত্যস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। তথা বিষুবতি সৌর্যপৃষ্ঠে অস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। (২০কা. ৭অ. ৯সূ.)॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল—বাজপেয় যজ্ঞে মাধ্যন্দিন সবনে পূর্বসূক্তের সাথে উপর্যুক্ত 'ইন্দ্রং জ্যেষ্ঠং' ইত্যাদি সূক্তটি এক বিকল্পের দ্বারা স্তোত্রিয় হয় (বৈ. ৪।৩) এবং বিষুব সৌর্যপৃষ্ঠে ঐ সূক্তদ্বয় বিকল্প স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয় ॥ (২০কা. ৭অ. ৯সূ.) ॥

◆

: দশম সূক্ত :

[ঋষি : পুরুহন্মা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্‌ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥ ১॥
আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্ বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা।
অস্মাঁ অব মঘবন্ গোমতি বজ্রে বজ্রিং চিত্রাভিরূতিভিঃ ॥ ২॥

সূক্তসার — হে প্রভু ইন্দ্রদেব! শত শত দ্যুলোক ও পৃথিবী অপেক্ষা আপনি বিশাল। হে বজ্রধারী! আমাদের গোচর স্থানে আপনি রক্ষা-সাধনের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন এবং আপন মহিমায় আমাদের বৃদ্ধি সাধিত করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — আপ্তোর্যামণি ক্রতৌ মাধ্যন্দিন সবনে 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' (২০।৮১) ইতি স্তোত্রিয়ং অভিতঃ প্রাকৃতঃ স্তোত্রিয়ো ভবতি। 'যদিন্দ্র যাবতস্ত্বং (২০।৮২) ইত্যনুরূপঃ। অভিতঃ প্রাকৃতোনুরূপঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৭অ. ১০সূ.)॥

টীকা — আপ্তোর্যাম যজ্ঞে মাধ্যন্দিন সবনে উপর্যুক্ত স্তোত্রিয় অভিতঃ প্রাকৃত স্তোত্রিয় হয়। পরবর্তী সূক্ত ('যদিন্দ্র যাবতস্ত্বং') অনুরূপ। অভিতঃ প্রাকৃতঃ অনুরূপ। বৈতানে (৪।৩) উক্ত আছে—'মাধ্যন্দিনে যৎ দ্যাব ইদ্র তে শতং যদিন্দ্র যাবতস্ত্বং ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপাবভিতস্তোত্রিয়ানুরূপৌ' ইতি। বিশ্বজিৎ বৈরাজপৃষ্ঠে ঐ দুই সূক্ত (উপর্যুক্ত এবং পরবর্তী) পৃষ্ঠ, স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ বার্হত প্রগাথ হয়। বৈতানে (৬।৩) এই মতেই সূত্র পাওয়া যায়। আরও, অনুপৃষ্ঠে ষড়হ যাগে 'অভিত্বা শূর নোসুমঃ' (৯অ. ২৫সূ. বা ২০ কা. ১২১ সূ.), 'তামিদ্ধি হবামহে' (২০কা. ৯৮সূ.), 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং (২০কা. ৮১সূ.), 'পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা' (২০কা. ১১৭সূ.), 'কয়া নশ্চিত্র আ ভুবৎ (২০কা. ১২৪সূ.) রেবতীর্ন সধমাদে (২০কা. ১২২সূ.) ইত্যাদি যথাক্রমে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।৪) এই নির্দেশ সূত্রিত আছে॥ (২০কা. ৭অ. ১০সূ.) ॥

◆

: একাদশ সূক্ত :

[ঋষি : বসিষ্ঠ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।
স্তোতারমিদ্ দিধিষেয় রদাবসো ন পাপত্বায় রাসীয় ॥ ১॥
শিক্ষেয়মিন্মহয়তে দিবেদিবে রায় আ কুহচিদ্বিদে।
নহি ত্বদন্যন্মঘবন্ ন আপ্যং বস্যো অস্তি পিতা চন ॥ ২॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্র দেবতা! আমরা যেন আপনার ন্যায় প্রভুত্ব প্রাপ্ত হই; স্তোতাগণকে যেন ধন দান করতে পারি; আমরা যেন পাপত্বের কারণে ব্যথিত না হই; আমরা যেন সর্ব দিক হতে ধন লাভ করি। যারা আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হতে চায়, স্বর্গ তাদের দণ্ড প্রদান করুক। আমরা যেন শ্রেষ্ঠ শক্তিমান হতে পারি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — আপ্তোর্যাম্ণি ক্রতৌ 'যদিন্দ্র যাবতস্ত্বম্' ইতি সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। তথা বিশ্বজিতি বৈরাজপৃষ্ঠে অস্য সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (২০কা. ৭অ. ১১সূ.)॥

টীকা — আপ্তোর্যাম যজ্ঞে মাধ্যন্দিন সবনে এবং বিশ্বজিৎ বৈরাজপৃষ্ঠে উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তের সাথে কিভাবে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে, তা পূর্ববর্তী সূক্তের টীকা অংশে উল্লেখ করা হয়েছে ॥ (২০কা. ৭অ. ১১সূ.) ॥

◆

: দ্বাদশ সূক্ত :

[ঋষি : শংযু। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ।
ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ ॥ ১॥
যে গব্যতা মনসা শত্রুমাদভুরভিপ্রঘ্নন্তি ধৃষ্ণুয়া।
অধ স্মা নো মঘবন্নিন্দ্র গির্বণস্তনূপা অন্তমো ভব ॥ ২॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আমাকে মঙ্গলকারী গৃহ এবং শত্রুসন্তাপী বল প্রদান পূর্বক রক্ষা করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — আপ্তোর্যামণি প্রাকৃতসামপ্রগাথাদনন্তরং 'ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং' ইতি সামপ্রগাথো ভবতি।...তথা বিশ্বজিতি বৈরাজপৃষ্ঠে 'ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং' ইতি সামপ্রগাথো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।— ইত্যাদি॥ (২০কা. ৭অ. ১২সূ.)॥

টীকা — আপ্তোর্যাম যজ্ঞে প্রাকৃত সাম প্রগাথের পরে উপর্যুক্ত সূক্তটি সাম প্রগাথ হয়ে থাকে। বৈতানে (৪।৩) উক্ত আছে—'সামপ্রগাথাৎ ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ইতি সামপ্রগাথঃ' ইতি। তথা বিশ্বজিত বৈরাজপৃষ্ঠেও উপর্যুক্ত সূক্তটি সাম প্রগাথ হয়। বৈতানে (৬।৩) উক্ত আছে—'ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ইতি সামপ্রগাথঃ'॥ (২০কা. ৭অ. ১২সূ.) ॥

◆

: ত্রয়োদশ সূক্ত :

[ঋষি : মধুচ্ছন্দা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ১॥
ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।
উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ২॥
ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! নিষ্পন্ন সোম আপনার নিমিত্ত রক্ষিত। এই স্থানে মন্ত্র-সম্পন্ন ঋত্বিকগণের সন্নিকটে, স্তোত্রসমূহের অভিমুখে এবং অভিষুত সোমের সমীপে আপনি আগত হোন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্বিংশে দ্বিতীয়েহনি প্রাতঃসবনে 'ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো' ইতি বিকল্পেন

আজ্যস্তোত্রিয়ো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।...তথা ছন্দোমাখ্যেষু ত্রিষ্বহঃসু প্রাতঃসবনে অস্য 'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি' ইত্যনেন সহ বিনিয়োগ উক্ত।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৭অ. ১৩সূ.)॥

টীকা — চতুর্বিংশ যাগানুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিবসে প্রাতঃসবনে উপর্যুক্ত সূক্তের বিকল্পে আজ্যস্তোত্রিয় হয়ে থাকে। বৈতানে (৬।১) উক্ত হয়েছে—'ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো ইতি বা'। আবার ছন্দ-নামে পরিচিত যাগে তৃতীয় দিবসে প্রাতঃসবনে উপর্যুক্ত সূক্তটি ৫ম অনুবাকের ১০ম সূক্তের (অর্থাৎ 'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি' ইত্যাদির) সাথে বিনিয়োগ হয়। আবার চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক একাহীভূত যজ্ঞে উপর্যুক্ত 'ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো' ইত্যাদি ও 'মা চিদন্যৎ বি শংসত' (২০কা. ৮৫সূ) সূক্ত আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।২) উক্ত হয়েছে—'চতুর্বিংশ ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো মা চিদন্যৎ বি শংসতেতি' ॥ (২০কা. ৭অ. ১৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্দশ সূক্ত :

[ঋষি : প্রগাথ (১-২), মেধ্যাতিথি (৩-৪)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

মা চিদন্যদ্ বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত ॥ ১॥
অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথাজুরং গাং ন চর্ষণীসহম্।
বিদ্বেষণং সম্বননোভয়ঙ্করং মংহিষ্ঠমুভয়াবিনম্ ॥ ২॥
যচ্চিদ্ধি ত্বা জনা ইমে নানা হবন্ত উতয়ে।
অস্মাকং ব্রহ্মেদমিন্দ্র ভূতু তেহা বিশ্বা চ বর্ধনম্ ॥ ৩॥
বি তর্তূর্যন্তে মঘবন্ বিপশ্চিতোঽর্যো বিপো জনানাম্।
উপ ক্রমস্ব পুরুরূপমা ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে ॥ ৪॥

সূক্তসার — হে স্তোতৃবর্গ! আপনারা ইন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করবেন না কিংবা স্তুতি করবেন না। হে হোতাগণ! আপনারা ইন্দ্রের উদ্দেশে বারংবার উক্থ মন্ত্রে গান করুন। সেই মহিষ্ঠ ইন্দ্র শত্রুদ্বেষী এবং দুই লোকের রক্ষক। হে ইন্দ্র! আপনি শীঘ্র আগমনপূর্বক বিশাল রূপ ধারণ করুন। আপনি পালনার্থে আমাদের অন্ন প্রদান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্বিংশে মাধ্যন্দিনে সবনে 'মা চিদন্যৎ বি শংসত' (২০।৮৫।১,২) 'যচ্চিদ্ধি ত্বা জনা ইমে' (২০।৮৫।৩,৪) ইতি বিকল্পেন পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপৌ বার্হতৌ প্রগাথৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৭অ. ১৪সূ.) ॥

টীকা — চতুর্বিংশ যাগানুষ্ঠানের মাধ্যন্দিন সবনে উপর্যুক্ত সূক্তের প্রথম দুটি ঋক্ ও তার তৃতীয় ও চতুর্থ ঋক্ বিকল্পে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ও অনুরূপ তথা বার্হত প্রগাথ হয়ে থাকে। বৈতানে (৬।১) উল্লেখ করা হয়েছে—'মা চিদন্যৎ বি শংসত যচ্চিদ্ধি ত্বা জনা ইম ইতি বা'। আবার চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক একাহীভূত যজ্ঞে পূর্ব সূক্তটি ('ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো' ইত্যাদি) ও উপর্যুক্ত সূক্তটি আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়—এ সম্পর্কে পূর্ব সূক্তের বিনিয়োগে উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৭অ. ১৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চদশ সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি হরী সখায়া সধমাদ আশু।
স্থিরং রথং সুখমিন্দ্রাধিতিষ্ঠন্ প্রজানন্ বিদ্বাঁ।
উপ যাহি সোমম্ ॥ ১॥

সূক্তসার — হে বিদ্বান ইন্দ্রদেব! কর্মবান্ মন্ত্রের দ্বারা আপনার রথে অশ্ব যোজিত করছি। আপনি সেই সুখকরী রথে আরূঢ় হয়ে আমাদের এই সোমের নিকট আগমন করুন। ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — সম্বৎসরে মাধ্যন্দিনে সবনে সামপ্রগাথাৎ অনন্তরং 'ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি' ইতি আরম্ভণীয়া ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে॥ (২০কা. ৭অ. ১৫সূ.)॥

টীকা — বৈতান সূত্রে (৬।৫) উল্লেখিত আছে—'ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মীত্যারম্ভণীয়া' ইতি। অর্থাৎ, সম্বৎসর যাগে মাধ্যন্দিন সবনে সামপ্রগাথের পর উপর্যুক্ত ঋক্‌টি আরম্ভণীয়া হয়ে থাকে ॥ (২০কা. ৭অ. ১৫সূ) ॥

◆

: ষোড়শ সূক্ত :

[ঋষি : বসিষ্ঠ। দেবতা : ইন্দ্র, বৃহস্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

অধ্বর্যবোঽরুণং দুগ্ধমংশুং জুহোতন বৃষভায় ক্ষিতীনাম্।
গৌরাদ্ বেদীয়াঁ অবপানমিন্দ্রো বিশ্বাহেদ্যাতি সুতসোমমিচ্ছন্ ॥ ১॥
যদ্ দধিষে প্রদিবি চার্বন্নং দিবেদিবে পীতমিদস্য বক্ষি।
উত হৃদোত মনসা জুষাণ উশন্নিন্দ্র প্রস্থিতান্ পাহি সোমান্ ॥ ২॥
জজ্ঞানঃ সোমং সহসে পপাথ প্র তে মাতা মহিমানমুবাচ।
এন্দ্র পপ্রাথোর্বন্তরিক্ষং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥ ৩॥
যদ্ যোধয়া মহতো মন্যমানান্ সাক্ষাম তান্ বাহুভিঃ শাশদানান্।
যদ্বে নৃভির্বৃত ইন্দ্রাভিযুধ্যাস্তং ত্বয়াজিং সৌশ্রবসং জয়েম ॥ ৪॥
প্রেন্দ্রস্য বোচং প্রথমা কৃতানি প্র নূতনা মঘবা যা চকার।
যদেদদেবীরসহিষ্ট মায়া অথাভবৎ কেবলঃ সোমো অস্য ॥ ৫॥
তবেদং বিশ্বমভিতঃ পশব্যং যৎ পশ্যসি চক্ষসা সূর্যস্য।
গবামসি গোপতিরেক ইন্দ্র ভক্ষীমহি তে প্রযতস্য বস্বঃ ॥ ৬॥

বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

সূক্তসার — হে অধ্বর্যুবর্গঃ! সোম লাভার্থে আগমনশীল ইন্দ্রের নিমিত্ত সোমের দুগ্ধরূপ অংশের আহুতি প্রদান করুন। হে ইন্দ্রদেব! আপনি এই সোমকে রক্ষা করুন। বিশাল অন্তরিক্ষ আপনার মহিমা কীর্তন করছে। আপনার যুদ্ধ-জয়োক্ষম বাহুর সাথে আমাদের যুক্ত করুন। আমি আপনার চিরন্তন কর্মগুলি কীর্তন করছি। আপনি এই সকল পশু ধন রক্ষা করুন। হে বৃহস্পতি! হে ইন্দ্র! আপনারা দুজনেই দিব্য ও পার্থিব ধনের স্বামী! আপনারা আমাদের রক্ষা করুন এবং ধন প্রদান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্বিতীয়ে ছন্দোমেহনি 'অধ্বর্য্যবোরুণং দুগ্ধমংশুং', 'যস্তস্তম্ভ সহসা বি জ্মো অন্তান্', 'অস্তের সু প্রতরং লায়মস্যন্' ইত্যৈকাহিকানি ভবন্তি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৭অ. ১৬সূ.)॥

টীকা — দ্বিতীয় ছন্দোমান যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটির, পরবর্তী সূক্তটির ('যস্তস্তম্ভ সহসা' ইত্যাদি) ও ১৮শ সূক্তটির ('অস্তেব সু প্রতরং' ইত্যাদি) ঐকাহিক বিনিয়োগ হয়ে থাকে। যেমন বৈতানে (৬।৩) উক্ত হয়েছে—'দ্বিতীয়েধ্বর্য্যবোরুণং দুগ্ধমংশুং যস্তস্তম্ভ সহসা বি জ্মো অন্তন্ অস্তেব সু প্রতরং লায়মস্যন্ ইত্যৈকাহিকানি' ইতি। তথা তৃতীয় ছন্দোমান যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটির, 'যো অদ্রিভিৎ প্রথমজা ঋতাবা' (২০কা.৯০সূ.) ইত্যাদি সূক্তটির ও 'আ যাত্বিন্দ্রঃ স্বপতির্মদায় (২০কা. ৯৪সূ.) ইত্যাদি সূক্তটির ঐকাহিক বিনিয়োগ হয়ে থাকে। বৈতানিকে (৬।৩) উক্ত হয়েছে—'তৃতীয়েধ্বর্যবোরুণং যো অদ্রিভিৎ প্রথমজা ঋতাবা যাত্বিন্দ্রঃ স্বপতির্মদায়েতি' ইতি ॥ (২০কা. ৭অ. ১৬সূ.) ॥

◆

: সপ্তদশ সূক্ত :

[ঋষি : বামদেব। দেবতা : বৃহস্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

যস্তস্তম্ভ সহসা বি জ্মো অন্তান্ বৃহস্পতিস্ত্রিষধস্থো রবেণ।
তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্ ॥ ১॥
ধুনেতয়ঃ সুপ্রকেতং মদন্তো বৃহস্পতে অভি যে নস্ততস্রে।
পৃষন্তং সৃপ্রমদব্ধমূর্বং বৃহস্পতে রক্ষতাদস্য যোনিম্ ॥ ২॥
বৃহস্পতে যা পরমা পরাবদত পরাবদত আ ত ঋতস্পৃশো নি যেদুঃ।
তুভ্যং খাতা অবতা অদ্রিদুগ্ধা মধ্ব শ্চোতন্ত্যভিতো বিরপ্শম্ ॥ ৩॥
বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্।
সপ্তাস্যস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমৎ তমাংসি ॥ ৪॥
স সুষ্টুভা স ঋকৃতা গণেন বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।
বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্ বাবশতীরুদাজৎ ॥ ৫॥

এবা পিত্রে বিশ্বদেবায় বৃষ্ণে যজ্ঞৈর্বিধেম নমসা হবির্ভিঃ।
বৃহস্পতে সুপ্রজা বীরবন্তো বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৬॥

সূক্তসার — পৃথিবীকে আপন ঘোষে স্তম্ভিত করণশালী প্রসন্ন বৃহস্পতি দেবতাকে পুরাতন ঋষি প্রথম ধ্যান করেন। হে বৃহস্পতি! যে ঋত্বিক আপনাকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করেন, তাঁকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি দেবতা মহান জ্যোতিষচক্র দ্বারা পরম ব্যোমে আবির্ভূত হয়ে সপ্তরশ্মি হয়ে অন্ধকারকে বিদূরিত করেন। হে বৃহস্পতি! আমাদের সুসন্তানসম্পন্ন ও ধনবান্ করুন। আমরা হবিঃ ও নমস্কারের দ্বারা আপনার পূজা করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্বিতীয়ে ছন্দোমেহনি 'যস্তস্তম্ভ সহসা বি জ্মো অন্তান্' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তঃ॥ (২০কা. ৭অ. ১৭সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির ঐকাহিক বিনিয়োগের নির্দেশ পূর্ববর্তী সূক্তের বিনিয়োগে উল্লেখিত হয়েছে ॥ (২০কা. ৭অ. ১৭সূ.) ॥

◆

: অষ্টাদশ সূক্ত :

[ঋষি : কৃষ্ণ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

অস্তেব সু প্রতরং লায়মস্যন্ ভুষন্নিব প্র ভরা স্তোমমস্মৈ।
বাচা বিপ্রাস্তরত বাচমর্যো নি রাময় জরিতঃ সোম ইন্দ্রম্ ॥ ১ ॥
দোহন গামুপ শিখা সখায়ং প্র বোধয় জরিতর্জারমিন্দ্রম্।
কোশং ন পূর্ণং বসুনা ন্যস্টমা চ্যাবয় মঘদেয়ায় শূরম্ ॥ ২॥
কিমঙ্গ ত্বা মঘবন্ ভোজমাহুঃ শিশীহি মা শিশয়ং ত্বা শৃণোমি।
অপ্নস্বতী মম ধীরস্তু শক্র বসুবিদং ভগমিন্দ্রা ভরা নঃ ॥ ৩॥
ত্বাং জনা মমসত্যেম্বিন্দ্র সন্তস্থানা বি হ্বয়ন্তে সমীকে।
অত্রা যুজং কৃণুতে যো হবিষ্মান্নাসুন্বতা সখ্যং বষ্টি শূরঃ ॥ ৪ ॥
ধনং ন স্পন্দ্রং বহুলং যো অস্মৈ তীব্রান্ৎসোমাঁ আসুনোতি প্রয়স্বান্।
তস্মৈ শত্রূন্ৎসুতুকান্ প্রাতরহ্নো নি স্বষ্ট্রান্ যুবতি হন্তি বৃত্রম্ ॥ ৫॥
যস্মিন্ বয়ং দধিমা শংসমিন্দ্রে যঃ শিশ্রায় মঘবা কামমস্মে।
আরাচ্চিৎ সন্ ভয়তামস্য শত্রুর্ন্যস্মৈ দ্যুম্না জন্যা নমন্তাম্ ॥ ৬॥
আরাচ্ছত্রুমপ বাধস্ব দূরমুগ্রো যঃ শম্বঃ পুরুহূত তেন।
অস্মে ধেহি যবমদ্ গোমদিন্দ্র কৃধী ধিয়ং জরিত্রে বাজরত্নাম্ ॥ ৭॥
প্র যমন্তর্বৃষসবাসো অগ্মন্ তীব্রাঃ সোমা বহুলান্তাস ইন্দ্রম্।
নাহ দামানং মঘবা নি যংসন্ নি সুন্বতে বহতি ভূরি বামম্ ॥ ৮॥

উত প্রহামতিদীবা জয়তি কৃতমিব শ্বঘ্নী বি চিনোতি কালে।
যো দেবকামো ন ধনং রুণদ্ধি সমিৎ তং রায়ঃ সৃজতি স্বধাভিঃ ॥ ৯॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন বা ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বে।
বয়ং রাজসু প্রথমা ধনান্যরিষ্টাসো বৃজনীভির্জয়েম ॥ ১০॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরীয়ঃ কৃণোতু ॥ ১১॥

সূক্তসার — হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা ইন্দ্রের স্তুতি করুন। হে স্তোতাগণ! আপনারা মিত্ররূপ বাণীর দ্বারা শত্রুকে ক্ষীণকারী ইন্দ্রের আবাহন করুন। হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের যেন ক্ষীণ করবেন না; আমাদের ধনপ্রাপ্তির উপযুক্ত সৌভাগ্য প্রদান করুন। আপনার নিমিত্ত হবিঃ-সম্পন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে; এবং সেখানে সোম সংস্কৃত হচ্ছে। আপনি যার সহায়ে থাকেন, তারা নিকট শত্রুও ভীত হয়ে পড়ে। আপনি বজ্রের দ্বারা নিকটস্থ বা দূরস্থ শত্রুকে ব্যথিত করে থাকেন। আপনি কৃত নামক অক্ষ হয়ে ক্রীড়াকুশল ব্যক্তিকে দ্যূতক্রীড়ায় জয় প্রদান করেন। আপনি আমাদের দুর্বুদ্ধি, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ইত্যাদি দূর করুন। যে শত্রু আমাদের বধ রূপ পাপ ইচ্ছা করে, বৃহস্পতিরূপী আপনি তাদের হিংসা হতে আমাদের রক্ষা করুন এবং অন্য মিত্র অপেক্ষা আমাদের উৎকৃষ্ট করে তুলুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্বিতীয়ে ছন্দোমেহনি 'অস্তেব সু প্রতরং লায়মস্যন্' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'অধ্বর্যবোরুণং দুগ্ধমংশুং' (২০।৮৭) ইত্যনেন সহ উক্তঃ॥ (২০কা. ৭অ. ১৮সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ১৬শ সূক্তের বিনিয়োগ অংশে উক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সূক্তটির বিনিয়োগ ১৬শ সূক্তের সাথেই হবে॥ (২০কা. ৭অ. ১৮সূ.)॥

◆

: ঊনবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : ভরদ্বাজ। দেবতা : বৃহস্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

যো অদ্রিভিৎ প্রথমজা ঋতাবা বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো হবিষ্মান্।
দ্বিবর্হজ্মা প্রাঘর্মসৎ পিতা ন আ রোদসী বৃষতো রোরবীতি ॥ ১॥
জনায় চিদ্ য ঈবত উ লোকং বৃহস্পতির্দেবহূতৌ চকার।
ঘ্নন্ বৃত্রানি বি পুরো দর্দরীতি জয়ং ছত্রূংরমিত্রান্ পৃৎসু সাহন্ ॥ ২॥
বৃহস্পতিঃ সমজয়দ্ বসূন মহো ব্রজান্ গোমতো দেব এষঃ।
অপঃ সিষাসন্ৎ স্বরপ্রতীতো বৃহস্পতির্হন্ত্যমিত্রমর্কৈঃ ॥ ৩॥

সূক্তসার — প্রথম আত্মপ্রকটনশালী, মেঘকে বিদীর্ণকারী, সত্যসম্পন্ন আঙ্গিরস বৃহস্পতি হবিঃপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য। পশুগণের উপরে বিজয়প্রাপ্ত হয়ে ইনি সেনাগণের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। ইনি গাভী-সম্পন্ন বৃহৎ গোষ্ঠ ও ধনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন এবং জলদানের

নিমিত্ত স্বর্গে আরূঢ় হয়ে মন্ত্রের দ্বারা শত্রুকে বিনষ্ট করে থাকেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তৃতীয়ে ছন্দোমেহনি 'যো অদ্রিভিৎ' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'অধ্বর্যবোরুণং' ইত্যনেন সহ উক্তঃ। তথা উভয়োর্দ্বিতীয়তৃতীয়য়োরহ্নোরৈকাহিকানাং সূক্তানাং মধ্যমস্য আদাবন্তে বা 'যো আদ্রিভিৎ' (২০।৯০) 'ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা নঃ' (২০।৯১) ইত্যেতয়োর্যথাক্রমং একৈকং শংসতি। তৎ উক্তং বৈতানে॥ (২০কা. ৭অ. ১৯সূ.)॥

টীকা — তৃতীয় ছন্দোমান যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী ১৬শ সূক্তের ('অধ্বর্যবোরুণং' ইত্যাদি) সাথে উক্ত হয়েছে। তথা উভয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে ঐকাহিক সূক্তের মধ্য, আদি বা অন্তে উপর্যুক্ত সূক্ত '(যো অদ্রিভিৎ') ও 'ইমাং ধিয়ং' (২০কা. ৮অ. ১সূ.) সূক্ত যথাক্রমে একৈক প্রয়োগ হয়। বৈতানে (৬।৩) সূত্রিত আছে—'যো অদ্রিভিৎ ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ইত্যুভয়োরেকৈকং মধ্যমস্যাদাবন্ত্যে বা'॥ (২০কা. ৭অ. ১৯সূ.) ॥

◆ ◆

অষ্টম অনুবাক

: প্রথম সূক্ত :

[ঋষি : অযাস্য। দেবতা : বৃহস্পতি, ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋতপ্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ।
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্ বিশ্বজন্যোঽয়াস্য উক্থমিন্দ্রায় শংসন্ ॥ ১॥
ঋতঃ শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ॥ ২॥
হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদৎ গা উত প্রাস্তৌদুচ্চ বিদ্বাঁ অগায়ৎ ॥ ৩॥
অবো দ্বাভ্যাং পর একয়া গা গুহা তিষ্ঠন্তীরনৃতস্য সেতৌ।
বৃহস্পতিস্তমসি জ্যোতিরিচ্ছন্নুদুস্রা আকর্বি হি তিস্র আবঃ ॥ ৪॥
বিভিদ্যা পুরং শয়থেমপাচীং নিস্ত্রীণি সাকমুদধেরকৃন্তৎ।
বৃহস্পতিরুষসং সূর্যং গামর্কং বিবেদ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ॥ ৫॥
ইন্দ্রো বলং রক্ষিতারং দুঘানাং করেণেব বি চকর্তা রবেণ।
স্বেদাঞ্জিভিরাশিরমিচ্ছমানোঽরোদয়ৎ পণিমা গা অমুষ্ণাৎ ॥ ৬॥
স ঈং সত্যেভিঃ সখিভিঃ শুচদ্ভির্গোধায়সং বি ধনসৈরদর্দঃ।
ব্রহ্মণস্পতির্বৃষভির্বরাহৈর্ঘর্মস্বেদেভির্দ্রবিণং ব্যানট্ ॥ ৭॥
তে সত্যেন মনসা গোপতিং গা ইয়ানাস ইষণয়ন্ত ধীভিঃ।
বৃহস্পতির্মিথো অবদ্যপেভিরুদুস্রিয়া অসৃজত স্বয়ুগ্‌ভিঃ ॥ ৮॥

তং বর্ধয়ন্তো মতিভিঃ শিবাভিঃ সিংহমিব নানদতং সধস্থে।
বৃহস্পতিং বৃষণং শূরসাতৌ ভরেভরে অনু মদেম জিষ্ণুম্ ॥ ৯ ॥
যদা বাজমসনদ্ বিশ্বরূপমা দ্যামরুক্ষদুত্তরাণি সদ্ম।
বৃহস্পতিং বৃষণং বর্ধয়ন্তো নানা সন্তো বিভ্রতো জ্যোতিরাসা ॥ ১০ ॥
সত্যামাশিষং কৃণুতা বয়োধৈ কীরিং চিদ্ধ্যবথ স্বেভিরেবৈঃ।
পশ্চা মৃধো অপ ভবন্তু বিশ্বাস্তৎ রোদসী শৃণুতং বিশ্বমিন্বে ॥ ১১ ॥
ইন্দ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য বি মূর্ধানমভিনদর্বুদস্য।
অহন্নহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্ দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১২ ॥

সূক্তসার — বৃহস্পতি সত্যাবির্ভূত সপ্তশীর্ষা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইন্দ্রকে অনুরোধ করে তুরীয়কে অর্থাৎ চৈতন্য-সত্তাকে উৎপন্ন করিয়েছিলেন। তিনি সত্যকথনের কারণ যজ্ঞস্থানে প্রথম মাননীয় হয়ে থাকেন। তিনি বর্ষক মেঘের উদ্ঘাটনকারী। হৃদয়স্থিত বাণীকে তিনিই প্রকট করে থাকেন। আকাশে গর্জন পূর্বক বৃহস্পতি দেবতা উষা, সূর্য, মন্ত্র এবং গো-সমূহকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। বৃহস্পতিরই ইচ্ছাক্রমে ইন্দ্র দেবতা মেঘকে ছিন্ন করেন। দধির আকাঙ্ক্ষায় তিনি গাভীসমূহের অপহারক পণি নামক অসুরগণকে ব্যথিত করে সেই গাভীগুলিকে উদ্ধার করেন। অনবদ্য শব্দ পালনকারী বৃহস্পতি মেঘসমূহের দ্বারা গাভীবর্গকে সংযুক্ত করেন। যুদ্ধাবসরের পর আমরা বৃহস্পতি দেবতাকে প্রসন্ন করে থাকি। অন্নের পোষক বৃহস্পতি স্তুতিকারকবর্গের রক্ষক হন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা অগ্নি-সম্বন্ধী ঋক্-সমূহের প্রচণ্ড ধ্বনি শ্রবণ করুন। ইন্দ্র আপন মহিমায় সপ্ত নদীকে প্রকট করে থাকেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা নঃ' ইতি সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ॥ (২০কা. ৮অ. ১সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তের মূল দেবতা বৃহস্পতি হলেও এখানে ইন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ॥ (২০কা. ৮অ. ১সূ.) ॥

◆

: দ্বিতীয় সূক্ত :

[ঋষি : প্রিয়মেধ (১-১৫), পুরুহন্মা (১৬-২১)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, বৃহতী।]

অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥ ১ ॥
আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেঽরুষীরধি বর্হিষি।
যত্রাভি সন্নবামহে ॥ ২ ॥
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু।
যৎ সীমুপহ্বরে বিদৎ ॥ ৩ ॥

উদ্ যদ্ ব্রধ্নস্য বিষ্টপং গৃহমিন্দ্রশ্চ গন্বহি।
মধ্বঃ পীত্বা সচেবহি ত্রিঃ সপ্ত সখ্যুঃ পদে ॥ ৪॥
অর্চত প্রার্চত প্রিয়মেধাসো অর্চত।
অর্চন্তু পুত্রকা উত পুরং ন ধৃষ্ণ্বর্চত ॥ ৫॥
অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি সনিষ্বণৎ।
পিঙ্গা পরি চনিষ্কদদিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতম্ ॥ ৬॥
আ যৎ পতন্ত্যেন্যঃ সুদুঘা অনপস্ফুরঃ।
অপস্ফুরং গৃভায়ত সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ৭॥
অপাদিন্দ্রো অপাদগ্নির্বিশ্বে দেবা অমৎসত।
বরুণ ইদিহ ক্ষয়ৎ তমাপো অভ্যনূষত বৎসং সংশিশ্বরীরিব ॥ ৮॥
সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্মং সুষিরামিব ॥ ৯॥
যো ব্যতীঁরফাণয়ৎ সুযুক্তাঁ উপ দাশুষে।
তক্বো নেতা তদিদ্ বপুরুপমা যো অমুচ্যত ॥ ১০॥
অতীদু শক্র ওহত ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ।
ভিনৎ কনীন ওদনং পচ্যমানং পরো গিরা ॥ ১১॥
অর্ভকো ন কুমারকোঽধি তিষ্ঠন্নবং রথম্।
স পক্ষন্মহিষং মৃগং পিত্রে মাত্রে বিভুক্রতুম্ ॥ ১২॥
আ তূ সুশিপ্র দম্পতে রথং তিষ্ঠা হিরণ্যয়ম্।
অধ দ্যুক্ষং সচেবহি সহস্রপাদমরুষং স্বস্তিগামনেহসম্ ॥ ১৩॥
তং ঘেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
অর্থং চিদস্য সুধিতং যদেতব আবর্তয়ন্তি দাবনে ॥ ১৪॥
অনু প্রত্নস্যৌকসঃ প্রিয়মেধাস এষাম্।
পূর্বামনু প্রয়তিং বৃক্তবর্হিযো হিতপ্রয়স আশত ॥ ১৫॥
যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ১৬॥
ইন্দ্রং তং শুম্ভ পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্তরি।
হস্তায় বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহো দিবে ন সূর্যঃ ॥ ১৭॥
নকিষ্টং কর্মণা নশদ্ যশ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণ্বোজসম্ ॥ ১৮॥
অষাহ্লমুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্ মহীরুরুজ্রয়ঃ।
সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাবঃ ক্ষামো অনোনবুঃ ॥ ১৯॥
যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥ ২০॥

আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্ বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা।
অস্মাঁ অব মঘবন্ গোমতি ব্রজে বজ্রিং চিত্রাভিরূতিভিঃ ॥ ২১॥

সূক্তসার — উপাসকগণের রক্ষক গো-স্বামী ইন্দ্রকে যাতে আমরা লাভ করতে পারি, হে স্তোতাগণ! আপনারা এমন স্তুতি করুন। ইন্দ্র আগমন পূর্বক আমাদের কুশ-সমূহের উপর উপবেশন করুন এবং গোদুগ্ধ-মিশ্রিত সোমকে প্রাপ্ত হোন। আমরা একবিংশবার সোম পান করিয়ে ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করেছি। দুগ্ধরূপী এই শুভ্র অবিনাশী পদার্থ অগ্নি ও বিশ্বদেবতাগণ পান করেন। বরুণের নিকট সপ্তনদী বর্তমান। ইন্দ্র সকল শত্রুকে বশকারী। তিনি আপন স্বর্ণনির্মিত রথে কুমারের ন্যায় আরূঢ় আছেন। তাঁরই কৃপায় আমরাও সুন্দর বাণীসম্পন্ন হবো এবং সহস্র মার্গের সাথে যুক্ত স্বর্গে আরোহণ করবো। হবিঃ-দানশালী যজমানের নিমিত্ত ঋত্বিকগণ ইন্দ্রের নিকট হতে ধন লাভ করে থাকেন। রাজা ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ। আমি তাঁর স্তব করি। হে পুরুহন্মন্! আপনার সত্তা মধ্যলোক, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গলোকেও বিদ্যমান। আপনার হস্তধৃত বজ্র সূর্যের ন্যায় দর্শনীয়। শত শত আকাশ ও পৃথিবী বা সহস্র সূর্য একত্রেও আপনার সমান হতে পারে না। ইন্দ্রদেব আমাদের রক্ষা করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অতিরাত্রে মধ্যমে পর্যায়ে 'অভি ত্বা বৃষভা সুতে' (২০।২২), 'অভি প্র গোপতিং গিরা' (২০।৯২) এতৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ উক্‌থশংসনধর্মকৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।... তথা পৃষ্ঠ্যষড়হস্য ষষ্ঠেহনি প্রাতঃসবনে 'অভি প্র গোপতিং গিরা' ইত্যেকবিংশতিমৃচ আবপতে। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৮অ. ২সূ.)॥

টীকা — অতিরাত্র যাগে মধ্যম পর্যায়ে ২০শ কাণ্ডের ৩য় অনুবাকের ৫ম সূক্ত ('অভি ত্বা বৃষভা' ইত্যাদি) এবং উপর্যুক্ত সূক্তটি স্তোত্রিয়, অনুরূপ ও উক্‌থ-শংসনধর্মক হয়। এই সম্পর্কে বৈতানিক সূত্রে (৪।২) উল্লিখিত আছে—'অভি ত্বা বৃষভা সুতেভি প্র গোপতিং গিরেতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ'। আবার বৈতানিকের (৬।২) উক্তি—'ষষ্ঠেভি প্র গোপতিং গিরেত্যেকবিংশতিঃ' অনুসারে পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিবসে প্রাতঃসবনে উপর্যুক্ত সূক্তের একবিংশটি ঋকের বিনিয়োগ হয়। আবার, অভিজিৎ যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটি আজ্য-স্তোত্রিয় হয়। যথা—'অভিজিত্যভি প্র গোপতিং গিরেতি চ' (বৈ. ৮।২)। তথা ত্রিককুদ্ দশাহ অহীনের নবম দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ২০কা।৫অ।১৬সূ-এর বিনিয়োগ অংশে বিধৃত আছে ॥ (২০কা. ৮অ. ২সূ.) ॥

◆

: তৃতীয় সূক্ত :

[ঋষি : প্রগাথ (১-৩), দেবজাময় (৪-৮)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

উৎ ত্বা মন্দন্তু স্তোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ।
অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥ ১॥
পদা পণীঁররাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি।
নহি ত্বা কশ্চন প্রতি ॥ ২॥

ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্।
ত্বং রাজা জনানাম্ ॥ ৩॥
ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে।
ভেজানাসঃ সুবীর্যম্ ॥ ৪॥
ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ।
ত্বং বৃষন্ বৃষেদসি ॥ ৫॥
ত্বমিন্দ্রাসি বৃত্রহা ব্যন্তরিক্ষমতিরঃ।
উদ্ দ্যামস্তভ্না ওজসা ॥ ৬॥
ত্বমিন্দ্র সজোষসমর্কং বিভর্ষি বাহ্বোঃ।
বজ্রং শিশান ওজসা ॥ ৭॥
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি বিশ্বা জাতান্যোজসা।
স বিশ্বা ভুব আভবঃ ॥ ৮॥

সূক্তসার — হে বজ্রিন্! আমাদের স্তুতি আপনাকে প্রমুদিত করে থাকে; আপনি ব্রহ্মদ্বেষীগণকে, পণিনামক দস্যুগণকে ও বৃত্রাসুরকে বিনাশ করেন। হে মহান্ ইন্দ্র! প্রতিস্পর্ধাহীন আপনি সংস্কারিত সোম ও মনুষ্যগণের প্রভু। আপনি ঔষধিসমূহের উৎপাদক, ওজঃশালী এবং অন্তরিক্ষকে লঙ্ঘনে সমর্থ। আপনি প্রীতিকর মন্ত্র-ধারণকারী এবং আপন বলে সকল পদার্থকে অধিকারকারী।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দশরাত্রে দশমেহনি 'উৎ ত্বা মন্দন্তু' ইতি আজ্যস্তোত্রিয়ো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।...মহাব্রতে প্রাতঃসবনে 'ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুবঃ' (২০।৯৩।৪) ইতি পঞ্চর্চং সূক্তং আবাপস্থানে আবপতে। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৮অ. ৩সূ.)॥

টীকা — দশরাত্র যাগের দশম দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তটি আজ্য স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৬।৩) সূত্রিত আছে—'উৎ ত্বা মন্দন্ত্বিত্যাজ্যস্তোত্রিয়ঃ'। আবার শ্যেন, সন্দংশ, আজির ও বজ্র নামক একাহ যাগে 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' (৫ম অনুবাকের ২০শ সূক্ত), 'উৎ ত্বা মন্দন্তু স্তোমাঃ' (উপর্যুক্ত সূক্ত), 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' (৯ম অনুবাকের ২য় সূক্ত),—এই তিনটি বিকল্পিত আজ্য-স্তোত্রিয় হয়। তৃতীয় পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ও হয়। বৈতানে (৮।১) সূত্রিত আছে—'শ্যেনসন্দংশাজিরবজ্রেষু সুরূপকৃত্নুমূতয় উৎ ত্বা মন্দন্তু স্তোমাস্ত্বামিদ্ধি হবামহইতি'। মহাব্রতে প্রাতঃসবনে উপর্যুক্ত সূক্তের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম—এই পাঁচটি ঋক আধানস্থানে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। বৈতানে (৬।৪) সূত্রিত আছে—'ঈঙ্খয়ন্তীবপস্যুব ইত্যাবপতে' ॥ (২০কা. ৮অ. ৩সূ.)॥

◆

: চতুর্থ সূক্ত :

[ঋষি : কৃষ্ণ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্ (১-৩, ১০-১১), জগতি (৪-৯)।]

আ যাত্বিন্দ্রঃ স্বপতির্মদায় যো ধর্মণা তূতুজানস্তুবিষ্মান্।
প্রত্বক্ষাণো অতি বিশ্বা সহাংস্যপারেণ মহতা বৃষ্ণ্যেন ॥ ১॥

সুষ্ঠামা রথঃ সুযমা হরী তে মিম্যক্ষ বজ্রো নৃপতে গভস্তৌ।
শীভং রাজন্ সুপথা যাহ্যর্বাঙ্ বর্ধাম তে পপুষো বৃষ্ণ্যানি ॥ ২॥
এন্দ্রবাহো নৃপতিং বজ্রবাহুমুগ্রমুগ্রাসস্তবিষাস এনম্।
প্রত্বক্ষসং বৃষভং সত্যশুষ্মমেমস্মত্রা সধমাদো বহন্তু ॥ ৩॥
এবা পতিং দ্রোণসাচং সচেতসমূর্জ স্কম্ভং ধরুণ আ বৃষায়সে।
ওজঃ কৃষ্ব সং গৃভায় ত্বে অপ্যসো যথা কেনিপানামিনো বৃধে ॥ ৪॥
গমন্নস্মে বসূন্যা হি শংসিষং স্বাশিষং ভরমা যাহি সোমিনঃ।
ত্বমীশিষে সাস্মিন্না সৎসি বর্হিষ্যনাধৃষ্যা তব পাত্রাণি ধর্মণা ॥ ৫॥
পৃথক প্রায়ন্ প্রথমা দেবহূতয়োঽকৃণ্বত শ্রবস্যানি দুষ্টরা।
ন যে শেকুর্যজ্ঞিয়াং নাবমারুহমীর্মৈব তে ন্যবিশন্ত কেপয়ঃ ॥ ৬॥
এবৈবাপাগপরে সন্তু দূঢ্যোঽশ্বা যেষাং দুর্যুজ আয়ুযুজ্রে।
ইত্থা যে প্রাগুপরে সন্তি দাবনে পুরূণি যত্র বয়ুনানি ভোজনা ॥ ৭॥
গিরীঁরজ্রান্ রেজমানাঁ অধারয়দ্ দ্যৌঃ ক্রন্দদন্তরিক্ষাণি কোপয়ৎ।
সমীচীনে ধিষণে বি স্কভায়তি বৃষ্ণঃ পীত্বা মদ উক্থানি শংসতি ॥ ৮॥
ইমং বিভর্মি সুকৃতং তে অঙ্কুশং যেনারুজাসি মঘবঞ্ছফারুজঃ।
অস্মিন্ৎসু তে সবনে অস্ত্বোক্যং সুত ইষ্টৌ মঘবন্ বোধ্যাভগঃ ॥ ৯॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১॥

সূক্তসার — ধনের ঈশ্বর, ধর্মে ত্বরাবান, শক্রর দমনক, বজ্রধারী, প্রচণ্ডগতি অশ্বযুক্ত রথারোহী, স্বর্গ হতে সুন্দর পথে মর্ত্যলোকে আগমনকারী ইন্দ্রদেব সোমপানের কামনাশালিনী শক্তিকে প্রবৃদ্ধ করে আগমন করুন। ভয়ঙ্কর শক্ররও ক্ষয়কারী, সত্যে সশক্ত, ফলবর্ষণকারী রাজা ইন্দ্রদেব আমাদের এই যজ্ঞস্থানে আগমন করে সোমপান করুন। ইন্দ্রদেব আমাকে বল প্রদান করুন, স্তোতাকে আশীর্বাদ প্রদান করুন এবং যজমানে ধন প্রতিষ্ঠিত করুন! যিনি আপন জ্ঞান ও কর্মানুসারে দেবযান পথে গমন করতে চান, যিনি সর্বসাধারণের কষ্টসাধ্য দেবহূতি ইত্যাদি কর্ম সাধন করেন, পরন্তু ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞক্রিয়া করেন না তিনি মর্ত্যলোকেই বদ্ধ হয়ে থাকেন, অর্থাৎ স্বর্গলোকে গমন করতে পারেন না। সোমপানে হৃষ্ট হয়ে ইন্দ্রদেব পর্বতকে ধারণ করেন, অন্তরিক্ষের পদার্থকে কুপিত করেন এবং দ্যুলোককে ক্রন্দিত করেন। হে ইন্দ্রদেব! আমি আপনার অঙ্কুশকে ধারণ করছি; আপনি তার দ্বারা নখ-সম্পন্ন পীড়ক প্রাণীগণকে নষ্ট করে থাকেন। অনেকের দ্বারা আহূত ইন্দ্রদেব, আমরা হেন যজমানবর্গকে অন্ন, পুত্র, গো, ভৃত্য ইত্যাদি প্রদান করুন। সর্ব দিক হতে আমাদের প্রতি আগত হিংসক শক্রদের আক্রমণ হতে দেব বৃহস্পতি আমাদের রক্ষা করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তৃতীয়ে ছন্দোমেহনি 'আ যাহ্বিন্দ্র স্বপতির্মদায়' ইত্যস্য 'অধ্বর্যবোরুণং' (২০।৮৭) ইত্যনেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ॥ (২০কা. ৮অ. ৪সূ.)॥

টীকা — তৃতীয় ছন্দোমান যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ২০শ কাণ্ডের ৭ম অনুবাকের ১৬শ সূক্তের ('অধ্বর্যবোহরুণং') সাথে বিনিয়োগ হয়॥ (২০কা. ৮অ. ৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চম সূক্ত :

[ঋষি : গৃৎসমদ (১), সুদা পৈজবন (২-৪)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : অষ্টি (১), শক্করী (২-৪)।]

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুস্মস্তৃপৎ।
সোমমপিবদ্ বিষ্ণুনা সুতং যথাবশৎ।
স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্।
দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥ ১॥
প্রো স্বস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায় শূষমর্চত।
অভীকে চিদু লোককৃৎ সঙ্গে সমৎসু বৃত্রহাস্মাকং বোধি চোদিতা
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ২॥
ত্বং সিন্ধূঁরবাসৃজোহধরাচো অহন্নহিম্।
অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্যং তং ত্বা পরি ষ্বজামহে
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৩॥
বি ষু বিশ্বা অরাতয়োহর্যো নো ধিয়ঃ।
অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি যা তে রাতির্দদির্বসু
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৪॥

সূক্তসার — ইন্দ্রদেব ত্রিকদ্রুম সোমযাগে সোম পান করে তৃপ্ত হয়ে থাকেন। ইন্দ্রকে আরাধনা করুন। এই সর্বপ্রেরক ইন্দ্রদেব আমাদের স্তুতিকে জ্ঞাত আছেন। ইন্দ্রদেব মেঘের প্রহারক, বর্ষার দ্বারা নদীসমূহকে গতি প্রদায়ক, বরণীয় পদার্থের পোষক এবং আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। তিনি আমাদের সকল শত্রুকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করুন, তাদের উপর বজ্র প্রহার করুন এবং আমাদের ধন প্রদান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — মহাব্রতে 'ত্রিকদ্রুকেষু মহিষঃ' (২০।৯৫।১) 'প্রো স্বস্মৈ পুরোরথং' (২০।৯৫।২) ইতি পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে॥ (২০কা. ৮অ. ৫সূ.)॥

টীকা — মহাব্রতে উপর্যুক্ত সূক্তের ১ম ঋক্ ও ২য় ঋক্ পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়। বৈতানে (৬।৪) উক্ত আছে—'ত্রিকদ্রুকেষু মহিষঃ প্রো স্বস্মৈ পুরোরথমিতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ' ॥ (২০কা. ৮অ. ৫সূ.) ॥

◆

: ষষ্ঠ সূক্ত :

[ঋষি : পুরণ (১-৫), যক্ষ্মনাশন (৬-১০), রক্ষোহা (১১-১৬), বিবৃহা (১৭-২৩), প্রচেতা (২৪)। দেবতা : ইন্দ্র (১-৫), যক্ষনাশনম্ (৬-১০), গর্ভসংস্রাব (১১-১৬), যক্ষ্মনাশনম্ (১৭-২৩), দুঃস্বপ্নঘ্নম্ (২৪)। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্ (১-১০), অনুষ্টুপ্ (১১-২৪)।]

তীব্রস্যাভিবয়সো অস্য পাহি সর্বরথা বি হরী ইহ মুঞ্চ।
ইন্দ্র মা ত্বা যজমানাসো অন্যে নি রীরমন্ তুভ্যমিমে সুতাসঃ ॥ ১ ॥
তুভ্যং সুতাস্তুভ্যমু সোত্বাসস্ত্বাং গিরঃ শ্বাত্র্যা আ হুয়ন্তি।
ইন্দ্রেদমদ্য সবনং জুষাণো বিশ্বস্য বিদ্বাঁ ইহ পাহি সোমম্ ॥ ২ ॥
য উশতা মনসা সোমমস্মৈ সর্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি।
ন গা ইন্দ্রস্তস্য পরা দদাতি প্রশস্তমিচ্চারুমস্মৈ কৃণোতি ॥ ৩ ॥
অনুস্পষ্টো ভবত্যেষো অস্য যো অস্মৈ রেবান্ ন সুনোতি সোমম্।
নিররত্নৌ মঘবা তং দধাতি ব্রহ্মদ্বিষো হন্ত্যনানুদিষ্টঃ ॥ ৪ ॥
অশ্বায়ন্তো গব্যন্তো বাজয়ন্তো হবামহে ত্বোপগন্তবা উ।
আভুষন্তস্তে সুমতৌ নবায়াং বয়মিন্দ্র ত্বা শুনং হুবেম ॥ ৫ ॥
মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ।
গ্রাহির্জগ্রাহ যদ্যেতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্ ॥ ৬ ॥
যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্শমেনং শতশারদায় ॥ ৭ ॥
সহস্রাক্ষেণ শতবীর্যেণ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্।
ইন্দ্রো যথৈনং শরদো নয়াত্যতি বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্ ॥ ৮ ॥
শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তান্ৎছতমু বসন্তান্।
শতং ত ইন্দ্রো অগ্নিঃ সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্ ॥ ৯ ॥
আহার্যমবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্ণবঃ।
সর্বাঙ্গ সর্বং তে চক্ষুঃ সর্বমায়ুশ্চ তেঽবিদম্ ॥ ১০ ॥
ব্রহ্মণাগ্নিঃ সম্বিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ।
অমীবা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয়ে ॥ ১১ ॥
যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যোনিমাশয়ে।
অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ ॥ ১২ ॥
যস্তে হন্তি পতয়ন্তং নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপম্।
জাতং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ১৩ ॥

যস্ত উরু বিহরত্যন্তরা দম্পতী শয়ে।
যোনিং যো অন্তরারেহি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ১৪॥
যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ১৫॥
যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ১৬॥
অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥ ১৭॥
গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ।
যক্ষ্মং দোষণ্যমংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥ ১৮॥
হৃদয়াৎ তে পরি ক্লোম্নো হলীক্ষ্মাৎ পার্শ্বাভ্যাম্।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং প্লীহ্নো যক্নস্তে বি বৃহামসি ॥ ১৯॥
আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোরুদরাদধি।
যক্ষ্মং কুক্ষিভ্যাং প্লাশের্নাভ্যা বি বৃহামি তে ॥ ২০॥
ঊরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্।
যক্ষ্মং ভসদ্যং শ্রোণিভ্যাং ভাসদং ভংসসো বি বৃহামি তে ॥ ২১॥
অস্থিভ্যস্তে মজ্জভ্যঃ স্নাবভ্যো ধমনিভ্যঃ।
যক্ষ্মং পাণিভ্যামঙ্গুলিভ্যো নখেভ্যো বি বৃহামি তে ॥ ২২॥
অঙ্গেঅঙ্গে লোম্নিলোম্নি যস্তে পর্বণিপর্বণি।
যক্ষ্মং ত্বচস্যং তে বয়ং কশ্যপস্য বীবর্হেণ বিষ্বঞ্চং বি বৃহামসি ॥ ২৩॥
অপেহি মনসম্পতেঽপ ক্রাম পরশ্চর।
পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্ব বহুধা জীবতো মনঃ ॥ ২৪॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আপনি হবিঃ গ্রহণ করুন এবং যজমানের রথিগণকে রক্ষা করুন। আমাদের স্তুতিসমূহ শ্রবণ করুন; এই স্থানে আগমন পূর্বক অভিষুত সোম পান করুন।... সোমনিষ্পন্নকর্তার স্তুতিসমূহ ইন্দ্রদেব স্বীকার করেন এবং সুন্দর বাণী দ্বারা তাঁদের তুষ্ট করেন। যারা সোমের সংস্কার করে না, সেই ব্রহ্মদ্বেষীগণকে ইন্দ্রদেব বিনষ্ট করে থাকেন। আমরা পশু-ধন ইত্যাদির কামনাকারী জন নবীন সুবুদ্ধির দ্বারা সুসঙ্গত হয়ে ইন্দ্রদেবকে আহূত করছি।...হে রোগী! আমি তোমার জীবনের নিমিত্ত হবিঃ সমর্পণ পূর্বক তোমাকে ক্ষয় ইত্যাদি রোগমুক্ত করছি। ইন্দ্রাগ্নী তোমাকে নির্ঋতির ক্রোড় হতেও মুক্ত করবেন। তুমি আমার মন্ত্র প্রভাবে শত সম্বৎসরকাল জীবন যাপন করবে। রাক্ষস-নাশক অগ্নিদেব মন্ত্রবলের দ্বারা তোমার গর্ভাশয়-ব্যাপ্ত দূষিত রোগকে দূর করুন। যে তোমার গর্ভকে নাশ করতে ইচ্ছুক, আমরা তাকে বিনাশ করছি। যে রোগ তোমার যোনি ও উরুদ্বয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাকে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি। তোমার নেত্র, হৃদয়, নাসিকা, অস্থিনিচয়, নাড়িসমুদয় ইত্যাদি শরীরের যে কোন স্থানে বা সর্বত্র ব্যাপ্ত যক্ষ্মা রোগকে আমি বিদূরিত

করছি। হে রোগ! তুমি যদি এই রোগীর মনের উপরেও অধিকার করে থাকো, তবে সেই স্থান হতেও বিদূরিত হও।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — মহাব্রতে মাধ্যান্দিনে সবনে 'তীব্রস্যাভিবয়সো অস্য পাহি' ইত্যেতাশ্চতুর্বিশতিং ঋচঃ আবাপস্থানে আবপতে। তৎ উক্তং বৈতানে।। (২০কা. ৮অ. ৬সূ.)।।

টীকা — মহাব্রতে মাধ্যন্দিন সবনে উপর্যুক্ত চতুর্বিংশতি ঋক্ সম্বলিত সূক্তটি যজ্ঞাগ্নি স্থাপনস্থলে বিনিযুক্ত হয়। বৈতানে (৬।৪) উল্লিখিত আছে—'তীব্রস্যাভিবয়সো অস্য পাহীতি চতুর্বিংশতিং আবপতে' ॥ (২০কা. ৮অ. ৬সূ.) ॥

◆◆

নবম অনুবাক

: প্রথম সূক্ত :

[ঋষি : কলি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ (বৃহতী)।]

বয়মেনমিদা হ্যোপীপেমেহ বজ্রিণম্।
তস্মা উ অদ্য সমনা সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে ॥ ১॥
বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিরা বয়ুনেষু ভূষতি।
সেমং নঃ স্তোমং জুজুষাণ আ গহীন্দ্র প্র চিত্রয়া ধিয়া ॥ ২॥
কদূ ন্বস্যাকৃতমিন্দ্রস্যাস্তি পৌংস্যম্।
কেনো নু কং শ্রোমতেন ন শুশ্রুবে জনুষঃ পরি বৃত্রহা ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে স্তোতাগণ! আমরা ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা পুষ্ট করেছি। আপনারা প্রসন্ন মনে তাঁকে সংস্কারিত সোম প্রদান করুন। হে ইন্দ্রদেব! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। ...ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী আর কেউ নেই।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বৃহস্পতিসবে 'বয়মেনমিদা হ্যঃ' ইত্যস্য 'তৎ বো গায় সুতে সচা' (২০।৭৮) ইত্যনেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।...তথা ত্রিকিকুদ্দশাহে অস্য বিনিয়োগঃ 'ক ঈং বেদ সুতে সচা' (২০।৫৩) ইত্যনেন সহ উক্ত।। (২০কা. ৯অ. ১সূ.)।।

টীকা — বৃহস্পতি যজ্ঞে উপর্যুক্ত সূক্তটি ২০কা. ৭অ. ৭ সূক্তের ('তৎ বো গায়' ইত্যাদির) সাথে বিনিযুক্ত হয়। তথা সর্বজিতি যজ্ঞে মরুৎস্তোমে ও সাহস্রান্ত্যে ঐ দুটি সূক্তের একত্র বিনিয়োগ পরিলক্ষিত হয়। তথা ত্রিবৃৎ ইত্যাদি সূত্রোক্ত সপ্ত ত্রিরাত্রিক একাহে 'উভয়ং শৃণবচ্চ নঃ' (২০কা।১১৩সূ.), উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং 'পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা' (২০কা।১১৭সূ.) এগুলি আজ্যস্তোত্রিয় হয় এবং বিকল্পিত পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।২) এই সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশ আছে। আবার ত্রিককুৎ দশাহে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ২০কা. ৫অ. ১৬ সূক্তের ('ক ঈং বেদ সুতে সচা' ইত্যাদির) সাথে উক্ত হয়।। (২০কা. ৯অ. ১সূ.) ॥

◆

: দ্বিতীয় সূক্ত :

[ঋষি : শংযু। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ (বৃহতী)।]

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেম্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥ ১ ॥
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহ স্তবানো অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিন্দ্রং সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে ॥ ২ ॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্র! আমরা আপনার স্তুতিকারী ও অন্নপ্রাপ্তবান্ জনগণ আপনাকে এই যজ্ঞে আহ্বান জ্ঞাপন করছি। আপনি সজ্জনের রক্ষক ও জলের প্রেরক। হে বজ্রধারী! আপনি এই বিজয়াকাঙ্ক্ষী নরেশকে অশ্ব, রথ ইত্যাদি প্রদান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — শ্যেনসন্দংশাজিরবজ্রেষু একাহেষু 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' ইতস্য বিনিয়োগঃ 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' (২০।৫৭) ইত্যনেন সহ উক্তঃ।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ২সূ.) ॥

টীকা — ২০শ কাণ্ডের ৫ম অনুবাকের ২০শ সূক্তের (অর্থাৎ 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব' ইত্যাদির) বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, উপর্যুক্ত সূক্তটি উল্লিখিত সূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয়। এই স্থলে তারই প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে, ঐ দুই সূক্তের একত্র বিনিয়োগ হবে শ্যেন, সন্দংশ, আজির ও বজ্রনামক একাহে। আবার তনুপৃষ্ঠে ষড়হে উপর্যুক্ত সূক্তটি 'যৎ দ্যাব ইন্দ্রতে শতং' (২০কা.।৭অ.।১০সূ.) ইত্যাদির সাথে বিনিয়োগ হবে ॥ (২০কা. ৯অ. ২সূ) ॥

◆

: তৃতীয় সূক্ত :

[ঋষি : মেধ্যাতিথি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ (বৃহতী)।]

অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।
সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্ রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্ ॥ ১ ॥
অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো মদে সুতস্য বিষ্ণবি।
অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোহনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা ॥ ২ ॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আপনি প্রথম সোমপায়ী। সোমপানের নিমিত্ত ঋভু দেবতা ও রুদ্র দেবতা আপনারই স্তুতি করে থাকেন। সোমপানে তৃপ্ত হয়ে ইন্দ্রদেব যজমানের নিমিত্ত ধনবর্ষণ ও বলবর্ধন করে থাকেন!

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অপূর্বাখ্যে একাহে 'অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে' ইত্যেষ পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ৩সূ.) ॥

টীকা — অপূর্ব নামক একাহ যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটি পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। বলা হয়েছে—'অপূর্বেভি ত্বা পূর্বপ্রীতয় ইতি' (বৈতানিক ৮।১) ॥ (২০কা. ৯অ. ৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্থ সূক্ত :

[ঋষি : নৃমেধ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : উষ্ণিক্।]

অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কামান্ মহঃ সসৃজ্মহে।
উদেব যন্ত উদভিঃ ॥ ১॥
বার্ণ ত্বা যব্যাভির্বর্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি।
বাবৃধ্বাংসং চিদদ্রিবো দিবেদিবে ॥ ২॥
যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়োরৌ রথ উরুযুগে।
ইন্দ্রবাহা বচোযুজা ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! জলের কামনাশীল মনুষ্য যেমন জলের দ্বারাই জল প্রাপ্ত হয়, তেমনই আপনাকে কামনাকারী মনুষ্য সোমের দ্বারাই আপনাকে প্রাপ্ত হয়। আপনি প্রতিটি স্তুতির সাথেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এই স্তুতিমন্ত্রগুলি যুদ্ধোদ্যত ইন্দ্রের রথে অশ্ব যোজিত করে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ব্রাত্যস্তোমাখ্যেযু একাহেযু 'আ ত্বেতা নি যীদত (২০।৬৮।১১) 'অধা হীন্দ্র গির্বণঃ' (২০।১০০) ইতি আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ যথাক্রমং ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৯অ. ৪সূ.)॥

টীকা — ২০কা।৬অ।১১ মন্ত্র (অর্থাৎ 'আ ত্বেতা নি যীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত' ইত্যাদি মন্ত্র) ও উপর্যুক্ত সূক্তটি ব্রাত্য-স্তোম নামক একাহ যাগে যথাক্রমে আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।১) বলা হয়েছে—'ব্রাত্যস্তোমেম্বা ত্বেতা নি যীদতাধা হীন্দ্র গির্বন ইতি'। আবার পবিত্র ইত্যাদি রাজসূয় একাহ যাগে ২০কা.। ৯অ.।১৫সূ. (অর্থাৎ 'যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি' ইত্যাদি), উপর্যুক্ত সূক্তটি, ২০কা।৯অ.।১৮সূ. (অর্থাৎ 'অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বং' ইত্যাদি), ও ২০কা.।৯অ.।১২সূ. (অর্থাৎ 'তং ন ইন্দ্রা ভর' ইত্যাদি)—এগুলি যথাসম্ভব উক্থ-স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।২) আরও কিছু বিনিয়োগ উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৯অ. ৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চম সূক্ত :

[ঋষি : মেধ্যাতিথি। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : গায়ত্রী।]

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ১॥

অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্‌পতিম্।
হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্ ॥ ২॥
অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে।
অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥ ৩॥

সূক্তসার — সর্বজ্ঞাতা ও হোতারূপ অগ্নি যজ্ঞ কর্মকে উৎকৃষ্টে পরিণত করেন। হব্যবাহক, সর্বপ্রিয় অগ্নিকে প্রজাপতিও হবিঃ সমর্পন করে থাকেন। অতএব আমরাও তাঁর উদ্দেশে হবিঃ সমর্পণ করবো। হে অগ্নি! দেবতাগণকে যজ্ঞে আনয়ন করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অগ্নিষ্টুৎসু একাহেযু 'ঈলেন্যো নমস্যঃ' (২০।১০২) 'অগ্নিং দূতং বৃণীমহে' (২০।১০১) 'অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভিঃ' (২০।১০৩।২) এষু আদ্যৌ আজ্যস্তোত্রিয়ৌ বিকল্পিতৌ ভবতঃ। উত্তরৌ পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ বিকল্পিতৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ৫সূ.) ॥

টীকা — অগ্নিষ্টুৎ একাহ যাগে 'ঈলেন্যো নমস্যঃ' (উপর্যুক্ত সূক্তটির পরবর্তী সূক্ত), উপর্যুক্ত সূক্ত, 'অগ্নিমীলিম্বাবসে গাথাভিঃ' (পরবর্তী সপ্তম সূক্ত) এবং ঐ সূক্তেরই দ্বিতীয় মন্ত্র ('অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভিঃ' ইত্যাদি) বিকল্পিত আজ্য স্তোত্রিয় হবে। বিকল্পে উত্তর পৃষ্ঠ স্তোত্রিয়ও হয়। বৈতানে (৮।১) এ সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া যায়।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ৫সূ.) ॥

◆

: ষষ্ঠ সূক্ত :

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ঈলেন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ।
সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥ ১॥
বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো ন দেববাহনঃ।
তং হবিষ্মন্ত ঈলতে ॥ ২॥
বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি।
অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ॥ ৩॥

সূক্তসার — অগ্নিদেব স্তুত্য, নমস্কার্য এবং দর্শনীয়। তিনি দেবতাগণকে বহনকারী অশ্বসদৃশ ফলবর্ষণকারী এবং হবিঃ-প্রদানকারী যজমানগণ কর্তৃক পূজিত। সেই বৃষন্ অগ্নি প্রদীপ্ত হোন।

টীকা — অগ্নিষ্টুৎ একাহ যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের সাথে উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৯অ. ৬সূ.) ॥

◆

: সপ্তম সূক্ত :

[ঋষি : সুদীতিপুরুমীঢ় (১), ভর্গ (২-৩)। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : বৃহতী।]

অগ্নিমীলিম্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্।
অগ্নিং রায়ে পুরুমীল্হ শ্রুতং নরোঽগ্নিং সুদীতয়ে ছর্দিঃ ॥ ১॥
অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
আ ত্বামনক্তু প্রয়তা হবিষ্মতী যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে ॥ ২॥
অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ স্রুচশ্চরন্ত্যধ্বরে।
ঊর্জো নপাতং ঘৃতকেশমীমহেঽগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে মনুষ্য! তুমি অন্নপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই প্রসিদ্ধ, দীপ্ত এবং শোভায়মান অগ্নির পূজা করো। হে অগ্নি! প্রযতা হবিষ্মতী বহ্নি আপনার সাথে সুসংগতা হোন। অঙ্গিরা গোত্রীয় আপনি জলের পুত্ররূপ। সদা নবীন, বলবান আপনাকে আমরা যজ্ঞে আহ্বান করছি।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ইত্যাদি পূর্ববর্তী ৫ম সূক্তে উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৯অ. ৭সূ.) ॥

◆

: অষ্টম সূক্ত :

[ঋষি : মেধ্যাতিথি (১-২), নৃমেধ (৩-৪)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ (বৃহতী)।]

ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম।
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি স্তোমৈরনূষত ॥ ১॥
অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে।
সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেসু বিপ্ররাজ্যে ॥ ২॥
আ নো বিশ্বাসু হব্য ইন্দ্রঃ সমৎসু ভূষতু।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহা পরমজ্যা ঋচীষমঃ ॥ ৩॥
ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসি সত্য ঈশানকৃৎ।
তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ ॥ ৪॥

সূক্তসার — অসীম ঐশ্বর্যবান্ হে ইন্দ্রদেব! আমাদের স্তুতিরাশি আপনাকে প্রবৃদ্ধ করুক। হে স্তোতাগণ! তোমরা ইন্দ্রের স্তুতি করো। জলের দ্বারা বর্ধমান সমুদ্রের মতো হবিরাশির দ্বারা অগ্নি প্রবৃদ্ধ হচ্ছেন। যজ্ঞে অগ্নিবল দর্শনীয় হয়ে উঠছে। হে ইন্দ্রদেব! আপনি হবির যোগ্য। আপনি আমাদের সকল যজ্ঞকে সুশোভিত করুন। হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের সূক্তসমূহকে, হবিসমূহকে,

মন্ত্রসূহকে সুশোভিত করুন। হে জলপুত্র অগ্নি! আমরা আপনাকে বরণ করছি।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ এই কাণ্ডের ৫ম অনুবাকের ৮ম সূক্তের ('অয়মু তে সমতসি' ইত্যাদির) সাথে উক্ত হয়েছে ॥ (২০কা. ৯অ. ৮সূ.) ॥

◆

: নবম সূক্ত :

[ঋষি : নৃমেধ (১-৩), পুরুহন্মা (৪-৫)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ (বৃহতী)।]

ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
অশস্তিহা জনিতা বিশ্বতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥ ১ ॥
অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীয়তুঃ ক্ষোণী শিশুং ন মাতরা।
বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং যদিন্দ্র তূর্বসি ॥ ২ ॥
ইত ঊতী বো অজরং প্রহেতারমপ্রহিতম্।
আশুং জেতারং হেতারং রথীতমমতূর্তং তুগ্র্যাবৃধম্ ॥ ৩ ॥
যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রং তং শুম্ভ পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্তরি।
হস্তায় বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহো দিবে ন সূর্যঃ ॥ ৫ ॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আপনি কল্যাণকর্তা, যুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা করণশীল এবং ত্বরায় গমনশালী। আপনার পশ্চাতে দ্যাবাপৃথিবী গমন করে থাকেন। আপনি যখন বৃত্রহননে রত ছিলেন তখন দ্যাবা ও পৃথিবীই আপনাকে বলপ্রেরণ করেন। আমি বৃত্রহন্তা, জ্যেষ্ঠ, সেনাগণের উল্লঙ্ঘক ইন্দ্রের স্তুতি করি। সেই ইন্দ্রদেবের সত্তা অন্তরিক্ষ ও স্বর্গে বিদ্যমান। এই যজ্ঞে আপনারা (ঋত্বিকগণ) সেই ইন্দ্রকেই সুশোভিত করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — প্রীতীচীনস্তোমে একাহে 'ত্বমিন্দ্র প্রতুর্তিষু ইত্যেব আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি।। (২০কা. ৯অ. ৯সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি প্রতীচীন স্তোমে একাহ যাগে আজ্যপৃষ্ঠ স্তোত্রিয় হয়ে থাকে। বৈতানে (৮।১) উক্ত হয়—'প্রতীচীনস্তোমে ত্বমিন্দ্র প্রতুর্তিষ্বতি' ইতি। রাজি একাহে এই সূক্তের ৪র্থ মন্ত্র ('যো রাজা চর্ষণীনাং' ইত্যাদি) পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।১) উক্ত হয়—'রাজি যো রাজা চর্ষণীনাং ইতি' ॥ (২০কা. ৯অ. ৯সূ.) ॥

◆

: দশম সূক্ত :

[ঋষি : গোষুক্তি ও অশ্বসূক্তি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : উষ্ণিক্।]

তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহৎ তব শুষ্মমুত ক্রতুম্।
বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্ ॥ ১॥
তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং পৃথিবী বর্ধতি শ্রবঃ।
ত্বামাপঃ পর্বতাসশ্চ হিন্বিরে ॥ ২॥
ত্বাং বিষ্ণুর্বৃহন্ ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ।
ত্বাং শর্ধো মদত্যনু মারুতম্ ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আপনার বৃহৎ বল বুদ্ধির দ্বারা বরণের যোগ্য। বহু কর্মরূপী বজ্রকে আপনি তীক্ষ্ণ করেন। আকাশ আপনার বীর্য, জল ও পর্বত আপনার প্রেরক; পৃথিবী আপনারা দ্বারাই অন্নের বৃদ্ধি সাধিত করে থাকেন। সূর্য, বরুণ, যম ও বিষ্ণু আপনারই প্রশংসক। বায়ুর অনুগত বল আপনিই প্রদান করেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ইন্দ্রস্তোমাখ্যে একাহে 'তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহৎ' ইত্যস্য 'ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর' (২০।৭৯) ইত্যনেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ॥ (২০কা. ৯অ. ১০সূ.)॥

টীকা — ইন্দ্রস্তোম নামক একাহ যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ২০শ কাণ্ডের ৭ম অনুবাকের ৮ম সূক্তের ('ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর' ইত্যাদির) মতো হবে; অর্থাৎ এই দুটি সূক্ত পৃষ্ঠ, উক্থ ও স্তোত্রিয় হয়। বৈতানিকে (৮।১) উল্লেখিত হয়েছে—'ইন্দ্রস্তোম ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহদিতি ॥ (২০কা. ৯অ. ১০সূ.) ॥

◆

: একাদশ সূক্ত :

[ঋষি : বৎস (১-৩), বৃহদ্দিব (৪-১৩), কুৎস (১৪-১৫)। দেবতা : ইন্দ্র, সূর্য (১৪-১৫)।
ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী।]

সমস্য মন্যবে বিশো নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥ ১॥
ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎ সমবর্তয়ৎ।
ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী ॥ ২॥
বি চিদ্ বৃত্রস্য দোধতো বজ্রেণ শতপর্বণা।
শিরো বিভেদ বৃষ্ণিনা ॥ ৩॥

তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যদেনং মদন্তি বিশ্ব ঊমাঃ ॥ ৪॥
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥ ৫॥
ত্বে ক্রতুমপি পৃঞ্চন্তি ভূরি দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সু মধু মধুনাভি যোধীঃ ॥ ৬॥
যদি চিন্নু ত্বা ধনা জয়ন্তং রণেরণে অনুমদন্তি বিপ্রাঃ।
ওজীরঃ শুষ্মিন্‌ৎস্থিরমা তনুষ্ব মা ত্বা দভন্ দুরেবাসঃ কশোকাঃ ॥ ৭॥
ত্বরা বয়ং শাশন্মহে রণেষু প্রপশ্যন্তো যুধেন্যানি ভূরি।
চোদয়ামি ত আয়ুধা বচোভিঃ সং তে শিশামি ব্রহ্মণা বয়াংসি ॥ ৮॥
নি তদ্ দধিষেঽবরে পরে চ যস্মিন্নাবিথাবসা দুরোণে।
আ স্থাপয়ত মাতরং জিগত্নুমত ইন্বত কর্বরাণি ভূরি ॥ ৯॥
স্তুষ্ব বর্ষ্মন্ পুরুবর্ত্মানং সমৃভ্বাণমিনতমমাপ্তমাপ্ত্যানাম্।
আ দর্শতি শবসা ভূর্যোজাঃ প্র সক্ষতি প্রতিমানং পৃথিব্যাঃ ॥ ১০॥
ইমা ব্রহ্ম বৃহদ্দিবঃ কৃণবদিন্দ্রায় শূষমগ্রিয়ঃ স্বর্ষাঃ।
মহো গোত্রস্য ক্ষয়তি স্বরাজা তুরশ্চিদ্ বিশ্বমর্ণবৎ তপস্বান্ ॥ ১১॥
এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বমিন্দ্রমেব।
স্বসারৌ মাতরিভ্বরী অরিপ্রে হিন্বন্তি চৈনে শবসা বর্ধয়ন্তি চ ॥ ১২॥
চিত্রং দেবানাং কেতুরনীকং জ্যোতিষ্মান্ প্রদিশঃ সূর্য উদ্যন্।
দিবাকরোঽতি দ্যুম্নৈস্তমাংসি বিশ্বাতারীদ্ দুরিতানি শুক্রঃ ॥ ১৩॥
চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রাদ্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১৪॥
সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্ ॥ ১৫॥

সূক্তসার — সমুদ্রের প্রতি নদীসমূহের ন্যায় রাজা ইন্দ্রের প্রতি সকল প্রজা আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। ইন্দ্রের এমন পরাক্রম যে, দ্যাবা-পৃথিবীকে তিনি চর্মের ন্যায় বেষ্টন করে থাকেন। ক্রুদ্ধ বৃত্রের শিরকে তিনি বজ্রের দ্বারা কর্তিত করেন। ইনি বলে ও ধনে ভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট তিনি উৎপত্তি হওয়া মাত্রই শত্রুকে বধ করে থাকেন। হে ইন্দ্রদেব! জন্ম, সংস্কার ও যুদ্ধে দীক্ষা গ্রহণের কারণে মহাবীর আখ্যায় ভূষিত যে জনকে ত্রিজন্মা বলে, সেই হেন বীরকে স্বাদিষ্ট পদার্থে সম্পন্ন করুন। আপনি বীরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সংগ্রামে তৎপর হোন। হে স্তোতা! পরম তেজস্বী, বিচরণশীল, শ্রেষ্ঠ স্বামী ইন্দ্রের স্তুতি করো। সেই পৃথিবীরূপী ইন্দ্র যজ্ঞস্থানে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। এই স্বর্গাধিপতি রাজা ইন্দ্রের স্তুতির মাধ্যমে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করো। ইন্দ্রদেব জলের বর্ষণে সংসারকে জলপূর্ণ করে থাকেন। এই ইন্দ্রদেবই দিনকে প্রকটিত করেন এবং সকল অন্ধকার ও পাপকে উত্তীর্ণ

হয়ে থাকেন। আপন মহিমায় তিনি আকাশ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে পূর্ণ করেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বিঘনে একাহে 'সমস্য মন্যবে বিশঃ' (২০।১০৭) 'তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং' (২০।১০৭।৪) ইত্যেতৌ আজ্যপৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ১১সূ.)॥

টীকা — বিঘন একাহ যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং ঐ সূক্তেরই ৪র্থ মন্ত্র ('তদিদাস ভুবনেষু' ইত্যাদি) আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।১) উক্ত হয়—বিঘনে সমস্য মন্যবে বিশস্তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠমিতি'॥ (২০কা. ৯অ. ১১সূ)॥

◆

: দ্বাদশ সূক্ত :

[ঋষি : নৃমেধ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী, ককুভ্, উষ্ণিক্।]

ত্বং ন ইন্দ্রা ভরঁ ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে।
আ বীরং পৃতনাষহম্॥ ১॥
ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ।
অধা তে সুম্নমীমহে॥ ২॥
ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে শতক্রতো।
স নো রাস্ব সুবীর্যম্॥ ৩॥

সূক্তসার — শতকর্মা ইন্দ্রদেব আমাদের ধন, বল ও শত্রু-পরাভবক্ষম সন্তান প্রদান করুন। আমাদের পিতৃ ও মাতৃসদৃশ তোমার নিকটে আমরা সুখ যাচ্‌ঞা করছি। হবিরন্ন কামনাকারী আপনার স্তুতি করছি। আমার বীর পুত্র সহ ধন প্রদান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বজ্রপুনঃস্তোমাখ্যয়োরেকাহয়োঃ 'ত্বং ন ইন্দ্রা ভর' ইত্যেষ উক্থস্তোত্রিয়ো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।...তথা পবিত্রাদিষু রাজসূয়েকাহেষু এতস্য বিনিয়োগঃ 'অধা হীন্দ্র গির্বণঃ' (২০।১০০) ইত্যনেন সহ উক্তঃ।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ১২সূ.)॥

টীকা — বজ্র ও পুনঃস্তোম নামক একাহ যাগে উপর্যুক্ত সূক্ত উক্থস্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।১) বলা হয়েছে—'বজ্রে পুনঃস্তোমে ত্বং ন ইন্দ্রা ভরেতি'। আবার পবিত্র ইত্যাদি রাজসূয় একাহ যাগে এর বিনিয়োগ ২০কা.।৯অ.।৪ সূক্তের সাথে উক্ত হয়। এইভাবে এই সূক্তটির বিভিন্ন রকম বিনিয়োগ বিভিন্ন সূক্তের সাথে উক্ত হয়। যেমন,—'শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং' (২০।৫।২১) সূক্তের সাথে এই সূক্তটি পৃষ্ঠ, উক্‌থ ও স্তোত্রিয় হয়; পৃষ্ঠ্য ষড়হের তৃতীয় দিবসে এই সূক্তের বিনিয়োগ 'ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে' (২০।৫।৩) সূক্তের সাথে উক্ত হয়।—এইরকম আরও অনেক বিনিয়োগের নির্দেশ বৈতানে (৮।৩, ৮।৪) উক্ত হয়েছে॥ (২০কা. ৯অ. ১২সূ.)॥

◆

: ত্রয়োদশ সূক্ত :

[ঋষি : গোতম। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : পংক্তি।]

স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্যঃ।
যা ইন্দ্রেণ সযাবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভসে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ১॥
তা অস্য পৃশনাযুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।
প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্র হিন্বন্তি সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ২॥
তা অস্য নমসা সহঃ সপর্যন্তি প্রচেতসঃ।
ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ৩॥

সূক্তসার — স্তোত্ররূপ বাণীসমূহ বিষুবত যজ্ঞের স্বাদিষ্ট মধুকে এইভাবে পান করুক, যাতে রাত্রিসমূহ পর্যন্ত ইন্দ্র সুসঙ্গত ও হর্ষিত হয়ে থাকেন। তার পরেই যজমান আপন রাজ্যে সুশোভিত হবেন। বাণীসমূহ হবির দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করছে, এবং যজমানের মহান্ ব্রত ইন্দ্রের সাথে মিলিত হচ্ছে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — সাহস্রাখ্যাশ্চত্বার একাহা ব্রাহ্মণপঠিতাঃ। তেষাং প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ 'স্বাদোরিত্থা বিষূবতঃ' ইতি পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ো ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ১৩সূ.)॥

টীকা — ব্রাহ্মণে পঠিত সাহস্র নামক চারটি একাহ যাগের প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তটিতে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়ে থাকে। বৈতানে (৮।১) উক্ত হয়—'সাহস্রাদ্যয়ো স্বাদোরিত্থা বিষূবত ইতি'।—আবার অশ্বমেধ যজ্ঞের তিন দিবস সাধ্য যাগের দ্বিতীয় দিবসে এই সূক্তটির বিনিয়োগ 'বাচমষ্টাপদীমহং' (২০কা. ৫অ. ৫সূ.) সূক্তের দ্বারা আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয় ॥ (২০কা. ৯অ. ১৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্দশ সূক্ত :

[ঋষি : শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ।
অর্কমর্চন্তু কারবঃ ॥ ১॥
যস্মিন বিশ্বা অধি শ্রিয়ো রণন্তি সপ্ত সংসদঃ।
ইন্দ্রং সুতে হবামহে ॥ ২॥
ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত।
তমিৎ বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ৩॥

সূক্তসার — সেবার যোগ্য এই যজ্ঞে নিষ্পন্ন সোমের সাথে যুক্ত আমাদের বাণীসমূহ স্তুতিরূপে ইন্দ্রের পূজা করুক। সকল বিভূতিময়ী সভায় প্রাপ্তব্য ইন্দ্রকে সোম সংস্কারিত হবার পরে আহূত করছি। এই জ্ঞানদায়ক যজ্ঞকে আমাদের বাণীসমূহ প্রবৃদ্ধ করুক।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বিরাডাদিষু সপ্তস্বেকাহেষু 'ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং' (২০।১১০) 'যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি' (২০।১১১) এতৌ আজ্যোক্থস্তোত্রিয়ৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ১৪সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সুক্তটি ও এর পরবর্তী সূক্তটি বিরাট ইত্যাদি সপ্তসংখ্যক একাহ যাগে আজ্য, উক্থ, ও স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।২) উক্ত আছে—'বিরাজি ভূমিস্তোমে বনস্পতিসবে ত্রিষ্যপচিত্যোরিন্দ্রাগ্নোঃস্তোম ইন্দ্রাগ্ন্যোঃকুলায় ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবীতি'॥ (২০কা. ৯অ. ১৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চদশ সূক্ত :

[ঋষি : পর্বত। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : উষ্ণিক্।]

যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি যদ্বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে।
যদ্বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ ॥ ১॥
যদ্বা শক্র পরাবতি সমুদ্রে অধি মন্দসে।
অস্মাকমিৎ সুতে রণা সমিন্দুভিঃ ॥ ২॥
যদ্বাসি সুন্বতো বৃধো যজমানস্য সৎপতে।
উক্থে বা যস্য রণ্যসি সমিন্দুভিঃ ॥ ৩॥

সূক্তসার — ত্রিতে, যজ্ঞে, আপ্ত্যে ও মরুৎ-সকলের মধ্যে যে ইন্দ্র হর্ষিত হন, যিনি দূরস্থ সমুদ্র বা আমাদের যজ্ঞে হর্ষিত হন, যিনি সোমের সংস্কারক যজমানকে প্রবৃদ্ধ করেন, যিনি উক্থ মন্ত্রে বিহার করেন—সেই ইন্দ্রদেব সোমের দ্বারাই হর্ষিত হয়ে থাকেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তঃ।...তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ১৫সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্বসূক্তের সাথে উক্ত হয়। তথা পবিত্র ইত্যাদি রাজসূয় যজ্ঞের একাহে ও চতুর্থ দিবসে এই সূক্তের বিনিয়োগ 'অধা হীন্দ্র গির্বণঃ' (২০।৯।৪) ইত্যাদি সূক্তের সাথে উক্ত। তথা অভিপ্লবের ষষ্ঠ দিবসে 'য এক ইৎ বিদয়তে' (২০ কাণ্ডের ৫ অনুবাকের ২৬ সূক্তের ৪ মন্ত্রে) ও উপর্যুক্ত সূক্ত উক্থ ও স্তোত্রিয় বিকল্পিত হয়। বৈতানে উক্ত হয়েছে—'ষষ্ঠমুকথ্যং চেৎ য এক ইৎ বিদয়তে যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবীতি' (বৈ. ৮।৩) ॥ (২০কা. ৯অ. ১৫সূ.) ॥

◆

: ষোড়শ সূক্ত :

[ঋষি : সুকক্ষ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য।
সর্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥ ১॥
যদ্বা প্রবৃদ্ধ সৎপতে ন মরা ইতি মন্যসে।
উতো তৎ সত্যমিৎ তব ॥ ২॥
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে।
সর্বাংস্তাঁ ইন্দ্র গচ্ছসি ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে সূর্যাত্মক ইন্দ্র! আপনি আপন অধীনস্থ কালে উদিত হয়ে থাকেন। আপনি যাকে কৃপা করেন, তার মৃত্যু হয় না। দূরে বা নিকটে যেখানেই সোম অভিষুত হোক না কেন, সেখানেই ইন্দ্রের আগমন সংঘটিত হয়।

টীকা — বিনুতি অভিভূতি ইত্যাদি অষ্টসংখ্যক একাহ (দ্বন্দ্বৈকাহেষু) যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং পরবর্তী 'উভয়ং শৃণুবচ্চ ন'—এই দুটি আজ্যপৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।২) উক্ত হয়—'বিনুত্যভিভূত্যো রাশিমরাশয়োঃ শদোপশদয়োঃ সম্রাট্স্বরাজোর্যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুভয়ং শৃণুবচ্চ ন ইতি'॥ (২০কা. ৯অ. ১৬সূ.) ॥

◆

: সপ্তদশ সূক্ত :

[ঋষি : ভর্গ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ
সত্রাচ্যা মঘবা সোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥ ১॥
তং হি স্বরাজং বৃষভং তমোজসে ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।
উতোপমানাং প্রথমো নি যীদসি সোমকামং হি তে মনঃ ॥ ২॥

সূক্তসার — ইন্দ্রদেব দ্যাবা ও পৃথিবী—উভয় লোকে হিতকর কার্য করণশালী। তিনি আমাদের কথা শ্রবণ পূর্বক বা আমাদের আহ্বান রক্ষার্থে সোম পানের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করছেন। তিনি অভীষ্ট-বর্ষক, তেজস্বী এবং আকাশ ও পৃথিবীরূপ তনুধারী।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী সূক্তের বিনিয়োগের টীকা অংশে বিধৃত ॥ (২০কা. ৯অ. ১৭সূ.) ॥

◆

: অষ্টাদশ সূক্ত :

[ঋষি : সৌভরি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।
যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥ ১॥
নকী রেবন্তং সখ্যায় বিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ।
যদা কৃণোষি নদনুং সমূহস্যাদিৎ পিতেব হূয়সে ॥ ২॥

সূক্তসার — ইন্দ্র প্রকটিত হওয়া মাত্রই যুদ্ধে 'আপিত্ব' কামনা করেছিলেন। তাঁর কোন শত্রু নেই। তাঁকে সুরাশ্ব পুষ্ট করে। তিনি গর্জনশীল হয়ে পিতার ন্যায় আহ্বান করেন এবং মনুষ্যগণকে সখ্যভাব প্রাপ্ত করান।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পবিত্রাদিষু রাজসূয়ৈকাহেষু 'অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বং' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'অধা হীন্দ্র গির্বণঃ' ইত্যনেন সহ উক্ত।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ১৮সূ.) ॥

টীকা — পবিত্র ইত্যাদি রাজসূয় একাহ যাগে ২০কা।৯অ।১৫সূ, ২০কা।৯অ।৪সূ, উপর্যুক্ত সূক্তটি ও ২০কা।৯অ।১২সূ.—এগুলি যথাসম্ভব উক্থ স্তোত্রিয় হয়। তথা অভিপ্লব যড়হে গবাখ্য দিবসেও উপর্যুক্ত সূক্তের দ্বারা উক্থ স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।৩) এই সম্পর্কে উক্তি আছে ॥ (২০কা. ৯অ. ১৮সূ.) ॥

◆

: ঊনবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : বৎস। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ।
অহং সূর্য ইবাজনি ॥ ১॥
অহং প্রত্নেন মন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্ববৎ।
যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিৎ দধে ॥ ২॥
যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুর্ঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ।
মমেৎ বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥ ৩॥

সূক্তসার — আমি সূর্যের ন্যায় উৎপন্ন হয়েছি এবং পিতা ব্রহ্মার ন্যায় বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছি। প্রাচীন স্তোত্রবাণীর দ্বারা আমি ইন্দ্রকে শক্তিমান্ করেছি। হে ইন্দ্রদেব! আপনার স্তোতা বা অস্তোতাগণের প্রতি উদাসীন থাকুন এবং আমার স্তুতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — সদ্যঃক্রাভিধানেষু একাহেষু শ্যেনযাগবর্জিতেষু 'অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি' ইত্যাজ্যস্তোত্রিয়ো ভবতি।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ১৯সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির উল্লিখিত বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বৈতানিকে (৮।২) বলা হয়েছে—'সাদ্যঃক্রেষু শ্যেনবর্জং অহমিদ্ধি পিতুষ্পরীতি চ'। সুতরাং শ্যেনযাগবর্জিত সাদ্যঃক্রাভিধান একাহে এই সূক্তটিতে আজ্য-স্তোত্রিয় হয়ে থাকে॥ (২০কা. ৯অ. ১৯সূ) ॥

◆

: বিংশ সূক্ত :

[ঋষি : মেধ্যাতিথি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : বৃহতী।]

মা ভূম নিষ্ট্যা ইবেন্দ্র ত্বদরণা ইব।
বনানি ন প্রজহিতান্যদ্রিবো দুরোষাসো অমন্মহি ॥ ১॥
অমন্মহীদনাশবোহনুগ্রাসশ্চ বৃত্রহন্।
সকৃৎ সু তে মহতা শূর রাধসানু স্তোমং মুদীমহি ॥ ২॥

সূক্তসার — হে ইন্দ্রদেব! আমরা আপনার ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়ায় যেন দুষ্ট শত্রুর ন্যায় মনে করবেন না। আপনার দ্বারা ত্যাজ্য সামগ্রীকে আমরাও দাবানলের ন্যায় ত্যাজ্য মনে করি। হে বৃত্রহন্! বিনাশরিহত আমরা আপনার বৃদ্ধিতেই সুখী।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অতিরাত্রাণাং সর্বস্তোমাখ্যয়োঃ 'মা ভূম নিষ্ট্যা ইব' (২০।১১৬) 'বিধুং দদ্রাণং সলিলস্য পৃষ্ঠে' (৯।১০।৯) এতৌ পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ৌ যথাক্রমং ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ২০সূ.)॥

টীকা — অতিরাত্রে সর্বস্তোম নামক যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটি ও ৯ম কাণ্ডের ৫ম অনুবাকের ২য় সূক্তের ৯ম মন্ত্র ('বিধুং দদ্রাণং সলিলস্য' ইত্যাদি) যথাক্রমে পৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে উক্ত হয়—'অতিরাত্রাণাং সর্বস্তোময়োর্মা ভূম নিষ্ট্যা ইব বিধুং দদ্রাণং সলিলস্য পৃষ্ঠ ইতি' (বৈ. ৮।২)। তথা চতুরহণের সকল দিবসেও এগুলি বিকল্পিত পৃষ্ঠ ও স্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।৩) এই সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশ আছে॥ (২০কা. ৯অ. ২০সূ.) ॥

◆

: একবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : বসিষ্ঠ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : বিরাট্।]

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ।
সোতুর্বাহুভ্যাং সুযতো নার্বা ॥ ১॥

যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি যেন বৃত্রাণি হর্যশ্ব হংসি।
স ত্বামিন্দ্র প্রভূবসো মমত্তু ॥ ২॥
বোধা সু মে মঘবন্ বাচমেমাং যাং তে বসিষ্ঠো অর্চতি প্রশস্তিম্।
ইমা ব্রহ্ম সধমাদে জুষস্ব ॥ ৩॥

সূক্তসার — হে হর্যশ্ববান্ ইন্দ্রদেব! সোম-পেষণকারী পাষাণ সোম-সংস্কর্তার হস্তেই রয়েছে; আপনি এই সোম পান পূর্বক হর্ষান্বিত হোন। যে মদে অন্বিত হয়ে আপনি মেঘকে বিদীর্ণ করেন, তার দ্বারাই আপনি হর্ষিত হোন। মুনিবর বশিষ্ঠ কর্তৃক গীত আপনার যশরূপ মন্ত্ররাশি, আমাদের বাণীর মধ্যেও ধ্বনিত হচ্ছে; আপনি সেগুলি স্বীকার করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ত্রিবৃদাদিষু 'পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'বয়মেন মিদা হ্যঃ' (২০।৯৭) ইত্যনেন সহ উক্তঃ।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ২১সূ.)॥

টীকা — ত্রিবৃৎ ইত্যাদি যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ এই কাণ্ডের এই অনুবাকের ১ম সূক্তের বিনিয়োগ অংশে বিধৃত, অর্থাৎ দুটি সূক্তই একত্রে বিনিযুক্ত হয়। আবার তনুপৃষ্ঠ যড়হ যাগে উপর্যুক্ত সূক্তটি, এই কাণ্ডের ৭ম অনুবাকের ১০ম সূক্ত ('যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' ইত্যাদি), এবং অপর কতকগুলি সূক্ত যথাক্রমে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।৪) উক্ত আছে—'তনুপৃষ্টেভি ত্বা শূর নোনুমস্ত্বামিদ্ধি হবামহে যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা কয়া নশ্চিত্র আ ভুবৎ রেবতীনঃ সধমাদ ইতি'॥ (২০কা. ৯অ. ২১সূ.)॥

◆

: দ্বাবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : ভর্গ (১-২), মেধ্যাতিথি (৩-৪)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

শগ্ধ্যূষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥ ১॥
পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্ গবামস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ।
নকির্হি দানং পরিমর্ধিষৎ ত্বে যদ্যদ্যামি তদা ভর ॥ ২॥
ইন্দ্রমিৎ দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রয়ত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে ॥ ৩॥
ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্যমরোচয়ৎ।
ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ৪॥

সূক্তসার — আমার যাচনা এই যে, আমি যেন ইন্দ্রের সকল রক্ষা-সাধনের দ্বারা যশ ও সৌভাগ্য লাভ করি। ইন্দ্র নগরবাসীগণকে অশ্ব-গো-হিরণ্য ও অপরিমিত ধন প্রদান করে থাকেন। ইন্দ্রই সূর্যকে তেজোময় করেছেন এবং আপন মহিমায় দ্যাবা-পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। সকল ভুবন এই ইন্দ্রেই আশ্রিত। এই সোম সেই ইন্দ্রদেবের নিমিত্তই নিষ্পন্ন হচ্ছে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চাতুর্মাস্যবৈশ্বদেবাদীনাং সপ্তানাং ত্র্যহাণাং প্রথমেম্বহঃসু 'শগ্ধ্যু যু শচীপতে' ইত্যেব পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ভবতি। তৎ উক্তং বৈতানে।...তথা ত্রিককুদ্দশাহাহীনে অস্য বিনিয়োগঃ 'ক ঈং বেদ সুতে সচা' (২০।৫৩) ইত্যনেন সহ উক্তঃ।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ২২সূ.)॥

টীকা — চাতুর্মাস্যে বৈশ্বদেব ইত্যাদি সাতটি ত্র্যহ যাগের প্রথম দিবসগুলিতে উপর্যুক্ত সূক্তে পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। এই সম্পর্কে বৈতানে (৮।৩) যথাযথ উল্লেখ আছে। আবার, ত্রিককুৎ দশাহ যাগে এই সূক্তের বিনিয়োগ 'ক ঈং বেদ সুতে সচা' (২০।৫।১৬) সূক্তের সাথে উক্ত হয়। সাকমেধ ত্র্যহ যাগের প্রথম দিবসগুলিতে উপর্যুক্ত সূক্তের ৩য় মন্ত্র ('ইন্দ্রমিৎ দেবতাতয়ে' ইত্যাদি) পৃষ্ঠস্তোত্রিয় হয়। যেমন, 'সাকমেধস্যেন্দ্রমিৎ দেবতাতয় ইতি' (বৈ. ৮।৩) ॥ (২০কা. ৯অ. ২২সূ) ॥

◆

: ত্রয়োবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : আয়ু (১), শ্রুষ্টিগু (২)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং ব্রহ্মেন্দ্রায় বোচত।
পূর্বীর্ঋতস্য বৃহতীরনূষত স্তোতুর্মেধা অসৃক্ষত ॥ ১ ॥
তুরণ্যবো মধুমন্তং ঘৃতশ্চুতং বিপ্রাসো অর্কমানৃচুঃ।
অস্মে রয়িঃ পপ্রথে বৃষ্ণ্যং শবোঽস্মে সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ২ ॥

সূক্তসার — ঋত্বিকবৃন্দ আমার মতোই প্রাচীন স্তোত্রে ইন্দ্রের আরাধনা করুন। এর দ্বারাই যজমানের ধন ও বল বৃদ্ধি লাভ করবে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বৈশ্বদেবাদিত্র্যহেযু 'অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি' (২০।৪৭) ইত্যনেন সহ উক্তঃ॥ (২০কা. ৯অ. ২৩সূ.)॥

টীকা — বৈশ্বদেব ইত্যাদি ত্র্যহ যাগের দ্বিতীয় দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ এই কাণ্ডের ৫ম অনুবাকের ১০ম সূক্তের ('তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে' ইত্যাদির) সাথে উক্ত হয়। অবশ্য বৈতান সূত্র (৮।৩) অনুসারে উল্লিখিত যাগে ও দিবসে 'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি', 'অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং', 'তং তে মদং গৃণীমসি' (২০।৫।২৪)—ইত্যাদি সূক্ত যথাসম্ভব আজ্য, পৃষ্ঠ্য, উক্‌থ ও স্তোত্রিয় হয় ॥ (২০কা. ৯অ. ২৩সূ.) ॥

◆

: চতুর্বিংশ সূক্ত :

[ঋষি : দেবাতিথি। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্‌ন্যগ্‌ বা হূয়সে নৃভিঃ।
সিমা পুরু নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে ॥ ১ ॥

যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপ ইন্দ্র মাদয়াসে সচা।
কণ্বাসস্ত্বা ব্রহ্মভি স্তোমবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যা গহি ॥ ২॥

সূক্তসার — ইন্দ্রদেব চতুর্দিকস্থায়ী মনুষ্যগণ কর্তৃক আহূত হয়েছেন। কণ্ব-গোত্রিয় ঋষি কর্তৃক প্রদত্ত হবিতে প্রকটিত-আনন্দময় ইন্দ্রদেব এই যজ্ঞে আগত হোন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দশাহস্য গবাময়ানিকস্য অষ্টমেহনি 'যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙন্যগ' ইত্যেব উক্থস্তোত্রিয় ভবতী। উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ২৪সূ.)॥

টীকা — দশাহ গবাময়নিকের অষ্টম দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তে উক্থস্তোত্রিয় হয়। বৈতানিকে (৮।৪) বলা হয়েছে—'দশাহস্যাষ্টমে যদিন্দ্র প্রাগপাগুদগিতি'। তথা ত্রিককুদ্ দশাহ অহীনের উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ 'ক ঈং বেদ সুতে সচা' (২০।৫।১৬)—এই সূক্তের সাথে উক্ত হয় ॥ (২০কা. ৯অ. ২৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : বসিষ্ঠ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : প্রগাথ।]

অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥ ১॥
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে ॥ ২॥

সূক্তসার — ইন্দ্রদেব সংসারের ঈশ্বর এবং স্বর্গের দ্রষ্টা। কোন পার্থিব বা দিব্য প্রাণী তাঁর সমকক্ষ নয়। আমরা গো, অশ্ব ও অন্নের কামনায় তাঁকে আহ্বান জ্ঞাপন করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তনূপৃষ্ঠে ষড়হে 'অভি ত্বা শূর নোনুমঃ' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' (২০।৮১) ইত্যনেন সহ উক্তঃ॥ (২০কা. ৯অ. ২৫সূ.) ॥

টীকা — তনুপৃষ্ঠে ষড়হ যাহে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ এই কাণ্ডের ৭ম অনুবাকের ১০ম সূক্তের বিনিয়োগের টীকা অংশে দ্রষ্টব্য॥ (২০কা. ৯অ. ২৫সূ.) ॥

◆

: ষড়্‌বিংশ সূক্ত :

[ঋষি : শুনঃশেপ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।
ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ১॥

আ ঘ ত্বাবান্ত্মনাপ্ত স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবিয়ানঃ।
ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ২॥
আ যদ্ দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৃণাম্।
ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥ ৩॥

সূক্তসার — যজ্ঞে ইন্দ্রের আগমনের পর আমরা অন্নের বিভিন্ন বিভূতির দ্বারা সুখ লাভ করবো। ইন্দ্রের দয়াপ্রাপ্ত মনুষ্য রথচক্রের অক্ষের ন্যায় দৃঢ়তা লাভ করে। ইন্দ্রের উপাসকগণও তাঁর বল প্রাপ্ত হয়।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তনুপৃষ্ঠে যড়হে 'রেবতীর্ন সধমাদে' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ' 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' (২০।৮১) ইত্যনেন সহ উক্তঃ॥ (২০কা. ৯অ. ২৬সূ.)॥

টীকা — পূর্ববর্তী সূক্তের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে টীকা অংশ দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, দুটি ঋক্ সম্বলিত উল্লিখিত 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' (২০কা. ৭অ. ১০সূ.)—সূক্তটি ৮ম অনুবাকের ২য় সূক্তের শেষ দুটি ঋক্‌রূপে পাওয়া যায় ॥ (২০কা. ৯অ. ২৬সূ.) ॥

◆

: সপ্তবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : কুৎস। দেবতা : সূর্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ১॥
তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরূপস্থে।
অনন্তমন্যদ্ রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি ॥ ২॥

সূক্তসার — আপন মহিমার দ্বারা যখন সূর্য আপন কিরণরাশিকে আপনার মধ্যে সংহৃত করে নেন, তখন জগতের সকল কার্যও আপনার মধ্যে সঙ্কুচিত করে থাকেন। এই কালে অন্ধকার সমগ্র পৃথিবীকে বস্ত্রাবৃত করে থাকে। মিত্রাবরুণ সূর্যরূপে স্বর্গে আপন রূপ রচনা করেন। সূর্যের প্রকটিত তোজোরাশির একটি কৃষ্ণবর্ণের।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বিষুবতি সৌর্যপৃষ্ঠে মাধ্যন্দিনে 'চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং' (২০।১০৭।১৪) 'তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং' (২০।১২৩) ইতি পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপৌ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ২৭সূ.) ॥

টীকা — বিষুব সৌর্যপৃষ্ঠ মাধ্যন্দিন যাগে এই কাণ্ডের অনুবাকের ১১শ সূক্তের ১৪শ ঋক্ ও উপর্যুক্ত সূক্ত পৃষ্ঠস্তোত্রিয় ও অনুরূপ হয়। যেমন,—'চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং ইতি পৃষ্ঠস্তোত্রিয়ানুরূপৌ' (বৈ. ৬।৩) ॥ (২০কা. ৯অ. ২৭সূ.) ॥

◆

: অষ্টাবিংশ সূক্ত :

[ঋষি : বামদেব (১-৩), ভুবন (৪-৬)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী (১-২), পাদনিচৃৎ (৩), ত্রিষ্টুপ্ (৪-৬)।]

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ১॥
কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃহ্লা চিদারুজে বসু ॥ ২॥
অভী যু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্।
শতং ভবাস্যূতিভিঃ ॥ ৩॥
ইমা নু কং ভুবনা সীযধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ।
যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ চীক্লৃপাতিঃ ॥ ৪॥
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মাকং ভূত্ববিতা তনূনাম্।
হত্বায় দেবা অসুরান্ যদায়ন্ দেবা দেবত্বমভিরক্ষমাণাঃ ॥ ৫॥
প্রত্যঞ্চমর্কমনয়ং ছচীভিরাদিৎ স্বধামিযিরাং পর্যপশ্যন্।
অরা বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৬॥

সূক্তসার — সদা বর্ধনশীল মিত্রদেবের রক্ষাত্মক বৃত্তি কিভাবে পূর্ণ হবে? হে ইন্দ্রদেব! হর্ষজনক হবির সোমরূপ অন্নের কোন্ শ্রেষ্ঠ অংশ আপনি আপনার ভক্তদের মধ্যে বন্টন করেন? আপনি সখারূপে শত শত বার আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হোন। আদিত্যবান্ আপনি মরুৎ-বর্গের সাথে আমাদের দেহ ও সন্তানকে সশক্ত করুন। ইন্দ্রদেব আমাদের শত সম্বৎসরকাল আয়ু প্রদান করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তনুপৃষ্ঠে যড়হে 'কয়া নশ্চিত্র আ ভুবৎ' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'যৎ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং' (২০।৮১) ইত্যনেন সহ উক্তঃ॥ (২০কা. ৯অ. ২৮সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ২৬শ সূক্তের মতো ॥ (২০কা. ৯অ. ২৮সূ.) ॥

◆

: ঊনত্রিংশ সূক্ত :

[ঋষি : সুকীর্তি। দেবতা : ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় (৪-৫)। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ (৪)।]

অপেন্দ্র প্রাচো মঘবন্নমিত্রানপাপাচো অভিভূতে নুদস্ব।
অপোদীচো অপ শূরাধরাচ উরৌ যথা তব শর্মন্ মদেম ॥ ১॥

কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্ যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিযূয়।
ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নমোবৃক্তিং ন জগ্মুঃ ॥ ২॥
নহি স্থূর্যৃতুথা যাতমস্তি নোত শ্রবো বিবিদে সঙ্গমেষু।
গব্যন্ত ইন্দ্রং সখ্যায় বিপ্রা অশ্বায়ন্তো বৃষণং বাজয়ন্তঃ ॥ ৩॥
যুবং সুরামমশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা।
বিপিপানা শুভস্পতী ইন্দ্রং কর্মস্বাবতম্ ॥ ৪॥
পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংসনাভিঃ।
যৎ সুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্ ॥ ৫॥
ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃড়ীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং নঃ কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৬॥
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মদারাচ্চিদ্ দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু।
তস্য বয়ং সুমতৌ বজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৭॥

সূক্তসার — ইন্দ্রদেব সর্ব দিক হতে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করুন, যাতে আমরা সুখী থাকতে পারি। অগ্নিদেব হবিঃ সংযুক্ত হয়ে কুশে অবস্থান করুন। আমরা আবশ্যকতানুসারে অন্নপ্রাপ্ত না হওয়ায় অশ্ব, গাভী ও অন্ন প্রার্থনা করছি। নমুচি রাক্ষসের সাথে যুদ্ধের সময়ে সোম পান করে অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন। সুশোভিত সোম পানকারী ইন্দ্রদেবকে দেবী সরস্বতী আপন বিভূতিসমূহের দ্বারা সিঞ্চন করে থাকেন। রক্ষক এবং ঐশ্বর্যবান ইন্দ্রদেব তাঁর মঙ্গলময় ভাবনায় আমাদের সদা রক্ষা করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠ্যস্য ষষ্ঠেহনি 'অপেন্দ্র প্রাচো মঘবন্নমিত্রান' ইতি সুকীর্ত্যাখ্যস্য সকলসূক্তস্য পচ্ছঃ শংসনে প্রাপ্তে চতুর্থীং অর্ধর্চশঃ শংসতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ২৯সূ.)॥

টীকা — পৃষ্ঠ যাগের ষষ্ঠ দিবসে উপর্যুক্ত সূক্তটি সুকীর্তি নামক সকল সূক্তের দ্বারা প্রশ্নকর্তাকে উত্তরদান ব্যপদেশে চারটি ঋক্‌মন্ত্র (সূক্তের অর্ধাংশপ্রায়, অর্থাৎ 'অপেন্দ্র প্রাচ্যে' ইত্যাদি থেকে 'কর্মস্বাবতম্ পর্যন্ত) উচ্চারণ করা হয়। বৈতানে (৬।২) উক্ত আছে—'অপেন্দ্র প্রাচো মঘবন্নমিত্রান্ ইতি সুকীর্তিং চতুর্থীমর্ধর্চশঃ'। আবার সৌত্রামণি যাগে গৃহীত আজ্যে 'কুবিদঙ্গ যবমন্তঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ ২য় মন্ত্রের দ্বারা পয়োগ্রহ (যজ্ঞীয় দুগ্ধাধার পাত্র) গ্রহণকারী অধ্বর্যু অভিমন্ত্রণ করেন। বৈতানে (৫।৩) উক্ত হয়— 'গৃহীতেম্বাজ্যেষু কুবিদঙ্গ যবমন্ত ইতি পয়োগ্রহান্ গৃহ্ণন্তং'। সেইরকম বপামার্জনের পর উপর্যুক্ত সূক্তের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ঋকের দ্বারা পয়ঃসুরাগ্রহ (যজ্ঞীয় দুগ্ধ ও সুরাধার পাত্র) গ্রহণ পূর্বক হোম অনুমন্ত্রিত করা হয়। এই সম্পর্কেও বৈতানে (৫।৩) উক্তি পাওয়া যায় ॥ (২০কা. ৯অ. ২৯সূ.) ॥

◆

: ত্রিংশ সূক্ত :

[ঋষি : বৃষাকপি ও ইন্দ্রাণী। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : পংক্তি।]

বি হি সোতোরসৃক্ষত নেন্দ্রং দেবমমংসত।
যত্রামদদ্ বৃষাকপিরর্যঃ পুষ্টেষু মৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১॥
পরা হীন্দ্র ধাবসি বৃষাকপেরতি ব্যথিঃ।
নো অহ প্র বিন্দস্যন্যত্র সোমপীতয়ে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২॥
কিময়ং ত্বাং বৃষাকপিশ্চকার হরিতো মৃগঃ।
যস্মা ইরস্যসীদু ন্বর্যো বা পুষ্টিমদ্ বসু বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৩॥
যমিমং ত্বং বৃষাকপিং প্রিয়মিন্দ্রাভিরক্ষসি।
শ্বা ন্বস্য জম্ভিষদপি কর্ণে বরাহয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৪॥
প্রিয়া তষ্টানি মে কপির্ব্যক্তা ব্যদূদুষৎ।
শিরো ন্বস্য রাবিষং ন সুগং দুষ্কৃতে ভুবং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৫॥
ন মৎ স্ত্রী সুভসত্তরা ন সুযাশুতরা ভুবৎ।
ন মৎ প্রতিচ্যবীয়সী ন সক্থ্যুদ্যমীয়সী বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৬॥
উবে অম্ব সুলাভিকে যথেবাঙ্গ ভবিষ্যতি।
ভসন্মে অম্ব সক্থি মে শিরো মে বীব হৃষ্যতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৭॥
কিং সুবাহো স্বঙ্গুরে পৃথুষ্টো পৃথুজাঘনে।
কিং শূরপত্নি নস্ত্বমভ্যমীষি বৃষাকপিং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৮॥
অবীরামিব মাময়ং শরারুরভি মন্যতে।
উতাহমস্মি বীরিণীন্দ্রপত্নী মরুৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৯॥
সংহোত্রং স্ম পুরা নারী সমনং বাব গচ্ছতি।
বেধা ঋতস্য বীরিণীন্দ্রপত্নী মহীয়তে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১০॥
ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্।
নহ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১১॥
নাহমিন্দ্রাণি রারণ সখ্যুর্বৃষাকপেঋতে।
যস্যেদমপ্যং হবিঃ প্রিয়ং দেবেষু গচ্ছতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১২॥
বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুস্নুষে।
ঘসৎ ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৩॥
উক্ষ্ণো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্।
উতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৪॥

বৃষভো ন তিগ্মশৃঙ্গোঽন্তর্যূথেষু রোরুবৎ।
মন্থস্ত ইন্দ্র শং হৃদে যং তে সুনোতি ভারয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৫॥
ন সেশে যস্য রম্বতেঽন্তরা সক্থ্যা কপৃৎ।
সেদীশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৬॥
ন সেশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে।
সেদীশে যস্য রম্বতেঽন্তরা সক্থ্যা কপৃদ্ বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৭॥
অয়মিন্দ্র বৃষাকপিঃ পরস্বন্তং হতং বিদৎ।
অসিং সূনাং নবং চরুমাদেধস্যান আচিতং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৮॥
অয়মেমি বিচাকশদ্ বিচিন্বন্ দাসমার্যম্।
পিবামি পাকসুত্বনোঽভি ধীরমচাকশং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৯॥
ধন্ব চ যৎ কৃন্তত্রং চ কতি স্বিৎ তা বি যোজনা।
নেদীয়সো বৃষাকপেস্তমেহি গৃহাঁ উপ বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২০॥
পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।
য এষ স্বপ্ননংশনোস্তমেষি পথং পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২১॥
যদুদঞ্চো বৃষাকপে গৃহামিন্দ্রাজগন্তন।
ক্ব স্য পুল্বঘো মৃগঃ কমগং জনযোপনো বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২২॥
পশুর্হ নাম মানবী সাকং সসূব বিংশতিম্।
ভদ্রং ভল ত্যস্যা অভূৎ যস্যা উদরমাময়দ্ বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২৩॥

সূক্তসার — বৃষাকপির দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত ইন্দ্রদেব বেগশালী, শত্রুকে ব্যথিত-করণশালী। যেস্থানে সোমপান সাধিত হয় না, ইন্দ্রদেব সেই স্থানে গমন করেন না। শূরপত্নী ইন্দ্রাণী সুন্দরভুজা, সুন্দর অঙ্গুলিসম্পন্না, পৃথুষ্ঠ এবং গুপ্ত জঙ্ঘাশালিনী। তিনি বীর পতির সাথে যুক্ত এবং তাঁর পতি মরুৎ-গণের মিত্র। এই বীরপত্নী ইন্দ্রাণী স্তুতির যোগ্যা।....আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যশালিনী বলে স্বীকার করছি, কারণ এঁর পতি ইন্দ্র অজর ও অমর। হে ইন্দ্রাণী! আমি বৃষাকপি ব্যতীত আর কারো নিকটে গমন করি না। তিনি আমার সর্বাধিক প্রিয়। তাঁর হবিঃ জলের দ্বারা সংস্কারিত হচ্ছে।...আমি ইন্দ্র সকল দেবতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে বৃষাকপিরূপ সূর্যপত্নী! আপনি সুপুত্রসম্পন্না এবং ধনযুক্তা। আপনার জলযুক্ত হবিঃ সর্বোৎকৃষ্ট ইন্দ্র সেবন করে থাকেন। হে ইন্দ্রদেব! তীক্ষ্ণ শৃঙ্গশালী বৃষভ কর্তৃক গাভীগণের মধ্যে শব্দের সমান যার হৃদয়ে ইন্দ্রের মন্থ সুখ দান করে, সেই-ই সুখ লাভের অধিকারী।...হে বৃষাকপি! আপনি উদিত হয়ে থাকেন, স্বপ্নকে বিনষ্ট করে থাকেন এবং অস্তও প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।...আপনি উত্তর দিকে অবস্থান পূর্বক ভুবনকে প্রদক্ষিণ করতে করতে লুক্কায়িত হয়ে পড়েন; তখন সর্বলোক অন্ধকারে বিস্ময়যুক্ত হয়ে বলতে থাকে—সূর্য কোথায় গমন করলেন?... ইন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ...ইন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ...ইন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠস্য ষষ্ঠেহনি 'বি হি সোতোরসৃক্ষত' ইতি বৃষাকপ্যাখ্যং সূক্তং সূত্রোক্ত ধর্মকং শংসতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ৩০সূ.)॥

টীকা — পৃষ্ঠ্য যাগের ষষ্ঠ দিবসে উপর্যুক্ত বৃষাকপি নামক সূক্তটিকে সূত্রোক্তধর্মক বলা হয়। বৈতানে (৬।২) বলা হয়েছে—'বি হি সোতোরসৃক্ষতেতি বৃষাকপিম্' ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৯অ. ৩০সূ.) ॥

◆

—অথ কুন্তাপসূক্তানি—

: একত্রিংশ সূক্ত :

[খিলানি]

ইদং জনা উপ শ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আ রুশমেষু দদ্মহে ॥ ১ ॥
উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণো বধূমন্তো দ্বির্দশ।
বর্ষ্মা রথস্য নি জিহীড়তে দিব ঈষমাণা উপস্পৃশঃ ॥ ২ ॥
এষ ইষায় মামহে শতং নিষ্কান্ দশ স্রজঃ।
ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্ ॥ ৩ ॥
বচ্যস্ব রেভ বচ্যস্ব বৃক্ষে ন পক্কে শকুনঃ।
নষ্টে জিহ্বা চর্চরীতি ক্ষুরো ন ভুরিজোরিব ॥ ৪ ॥
প্র রেভাসো মনীষা বৃষা গাব ইবেরতে।
অমোতপুত্রকা এষামমোত গা ইবাসতে ॥ ৫ ॥
প্র রেভ ধীং ভরস্ব গোবিদং বসুবিদম্।
দেবত্রেমাং বাচং শ্রীণীহীষুর্নাবীরস্তারম্ ॥ ৬ ॥
রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য যো দেবোঽমর্ত্যাঁ অতি।
বৈশ্বানরস্য সুষ্টুতিমা সুনোতা পরিক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥
পরিচ্ছিন্নঃ ক্ষেমমকরোৎ তম আসনমাচরন্।
কুলায়ন্ কৃণ্বন্ কৌরব্যঃ পতির্বদতি জায়য়া ॥ ৮ ॥
কতরৎ ত আ হরাণি দধি মন্থাং পরি শ্রুতম্।
জায়াঃ পতিং বি পৃচ্ছতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ ॥ ৯ ॥
অভীবস্বঃ প্র জিহীতে যবঃ পক্কঃ পথো বিলম্।
জনঃ স ভদ্রমেধতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রঃ কারুমবূবুধদুত্তিষ্ঠ বি চরা জনম্।
মমেদুগ্রস্য চর্কৃধি সর্ব ইৎ তে পৃণাদরিঃ ॥ ১১ ॥
ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ।
ইহো সহস্রদক্ষিণোঽপি পূষা নি ষীদতি ॥ ১২ ॥

নেমা ইন্দ্র গাবো রিষন্ মো আসাং গোপ রীরিষৎ।
মাসামমিত্রয়ুর্জন ইন্দ্র মা স্তেন ঈশত ॥ ১৩॥
উপ নো ন রমসি সূক্তেন বচসা বয়ং ভদ্রেণ বচসা বয়ম্।
বনাদধিধ্বনো গিরো ন রিষ্যেম কদা চন ॥ ১৪॥

সূক্তসার — হে নরাশংস! অন্নপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমি বহু শত অশ্ব, বহু সহস্র ধেনু ও বহু সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী দান করছি। হে স্তোতা! যেমন ফলযুক্ত বৃক্ষে উপবিষ্ট পক্ষী শব্দ করতে থাকে, তেমন তুমিও স্তুতিগুলিকে ধ্বনিত করো। হে স্তুতিশালিনী জিহ্বা! যজ্ঞকর্মের সমাপ্তির পরেও তুমি স্তব্ধ হয়ো না। এই মনীষী স্তোতা বীর্যবান্ বৃষভের ন্যায় বর্তমান। বাণের দ্বারা যেমন মনুষ্য রক্ষিত হয়, তেমনই বাণীর দ্বারা ইনি রক্ষিত হয়ে থাকেন। বৈশ্বানবের উদ্দেশে মঙ্গলময়ী স্তুতির কারণে রাজা পরীক্ষিতের রাজ্যে প্রজাগণ সুখলাভ করেছিলেন। আমরা ইন্দ্রদেবকে মঙ্গলময়ী বাণীর দ্বারা প্রসন্ন করছি। আমরা কখনও যেন নাশ প্রাপ্ত না হই।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃষ্ঠস্য ষষ্ঠেহনি 'ইদং জনা উপশ্রুত' ইতি কুন্তাপং অর্ধর্চশঃ শংসতি। তত্র প্রথমাশ্চতুর্দশ ঋচঃ পদাবগ্রাহং শংসতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি।। (২০কা. ৯অ. ৩১সূ.)।।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি 'কুন্তাপ' নামক সূক্তাবলীর অবশিষ্ট অংশ বিশেষ। পৃষ্ঠ্য যাগের ষষ্ঠ দিবসে এই সূক্তটি পঠিত হয়। ৪০শ সূক্ত পর্যন্ত কুন্তাপসূক্ত বিস্তৃত। কুন্তাপসূক্তের নির্দিষ্ট ঋষি বা দেবতা নেই। বৈতানিকে উক্ত হয়—'ইদং জনা উপশ্রুতেতি কুন্তাপং অর্ধর্চশঃ। চতুর্দশ পদাবগ্রাহং' (বৈ.৬।২) ॥ (২০কা. ৯অ. ৩১সূ.) ॥

◆

: দ্বাত্রিংশ সূক্ত :

যঃ সভেয়ো বিদথ্যঃ সুত্বা যজ্বাথ পূরুষঃ।
সূর্যং চামূ রিশাদসস্তদ্ দেবাঃ প্রাগকল্পয়ন্ ॥ ১॥
যো জাম্যা অপ্রথয়স্তদ্ যৎ সখায়ং দুধূর্ষতি।
জ্যেষ্ঠো যদপ্রচেতাস্তদাহুরধরাগিতি ॥ ২॥
যদ্ ভদ্রস্য পুরুষস্য পুত্রো ভবতি দাধৃষিঃ।
তদ্ বিপ্রো অব্রবীদু তদ্ গন্ধর্বঃ কাম্যং বচঃ ॥ ৩॥
যশ্চ পণি রঘুজিষ্ঠ্যো যশ্চ দেবাঁ অদাশুরিঃ।
ধীরাণাং শশ্বতামহং তদপাগিতি শুশ্রুম ॥ ৪॥
যে চ দেবা অযজন্তাথো যে চ পরাদদিঃ।
সূর্যো দিবমিব গত্বায় মঘবা নো বি রপ্শতে ॥ ৫॥
যোনাক্তাক্ষো অনভ্যক্তো অমণিবো অহিরণ্যবঃ।
অব্রহ্মা ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ৬॥

য আক্তাক্ষঃ সুভ্যক্তঃ সুমণিঃ সুহিরণ্যবঃ।
সুব্রহ্মা ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ৭॥
অপ্রপাণা চ রেশন্তা রেবাঁ অপ্রতিদিশ্যয়ঃ।
অয়ভ্যা কন্যা কল্যাণী তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ৮॥
সুপ্রপাণা চ বেশন্তা রেবান্‌ৎসুপ্রতিদিশ্যয়ঃ।
সুয়ভ্যা কন্যা কল্যাণী তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ৯॥
পরিবৃক্তা চ মহিষী স্বস্ত্যা চ যুধিঙ্গমঃ।
অনাশুরশ্চাযামী তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ১০॥
বাবাতা চ মহিষী স্বস্ত্যা চ যুধিঙ্গমঃ।
শ্বাশুরশ্চায়ামী তোতা কল্পেষু সম্মিতা ॥ ১১॥
যদিন্দ্রাদো দাশরাজ্ঞে মানুষং বি গাহথাঃ।
বিরূপঃ সর্বস্মা আসীৎ সহ যক্ষায় কল্পতে ॥ ১২॥
ত্বং বৃষাক্ষুং মঘবন্নম্রং মর্যাকরো রবিঃ।
ত্বং রৌহিণং ব্যাস্যো বি বৃত্রস্যাভিনচ্ছিরঃ ॥ ১৩॥
যঃ পর্বতান্ ব্যদধাদ্ যো অপো ব্যগাহথাঃ।
ইন্দ্রো যো বৃত্রহান্মহং তস্মাদিন্দ্র নমোঽস্তু তে ॥ ১৪॥
পৃষ্ঠং ধাবন্তং হর্যোরৌচ্চৈঃশ্রবসমব্রুবন্।
স্বস্ত্যশ্ব জৈত্রায়েন্দ্রমা বহ সুস্রজম্ ॥ ১৫॥
যে ত্বা শ্বেতা অজৈশ্রবসো হার্যো যুঞ্জন্তি দক্ষিণম্।
পূর্বা নমস্য দেবানাং বিভ্রদিন্দ্র মহীয়তে ॥ ১৬॥

সূক্তসার — সোমাভিযবকর্তা ও যজ্ঞকর্তা পুরুষ সূর্যলোক ভেদ করে উর্ধ্বলোকে গমন করে থাকেন। যে স্তোতা যজ্ঞ এবং দান করে থাকেন, তিনি সূর্যের সমানই স্বর্গে গমন করেন। ইন্দ্র দাশরাজের অযাজ্ঞিক পুত্রগণকে বিনষ্ট করেছিলেন এবং তিনি সকলের নিমিত্ত রূপরহিত হয়েছিলেন; তথাপি তিনি যজ্ঞের সাথে কল্পিত হয়ে থাকেন। বৃত্রের শিরশ্ছেদনকারী, জলকে গতি-দানকারী এবং পর্বতকে পক্ষচ্ছেদন পূর্বক অচলকারী, বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের উদ্দেশে আমি নমস্কার জ্ঞাপন করি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যঃ সভেয়ো বিদথ্যঃ' ইতি ষোড়শর্চঃ।...এতস্য শংসনপ্রকারঃ পূর্বসূক্তে উক্তঃ॥ (২০কা. ৯অ. ৩২সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত ষোড়শ সংখ্যক ঋক্‌বিশিষ্ট সূক্তটির বিনিয়োগের প্রকার পূর্ববর্তী সূক্তে উক্ত আছে; অর্থাৎ ঐ সূক্তের মতোই এই সূক্তটির বিনিয়োগ কর্তব্য ॥ (২০কা. ৯অ. ৩২সূ.) ॥

◆

: ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্ত :

এতা অশ্বা আ প্লবন্তে ॥ ১॥
প্রতীপং প্রাতি সুত্বনম্ ॥ ২॥
তাসামেকা হরিক্লিকা ॥ ৩॥
হরিক্লিকে কিমিচ্ছসি ॥ ৪॥
সাধুং পুত্রং হিরণ্যয়ম্ ॥ ৫॥
ক্বাহতং পরাস্যঃ ॥ ৬॥
যত্রামূস্তিস্রঃ শিংশপাঃ ॥ ৭॥
পরি ত্রয়ঃ ॥ ৮॥
পৃদাকবঃ ॥ ৯॥
শৃঙ্গং ধমন্ত আসতে ॥ ১০॥
অয়ন্মহা তে অর্বাহঃ ॥ ১১॥
স ইচ্ছকং সঘাঘতে ॥ ১২॥
সঘাঘতে গোমীদ্যা গোগতীরিতি ॥ ১৩॥
পুমাং কুস্তে নিমিচ্ছসি ॥ ১৪॥
পল্প বদ্ধ বয়ো ইতি ॥ ১৫॥
বদ্ধ বো অঘা ইতি ॥ ১৬॥
অজাগার কেবিকা ॥ ১৭॥
অশ্বস্য বারো গোশপদ্যকে ॥ ১৮॥
শ্যেনীপতী সা ॥ ১৯॥
অনাময়োপজিহ্বিকা ॥ ২০॥

সূক্তসার — এই অশ্বগুলির আগমন ঘটছে। সোম-নিষ্পাদক বিপরীত মুখে সোম সম্পন্ন করছে। এর মধ্যে এক হরিক্লিকা আছে। হে হরিক্লিকা! তোমার কি ইচ্ছা? সাধু পুত্র হিরণ্যতুল্য।... সকল দিক তিন। সর্পের ন্যায়। হে বদ্ধ! তোমার এই পাপরাশি। সেই উপজীবিকা অনাময়।—ইত্যাদি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'এতা অশ্বা আ প্লবন্তে' ইতি ষট্‌সপ্তত্যষ্টাদশপদান্তাঃ প্রণবত্যষ্ট প্রতি ত্বা॥...'এতা অশ্বা' (২০।১২৯) ইত্যাদি 'নীলশিখণ্ডবাহনঃ' (২০।১৩২) ইত্যন্তং ঐতশপ্রলাপাখ্যং ষট্‌সপ্ততিপাদসমুদায়ং পদাবগ্রাহং সূত্রোক্তপ্রকারেণ শংসতি।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ৩৩সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং এর পরবর্তী ৩টি সূক্তের (৩৪,৩৫, ও ৩৬ সূক্তের) মোট ৭৬টি ঋক্ (২০+২০+২০+১৬ = ৭৬) 'ঐতশ প্রলাপ' নামে পরিচিত। এই মন্ত্রগুলি আভিচারিক ও শান্তিকর্মে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যতীত অপরের নিকট অবশ্যই অনর্থক বাক্য বলে মনে হবে। কারণ সাধারণ দৃষ্টিতে এগুলির দ্বারা কোন বিশেষ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য দ্যোতিত হয় না। তবে গুহ্য ক্রিয়ায় এগুলির বিনিয়োগ আছে বলেই এই বেদে গৃহীত হয়েছে। বৈতানে (৬।২) উক্ত হয়—'এতা অশ্বা আপ্লবন্ত ইত্যৈতশপ্রলাপং পদাবগ্রাহং। তাসামুত্তমেন পদেন প্রণৌতি'॥ (২০কা. ৯অ. ৩৩সূ.) ॥

◆

: চতুস্ত্রিংশ সূক্ত :

কো অর্য বহুলিমা ইষূনি ॥ ১॥
কো অসিদ্যাঃ পয়ঃ ॥ ২॥
কো অর্জুন্যাঃ পয়ঃ ॥ ৩॥
কঃ কার্ষ্ণ্যাঃ পয়ঃ ॥ ৪॥
এতং পৃচ্ছ কুহং পৃচ্ছ ॥ ৫॥
কুহাকং পক্ককং পৃচ্ছ ॥ ৬॥

যবানো যতিস্বভিঃ কুভিঃ ॥ ৭॥
অকুপ্যন্তঃ কুপায়কুঃ ॥ ৮॥
আমণকো মণৎসকঃ ॥ ৯॥
দেব ত্বপ্রতিসূর্য ॥ ১০॥
এনশ্চিপঙ্‌ক্তিকা হবিঃ ॥ ১১॥
প্রদূদ্রুদো মঘাপ্রতি ॥ ১২॥
শৃঙ্গ উৎপন্ন ॥ ১৩॥
মা ত্বাভি সখা নো বিদন্ ॥ ১৪॥
বশায়াঃ পুত্রমা যন্তি ॥ ১৫॥
ইরাবেদুময়ং দত ॥ ১৬॥
অথো ইয়ন্নিয়ন্নিতি ॥ ১৭॥
অথো ইয়ন্নিতি ॥ ১৮॥
অথো শ্বা অস্থিরো ভবন্ ॥ ১৯॥
উয়ং যকাংশলোককা ॥ ২০॥

সূক্তসার — প্রভৃত বাণকে আপন অধিকারেব মধ্যে কে রাখেন? ॥ ১॥ অসিদ্যাপয় কোন্ বস্তু? ॥ ২॥ অর্জুনতাপয় কোন্ বস্তু? ॥ ৩॥ ...যতির সমান পৃথিবীর সাথে যুক্ত ॥ ৭॥ কুপায়কুক্রোধিত হয়ে গিয়েছে ॥ ৮॥ ...হে সূর্যদেব! ॥ ১০॥ ...আমার মিত্র তোমার ও আমার সাথে মিলিত ॥ ১৪॥ বশা পুত্রের সাথে মিলিত হচ্ছে ॥ ১৫॥ ...পুনরায় শ্বা অস্থির হচ্ছে ॥ ১৯॥ ...ইত্যাদি।

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের সাথে উক্ত। এইটি 'ঐতশ প্রলাপ' নামক সূক্ত। পূর্ব সূক্তের পরিচয়-প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, এই ক্ষেত্রেও তাই-ই প্রযোজ্য ॥ (২০কা. ৯অ. ৩৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চত্রিংশ সূক্ত :

আমিনোনিতি ভদ্যতে ॥ ১॥
তস্য অনু নিভঞ্জনম্ ॥ ২॥
বরুণো যাতি বস্বভিঃ ॥ ৩॥
শতং বা ভারতী শবঃ ॥ ৪॥
শতমাশ্বা হিরণ্যয়াঃ।
শতং রথ্যা হিরণ্যয়াঃ।
শতং কুথা হিরণ্যয়াঃ।
শতং নিষ্কা হিরণ্যয়াঃ ॥ ৫॥
অহল কুশ বর্তক ॥ ৬॥
শফেন ইব ওহতে ॥ ৭॥
আয় বনেনতী জনী ॥ ৮॥
বনিষ্ঠা নাব গৃহ্যন্তি ॥ ৯॥
ইদং মহ্যং মদূরিতি ॥ ১০॥
তে বৃক্ষাঃ সহ তিষ্ঠতি ॥ ১১॥
পাক বলিঃ ॥ ১২॥
শক বলিঃ ॥ ১৩॥
অশ্বত্থ খদিরো ধবঃ ॥ ১৪॥
অরদুপরম ॥ ১৫॥
শয়ো হত ইব ॥ ১৬॥
ব্যাপ পূরুষঃ ॥ ১৭॥
অদূহমিত্যাং পূষকম্ ॥ ১৮॥
অত্যর্ধর্চ পরস্বতঃ ॥ ১৯॥
দৌব হস্তিনো দৃতী ॥ ২০॥

সূক্তসার — ...তার পশ্চাতে নিভঞ্জন ॥ ২॥ রাত্রির সাথে বরুণ গমন করছেন ॥ ৩॥ বাণীর শতসংখ্যক বল ॥ ৪॥ শত সুবর্ণময় অশ্ব, শত স্বর্ণময় রথ, শত স্বর্ণিম কুশ, শত হিরণ্ময় নিষ্ক ॥ ৫॥ ...পক্ক বলি ॥ ১২॥ শক গতি ॥ ১৩॥ অশ্বত্থ, খদির, ঘৃত ॥ ১৪॥ বিরাম লাভ করো ॥ ১৫॥

শয়নকর্তা মৃতের সমান ॥ ১৬॥—ইত্যাদি।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ, পরিচয় প্রসঙ্গ ইত্যাদি পূর্ববর্তী সূক্তে উক্ত॥ (২০কা. ৯অ. ৩৫সূ) ॥

◆

: ষট্‌ত্রিংশ সূক্ত :

আদলাবুকমেককম্ ॥ ১॥
অলাবুকং নিখাতকম্ ॥ ২॥
কর্করিকো নিখাতকঃ ॥ ৩॥
তদ্ বাত উন্মথায়তি ॥ ৪॥
কুলায়ং কৃণবাদিতি ॥ ৫॥
উগ্রং বনিষদাততম্ ॥ ৬॥
ন বনিষদনাততম্ ॥ ৭॥
ক এষাং কর্করী লিখৎ ॥ ৮॥
ক এষাং দুন্দুভিং হনৎ ॥ ৯॥
যদীয়ং হনৎ কথং হনৎ ॥ ১০॥
দেবী হনৎ কুহনৎ ॥ ১১॥
পর্যাগারং পুনঃপুনঃ ॥ ১২॥
ত্রীণ্যুষ্ট্রস্য নামানি ॥ ১৩॥
হিরণ্যং ইত্যেকে অব্রবীৎ ॥ ১৪॥
দ্বৌ বা যে শিশবঃ ॥ ১৫॥
নীলশিখণ্ডবাহনঃ ॥ ১৬॥

সূক্তসার — জলপাত্রকে খোদাইকারী ॥ ৩॥ বায়ুকে স্থানচ্যুত করা হচ্ছে ॥ ৪॥ বাসস্থান করা হচ্ছে ॥ ৫॥ বিস্তৃত উগ্রের সেবা করছে ॥ ৬॥ অবিস্তারশালীর সেবা করে না ॥ ৭॥ জলপাত্রকে এর মধ্যে কে খোদিত করেছে? ॥ ৮॥ দুন্দুভীকে এর মধ্যে কে মারছে? ॥ ৯॥ এ যদি হিংসা করে, তবে কেমন করে হিংসা করে? ॥ ১০॥ দেবী হিংসা করেছেন, মন্দরূপে হিংসা করেছেন ॥ ১১॥ নিবাস স্থানের সকল দিক পুনঃ পুনঃ (লক্ষণীয়) ॥ ১২॥ উটের তিনটি নাম ॥ ১৩॥ একটি হরিণ এই কথা বলে ॥ ১৪॥ দুইটি বালক ॥ ১৫॥ নীলশিখণ্ডী বাহন ॥ ১৬॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ, পরিচয়-প্রসঙ্গ ইত্যাদি পূর্ববর্তী সূক্তে উক্ত॥ (২০কা. ৯অ. ৩৬সূ.)॥

◆

: সপ্তত্রিংশ সূক্ত :

বিততৌ কিরণৌ দ্বৌ তাবা পিনষ্টি পূরুষঃ।
ন বৈ কুমারি তৎ তথা যথা কুমারি মন্যসে ॥ ১॥
মাতুষ্টে কিরণৌ দ্বৌ নিবৃত্তঃ পুরুষানৃতে।
ন বৈ কুমারি তৎ তথা যথা কুমারি মন্যসে ॥ ২॥
নিগৃহ্য কর্ণকৌ দ্বৌ নিরাযচ্ছসি মধ্যমে।
ন বৈ কুমারি তৎ তথা যথা কুমারি মন্যসে ॥ ৩॥

উত্তানায়ৈ শয়ানায়ৈ তিষ্ঠন্তী বাব গূহসি।
ন বৈ কুমারি তৎ তথা যথা কুমারি মন্যসে ॥ ৪ ॥
শ্লক্ষ্ণায়াং শ্লক্ষ্ণিকায়াং শ্লক্ষ্ণমেবাব গূহসি।
ন বৈ কুমারি তৎ তথা যথা কুমারি মন্যসে ॥ ৫ ॥
অবশ্লক্ষ্ণামিব ভ্রংশদন্তর্লোমমতি হ্রদে।
ন বৈ কুমারি তৎ তথা যথা কুমারি মন্যসে ॥ ৬ ॥

সূক্তসার — হে কুমারী! তুমি যেমন বুঝেছো, তারা তেমন নয়। দুটি কিরণ বিস্তৃত রয়েছে, যা পুরুষ উদ্ভাসিত করছে। হে পুরুষ! তুমি মিথ্যা হতে মুক্ত হয়েছো। তোমার মাতা দুটি কিরণস্বরূপ। হে মধ্যমা! তুমি দুটিকে ধারণ করে দিতে পারছো না। মনোহারিত্বহীনের ন্যায় ভগ্ন দন্ত এবং রোমযুক্ত সারোবরে সেই কিরণ দুটি অবস্থান করছে। হে কুমারী! তুমি তাদের যেমন বুঝেছো, তারা তেমন নয়।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি প্রবহ্লিক নামে পরিচিত। এই ঋকের অর্ধাংশ অর্ধাংশ করে পাঠ করা বিধি। সাধারণের নিকট প্রহেলিকাময় অর্থ সর্বস্ব এই সূক্তটি প্রসঙ্গে বৈতানিকে উক্ত হয়—'বিততৌ কিরণৌ দ্বাবিতি প্রবহ্লিকাঃ (বৈ. ৬।২) ॥ (২০কা. ৯অ. ৩৭সূ.) ॥

◆

: অষ্টত্রিংশ সূক্ত :

ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাগ্—অরালাগুদভৎর্সথ ॥ ১ ॥
ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাগ্—বৎসাঃ পুরুষন্ত আসতে ॥ ২ ॥
ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাগ্—স্থালীপাকো বি লীয়তে ॥ ৩ ॥
ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাগ্—স বৈ পৃথু লীয়তে ॥ ৪ ॥
ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাগ্—আষ্টে লাহণি লীশাথী ॥ ৫ ॥
ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাগ্—অক্লিলী পুচ্ছিলীয়তে ॥ ৬ ॥

সূক্তসার — এইস্থানে চারিদিকের রক্ষক গজের দ্বারা উদ্ভর্সন করো। পুরুষরূপে পরিণতি প্রাপ্তির কামনায় বৎস অপেক্ষিত রয়েছে। স্থালীপাক বিলীন হয়ে যাচ্ছে।—ইত্যাদি।

টীকা — উপর্যুক্ত কুন্তাপসূক্তান্তর্গত প্রতিরাধাখ্য ঋকের অর্ধাংশ অর্ধাংশ করে পাঠ করা বিধি। বৈতানিকে উক্ত হয়—'ইহেত্থ প্রাগপাগুদগধরাগ্ ইতি প্রতিরাধান্। ন সন্তনোতি' (বৈ. ৬।২) ॥ (২০কা. ৯অ. ৩৮সূ.) ॥

: ঊনচত্বারিংশ সূক্ত :

ভূগিত্যভিগতঃ শলিত্যপক্রান্তঃ ফলিত্যভিষ্ঠিতঃ।
দুন্দুভিমাহননাভ্যাং জরিতরোথামো দৈব ॥ ১॥
কোশবিলে রজনি গ্রন্থের্ধানমুপানহি পাদম্।
উত্তমাং জনিমাং জন্যানুত্তমাং জনীন্ বর্ত্মন্যাৎ ॥ ২॥
অলাবূনি পৃযাতকান্যশ্বত্থপলাশম্।
পিপীলিকাবটশ্বসো বিদ্যুৎস্বাপর্ণশফোগোশফোজরিতরোহথামো দৈব ॥ ৩॥
বীমে দেবা অক্রংসতাধ্বর্যো ক্ষিপ্রং প্রচর।
সুসত্যমিদ্ গবামস্যসি প্রখুদসি ॥ ৪॥
পত্নী যদৃশ্যতে পত্নী যক্ষ্যমাণা জরিতরোহথামো দৈব।
হোতা বিষ্টীমেন জরিতরোহথামো দৈব ॥ ৫॥
আদিত্যা হ জরিতরঙ্গিরোভ্যো দক্ষিণামনয়ন্।
তাং হ জরিতঃ প্রত্যায়ংস্তামু হ জরিতঃ প্রত্যায়ন্ ॥ ৬॥
ত্বাং হ জরিতর্নঃ প্রত্যগুভাংস্তামু হ জরিতর্নঃ প্রত্যগৃভ্নঃ।
অহানেতরসং ন বি চেতনানি যজ্ঞানেতরসং ন পুরোগবামঃ ॥ ৭॥
উত শ্বেত আশুপত্বা উতো পদ্যাভির্যবিষ্ঠঃ।
উতেমাশু মানং পিপর্তি ॥ ৮॥
আদিত্যা রুদ্রা বসবস্ত্বেনু ত ইদং রাধঃ প্রতি গৃভ্ণীহ্যঙ্গিরঃ।
ইদং রাধো বিভু প্রভু ইদং রাধো বৃহৎ পৃথু ॥ ৯॥
দেবা দদত্বাসুরং তদ্ বো অস্তু সুচেতনম্।
যুষ্মাঁ অস্তু দিবেদিবে প্রত্যেব গৃভায়ত ॥ ১০॥
ত্বমিন্দ্র শর্মরিণা হব্যং পারাবতেভ্যঃ।
বিপ্রায় স্তুবতে বসুবনিং দুরশ্রবসে বহ ॥ ১১॥
ত্বমিন্দ্র-কপোতায় চ্ছিন্নপক্ষায় বঞ্চতে।
শ্যামাকং পক্কং পীলু চ বারস্মা অকৃণোর্বহুঃ ॥ ১২॥
অরঙ্গরো বাবদীতি ত্রেধা বদ্ধো বরত্রয়া।
ইরামহ প্রশংসত্যনিরামপ সেধতি ॥ ১৩॥

সূক্তসার — স্তুতিকারীগণ দুন্দুভি বাদিত করুন; পৃযাতক, লাউ, পিপুল, পলাশ, বট, বিদ্যুৎ ইত্যাদির সাথে ক্রীড়া করুন। হে অধ্বর্যু! এই দীপ্তিমান দেবগণের সম্মুখে শীঘ্রই মন্ত্রোচ্চারণ করুন। হে আঙ্গিরস! আদিত্য, বসু, রুদ্র—এঁরা সকলে আপনাকে অনুগ্রহ করছেন, আপনি ধন গ্রহণ

করুন। এই ধন বিশাল, বৃহৎ, বিভু এবং প্রভূতা সম্পন্ন। দেবতাগণ আপনাকে প্রাণ, বল ও চৈতন্য প্রদান করেছেন।—ইত্যাদি।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের আজিজ্ঞাসেন্যা নামে পরিচিত প্রথম তিনটি ঋক্ পঠনীয়। বৈতানে (৬।২) উক্ত হয়—'বুগিত্যভিগতঃ' ইত্যাজিজ্ঞাসেন্যাস্তিগ্রঃ'। আবার অবশিষ্ট অতীবাদ নামে পরিচিত ঋকগুলির অর্ধাংশ অর্ধাংশ করে পাঠ করা বিধি। বৈতানে (৬।২) বলা হয়েছে—'বীমে দেবা অক্রংসতেত্যতীবাদং'।। অবশ্য প্রথম তিনটি ঋকের মতো শেষ তিনটি ঋকের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কিছু উক্তি আছে, যা কেবলমাত্র আভিচারিক কর্মকুলশ ব্যক্তির পক্ষেই অনুধাবনীয় ॥ (২০কা. ৯অ. ৩৯সূ.) ॥

◆

: চত্বারিংশ সূক্ত :

যদস্যা অংহুভেদ্যা কৃধু স্থূলমুপাতসৎ।
মুষ্কাবিদস্য এজতো গোশফে শকুলাবিব ॥ ১॥
যদা স্থূলেন পসসাণৌ মুষ্কা উপাবধীৎ।
বিষ্বঞ্চা বস্যা বর্ধতঃ সিকতাস্বেব গর্দভৌ ॥ ২॥
যদল্পিকাস্বল্পিকা কর্কধূকেবষদ্যতে।
বাসন্তিকমিব তেজনং যন্ত্যবাতায় বিৎপতি ॥ ৩॥
যদ্ দেবাসো ললামগুং প্রবিষ্টীমিনমাবিযুঃ।
সকুলা দেদিশ্যতে নারী সত্যস্যাক্ষিভুবো যথা ॥ ৪॥
মহানগ্ন্যতৃপ্নদ্বি মোক্রদদস্থানাসরন্।
শক্তিকাননা স্বচমশকং সক্তু পদ্যম ॥ ৫॥
মহানগ্ন্যুলূখলমতিক্রামন্ত্যব্রবীৎ।
যথা তব বনস্পতে নিরঘ্নন্তি তথৈবতি ॥ ৬॥
মহানগ্ন্যুপ ব্রূতে ভ্রষ্টোঽথাপ্যভূভুবঃ।
যথৈব তে বনস্পতে পিপ্পতি তথৈবতি ॥ ৭॥
মহানগ্ন্যুপ ব্রূতে ভ্রষ্টোঽথাপ্যভূভুবঃ।
যথা বয়ো বিদাহ্য স্বর্গে নমবদহ্যতে ॥ ৮॥
মহানগ্ন্যুপ ব্রূতে স্বসাবেশিতং পসঃ।
ইত্থং ফলস্য বৃক্ষসে শূর্পে শূর্পং ভজেমহি ॥ ৯॥
মহানগ্নী কৃকবাকং শম্যয়া পরি ধাবতি।
অয়ং ন বিদ্ম যো মৃগঃ শীর্ষ্ণা হরতি ধাণিকাম্ ॥ ১০॥
মহানগ্নী মহানগ্নং ধাবন্তমনু ধাবতি।
ইমাস্তদস্য গা রক্ষ যভ মামদ্ধ্যৌদনম্ ॥ ১১॥

সুদেবস্ত্বা মহানগ্নীর্ববাধতে মহতঃ সাধু খোদনম্।
কুসং পীরবো নবৎ ॥ ১২॥
বশা দগ্ধামিমাঙ্গুরিং প্রসৃজতোঽগ্রতং পরে।
মহান্ বৈ ভদ্রো যভ মামদ্ধ্যোদনম্ ॥ ১৩॥
বিদেবস্ত্বা মহানগ্নীর্বিবাধতে মহতঃ সাধু খোদনম্।
কুমারিকা পিঙ্গলিকা কার্দ ভস্মা কু ধাবতি ॥ ১৪॥
মহান্ বৈ ভদ্রো বিল্বো মহান্ ভদ্র উদুম্বরঃ।
মহাঁ অভিক্ত বাধতে মহতঃ সাধু খোদনম্ ॥ ১৫॥
যঃ কুমারী পিঙ্গলিকা বসন্তং পীবরী লভেৎ।
তৈলকুণ্ডমিমাঙ্গুষ্ঠং রোদন্তং শুদমুদ্ধরেৎ ॥ ১৬॥

সূক্তসার — পাপের ক্ষয়কারিণী শক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। কোলিবৃক্ষের ন্যায় অবযদন করণশালিনী ও যা অল্প হতেও অল্পতর হয়ে বাসন্তিক তেজের ন্যায় আবাতের নিমিত্ত গমন করে, সেই তেজের কথা বলা হচ্ছে।...মহান্ অগ্নির উপরে দণ্ডায়মান জন তাঁকে উৎক্রমণ করতে সক্ষম না হলে তৃপ্তি প্রাপ্ত হন।...মহান্ অগ্নি উলুখলকে (কাষ্ঠনির্মিত যজ্ঞপাত্র) লঙ্ঘন করে বনস্পতিকে সম্বোধন করে বলেন—তুমি লোপ প্রাপ্ত হয়েও বারম্বার উৎপন্ন হয়ে থাকো।...মহান্ অগ্নি মহানগ্নের পশ্চাতে ধাবিত হন।...মহান্ অগ্নি উৎপীড়ন প্রয়াসী বৃহৎ বৃহৎ অবয়বশালীকেও বিনষ্ট করেন।...মহান্ অগ্নি একাধারে অত্যন্ত কল্যাণময় ও বিশিষ্ট পীড়াদায়ক।...অগ্নিতে আহুতি যোগ্য বিল্ব ও উদুম্বর দুই-ই মহান্ এবং ভদ্র।—ইত্যাদি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যদস্যা' ইতি ষোড়শ আহনস্যা বৃষাকপিলা বৈশিষমুত্তমেন পাদেন প্রণৌতি। 'যদস্যা অংহুভেদ্যাঃ' ইত্যাহনস্যাখ্যা ষোড়শর্চঃ বৃষাকপিশস্ত্রবচ্ছংসতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৯অ. ৪০সূ.)॥

টীকা — আহনস্যা নামে খ্যাত উপর্যুক্ত সূক্তটির ষোড়শ সংখ্যক ঋকের বিনিয়োগ বৃষাকপি শস্ত্রের ন্যায় করণীয়। বৈতানে (৬।২) উক্ত হয়—'যদস্যা অংহুভেদ্যা ইত্যাহনস্যা বৃষাকপিবৎ'—ইত্যাদি ॥ (২০কা. ৯অ. ৪০সূ.) ॥

॥ ইতি কুন্তাপসূক্তানি ॥

◆

: একচত্বারিংশ সূক্ত :

[ঋষি : শিরিম্বিঠি (১), বুধ (২), বামদেব (৩), যযাতি (৪-৬), তিরশ্চিরাঙ্গিরস বা দ্যুতান (৭-১১), সুকক্ষ (১২-১৪)। দেবতা : অলক্ষ্মীনাশন (১), ইন্দ্র (২), দধিক্রা (৩), সোম পবমান (৪-৬) ও ইন্দ্র (৭-১৪)। ছন্দ : অনুষ্টুপ, জগতী, ত্রিষ্টুপ, গায়ত্রী।]

যদ্ধ প্রাচীরজগন্তোরো মণ্ডূরধাণিকীঃ।
হতা ইন্দ্রস্য শত্রবঃ সর্বে বুদ্বুদয়াশবঃ ॥ ১॥

কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্ দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে।
নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবয়োতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ সোমপীতয়ে ॥ ২॥
দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৩॥
সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ।
পবিত্রবন্তো অক্ষরন্ দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ ॥ ৪॥
ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্।
বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসা ॥ ৫॥
সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচমীঙ্খয়ঃ।
সোমঃ পতী রয়ীণাং সখেন্দ্রস্য দিবেদিবে ॥ ৬॥
অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবৎ তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত ॥ ৭॥
দ্রপ্সমপশ্যং বিষুণে চরন্তমুপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ।
নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ ॥ ৮॥
অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপস্থেঽধারয়ৎ তন্বং তিত্বিষাণঃ।
বিশো অদেবীরভ্যাঽচরন্তীর্বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে ॥ ৯॥
ত্বং হ ত্যৎ সপ্তভ্যো জায়মানোঽশত্রুভ্যো অভবঃ শত্রুরিন্দ্র।
গুহ্লে দ্যাবাপৃথিবী অন্ববিন্দো বিভুমদ্ভ্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ১০॥
ত্বং হ ত্যদপ্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিন্ ধৃষিতো জঘন্থ।
ত্বং শুষ্ণস্যাবাতিরো বধত্রৈস্ত্বং গা ইন্দ্র শচ্যেদবিন্দঃ ॥ ১১॥
তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ১২॥
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স মদে হিতঃ।
দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ১৩॥
গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ।
ববক্ষ ঋষ্বো অস্তৃতঃ ॥ ১৪॥

সূক্তসার — মানব! তুমি অন্ন-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রেরণা করো, রক্ষার নিমিত্ত পুত্রোৎপত্তি করো এব সোম পানের নিমিত্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করো।...ইন্দ্রের আরোহণের নিমিত্ত আমি বেগবান্ অশ্বের পূজা সাঙ্গ করেছি।...ইন্দ্রের কৃপায় আমরা যেন উৎকৃষ্ট জীবনশালী হই। ...সহস্র ধারাসম্পন্ন হর্ষপ্রদ সোম ইন্দ্রের নিমিত্ত সংস্কারিত হয়েছে। সোমের শক্তি দেবগণকে হর্ষান্বিত করুক।...দশ সহস্র রশ্মির দ্বারা আকৃষ্ট-করণশালী সূর্য আপন তেজে পৃথিবীকে হিংসিত করতে উদ্যত হলে ইন্দ্র আপন বলপ্রভাবে সেই স্থান হতে তাঁকে অপসারিত করে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। ...বিষম বিচরণশীল শুক্রকে অংশুমতীর নিকটে পরিক্রমণ করতে দেখা যাচ্ছে। সূর্যের ন্যায় শুক্রও আকাশে নিবাস করেন। আমি

তাঁর আশ্রিত এবং তিনি আমাকে অভিমত ফল দান করেন।...ইন্দ্রদেবও অভীষ্টবর্ষক এবং শ্রেষ্ঠ। তিনি সৌম্য, প্রসিদ্ধ এবং তেজস্বী। তিনি শ্রেষ্ঠ যজমানকে শত্রুর ধন লাভ করিয়ে থাকেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — সোমযাগে 'দধিক্রাব্ণঃ' (২০।১৩৭।৩) ইত্যস্যা ঋচ আগ্নীধ্রীয়ে দধিভক্ষণে বিনিয়োগঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।...তথা পৃষ্ঠ্যষড়'হে 'দধিক্রাব্ণঃ' ইত্যেতামৃচং অর্ধর্চশঃ শংসতি। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ৪১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের তৃতীয় ঋক্‌টি ('দধিক্রাব্ণঃ' ইত্যাদি) সোমযাগে আগ্নীধ্রীয়ে দধিভক্ষণে বিনিয়োগ করা হয়। বৈতানে (৩।১৩) উক্ত হয়—'আগ্নীধ্রীয়ে দধি ভক্ষয়ন্তি দধিক্রাব্ণ ইতি'। সেই মতো, পৃষ্ঠ্যষড়হ যাগে এই ঋক্‌টি অর্ধাংশ অর্ধাংশ করে পাঠ করণীয়। বৈতানে (৬।২) উক্ত হয়—'দধিক্রাব্ণো অকারিষমিত্যর্ধর্চশঃ' ইতি। সেই মতো, উপর্যুক্ত সূক্তের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ (অর্থাৎ 'সুতাসো মধুমত্তমাঃ', 'ইন্দুরিন্দ্রায় পর্বত' ও 'সহস্রধারঃ পবতে' ইত্যাদি তিনটি) পাবমানী নামে চিহ্নিত ঋকের অর্ধাংশ অর্ধাংশ করে পঠনীয়। বৈতানে (৬।২) উক্ত হয়—'সুতাসো মধুমত্তমা' ইতি পাবমানীঃ। আবার সপ্তম অষ্টম ও নবম (অর্থাৎ 'অব দ্রপ্সো অংশুমতী', 'দ্রপ্সমপশ্যং বিষুণে', ও 'অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা' ইত্যাদি তিনটি) ঋকের অর্ধাংশ অর্ধাংশ করে পঠনীয়। যেমন—'অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিতি পচ্ছঃ' ইতি (বৈ. ৬।২) ॥ (২০কা. ৯অ. ৪১সূ.) ॥

◆

: দ্বিচত্বারিংশ সূক্ত :

মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব।
স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে ॥ ১॥
প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ ভরন্ত বহ্নয়ঃ।
বিপ্রা ঋতস্য বাহসা ॥ ২॥
কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্।
জামি ব্রুবত আয়ুধম্ ॥ ৩॥

সূক্তসার — মহান্ ইন্দ্র বৎস স্তোত্রের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়ে থাকেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় যে যে সত্যনিষ্ঠ প্রজাকে পালন করেন, সেই প্রজাকে অগ্নিগণ পুষ্ট করেন এবং ব্রাহ্মণ তাদের রক্ষা করেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অতিরাত্রে অতিরিক্তোক্‌থেষু 'মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'তমিন্দ্রং বাজয়ামসি (২০।৪৭) ইত্যনেন সহ উক্তঃ। ...তথা ত্রিককুদ্দশাহস্য অষ্টমেহনি এষ আজ্যস্তোত্রিয়ো ভবতি।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ৪২সূ.)॥

টীকা — অতিরাত্র যাগে অতিরিক্ত উক্‌থের মধ্যে উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ এই কাণ্ডের ৫ম অনুবাকের ১০ম সূক্তের ('তমিন্দ্র বাজয়ামসি ইত্যাদির) সাথে উক্ত হয়। তথা ছন্দোমাখ্য তিন দিবসীয় যাগে এই সূক্তের বিনিয়োগ বিহিত আছে। তবে তৃতীয় দিবসে এই সূক্তের বিনিয়োগ 'অভি প্র বঃ সুরাধসং' (২০।৫।১৪) ইত্যাদির সাথে উক্ত হয়। তথা চারি দিবসীয় যাগের চতুর্থ দিবসে এই সূক্তটি ও 'য এক ইৎ

বিদয়তে (২০।৫।২৬।৪ মন্ত্র) ইত্যাদি মন্ত্র আজ্য ও উক্থস্তোত্রিয় হয়। বৈতানে (৮।৩) উক্ত হয়—'চতুর্থেষু মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা য এক ইৎ বিদয়ত ইতি' ইতি। তথা ত্রিককুৎ দশাহ যাগের অষ্টম দিবসে এই সূক্তের আজ্যস্তোত্রিয় হয়। যেমন—'অষ্টমে মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসেতি' (বৈ. ৮।৪) ॥ (২০কা. ৯অ. ৪২সূ.) ॥

◆

: ত্রয়শ্চত্বারিংশ সূক্ত :

[ঋষি : শশকর্ণ। দেবতা : অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী, ককুপ্।]

আ নূনমশ্বিনা যুবং বৎসস্য গন্তমবসে।
প্রাস্মৈ যচ্ছতমবৃকং পৃথুং চ্ছর্দির্যুয়ুতং যা অরাতয়ঃ ॥ ১ ॥
যদন্তরিক্ষে যদ্ দিবি যৎ পঞ্চ মানুষাঁ অনু।
নৃম্ণং তদ্ ধত্তমশ্বিনা ॥ ২ ॥
যে বাং দংসাংস্যশ্বিনা বিপ্রাসঃ পরিমামৃশুঃ।
এবেৎ কাণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৩ ॥
অয়ং বাং ঘর্মো অশ্বিনা স্তোমেন পরি ষিচ্যতে।
অয়ং সোমো মধুমান্ বাজিনীবসু যেন বৃত্রং চিকেতথঃ ॥ ৪ ॥
যদপ্সু যদ্ বনস্পতৌ যদোষধীষু পুরুদংসসা কৃতম্।
তেন মাবিষ্টমশ্বিনা ॥ ৫ ॥

সূক্তসার — হে অশ্বিদ্বয়! অন্তরিক্ষ ও স্বর্গলোকে যে ধন আছে, তা আমাদের প্রদান করুন। এই হবিঃ ধনের সাথে যুক্ত, এই স্তোম ধর্মের দ্বারা সিঞ্চিত এবং এই সোম মাধুর্যময়। আপনি এগুলি গ্রহণ করুন। জলরাশি, ওষধিসমূহ ও বনস্পতিরাজিতে যে কর্ম নিহিত আছে, তার দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অতিরাত্রে অতিরিক্তোক্থেষু স্তোত্রিয়ানুরূপয়োরনন্তরং 'আ নূনমশ্বিনা যুবং' (২০।১৩৯) 'তং বাং রথং' (২০।১৪৩) ইতি সূক্তে শংসতি। ...তৎ উক্তং বৈতানে॥ (২০কা. ৯অ. ৪৩সূ.)॥

টীকা — অতিরাত্র যাগে অতিরিক্ত উক্থে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে উপর্যুক্ত সূক্তটি, পরবর্তী ৪৭শ সূক্তের সাথে পঠনীয়। আবার, পূর্ববর্তী ৪১শ সূক্তের দশম, দ্বাদশ ঋক্ ও পরবর্তী ৪৪শ সূক্তের সাথে পঠনীয়। বৈতানে (৪।৩) উক্ত হয়—'আ নূনমশ্বিনা যুবং তা বাং রথমিতি সূক্তে। পূর্বস্য দশমীং দ্বাদশীমুত্তরং চ পচ্ছঃ' ইতি ॥ (২০কা. ৯অ. ৪৩সূ.) ॥

: চতুশ্চত্বারিংশ সূক্ত :

[ঋষি : শশকর্ণ। দেবতা : অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্।]

যন্নাসত্যা ভুরণ্যথো যদ্ বা দেব ভিষজ্যথঃ।
অয়ং বাং বৎসো মতিভির্ন বিন্ধতে হবিষ্মন্তং হি গচ্ছথঃ ॥ ১॥
আ নূনমশ্বিনোর্ঋষি স্তোমং চিকেত বাময়া।
আ সোমং মধুমত্তমং ঘর্মং সিঞ্চাদথর্বণি ॥ ২॥
আ নূনং রঘুবর্তনিং রথং তিষ্ঠাথো অশ্বিনা।
আ বাং স্তোমা ইমে মম নভো ন চুচ্যবীরত ॥ ৩॥
যদদ্য বাং নাসত্যোক্থৈরাচুচ্যুবীমহি।
যদ্ বা বাণীভিরশ্বিনেবেৎ কাণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৪॥
যদ্ বাং কক্ষীবাঁ উত যদ্ ব্যশ্ব ঋষির্যদ্ বাং দীর্ঘতমা জুহাব।
পৃথী যদ্বাং বৈন্যঃ সাদনেষ্বেবেদতো অশ্বিনা চেতয়েথাম্ ॥ ৫॥

সূক্তসার — হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা দ্রুতগামী, চিকিৎসাকর্মে কুশল এবং হবিঃসম্পন্নের নিকটে গমনকারী। ঋষিগণ অশ্বিনীকুমার যুগলের স্তোত্র জ্ঞাত আছেন। অশ্বিদ্বয় দ্রুতগতি-সম্পন্ন রথে আরূঢ় থাকেন এবং তাঁদের উদ্দেশে উচ্চারিত স্তুতি ব্যোমস্পর্শী হয়ে থাকে। আমরা উক্থ মন্ত্রে তাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করি এবং বাণীর দ্বারা তাঁদের সেবা করতে থাকি।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বসূক্তে উল্লিখিত ॥ (২০কা. ৯অ. ৪৪সূ.) ॥

◆

: পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত :

[ঋষি : শশকর্ণ। দেবতা : অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ছন্দ : বিরাট, জগতী, অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

যাতং ছর্দিষ্পা উত নঃ পরস্পা ভূতং জগৎপা উত নস্তনূপা।
বর্তিস্তোকায় তনয়ায় যাতম্ ॥ ১॥
যদিন্দ্রেণ সরথং যাথো অশ্বিনা যদ্ বা বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা।
যদাদিত্যেভির্ঋভুভিঃ সজোষসা যদ্ বা বিষ্ণোর্বিক্রমণেষু তিষ্ঠথঃ ॥ ২॥
যদদ্যাশ্বিনাবহং হুবেয় বাজসাতয়ে।
যৎ পৃৎসু তুর্বণে সহস্তচ্ছ্রেষ্ঠমশ্বিনোরবঃ ॥ ৩॥
আ নূনং যাতমশ্বিনেমা হব্যানি বাং হিতা।
ইমে সোমাসো অধি তুর্বশে যদাবিমে কণ্বেষু বামথ ॥ ৪॥

যন্নাসত্যা পরাকে অর্বাকে অস্তি ভেষজম্।
তেন নূনং বিমদায় প্রচেতসা ছর্দির্বৎসায় যচ্ছতম্ ॥ ৫॥

সূক্তসার — হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের শরীরের, গৃহের, পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির এবং সংসারের রক্ষক রূপে আগমন করুন। আপনারা ইন্দ্রের সাথে এক রথে আরোহণ করেন এবং বিষ্ণুর বিক্রমের সাথেও সংযুক্ত থাকেন। আপনারা যজমানের পক্ষে শীঘ্র-লভ্য। আপনারা শত্রুবশে সক্ষম। ...এই সোম তুর্বশ, যদু ও কণ্বের নিমিত্ত সংস্কারিত। আপনারা এই স্থানে অবশ্য আগত হোন। আপনারা দূর বা নিকটস্থ ওষধিসমূহকে আপন দানী মনের দারা প্রদান করুন।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের অনুরূপ ॥ (২০কা. ৯অ. ৪৫সূ.) ॥

◆

: ষট্‌চত্বারিংশ সূক্ত :

[ঋষি : শশকর্ণ। দেবতা : অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

অভুৎস্যু প্র দেব্যা সাকং বাচাহমশ্বিনোঃ।
ব্যাবর্দেব্যা মতিং বি রাতিং মর্ত্যেভ্যঃ ॥ ১॥
প্র বোধয়োষো অশ্বিনী প্র দেবি সূনৃতে মহি।
প্র যজ্ঞহোতরানুষক্ প্র মদায় শ্রবো বৃহৎ ॥ ২॥
যদুষো যাসি ভানুনা সং সূর্যেণ রোচসে।
আ হায়মশ্বিনো রথো বর্তির্যাতি নৃপায্যম্ ॥ ৩॥
যদাপীতাসো অংশবো গাবো ন দুহ্র উধভিঃ।
যদ্বা বাণীরনূষত প্র দেবয়ন্তো অশ্বিনা ॥ ৪॥
প্র দ্যুম্নায় প্র শবসে প্র নৃষাহ্যায় শর্মণে।
প্র দক্ষায় প্রচেতসা ॥ ৫॥
যন্নূনং ধীভিরশ্বিনা পিতুর্যোনা নিষীদথঃ।
যদ্বা সুম্নেভিরুক্থ্যা ॥ ৬॥

সূক্তসার — আমি স্বীকার করছি যে অশ্বিনীকুমার যুগল জ্ঞান-বুদ্ধিশালী হয়ে বিরাজমান। ...মেধা আমার বুদ্ধিকে প্রকাশিত করুন। স্তোতাগণ প্রাতঃসময়ে অশ্বিদ্বয়কে প্রবোধিত করুন। সত্যরূপা দেবী তাঁদের প্রশংসনীয় করুন। হোতৃগণ তাঁদের ফলস্বরূপ যশঃ প্রদান করুন।... অশ্বিনীকুমারদের রথ আপন তেজে উষার সাথে মিলিত হয়ে সূর্যের সাথে দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। সেই কালে ঋত্বিকগণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে স্তোত্রবাণী ধ্বনিত করতে থাকেন। আমরা ঐশ্বর্য, বল ও কল্যাণ লাভের নিমিত্ত তাঁদের স্তুতি করছি। তাঁরা কল্যাণকরী কারণের নিমিত্ত প্রশংসার যোগ্য।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের অনুরূপ ॥ (২০কা. ৯অ. ৪৬সূ.) ॥

◆

: সপ্তচত্বারিংশ সূক্ত :

[ঋষি : পুরুমীঢ় ও আজমীঢ় (১-৭), বামদেব (৮), মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি (৯)। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম পৃথুজ্রয়মশ্বিনা সঙ্গতিং গোঃ।
যঃ সূর্য্যাং বহতি বন্ধুরায়ুর্গির্বাহসং পুরুতমং বসূয়ুম্ ॥ ১॥
যুবং শ্রিয়মশ্বিনা দেবতা তাং দিবো নপাতা বনথঃ শচীভিঃ।
যুবোর্বপুরভি পৃক্ষঃ সচন্তে বহন্তি যৎ ককুহাসো রথে বাম্ ॥ ২॥
কো বামদ্যা করতে রাতহব্য ঊতয়ে বা সুতপেয়ায় বার্কৈঃ।
ঋতস্য বা বনুষে পূর্ব্যায় নমো যেমানো অশ্বিনা ববর্তৎ ॥ ৩॥
হিরণ্যয়েন পুরুভূ রথেনেমং যজ্ঞং নাসত্যোপ যাতম্।
পিবাথ ইন্মধুনঃ সোম্যস্য দধথো রত্নং বিধতে জনায় ॥ ৪॥
আ নো যাতং দিবো অচ্ছা পৃথিব্যা হিরণ্যয়েন সুবৃতা রথেন।
মা বামন্যে নি যমন্ দেবয়ন্তঃ সং যদ্ দদে নাভিঃ পূর্ব্যা বাম্ ॥ ৫॥
নূ নো রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং দস্রা মিমাথামুভয়েম্বস্মে।
নরো যদ্ বামশ্বিনা স্তোমমাবন্‌ৎসধস্তুতিমাজমীহ্লাসো অগ্মন্ ॥ ৬॥
ইহেহ যদ্ বাং সমনা পপৃক্ষে সেয়মস্তে সুমতির্বাজরত্না।
উরুষ্যতং জরিতাং যুবং হ শ্রিতঃ কামো নাসত্যা যুবদ্রিক্ ॥ ৭॥
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম ॥ ৮॥
পনায্যং তদশ্বিনা কৃতং বাং বৃষভো দিবো রজসঃ পৃথিব্যাঃ।
সহস্রঃ শংসা উত যে গবিষ্টৌ সর্বাঁ ইৎ তাঁ উপ যাতা পিবধ্যৈ ॥ ৯॥

সূক্তসার — হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের বেগবান্ রথ উচ্চ-নীচ স্থানে গমনকারী এবং সূর্যকে বহনকারী। এই রথ বাণীকে গ্রহণকারী এব গাভীগণের দ্বারা সুসংহত আমি এই রথকে আহ্বান করছি। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। কোন্ হবির্দাতা রক্ষা-প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং সংস্কারিত সোম পানের নিমিত্ত আপনাদের আহ্বান করছেন এবং সেবা করছেন? আপনারা আপন স্বর্ণিম রথের দ্বারা এই যজ্ঞে আগত হোন এবং সোমপান পূর্বক এই সেবককে রত্ন-ধন প্রদান করুন। আপনারা স্তোতা যজমানদের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি প্রদান করুন। আপনারা তাঁদের সকলকে এমন সুবুদ্ধি প্রদান করুন, যাতে তাঁরা পরস্পর সমান মতিসম্পন্ন হয়ে যান, এবং আপনাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে যান। আপনারা এঁদের রক্ষা করুন।...আমাদের নিমিত্ত আকাশ মধুময় হোক, অন্তরিক্ষ মধুময় হোক, ওষধি সমুদয় মধুমতী হোক, ক্ষেত্রপতিও মধুময় হোক, আমরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়ে তাঁর অনুগামী হয়ে যেন পরিভ্রামিত হই।...হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের স্তোত্র দ্যাবাপৃথিবীতে ফলবর্ষক হোক।—ইত্যাদি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'তং বাং রথং' ইত্যস্য বিনিয়োগঃ 'আ নূনমশ্বিনা যুবং' (২০।১৩৯) ইত্যত্র উক্তঃ। অতিরাত্রে অতিরিক্তোক্‌থে 'মধুমতীরোষধীঃ' (২০।১৪৩।৮,৯) ইতি দ্বে ঋচৌ পরিধানীয়াশস্ত্র-যাজ্যে ক্রমেণ ভবতঃ। তৎ উক্তং বৈতানে।—ইত্যাদি॥ (২০কা. ৯অ. ৪৭সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ৪৩শ সূক্তের সাথে উক্ত হয়। অতিরাত্র যাগে অতিরিক্ত উক্‌থে উপর্যুক্ত সূক্তটির ৮ম ও ৯ম সংখ্যক ঋকদ্বয় (অর্থাৎ 'মধুমতীরোষধীর্দ্যাব' ইত্যাদি ও 'পনায্যং তদশ্বিনা' ইত্যাদি মন্ত্র দুটি) যথাক্রমে পরিধানীয়া ও শস্ত্রযাজ্যারূপে নির্ধারিত হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে— 'মধুমতীরোষধীরিতি পরিধানীয়া। উত্তরা যাজ্যা' ইতি (বৈ. ৪।৩)॥—উপর্যুক্ত সূক্তটিতে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার যুগলের নিকট অথর্বণি ঋষির প্রার্থনা—'আকাশ মধুময় হোক'...ইত্যাদি অপর বেদেও ধ্বনিত হয়েছে। এই পরম মঙ্গলময় প্রার্থনা আধুনিকতম কালেও উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য, বরং অধিকতর প্রয়োজনীয়তার সাথে উচ্চারিতব্য। ব্যাধি হতে নির্মুক্তির সাথে সাথে বাতাস, জল, শব্দ ইত্যাদির দূষণ হতেও রক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা আধুনিকতম কালে কত অপরিহার্য তা সহজেই অনুমেয়। ঋগ্বেদেও বহু স্থানে এমন প্রার্থনা দেখা যায়। যেমন—'মধুবাতা ঋতায়তে' ইত্যাদি।—'বায়ুসকল যজমানের জন্য মধুবর্ষণ করুক, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করুক, ওষধি সকলও মাধুর্যযুক্ত হোক। আমাদের রাত্রি ও উষা মধুর হোক; পার্থিব জনপদ মাধুর্যবিশিষ্ট হোক, সকলের পালয়িতা আকাশও মধুযুক্ত হোক। বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হোক; সূর্যও (অর্থাৎ সূর্যালোকও) মধুর হোক, ধেনুসকলও (দুগ্ধও) মধুর হোক—ইত্যাদি। (ঋগ্বেদ, ১।৯০।৭-৯)॥ (২০কা. ৯অ. ৪৭সূ.)॥

॥ ইতি বিংশং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

অথর্ববেদসংহিতা সমাপ্তা।